এও এক নূতন!

আমার গুপ্তকথা !!

অতি আশ্চর্য্য !!!

"স্বর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্নন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী হ্যসাধুস্তিতউর্যথা ॥"

কুমার শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দেব দ্বারা

প্রকাশিত।

প্রণেতা।

দ্বাদশ সংস্করণ।

সম্বৎ ১৯৬৩।

নির্ঘণ্ট পত্র।

বৃত্তান্ত।	পৃষ্ঠা।

এই এক নূতন!

প্রথম পর্ব্ব।

প্রথম স্তবক।

১৮০০ খ্রীঃ।

আজ অতি শুভদিনে, শুভক্ষণে, প্রভু যিশুখৃষ্টের জন্মদিনে, এই এক নূতন জিনিষ পাঠক মহাশয়ের দরবারে পেস্ কোল্লেম্। জিনিষটী যতই নাড়া চাড়া কোরে দেখ্বেন, ততই নূতন নূতন, ততই অদ্ভুত অদ্ভুত এবং ততই বিচিত্র বিচিত্র রং দেখ্তে পাবেন। তা দেখে মাঝে মাঝে হাস্তে হবে, কাঁদ্তে হবে, কথায় কথায় বিস্ময় বোধ হবে, কিন্তু রাগ কোত্তে হবে না। এতে ইন্দ্রের বজ্র, ভগবতীর শক্তি, বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, সরস্বতীর বীণা, কমলার পদ্ম, ভীমের গদা, এবং যমের দণ্ডের মতন নরম গরম অনেক চেহারাই দেখ্বেন। হক্ কথা আর ছাপা থাকবে না। এই নূতন জিনিষটী আমরা ব্রহ্মার রাজধানী থেকে হায়েষ্ট-বিডারে ডেকে নিয়েছি। যাঁর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হবে, তিনিই এর পাঠামৃতরসাস্বাদনে সমর্থ হবেন।

শ্রী—সবজান্তা।

সাং আসমান।

কথা আমি শুনলেম। তখন মন আমার যে কেমন হলো, এখন আর তা বোল্‌তে পাচ্চি না। পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যদি কেউ কখনো এমন অবস্থায় পোড়ে থাকেন, তবে ভেবে দেখুন, আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। আমার গুরুপত্নী যে কথাগুলি বোল্লেন, সেগুলি সবই ঠিক; তাঁদের আর অন্য সম্বল কিছুই ছিল না। ভট্টাচার্য্য পায়ে আর মুখে যা কিছু রোজগার কোত্তেন, তাতেই এক রকম চোল্‌তো; আমার দশটাকা উপরি অঙ্ক!—এখন আমি ভাবলেম, এঁরা আমারে "যাও" বোল্‌তেও পারবেন না "থাকো" বোল্লেও গুজরাণ করা বড় কষ্ট। বিশেষ, লেখা পড়া এখানে আর কিছুই হবে না; তবে এঁদের গলগ্রহ হয়ে আর কেন থাকি?

পাঠক মহাশয় মনে করুন, ভট্টাচার্য্যের সাতটী পরিবার। ব্রাহ্মণী নিজে, আর তিনটী মেয়ে, আর তিনটী অপোগণ্ড ছেলে। পরিবার ছাড়া একটী গাই-গরু আছে, তার জন্যে একজন রাখাল আছে। বোল্‌তে গেলে আছে সব, কিন্তু জীবন-উপায় কারুরি নাই। বড় মেয়েটী বিধবা, ছোট দুটী আইবড়, ছেলে তিনটী নাবালক। আমার যে দশটী টাকা আসে, তা সর্ব্বদা আস্‌বে কি না, কে জানে? কোথা থেকে আসে, তাও জানি না। যদি নিকট হয়, তা হলে অবশ্যই এ কথা শুনবে, ভট্টাচার্য্য নাই, তবে আমিও এখানে নাই;—এই বুঝে তাও বন্ধ কোত্তে পারে। যদি এমন ঘটে, তবে কষ্টের আর সীমা থাক্‌বে না। যিনি টাকা দেন, তাঁর নাম জানি না যে, চিঠি লিখে সংবাদ আনবো। যদিও পাঠান, তাতে এঁদেরই সাহায্য হবে, আমার আর এখানে থাকা শ্রেয়ঃ নয়। এই ভেবে সেই রাত্রে খুব ভোরে উঠে ব্রাহ্মণীকে না বোলে পুঁথি কখানি নিয়ে প্রস্থান কোল্লেম। সঙ্গে কেবল দুটী টাকা আর পাঁচ আনার পয়সা রইলো!

দ্বিতীয় কাণ্ড।

বর্দ্ধমান।

পরদিন প্রাতঃকালে হুগলিতে পৌঁছিলেম। বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত নগরের শোভা দেখে এক দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলেম। সেখানে যা জানি, রন্ধন কোরে খাওয়া হ'লো; তার পর সেখান থেকে আবার বেরুলেম। তখন রেলের গাড়ী ছিল না, সুতরাং হাঁটা-পথে সন্ধ্যার পর বর্দ্ধমানে পৌঁছিলেম। সেখানে কোথায় যাই, এইরূপ ভাবছি, এমন সময় একখানা বাঙলা ঘর সম্মুখে দেখতে পেলেম। সেইখানে গিয়ে দেখি, একজন আরদালি পাইচারী কোচ্চে। তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখানে কে থাকেন?" সে উত্তর কোল্লে, "ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট।" "নাম কি?" উত্তর "রামকুমার বাবু।—রামকুমার বসু—বাবু।" সাহসে ভর কোরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। রামকুমার বাবু, একখানি চৌকিতে বোসে বই দেখছিলেন। রামকুমার বাবু দেখতে অতি ভালমানুষ, মূর্ত্তিখানি ঠাণ্ডা, গড়ন

দোহারা, আকার বেঁটে খেঁটে, বর্ণ শ্যাম, মস্তকে টাক্ আছে, বাকী চুলগুলি পাকা; কাণে দুর্ব্বোঘাসের মতন অনেক চুল, নাক লম্বা, চোক্ বড়, চোকে চস্মা, গোঁফ আছে, কিন্তু গোঁফের চুলগুলি বেশ কালো, বোধ হলো কলপ্ দেওয়া। গোঁফের পাশে বাঁ-দিকের গালে একটী বড় আঁচিল, বয়স আন্দাজ ৬০।৬২ বৎসর। তিনি হঠাৎ আমারে দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি?" আমি বোল্লেম, "হরিদাস, নিবাস সুবর্ণগ্রাম, পথিক।" তিনি সদয়ভাবে বোল্লেন, "বোসো—কি নিমিত্ত?" আমি একখানি চৌকিতে বোসে বোল্লেন, "নিরাশ্রয়।" এই কথা শুনে প্রায় দশ মিনিট তিনি আর কিছুই বোল্লেন না;—বই দেখ্তে লাগ্লেন। এই অবকাশে আমি বাঙলাটীর শোভা দেখে নিলেম। ঘরখানি বড় ছোটও নয়, খুব বৃহৎও নয়। দুইপাশে চার্টী কাম্রা, মধ্যস্থলে একটী বড় দালান, চারিদিকে রক আছে। প্রায় দশ হাত তফাতে আর দুখানি ঘর। বোধ হলো, তার একখানি রান্নাঘর। ঘরগুলি দেখ্তে দিব্বি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চারিদিকে ইটের দেয়াল, তাতে চুণ-কাম করা; চাল উলু দিয়ে ছাওয়া। উঠোনের চার্দিকে খুব উঁচু ইটের প্রাচীর;—এক পাশে একটী আস্তাবল। এই সকল দেখ্‌ছি, এমন সময় রামকুমার বাবু হঠাৎ আমার মুখ-পানে চেয়ে দেখে বোল্লেন, "আচ্ছা।" কেবল এই এক "আচ্ছা" বোলেই আবার বই দেখ্তে লাগ্লেন। আমি দেখ্‌লেম, তিনি যে বই দেখ্‌চেন, সেখানি সংস্কৃত কুমারসম্ভব। ভাব্‌লেম, আমার লেখা পড়ার পরিচয় পেলে ইনি অবশ্যই আদর কোত্তে পারেন। এই ভেবে আমি বোল্লেম, "মহাশয়! কুমারের কোন্ অংশ দেখা হোচ্চে?" তিনি বোল্লেন, "পঞ্চম সর্গ।—তোমার কি কুমার পড়া আছে?" আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, শিক্ষা কোরেছি।" এই কথা শুনে তিনি এই দুটী কবিতা পাঠ কোত্তে দিলেন।

নিবর্ত্তয়াস্মাদসদীপ্সিতাম্মনঃ
ক্ব তদ্বিধস্ত্বং ক্ব চ পুণ্যলক্ষণা।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী
শ্মশানশূলস্য ন যূপ সৎক্রিয়া॥
ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূলবাদিনি
প্রবেপমানাধরলক্ষ্যকোপয়া।
বিকুঞ্চিতভ্রূলতমাহিতে তয়া
বিলোচনে তির্য্যগুপান্তলোহিতে॥

আমি আবৃত্তি কোরে ব্যাখ্যা কোল্লেম। বোধ হলো, শুনে বড় সন্তুষ্ট হলেন। বোল্লেন, "এত অল্প বয়সে এ শিক্ষার গুরু কে?"

আমি বোল্লেম, "সুবর্ণগ্রামে স্বর্গীয় মাধবাচার্য্য।" তাই শুনে বোধ হলো যেন আরো অধিক সন্তুষ্ট হলেন। পুস্তকখানি বাক্সের উপর বন্ধ কোরে রেখে আহারের আয়োজনের আজ্ঞা দিলেন। একত্রে আহার হলো, ব্রাহ্মণের পাক, পাত্র স্বতন্ত্র। আহারান্তে আমার অজ্ঞাতে স্বতন্ত্র গৃহে সুশয্যা প্রস্তুত হলো, সুখে সুপ্রভাত হলো।

এইরূপ সন্তোষে তিনদিন তিনরাত্রি অতি-বাহিত হলো। দেখ্‌লেম, সংস্কৃতশাস্ত্রের চর্চ্চায় তাঁর বড় আনন্দ। সেই উৎসাহে আমারও আনন্দ বাড়্‌লো। ব্যবহারে বুঝ্‌লেম, রামকুমার বাবু অতি সৎ, অতি ভদ্র এবং অতি দয়ালু। তিনি একদিন আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি সংস্কৃত জানো, তুমি আমার অতি প্রিয়,

তুমি এইখানে থাকো। দেখ, তোমার কোন ক্লেশ নাই। তুমিও যা, আমিও তা, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তোমারে আমি সন্তানের মত দেখি।" আমি দেখ্লেম, রামকুমার বাবু সত্যই আমারে ভালবাসেন, সত্য সত্যই আমারে স্নেহ করেন। এইরূপে প্রায় দুইমাস কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে আমি এক্লা বেড়াতে বেরিয়েছি; দেখ্লেম, পথের দুধারে দোকানিরা নানা রকমের জিনিস বিক্রী কোচ্চে, কুকুরগুলো মৌনব্রত অবলম্বন কোরে এদিক ওদিক ছুটোছুটী কোচ্চে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হন্ হন্ কোরে বাড়ী চোলেছে, রাস্তায় ভারি ভিড়্। এমন সময় পশ্চিমদিকে একটা গোল্ উঠ্লো। আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি এখানে?" কিন্তু কে কার কথার উত্তর করে? দশবার জিজ্ঞাসা কোল্লেও কেউ উত্তর কোল্লে না শেষে একজন বোল্লে, "একটা গাঁট্‌কাটা এক ময়রার দোকান থেকে এক ব্রাহ্মণের দশটাকা কেটে নিয়েছে, তারির মাম্লা হোচ্চে! রাজা গোলাপ্‌বাগ্ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁর গাড়ী ধোরেছে, গাঁট্‌কাটাও ধরা পোড়েছে, রাজাও গাড়ী থামিয়ে দাঁড়িয়েছেন, হুলুস্থূল ব্যাপার!"

এই কথা শুনে আমি গাঁট্‌কাটা দেখ্‌বার জন্যে লোকের ভিড়্ ঠেলে কতকদূর এগিয়ে দেখি, গাঁট্‌কাটা যেন যমদূতের মতন মিস্ কালো, মাথায় কাফ্রিদের মতন ঝুড়ি ঝুড়ি অনেক চুল, মেড়ুয়াবাদী দরোয়ানদের মতন, থালধারের ঝাউবনের মতন গালের দুপাশে কাণপাট্টা দাড়ী, দুর্গাঠাকরুণের অসুরের গোঁফের মতন লম্বা লম্বা গোঁফ দাড়ী পর্য্যন্ত লতিয়ে পড়েছে। কণ্ঠায় ফকিরদের মতন দুহালি বড় বড় তক্তাকির মালা, দুহাতের দু-বাহুতে দুগাছা মোটা মোটা তামার তাগা, তার একটা হাত কাপড় দিয়ে বাঁধা আছে, একজন বরকন্দাজ তাই ধোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিধান দেড়হাত ওসারের একখান কালো থান, সেখানা নাভির উপরেও উঠে নি, হাঁটুর নীচেও নামে নি। গাঁট্‌কাটা দেখে আমার বড় রাগ হলো, ভয়ও হলো; আমি সেখান থেকে একটু তফাতে সোরে দাঁড়ালেম।

বৰ্দ্ধমানের রাজা কেমন, তাই দেখ্‌বার জন্যে পশ্চিমদিকে আর একটু এগুলেম। দেখ্লেম, রাজা ঠিক সাহেবের মতন পোষাক পোরে, হিন্দুস্থানি তাজ মাথায় দিয়ে গাড়ীতে বোসে আছেন। গড়ন একহারা, রং গৌর, মুখ গম্ভীর, চক্ষু উজ্জ্বল লাল, তাতে চস্‌মা; শরীর দীর্ঘও নয়; ভুঁড়িও নাই। গাড়ীর সম্মুখে চাপরাসিরা হৈ হৈ শব্দ কোরে লোকের ভিড়্ থামাচ্চে, সাজ পরা ঘোড়া এক একবার চিঁহিঁহিঁ চিঁহিঁহিঁ কোরে চিৎকার কোচ্চে, আর সম্মুখের পা দুখানি দোলাচ্চে,—বোধ হলো যেন নাচ্চে। ঘোড়াটী পরম সুন্দর, বর্ণ শাদায় রাঙায় মিশ্রিত, ঘাড় ময়ূরের গলার মতন বাঁকানো, পা ছোট, লেজ মোটা, লোম বড়;—সাজগুলিও বহুমূল্য। আমি ত রাজারে ফেলে ঘোড়ারেই অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, চক্ষের পলক্ পোড়্‌লো না! শুনা ছিল, বৰ্দ্ধমানের পশুশালা বড় আশ্চর্য্য! মনে কোল্লেম, সেই পশুশালারি এই অশ্ব হবে, তাতেই এত সুন্দর হয়েছে! এইরূপ বিচার কোচ্চি, এমন সময় সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হয়ে পশ্চিম সাগরে ডুবলেন, পাখীরা "বেলা নাই—বেলা নাই" বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, শৃগালেরা

"ক্যাহুয়া সন্ধ্যা হুয়া—সন্ধ্যা হুয়া" বোলে রব কোত্তে লাগ্‌লো; দোকানদারেরা ধূপ ধূনার গন্ধে ও শঙ্খধ্বনিতে রাস্তা আমোদিত কোরে তুল্‌লে; আকাশে সনক্ষত্র পঞ্চমীর পঞ্চকলা চন্দ্রোদয় হলো। রাজা ব্যস্ত হয়ে "পুলিসমে যাও" এই হুকুম দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলেন, গাড়ী টপাটপ্ শব্দে রাজ-বাড়ীর দিকে চোলে গেল। সেদিন আর আমার মহারাজকে ভাল কোরে দেখা হলো না; বাসায় ফিরে এল্লেম। রামকুমার বাবুর সেরাত্রে অধিক কাজ ছিল না, সুতরাং সকলেই সকাল সকাল আহার কোরে, সকাল সকাল শয়ন কোল্লেম। ভোরেই নিদ্রা ভঙ্গ হলো।

পরদিন প্রাতঃকালে রামকুমার বাবু সকাল সকাল আহার কোরে আফিসে গেলেন, আমিও আহার কোরে দুই একপাত ইংরাজী অভ্যাস কোত্তে লাগ্‌লেম।

বেলা যখন আড়াইটে, তখন দেখি, রামকুমার বাবু তাড়াতাড়ি কোরে আফিস থেকে ফিরে আস্‌ছেন। এসে, কাপড় চোপড় না ছেড়েই খান্‌সামাদের ডেকে ঘরগুলি ঝেড়ে সাফ্ করাচ্চেন, লাণ্ঠনে আর দেয়ালগিরিতে তেল বাতি দেওয়া হোচ্ছে; বাবু ভারি ব্যস্ত। আহারাদির উদ্যোগেও তিন চারজন লোক ফর্দ্দ হাতে কোরে বাজারে বেরুলো। সকলেই এক একটা কাজে ব্যতিব্যস্ত।

আমি এই সকল দেখে শুনে, একজন আর্‌দালিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আজ এত ধূমধাম কিসের?" সে বোল্লে, "আজ হুজুরের মেজো জামাই আর মেজো মেয়ে আস্‌বেন, সেই জন্যে এই সব উদ্যোগ হোচ্চে।"

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় একখান জুড়ী গড়্ গড়্ কোরে, এসে দরজায় লাগ্‌লো। আমি জুড়ীর নাম শুনেছিলেম বটে, কিন্তু জন্মাবধি তার চেহারা চক্ষে কখনো দেখি নি, এই আমার প্রথম দেখা। সুতরাং সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেম। দেখ্‌লেম, গাড়ীর ভিতর থেকে সাটিনের পোষাক পরা একজন সুপুরুষ, আর বারাণসী চেলি পরা একটী নারী তাড়াতাড়ি কোরে নাম্‌লেন। পুরুষটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাকার, মাথায় কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল, তার দু চারগাছি পাকা, বয়স প্রায় ৪০।৪২ হবে। স্ত্রীলোকটী পরমা সুন্দরী, বড় বেঁটেও নয়, বড় লম্বাও নয়; বর্ণ গৌর, গায়ে অনেকগুলি গয়না আছে মুখখানি হাসি হাসি, চোক্ দুটী খুব ডাগর, চুলগুলি কেমন, তা ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না;—কপাল পর্য্যন্ত আড় ঘোম্‌টায় ঢাকা। মুখের আকার দেখে বোধ হলো, বয়স আন্দাজ ২৫।৩০ বৎসর। পূর্ব্বেই বোলেছি, আমি সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেম, বাবু গাড়ী থেকে নেমেই আমারে আগে দেখ্‌লেন। দেখেই, বোধ হলো যেন শিউরে উঠে, আশ্চর্য্য জ্ঞান কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি?—তুমি এখানে?" এই কথা বোলেই একটু নিস্তব্ধ হলেন, আমিও সেই সময় সোরে গেলাম। কিন্তু কেন যে তিনি আমায় দেখে বিস্ময় বোধ কোল্লেন, তার আমি কিছুই ভাব গতিক জান্‌তে পাল্লেম না। মাঝের কাম্‌রায় রামকুমার বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের আস্‌তে দেখে আগ্‌বাড়িয়ে আদর কোরে বসালেন। আমিও আসে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। "কেমন আছ, কাজকর্ম্ম কেমন চোল্‌ছে, বাড়ীর সকলে কে কেমন আছে?" এই সকল জিজ্ঞাসাবাদ কোত্তে কোত্তেই প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। রামকুমার বাবু তার পর বোল্লেন, "মাণিকচাঁদ!

তোমার একটী মহৎ রোগ হলো। আমি যত টাকা পাঠাই, ততই তোমার খরচ হয়, আরো শুনেছি, দেনাও হয়। এ রকম অপব্যয় কোল্লে আমি অত্যন্ত অসুখী হই, আর মনে মনে রাগও হয়। দেখ, তুমি আর যদি অমন কোরে টাকা নষ্ট করো, তবে আমি বড় সাবধান হয়ে চোল্‌বো। তুমি চাইলে টাকা দিব বটে, কিন্তু উইলে বাদ পোড়্‌বে। দেখ, ছুটী মেয়ে বৈ আমার আর কেউই নাই,—যা আছে, সকলি তাদের, কাজে কাজে তোমরা বেহিসিবি হলে তারাই একেবারে ভেসে যাবে। বড় মেয়েটী আগেই মারা পোড়েছে, তার যে একটী ছেলে হয়েছিল, সেটী যে, দুবছর বয়সের সময় কোথায় গেল, এ পর্য্যন্ত কিছুই তার সন্ধান হলো না। কেউ বোল্লে, জলে ডুবে গ্যাছে, কেউ বোল্লে, জোচ্চোরে ধোরে নিয়ে গ্যাছে, রেখেছে কি মেরে ফেলেছে, কে জানে? হয় ত মেরেই ফেলেছে!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে দুটী চক্ষু দিয়ে দর্ দর্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। চক্ষু মার্জ্জন কোরে আবার বোল্লেন, "দেখ, এখনো তুমি সাবধান হয়ে চলো, আমার অন্তিম-দশায় আর মনঃপীড়া দিও না;—থাক্‌লে তোমরাই পাবে, তোমাদেরই ভাল। দুই অংশ সমান কোরে উইল লিখেছি;—উইল ঐ সিন্ধুকেই আছে। কিন্তু এখন অবধি তুমি বেশী খরচ কোল্লে, স্বতন্ত্র ক্রোড়পত্রে আগাগোড়া মায় সুদ বাদ দিয়ে যাবো।" জামাই বাবু এই সকল কথা শুনে মৃদুস্বরে উত্তর কল্লেন, "আজ্ঞা, যা আপনি অনুমতি কোচ্চেন, এখন অবধি তাই হবে। আমি এখন অবধি খুব সাবধান হয়েই চোল্‌বো।" এই পর্য্যন্ত কথোপকথনের পর রামকুমার বাবু আহারের উদ্যোগের কতদুর হলো, তাই দেখ্‌তে একটু অন্তর হলেন।—তৎপর আমি সেই ঘরের মধ্যে আস্‌বামাত্র জামাই বাবু আমারে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি এখানে কি কর?"

আমি বোল্লেম, "আমি এইখানে থাকি আপনার শ্বশুর যথেষ্ট ভালবাসেন, যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন; আমিও তাঁরে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করি।"

এই কথা শুনে জামাই বাবু বোল্লেন, "কেবল থাকো, আর শ্রদ্ধা ভক্তি করো, কাজকর্ম্ম কিছুই নয়?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, কর্ম্মকাজ কিছুই নয়।"

তিনি পুনরায় বোল্লেন, "তবে এক কর্ম্ম করো; আমার সঙ্গে চলো। সেখানে কাজকর্ম্ম কোর্‌বে, আমি তোমারে কিছু কিছু টাকা দিব!"

আমি বোল্লেম, "তা আমি কখনোই যাবো না। তবে যদি আপনার শ্বশুর আমারে ত্যাগ করেন, তবেই যেতে পারি!" এই কথা বোলেই আমি ধাঁ কোরে সোরে পোড়্‌লেম। খানিক পরেই ভোজনের উদ্যোগ হলো; রামকুমার বাবুর কন্যাটী ছাড়া আমরা তিনজনে একত্রে খেতে বোস্‌লেম। খেতে খেতে জামাই বাবু রামকুমার বাবুকে বোল্লেন, "মহাশয়! এই বালকটী আমারে দিন। আমি এরে যত্ন কোরে রাখ্‌বো, আর যাতে কোরে এ কিছু কিছু পায়, তারও উপায় কোর্‌বো!"

রামকুমার বাবু তাই শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন হরিদাস, যাবে?" আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা না, আপনার আশ্রয় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।" জামাই বাবু আমার উত্তর শুনে বোধ হয় রাগ

কোল্লেন; বিরক্ত হয়ে বোল্লেন, "মূর্খ! যাবে না? আপনার ভাল আপনি বুঝ্তে পারো না? আচ্ছা, থাক্;—এই দশাতেই থাক্!" আমি মৌন হয়ে থাক্লেম, আহার সমাপ্ত হলো। আমাদের আহারের পর কর্ত্তার কন্যা ও চাকর চাক্রাণীদের খাওয়া হলো। সকলে যথাস্থানে শয়ন কোল্লেন, আমিও আপনার নির্দ্দিষ্ট কাম্রায় (শীতকাল), লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে জামাই আর কন্যা বিদায় হলেন, আমি যেন বাঁচ্লেম। বোধ হলো, ব্যাধের হাত থেকে হরিণশিশু এযাত্রা পরিত্রাণ পেলে। সেদিন আর কিছু নূতন ঘটনা উপস্থিত হলো না। পরদিন সকালে আমি আর রামকুমার বাবু, দুখানি চৌকী পেতে বাইরে বোসে আছি; আগেই বোলেছি শীতকাল,—রৌদ্রে বোসে আছি, এমন সময় একজন দীর্ঘাকার কদাকার ব্রাহ্মণ সেইখানে এসে উপস্থিত হলো। লম্বা,—এত লম্বা যে, মাপে চার্ হাতের কম নয়। পা দুটো ঈষৎ বাঁকা, মূষকের মত পেট, একটা হাত ছোট, আর একটা তার চেয়ে কিছু বড়। মাথায় ছাতার মত ঝাঁক্ড়া চুল। লোটা কাণ, নাক বেআড়া বড়; ঠিক যেন একটা কিম্ভূত কিমাকার! সম্মুখের চার্টে দাঁত প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। ভুরুতে চুল নাই, চক্ষু ভাঁটার মতন গোল, তাই আবার রক্তবর্ণ; চাউনি কট্মটে; বর্ণ কালো,—বার্ণিস্ করা কালো। দুহাত বহরের একখানা আধ-ময়লা কোরা থান পরা, গায়ে একখানা ছেঁড়া কালো বনাত জানু পর্য্যন্ত ঢাকা। দেখ্লেই ভয় হয়। ছোট ছোট ছেলেরা তাদের ঠাকুরমার কাছে শুয়ে সন্ধ্যার পর যে সকল জুজুর গল্প শুনে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিও ঠিক সেই রকমের জুজু! বাস্তবিক তার বেআড়া চেহারা দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হলো। ভয়ে জড়সড় হয়ে রামকুমার বাবুর গা ঘেঁসে চৌকীখানি সোরিয়ে নিলেম। ব্রাহ্মণ সম্মুখে এসেই জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এখানে হরিদাস নামে কেউ আছে?" রামকুমার বাবু আমার দিকে আঙুল হেলিয়ে বোল্লেন, "হাঁ আছে; এই বালকের নামই হরিদাস।—কেন?" সে এই কথা শুনেই বোল্লে, "এ আমার ভাগ্নে। আমি এরে নিয়ে যাই।" রামকুমার বাবু বোল্লেন, "হরিদাস যদি যায়, তবেই পারো।" আমি ভয়ে কাঁপ্তে কাঁপ্তে বোল্লেম, "আমার মামা কেউ নাই, আমি ওর সঙ্গে কখনোই যাবো না।" রামকুমার বাবু তাই শুনে তার কথায় আর কাণ দিলেন না; কাজে কাজে বিরক্ত হয়ে, সেদিন সে ফিরে গেল; আমারো কাঁপুনি থাম্লো।

ক্রমে বেলা হলো, রামকুমার বাবু আপিসে গেলেন, আমি পূর্ব্ববৎ ইংরাজী পড়া অভ্যাস কোত্তে লাগ্লেম। শীতকালের বেলা, দেখ্তে দেখ্তে ফুরিয়ে যায়; দেখ্তে দেখ্তে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে বাজ্লো;—রামকুমার বাবু কাছারী থেকে ফিরে এলেন। দেখ্তে দেখ্তে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। রাত্রি যখন আন্দাজ চারদণ্ড, তখন রামকুমার বাবু একটী আরব্ধ কাজ সমাপ্ত না কোরেই, আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! তোমার হাতের ইংরাজী লেখা কেমন হয়েছে দেখি?" আমি ব্যস্ত হয়ে একখানি লেখা এনে সম্মুখে ধোল্লেম। দেখে, রামকুমার বাবু বোল্লেন, "হোতে পারে! আচ্ছা, তুমি এই কাগজ কখানি নকল করো।" এই কথা বোলে চারিখানি ষ্ট্যাম্প

আমারে দিলেন, বড় বড় অক্ষরে তার এক এক পিঠ লেখা ছিল। সেইগুলি আমারে শাদা কাগজে নকল কোত্তে হলো। আমি নকল কোত্তে লাগ্‌লেম, রামকুমার বাবু পুনরায় পূর্ব্বের কাজে মন দিলেন। রাত্রি যখন দশটা, তখন আমার নকল করা শেষ হলো। রামকুমার বাবু সেইগুলি দেখে ষ্টাম্পের সঙ্গে মিলিয়ে বাক্সের ভিতর চাবিবন্ধ কোরে রাখ্‌লেন। রেখে, অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে চেয়ে, কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। ভাবে বোধ হলো, যেন কোনো দুর্ভাবনায় কাতর হয়েছেন। অনেকক্ষণ পরে আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "হরিদাস! রাত্রি কত?" আমি উত্তর কোল্লেম, "প্রায় এগারোটা।" এই কথা শুনে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, মৃদুস্বরে যেন আপনা আপনি বোল্লেন, "তবে আর না।" তার পর আহারের উদ্যোগ হলো, আমরা আহার কোরে শয়ন কোল্লেম। বাসার অপর লোকেরাও আহারাদি কোরে শয়ন কোত্তে গেল।

তৃতীয় কাণ্ড।

রাত্রে দুর্ঘটনা।

অনেক রাত্রে শয়ন করা হয়েছিল, শীঘ্র শীঘ্রই নিদ্রা আকর্ষণ হলো। সবেমাত্র চোকের পাতা বুজে আস্‌চে, এমন সময় ঘরের বাইরে যেন মানুষের পদশব্দ শোনা গেল। বোধ হলো যেন, দুজন মানুষ চুপি চুপি দৌড়ে গেল। তার পর আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। প্রথম নিদ্রায় কোনোরূপ বাধা পোড়্‌লে শীঘ্র শীঘ্র আর নিদ্রা হয় না, সুতরাং প্রায় একঘণ্টা আর নিদ্রা হলো না। তার পর আবার যখন অল্প অল্প নিদ্রা আকর্ষণ হোচ্চে, এমন সময় বোধ হলো, কে যেন ঘরের ভিতর তাড়াতাড়ি ঘুরে বেড়াচ্চে। তখন আর সেজের মধ্যে আলো নাই,—নিবে গেছে। রাত্রি বোধ হয় দুটো, কি আড়াইটে। মাঝে মাঝে চাকরেরা আর হরকরারা ঘরের ভিতর আসে বোলে দরজা বন্ধ করা হয় না। মনে কোল্লেম, তারাই কেউ এসে থাক্‌বে। আর বোধ করুন, শীতকাল; লেপ মুড়ি দিয়ে শোয়া; নিস্তব্ধ-লোকের পদশব্দে কিছুই ভ্রুক্ষেপ কোল্লেম না। এই ভাবে থাক্‌তে থাক্‌তে নিদ্রা হলো। রাত্রি যখন প্রায় ভোর, তখন "এ কি! এ কি! রক্তের ঢেউ খেল্‌চে যে?—কে এমন কোল্লে?" এইরূপ চীৎকারে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো;—শয্যার উপর উঠে বোস্‌লেম। উচ্চৈঃস্বরে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ব্যাপার কি?—এত গোল কিসের?" একজন চাকর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমার কাছে এসে বোল্লে, "সর্ব্বনাশ হয়েছে! কর্ত্তা নেই!" আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কর্ত্তা নেই কি?" চাকর উত্তর কোল্লে, "খুন!" এই কথা শুনে আমিও চমকিত হয়ে ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি, রক্তে বিছানা ভেসে গেছে, রামকুমার বাবু জীবন-

শূন্য হয়ে শয্যার উপর পোড়ে আছেন। কণ্ঠদেশ মাঝামাঝি প্রায় চার্ আঙুল কাটা! গায়ে হাত দিয়ে দেখি, শরীর এককালে বরফের মত ঠাণ্ডা! তাই দেখে আমি শোকে বিহ্বল হয়ে, ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগ্লেম। চাকরেরা আমারে ধোরে শান্ত কর্বার জন্যে অনেক চেষ্টা কোত্তে লাগ্লো, কিছুতেই মনে প্রবোধ হলো না। তখন পূর্ব্বদিক ফর্সা হয়েছে।

ক্রমে প্রভাত হলো। দুই জামায়ের নামে চিঠি লিখে, দুজনলোক পাঠিয়ে দিয়ে, আমি নিজেই থানায় গেলেম। গিয়ে দেখি, দারোগা মশাই তখন পর্য্যন্তও ঘুমুচ্চেন! অনেক ডাকাডাকিতে নিদ্রাভঙ্গ হলো; খড়ম্ পায়ে দিয়ে চোক্ মুছ্তে মুছ্তে বাইরে এলেন। আমি কাঁদ্তে কাঁদ্তে এই ঘটনা আরম্ভ কোল্লেম। তিনি বোধ হয়, আমার কথা শুনে কিছু বিরক্ত হলেন। গম্ভীরস্বরে একজন চাকরের নাম কোরে ডেকে বোল্লেন, "তামাক দে রে!" চাকর এক রূপোর গুড়্গুড়িতে তামাক দিয়ে গেল, দারোগা একখানি চেয়ারে বোসে আমীরি ওজনে গুড়্গুড়ি টান্তে লাগ্লেন। চক্ষু দুটী জাহাজের কম্পাসের মতন একদিকেই হেলে রইলো। এক একবার "এরে ওরে" বোলে ডাকেন, আবার মৌন হয়ে তামাক খান; আমি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি, দৃষ্টিপাত নাই! আধ্ঘণ্টা এই রকমে গেল। অবশেষে আমি হাত যোড় কোরে বোল্লেম, "ধর্ম্মাবতার! বেলা হয়;— সেখানে কেউ নাই।" দারোগা উত্তর কোল্লেন না;—আমিও খানিক নিস্তব্ধ হলেম। ক্রমে সূর্য্যোদয় হলো, দারোগা মশাই সেখান থেকে উঠে গেলেন;—আমি দাঁড়িয়ে রইলেম। একঘণ্টা পরে ফিরে এসে একজন মুহুরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সেলাহেত্ বহি কোথা?" মুহুরী উত্তর কোল্লে, "মুন্সীর সিন্ধুকে।" দারোগা বোল্লেন, "ডেকে আনো।—ওরে, তামাক দে রে!" মুহুরী তাঁরে ডাক্তে গেল, আমিও সেই অবকাশে পুনরায় বোল্লেম "ধর্ম্মাবতার! বেলা হয়।" তখন তিনি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি তোমার?" এই প্রশ্ন শুনে আমি মনে কোল্লেম, ইনি আমার কথাগুলি বোধ হয় ভুলে গেছেন, সুতরাং পুনর্ব্বার আগাগোড়া খুনের ঘটনা এজেহার কোত্তে হলো। আমার বলা শেষ হয়ে গেলে, তার এক কোয়াটার পরে তিনি বোল্লেন, "হুঁ!—তামাক দে রে!" এই সময়ে তাঁর চাকর আর একটা বড় আল্বোলার নল এনে তাঁর হাতে দিয়ে গেল। তিনি সেইটী একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে, বাঁকা কোরে ধোরে টান্তে আরম্ভ কোল্লেন। আল্বোলা খোদ্ দশহাত তফাতে অবস্থিতি কোচ্চেন! লঙ্কাদগ্ধের পর সীতাদেবীর কথায় হনুমান যেমন মুখের মধ্যে লাঙ্গুল দিয়েছিল, দারোগার হাতে আর মুখে আল্বোলার নল, তেম্নি রকম শোভা পেতে লাগ্লো। আমি সেই এক "হুঁ" শুনে তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে আছি; ভয়ে আর দ্বিরুক্তি কোত্তে সাহস হোচ্চে না। ইত্যবসরে চাম্ড়া-বাঁধা একখানি বড় কেতাব হাতে কোরে মুন্সী মশাই উপস্থিত হলেন। দারোগা সাহেব তাঁরে বোল্লেন, "রাত্রে, কে কি এজেহার কোরেছে পড়ো।" মুন্সী পোড়্তে লাগ্লেন। দারোগা তামাক খেতে খেতে ঘাড় নেড়ে নেড়ে শুন্তে লাগ্লেন। পড়া সমাপ্ত হলে, দারোগা মশাই

একটু হাস্‌লেন। তাঁর হাসি দেখে আমার কিছু সাহস হলো; দু চার্‌-পা অগ্রসর হয়ে বোল্লেম, "খোদাবন্দ—" বোল্‌তে বোল্‌তেই তিনি বাধা দিয়ে বোল্লেন, "রও!—দেখ বেণী বাবু! (মুন্সীর নাম বেণী বাবু), ঐ হাম্বির বক্সের মাম্‌লাটাতে বড় দাঁও আছে; আমাকে না জানিয়ে রিপোর্ট কোরো না! তামাক দে রে!"

এই সময় আমার গ্রহ কতক সুপ্রসন্ন হলো। মুন্সী মশাই আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি তোমার?" আমি বলি বলি মনে কোচ্চি, এমন সময় দারোগা মশাই নিজেই সব বোল্লেন আমারে আর কিছু বোল্‌তে হলো না। তিনি বোল্লেন, "এই ছোক্‌রা বোল্‌চে, ডেপুটী বাবু, আপনিই গলায় ছুরি দিয়েছেন, কি কে তাঁরে খুন কোরেছে।" মুন্সী মশাই এই কথা শুনেই আপ্‌সোস কোরে বোল্লেন, "আ-হা-হা! এমন হয়েছে? ডেপুটী বাবু বড় ভালমানুষ ছিলেন; আমাদের উপর তাঁর অতিশয় দয়া ছিল।" দারোগা মশাই তখন আমারে বোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি যাও; আমি শীঘ্রই যাচ্চি।" তখন বেলা আন্দাজ আটটা; আমি চোলে এলেম। এসে দেখি, বাড়ীতে লোকারণ্য! সকলেই রামকুমার বাবুর জন্যে "হায় হায়" কোচ্চে, দু একটা বুড়ী এসেছে, তারা ত ডাক্‌ছেড়েই কাঁদ্‌চে! আমি তাদের চুপ্‌ কোত্তে বোলে, ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি, তিনজন চাপরাসী পাহারা দিচ্চে, একজন বুড়ো চাকর বিছানায় বোসে হাপুস্‌নয়নে রোদন কোচ্চে; তার চক্ষের জলে রামকুমার বাবুর গাত্রবস্ত্র ভিজে যাচ্চে। দেখে আমার যে কি হলো, ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেউই তা অনুভব কোত্তে পারবে না। আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম; চাকরেরা আমারে ধোরে বাইরে নিয়ে এলো। বেলা যখন দশটা, তখন দারোগা সাহেবের আবির্ হলো! সঙ্গে চারজন লোক। (মুহরী, জমাদার, আর দুইজন বরকন্দাজ)। হুজুর এসেই আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোন্‌ ঘরে?" আমি তাঁরে সঙ্গে কোরে সেই ভয়ঙ্কর কাম্‌রার মধ্যে নিয়ে গেলেম। তিনি প্রথমে শয্যার এপাশ ওপাশ তুলে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; রক্তের মধ্যে একখানি ক্ষুর পাওয়া গেল। তার পর রামকুমার বাবুর শরীর পরীক্ষা কোরে দেখ্‌লেন, জীবন নাই। খানিক নিস্তব্ধ থেকে আমারে বোল্লেন, "ডাক্তারকে সংবাদ দাও।" আমি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে গেলেম; ঘটনা শোন্‌বা-মাত্রেই তিনি আমার সঙ্গে এলেন। দারোগা তাঁরে মৃতদেহ পরীক্ষা কোত্তে বোল্লেন। দেহটী ধরাধরি কোরে বাইরে আনা হলো। ডাক্তার বাবু ভাল কোরে দেখে বোল্লেন, "যে ভাবে কাটা হয়েছে, আপনি এ ভাবে পারা যায় না, অপর লোকেই কেটেছে।" অবশেষে একখানি কাগজে এই ভাবের অভিজ্ঞানপত্র লিখে দিলেন:—

"গলার মধ্যদেশে দৈর্ঘে চার ইঞ্চি, প্রস্থে এক ইঞ্চি, গভীর তিন ইঞ্চি ক্ষুর দিয়ে কাটা। ক্ষুর আপনি ধরিলে দক্ষিণ অংশে বক্রভাবে লাগিবে; অতএব ইহা আত্মহত্যা হইতে পারে না! আমার বিবেচনায় বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, বাবু রামকুমার বসুকে কোন ব্যক্তি খুন করিয়াছে, ইতি। ১৮৪০ সাল, তারিখ, ২৪এ ডিসেম্বর।"

এই সার্টিফিকেট লিখে দিয়েই ডাক্তার বাবু প্রস্থান কোল্লেন। দারোগা তার পর আমার এজেহার গ্রহণ কোল্লেন। ক্রমে

চাকরদের, চাপ্‌রাসীদের, হর্‌করাদের, আর্‌দালীদের, সহিস্‌ কোচ্‌মানের, পাচক ব্রাহ্মণের ও চাক্‌রাণীর জোবানবন্দী লওয়া হলো। মুহুরী চার্‌খান লম্বা কাগজে সমুদয় লিখে নিলেন, সেইখানে বোসেই রিপোর্ট লেখা হলো। দারোগা বোল্লেন, মুহুরী লিখ্‌লেন; আমি সমুদয় শুন্‌লেম। রিপোর্টে এই কথা লেখা হলো:—

'ধর্ম্মাবতার প্রবলপ্রতাপেষু।'

"ছাএল হরিদাস ছোক্‌রার এজেহার মতে অধীন সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিল যে, খুন হওয়া ডেপুটী মাজেষ্টর বাবু রামকুমার বসু মহাশয় একটী দক্ষিণদ্বারী ঘরে একখান পালঙের উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া আছেন; বিছানার চারিদিকে রক্ত ছড়াছড়ি আছে। বিছানার নীচে একখান ক্ষুর পড়িয়া থাকা ও সেই ক্ষুরে খুন হওয়া বিবেচনা হওয়ায় ষ্টেশনের সবএসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, যদুনাথ পালকে ডাকিতে পাঠান যায়। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া খুন হওয়া প্রমাণে ডাক্তারের সার্টিফিকেট অত্রসহ হুজুরে প্রেরিত হইতেছে। ছাএলের এজেহারে প্রকাশ করে যে, ডেপুটী বাবু মহচুপ্‌ একাকী এক ঘরে শয়ন করিয়া থাকা ও অন্ধকার রাত্রে ঘরের ভিতর মানুষের পায়ের শব্দ হওয়া ও ভোরে চাকরদের গোলমালে ছাএল মজ্‌কুরের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া ও খুন দর্শন করা ইত্যাদি।"

"ষষ্ঠিদাস ঘোষ ও পীতাম্বর চাকর ও সনাতন আর্‌দালী তথা বেচারাম্‌ আর্‌দালী ও রোহিম্‌ চাপ্‌রাসী তথা এবাদত্‌ চাপ্‌রাসী তথা মনিরুদ্দী চাপ্‌রাসী তথা জনার্দ্দন চাপ্‌রাসী ও খোদাবক্স কোচ্‌মান ও জহরুদ্দী সহিস্‌ ও হরুঠাকুর ও বেম্ম চাক্‌রাণী, ইহারা সকলে এক বয়ানে জোবানবন্দী দিয়াছে। অতএব এপক্ষ সরেজমীনে হাজির থাকিয়া লাস্‌ ও বাংলায় সমস্ত আস্‌বাব্‌ পাহারায় রাখিয়া অত্র রিপোর্ট্‌ হুজুরের সুগোচর কারণ নিবেদিলেক।—হুজুর মালিক, নিবেদন ইতি। ১৮৪০ সাল, ২৪এ ডিসেম্বর, মোং ১২৪৭ সাল, ১১ই পৌষ।"

রিপোর্টটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে পাঠানো হলো; আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলেম। পেস্কার রিপোর্ট শুনিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ হুকুম লেখা হলো। হুকুমের বয়ানগুলি এখনও আমার ঠিক ঠিক স্মরণ আছে।

"কাগজাত্‌ মোলাহেজায় হুকুম হইল যে, কোন ব্যক্তিদিগের দ্বারা খুন হওয়া প্রকাশ। অতএব দারোগাকে লেখা যায় যে, এই মর্ম্মে ঘোষণা জারী করে যে, যে ব্যক্তি হত্যাকারীকে ধরিয়া দিবে, অথবা এমন নিশ্চয় সংবাদ দিবে, যদ্দারা হত্যাকারী ধৃত হইতে পারে, তাহাকে সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া যায়, ওয়ারিস্‌ হাজির হওয়া তক্‌, মালামাল পুলিসের হেফাজতে থাকে, এবং ছাএল লাস্‌ জ্বালাইয়া দিতে পারে। ইতি ১৮৪০ সাল, তারিখ, ২৪এ ডিসেম্বর, মোতাবেক ১২৪৭ সাল, তারিখ, ১১ই পৌষ।"

দারোগার নিকটে পরোয়ানা গেল, তিনি লাস্‌ জ্বালাইবার হুকুম দিলেন। আমরা দামোদরের তীরে রামকুমার বাবুর* সৎকার কোরে সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে এলেম। শোকে দুঃখে শীতকালের রাত্রি জাগ্রতাবস্থাতেই অতিবাহিত হলো।

* এই নামে এখন যিনি হুগলীতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আছেন, তাঁহার সহিত এ উপাখ্যানের কোন সংস্রব নাই। ফলতঃ আমরা কোন অংশে কাহাকেও লক্ষ্য

চতুর্থ কাণ্ড।

উইল।

প্রাতঃকাল হলো,—সূর্য্যদেব উদয় হলেন। পুনর্ব্বার দারোগা মহাশয় দেখা দিলেন। ওয়ারিস্ কেউ হাজির নাই বোলে পুলিসের চারজন বরকন্দাজ সারা রাত পাহারায় ছিল, তারাও আমাদের সঙ্গে সারারাত জেগেছে। সকাল বেলা তাদের বদ্‌লী হলো; আর চারজন নূতন লোক দারোগার সঙ্গে এসেছিল, তারাই তখন পাহারা দিতে লাগ্‌লো। বেলা যখন প্রায় দশটা, তখন একখান গাড়ী এলো। কে এলো কে এলো বোলে, আমি তাড়াতাড়ি দেখ্‌তে গেলাম; কিন্তু চিন্‌তে পাল্লেম না। দুজন যুবা পুরুষ গাড়ী থেকে নাম্‌লেন। নেমেই মস্ মস্ কোরে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। দারোগাও তাঁদের চেনেন না, সুতরাং প্রথমে ঘরে যেতে নিষেধ কোরেছিলেন, কিন্তু আমাদের বুড়ো চাকর তাঁদের একজনকে চিন্‌তে পাল্লে। সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নমস্কার কোরে দারোগাকে বোল্লে, "ইনি কর্ত্তার ছোট জামাই।" তাই শুনে দারোগা আর কিছু বোল্লেন না। যে লোক তাঁরে আন্‌তে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, সে তখনো ফেরে নি। বোধ হয় হেঁটে আস্‌তে বিলম্ব হোচ্ছিল। আমি জামাই বাবুর সম্মুখে গিয়ে হেঁট হয়ে নমস্কার কোল্লেম। তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি?" আমি বোল্লেম, "হরিদাস।" আমার কথা শুনে তিনি অন্যমনস্ক হলেন; দারোগার সঙ্গে অনেক কথা হতে লাগ্‌লো; আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। ক্রমে বেলা হয়ে উঠ্‌লো, আহারাদির উদ্যোগ হলো। দারোগা থানায় গেলেন। আমরা স্নানাহার সমাপ্ত কোরে মাঝের কাম্‌রায় বোস্‌লেম। জামাই বাবুর সঙ্গে যিনি এসেছিলেন, তিনি অনেকক্ষণ আমারে ঠাউরে ঠাউরে দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি বোল্লে? হরিদাস না?"

আমি বিনম্রস্বরে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ।"

তিনি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস?"

আমি আবার উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ।" দুবার আমার স্বর শুনে একটু চুপ্ কোরে থেকে পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কি আর কখনো আমাকে কোথাও দেখেছ?—মনে পড়ে?"

আমি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা কোল্লেম;—মনে হলো না। ভাল কোরে তাঁর মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেম, মনে হলো না। অবশেষে অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, মনে হয় না!"

তিনি বোল্লেন, "তোমার নিবাস সুবর্ণ গ্রামে ত?"

করিতেছি না! তবে স্বভাবের গতিতে আর প্রকৃত ঘটনায় যাঁহারা স্বইচ্ছায় ধরা দিবেন, তাহাতে আমরা অপরাধী নহি।

আমি চমকিত হয়ে বোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ সুবর্ণগ্রামে।"

"তুমি কি কখনো হুগ্‌লীতে এসেছিলে ?"

"আজ্ঞা হাঁ, এক দিবস।"

"তার পর কোথায় যাও ?"

এই প্রশ্ন শুনে হঠাৎ আমার একটু একটু স্মরণ হলো ; যিনি কথা কোচ্ছিলেন, তিনি আমার পরম উপকার কোরেছেন। স্মরণ হবামাত্রেই আহ্লাদে দাঁড়িয়ে উঠে, করযোড়ে তাঁরে অভিবাদন কোল্লেম। লজ্জিতভাবে বোল্লেম,—মহাশয়! ক্ষমা করুন! আমার স্মরণ হোচ্ছিল না!"

পাঠক মহাশয়! বোধ হয় আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমি যে দিন হুগ্‌লী থেকে বর্দ্ধমানে আসি, সে দিন হাঁটা-পথে আসা হয়েছিল।—হাঁটা পথে আসা হয়েছিল বটে, কিন্তু হেঁটে আস্‌তে হয় নি। যিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেন, তিনিও সেইদিন বর্দ্ধমানে আসেন। তাঁর গাড়ী প্রস্তুত ছিল, আমারে ক্লান্ত দেখে বোধ হয় দয়া হলো ; বর্দ্ধমানে আস্‌বো শুনে আপনার গাড়ীতে তুলে নিলেন। পথে আস্‌তে আস্‌তে আমার কথাগুলি তাঁরে সব বোলেছিলেম। শুনে কিছু সদয় হলেন ; পকেট থেকে দুটী টাকা বার্ কোরে আমারে দিলেন। বর্দ্ধমানে আমার কোনো চেনা লোক আছে কি না, সেই কথাটী বলা হয় নি ; সুতরাং তিনি আমাকে বাজারের সাম্‌নে নামিয়ে দিয়ে যান।

একখানি বড় নৌকা ডুবি হলে, নিকটে একখানা ছোট তক্তা ভাস্‌তে দেখে, জলমগ্ন আরোহীর মনে যেমন কতক আশ্বাস জন্মে, রামকুমার বাবুর মৃত্যুর পর এই একদিনের পরিচিত ভদ্রলোকটীকে দেখে, আমার মন তেম্‌নি আশ্বস্ত হলো। অনেকক্ষণ নানা কথায় শোকেরও কতক লাঘব হলো। জামাই বাবুও আমার পরিচয় পেলেন ; তাঁর মুখ দেখে বোধ হলো, দু চারদণ্ডের আলাপনেই তিনি আমারে ভালবাসেন। আমাদের কথাবার্ত্তা হোচ্ছে, এমন সময় দারোগা মহাশয় আবার এলেন ; তার খানিকক্ষণ পরেই আর একখানি গাড়ী এলো। তাতে কে ?—আমি বাইরে গিয়ে দেখ্‌লেম, রামকুমার বাবুর মেজো জামাই ;—তিনি একাই এসেছেন ; তাঁর সঙ্গে আর কেউই ছিল না। তখন বেলা তিনটে। মাণিক বাবু আমারে দেখে ভাল কোরে কথা কইলেন না ; আমি নমস্কার কোল্লেম, তিনি কেবল "হুঁ" দিয়েই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। গিয়ে, ছোট জামাইকে দেখে ঘাড় নেড়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "শ্যাম! এসেছ ?—কতক্ষণ ?"

সম্বোধিত ব্যক্তি উত্তরদান কোল্লেন, "প্রায় দশটার সময়।" উত্তরদাতার নাম শ্যামসুন্দর—উপাধি মিত্র।

"ঘটনা কিরূপ শুনলে ?"

"খুন!"

"হাঁ, তা ত পত্রেই দেখা হয়েছে ; কিন্তু কিরূপে ?"

"দারোগা স্বয়ংই উপস্থিত আছেন, জিজ্ঞাসা করুন।"

"আপনি কিরূপ তদারক কোল্লেন ?"

দারোগা আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বর্ণন কোরে বোল্লেন, "খুনী আস্‌কারা এতক্ হয়ে উঠ্‌চে না। হুজরী পারিতোষিক ঘোষণা করা হয়েছে ; আএন্দা মাহার কিনারা হতে পার্‌বে। থানা বথানা পরোয়ানা দেওয়া গেছে, গ্রেপ্তার অবশ্যই হবে। ডেপুটী

বাবু বড় ভাল হাকিম ছিলেন, তাঁর দুস্‌মন্ কে হলো?"

মাণিকবাবু খানিক নিস্তব্ধ থেকে দারোগার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা! কাটা কি রকম? আপনি ত নয়?" এই দুটী কথা যেন খুব সাহসের স্বরে বড় জোরে ডেকে ডেকে বোল্লেন।

দারোগা উত্তর কোল্লেন, "ডাক্তারে তা বলে না;—খুনই বলে। আচ্ছা, আপনারা এসেছেন, তাঁর মালামাল কোথায় কি আছে, দেখে শুনে নিন্। আর সরকারি কাগজপত্র যদি কিছু থাকে, আমার সাক্ষাতে হুজুরে চালান করুন। আমার জানা আছে, ডেপুটী বাবুর পুত্রসন্তান নাই; কেবল দুটীমাত্র কন্যা আছেন;—তাঁরাই মাতব্বর ওয়ারিস্।"

শ্যামসুন্দরবাবু দারোগার এই কথা শুনে মাণিকবাবুকে বোল্লেন, "আমি শুনেছিলেম, কর্ত্তা উইল কোরেছিলেন; আসুন, দেখা যাক্, সেখানি কোথা।"

মাণিকবাবু বোল্লেন, "ইতিমধ্যে একদিন আমি এখানে এসেছিলেম, সেইদিন তিনি বোলেছিলেন, উইল সিন্দুকে আছে। এই সময় পুলিস উপস্থিত; চলো, সিন্দুক খোলা যাক্।"

এই কথা বোলে তাঁরা রামকুমার বাবুর শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেন; দারোগাও গেলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলেম। মাণিক বাবু পশ্চাদ্দিকে আমার পানে চেয়েই বোল্লেন, "সিন্দুকের চাবী?" আমি সভয়ে উত্তর কোল্লেম, "জানি না।" তাই শুনে তিনি অতিশয় বিরক্ত হলেন;—ক্রোধে চাকরদের ডাকাডাকি কোত্তে লাগ্‌লেন। বুড়ো চাকর, তার নাম ভগবান, আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল; তার মাথায় একটা থাব্‌ড়া মেরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ওগো! সিন্দুকের চাবী?" সে বেচারা শোকেই অজ্ঞান, সে চাবীর কথা কি জানে? সুতরাং আরো ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। মাণিকবাবু ভারি চোটে, বিছানার এদিক ওদিক তাড়াতাড়ি খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। একবার উপরে, একবার নীচে, চক্ষু ঘুরিয়ে চাইতে লাগ্‌লেন, চাবী পাওয়া গেল না। শেষে একজন খান্‌সামা বোল্লে, "চাবী তিনি কোথাও রাখ্‌তেন না, রিঙে কন্না থোলো বাঁধা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌তো।" এই কথা শুনে সিন্দুক বাক্সো ভাঙাই স্থির হলো; দারোগা কাজে কাজেই তাতে সায় দিলেন। এখন আমার মনে হোচ্ছে, দারোগা সেখানে না থাক্‌লে বড় বিপদ হতো;—দারোগা থাকাতে খুব ভালই হয়েছিল। প্রথমে একটা সাঁড়াসী দিয়ে সিন্দুকটী ভাঙা হলো। তার ভিতরে সর্ব্বোপরে দুখানা বড় বড় কেতাব, তার নীচে একটী লেফাফায় উইল।—সেই সিন্দুকে তের কেতা কোম্পানির কাগজ; তার মধ্যে একখান আড়াই হাজার টাকার, একখানা পাঁচহাজার টাকার, আর বাকী এগারোখানা এক এক হাজার টাকার। তা ছাড়া বাইশ কেতা ব্যাঙ্ক নোট; তার তিন কেতা হাজার টাকার, চার কেতা পাঁচ-শ টাকার, দশ কেতা এক-শ টাকার; আর বাকী পাঁচ কেতা পঞ্চাশ টাকার। নগদ টাকা বড় অধিক ছিল না; তা তখন গণাও হলো না। শেষে গুণে দেখা হয়েছিল, দুইহাজার ছয়শত বিরাশী টাকা।

মাণিকবাবু আগে উইলখানি খুলে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন। তাতে লেখা ছিল, "আমার জমীদারী এত, কোম্পানির কাগজ এত,

নগদ্ এত, আস্‌বাব্ এত। ইহার মধ্যে আমার মধ্যমা কন্যা, শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী চৌদ্দআনা রকম পাইবেন, বাকী দুইআনা আমার কনিষ্ঠা অথবা তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দাসীকে দিলাম। আস্‌বাব্‌গুলি উভয় ভগ্নিতে সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবেন ইত্যাদি।" এই উইলে দুজন সাক্ষীর নাম ছিল। একজন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কর, সাং বৰ্দ্ধমান; আর একজন শ্রীদিগম্বর ভট্টাচার্য্য; সাং যশোহর, হাল সাং বৰ্দ্ধমান।

উইলখানির বয়ান আর সরত্ শুনে আমার মনটা কিছু অস্থির হলো,—দারুণ সন্দেহে মন অত্যন্ত কাতর হলো। কেন এমন হলো, বোধ হয় পাঠক মহাশয় তা বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বেন! শ্যামসুন্দর বাবু কিছু বিমন্ন হলেন,—দারোগাও অবাক্! ঘর ভয়ানক নিস্তব্ধ! গভীর নিশীথ সময়ে সমস্ত জগৎ যেমন নিদ্রায় অচেতন থাকে,—প্রচণ্ড ঝড়ের পর মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন গম্ভীরভাবে স্থির থাকে,—নিদারুণ গ্রীষ্মকালে বায়ু-সঞ্চালন-বিরহিত-আকাশ যেমন স্তম্ভিতভাবে নীরব থাকে,—বহু লোকের বাসগৃহে বর্ষা রজনীতে কোনো ভয়ানক শব্দ হলে সেই গৃহ যেমন জনশূন্যের ন্যায় নিস্তব্ধ থাকে, এই গৃহও এখন সেইরূপ নিস্তব্ধ, সেইরূপ স্তম্ভিত, আর সেইরূপ স্থির!—পূর্ণ দুইঘণ্টাকাল এইরূপ ভাব! মধ্যে মধ্যে মাণিক বাবুর উচ্চ-কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর কিছুই তখন শুনা যাচ্চে না।—ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো;—একজন চাকর একটা বাতি জেলে ঘরের ভিতর সন্ধ্যা দিলে। দারোগা বোধ হয় ধর্ম্ম ভেবে, ঐ দুজন সাক্ষীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে সেই উইল কবুল কোল্লেন;—জজ্ সাহেবের এজ্‌লাসে সার্টিফিকেট্ বাহির কর্‌বার সময় জোবানবন্দী দিবেন, সে বিষয়েও অঙ্গীকার কোল্লেন। মাণিকবাবু তাঁদের যথেষ্ট খাতির কোরে বিদায় দিলেন। একে একে আর আর সিন্দুক বাক্সো ভাঙা হলো, তাতে রামকুমার বাবুর নিজের দলীল ও নিজের আস্‌বাব্ ছাড়া সরকারি কাগজাত্ আর কিছু পাওয়া গেল না। কেবল একটী বাক্সোতে চারিখানি ষ্ট্যাম্পের দরখাস্ত পাওয়া গেল মাত্র। অন্য সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে, যে চার্‌খানি কাগজ আমি নকল কোরেছিলেম, তার ভিতর থেকে তাও বেরুলো। মাণিকবাবু সেই দরখাস্ত মনে মনে পোড়ে চঞ্চলচক্ষে দারোগার দিকে একবার চাইলেন। ভাবে বোধ হলো, যেন একটু কাঁপ্‌লেন। দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কিসের ষ্ট্যাম্প?"

মাণিক বাবু কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে উত্তর কোল্লেন, "চার্‌খানি দরখাস্ত, আর চার্‌খানি তার নকল!" দারোগা সেইগুলি তাঁর হাত থেকে নিয়ে পোড়ে দেখ্‌লেন, কিন্তু কিছুই বোল্লেন না। খানিকক্ষণ অন্যান্য কথায় সেইখানে থেকে, তিনি দরখাস্তগুলি নিয়ে থানায় গেলেন। সে রাত্রে চাপ্‌রাসীরাও আর কেউ পাহারায় থাক্‌লো না। জিনিষ পত্রগুলি তুলে রেখে আমরা সে ঘর থেকে বেরুলেম। টাকা আর উইল যে সিন্দুকে ছিল, সেটী খুলে রাখা অপরামর্শ বোলে বাজার থেকে নূতন চাবী কুলুপ কিনে এনে বন্ধ করা হলো। তার পর আহারের উদ্যোগ হলো; সকলে আহার কোরে এক ঘরে গিয়ে বোস্‌লেম। রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত অনেক রকম গল্প হতে লাগ্‌লো। আমাকে গোপন কর্‌বার

জন্যে বোধ হয় মাণিক বাবু এক একটী কথা চেপে যান, কাল বোল্‌বো বোলে অন্য কথা পাড়েন; আমি তার কিছুই ভাব বুঝতে পারি না। রাত্রি যখন প্রায় একটা, তখন সকলে শয়ন কোত্তে গেলেন। মাণিক বাবু একাকী একটী ঘরে শুলেন,—আমি, শ্যাম বাবু, আর তাঁর সঙ্গী, একত্রে এক ঘরে থাক্‌লেম।

পঞ্চম কাণ্ড।

মামার বাড়ী

রজনী সুপ্রভাত।—যার পক্ষে সু, তার পক্ষে তা-ই বটে, কিন্তু আমার ভাগ্যে কু-প্রভাত। সকলে গাত্রোত্থান কোরে বাইরে গিয়ে বোস্‌লেম, শ্যামসুন্দর বাবু কিছু মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন, "কাল চতুর্থ" বোলে প্রস্থানের উদ্যোগ কোল্লেন। দুদিন থাক্‌বার জন্যে অনেক জেদ করা গেল, কিন্তু কিছুতেই তিনি থাক্‌লেন না। তাঁর সমভিব্যারে যিনি ছিলেন, তিনি আমারে হাস্যমুখে বোল্লেন, "হরিদাস! দেখা হবে।" আমি নতশিরে নমস্কার কোল্লেম। তাঁরা গাড়ীতে আরোহণ কোরে পশ্চিমের রাস্তায় চোলে গেলেন। মাণিক বাবু ঘরের ভিতর কি কি কর্ম্মে এদিক ওদিক কোরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন, আমি তাঁর সঙ্গে থাক্‌লেম না। বেলা যখন নয়টা, তখন দেখি, সেই কদাকার দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ দ্বারে উপস্থিত! আমি তারে দেখেই ঘরের মধ্যে দৌড়ে পালিয়ে গেলেম;—সে আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েই সজোরে হাত টিপে ধোল্লে। ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌লো;—চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লেম। মাণিক বাবু তাই শুনে সেইখানে এসে বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি?"

ব্রাহ্মণ বিকটমুখে উত্তর কোল্লে, "কি আর? আমার ভাগ্‌নে!"

আমি হাতযোড় কোরে তাঁরে বোল্লেম, "আমি কারু ভাগ্‌নে নই, আমারে রক্ষা করুন!"

মাণিক বাবু আমার কথায় ত্যক্ত হয়ে কর্কশস্বরে বোল্লেন, "আমার তাতে কি? যে যার ভাগ্‌নে, যে যার মামা, সে তার আপনার ভাল মন্দ আপনিই বুঝবে!"

যমদূত ব্রাহ্মণ সেই কথায় সাহস পেয়ে আমারে টেনে নিয়ে চোল্লো।—আমি নাচারে পোড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্‌লেম।

বেলা যখন সাড়েদশটা, তখন একটা গ্রামে পৌঁছিলেম। শ্রমে বোধ হলো, এক ক্রোশের কিছু অধিক পথ আসা হয়েছে। যে গ্রামে আসা গেল, যতদূর এলেম, দেখ্‌লেম, ইটের বাড়ী অতি কম। আমার মন তখন অত্যন্ত চিন্তায়, অত্যন্ত দুঃখে, আর অত্যন্ত দুর্ভাবনায় আকুল, সুতরাং গ্রামখানি ভাল কোরে দেখ্‌তে পাল্লেম না। অবশেষে একটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।

ব্রাহ্মণ আমারে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়েই হাত ছেড়ে দিলে। হাত ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু সঙ্গ ছেড়ে দিলে না। দেখ্‌লেম, বাড়ীখানি বহুকালের প্রাচীন, ইটের গাঁথনী, দোতালা। জানালার গরাদে এক একটা আছে, এক একটা নাই। দেয়ালের চুণে লোনা ধোরে খোসে খোসে পোড়্‌চে। বাইরে দুটী বস্‌বার ঘর আছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। তখন আর সে কেবল ব্রাহ্মণ নয়, আমার মামা! আমি মামার সঙ্গে বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ কোল্লেম; কিন্তু একটীও জনমানবের সঙ্গে দেখা হলো না। উপরে উঠ্‌লেম, কেউ কোথাও নাই। দুটী তিনটী কুট্‌রী পার্ হয়ে একটী ঘরে গিয়ে দেখি, একটী মেয়ে বোসে একখানি কাপড় সেলাই কোচ্চে। সে হঠাৎ আমারে দেখে চোম্‌কে উঠ্‌লো। ব্রাহ্মণ আপনার স্বাভাবিক গম্ভীর কর্কশস্বরে ডাক্‌লে, "অম্বিকে!" (কন্যার নাম অম্বিকা)। মেয়েটী সেই স্বর শুনে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এলো। দুজনে চুপি চুপি কি বলাবলি কোল্লে;—শুন্‌তে পেলেম না। মনে মনে ভাব্‌লেম, এরা যা বলাবলি কোচ্চে, তা হয় ত আমারি কথা। নতুবা এত চুপি চুপি বোল্‌বে কেন? যদি আমারি কথা হয়, তবে আমার পক্ষে তা মন্দই হবে। যা-ই হোক্, মনে বড় ভয় হলো।—আর এত কালের পর যখন আমার মামা হয়ে এত খুঁজে খুঁজে এখানে এনেছে, তখন একটা কু-মত্‌লব্ আছেই আছে! চেহারাও ত সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মতন! এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে স্থির কোল্লেম, এই বেলা অন্যমনস্ক আছে, আস্তে আস্তে সোরে পোড়ি। এইটী ভাবচি, এমন সময় একটী বাধা পোড়্‌লো।

মামা বাইরে গেলেন, অম্বিকা ঘরে এলো। এসে, আদর কোরে বোল্লে, "ভাই! এলে? আমি তোমারে কখনো দেখি নি; দেখ্‌বার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেম, আজ বড় সুখী হলেম। বাবা কাল তোমার নাম কোচ্ছি-লেন, আজ তুমি আস্‌বে, তাও শুনেছি। সকাল সকাল রেঁধে বেড়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই আসে এই আসে কোরে পথ চেয়ে ছিলেম। দেরি দেখে মনটা বড় অস্থির হলো, তাই একখানি চাদর নিয়ে সেলাই কোচ্ছি লেন যে স্বরে এই কথা কটী বোল্লে, তাতে বোধ হলো, অতি কোমল স্বর। এমন সুন্দর স্বর যার, তার শরীরে অবশ্যই কিছু বিশেষ গুণ আছে। সুধু স্বরে ও বাক্যে নয়, রূপেও এ রমণী পরমা সুন্দরী। উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ, ঠোঁট দুখানি বেশ পাত্‌লা, মুখখানি ঢল্ ঢল্ কোচ্চে; দেখ্‌তে নিতান্ত বেঁটে নয়, গড়ন দোহারা; হাত দুখানি সুডৌল, আঙুলগুলি চাপার কলির মতন ছোট ছোট, নখগুলি কুন্দে কুন্দে, কাণের দুপাশে চুলগুলি কুঁক্‌ড়ে কুঁক্‌ড়ে ঝুলেছে; কিন্তু গায়ে বিস্তর গহনা নাই, কেবল দুহাতে দুগাছি বালা, সিঁতেয় সিঁদুর নাই, বোধ হলো বিধবা। বয়েস ১৮।১৯ বৎসর। আমি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোচ্চি, এমন সময় মামা এসে মেয়েটীকে ডাক্‌লেন। অম্বিকা বাইরে গেল, আমি প্রায় পাঁচ মিনিট একা থাক্‌লেম। তার পর মামা আমারে আহারে কোত্তে ডাক্‌লেন; ডেকে নিয়ে গিয়ে আহার কোরিয়ে আন্‌লেন। আহারান্তে অম্বিকা আর আমি এক ঘরে বোস্‌লেম। বোসে, অনেক রকম কথাবার্ত্তা হতে লাগ্‌লো। হঠাৎ অম্বিকা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হরিদাস! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?"

আমি আমার সমুদয় অবস্থা একে একে তারে শুনালেম। কিন্তু কথার ভাবে, আর বোধ হয় আমার মুখের ভাব দেখে সে বুঝলে, আমি অন্যমনস্ক,—কোনো দুর্ভাবনায় অন্যমনস্ক। তাই দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হরিদাস! তুমি কি আর কিছু ভাব্‌চো?" আমি উত্তর কোল্লেম না।

অম্বিকা পুনর্ব্বার আমার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি ভাব্‌চো?"

আমি বোল্লেম, "কিছুই না।"

"তবে আমার কথায় উত্তর কোচ্চো না কেন?"

এই কথা শুনে আমি আর মনের ভাব গোপন কোত্তে পাল্লেম না। বিষণ্ণমুখে বোল্লেম, "দেখ, তোমাকে ত সকল কথাই খুলে বোলেছি। তবে একটী কথা এই যে, নূতন নূতন যখন আমি রামকুমার বাবুর কাছে থাকি, সেই সময় একদিন তাঁর মেজো মেয়ে আর মেজো জামাই এসেছিলেন। কথায় কথায় রামকুমার বাবু সেই জামাইকে বলেন, 'দুটী মেয়ের নামে দুঅংশ সমান কোরে উইল লিখে রেখিছি।' কিন্তু তাঁর খুনের পর সকলে উইল খুলে দেখ্‌লেম, মেজো মেয়ে চৌদ্দ আনা, আর ছোট মেয়ে দুইআনা মাত্র পাবে। এর ভাব ত আমি কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চি না। তাঁর বলবার ভুল হয়েছিল, কি আমারি শোন্‌বার ভুল হয়েছিল, কি তিনি আবার বদল কোরেই লিখেছিলেন, কিছুই বলা যায় না। থেকে থেকে কেবল সেই কথাটীই মনে পোড়্‌চে; তাতেই বোধ হয় তুমি আমারে অন্যমনস্ক দেখে থাকবে।"

এই কটী কথা সবেমাত্র বোলেছি, এমন সময় দেখি, ঝনাৎ কোরে কপাট ঠেলে আমার সেই কালান্তক মামা তার সেই স্বভাবসিদ্ধ কর্কশস্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে সম্মুখে এসে উপস্থিত। একেই ত তার চেহারা ভয়ঙ্কর, তাতে আবার রেগে উঠেছে, সুতরাং আরও অধিক ভয়ঙ্কর দেখাচ্চে। দেখেই ত আমরা দুজনে চোম্‌কে উঠ্‌লেম,—সভয়ে আড়ষ্ট! সে এসেই আমারে ধোরে দুই চক্ষু পাকল কোরে, "পাজী! দুষ্ট! নচ্ছার! কি গল্প কোচ্ছিস্?" এই কথা বোলে গালাগালি দিয়ে ঠাস্ কোরে এক চড় মাল্লে! শেষে টেনে হিঁচড়ে আর একটা অন্ধকার ঘরে পূরে শিকলি এঁটে দিলে। মেয়েটীকেও যাচ্ছে তাই বোলে গালাগালি দিয়ে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেল! আমি ত ভয়ে অভিভূত হয়ে ঘরের ভিতর কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। পাপিষ্ঠ আরো বা কি করে, এই শঙ্কায় প্রাণ উড়ে গেল। বোধ হয়, সে আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের ঐ সব কথা শুনে ছিল। যখন আমারে ঘরে পূরে শিকলি দিলে, তখন বেলা আন্দাজ চার্‌টে।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

ভারি বিপদ!!!

রাত্রি যখন প্রায় নয়টা, তখন কে যেন এসে আমার সেই কারাগারের শিকলি খুল্লে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। নিঃশব্দ, অন্ধকার ঘরে মানুষের পায়ের শব্দ হলো,—কিন্তু কিছুই দেখা গেল না; ভয়ক্রমে জিজ্ঞাসা কোত্তেও সাহস হলো না। বুক দুর্ দুর্ কোরে উঠ্‌লো,—গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো, পুনরায় নিকটে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। তখন আরো দ্বিগুণ ভয়ে ব্যাকুল হয়ে, কপালে যা থাকে ভেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে?"

অতি কোমলস্বরে ধীরে ধীরে উত্তর হলো, "চুপ্!"

স্বরে বোধ হলো বামাস্বর,—কিঞ্চিৎ সাহস হলো। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে?"

সেই অদৃশ্যমূর্ত্তি সেই কোমলস্বরে উত্তর কোল্লে, "আমি।"

দুবার স্বর শুনে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাল্লেম, অম্বিকা কথা কোচ্চে;—অম্বিকা এসেছে। অতি মৃদুস্বরে আহ্লাদে ডাক্‌লেম, "অম্বিকে!—দিদি!—তুমি?"

বোধ হয় কিছু বিরক্তস্বরে উত্তর হলো, "হুঁ!—চুপ্ করো,—ভারি বিপদ!"

শুনে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হলো। সভয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি বিপদ?"

"সব কথা বল্‌বার সময় নাই!" এই কথা বোলে, আন্দাজে আন্দাজে আমার নিকটে এসে বোস্‌লো। বোসে, কাতরভাবে কাণে কাণে বোল্লে, 'ভারি বিপদ! বাবা একজন লোক এনেছেন, তার সঙ্গে পরামর্শ কোচ্চেন, আজ রাত্রে তোমারে মেরে ফেল্‌বে!"

আমার জীবাত্মা কেঁপে উঠ্‌লো! সেই দারুণ শীতে কপাল আর মুখ ঘন ঘন ঘাম্‌তে লাগ্‌লো;—বুক গুর্ গুর্ কোরে উঠ্‌লো,—প্রায় বাক্‌রোধ! সভয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে উপায়?"

অম্বিকা চুপি চুপি বোল্লে, "পালাও!"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন কোরে পালাবো?"

হিতৈষিণী ভগিনী স্নেহের স্বরে বোল্লে, "দেখ, এক কর্ম্ম করো; আমার একখানি কাপড় পরো। আর আমার ঝাঁপিতে যে দুগাছি পিতলের বালা ছিল, সঙ্গে কোরে এনেছি, তাই হাতে দাও। আমি রোজ এম্‌নি সময় ময়দার থালা হাতে কোরে বাবার জন্যে রুটী গোড়্‌তে যাই; তুমি সেই রকম কোরে থালাখানি হাতে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাও, খিড়্‌কীর দরজা খোলা আছে, থালাখানি রান্নাঘরে ফেলে তুমি সেইদিক দিয়ে পালাও। বাবা আর সেই মিন্সে অন্দরে আস্‌বার পথের ঘরের দরজাতেই বোসে আছে, তোমারে দেখ্‌লেও চিন্‌তে পার্‌বে না; আর আমি যাচ্চি মনে কোরে, কিছু বোল্‌তেও পার্‌বে না। যদি কিছু বলে, 'হুঁ' দিয়ে হন্ হন্ কোরে চোলে যেয়ো। আমাদের খিড়্‌কী পার্ হয়ে ছুটো বাড়ীর পরেই সদর রাস্তা পাবে আর কোনো ভয়

থাক্‌বে না। ভগবান যদি করেন,—যদি কখনো দিন দেন, তবে কখনো না কখনো অবশ্য অবশ্যই দেখা সাক্ষাৎ হবে।”

অম্বিকার এই অপূর্ব্ব কৌশল শুনে আমার সেই বিপদ সময়ে মনে অনেক সাহস হলো। মনে মনে তারে বিস্তর প্রশংসা কোরে, শাড়ীখানি পোর্‌লেম; বালা দুগাছি হাতে দিলেম। ছেলেবেলা থেকে আমার চুলগুলি খুব লম্বা লম্বা ছিল, এখন সেইগুলি বড় কাজে লাগ্‌লো;—মেয়ে সাজ্‌বার পরম সহায় হলো। বৃহন্নলা-রূপ-ধারণের সময় অর্জ্জুনের দীর্ঘ বেণী যেমন উপকার কোরেছিল, আমারও তেম্‌নি সুবিধা হলো। থালাখানি হাতে কোরে অম্বিকাকে বোল্লেম, “অম্বিকে! দিদি! তবে যাই?” অম্বিকা বোল্লে, “এসো,—শীঘ্র!—কোনো ভয় নাই;—চলো; ভগবান মঙ্গল কোর্‌বেন!” বোধ হলো যেন কাঁদ্‌চে। আমি ভাব্‌লেম, সেই চণ্ডাল বাপের এইরূপ দয়াময়ী কন্যা?—এমন ত কখনোই বোধ হয় না!

আমি নাম্‌লেম,—পা টিপে টিপে নাম্‌লেম। রান্নামহলে যাবার পথে দেখি, মিট্‌ মিট্‌ কোরে একটা প্রদীপ জ্বোল্‌চে, দুজন লোক বোসে হেলে দুলে হাত মুখ নেড়ে কি বলাবলি কোচ্চে। দেখে আমার গা শিউরে উঠ্‌লো পাছে আমার ভয়ের কোনো লক্ষণ তারা জান্‌তে পারে, এই শঙ্কায় সাবধান হয়ে ত্বরিতপদে চোল্‌তে লাগ্‌লেম। যেতে যেতে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখি, দুজনের মধ্যে একজন সেই গাঁটকাটা; যারে আমি বর্দ্ধমানের বাজারে মহারাজের গাড়ীর সম্মুখে হাত বাঁধা দেখেছিলেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রান্নামহলে প্রবেশ কোল্লেম, কেউ কিছুই বোল্লে না। শেষে ময়দার থালা ফেলে খিড়্‌কীর দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেম। খানিকদূর দৌড়ে গেছি, এমন সময় দুজন পুরুষ আমারে ঝাপ্‌টে ধোরে, মুখে কাপড় বেঁধে, একখানা গাড়ীতে তুলে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে!

কতকদূর গিয়ে আমার মুখের কাপড় খুলে দিলে;—আমি তখন হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচি। একজন একখানা ছোরা বার কোরে আমারে বোল্লে, “যদি কথা কোবি, তবে এই ছোরা তোর গলায় বোসিয়ে দেবো!” আমি প্রাণের ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেম। তখন যে আমার মনে কত কি ভাব্‌না উঠ্‌তে লাগ্‌লো, তা সকলেই অনুভব কোত্তে পাচ্চেন। কেন ধোল্লে, কেন গাড়ীতে তুল্লে, কিসের গাড়ী, কেনই বা মুখ বাঁধ্‌লে, কেনই বা আবার খুলে দিলে, কোথায়ই বা নিয়ে চোল্লো, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। একবার ভাব্‌লেম, মেয়েমানুষ রাস্তায় বেরুলেই বুঝি এ দেশে এম্‌নি কোরে ধোরে নিয়ে যায়? আবার ভাব্‌লেম, পুরুষমানুষ মেয়েমানুষ সাজ্‌লেই বুঝি এম্‌নি কোরে ধরে? কি যে ঘোট্‌লো, কিছুই স্থির হলো না। এ দেশের আইনও জানি না, কি কোল্লে কি হয়, তাও জানি না। বিদেশে রাত্রিকালে মেয়েমানুষের কাপড় পোরে রাস্তায় একেলা এসে পোড়েছি,—এসেই ধরা পোড়েছি; এরা আমারে খুন কোর্‌বে, কি কয়েদ কোর্‌বে, কি যে কোর্‌বে, তা কেবল তারাই জানে। আবার ভাব্‌লেম, তা-ই যদি হবে, তবে চুপ্‌ কোত্তে বলে কেন? কথা কইলে গলায় ছুরি দেবে, এ কথাই বা বলে কেন? ভগবানের মনে যে কি আছে, তা কেবল তিনিই জানেন।—বিপদে মনে মনে তাঁরেই ধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেম। ভয়ে, সন্দেহে, চিন্তায়, অন্তঃকরণ অত্যন্ত অস্থির হলো;-

চিন্তার আর অবধি নাই,—অকূল সমুদ্র! ভাব্‌চি, এমন সময় গাড়ীখানা সহসা থাম্‌লো। গাড়ীর গতিতে বোধ হলো, দুইক্রোশের অধিক পথ আসা হয়েছে। গাড়ীর বেগ থাম্‌লো,—গাড়ীর লোকেরা আমার হাত ধোরে নামালে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার; এদিক ওদিক চেয়ে দেখ্‌লেম, বোধ হলো, সম্মুখে একখানা খুব বড় বাড়ী; যেদিকে আমারে নিয়ে চোল্লো, তার পশ্চিমেও একখানা মস্ত বাড়ী। যে বাড়ীতে আমারে নিয়ে গেল, সেখানা জীর্ণ দোতালা; কিন্তু ছোট। ফটকে আলো ছিল, তাতেই দেখ্‌লেম, নীচের ঘরে একদিকের জানালায় গরাদে আছে, একদিকে খালি কপাট। যেদিকে গরাদে ছিল, সেই দিকের দরজা দিয়ে আমারে নিয়ে গেল। পূর্ব্বদিকের ধাপ্ দিয়ে একটা ছোট ঘরের ভিতরে টেনে তুল্লে। ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরে দেখি, তিনজন লোক বিছানায় বোসে ও শুয়ে আছে। বিছানাটী বেশ পরিষ্কার। চার চারখানি ইটের উপর তক্তার পাটাতন, তার উপর মাদুর, তার উপর মোটা গোছের একখানি পাটী পাতা। যে তিনজন লোক সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, আর দুজন যুবা। বৃদ্ধের বর্ণ গৌর, নাক লম্বা, দাঁত উঁচু, গায়ের মাংস লোল, চুল উড়েদের মতন পশ্চাদ্ভাগে খোঁপা কোরে বাঁধা; বয়স ৬০।৬২ বৎসর। একটী যুবা গৌরবর্ণ, দোহারা, নাক বাঁশীর মতন, গুচ্ছ গোঁফ, চুল ঝাঁকড়া, সব্‌চুলো; চোক বড়, বুক থালা, কিছু কোল্‌কুঁজো; বয়স প্রায় ৩০।৩১ হবে। বৃদ্ধের বাঁ দিকে একটী ছেলে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, সেটী দেখ্‌তে বেশ সুন্দর,—বয়স আন্দাজ ১১।১২ বৎসর।

আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে, সকলে আমারে দেখে মুখ চাওয়া চাউই কোত্তে লাগ্‌লো। একজন বোল্লে, "এত মেয়েমানুষ নয়,—তবে কে এ?" আর একজন আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তুই?" আমি বোল্লেম, "হরিদাস!—পথিক।"

যারা আমারে ধোরে নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা কোল্লে, "যদি পথিক, তবে এ বেশে কেন?" আমি সাহসে ভর কোরে উত্তর কোল্লেম, "রাত্রে অচেনা দেশে আমি এই বেশেই বেড়াই!"

এই কথা শুনে ঘরশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক পরে বৃদ্ধ আমারে বোল্লেন, "দেখ বাপু! তোমাকে ভুলক্রমে ধরা হয়েছিল, কিছু মনে কোরো না। রাত্রি অধিক হয়েছে, আজ এইখানেই থাকো, কাল সকালেই তোমাকে ছেড়ে দিব।" আমি এই কথা শুনে মনে কোল্লেম, যদি এদের কথা না শুনি তা হলে কি জানি, যদি কোনো বিভ্রাট ঘটে, এই ভেবে অগত্যা তাতে সম্মত হলেম। তিনি আমারে তাঁরি পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুতে বোল্লেন। বৈটকখানায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও উঠে বাড়ীর ভিতরে গেলেন; সদর-দরজায় চাবী পোড়্‌লো।

দুর্ভাবনায় নিদ্রা হোচ্ছিল না;—রাত্রি প্রায় একটার পর, পাশের ঘরে একটা হাসির গর্‌রা উঠ্‌লো। তার ভিতর থেকে এই কটি আওয়াজ শুন্‌তে পেলেম :—

"একটা ছোঁড়া ধোরে আন্‌লে? কি ভেবে যে আন্‌লে, তা তারাই জানে! হয় ত মনে কোরেছিল, সে-ই হবে! কিন্তু এখানে এসে একে আর হলো। ছোঁড়া বলে, আমি হরিদাস!"

এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে পুনর্ব্বার সকলে

হেসে উঠ্‌লো। একজন বোল্লে, "এ কর্ম্ম আর কারুরি নয়, ভুলু বাবুই এর আসোল কর্ত্তা;—তিনিই এ কাজ কোরেছেন! ছি! ছি! ছি! তাঁর কি এই কর্ম্ম? ইনি হলেন খুড়ো, তিনি হলেন ভাইঝি, তাঁর কি এই উচিত হলো? এ সংসারে চাক্‌রি কোত্তে এসে আমাদেরি অপকলঙ্ক হয় দেখ্‌ছি!"

আর একজন বোল্লে, "তাতে আর আমাদের কি? ভদ্রমানুষে যদি আপনার রক্ত আপনিই খায়, তবে আপনিই শেষ পেট ফেটে মোর্‌বে! আমরা চাষা-লোক, আমাদের ঘরে কিন্তু এমনটী হয় না!"

আর একজন বোল্লে, "ভুলু বাবু কিন্তু ভারি ধড়ীবাজ! একটা মেয়েমানুষকে দিয়ে একটা মেয়েমানুষ বার্‌ কোরেছেন; আপনি এখন ঘরে বোসে সাঁচা হতে চাচ্চেন, কিন্তু দুর্গন্ধ আর ঢাক্‌চে না! লোকে তার রীত ভিত্‌ বেশ জানে! ছি! ছি! ভাইঝি, মেয়ের সমান; আর তিনি হোচ্চেন খুড়ো, বাপের তুল্লি; ভদ্রলোকের ঘরে এমন কর্ম্ম ত কখনোই শুনি নি! ছোটলোকের ঘরেও এমন তরো ভুল ভ্রান্তিতেও হয় না!"

এই সব কথা শুনে আমার তখন জ্ঞান হলো। মনে কোল্লেম, চাকরেরা যা বলাবলি কোচ্চে, সেই কথাই ঠিক হবে। এদের বাড়ী থেকে যে একটী মেয়ে বেরিয়ে গেছে, তাকেই মনে কোরে আমারে ধোরে এনেছে। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে রাত্রে আর নিদ্রা হলো না। কতক ভয়েও হলো না, কতক ঘৃণাতেও হলো না।

ভোরে দেখি, বাড়ীর কর্ত্তা একটি বাতি হাতে কোরে সম্মুখে উপস্থিত। এসেই বোল্লেন, "বাপু হরিদাস! ঘুমুচ্চো?" আমি সসম্ভ্রমে উঠে বোসে বোল্লেম, "আজ্ঞা না, নিদ্রা হোচ্চে না।" তিনি আদর কোরে আবার বোল্লেন, "এখন কি যাবে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, এই সময়েই যাওয়া ভাল!" মনে মনে কোল্লেম, এ বিপদ থেকে,—এ নরককুণ্ড থেকে, যত শীঘ্র উদ্ধার পাওয়া যায়, ততই উত্তম!

আমার অভিপ্রায় শুনে গৃহস্বামী সেই ভাবেই বোল্লেন, "তবে এই নোট কখানি নাও, রাহা-খরচ কোর্‌বে।" আমি ত কোনো মতেই গ্রহণ কোর্‌বো না, তিনি তা আমারে দেবেনই দেবেন। অবশেষে কারণ দেখিয়ে বোল্লেন, "আর কিছু নয়, তুমি বিদেশী, পথিক, বিনা সম্বলে কষ্ট হবে, সেইজন্যে আমি দান কোচ্চি। আর দেখ, তোমাকে যে আমায় লোকেরা রাত্রিকালে অত কষ্ট দিয়েছে, সে কথা কিছু মনে কোরো না আর কোনো লোকের কাছে তা তুমি গল্পও কোরো না।" এই কথা বোলে অনেক জেদ কোরে নোট কখানি আমার হাতে দিলেন। আমি অগত্যা সেই কখানি নিয়ে পুরুষের কাপড় পোরে, সে বাড়ী থেকে বেরুলেম। আধক্রোশপথ এসে, সকাল হলো; পেঁড়োতে এসে আহার কোল্লেম।—নোট কখানি খুলে দেখি, সর্ব্বসমেত হাজার টাকা!

পেঁড়ো থেকে এসে সেদিন আমি মগরায় থাক্‌লেম। তার পরদিন সন্ধ্যার একটু আগে ফরাসডাঙ্গায় পৌঁছিলেম। প্রেমচাঁদ নামে একজন মহাজন সেখানে নিত্য অতিথি সেবা করেন, সেই সন্ধান পেয়ে সে রাত্রি সেই বাড়ীতে অতিথ হয়ে থাক্‌লেম। পরদিন প্রাতঃকালে ফরাসী মুলুক দেখ্‌তে অতিশয় আগ্রহ হলো; নগর ভ্রমণে বহির্গত হলেম।

দেখ্‌লেম, সকল লোকই আপন আপন কাজে ব্যতিব্যস্ত, কেউই নিষ্কর্ম্মা নাই। গাড়ীর গড়্ গড়্ শব্দ, কলের হুস্ হুস্ শব্দ, লোকের কোলাহল শব্দ, বাজারে হৈ হৈ শব্দ, নানা শব্দে নগর পরিপূর্ণ। এই সব দেখে শুনে আমার কাজ কর্ম্ম কোত্তে অভিলাষ হলো।

সপ্তম কাণ্ড।

আমার চাক্‌রি করা।

নগরের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাঝের রাস্তায় উপস্থিত হলেম। সে রাস্তাটী আরও মনোহর। বোধ হলো, নগরে কি একটা উৎসব আছে; সমস্ত রাজপথ লোকারণ্য। বেলা যখন ঠিক দুইপ্রহর, সেই সময় আমি সেই ভিড়ের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। শীতকালের সূর্য্য, আকাশের ঠিক মাঝ্‌খান থেকে সাক্ষাৎ মস্তকের উপর মাধুর্য্য কর বর্ষণ কোচ্চেন।—রাস্তার কুকুরেরা ছুটোছুটী কোরে ক্লান্ত হয়ে, জিব বার্ কোরে, দেয়ালের পাশে, নর্দ্দামার ধারে, আর দোকানের মাচার নীচে চার্‌হাত পা ছোড়িয়ে শুয়েছে।—ঠিকে গাড়ীর ঘোড়ারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হয়ে, ঝুণু ঝুণু শব্দে, তালে তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে গাড়ী নিয়ে আস্তাবোলে ফিরে যাচ্চে।—রাস্তার ধুলো আর কাঁকোরেরা আকাশপথে উড়ে চারিদিক ধোঁয়াকার কোচ্চে,—চারিদিকেই মানুষের ঝাঁক্, চারিদিকেই গোল্‌মাল। ভিড়,—অসম্ভব ভিড়! কিন্তু কি জন্য যে তত লোক রাস্তা জুড়ে দৌড়াদৌড়ি কোচ্ছিল, তা তখন কিছুই জান্‌তে পাল্লেম্ না। ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়ে, আর ছোট ছোট ছেলেরা, কতকগুলো মাগী ও মিন্সের কোলে ও কাঁধে উঠে, "বাবা ঐ দিকে, ওগো ঐ দিকে, ওরে ঐ দিকে!" এই রকম চেঁচাচ্চে, আর একজন যেতে পাচ্চে না বোলে, বেতরো চেঁচিয়ে কেঁদে হাট্ট কোচ্চে। যাদের কাঁধে চোড়েছে, তাদের মাথায় চটাচট্ চাপড়্ মাচ্চে! সকল লোকেই হৈ হৈ শব্দে চেঁচামেচি কোচ্চে। যেমন ভিড়, তেম্‌নি গোল! গোলে কাণপাতা যায় না। দূরে, "চাই দোই,—চাই ঝুনো নার্‌কেল।" ফেরিওয়ালা ডাক্‌চে। জুতি-সেলাই, আর রিপুর কর্ম্ম, এক একবার বুলবুলির মতন ফুক্‌রুচ্চে, আর হন্ হন্ কোরে চোলে যাচ্চে। আমি সেই ভিড়ের ভিতর দিয়ে খানিকদূর পশ্চিমমুখে এগিয়ে গিয়ে দেখি, রাস্তার দক্ষিণদিকে একটা বাড়ীর দরজায় আরো অধিক লোকের ভিড়। সকলেই সেই বাড়ীর ভিতর যাবার জন্যে পরস্পর ঠেলাঠেলি কোচ্চে। ঠেলাঠেলিতে এক একটা রোগা মিন্সে, দশহাত তফাতে ঠিক্‌রে পোড়্‌চে, আবার ধূলো ঝেড়ে, কাঁচুমাচু মুখ কোরে, দরজায় গিয়ে জোম্‌চে।—নিকটে গিয়ে শুনলেম, একজন একটা ঘণ্টা বাজিয়ে উচ্চৈঃস্বরে এই কথাগুলি বোল্‌চে:—

"এক গোরু! তিন পুচ্ছ, তিন পা, চার হাত, এক দন্ত, দুই মুখ! এক মুখে খায়, এক মুখে প্রস্রাব করে! বড় আশ্চর্য্য! যাদের দেখ্‌বার ইচ্ছে আছে, এসো; এক্ক এক পয়সা! ভগবতীর স্বপ্ন হয়েছে, এই গাবী দর্শন কোল্লে, যার যা মনস্কামনা, অবাধেই তা সেদ্ধো হয়!"

আমি এই কটী কথা শুনে অনেক কষ্টে দরজার কাছে গিয়ে লোকের ভিড়ের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, যে ব্যক্তি ঘণ্টা বাজিয়ে লোক ডাক্‌চে, তার্‌রে যেন কোথাও দেখেছি।—ঠিক মনে হলো না বটে, কিন্তু একটা সন্দেহ জন্মালো।—দূর হোক, প্রস্থান করি। আমার সঙ্গে খুচ্‌রো পয়সা একটীও তখন ছিল না, সুতরাং ফিরে এলেম। কাজেই সাতপেয়ে গোরু দেখা আমার ভাগ্যে আর ঘোটে উঠ্‌লো না! একটা দোকানে এসে খানিক জিরুলেম। তার পর সেখান থেকে আবার বেরুলেম। পশ্চিমদিকে অনেক গুলি ভাল ভাল বাড়ী দেখা গেল, সেইদিকেই যেতে লাগ্‌লেম! তখন সূর্য্যের তেজ প্রায় ছিল না। ছেলেরা স্কুল থেকে, আর কেরাণীরা আপিস থেকে ফিরে আস্‌চে। বেলা আন্দাজ সাড়ে চার্‌টে, কি পাঁচটাই হবে। সমস্ত দিন আমার আহার হয়নি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল; সুতরাং সম্মুখে যে বড় বড় বাড়ীর কথা বোলেছি, তারির একটা বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে দেখি, একজন বৃদ্ধ, একখানি চৌকী পেতে বারাণ্ডায় বোসে আছেন; তাঁরে বাড়ীর কর্ত্তা বোলেই বোধ হলো। তিনি আমারে দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি?" আমি উত্তর কোল্লেন, "হরিদাস পথিক, অনাহারী।" তিনি এই কথা শুনে সদয়ভাবে বোস্‌তে বোল্লেন। সম্মুখে আর একখানি চৌকী ছিল, তাতেই আমি বোস্‌লেম। আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শুনে বোধ হয় তাঁর দয়া হলো; একজন চাকরকে ডেকে আহারের উদ্যোগ কোত্তে আজ্ঞা দিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে। আমি তাঁরে বোল্লেম, "যখন সমস্তদিন গেছে, তখন সন্ধ্যার পরেই আহার হবে।" তিনি এই কথা শুনে দুটী সন্দেশ, আর এক গেলাস জল আনিয়ে দিলেন; জল খেয়ে শরীর অনেক শীতল হলো। তার পর তাঁর সঙ্গে অনেক রকম কথাবার্ত্তা হতে লাগ্‌লো। বোধ হয় তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন আমার যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানা আছে। যাতে আমি সেটী বুঝ্‌লেম, তার সাক্ষী এই যে, তিনি আমারে আদর কোরে সম্ভাষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। খানিক পরে আমারে সেইখানে বোস্‌তে বোলে তিনি বাড়ীর ভিতর গেলেন। প্রথমেই বোধ হয়েছিল তিনি কর্ত্তা; শেষে চাকরদের জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, যথার্থ,—তা-ই বটে।

কর্ত্তার রং কালো, বেশ নাদুস নুদুস, মোটাসোটা, সমস্ত মাথায় টাক; খুব বেঁটেও নয়, খুব ঢেঙ্গাও নয়, মাঝারি গড়ন, ভুঁড়ি আছে। নাক কিছু আগাতোলা, গোঁফ কামানো, চোক দুটী বড়, স্বর অতি কর্কশ, জেতে গন্ধবেণে। বয়স আন্দাজ ৫১।৫২ বৎসর।

আধঘণ্টা পরে কর্ত্তা ফিরে এলেন। এসে বোল্লেন, "হরিদাস! সমস্তদিন আহার হয়নি, আহার করো।" একজন ব্রাহ্মণ খাবার দিয়ে গেল, আমি পরিতোষরূপে আহার কোল্লেম। তিনি শুতে বোল্লেন; দরজার পাশে একটী ছোট ঘরে শয্যা ছিল, একাকী

সেইখানে গিয়ে শয়ন কোল্লেম; কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর গেলেন। রাত্রি তখন জোর আটটা। পথ চলার পরিশ্রম, সমস্তদিন অনাহার, শীঘ্র শীঘ্রই নিদ্রা হলো; কিন্তু একটী ভাবনা এসে তাতে বাধা দিলে।—কি ভাবনা? আমি কে? ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি নবশাক, কিছুই জানি না। যে আমারে ভাগ্নে বোলে নিয়ে গিয়েছিল, সে ব্রাহ্মণ। মামা হয়ে এনেছে, সুতরাং বাইরে রাখ্‌তে পারে না, কাজেই বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল।—যে মেয়েটীকে সেখানে দেখ্‌লেম, সেটী ত পরম রূপবতী, পরম গুণবতী। তেমন বাপের তেমন মেয়ে, কখনোই ত সম্ভব হয় না; এ সন্দেহ তখনো হয়েছিল, এখনোও হোচ্চে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর বিপদ! সে রাত্রে অম্বিকা রক্ষা না কোল্লে, প্রাণ ত গিয়েই ছিল! এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ হাসি এলো! যখন আমি মেয়ে সেজে পালাই, তখন আমারে যারা ধোরে গাড়ী কোরে নিয়ে গেল, তারা কে? যে বাড়ীতে নিয়ে গেল, সে বাড়ীই বা কার? উঃ! ভাইঝিকে বার কোরেছে! কি পাপিষ্ঠ! চাকরেরা বোল্লে, "ভুলু বাবু!" ভুলু বাবু কে?—সেই যে সুন্দর যুবাপুরুষ, বুক খালা, ঝাঁক্‌ড়া চুল, সে-ই কি ভুলু বাবু?—হোতেও পারে!—কম্মটী ভাব্‌লে, আর চেহারাটী ভাব্‌লে, স্পষ্টই বোধ হয়, যেন লোহা আর চুম্বক! এই সব ভাব্‌চি, এমন সময় সাতপেয়ে গোরুর কথা মনে হলো। যে মানুষটি ঘণ্টা বাজিয়ে লোক ডাকৃচে, তাকে যেন চেনা চেনা বোধ হলো। কিন্তু তখনও মনে হলো না, এখনও মনে হোচ্চে না কোথায় দেখেছি। মনে মনে এই সব তোলাপাড়া কোচ্চি, এমন সময় পাশের ঘরে টুংটাং টুংটাং কোরে ঘড়িতে দশটা বেজে গেল। রাত্রি অনেক হয়েছে মনে কোরে একটু অন্যমনস্ক হয়ে, ভাব্‌নাকে অবসর দিয়ে, চোক বুজে থাক্‌লেম। থাক্‌তে থাক্‌তেই নিদ্রা হলো। যখন উঠ্‌লেম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা। উঠে, হাত মুখ ধুয়ে রাস্তায় বেরিয়ে বাড়ীখানি ভাল কোরে দেখ্‌লেম। দিব্বি বড়মানুষী কেতা; সম্মুখে টানা বারাণ্ডা, চারিধারে ধপ্‌ধোপে,—চুণকাম করা। এই সব দেখে বাড়ীতে আবার প্রবেশ কোল্লেম। কর্ত্তা তখন বাইরে এসেছেন. একটি ঘরে গদীর উপর বোসে, আলবোলাতে তামাক খাচ্চেন। একটি যুবাপুরুষ সম্মুখে বোসে গল্প কোচ্চেন: আর দুজন সেই ঘরের বারাণ্ডায় পাইচারী কোচ্চেন, আর কি বলাবলি কোচ্চেন। আমি একজন চাকরকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এঁরা কে?" সে উত্তর কোল্লে, "কর্ত্তার ছেলে।" নাম জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, বড়টির নাম বীরচন্দ্র, মধ্যম ধীরেন্দ্র, ছোট চুণিলাল।

বড় বাবু দীর্ঘে প্রায় ছয়ফিট্ লম্বা। চুল স্বাভাবিক কোঁকড়ানো, রং জোঁদা কালো। হাত দুটি খুব লম্বা, গড়ন দোহারা, কোমর মোটা, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, নাক বাপের মতন আগাতোলা। চোক বড়, চাউনি কট্‌মটে, দাঁত খুব শাদা, স্বর গম্ভীর, ঠোঁট মোটা, দাড়ী গোঁফ্ ওঠে নি, খোসা, মাকুন্দ; ঠিক যেন নবাবের বাড়ীর একটি সিদ্দি খোজা! দেখ্‌লেই বোধ হয়, শরীরে সমস্ত ঘৃণিত রিপু পরিবিস্তমান! গড়নে বোধ হলো; শরীরে অনেক বল আছে।

মেজো বাবু উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড়ন মাঝারি, স্বর অতি কোমল, দেখ্‌তে বড় মন্দ নয়।

ছোট বাবু বেঁটে, মাতা ন্যাড়া, বড় মোটাও

নয়, খুব রোগাও নয়, কিন্তু দোহারার চেয়ে কিছু কম। কোমর সোরু, নাক বড়, স্বর গম্ভীর, দাঁতগুলি ছোট ছোট, বেশ শাদা; রং কালো। গলাময় দাড়ী—মান্‌মুনিয়া দাড়ী।—তার গোড়ার ঠেস্‌ এত যে, চোকের কোল্‌ থেকে কণ্ঠা পর্য্যন্ত সমস্ত সবুজ বর্ণ।

আমি সেই ঘরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। কর্ত্তা আমারে দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! কোনো ক্লেশ হয় নি ত?" আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা না সচ্ছন্দরূপেই নিদ্রা হয়েছিল!" তিনি কিঞ্চিৎক্ষণ ঘাড় হেঁট কোরে থেকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আজ তুমি যাবে কোথা?" আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা, যাবার স্থান সর্ব্বত্রেই আছে; কিন্তু আমার কোথাও স্থির নাই।" এই কথা শুনে তিনি একটু চুপ্‌ কোরে থেকে পুনরায় বোল্লেন, "তবে ভালই হয়েছে; তুমি এইখানে থেকে আমার কাজ কর্ম্ম করো, খাওয়া পরা সরকার থেকে পাবে, আর মাসে মাসে কিছু কিছু জলপানিও দেওয়া যাবে।" আমি তাতেই সম্মত হলেম, সেই বাড়ীতেই আমার থাকা হলো; কর্ত্তার ছেলেরাও আমারে চিন্‌লেন, মেজো বাবু কিছু ভালবাস্‌লেন।

এখন আমি চাকর। বাজারে যা যখন দরকার হয়, খরিদ কোরে আনি, আর অবকাশমত সেরেস্তায় বোসে জমীদারী কাগজ পত্রের কূট-কচালে হিসাব শিক্ষা করি। আম্‌লারা কতক কতক কাগজ আমারে নকল কোত্তে দেন, সেগুলিও নকল করি। পাঠক মহাশয় মনে করুন, আমি এখন বাবুর বাড়ীর বাজার-সরকার, আর জমিদারী সেরেস্তায় শিক্ষানবিস্‌।

বাড়ীতে দুজন খানসামা, তিনজন বেহারা, দেউড়িতে দুজন দরোয়ান, অন্দরে তিনজন চাক্‌রাণী, আর একজন রসুয়ে ব্রাহ্মণী। এ ছাড়া সেরেস্তায় একজন সদর্‌নায়েব, একজন কার্‌কুন্‌, একজন দেওয়ান, দুজন মুহুরী এবং দুই তিনজন শিক্ষানবিস আছে। সংসারটি বেশ জাঁকালো। বারোমাসে সকল রকম পাল্‌পার্ব্বণ ফাঁক যায় না।

কিছুদিন সেই বাড়ীতে আমার থাকা হলো। থাক্‌তে থাক্‌তে সকলেরি বিশ্বাসপাত্র হলেম, প্রিয়পাত্রও হলেম। সকলেই ভালবাসেন, আর ছেলেমানুষ বোলে অন্দরমহলেও যাওয়া আসা করি;—সকলেই আদর করেন। সেখানে কিছু কিছু লাভ হতে লাগ্‌লো। বাজারের সকল কেনা বেচা আমারি হাতে, তাতে দশ টাকা দস্তরি আছে। যখন আমি নূতন, তখন একদিনের দস্তরি কর্ত্তার কাছে জমা দিতে যাই, তিনি বোল্লেন, "ও টাকা তোমারি প্রাপ্য, তুমিই গ্রহণ করো।" তাই শুনে সেই অবধি দস্তরি আমি যা কিছু পাই, গিন্নির কাছে জমা রাখি। গিন্নি আমারে বড় ভালবাসেন, আমার কিছু পাওনা হোচ্চে দেখে খুব আহ্লাদ করেন; মেয়েরা আর বৌয়েরাও তাতে খুসী হয়। এই রকমে কিছু দিন কেটে গেল। আমি যেন বাড়ীর ছেলেদের মতন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোয়ে, আমোদ আহ্লাদ কোরে দিন কাটাতে লাগ্‌লাম।

কর্ত্তার তিনটী ছেলে ও চারটী মেয়ে। ছেলে তিনটির কথা আগেই পাঠক মহাশয়কে বলা হয়েছে, এখন মেয়েদের পরিচয় শুনুন।

বড়টীর নাম নৃত্যকালী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড়ন দোহারা, কোমর সোরু, চোক বড়, চুল খাটো, স্বর কোমল।

মেজোটীর নাম আমোদিনী। শ্যামবর্ণ, গড়ন দোহারা, অতি চমৎকার দেখ্তে, খুব সুশ্রী; চোক দুটী খুব ডাগর, যেন নাচ্চে। স্বর অতি মধুর। বোধ হয়, চক্ষু আর স্বর, এই দুটীই যেন বশীকরণের উপকরণ! আক্ষেপের বিষয় বিধবা।

সেজোটীর নাম সঙ্গিনী। রং কালো, গড়ন কিঞ্চিৎ ঢেঙা, মুখে ব্রণের দাগ বিস্তর, চলন ঈষৎ বাঁকা, স্বর খুব ভালও নয়, খুব মন্দও নয়।

ছোটটীর নাম উদয়মণি। শ্যামবর্ণ, দোহারা, দিব্বি চেহারা, বেঁটে খেটে, কোমর সোরু দাঁতগুলি যেন মুক্তা সাজিয়ে দিয়েছে। চুল ছোট, স্বর অতি কোমল, কিন্তু বিধবা।

অষ্টম কাণ্ড।

বেওয়ারিস্ নোট,—নৃত্যকালী।

নীচের ঘরে আগে আগে আমি শয়ন কোত্তেম, এখন আর তা নয়; আমি উপরের ঘরে শুই। সেই ঘরের পাশ দিয়ে অন্দরে যাবার একটী জুলি পথ,—সুধু পথ নয়, অতি নিকটেই অন্দরমহল। যে ঘরে আমি থাকি, অন্দরের দিকে ঠিক তার্-ই পাশের ঘরে কর্ত্তার বড় মেয়ে নৃত্যকালী শয়ন করেন।

একদিন এক ঘুমের পর আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে; বোধ হলো যেন, ঘরের পাশে জুলিপথে থস্ থস্ কোরে কি একটা শব্দ হলো;—ঠিক যেন মানুষের পায়ের শব্দ! এতরাত্রে এই অন্ধকারে এরূপ শব্দ কেন হয়?—একবার ত এই রকম শব্দ শুনে চুপ্ কোরে থেকে মহাবিপদ ঘটেছে,—রামকুমার বাবু খুন হয়েছেন। এখানে আবার এ কি? আজ কি বিপদই বা ঘটে! ভেবে চিন্তে যে দিকে শব্দ হোচ্ছিল, সেইদিকে খানিকদূর গেলেম; কিছুই দেখ্তে পেলেম না। যখন ফিরে আসি, তখন একতাড়া কাগজের মতন কি একটা নরম জিনিষ আমার পায়ে ঠেক্লো। হাতে কোরে নিয়ে দেখি, কাগজই বটে। আবার সন্দেহ বাড়্লো। সেইটী হাতে কোরে অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক্লেম; কিন্তু আর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘরে এলেম। তাড়াটী বিছানার নীচে রেখে শয়ন কোল্লেম, ভাল নিদ্রা হলো না। সকালে উঠে দেখি, কাগজগুলি ব্যাঙ্কনোট! গুণে দেখি, পাঁচ-শ টাকা। তখন আবার আর একটা সন্দেহ হলো। নীচে এসে মুখ হাত ধুয়ে কর্ত্তাকে সেইগুলি দেখালেম; আর যে রকমে পাওয়া গেছে, তাও জানালেম। তিনি বাড়ীর পরিবারদের সকলকেই একে একে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কিন্তু কেউই কিছু বোল্তে পাল্লে না। শেষে কর্ত্তা আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! এ নোট তবে তোমারি হলো, তুমিই রাখো।" এই কথা বোলে আমার হাতে দিলেন, আমি গিন্নির কাছে রেখে এলেম। রাত্রে শয়ন কোরে আছি, ঠিক আবার সেই

সময়, সেই রকম খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেলেম;—তখনি উঠে দাঁড়ালেম। অন্ধকারে বোধ হলো যেন, দুজন মানুষ বাড়ীর ভিতরের দিকে যাচ্চে। দেখে সন্দেহ হলো; ভয়ও হলো। ভাব্‌লেম, এরাই বা এতরাত্রে যায় কোথা? এরা কি চোর? না, আর কোনো কু-মতলব্ আছে! যা-ই হোক্, চুপ্ কোরে থাকা ভাল নয়, ব্যাপারটা কি জান্‌তে হয়েচে! এইরূপ ভেবে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর গেলেম। গিয়ে দেখি, বড় দিদিবাবুর ঘরের দ্বোর খোলা। উঁকি মেরে দেখি, নীচের বিছানায় কে একজন শুয়ে আছে; তার পাশে একজন পুরুষ বোসে! পুরুষটার রং কালো, বেঁটে, দোহারা, বড় বড় গোঁফ। বিছানার ধারে বাড়ীর চাক্‌রাণী রাইমণি দাঁড়িয়ে আছে। এতরাত্রে অন্দরের ভিতর পরপুরুষ কেন? মনে মনে ভাব্‌চি, এমন সময় সে ফুস্ ফুস্ কোরে দু চার্‌টী কি কথা কোয়ে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই রাইমণির সঙ্গে দরজার দিকে এলো। আমি পালাই পালাই মনে কোচ্চি, কিন্তু পাল্লেম না; তারা বেরিয়ে এসেই আমাকে দেখ্‌তে পেলে। দেখেই চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তুমি?" আমি উত্তর কোল্লেম না।

বড় দিদিবাবু একটী প্রদীপ হাতে কোরে বেরিয়ে এসে, আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! তুমি এতরাত্রে এখানে কেন?" আমি থতমত খেয়ে আম্‌তা আম্‌তা কোরে চুপ্ কোল্লেম, স্পষ্ট উত্তর কত্তে পাল্লেম না। তিনি বল্লেন, "আচ্ছা দাঁড়াও।" এই কথা বোলে ঘরের ভিতর গেলেন। একটু পরে একখানি একশত টাকার নোট এনে আমার হাতে দিয়ে বোল্লেন, "দেখ, তুমি এইখানি নাও, আর যা দেখ্‌লে, কারো কাছে তা তুমি গল্প কোরো না!" আমি নোট-খানি তাঁরি হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বোল্লেম, "টাকায় আমার দর্‌কার নাই, এ কথা প্রকাশ হবে না।" তিনি পুনঃ পুনঃ জেদ্ কোল্লেন, আমি পুনঃ পুনঃ অস্বীকার কোল্লেম। শেষে সেখান থেকে বেরিয়ে আপনার ঘরে এলেম, তারাও চুপি চুপি চোলে গেল!—মনে ভাব্‌লেম, এর ভাব কি? আমি বিশেষরূপে জানি, বড় দিদিবাবু অতি সুচরিত্রা। তবে এরাই বা কে? কেনই বা এসেছিল? অল্পক্ষণ থেকেই আবার চোলে গেল কেন? মন্দ কাজ ত কিছুই দেখ্‌লেম না; তবে এ কাণ্ডখানা কি?—ভগবানই জানেন। ভাব্‌তে ভাব্‌তে শয়ন কোল্লেম, প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হলো।

চার পাঁচরাত্রি সেই রকম পায়ের শব্দ, দ্বোর খোলার শব্দ শুনতে পেলেম; কিন্তু বড় একটা ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না। একদিন সকাল বেলা আমি বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি, একজন সুশ্রী যুবাপুরুষ সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্চেন। তিনি আমাকে দেখে, নিকটে এসে, স্নেহ-ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! তুমি এখানে?" আমি তাঁকে দেখে চিন্‌তে পেরে সসম্ভ্রমে নমস্কার কোরে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, এখন আমি এইখানেই আছি।" তিনি বোল্লেন, "এইখানেই আছো, তবে আমার সঙ্গে দেখা করো না কেন?" আমি বল্লেম, "আজ্ঞা, আপনি কোথা থাকেন, তা ত আমি জানি না?" তিনি বোল্লেন, "অতি নিকটেই ত আমার বাড়ী; চলো আমার সঙ্গে, আজ আমার বাড়ীতে চলো।" আমি দ্বিরুক্তি না কোরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম।

পাঠক মহাশয় স্মরণ করুন, রামকুমার বাবুর ছোট জামাই শ্যাম বাবুর সঙ্গে যিনি খুনের পর বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন, এবং যিনি আমারে হুগলী থেকে গাড়ী কোরে বর্দ্ধমানে এনেছিলেন, ইনিই সেই আমার পরম হিতকারী ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেলেম। তিনি আমাকে খুব যত্ন ও আদর কোরে বসালেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হলো; তার পর আমি বোল্লেম, "মহাশয়! আজ আমি বিদায় হই। বাড়ীতে না বোলে এসেছি, সকলে উদ্বিগ্ন হবেন, আর একদিন এসে তখন সাক্ষাৎ কোর্‌বো।" তিনি বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে আজ এসো; আস্‌চে শনিবার দিন যেন আবার দেখা হয়; সেইদিন এখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইলো। দেখো, ভুলো না।" আমি লজ্জিত হয়ে নম্রভাবে বোল্লেম, "আজ্ঞা না।" এই কথা বোলে তাঁরে নমস্কার কোরে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। এসে, চাকরকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, তাঁরা দুই ভাই, যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ, তিনি ছোট, তাঁর নাম কৃষ্ণকিশোর, আর তাঁর বড় ভায়ের নাম বিজয়কিশোর। পরিচয় শুনে আমি চোলে এলেম! বাড়ীতে এসেই শুনি, মেজো দিদিবাবুর ভারি ব্যামো! তিন চার্‌জন ডাক্তার এসেছেন, কেউ কিছু নিরূপণ কোত্তে পাচ্চেন না যে কি ব্যায়রাম! কত রকম ঔষধ দিচ্চেন, কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌ছে না। ভাব্‌লেম, হঠাৎ এমন শক্ত রোগ কি হলো?— আমাদের ছোট বাবু অতি ধীর প্রকৃতির লোক,—তিনি সকল রকমেই সুপণ্ডিত! ডাক্তারি চিকিৎসাও অনেক আসে;—বিশেষতঃ অস্ত্রচিকিৎসায় পরম পটু! লোকের ব্যামো শ্যামো হলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কোরে সদা সর্ব্বদা দেখ্‌তে যান। স্বভাব অতি দয়ালু, ইঞ্জিনিয়ারিং ও জানেন; কত লোককে ঔষধ বিতরণ করেন, কেউ কোনো বিপদে পোড়্‌লে টাকা দিয়েও সাহায্য করেন। পাড়া প্রতিবাসীর বাড়ীতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হলে, আপনি বুক দিয়ে পোড়ে যাতে সুপ্রতুল হয়, দিন রাত্ তার তদ্বিরে ব্যস্ত থাকেন। এমন কি, প্রতিবাসীর বাড়ীতে প্রতিমা ফেলে দিয়েও আমোদ করা আছে! পাঠশালার দুঃখী ছেলেদের মাইনে দেন, বই কিনে দেন, কেউ কিছু দায় জানালে যথাসাধ্য উপকার কোত্তেও ত্রুটী করেন না। এক রকমে তিনি দশকর্ম্মান্বিত;—সকলেই তাঁর প্রশংসা করে। পাড়ার লোকে তাঁরে আদর কোরে "ধীরাজ বাহাদুর" বোলে ডাকে।

আমি তাঁরে নির্জ্জনে দেখ্‌তে পেয়ে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ছোট বাবু! হঠাৎ মেজো দিদিবাবুর এমন কি শক্ত ব্যামো হলো?" তিনি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর কোল্লেন, "ও কিছুই নয়, অনেক দিন অবধি ওর অজীর্ণ রোগ আছে, তাই বুঝি প্রবল হয়েছে!" এই কথা বোলেই তিনি সেখান থেকে চোলে গেলেন! পরদিন প্রাতঃকালে শুন্‌লেম, ডাক্তারেরা হাওয়া বদল্ কর্‌বার ব্যবস্থা দিয়েছেন; লোকজন সঙ্গে দিয়ে মেজো দিদিবাবুকে পশ্চিমে পাঠানো হলো!

নবম কাণ্ড।

বেনামী চিঠি।

সাত আটদিন কেটে গেল। যে দিন আমার কৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, আজ সেই দিন; আমি বাড়ীতে বোলে সকাল সকাল সেইখানে গেলেম। কৃষ্ণবাবু আমারে দেখে আদর কোরে, হাত ধোরে, ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। আমি বোসে তাঁর সঙ্গে কথা কোচ্চি, এমন সময় সেইখানে একজন বাবাজী এলেন,—নাম প্রেমদাস! তাঁর শরীর হাড়ে মাসে জড়িত। গড়ন মাঝারি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, নাক বাঁশীর মতন লম্বা, ফুট্ গৌরবর্ণ; বুকে যেন রক্ত ফেটে পোড়চে। এ দিকে বাবাজী, কিন্তু গোঁফ আছে, কার্ত্তিকের মতন দিব্বি গোঁফ! নাকে তিলক কাটা, পায়ে খড়ম্, গায়ে নামাবলী, মুখে সদাই গৌর গৌর বুলি, পরম বৈষ্ণব! আস্‌বার পর কৃষ্ণ বাবু তাঁকে বোল্লেন, "বাবাজী! একটা গৌর নিতাইয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করো না।"

তাই শুনে অনেক রকম ঢপের গান গাইলেন, রাধাকৃষ্ণের ছড়া কাটালেন, হরিবোল দিয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করা হলো, সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। খানিক পরে প্রেমদাস বাবাজী বিদায় হলেন। বাবাজীর খাওয়ার পর কৃষ্ণ আমারে বোল্লেন, "বাবাজী বড় আমুদে-ক; চরিত্রও অতি উত্তম; কিন্তু কিছু বোকা! আহা! বেচারির অনেক বিষয় আশয় ছিল, ভালমানুষ পেয়ে পাঁচজনে তা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে!" ইত্যাদি কথোপকথনের পর আমরা সে ঘর থেকে উঠ্‌লেম। উঠে, স্নানাহার কোল্লেম। কৃষ্ণ বাবু আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! একটু বিশ্রাম করো, আমিও একটু আরাম নিই; শেষ বেলায় দুজনেই বেড়াতে যাবো; তুমি যে বাড়ীতে থাকো, সেই বাড়ীতে তোমাকে রেখে আস্‌বো।" এই কথা বোলে তাঁর বড় দাদা যে ঘরে বসেন, সেই ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন।—ঘরে একখানি কৌচ পাতা ছিল, তাতে শয়ন কোত্তে বোলে, তিনি অন্য ঘরে বিশ্রাম কোত্তে গেলেন।—আমি শয়ন কোল্লেম, কিন্তু দিনের বেলা কখনো শয়ন করা অভ্যাস নাই বোলে, নিদ্রা গেলেম না। টেবিলের উপরে কখানি কেতাব ছিল, তার একখানি নিয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লেম। দুই একপাত দেখ্‌তে দেখ্‌তে কতকগুলি চিঠি তা থেকে সোরে পোড়্‌লো। তুলে নিয়ে এক একে সকল চিঠিগুলি দেখ্‌লেম। তার মধ্যে তিনখানি বেনামী।—হস্তাক্ষরে বোধ হলো, কোনো স্ত্রীলোকের। একখানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

প্রাণেশ্বর! তোমার জন্যে আমার এই দুর্দ্দশা! প্রাণ যায়! যে বিপদে আমি পোড়েছি, তা থেকে যে আর কখনো উদ্ধার হবো, সে আশা আমার নাই। এ দশায় যা হবার নয়, আমার অদৃষ্টে তা-ই ঘটেছে। তুমি নির্দ্দয়, তার কিছুই জানতে পাচ্ছো না। একবার এই সময় যদি একখানি পত্র লেখো, তা হলে স্বচক্ষে তোমার হস্তাক্ষর দেখেও প্রাণটা কতক আশ্বস্ত হয়, আর

সেইখানি বুকে রেখেও কোনো রকমে খেদ মিটাই। ইতি”

আর একখানি চিঠিতে এইরূপ ছিল :—

“প্রিয়তম! আমি বিদায় হলেম,—জন্মের শোধ বিদায় হলেম। এ জন্মে আর দেখা হবে না! আমি তোমারে প্রাণে বড় ভালবাসি; তাই এই অন্তিম সময় অন্তিম বিদায় ভিক্ষা কোচ্চি। দেখো, অধিনী বোলে যেন মনে থাকে! এখনও যদি তোমার একবার দেখা পাই, তা'হলে এ তাপিত জীবন অনেক পরিমাণে সুশীতল হয়! এখন আর বিরহ বোল্‌বো না, বিরহ বোল্‌তে গেলে প্রাণের ভিতর কেঁদে উঠে;—রুগ্ন-শরীর আরো অধিক অসুস্থ হয়। এখন তুমি যা ভাল বোধ করো, তা-ই কোর্‌বে, একদিন গৌণে অধিনীর আর দেখা পাবে না!”

তৃতীয়খানি এইরূপ :—

“নির্দ্দয়! বুক ফেটে যায়! পুরুষ জাতি এরূপ পাষাণ? এত কোরে বিনয় কোরে জানালেম, কিছুতেই তোমার দয়া হলো না? মনে করি আর বোল্‌বো না, কিন্তু মন বোঝে না। প্রাণ সোঁপেছি, কেড়ে নিতে কষ্ট বোধ হয়! কিন্তু সেই প্রাণ এখন যায়! হে নিষ্ঠুর! এখনো তুমি যদি দয়া করো, তা হলেও প্রাণ বাঁচে! আর অধিক কি বোল্‌বো? এই পত্র-বাহিকার দ্বারায় তোমার মনের অভিপ্রায় বোল্‌বে, সে অতি বিশ্বাসী। ইতি”

একবার মনে কোল্লেম, চিঠি কখানি নিজে রাখি। আবার ভাব্‌লেম, দূর হোক্; না,—কি কোত্তে কি হবে। এই ভেবে, সেইগুলি সেই বোয়ের ভিতর রেখে, বইখানি যথাস্থানে রাখ্‌লেম।

তিনখানি চিঠির মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয়-খানির অক্ষর এক রকম।—সইও নাই, শিরোনামাও নাই। চিঠি কখানি পোড়ে মনের ভিতর নানা রকম ভাব্‌না হতে লাগ্‌লো। এমন সময় দেয়ালের ঘড়ি, টুং টাং টুং টাং শব্দে বেলা চারটে ঘোষণা কোল্লে। একজন চাকর এসে সংবাদ দিলে, “ছোটবাবু আপনার জন্যে সদর দেউড়িতে অপেক্ষা কোচ্চেন।” শুনেই আমি চাকরের সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরুলেম। দরজাতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বোল্লেন, “চলো, আমরা তবে বেড়াতে যাই।” আমি বোল্লেম, “আজ্ঞা চলুন!” এইমাত্র উত্তর দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি পথবাহিত কোত্তে লাগ্‌লেম।—যেতে যেতে তিনি আমারে বোল্লেন, “হরিদাস! রামকুমার বাবুর মেজো জামাই মাণিক বাবুর কি হয়েছে শুনেছ?” আমি উত্তর কোল্লেম, “আজ্ঞা না।” তিনি বোল্লেন, “মাণিক বাবুর মাতামহের কাল হয়েছে; তাঁর অন্য ওয়ারিসান না থাকাতে তিনিই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হয়েছেন। বিষয় বড় অল্প নয়; প্রায় পাঁচলক্ষ টাকার। আর দেখ, তোমার স্মরণ থাক্‌তে পারে, রামকুমার বাবুর উইলে মেজো মেয়ে চৌদ্দআনা, আর ছোট মেয়ে দুইআনা পাবার কথা লেখা ছিল, কিন্তু মাণিক বাবু সদয় হয়ে অর্দ্ধেক হিস্যা ছোট মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন।” এই কথা আর অন্য অন্য কথা বোল্‌তে বোল্‌তে যে বাড়ীতে আমি থাকি, সেই বাড়ীতে এসে পৌঁছিলেম। কৃষ্ণবাবু আমারে সেইখানে রেখে অন্যত্রে চোলে গেলেন।

দশম কাণ্ড।

ভয়ঙ্কর ঘটনা!!!

বেলাটুকু নানা কাজে কেটে গেল,—রাত্রে যথাস্থানে শয়ন কোল্লেম। দেখ্তে দেখ্তে নয়টা, দশটা, এগারটা বাজ্লো। নিদ্রা হোচ্চে না।—কেন হোচ্চে না?—চিন্তা!—এত গভীর রাত্রে কিসের চিন্তা? তিনখানা বেনামী চিঠি!—কে লিখ্লে? দেখলেম ত প্রেম-পত্রিকা,—মেয়ে মানুষেই লিখেছে।—কিন্তু কারে?—আর কে সেই মেয়ে মানুষ?—দূর হোক্, আর ভাব্‌বো না।—কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হলো না; বিছানা থেকে উঠে বারাণ্ডায় এলেম।

আকাশে নক্ষত্রেরা ঝিক্‌মিক্ কোরে শোভা পাচ্চে; পশু পক্ষী সকলেই গভীর নিস্তব্ধ; জগতের জীব জন্তু সকলেই ঘুমে অচেতন; জগৎ নিস্তব্ধ,—ভয়ানক নিস্তব্ধ! ঝিল্লীকুল ঝিল্লীরবে কাণ ঝালাপালা কোচ্চে, তা শুনে লোকের মনে অবশ্যই ভয় হয়; বোধ হয় যেন, সেই রবে তারা ভয়কেই আহ্বান কোচ্চে! রাস্তায় জনমানবের সমাগম নাই, কেবল মাঝে মাঝে নিশাচর পেচকের কর্কশ রব, এবং বহুদূরে বেকার কুকুরের ঘেউ ঘেউ রব শোনা যাচ্ছিল।—এমন সময় পাশের ঘরের ঘড়ি পেকে, এক, দুই, তিন, চার্ কোরে, বারটা শব্দ নিঃসৃত হয়ে জানালে, রাত্রি দুইপ্রহর। বাড়ী নিস্তব্ধ,—সকলে ঘুমে অচেতন।—সকলেই কি নিদ্রিত?—কে বোল্‌তে পারে?—সন্ধ্যাকালে বিশ্ব যখন বিশ্রামে রত হয় তখন সেই দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকার, পরদিন প্রাতঃকালে যে কি প্রসব কোর্‌বে, তা কে জানে?—প্রভাতে জাগরিত হয়ে লোকে যে কি দেখ্‌বে, কি শুন্‌বে, তা কে বোল্‌তে পারে?—তিমিরাবৃত রজনীতে কত অদ্ভুত অদ্ভুত, এবং কতই ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য হয়! এ সময় লোকের মনে অবশ্যই ভয় হয়। সকলেই জানে, দুষ্টলোকে অন্ধকারেই দুষ্কর্ম্মের অবসর ভাল পায়! সকলেই জানে, দুষ্কর্ম্ম আপনিই এই তিমিররূপ অবগুণ্ঠনে গুপ্ত হয়ে পথে পথে ভ্রমণ করে। এটী কি মিথ্যা ভয়? না, ভয়ের প্রকৃত ভয়ানক চেহারা চতুর্দ্দিকেই দেখা গিয়ে থাকে! রাত্রিকালে দুষ্টলোকের মূর্ত্তি আরও অধিক ভয়ঙ্কর হয়। কেউ চুরি কর্‌বার মানসে অস্ত্র হাতে কোরে বেরিয়েছে, কেউ কুল-বধূর গুপ্ত-প্রেমের অনুসন্ধানে সকলের অজ্ঞাতে এই ঘোর অন্ধকারের আশ্রয়ে চোলেছে,—পা টিপে টিপে চোলেছে!—কেউ খুন কর্‌বার মতলবে অতি গোপনভাবে, অন্ধকারে, আড়ালে আব্‌ডালে ওৎ কোরে মোরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!—কোনো কোনো দুষ্ট মেয়ে, স্বামীকে বঞ্চনা কোরে, চুপি চুপি অন্ধকারে আলেয়া সেজে বেরিয়েছে!—মাঝে মাঝে দুই একটা বুনো শেয়াল রাস্তা দিয়ে ছুটোছুটী কোচ্চে।—এই সময় পশু হিংস্রক জন্তু শিকারের অন্বেষণে টিপিসাড়ে গা-ঢাকা হয়ে বেড়াচ্চে।—ফলতঃ চুরি, খুন, রাহাজানি, ছেনালী, যা কিছু দুষ্কর্ম্ম আছে, অন্ধকারেই সেইগুলি ঘটে।

দুর্জ্জনেরা অন্ধকার ভালবাসে। যে মৃদু বায়ু, অথবা যে প্রচণ্ড বাতাস, লোকের বাড়ীর চারিদিকে বহন হোচ্চে, তাতে কোরে যে কি ভয়ানক সংবাদ ঘোষণা কোর্‌বে, তা গর্ভবতী যামিনীরই মনে আছে! উঃ! কি ভয়ানক অন্ধকার! ভয়ানক লোক, ভয়ঙ্কর বেশে, রাত্রিকালে দেখা দেয়!—এই ঘোর তিমিরাবৃত রজনীতে মনুষ্যের তমোরিপুই এই সকল ভয়ানক কাজ সম্পাদন করে!

এই ভয়ঙ্কর সময়ে আমি একাকী বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে। মনে অত্যন্ত ভয় হলো; তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। শয়ন কোত্তে যাচ্চি, এমন সময়ে সিঁড়িতে গুম্ গুম্ কোরে পায়ের শব্দ হলো;—আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। তখন রাত্রি দুই প্রহর অতীত হয়ে গেছে। সিঁড়িতে আলো জ্বোল্‌ছিল, দেখ্‌লেম, একজন লোক হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে আসচে! তাড়াতাড়ি দরজার ধারে গিয়ে দেখি, আমাদের মেজোবাবু। দেখ্‌লেম, তাঁর গায়ে আর কাপড়ে, ঠাঁই ঠাঁই রক্তের ছিটে! আমি সম্মুখে গিয়ে চকিতভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মেজোবাবু! এমন কোচ্চেন কেন? কি হয়েছে? কোন বিপদ ঘটে নি ত?" তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বোল্লেন, "কে, হরিদাস? এক গেলাস জল দাও;—শীঘ্র এক গেলাস জল!" আমি তাঁরে ঘরের ভিতর এনে এক গেলাস জল দিলাম;—ফের এক গেলাস! এই দুই গেলাস জল খেয়ে তিনি সজোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন। তখন আমি আবার তাঁরে কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেম; সে কথার উত্তর না কোরে কেবল তিনি এইমাত্র বোল্লেন, "তা তোমার এখন শুনে কাজ নাই;—তুমি বালক, শয়ন করো!" বোলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এক একবার মনে হলো, বাইরে গিয়ে জেনে আসি ব্যাপার কি! কিন্তু মেজোবাবু বারণ কোরে গেলেন, সেজন্যেও বটে, আর ভয়েতেও বটে, সে অভিপ্রায় তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কোল্লেম। বিবিধ দুশ্চিন্তার আন্দোলন কোত্তে কোত্তে নিদ্রা হলো, ভোরে একটা ভারি গোলমাল শুনে জেগে উঠ্‌লেম।

তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখি, রাস্তায় মেলা লোক দৌড়াদৌড়ি কোচ্চে। "কেমন কোরে কাট্‌লে, কে কাট্‌লে, ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর, বৌ-মানুষের ঘরে কেমন কোরে খুন হলো?" এইরূপ বলাবলি কোচ্চে, আর দৌড়ুচ্চে। আমাদের বাড়ীর খানিক-দূরে, রাস্তার উত্তরধারে, একটা বাড়ীর দরজায় পুলিসের লোক গিস্ গিস্ কোচ্চে! একটু এগিয়ে গিয়ে একজন চেনা লোককে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ব্যাপার কি?" তিনি বোল্লেন, "ঐ বাড়ীর সেজো বৌ যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে প্রেমদাস বাবাজী বোলে একজন লোক খুন হয়েছে! রাত দুপুরের সময় কে তারে কেমন কোরে কেটে গেছে, তার কিছুই ঠিকানা হোচ্চে না। বাবাজীই বা তত রাত্রে একজন বৌ-মানুষের ঘরে কি কোত্তে ঢুকেছিল?—ভগবানই জানেন! ফরাসী পুলিস, ইংরাজী পুলিসের চেয়ে অনেক অংশে হুঁসিয়ার! তবু তারা এই অসম্ভব ঘটনার কিছুই কিনারা কোত্তে পাচ্চে না।" আমি ত এই কথা শুনে একেবারেই অবাক্! এই কাল সকালে আমি কৃষ্ণকিশোর বাবুর বাড়ীতে প্রেমদাস বাবাজীকে দেখে এলেম; কত গান শুন্‌লেম, নাচ দেখ্‌লেম, এরি মধ্যে রাত্রেই খুন? গৃহস্থের বাড়ী, বৌ-মানুষের

ঘরে খুন? কি সর্ব্বনাশ! উঃ! বাবাজী কি পরম বৈষ্ণব! তাঁর হরিনামের ছাপা, গৌর গৌর বুলির কি এ-ই পরিণাম?—উঃ! পাপিষ্ঠ ভারি বুজ্‌রুক! এইরূপ ভাবছি, এমন সময় দুজন মানুষ আমার কাছ দিয়ে এই কথা বলাবলি কোত্তে কোত্তে চোলে গেল :-

"আঁা! বাবাজী মদ খেতো? শুনলেম, খাটের নীচে একটা বোতলে আধ্‌বোতল মদ, আর একটা গেলাস বেরিয়েছে! বাবাজী মদ খেতো? তা খাবে না কেন? যে এমন কর্ম্ম কোত্তে পারে,—যে ভদ্রলোকের জাতকুল মজাতে পারে, সে আর মদ খেতে পারে না? মদ খাওয়া ত অতি তুচ্ছেরি কথা, ওরা সব কোত্তে পারে! খুন হয়েছে, বেশ হয়েছে! পুলিস ত খুনীর নিরাকরণ কোত্তে পাল্লেনা, দায়ধরা 'অজ্ঞাত লোকের দ্বারায় খুন হওয়ার' রিপোর্ট লিখে তারা ত বিদায় হয়। তা হোক, কিন্তু বাবাজী যে কাটা পড়েছে, সে-ই মঙ্গল!"

এই সময়ে আর এক ভাবনা,—গুরুতর ভাবনা! মেজো বাবু কাল রাত্রে হাঁফাতে হাঁফাতে উপস্থিত হন; তাঁর কাপড়েও রক্তের দাগ দেখেছি! বোধ হয়, এ তাঁরি কর্ম্ম! উঃ! লোক চেনা কি ভয়ানক ব্যাপার! মেজো বাবুকে আমার খুব ভাল বোলেই জ্ঞান ছিল; তাঁর এই কর্ম্ম?—না, তিনি নন!—আবার আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা স্মরণ কোরে স্পষ্টই মনে নিলে যে, মেজো বাবুই বাবাজীকে খুন কোরেছেন! এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ীতে ফিরে এলেম্। ফিরে এসে, সবে দরজায় দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দেখি, আমার সেই কালান্তক মামা, সেই-খানে এসে উপস্থিত! দেখেই ত আমি দৌড়!—ভোঁ দৌড়! এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতর পালিয়ে গেলেম। গিয়ে, গিন্নিরে বোল্লেম, "আমার সেই হাজার টাকা, আর যে সকল টাকা আপনার কাছে আছে, সেই-গুলি আমার হঠাৎ আবশ্যক হয়েছে, দিন!" শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ টাকা আর নোটগুলি আমার হাতে দিলেন; আমি তাই নিয়ে চোঁচা-দৌড়ে অন্য দরজা দিয়ে একবারে গঙ্গাতীরে উপনীত হলেম। সেখানে এক-খানি নৌকা ভাড়া কোরে একেবারে কলি-কাতায় উপস্থিত।

একাদশ কাণ্ড।

কলিকাতা।

যে ঘাটে আমারে নামিয়ে দিলে, জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, সেটী আহিরিটোলার ঘাট। আমি তীরে উঠে গঙ্গার শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। বেলা তখন প্রায় চার্‌টে! বোধ করুন, জ্যৈষ্ঠমাস, সূর্য্যদেব তপনো অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় কিরণ বর্ষণ কোরে পথিক লোকের শরীর দাহ কোচ্চেন; তাতেও আমার বড় কষ্ট বোধ হলো না, তখনো পর্য্যন্ত একবিন্দু জল উদরে যায় নি; পিপাসা অত্যন্ত হয়েছিল; তাতেও ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম

না, শোভা দেখে মন একেবারে আহ্লাদে আর কৌতুকে মগ্ন হয়ে গেল। গঙ্গার এমন মনোমোহিনী শোভা জন্মাবধি আমি আর কখনোই দেখি নি। একূল ওকূল দুকূল পর্য্যন্ত চেয়ে দেখ্‌লেম্, বাতাসের হিল্লোলে, গভীর জলরাশি একবার উঁচু একবার নীচু হয়ে, গোড়িয়ে গোড়িয়ে যাচ্চে,—এক একবার কিনারার দিকে মাটিতে ঠেকে চার্ পাঁচহাত ছাপিয়ে আস্‌চে, আবার ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্চে। ঢেউগুলি দেখে বোধ হলো যেন, বাসুকীদেবী সপরিবারে জাহ্নবীর বুকে সাঁতার দিতে দিতে জলকেলি কোচ্চেন! তারির উপর নানা রকমের নৌকা নরনারী বুকে কোরে, কোনোখানি বা হাল ভরে, কোনোখানি বা পাল ভরে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে চোলেছে। বাঙাল মাজীরা হাল হাতে কোরে জলের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে তাদের জাতভাষায় গলা ছেড়ে গান গাচ্চে। কোনো নৌকায় ঢোলক্ তব্‌লা বাজ্‌চে, ভিতর থেকে কালোয়াতি আওয়াজ বেরুচ্চে। কোনো নৌকায় ছইয়ের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ছোট ছোট বৌয়েরা একটু একটু ঘোম্‌টা খুলে এদিক ওদিক উঁকি মাচ্চে। দুই একটী ছেলেও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে হাস্‌চে, আর ধেই ধেই কোরে নাচ্চে! লোকের দিশ্‌পাশ নাই। কত লোক যে গঙ্গার ঘাটে, তীরে, আর নৌকায় দেখ্‌লেম্, তার আর সংখ্যা হয় না। বড় বড় মহাজনী নৌকা, চাল, দাল, সর্ষে, পাট, তিসি ইত্যাদি বোঝাই নিয়ে ঘাট জোড়া কোরে অল্প জলে বাঁধা আছে। মুটেরা বড় বড় বস্তা ঘাড়ে কোরে ধুপ্ ধাপ্ শব্দে তীরে এনে ফেল্‌চে; দালালেরা সেইখানে এক এক রকম জিনিষ পরখ্ কোরে দর-দস্তর কোচ্চে। এই সকল দেখ্‌চি, এমন সময় ঢং ঢং কোরে পাঁচটা বাজা শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ কোল্লে। তখন আর সেখানে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয় ভেবে, পূর্ব্বমুখে চোলে যেতে লাগ্‌লেম। রাস্তায় গোরুর গাড়ী আর হাঁটা-লোকের অসম্ভব ভিড়। আমি সেই ভিড় ভেদ কোরে একটী গলির ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। ক্ষুধায় প্রাণ কাতর হোচ্ছিল, তাড়াতাড়ি কোরে চোল্‌তে লাগ্‌লেম! যতদূর যাই, ততদূরই কেবল বাড়ী,—কেবলই ইমারত্! একত্রে এত বাড়ী আমি কোথাও কখনো দেখি নি। গলিটী বরাবর পূর্ব্বমুখেই গিয়েছে। পোনের মিনিট পরে একটা বড় রাস্তায় এসে উপস্থিত হলেম। দেখি, সে রাস্তায় যাবার পথ প্রায়ই নাই। গাড়ীর গড় গড় শব্দ অনেকদূর থেকেই শুনা যাচ্ছিল; নিকটে এসে দেখি, গাড়ী অগুণ্‌তি! কত যে আস্‌চে, কত যে যাচ্চে, তার আর নিরাকরণ হয় না। ইস্কুলের ছেলেরা, কেউ গাড়ীতে, কেউ বেহারার কাঁধে, কেউ হেঁটে, ক্লান্ত হয়ে চোলেছেন। গোরুর গাড়ীরা, বেহিসিবি মাল বোঝাই নিয়ে কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা জোড়া কোরে চোলেছে। কেরাচিরা, "কাশীপুর,—বাবু কাশীপুর;—বাবু বরানগর।" বোলে অনবরত চীৎকার কোচ্চে।—দূরে, "গোলাপী রেউড়ি, চাই সখের জলপান, গোলাপী গাণ্ডেরী, আম-আচার, জিলিপি, কচুরী, মণ্ডা, মিঠাই, সখের চানাচুর!" বোলে ফিরিওয়ালা ডাক্‌চে।—সে রাস্তায়ও ইমারত সার গাঁথা। গায় গায় ইমারত, গায় গায় বারাণ্ডা।—মাঝে মাঝে পাকা কাঁচা রকমারি দোকান। দোকানে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রী হোচ্চে,—বেধড়ক্ বিক্রী হোচ্চে; খোদ্দেরের সই-সুমার হোচ্চে না। দেখে বোধ

হলো, এটা ইমারতেরি সহর,—এ সহরে কেবল ইমারতেরি বাহার! রাস্তায় এত গাড়ী ঘোড়া, আর এত জনতা যে, নূতন লোকের পক্ষে চলাচল করা বিষম বিভ্রাট! আমি মনে মনে ভাব্লেম্, গাড়ী ঘোড়ার ভিড় চুকে গেলে রাস্তা খোলসা হতে পারে, তার পর যেখানে যেতে হয়, স্থির করা যাবে। এই ভেবে একটা দোকানে কিছু মিঠাই কিনে জল খেলেম্; দেখ্তে দেখ্তে সন্ধ্যা হলো, তবু গাড়ী ঘোড়ার বিরাম হলো না। খানিকদূর যাচ্চি, এমন সময় দেখি, এক জায়গায় একজন মানুষ এক গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্চে।—জিজ্ঞাসা কোরে জান্লেম, তার কোমর থেকে বার টাকা গাঁট কাটাতে কেটে নিয়েছে; কে নিলে তার সন্ধান হোচ্চে না! আর এক জায়গায় দেখি, কয়েকজন চৌকিদার, তিনজন লোককে বেঁধে নিয়ে যাচ্চে, তাদের হাতে কতকগুলো কাপড় আর আর একখানা থালা রয়েছে! আর এক জায়গায় দেখি, কতকগুলো মেয়েমানুষ ছুটোছুটী কোচ্চে, আর যা ইচ্ছা তাই বোলে গালাগাল পাড়্চে; কিন্তু কেউ তাদের কথায় কর্ণপাত কোচ্চে না! এই সকল দেখে শুনে আমার মনে বড় ভয় হলো। এই রাত্রে অজানা সহরে কোথায় থাকি, সেই ভাব্নাই প্রবল হলো। সঙ্গে অনেকগুলি টাকা আছে, তাতেই আরো ভয়।—রাত্রি তখন নয়টা, অন্ধকার রাত্রি নয়, জ্যোৎস্না ছিল; কিন্তু হলে কি হয়, আমি বিদেশী, কোথায় যাই? তিন চারঘর গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হতে গেলেম, কেউ-ই আশ্রয় দিলে না।—কোথায় যাই? ভাব্তে ভাব্তে বরাবর সেই পথে উত্তরমুখে চোল্লেম; খানিকদূরে গিয়ে ডান দিকে একটা বড় বাড়ী দেখ্লেম। অনেক লোক সেই বাড়ীতে যাওয়া আসা কোচ্ছিল, দোতালার উপর খোল করতালের বাজ্না হোচ্ছিল; বোধ হলো, সংকীর্ত্তন। আমি সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম। উপরে গিয়ে দেখ্লেম, ঘর ও দালান লোকারণ্য;—মেয়ে মানুষই অধিক। ঘরের ভিতর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল, জিজ্ঞাসা কোরে জান্লেম, বিগ্রহের নাম মদনমোহন। আধ্ঘণ্টার পরে লোকের ভিড় চুকে গেল, কিন্তু আমি বেরুলেম না। একজন ব্রাহ্মণ আমারে দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি! কেন এখানে দাঁড়িয়ে?" আমি উত্তর কোল্লেম, "আমি বিদেশী, পথিক, আজ সবে এই সহরে এসেছি, কোথাও থাক্বার স্থান পাচ্চি না।" তিনি একটু সদয় হয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে এইখানেই থাকো; বিদেশী কেউ এলে, এই বাড়ীতেই আমরা তারে আশ্রয় দিয়ে থাকি।" শুনে বড় আহ্লাদিত হলেম। রাত্রে মদনমোহনের শীতল হলো, শীতলের প্রসাদ খেয়ে সে রাত্রে সেখানে শয়ন কোরে থাক্লুম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠে ভট্টাচার্য্যকে প্রণাম কোরে, সে বাড়ী থেকে বেরুলেম। সন্ধান কোরে কোরে বাগবাজার অঞ্চলে একটী ঘর ভাড়া নিয়ে, প্রায় একমাস সেখানে থাক্লেম।

দ্বাদশ কাণ্ড।

নারাণ গাঙ্গুলী।

সহরের কার্‌কার্‌বারের গতিক দেখে, আর লোকের মুখে লাভের কথা শুনে, আমার কার্‌বার কর্‌বার ইচ্ছা বলবতী হলো। প্রত্যহ খুঁজে খুঁজে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি, আর লোকের কাছে সন্ধান নিই, কোথায় কি কার্‌বারের সুবিধা আছে, তাই অন্বেষণ করি।

একদিন নারাণ গাঙ্গুলী স্বাক্ষরিত একটী বিজ্ঞাপন, একখানি কাগজে দেখে বড় আহ্লাদ হলো। তিনি নিলামের কার্‌বার কোত্তে চান; যোল-শ টাকার অংশী আহ্বান কোচ্চেন। তাঁর ঠিকানা, করণ্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।—আমি সন্ধান কোরে তাঁরে ধোল্লেম। তিনি আমার অভিপ্রায় শুনে বোল্লেন, "আচ্ছা! কিন্তু একজন টাকা দিবেন বোলে স্বীকার কোরে গেছেন; যদি তিনি না পারেন, তবে তুমিই আমার অংশী হতে পার্‌বে! কাল বৈকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।" পরদিন তাঁর সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ কোল্লেম। তিনি "যে ব্যক্তি আমার অংশীদার হতে চেষ্টা কোরেছিলেন, টাকার যোগাড় না হওয়াতে, কাজেই তিনি প্রবৃত্ত হতে পাল্লেন না; সুতরাং তুমিই আমার অংশীরূপে গণ্য হয়ে রহলে;—তোমাকেই আমি অংশীদার কোল্লেম।" টাকা চাইলেন, আমি দেড় হাজার টাকার নোট, আর একশত টাকা নগদ, তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতে দিলেম; তিনি একখানি রসিদ দিলেন। দিয়ে, আমারে আদর কোরে আহারের নিমন্ত্রণ কোল্লেন। আমি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সেইখানে থাক্‌লেম। তিনি বোল্লেন, "আমি নিরামিষ খাই, গঙ্গাজল পান করি এক সন্ধ্যা আহার করি, কেবল তোমার জন্যই আমার এই সমস্ত আয়োজন!" এই কথা বোলে, আমারে পরিতোষরূপে ভোজন করালেন। কেবল (জ্যৈষ্ঠমাস) দুইটী আম্র, আর একটী সন্দেশ খেয়ে এক ঘটী গঙ্গাজল পান কোল্লেন।—দেখে, তাঁর উপর আমার বড় ভক্তি হলো;—অতিশয় বিশ্বাসও হলো। একজন চাকর আমারে তামাক দিতে এলো, আমি তামাক খাই না, গাঙুলী মহাশয়ও খান না; সুতরাং সে হুঁকো নিয়ে ফিরে গেল। রাত্রি যখন নয়টা, তখন তিনি আমারে বোল্লেন, "তবে তুমি আজ যাও, টাকা আমার কাছে থাক্‌লো, কাল বেলা চার্‌টার সময় এসো, সকল বন্দোবস্ত সেই সময়েই স্থির করা যাবে।" আমি বিশ্বাস কোরে বিদায় হলেম, বাসায় এসে শয়ন কোল্লেম, এক ঘুমেই নিদ্রাভঙ্গ হলো।

সকালে উঠে অন্যান্য কাজ নিকাশ কোরে বেলা নয়টার সময় বড়বাজারে কিছু প্রয়োজন ছিল, সেইখানে যাচ্ছি, এমন সময় চিৎপুর রোডের পাশে এক শুঁড়ির দোকানে দেখি, ঠিক্ সেই ব্রাহ্মণের চেহারার একজন লোক, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! যে লোক শুদ্ধ গঙ্গাজল খায়, সে যে এখানে আস্‌বে, এ কথা অসম্ভব! এই ভেবে আমি চোলে গেলেম।

বেলা চারিটার পর গাঙ্গুলী মহাশয়ের

বাড়ীতে গেলেম। গিয়ে দেখি, গাঙ্গুলীও নাই, আর সে চাকরও নাই। বাড়ীর একজন লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "গাঙুলী মহাশয় কোথায়?" সে উত্তর কোল্লে, "কেন, তিনি ত আপনার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়েছেন? তিনি কাশীর ব্রাহ্মণ, বোধ হয় কাশীতেই গেছেন।" শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল; দ্বিরুক্তি না কোরে সেখান থেকে আমি চোলে এলেম।—বহুকষ্টের টাকাগুলি জোচ্চোরে ফাঁকি দিলে মনে কোরে, অন্তঃকরণ অতিশয় কাতর হলো। তখন আর কি করি, কাঁদো কাঁদো মুখে বাসায় এসে আড় হয়ে পোড়লেম,—খাওয়া দাওয়া সকলি আমার ঘুরে গেল।

শয়ন কোল্লেম;—নিদ্রা হলো না। টাকাগুলি জুয়াচোরে ফাঁকি দিয়ে নিলে, বহুকষ্টের টাকা, একদিনেই হারালেম! উঃ! কলিকাতা সহর কি ভয়ানক স্থান! নিরামিষ খায়, গঙ্গাজল পান করে, তামাক খায় না, সেই লোকেই আবার আমারে ঠকালে? বোধ হয়, সে ব্যক্তি ফরাস্‌ডাঙ্গার প্রেমদাস বাবাজীর দলের লোক! সবই খায়, কিন্তু সকলই বুজরুকি!—সকালে যারে আমি শুঁড়ির দোকানে দেখেছি, সে সেই লোক! কিন্তু কে সেই জুয়াচোর? অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে মনে হলো; প্রথম দিন ফরাস্‌ডাঙ্গায় তারে আমি দেখেছি।—সেই চেহারা ঘণ্টা বাজিয়ে সাতপেয়ে গোরু দেখাবার জন্যে লোক ডাকছিল, এ-ই সেই! তখনো আমি তারে চেনো চেনো কোরেছিলেম, বোধ হয়েছিল, আগে যেন তারে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কে সে? কোথায় দেখেছি? কিছুই মনে হলো না।—নারাণ গাঙ্গুলী,—যে আমার টাকা ফাঁকি দিলে, তার নাম নারাণ গাঙ্গুলী।—এ নাম ত স্মরণ হোচ্চে না। চেহারা মনে পোড়চে, নাম স্মরণ হোচ্চে না। হঠাৎ মনে হলো, এই চেহারার একজন লোক রামকুমার বাবুর উইলে সাক্ষী ছিল, ঠিক তার এই চেহারা।—অনেকদিন দেখেছি, কেবল ছবিখানিই মনে আছে,—সন্দিগ্ধ-হৃদয়ে তার চেহারার ছায়া পোড়েছে।—কিন্তু সে ত গাঙ্গুলী নয়? তার নামও ত নারাণ নয়? তার নাম দিগম্বর ভট্টাচার্য্য!—তবে কি এ ব্যক্তি কলিকাতায় এসে নাম ভাঁড়িয়েছিল?—বোধ হয় তা-ই হবে! তা না হলে, ঠিক সেই রং, সেই দীর্ঘকায়, সেই ঝাঁকড়া চুল, সেই লম্বা নাক, সেই রক্তচন্দনের টিপ, কেমন কোরে মিলচে? বোধ হোচ্চে, নাম ভাঁড়িয়েছিল! উঃ! কি ভয়ানক লোক! দেখলে বোধ হয়, পরম ধার্ম্মিক; কিন্তু পেটে পেটে হারামের ছুরি!

ভাবতে ভাবতে নিদ্রাকর্ষণ হলো;—ক্ষুধায় চিন্তায় কাতর ছিলেম, সে সময়ে নিদ্রাকর্ষণ অতি সুখময় বোলে বোধ হলো;—নিদ্রারে যেন হিতৈষিণী জননীর ন্যায় জ্ঞান কোল্লেম। চিন্তারে অন্তরে রেখে, নিদ্রার আর কোনো বাধা দিলেম না;—অঘোর অচেতনে নিদ্রা হলো। হঠাৎ একটা কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেম!—কে যেন আমার শিয়রে বোসে বোলচে, "হরিদাস! তুমি এখান থেকে পালাও! দুজন লোক তোমারে খুন কোর্‌বে বোলে রোজ রোজ ওৎ কোরে ঘুরে বেড়াচ্চে।" স্বপ্নে আমার তত বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হলেও সেই কথাগুলি যেন আমার কাণের কাছে ফুস্ ফুস্ কোরে শব্দ হোতে লাগলো। যদিও সেটা ভ্রম, তথাপি আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো; বিছানার উপর উঠে বোসলেম। ঘড়ি

পাঁচটা বাজা শব্দ শুনা গেল ;—গুড়ুম্ কোরে ভোরের তোপ্ পোড়্লো,—কাকগুলো "কা কা" কোরে ডেকে উঠ্লো !

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত মুখ ধুয়ে বাইরে একখানি ছোট চৌকিতে বোস্লেম। মন দারুণ চিন্তায় অস্থির, কিছুই ভাল লাগ্‌চে না।—বিদেশ, বেভূঁই, কেউ এখানে চেনা লোক নাই,—টাকাগুলি ছিল, অনেক ভরসা ছিল, তাও গেল ;—এখন উপায় কি ?—যাই কোথা ?—খাই কি ?—থাকি কোথা ?—সঙ্গে যা কিছু টাকা আছে, তা ত অতি যৎসামান্য। ঘর ভাড়া দিয়ে থাক্‌তে গেলে, তাতে বড় জোর দশ বারো দিন চোল্‌তে পারে। তার পর কি হবে ? ভিক্ষা কোরে খাবো ? তা-ই বা দেবে কে ?—শুনেছি, আর অনেক বাড়ীতে গিয়ে দেখেওছি, এখানকার লোক ভিক্ষা দিতে বড় কাতর। কোনো কোনো দয়ালু ভদ্রলোক যদিও দুই একটী পয়সা দান করেন, কিন্তু আশ্রয় দিতে কেহই সম্মত হন না। তা ত প্রথম রাত্রে তিন চারিজন বড় মানুষের বাড়ীতে গিয়ে বিলক্ষণরূপেই জান্‌তে পেরেছি ! মদনমোহনের বাড়ীতে আশ্রয় না পেলে, সে রাত্রে যে কি হতো, কিছুই বলা যায় না।—কর্‌বো কি ?—ঘরখানি এখন ছাড়া হবে না।—হঠাৎ নিরাশ্রয় হয়ে যাই কোথা ? ঘরখানি থাক্‌লে, তবু পাই বা না-ই পাই, "আমার" বোলে পোড়ে থাক্‌তে পাব্‌বো। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে দরজায় চাবী দিয়ে একবার বেরুলেম। করণ্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীতে আর একবার গেলেম। গিয়ে দেখি, সদর-দরজায় চাবী বন্ধ ! তাই দেখে একেবারে হতাশ হয়ে বাসায় ফিরে গেলেম। মনে কোল্লেম, হায় ! কেন আমি ফরাস্‌ডাঙ্গায় মামাকে দেখে কলিকাতায় পালিয়ে এলেম ? অন্য কোনো স্থানে গেলে, বোধ হয় এরূপ দুর্দ্দশা কখনোই ঘোট্‌তে পেতো না। এখন সে সকল আক্ষেপ করা বৃথা, টাকা কটী ফুরিয়ে গেলে যে কি হবে তা ভগবানই জানেন। ঘরে যা ছিল, রন্ধন কোরে আহার কোল্লেম ; একটু আলস্য রেখে আবার বেরুলেম। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে শয়ন কোল্লেম। এই রকমে সাত আট দিন অতিবাহিত হলো ;—টাকা কটীও প্রায় শেষ হয়ে এলো।

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

বাবুর পরিবার !!

একদিন বৈকালে আমি কর্ম্মের অনুসন্ধানে বেরিয়ে, চাঁপাতলার গলির ভিতর দিয়ে ফিরে আস্‌চি, এমন সময় দেখি, একটী বাড়ীর বারাণ্ডাতে একজন বাবু গুড়্‌গুড়ীতে তামাক খেতে খেতে পাইচারী কোচ্চেন। হঠাৎ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তাঁরে দেখ্‌তে পেয়েই ঝাঁৎ কোরে আমার মনটা চোম্‌কে উঠ্‌লো। কেন যে এমন হলো, কে জানে ! সেইখানে একটু থোমকে দাঁড়ালেম। দাঁড়িয়ে, খানিকক্ষণ তাঁর পানে চেয়ে থাক্‌লেম ; তিনিও একদৃষ্টে আমার

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বোধ হলো, আমি যেন তাঁরে চিনি; কিন্তু কেমন কোরে যে চিনি, কোথায় যে সেই দেখা, ভেবে চিন্তে কিছুই নিরাকরণ কোত্তে পাল্লেম না। তাঁর মুখের ভাবেও বোধ হলো, তিনিও যেন আমারে চিনেছেন। মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক কোচ্চি, এমন সময় তিনি আমারে উপরে আসতে ইঙ্গিত কোল্লেন। আমি ধীরে ধীরে বারাণ্ডায় উঠে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম। তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি দেখ্‌ছিলে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বড় বিপদে পোড়েছি, এ সহরে নূতন আমার আসা হয়েছে, সঙ্গে কিছু টাকা ছিল, একজন জুয়াচোরে তা ঠোকিয়ে নিয়েছে! এখন থাকি কোথায়, যাই কোথা, এই চিন্তা কোরে লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরে বেড়াচ্চি; কোনো লোকেই আশ্রয় দিচ্চে না। আপনার মুখ দেখে বোধ হলো, আপনি অতি দয়ালু, সেইজন্য দাঁড়িয়ে আপনাকেই দেখ্‌ছিলেম।" আমি কথা কইলেম, ততক্ষণ তিনি আমার মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

আমার কথাগুলি শুনে একটু থেমে প্রায় দশমিনিট পরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নাম কি?"

আমি বোল্লেম, "আমার নাম হরিদাস।"

নাম শুনে বোধ হলো, যেন কিছু বিস্ময় প্রকাশ কোরে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কতদিন কলিকাতায় এসেছ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "প্রায় দেড় মাস।"

"এই দেড় মাসই কি তুমি পথে পথে বেড়াচ্চো?"

এই প্রশ্ন শুনে আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা না, বাগবাজারে একখানি খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে আছি, কিন্তু আজ দশদিন হলো, টাকাগুলি জুয়াচোরে নিয়েছে, এখন আর ভাড়া যোগানো দূরে থাক্, আহার পর্য্যন্ত বন্ধ হয়। এখনো ঘরখানি ছাড়ি নি বটে, কিন্তু সাহায্য না পেলে, দু একদিনের মধ্যে সহর ছেড়েই পালাতে হবে! পালিয়েই বা যাই কোথা।"

এই শেষ কথা কটী বোলে আমি নীরবে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। বাস্তবিক আমার মন তখন অত্যন্তই উদাস হয়েছিল।

"পালিয়েই বা যাবো কোথা?" এই কথা কটী শুনে তিনি আমারে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা কোরে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার বাড়ী কোথা?"

আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা, স্বর্ণগ্রামে।"

তিনি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বাড়ীতে আর কে আছে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "কেউই নাই!"

"কেউই নাই?" এই শব্দ উচ্চারণ কোরে তিনি স্নেহভাবে বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে তুমি আমার বাড়ীতেই থাকো।—খাওয়া পরা এই খান থেকেই চোল্‌বে; আর যাতে কোরে তুমি কিছু কিছু জলপানি পাও, সে চেষ্টাও আমি কোর্‌বো। আজ কাল আমার হাতে অনেক রকম কাজ আছে, আমিও এই রকম একজন উপ্‌রি লোক অন্বেষণ কোচ্ছিলেম। কেমন, কি বলো, থাক্‌বে?"

তাঁর কথা শুনে আমার বড় আহ্লাদ হলো, হাতে হাতে যেন স্বর্গ পেলেম; তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা, আপনি যদি অনুগ্রহ কোরে আশ্রয় দেন, তবে আমি অবশ্য অবশ্যই থাক্‌বো।"

তিনি বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে আজ অবধিই থাকো।"

আমি মৃদুস্বরে বিজ্ঞাপন কোল্লেম, "আজ্ঞা, আজ নয়; আমি যেঘরে থাকি, তার ভাড়া বাকী আছে, সেখানে আমার যা কিছু জিনিষ-পত্র আছে, সেইগুলি বেচে, ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কাল আস্‌বো।"

তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ঘর-ভাড়া বাকী কত?"

আমি বোল্লেম, "সাড়েতিনটাকা।"

এই সব কথা হোচ্চে, এমন সময় একজন বাবু মস্ মস্ কোরে সেইখানে এসে বোল্লেন, "নকুল বাবু! যাবে না?"

সম্বোধিত ব্যক্তি একটু হাস্য কোরে উত্তর কোল্লেন, "সে কথা আমার মনেই ছিল না। আচ্ছা, বোসো, আস্‌ছি। হরিদাস! তুমিও বোসো।" এই কথা বোলে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গেলেন, প্রায় এক কোয়াটার পরে কাপড় ছেড়ে বাইরে এসে আমার হাতে চার্‌টী টাকা দিয়ে বোল্লেন, "হরিদাস! আচ্ছা, তবে তুমি আজ যাও, জিনিষপত্র আর বিক্রী কোত্তে হবে না; এই টাকায় তোমার ঘর ভাড়া শোধ হবে। কাল তবে এসো, বিলম্ব কোরো না।" আমি নমস্কার কোরে বিদায় হলেম। তাঁরাও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নেমে এসে, পশ্চিমমুখে চোলে গেলেন। পথে যেতে যেতে আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, এঁকে দেখে প্রথমে যা মনে হয়েছিল, তা নয়।—চেহারা কত রকম আছে, হঠাৎ দেখ্‌লে একজনকে আর একজন বোলে বোধ হয়। ইনি কলিকাতার লোক, কেমন কোরেই বা এঁচে চিন্‌বো; ইনিই বা কেমন কোরে আমায় চিন্‌বেন? আরো, এঁর নাম নকুল বাবু; জন্মাবধি এ নাম ত কোথাও আমি শুনি নাই। যা-ই হোক, ইনি যে আমারে অনুগ্রহ কোরে আশ্রয় দিলেন, এ-ই আমার পরম লাভ!—ইনি যে আমারে "অচেনা" দেখে স্নেহ কোল্লেন, এ-ই আমার যথেষ্ট!—ইনি যে আমারে বিশ্বাস কোরে টাকা দিলেন, এ-ই যথেষ্ট অনুগ্রহ! এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাসায় এলেম। বাড়ীওয়ালাকে ডেকে হিসাব কোরে সাড়েতিনটাকা ভাড়া চুকিয়ে দিলেম। রাত্রে যা হয় যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কোরে শয়ন কোল্লেম। সকালে উঠে একজন মুটে ডেকে জিনিষপত্রগুলি নিয়ে, চাঁপাতলার সেই বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হলেম। তাঁর নিজের একটী কার্‌বার ছিল, সেই কার্‌বারে আমারে নিযুক্ত কোল্লেন। তাতে আমার ছ দশটাকা আয় হোতে লাগ্‌লো। থাক্‌তে থাক্‌তে বাড়ীর ভিতরেও যাওয়া আসা করি; বাবু আমারে খুব ভালবাস্‌লেন, তার স্ত্রীও আমারে স্নেহ-মমতা করেন; বাড়ীর চাকর চাক্‌রাণীরা আমারে বাবুর ভাই বোলেই যেন জানে। আমি যখন যা বলি, তা-ই করে, তা-ই শোনে, আমার ভারি মান্য! এই রকমে কিছুদিন যায়, ইতি-মধ্যে বাবুর স্ত্রীর ভারি একটা ব্যামো হলো। বাবু আমারে মলিনমুখে এই কথা বোল্লেন, "হরিদাস! বড় বিপদ! বাড়ীতে ভারি ব্যামো! তুমি এক কাজ করো। এই নেবুতলার মোড়ে, নটবর নামে একজন ডাক্তার থাকেন, শীঘ্র তাঁরে একবার ডেকে আনো। তিনি আমার পরম বন্ধু; আমার নাম কোরে ডাক্‌লেই তৎক্ষণাৎ চোলে আস্‌বেন। এই কথা বোলো, "চাঁপাতলার নকুলবাবুর পরিবারের বড় ব্যামো; শীঘ্র আপনাকে যেতে হবে।"

এই কথা শুনে একখানি চাদর নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বেরুলেম। জিজ্ঞাসা কোরে কোরে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হলেম। একজন বেহারা দরজায় দাঁড়িয়েছিল, তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,

"ডাক্তার বাবু কোথায়?" সে আমারে সঙ্গে কোরে একটা ঘরে নিয়ে গেল। ভিতরে গিয়ে দেখি, একজন বাবু একখানি চেয়ারের উপর পা ছোড়িয়ে বোসে আছেন; তিনিই ডাক্তার। দেখেই আমার ভারি বিস্ময় বোধ হলো। এই চেহারা প্রতিদিন রাত্রে ফরাসডাঙ্গায় সেই সুবল বাবুর বাড়ীতে যাওয়া আসা কোত্তো। আমি তথন সেই ভাব চেপে রেখে, তাঁরে নকুল বাবুর কথা সবিস্তারে বোল্লেম। শুনেই তিনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। পথে যেতে যেতে আমি তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডাক্তার বাবু! আপনি কি আগে ফরাসডাঙ্গায় ছিলেন?" তিনি বোল্লেন, "হাঁ।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কদিন রাত্রে সুবল বাবুর বাড়ীতে আপনি কাকে দেখতে গিয়ে-ছিলেন?" তিনি উত্তর কোল্লেন, "সে কথা তোমার শুনে কাজ নাই!"

আমরা নকুলবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলেম। ডাক্তার বাবু রোগী দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে বিদায় হলেন। বোলে গেলেন, "রোগ যত শক্ত তোমরা বিবেচনা কোচ্চো, ততো শক্ত নয়।" কিন্তু নকুলবাবু বড় ব্যস্ত! সর্ব্বদা কাছে থাকা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়ানো, গায় পায়ে হাত বুলানো, মুখে জল তুলে দেওয়া, এই রকমে দিবারাত্রই ব্যস্ত থাকেন!

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

রহস্য প্রকাশ!

একদিন সন্ধ্যার সময় নকুলবাবু কোথায় বেরিয়েছেন, বৌ-ঠাকরুণ একটু ভাল আছেন, আমি ঔষধ নিয়ে দিতে যাচ্চি, তফাৎ থেকে দেখি, একজন দাসী তাঁর শিয়রে বোসে মাথা টিপ্‌চে, গায়ে হাত বুলুচ্চে, আর ফুস্ ফুস্ কোরে কি কথাবার্ত্তা কোচ্চে। দেখে আমি বড় খুসী হলেম। মনে হলো, রোগের অনেক উপশম হয়েছে। দ্বারের কাছে গিয়ে একটু গা ঢাকা হয়ে দাঁড়ালেম। শুন্‌লেম, বৌ-ঠাকরুণ বোল্‌-ছেন, "বাবুর কত স্নেহ দেখ্‌লি? কদিন ব্যামো হয়েছে বোলে আর কাছ্ ছাড়া হন নি। কিসে ভাল থাক্‌বো, কেমন কোরে ভাল হবো, এই ভাব্‌নাতে অমন যে মুখ, একেবারে শুকিয়ে কালি হয়ে গেছে! আজ আমি একটু ভাল আছি দেখে, কত হাসিখুসী কোল্লেন, কত আহ্লাদ আমোদ কোল্লেন, দেখ্‌লি ত? ঐ গুণেই ত কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছি!"

দাসী বোল্লে, "আহা! তার আর কথা? ভুলুবাবু ত আর তোমার সুধু তাই নন, বাপের ভাই খুড়া! স্নেহ হবে না, ভাব্‌না হবে না, নাড়ীর টান্ কোথায় যায়?—তা ভুলু বাবু তোমার জন্য যে এতটা কোর্‌বেন, এর আর আশ্চর্য্যি কি?—কিন্তু যা-ই হোক্, তোমাদের ত খুব সুখভোগ হলো; কেবল আমিই নিমিত্তের ভাগী হলেম মাত্র! দেশ

বিদেশে সকলেই বোল্লে, "কুহিনী মাগী একটা ভদ্রলোকের সংসারে আগুন জ্বেলে দিলে!"

এই সকল কথাবার্ত্তা শুনে, আমার গা শিউরে উঠ্‌লো। তখন মনে কোল্লেম, আমার আন্দাজ ত তবে কিছুই মিথ্যা নয়? ইনি নকুলবাবু নন, ভুলুবাবু! চেহারা দেখেই আগে আমার সন্দেহ হয়েছিল, এখন ত বিলক্ষণ শাদা কথা শুন্‌লেম! পাঠক মহাশয় স্মরণ করুন্, যে রাত্রে আমি মেয়েমানুষ সেজে বেরুই,—যে রাত্রে দুজন লোকে আমার মুখে কাপড় বেঁধে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায়,—যে রাত্রে আমারে একটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, "মেয়ে মানুষ নয়" বোলে সকলে কাণাকাণি করে,—যে রাত্রে সেই বাড়ীর চাকরেরা ভুলু বাবুর নাম কোরে খুড়ো ভাইঝির গল্প করে,—যে রাত্রের শেষে সেই বাড়ীর কর্ত্তা আমারে হাজার টাকার নোট দেন, এতদিনের পর সেই রাত্রের গুপ্তকথা আজ প্রকাশ হলো। নকুল বাবুই সেই ভুলুবাবু; আর তাঁর চাঁপাতলার স্ত্রীই সেই ভাইঝি! উঃ! কলিকালের কি প্রাদুর্ভাব! লোকে বলে, "এ যুগে জাতবিচার থাক্‌বে না!" কিন্তু আমি দেখ্‌লেম, রক্তবিচার ও সম্বন্ধবিচার পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়েছে! এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঔষধের শিশিটী ঘরের ভিতর দিয়ে বাইরে চোলে এলেম। নকুল বাবু, ওরফে ভুলুবাবু বাড়ী এলেন; একত্রে আহার কোরে শয়ন কোল্লেম। দারুণ পাপাচার ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভাল রকমে নিদ্রা হলো না। শেষ রাত্রে একটু ঘুম হলো, কিন্তু তখুনি তোপের শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হলো।

দরজা খুলে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ালেম। দুই একজন মেয়ে পুরুষ যাত্রী গঙ্গাস্নান কোরে ফিরেছেন,—ময়লা-ফেলা গাড়ীরা সার গেঁথে রাস্তা যোড়া কোরে চোলেছে,—"চাই ঘি!—ভাল পাকা আঁব্!" ফিরিওয়ালা ডাক্‌চে,—ফুর্‌ফুরে হাওয়া উঠে রকমারি গন্ধ বহন কোচ্চে,—আকাশে অল্প অল্প মেঘ ছিল, সেই মেঘের ভিতর থেকে পূর্ব্ব-গগনে রক্তবর্ণ রবির অর্দ্ধাংশ ছবি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উঁকি মাচ্চে। বোধ হোচ্চে যেন, নীলগিরি পর্ব্বতের কটিদেশে সোণার মেখলা শোভা পাচ্চে। ক্রমে ক্রমে পূর্ণ সূর্য্য প্রকাশ হলেন। প্রভাতের মেঘ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সূর্য্যোদয়ে বোধ হলো যেন, বাঙ্গালী অন্তঃপুরে একটী নব কুলবধূ, গুরুলোকের লজ্জায় এতক্ষণ মেঘরূপ অবগুণ্ঠনের ভিতর গুমোট্ গরমীতে সারা হোচ্ছিল, এখন ঘোম্‌টা খুলে, হাওয়া খেয়ে হাঁফ্ ছাড়্‌লে। ক্রমে গাছের আগায়, ছাতের আল্‌সের গায়, দেয়ালে দেয়ালে, রৌদ্র চিক্‌মিক্ কোত্তে লাগ্‌লো। বোধ হলো, বাড়ীগুলি যেন হাস্‌চে। ক্রমে ক্রমে রাস্তায় রৌদ্র এলো। ক্রমশই লোকের জনতা বাড়্‌তে লাগ্‌লো। আমার মনে কিছুই ভাল লাগ্‌চে না; ভাব্‌চি,—কেবল সেই কথাই ভাব্‌চি। নকুলবাবু এখন ভুলুবাবু হলেন!—উঃ! আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! ইনি এখানে নাম ভাঁড়িয়ে আছেন!—দিগম্বর ভট্টাচার্য্য নাম ভাঁড়িয়ে নারাণ গাঙ্গুলী হয়েছিল, ইনিও দেখ্‌চি সেই রকম! ব্যবসা ভিন্ন!—কলিকাতা সহরে এই রকম লোকই কি অনেক?

পঞ্চদশ কাণ্ড।

মামার চাতুরী।

এই সকল ভাবছি, এমন সময় দেখি, সেই কালান্তক দীর্ঘাকার মূর্ত্তি হুস্ত দুস্ত হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে আমার সম্মুখে উপস্থিত! পাঠক মহাশয় মনে করুন, এই ব্যক্তি সেই আমার বর্দ্ধমানের মামা!—সম্মুখে এসে দাঁড়ালো; তখন আর আমি পালাতে পাল্লেম না। ভয়ে আমার আপাদমস্তক থর্ থর্ কোরে কাঁপ্তে লাগ্লো। মামা আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! এখানে তুমি?—আমি যে কত খুঁজে খুঁজে তোমার দেখা পেলেম, তা আর বোল্তে পারি না। অম্বিকার বড় ব্যামো! আহা! তারে বুঝি এ যাত্রা আর বাঁচাতে পাল্লেম না! ভারি শক্কট! কখন যায়! সেই রোগের যন্ত্রণার উপর, তোমার জন্যে আবার কেঁদে কেঁদে সারা হোচ্চে! দিন রাত্র কেবল 'হরিদাস হরিদাস' কোরে ছট্‌ফট্ কোচ্চে! আমি তারে ডাক্তার দেখাবার জন্যে কোল্‌কেতায় এনেছি, এই নিকটেই বাড়ী ভাড়া কোরে রেখেছি, একটীবার চলো, তোমাকে দেখ্‌লেও তার প্রাণ অনেক ঠাণ্ডা হবে! আহা! এ যাত্রা বুঝি আর সে রক্ষা পেলে না!" এই কথা বোলে, ভেউ ভেউ কোরে কাঁদতে লাগ্লো! তার কান্না দেখে আমার চক্ষেও দর্ দর্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্লো। লোকটার প্রতি যদিও আমার দারুণ অবিশ্বাস ছিল, কিন্তু তখন আর সে সব কথা মনে কল্লেম না।—অম্বিকার ব্যামো;—আমার প্রাণদায়িনী ভগিনী অম্বিকা আর বাঁচে না! এই কথা শুনে তারে দেখবার জন্যে মন অত্যন্ত আকুল হলো। সুতরাং আর বিরুক্তি না কোরে তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম; ভুলুবাবুর সঙ্গে আর দেখা হলো না। বৌবাজার ছাড়িয়ে খানিক দূর দক্ষিণে একটী বাড়ীর ভিতর মামা আমারে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়েই ধাক্কা মেরে একটা ঘরে পুরে দরজা বন্ধ কোরে দিলে! কোথায় বা অম্বিকা, আর কোথায়ই বা ব্যামো! সকলি ফাঁকি!—দুরাত্মা ভারি মায়াবী! আমি এরে বিশ্বাস কোরে আপনার মৃত্যু আপনিই ডেকে আন্‌লেম! ভাব্‌লেম, এবার আর নিস্তার নাই,—এইবারেই প্রাণ গেল,—বুদ্ধির দোষেই প্রাণ খোয়ালেম!

সাতদিন সাতরাত সেই ঘরে, সেই অবস্থায়, আমারে কয়েদ রাখ্‌লে। যথাকালে চার্‌খানি কোরে পোড়া রুটী, সেই সঙ্গে একটু গুড়, আর একটু জল দিয়ে যায়; তাই খেয়েই প্রাণধারণ করি। সেখানে যে কত রকম দুশ্চিন্তা আমার শঙ্কিত অন্তঃকরণকে আকুলিত করে, পাঠক মহাশয় অনুভবেই তা আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এই ভাবে রেখেই আমারে খুন কোর্‌বে, এইটাই তখন মনে মনে স্থির নিশ্চয় হলো। হা অম্বিকে! তুমি আমার জন্য ব্যাকুলিনী; এই কথা শুনে আমি তোমারে দেখ্‌তে এসেছি। এখন জান্‌লেম, তুমি এখানে নাই; প্রতারক প্রতারণা কোরেই আমারে এখানে এনেছে। তুমি যদি এখানে থাক্‌তে, তা হলে অবশ্যই আমারে

বাঁচাতে। একবার এম্নি বিপদ থেকে তুমিই আমারে উদ্ধার কোরেছিলে,—তোমার অনুগ্রহেই সে যাত্রা আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল;—সেই প্রাণ এখন যায়!—তুমি নাই,—এখানে তুমি নাই, কে আর রক্ষা কোর্‌বে?—কে আর তেমন কোরে এই বিপদের সময় কাছে এসে সেই মধুর স্বরে, তেমনি কোরে সৎপরামর্শ দেবে? হা অম্বিকে!—হা ভগিনি! হা প্রাণদায়িনি! কোথায় তুমি? অম্বিকা এইখানে আছে, এই কথা বোলে দুষ্ট আমারে ভুলিয়ে এনেছে। তা না হলে কি আমি এ নরাধমের সঙ্গে এমন কোরে একাকী আসি? যা হোক্, এখন পালাবার উপায় কি?—এ রকমে আর দুই একদিন থাক্‌তে হলেই প্রাণ বিয়োগ হবে।—যদি একান্ত মেরেই ফেলে, তা হলেও যাবে, আর অনুগ্রহ কোরে যদি না-ই মারে, তথাপি কারাগারে অনাহারেও আর প্রাণে বাঁচ্‌বো না! এখন উপায় কি? ভাব্‌লেম, এক কর্ম্ম করি; যে দাসীটা রোজ সন্ধ্যাকালে খাবার দিয়ে যায়, আজ যখন সে আস্‌বে, তখন তার মুখে চোকে কাপড় বেঁধে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে, চোঁচা-দৌড়ে পালিয়ে যাবো! এই যুক্তিই ভাল;—আজ তাই কোরেই পালাবো! তার পর অদৃষ্টে যা থাকে, তা-ই হবে!

এইরূপ ভেবে আমি দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। মনে কোল্লেম, এলেই ঝাঁপিয়ে তার ঘাড়ের উপর পোড়্‌বো। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে। এমন সময় সেই দাসী এসে চুপি চুপি আমারে বোল্লে, "হরিদাস! কোনো ভয় নাই; আজ রাত্রেই আমি তোমারে খালাস্ কোরে দেবো! এখন এক কর্ম্ম করো; এক বাটী চিনির পানা এনেছি, এই টুকু খাও! খেয়ে, একটু ঠাণ্ডা হও; তার পর তোমার খাবার জিনিষ এনে, খাইয়ে, উদ্ধার কর্‌বার উপায় কোর্‌বো।"

শুনে আমার কতক ভর্‌সা হলো,—পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ কোল্লেম। দাসীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বাড়ীতে সর্ব্বদা লোকজন ঘুর্‌চে, আমার দরজার ধারে সর্ব্বদাই মামা এসে খবর্‌দারি কোচ্চেন, এ অবস্থায় কেমন কোরে তুমি আমারে মুক্ত কোর্‌বে?"

সে বোল্লে, "চুপ্ করো, সে দায় আমার! অধিক রাত্রে কেউ কোথাও পাহারায় থাকে না; সেই সময় সদর-দরজার চাবী খুলে আমিই তোমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবো!"

এই কথা শুনে আমি তার হাত থেকে চিনির পানার বাটিটী নিলেম। পিপাসায় কণ্ঠ তালু পরিশুষ্ক হয়েছিল, এক চুমুকে সেই টুকু পান কোল্লেম। দাসী চোলে গেল। প্রায় আধ্‌ঘণ্টা পরে আমার চক্ষু বুজে বুজে আস্‌তে লাগ্‌লো। জিব জোড়িয়ে এসে, যেন পেটের ভিতর টান্‌তে লাগ্‌লো! ক্রমেই পিপাসা,—দারুণ পিপাসা! মনে মনে ভাব্‌লেম, কেন এমন হয়?—সাতদিন ভাল কোরে কিছুই খেতে পাইনি;—ঠাণ্ডা জিনিষমাত্রই স্পর্শ কোত্তে পাইনি; সেইজন্যেই কি চিনির পানা খেয়ে পৃথিবীর ঘুম চোকে আস্‌চে?—না, তা-ই বা আমি কেমন কোরে বলি?—অসুখ হোচ্চে!—ঘুমের সময় ত কখনো এমন তরো অসুখ হয় না?—খানিক পরে যে কি হলো, তা আর কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না;—অচেতন হলেম।

ষোড়শ কাণ্ড।

এ আবার কি ? ঝড়।

কতক্ষণ যে এই অবস্থায় থাক্‌লেম, তা আমি বোল্‌তে পারি না। যখন অল্প অল্প চৈতন্য হয়েছে, তখন বোধ হলো, যেন দুজন লোক, আমারে ধরাধরি কোরে, একটা কিসের উপর তুল্লে।—আধারটা হেল্‌তে দুল্‌তে আমারে নিয়ে চোল্লো। অল্প অল্প শুন্‌তে পাচ্চি, গড়্ গড়্ কোরে শব্দ হোচ্চে, গা নেচে নেচে উঠ্‌চে, লোকচলার আওয়াজ পাচ্চি, মাঝে মাঝে আলো দেখ্‌চি উঠ্‌তে চেষ্টা কোচ্চি, কিন্তু পাচ্চি না।—মাথা ভার, হাত পা অবশ, উঠ্‌তে পাচ্চি না। সেই সময় বোধ হলো, কে যেন আমার মুখ চিরে কি একটা তরল জিনিষ গলায় ঢেলে দিলে;—আমি আবার অচেতন হয়ে পোড়্‌লেম। কতক্ষণ যে সে ভাব থাক্‌লো, বোল্‌তে পারি না। যখন চৈতন্য হলো, তখন দেখ্‌লেম, আমি নৌকায়!—কেমন কোরে নৌকায় এলেম, কিছুই জানি না; উঠে বোস্‌লেম। কিন্তু শরীর অতিশয় অপটু মস্তিষ্কও নিতান্ত ক্ষীণ।—আট্‌জন দাঁড়ী খুব জোরে ঝাঁকি মেরে দাঁড় টেনে চোলেছে, নৌকাখানি যেন নক্ষত্র বেগে জল কেটে কেটে ছুটেছে। একজন অচেনা মানুষ আমার কাছে বোসে ছিল, সে আমার চেতন হওয়া দেখে, ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি গো! ঘুম ভাঙ্‌লো?—কাল রাত্রে অত বেএক্তার হয়েছিলে কেন?—অত কোরে কি খেতে হয়?—ভদ্রসন্তান, অমন করাটা কি উচিত?—ব্রাহ্মণের ছেলে, লোকে শুন্‌লে বোল্‌বে কি?"

আমি ত শুনেই অবাক্!—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি ও কি বোল্‌চো?—ও কথার অর্থ কি?—আমারে গঞ্জনা দিচ্চো কেন?—আমি কোরেছি কি?"

সে উত্তর কোল্লে, "কি আর বাকী রেখেছো?—আমি তোমার মামার মুখে সব কথাই শুনেছি! ছি! ছি! ছি! তোমার কি কিছুমাত্র ঘৃণা হয় না?—মামাকে মার?—কাল ত অচেতন অবস্থাতেই তোমারে আমার কাছে এনে দিলেন! দিয়ে বোল্লেন, 'বঁইচিতে ওর বড় ভাই আছে, সেইখানেই ওরে রেখে এসো। কোল্‌কেতায় থাক্‌লে আরো অধিক খারাপ হয়ে যাবে।—কোল্‌কেতার ছেলেরা বাপ্‌কে মানে না, মাকে ধোরে মারে, ইস্কুলের জলখাবার পয়সা দিয়ে মদ খায়, বই কেনা টাকা নিয়ে অপব্যয় করে, হরিদাস তা-ই হবে!' সেইজন্যে তিনি আমারে গুটীকতক টাকা দিয়ে, তোমাকে তোমার দাদার কাছে রেখে আস্‌তে বোলেছেন।"

শুনে তখন আমি বুঝ্‌লেম ব্যাপারখানা কি!—যে আমার সঙ্গে কথা কোচ্ছিল, তারে আগাগোড়া সকল কথা খুলে বোল্লেম।—কাল রাত্রে আমারে কি খাইয়ে অজ্ঞান কোরেছিল, সে কথাও জানালেম।—বৃত্তান্ত শুনে সেই লোক আমার মতন বিস্মিত হলো।—চট্‌কা ভাঙার মতন ভাব দেখিয়ে বোল্লে, "ও হো! তা-ই বটে! গাড়ীতে আমারে বোলেছিল, 'ওর মুখ চিরে এই ওষুধটা খাইয়ে দাও; এতে খুব নেসা ছাড়ে!' এর ভিতর যে এত কথা,

তা আমি কেমন কোরে জানবো? রক্তদন্ত আমারে বোল্লে, 'ছোঁড়া ভারি বওয়াটে, এরে নিয়ে গিয়ে অমুক জায়গায় রেখে এসো।' তাই আমি তোমারে গাড়ী কোরে নৌকাতে তুলে নিয়ে যাচ্চি। যা-ই হোক্, এখন জান্‌লেম, তারি এই বজ্জাতি! আচ্ছা, কিছু জল খাও, তার পর তোমারে কলিকাতাতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।"

আমি বোল্লেম, "না, কলিকাতায় যেতে আমার আর ইচ্ছা নাই, অন্য দেশে চোলে যাবো।"

এই কথা শুনে সে বোল্লে, "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। দুজনে বিদেশে কাজকর্ম্ম কোরে থাক্‌তে পার্‌বো। রাহা-খরচের টাকাও সঙ্গে আছে, তার জন্যে ভাব্‌তে হবে না।" এই কথা বোলে নিকটের গঞ্জ থেকে খাবার সামগ্রী কিনে আন্‌লে; দুজনে পেট ভোরে জল খেলেম। খেয়ে, শরীর জুড়ুলো;— পূর্ব্বের ন্যায় বল পেলেম।—দাঁড়ী মাজীরাও সেই অবসরে স্নানাহার কোল্লে;—তার পর আবার নৌকা খুল্লে দিয়ে সজোরে দাঁড় বাইতে লাগ্‌লো।

বেলা যখন প্রায় চার্‌টে, এমন সময় উত্তর পশ্চিমকোণে একখানা কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠ্‌লো। যখন উঠ্‌লো, তখন যেন অতি সামান্য বোলে বোধ হলো; কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশময় সেই মেঘ ব্যাপ্ত হয়ে হাওয়া তুল্লে। পশ্চিমে-হাওয়া, ক্রমে ক্রমে প্রবল হোতে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঝড়!—নৌকাখানি ঘন ঘন কাঁপ্‌চে, ঘন ঘন হেল্‌চে, আর এক একবার নেচে নেচে উঁচুতে উঠ্‌চে, আবার হেলে হেলে ডুবু ডুবু হোচ্চে। প্রায় আধনৌকা জল উঠেছে।—আসে পাশে ভোঁ ভোঁ বোঁ বোঁ শব্দ হয়ে জল তোলপাড়্ কোচ্চে। দাঁড়ী মাজীরা "কিনারায় ধর্—কিনারায় ধর।" বোলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চেঁচাচ্চে। আকাশ অন্ধকার,— পৃথিবী যেন অন্ধকার!—এত অন্ধকার যে, নদীর জল ভাল রকম দেখা যাচ্চে না। মুষলের ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ঝন্‌ঝনা শব্দে বজ্রধ্বনি হোচ্চে। গঙ্গার মাঝখানে প্রাণের মায়ায় বিসর্জ্জন দিয়ে আমি মৃত্যুর ভয়ানক মূর্ত্তি ধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেম। গঙ্গায় আর একখানিও নৌকা দৃষ্টি হোচ্চে না; কেবল আমাদের নৌকাখানি ডুবু ডুবু হয়ে, প্রবল বায়ুবেগে ভেসে চোলেছে। দাঁড়ী মাজীরা কিনারায় লাগাবার জন্যে প্রাণপণে দাঁড় টান্‌চে, কিন্তু কিছুতেই রাখ্‌তে পাচ্চে না।—তীর পানে চেয়ে দেখি, বড় বড় গাছেরা প্রচণ্ড বায়ুবেগে মাথা ঘুরিয়ে উল্‌টি পাল্‌টি খাচ্চে,—পাখীরা ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার কোত্তে কোত্তে যেথায় সেথায় উড়ে যাচ্চে,—ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে গাছ পোড়্‌চে। দেখ্‌লেম, নৌকাখানি ডোবে, আর থাকে না।—ক্রমেই ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি;—নৌকাখানা ডুবে গেল! আমি জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেম! ঝড়ে গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল, কোন মতে হাত পা ঠিক রাখা যাচ্ছিল না; তথাচ অতিকষ্টে, অনেক নাকানি চোবানি খেয়ে, তীরে উঠ্‌লেম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দও থেমেছে! বৃষ্টিও ধোরে গেছে। আমি প্রায় উলঙ্গ হয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে একটী নগরের বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলেম।

সপ্তদশ কাণ্ড।

কাল্‌না।

যেখানে উঠ্‌লেম, সেই নগরটীর নাম কাল্‌না। পশ্চিমদিকে একটু গিয়ে সারি সারি, কখানি আড়ত্‌ দেখ্‌তে পেলেম। একটা ঘরে একজন লোক প্রদীপ জাল্‌ছিল, আমি নিকটে গিয়ে তারে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখানে থাক্‌বার কি স্থান আছে?"

সে উত্তর কোল্লে, "এখানে নয়, লাল্‌জীর বাড়ীতে গেলেই স্থান পাবে।" এই কথা বোলে সে লোক সেখান থেকে সোরে গেল। লাল্‌জী কে? কোথায় তার বাড়ী? কোন্‌দিকে যাবো? এইরূপ ভাব্‌চি এমন সময় সেই লোক আবার সেইখানে এলো। আবার আমি তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোন্‌দিকে যাবো?—তাঁর বাড়ী কতদূর?"

সে বোল্লে, "দূর নয়, একটু পশ্চিমে গেলেই সারি সারি অনেক মন্দির দেখ্‌তে পাবে, সেইখানে গিয়ে রাজার ঠাকুরবাড়ীর নাম কোল্লেই সকলে বোলে দিবে। যে দরজায় দুজন সান্ত্রী পাহারা দিচ্চে, সেই বাড়ীই লাল্‌জীর।"

এই কথা শুনে আমি পশ্চিমমুখে যেতে লাগ্‌লেম। ঘর পোড়ে, গাছ পোড়ে, এক এক জায়গায় রাস্তা দুর্গম হয়েছে। বহুকষ্টে কিছুদূর যেতে যেতেই মন্দির দেখা গেল। বাড়ীর ভিতর শাঁকঘণ্টাদি নানা রকম বাজনা শুনে, আর দ্বারে সিপাই দেখেই ঠাকুরবাড়ী চিন্‌তে পাল্লেম; কাউকে আর জিজ্ঞাসা কোত্তে হলো না। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে যাচ্চি এমন সময় একজন সান্ত্রী আমারে সেই অবস্থায় দেখে, পাগল মনে কোরে, "কঁহাকা বাওরা তফাৎ যাও!" বোলে পাঁচহাত দূরে ঠেলে দিলে।

"ওরে আমি পাগল নই, ওগো আমি পাগল নই, আমি হরিদাস, আমার নাম হরিদাস, ঝড়ে আমার নৌকা ডুবি হয়েছে, ভারি বিপদ্‌, পথ ছেড়ে দে!" সান্ত্রীদের এই সব কথা বোল্‌ছি, সেই সময় একজন মোটাসোটা ব্রাহ্মণ হাতে পৈতে জোড়িয়ে জপ কোত্তে কোত্তে সেইখানে এলেন। এসে, আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "কে তুই? কি গোল কোচ্চিস্‌? আমি তাঁরে বিপদের কথা সব বোল্লেম। তাই শুনে তখন তিনি আমারে সঙ্গে কোরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে, একখানি কাপড় দিলেন। আমি সেইখানি পোরে ভিজে কাপড় ছাড়্‌লেম। ছেড়ে, তাঁর সঙ্গে একটা ঘরে গিয়ে হাত পা ধুয়ে গা মাথা মুছে বোস্‌লেম। তিনি কিছু জলখাবার আনিয়ে দিলেন, আমি জল খেলেম। রাত্রে লাল্‌জীর লুচি ভোগ হয়, অনেক লোক খায়, আমিও লুচি খেলাম। আহারের পর সেই ব্রাহ্মণ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন; আমি কতক কতক অদৃষ্টের কথা তারে জানালেম। শুনে যেন তাঁর আশ্চর্য্য বোধ হলো। বোধ হলো, যেন একটু দয়াও হয়েছে। পরে জান্‌লেম, তিনি ঠাকুরবাড়ীর নায়েব।

একটী নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম।

নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অচেতনে নিদ্রা হলো।—সকাল বেলা উঠে রাস্তায় বেরুলেম।—দেখি, ঝড়ে একেবারে নগরটী ছায়্‌খার কোরেছে। কোথাও খড়, কোথাও পাতা, কোথাও গাছের ডাল ছড়াছড়ি যাচ্চে। এক একটা বড় বড় গাছ, শিকড়শুদ্ধ কাৎ হয়ে পোড়েছে। এক জায়গায় দেখি, [illegible]-গুলো মরা কাক পোড়ে রয়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চকের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। চক্‌টী খুব বড়, অনেক দোকান আছে, কিন্তু তখন অনেকগুলিই বন্ধ।—চক্ ছাড়িয়ে এসেই বাজার।—বাজারটীও বেশ জাঁকালো; কিন্তু ঝড়ে বিশ্রী হয়ে গেছে। বাজার থেকে বেরিয়ে, আড়তের ধার দিয়ে গঙ্গাতীরে এলেম। দেখ্‌লেম, গঙ্গা একেবারে ঠাণ্ডা; একটী ঢেউ পর্য্যন্ত হোচ্ছিল না, স্বচ্ছ-দর্পণের ন্যায় স্থির হয়ে রয়েছেন;—জাহ্নবী যেন নিস্তব্ধ!—কাল বৈকালে যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, আর যে রকম চঞ্চলা দেখেছিলেম, এখনকার ভাব দেখে মনে হলো, এ বুঝি সে গঙ্গা নয়! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেলা প্রায় নয়টা বাজ্‌লো,—ঠাকুরবাড়ীতে ফিরে গেলেম। রাত্রে কিছুই ভাল কোরে দেখা হয় নি; এখন দেখ্‌লেম, এক-শ আটটী শিবের মন্দির সার গাঁথা রয়েছে; পার্শ্বে লাল্‌জীর বাড়ী।—বাড়ীখানি যেমন বড়, তেম্‌নি সুশ্রী।—সকল ঘরগুলিই খিলান করা; কড়ি বরগার সম্পর্কমাত্র নাই। মধ্যস্থলে নবরত্নমন্দিরে লাল্‌জী বিরাজমান। চার্‌ধারে অতিথশালা। শুন্‌লেম, রোজ রোজ অনেক অতিথ হয়। অতিথ সেবার বন্দোবস্তও অতি পরিপাটী।—চারদিক বেড়িয়ে বাড়ীখানি দেখ্‌তে শুন্‌তে বেলা প্রায় এগারটা বাজ্‌লো;—ক্রমে ক্রমে অনেক লোক এসে একত্র হোতে লাগ্‌লো। আমি স্নান কোল্লেম। বেলা যখন দুইপ্রহর, ঠিক সেই সময় লাল্‌জীর ভোগ হলো।—নানা রকম বাদ্যযন্ত্রে আরতির বাজনা বেজে উঠ্‌লো;—ফটকে নহবৎ বাজ্‌লো। ভোগের পর আমরা সকলে আহার কোল্লেম। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আবার আমি বেরুলেম।

অষ্টাদশ কাণ্ড।

দুঃসাহসিক কার্য্য।

বাজারের খানিক তফাতে খানকতক ছোট ছোট ঘর আছে। কোনো বিদেশী লোক যদি বাসা কোরে থাক্‌তে চায়, ভাড়া কোরে থাক্‌তে পারে। ঘরগুলি ফাঁকা নয়, চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আমি সেই-দিক দিয়ে ফিরে আস্‌চি, এমন সময় শুনি, একটী সভয়ে উচ্চ বামাস্বর, যেন "যাই গো!—কি হলো গো!—কে আছো গো!" বোলে রোদন কোচ্চে। কার কি বিপদ হয়েছে মনে কোরে, যেদিক থেকে আওয়াজ আস্‌ছিল, সেইদিকে যেতে লাগ্‌লেম। গিয়ে দেখি, দাউ দাউ কোরে আগুনের হল্‌কা

উঠ্‌চে, ধোঁয়ে ধোঁয়াকার। দৌড়ুলেম,—সবেগে দৌড়ুলেম। যে বাড়ীতে আগুন জ্বোল্‌ছিল, সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম। কেউ কোথাও নাই; কেবল সেই জলন্ত ঘরের ভিতর, একটী স্ত্রীলোক, ঐ রকম আর্ত্তনাদ কোচ্ছিল। সমুখের চালে আগুন লেগেছে, ঘরে প্রবেশ করা, কিম্বা ঘর থেকে বেরুনো, এ উভয় কাজই সঙ্কটযুক্ত। ক্রমেই আগুন প্রবল হোতে লাগ্‌লো, স্ত্রীলোকটীর ব্যাকুলতা ও চীৎকারধ্বনি, সেই সঙ্গে আরো অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলো। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের এপাশ ওপাশ ঘুরে দেখি, পশ্চাদ্ভাগে একটা জানালা আছে। নিকটে একখানা মোটা কাট ছিল, এক ঘায়ে জানালাটা ভেঙে, ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। পরক্ষণেই তাঁরে টেনে নিয়ে, সেই পথ দিয়ে ধাঁ কোরে বেরিয়ে পড়্‌লেম—একেবারে রাস্তায়।—গিয়েই দেখি, একজন ভদ্রলোক সম্মুখে! তিনি হন্ হন্ কোরে চোলে আস্‌চেন, আর দশ বারজন লোক তাঁর সঙ্গে কল্‌সী হাতে কোরে দৌড়ে আস্‌ছে। কে সেই ভদ্র-লোক?—মাণিক বাবু! পাঠক মহাশয় স্মরণ করুন, রামকুমার বাবুর মেজো জামাই মাণিক বাবু।—তিনি আমারে, আর সেই মেয়ে মানুষটীকে দেখে, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! তুমি এখানে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, এই স্ত্রীলোকটীর ঘরে আগুন লেগেছে, ইনি বেরুতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছিলেন; তাই শুনে আমি এঁরে উদ্ধার কোরে আন্‌চি।"

মাণিক বাবু আমার গায়ে হাত দিয়ে আদর কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা! খুব বাহাদুর! এসো,—আমার সঙ্গে এসো!" এই কথা বোলে যে বাড়ীতে আগুন জ্বোলছিল, সেই বাড়ীর অপর মহলে প্রবেশ কোল্লেন; আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলেম, স্ত্রীলোকটীও গেলেন, লোকেরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লো।

ঘর তখনো দাউ দাউ কোরে জ্বোল্‌চে। লোকেরা কল্‌সী কোরে জল নিয়ে আগুন নিবাতে লাগ্‌লো। সকল চাল তখনো ধরেনি; গত দিনের বৃষ্টিতে খড়গুলি ভিজে ছিল, তাইতে এতক্ষণ যুঝেছে, নতুবা কোন্‌কালেই ভস্ম হয়ে যেতো; আমিও হয় ত স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা কোত্তে পাত্তেম না।—অগ্নি নির্ব্বাণ হলো।

ঊনবিংশ কাণ্ড।

সততা ও দানশীলতা।

মাণিকবাবু আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! আজ তুমি এইখানে থাকো; অনেক কথা আছে; একে একে বোল্‌বো। এখানে তুমি আছ কোথা?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "কাল সবে এসেছি, রাজার ঠাকুরবাড়ীতে অতিথ হয়ে আছি।"

তাই শুনে তিনি বোল্লেন, "অতিথ হয়ে থাক্‌বার আর আবশ্যক করে না; তুমি আমার

বাসাতেই থাকো।” পুনঃ পুনঃ জেদ কয়াতে সুতরাং আমি সম্মত হলেম। যখন আগুন লেগেছিল, তখন বেলা প্রায় চারটে, এখন প্রায় সন্ধ্যা। দেখ্‌লেম, স্ত্রীলোকটী মাণিক বাবুর সঙ্গে আমার কথা বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লেন।—আমি তখন একটু অন্তরে ছিলেম, কথাগুলি স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেম না। মনে মনে ভাব্‌লেম, মেয়েমানুষটী কে?—অনেক ভাব্‌লেম, কিছু স্থির কোত্তে পাল্লেম না। শেষে সেই চেহারা মনে হয়ে, হঠাৎ স্মরণ হলো। ইনি প্রথম দিন রামকুমার বাবুর বাঙ্‌লায় মাণিক বাবুর সঙ্গে গিয়েছিলেন, ইনিই সেই রামকুমার বাবুর মেজো মেয়ে, ইনিই মাণিক বাবুর স্ত্রী! কর্ম্মটী ত তবে ভালই হয়েছে?—এঁরে আগুন থেকে উদ্ধার কোরে খুব ভালই ত কোরেছি? ইনি রামকুমার বাবুর কন্যা!—এইরূপ ভাব্‌ছি, এমন সময় মাণিকবাবু আমারে ডাক্‌লেন। ডেকে বোল্লেন, “দেখ হরিদাস! রামকুমার বাবুর খুনের পর তোমাকে দেখে বর্দ্ধমানে যে আমিভাল কোরে কথা কই নি, তার একটী কারণ আছে! আগেই আমি তোমারে আমার সঙ্গে আস্‌তে বোলেছিলেম; তুমি তাতে সম্মত হও নি বোলেই আমার কিছু রাগ হয়েছিল, সেই-জন্যেই ভাল কোরে কথা কই নি!”

এই কথা শুনে আমি বোল্লেম, “মহাশয়! আপনি যে প্রথম দিন আমারে দেখেই চোম্‌কে উঠেছিলেন, তার ভাব কি? আপনি কি আগে আমারে চিন্‌তেন? কে আমি, তা কি আপনি জান্‌তেন? আমার বাপ কে, মা কে, কোন্ দেশেই বা আমার বাড়ী, সে বিষয় কি আপনি জানেন? যদি তা-ই হয়, তবে অনুগ্রহ কোরে সেই কথাগুলি আমারে বলুন,—বোল্‌তেই হবে!—আমার নিশ্চয় বোধ হোচ্চে, সমস্ত তত্বই আপনি অবগত আছেন; আপনারে তা আজ বোল্‌তেই হবে!”

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাণিক বাবু বিস্মিতভাবে বোলে উঠ্‌লেন, “বিলক্ষণ! তা আমি কেমন কোরে জান্‌বো?—তুমি অচেনা!—তখনো অচেনা, এখনো অচেনা, তোমার ঘরের খবর আমি বাপু কেমন কোরে জান্‌বো?—তবে তোমারে দেখে স্নেহ হয়েছিল, তাতেই সঙ্গে কোরে আন্‌তে চেয়েছিলেম।”

এই সব কথোপকথন হোচ্চে, এমন সময় আহারের উদ্যোগ হলো, আমরা একত্রেই আহার কোল্লেম। স্বতন্ত্র ঘরে একটী শয্যা প্রস্তুত ছিল, আমি সেইখানে গিয়ে শয়ন কোল্লেম। অনেকক্ষণ নিদ্রা হলো না, নানা বিষয় তোলাপাড়া কোত্তে কোত্তে রাত্রি দুই প্রহর একটা বাজ্‌লো,—ঘুমুলেম। লালজীর বাড়ীর নহবতের শব্দে ভোরেই আবার নিদ্রা-ভঙ্গ হলো; কিন্তু বিছানা থেকে উঠ্‌লেম না। সকাল হলো, ঘরের কবাট খুলে বাইরে এলেম। মাণিকবাবু তখনো উঠেন নি। আমি হাত মুখ ধুয়ে রাস্তায় বেড়াচ্চি, সেই সময় মাণিক বাবু বাইরে এলেন। আমি নিকটে গিয়ে বিদায় চাইলেম, তিনি বোল্লেন, “তা কি কখনো হয়, আজ থাকো।—আমিও আজ এখানে আছি, কাল আমি বাড়ী যাবো, তুমিও তখন বিদায় হবে।”

আমি মৃদুস্বরে উত্তর কোল্লেম, “আজ্ঞা না, একটু বিশেষ দর্‌কার আছে, আজ যেতেই হবে।”

তিনি খানিক নিস্তব্ধভাবে কিঞ্চিত্তা কোরে বোল্লেন, “আচ্ছা! যদি একান্তই যেতে হয়, তবে আহার কোরে যেও।” এই কথা

বোলে তিনি বাড়ীর ভিতর গেলেন, আমি সে অনুরোধ এড়াতে না পেরে অগত্যা সে বেলা সেইখানে থাক্‌লেম। আহারের পর মাণিক বাবু আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! নিতান্তই কি আজ যাবে?"

আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, একান্তই!"

তিনি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি এখন থাকো কোথা?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "থাক্‌বার নিশ্চিত স্থান কোথাও নাই, তবে এখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে কিছু পথ-খরচ সংগ্রহ কোরে পশ্চিমে যাওয়াই স্থির কোরেছি; সেখানে গিয়ে চাক্‌রি বাক্‌রি কোর্‌বো।"

এই কথা শুনে মাণিকবাবু ঘরের ভিতর গেলেন। ফিরে এসে আমার হাতে কয়েক-খানি নোট, আর নগদ পঞ্চাশটী টাকা দিয়ে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! তুমি আমার পরিবারকে আগুনের মুখ থেকে উদ্ধার কোরে আমার পরম উপকার কোরেছ; তাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। এই টাকাগুলি নাও, এতে তোমার অনেক উপকার হবে। আর দেখ, তুমি ত আমার বাড়ীর ঠিকানা জানো, যখন খরচপত্রের আবশ্যক হবে, আমারে ডাকযোগে চিঠি লিখো, আমি তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দিব।"

আমি টাকাগুলি ফিরিয়ে দিবার উপক্রম কোরে বোল্লেম, "মহাশয়! এ টাকা আপনি রাখুন, আমার প্রয়োজন নাই; আমি কখনো উপকার বিক্রয় করি না!"

মাণিকবাবু একটু হেসে বোল্লেন, "সেজন্যে বোল্‌ছি না! তবে কি না, তুমি বালক, বিদেশে যাবে, সঙ্গে কিছু টাকাও নাই, এইজন্যে দিচ্চি; পথ-খরচ কোর্‌বে। না নিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবো।" এই রকম অনেক জেদ্ করাতে অবশেষে কাজে কাজেই আমারে গ্রহণ কোত্তে হলো। মাণিক বাবুকে নমস্কার কোরে সেখান থেকে বেরুলেম। গঙ্গাতীরে এসে দেখ্‌লেম, নোট কখানিতে পাঁচ-শ টাকা! মাণিকবাবু আমারে পাঁচ-শ টাকা দিয়েছেন; কি অসম্ভব দয়া! আমি তাঁর এমন কি উপকার কোরেছি যে, তিনি আমার প্রতি এতদূর সদয় হলেন!—এরি নাম যথার্থ সততা! যা হোক্, এখন যাই কোথা? পশ্চিমেই যাই। একটা হতভাগা মামা হয়ে ভারি ত্যক্ত আরম্ভ কোরেছে। যেখানে যাই, সেখানেই ধরে। দূর হোক্, নিকটে আর থাক্‌বো না,—এ দেশেই থাক্‌বো না।

বিংশ কাণ্ড।

এখন যাই কোথা?

মাণিকবাবুকে বোলেছি, পশ্চিমে যাবো। কিন্তু শুনেছি, পশ্চিমের পথে বড় কষ্ট, চোর ডাকাতের বড় ভয়, সারা পথেই প্রায় বন জঙ্গল, বাঘ ভালুক অনবরতই ফির্‌চে; অচেনা পথ, একা যাওয়া ভারি সঙ্কট; নৌকাতেও বোম্বেটের ভয় আছে, কিন্তু বড় বেশী নয়।

তবে নৌকাতেই যাই। এই স্থির কোরে একখানা নৌকা ভাড়া কোল্লেম। খানদুই. কাপড়, আর কিছু কিছু খাবার সামগ্রী কিনে নিয়ে নৌকায় উঠ্লেম। দাঁড়ী মাজীরা "বদর বদর" বোলে নৌকা খুলে দিলে।

কয়েকদিন ক্রমাগত নৌকা চোল্তে লাগ্লো! ধারে ধারে যে সকল গ্রাম ও নগর, দেখ্তে পাই, মাজীকে জিজ্ঞাসা করি, সে একে একে সকল জায়গার নাম বোলে দেয়। এক-দিন অপরাহ্নে সম্মুখে বহুদূরে একটা ধোঁয়াকার প্রকাণ্ড পদার্থ দেখ্তে পেলেম। মনে কোল্লেম, মেঘোদয় হোচ্চে। মনে কোরেই আমার ভয় হলো; কাল্নার গঙ্গায়, ঝড়ের কথা মনে পোড়্লো;—সভয়ে চোম্কে উঠ্লেম। নৌকা যতই অগ্রসর হোতে লাগ্লো, ততই, বোধ হলো, কৃষ্ণবর্ণ মেঘে গগন আচ্ছন্ন কোরেছে। একদৃষ্টে চেয়ে বোসে আছি, খানিক পরে বোধ হলো, যেটী দেখ্ছিলেম, সেটী মেঘ নয়, একটা উচ্চ ভূমি, নানা রকম গাছে লতায় ঢাকা। নৌকা দ্রুতবেগে চোলেছে, দেখ্তে দেখ্তে নিকটবর্ত্তী হলো; গাছগুলি তখন স্পষ্টরূপে দেখ্তে পেলেম। কিন্তু সেই উচ্চ ভূমি তখনো অনেক দূরে। প্রায় একক্রোশ যাওয়াতে সেই ভূমি অনেক নিকট হয়ে পোড়্লো। তথাপি সেই কৃষ্ণবর্ণ দৃশ্য, অন্য বর্ণে পরিণত হলো না। পরে মাজীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এটা কোন্ স্থান?" সে উত্তর কোল্লে, "সম্মুখে রাজমহল। ঐ সব রাজমহলের পাহাড় দেখা যাচ্চে।" তখন জান্লেম, সে গুলি পাহাড়। ইচ্ছা ছিল, দেখে আসি; কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল, সুতরাং নৌকা ছেড়ে আর যেতে পাল্লেম না।

রাজমহল ছাড়িয়ে কিছুদিন পরে একটী সুন্দর সহর পাওয়া গেল। মাজীর মুখে শুন্লেম, সহরটীর নাম ভগল্পুর।—আমার খাদ্যসামগ্রীও প্রায় শেষ হয়েছে, বিশেষতঃ সহরটী দেখ্বার জন্যে বড় কৌতূহল হলো; মাজীকে সেইখানে নৌকা লাগালেম। লাগিয়ে, নগরে উঠ্লেম। খাদ্যসামগ্রী সেখানে সব ভালই পাওয়া যায়। উত্তম চাল, উত্তম ঘি, আর খাঁসা আটা কিনে নৌকায় পাঠালেম। সহরটী বেশ জম্কালো, উত্তম কার্-কার্বারের স্থান। এখানে নানা রকম জিনিষপত্রের আমদ্‌ রপ্তানি হয়। এখানকার খেস্ অতি চমৎকার।

একদিন ভগল্পুরে থাক্লেম। তার পরদিন নৌকা ছাড়া হলো। সেখান থেকে যে জায়গায় নঙ্গর করা হলো, সে স্থানের নাম বিল্বা-সুড়ঙ্গ। উঠে দেখ্লেম, খুব বড় গেটের মতন একটা গর্ত্ত; ঘোর অন্ধকার, আর কিছুই নয়। সেখান থেকে জাংরের পাহাড়ে পৌঁছিলেম, সেখানে হাট্ বাজার কিছুই নাই, কেবল একটী পাহাড়মাত্র সার।—দেখ্লে বোধ হয়, পাহাড়টী যেন জলের ভিতর থেকেই উঠেছে। শুন্লেম, জহ্নুমুনি সেইখানেই গঙ্গা পান কোরেছিলেন।

ক্রমে অনেক স্থান পার হয়ে, মুঙ্গের পশ্চাতে রেখে, পাট্নায় নৌকা পৌঁছিল। পাট্না সহরটী অতি সুন্দর। সেখানেও নানা-বিধ দ্রব্যসামগ্রী সুলভমূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইখান থেকে গণ্ডকী নদীর মোহানা দৃষ্টি-গোচর হয়ে থাকে; দুইক্রোশ তফাতে গণ্ডকী।—দানাপুর আরা ইত্যাদি পার হয়ে বাক্সার। তার পর গাজীপুর।—গাজীপুর পার হয়ে পাঁচ ছ-দিন পরে কাশীতে আসা গেল। যখন এলেম, তখন রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হয়ে গেছে। সুতরাং সে রাত্রি গঙ্গাবক্ষে নৌকাতেই

থাকা হলো। পরদিন প্রাতঃকালে উঠে দেখি, গঙ্গার বামদিকে ধনুকাকৃতি কাশীধাম শোভা পাচ্চে। বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্যে, ভাগীরথী এখানে উত্তরবাহিনী। গঙ্গা থেকে দেখা গেল চারটী মন্দিরের চূড়া, অট্টালিকা ভেদ কোরে, উন্নত হয়ে রয়েছে।

একবিংশ কাণ্ড।

৩০৩।

বারাণসী।—কে লিখ্‌লে

নৌকার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমি তীরে উঠ্‌লেম।—তীরে উঠে দেখি, সারি সারি কেবল সান্‌-বাঁধানো ঘাট।—ঘাটের সিঁড়ী অসংখ্য। কোন ঘাটে এক-শ, কোন ঘাটে দেড়-শ, কোন ঘাটে দুই শত সিঁড়ী।—সিঁড়ীর চাতালে, কুলিওয়ালা পাণ্ডারা, বাঁশের ছাতা মাথায় দিয়ে বোসে, "বাবু আইয়ে,—মা-জী-আইয়ে।" বোলে কুলি ও তিলকদানের উমেদারী কোচ্চে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, দণ্ডী, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হয়ে, গঙ্গাস্নান কোত্তে আরম্ভ কোরেছেন। ব্রাহ্মণেরা সুগভীর স্বরে "মাতঃ শৈলসুতে" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ কোরে, গঙ্গার স্তুতি পাঠ কোচ্চেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বগলে গামছা জড়ানো তসোর, আর কেউ কেউ এক এক ফুলের সাজি ও নৈবিদ্দি হাতে কোরে গঙ্গাস্নানে বেরিয়েছেন। উদাসীন ও বৈরাগীরা, "কাশী কি সামান্য পুরী" বোলে ভৈরবী রাগিণীতে আওয়াজ দিচ্চে। এই সকল দেখ্‌তে দেখ্‌তে কমলিনীনায়ক উদিত হলেম, আমিও নগরমুখো হলেম। গলি-পথগুলি অতি সঙ্কীর্ণ; এত সঙ্কীর্ণ যে, একটা ষাঁড় এলে আর চলে যাওয়া ভার! শুনেছিলেম, বারাণসীতে ষাঁড় বিস্তর; প্রত্যক্ষেও তাই দেখ্‌লেম। পরে আমি কষ্টে সৃষ্টে গলিটী পার হয়ে একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পোড়্‌লেম। পড়্‌বামাত্রেই দুদল খোট্টা, দুদিক থেকে এসে আমারে ছেঁকে ধোল্লে। পরে জান্‌লেম, তাদের একদল যাত্রাওয়ালা, আর একদল গঙ্গাপুত্র। যাত্রাওয়ালারা নূতন যাত্রী পেলে, দক্ষিণা নিয়ে, তীর্থ দর্শন করায়; আর গঙ্গাপুত্রেরা আমাদের দেশের অগ্রদানীর মতন তীর্থকর্ম্মের দান প্রতিগ্রহ করে। তারা আমারে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান কোরিয়ে এনে, অগ্রে বিশ্বেশ্বরের বাড়ীতে নিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে অসংখ্য শিব আর অসংখ্য মন্দির দেখ্‌তে পেলেম।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটী অর্দ্ধেক স্বর্ণ ও অর্দ্ধেক প্রস্তরনির্ম্মিত। রাজা রণজিৎ সিং মন্দিরটী সমুদয় স্বর্ণমণ্ডিত কোর্‌বেন বোলে মানস কোরেছিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক হোতে না হোতেই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়; সুতরাং সেই অবস্থাতেই একাল পর্য্যন্ত রহিয়াছে। দ্বারে ঢুণ্ডীগণেশের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি। মন্দিরের ভিতর, লিঙ্গরূপী বিশ্বেশ্বর বিরাজমান। আসল বিশ্বেশ্বর, কালাপাহাড়ের ভয়ে, জ্ঞানবাপীতে ডুবে আছেন।

যাত্রাওয়ালারা প্রথমেই আমারে শনিদেবের পূজা কোরিয়ে, জ্ঞানবাপীর জল খাইয়ে দর্শনী নিলে। সাতবার আমি কুণ্ড প্রদক্ষিণ কোল্লেম। কুণ্ডটী বিল্বদলে আচ্ছন্ন; জল অতি কটু! পাণ্ডাজী যষ্টি দিয়ে বেলপাতা পরিষ্কার কোচ্চেন; আর সিকি আধুলি ও পয়সার তুমোর কোচ্চেন। এই অবসরে বড় বড় ষাঁড়েরা বেলপাতা আর নৈবিদ্দির আলোচাল আশ্-মিটিয়ে খাচ্চে। সহকারী পাণ্ডারা যাত্রী সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত; মন্দির লোকারণ্য! এত লোক যে, সেই দারুণ গর্‌মীতেও পাথরের শিব ঘেমে ঘেমে উঠ্‌ছেন! আমি বিশ্বেশ্বর দর্শন কোল্লেম। মন্দিরের রোয়াকে দণ্ডীর অসম্ভব ভিড়। লাল কাপড় জড়ানো কঞ্চির দণ্ড হাতে লাল রঙের শির্‌পোষ মাথায় দণ্ডীরা চক্ষু মুদ্রিত কোরে সার গেঁথে বোসে আছেন; আর, এক একবার "বোম্ কেদার!—বোম্ বিশ্বেশ্বর!" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্‌ছেন।

বিশ্বেশ্বর দর্শন কোরে অন্নপূর্ণার মন্দিরে গেলেম। সেখানেও দণ্ডী, সন্ন্যাসী, আর যাত্রীলোকের অসম্ভব ভিড়। দেখ্‌লেম, মন্দিরের পাথরের তিন রকম রং। উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ, মধ্যস্থল রক্তবর্ণ, নিম্নদেশ কৃষ্ণবর্ণ। অন্নপূর্ণার আকৃতিখানি রক্তবস্ত্রে ঢাকা; কেবল সোণার মুখখানি সকলে দেখ্‌তে পায়। পাণ্ডাদের পূজা দিলে প্রকৃত মূর্ত্তি দেখা যেতে পারে। আমি একটী টাকা দর্শনী দিলেম, দরজা বন্ধ কোরে আমারে তা দেখালে। কালো পাথুরের প্রতিমা, অতি সুগঠন, অতি শান্তমূর্ত্তি, অতি গম্ভীর, যেন মূর্ত্তিমতী দয়া আর করুণা, জীবন্তরূপে বিরাজমান! বামহস্তে একটী হাঁড়ি, আর দক্ষিণহস্তে একখানি দর্ব্বী (হাতা), সম্মুখে করপুটে পঞ্চানন দণ্ডায়মান। দর্শন কোরে আমার ভক্তির উদয় হলো; সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোল্লেম। আর এক টাকার পূজা দিয়ে, দণ্ডী, সন্ন্যাসী, ও ভিখারীদের কিছু কিছু দান কোল্লেম। তার পর পুরী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দেখি, চারদিকেই লোকের ভিড়! ক্লান্ত হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম; কি করি, কোথায় যাই?

পাণ্ডারা আমারে একটী বাটী ভাড়া কোরে দিলে। বাড়ীখানি দেখ্‌তে বেশ; তেতালা, চক্‌বন্দী, ভিতরে চারিদিকে পাথরের বারাণ্ডা। দোতালার এক টেরের ঘরে আমার বাসা হলো। এক সপ্তাহের অগ্রিম ভাড়া চুকিয়ে দিলেম। সেইখানে কিছু জলযোগ কোরে, বারাণ্ডায় বোসে আছি, এমন সময় দেখি, আমার সেই মামা, ঐ বাড়ীর অপর দিকের তেতালা থেকে নেমে, হন্ হন্ কোরে চোলে গেল। হাতে এক তাড়া কাগজ। আমি তারে দেখ্‌তে পেলেম, কিন্তু বোধ হয়, সে আমারে দেখ্‌তে পেলে না। তা হলে হয় ত আমারে ধোরে নিয়ে যেতো, কি আর কিছু কোত্তো!—হা অদৃষ্ট! যার ভয়ে দেশত্যাগী হয়ে এতদূরে পালিয়ে এলেম, সেই বালাই আবার এখানে? দূর হোক্, এখান থেকেও পালাই! এই ভেবে কাপড় চোপড় নিয়ে নেমে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, সিঁড়ীতে একখানা কাগজ পোড়ে রয়েছে। কুড়িয়ে নিয়ে পোড়ে দেখ্‌লেম, একখানা চিঠি। তাতে এই কথা লেখাছিল:—

"রক্তদন্ত! আজ অবধি তুমি হরিদাসকে আর কিছু বলিও না। যদ্যপি দেখা পাও, বরং যত্ন আদর করিও!"

পত্রখানি পোড়ে আমার সন্দেহ হলো। কে লিখ্‌লে, জান্‌তে পাল্লেম না। কেবল সই

ছিল, সে স্থানটী ছিঁড়ে গেছে। যা-ই হোক্, যে লিখুক, আমার পক্ষে মঙ্গল বটে! এই ভেবে, দু তিনবার ভাল কোরে দেখে, পত্রখানি যত্ন কোরে রাখ্‌লেম; কিন্তু পূর্ব্ব সন্দেহ দূর হলো না। উপর থেকে নীচে এসে চারদিক চাইতে চাইতে রাস্তায় এলেম। এক দৌড়ে গঙ্গাতীরে এসে গঙ্গা পার হয়ে হাঁটা-পথে প্রস্থান কোল্লেম।

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

বিন্ধ্যাচল

দুদিন পরে একটী মেঘমালা নয়নগোচর হলো। যত নিকটবর্ত্তী হই, ততই নূতন নূতন রূপ দেখ্‌তে পাই।—গঙ্গা থেকে রাজমহলের যেরূপ শোভা দেখেছিলেম, এটীও ঠিক সেই রকম দৃশ্য! নিকটে গিয়ে দেখ্‌লেম, বড় বড় পাথরে ঢাকা উঁচু নীচু একটী অপূর্ব্ব পর্ব্বত। এখানকার পাথর অতি উত্তম, এক একখান বিশহাত পঁচিশহাত লম্বা। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, স্থানটীর নাম মৃজ্জাপুর, পর্ব্বতের নাম বিন্ধ্যাচল।

পর্ব্বতের নীচে গঙ্গার একটী শাখা প্রবাহিত হোচ্চে। জল অতি নির্ম্মল, তক্ তক্ কোচ্চে। মধ্যস্থলে ঢালুভাবে দিব্বি একটী পাথরের বাঁধা ঘাট। ধাপগুলি এম্‌নি কৌশলে গাঁথা যে, সমভূমি থেকে দুবাঁশ নীচু হলেও উঁচু নীচু বোলে বোধ হয় না। ঘাটের দুপাশে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর দোকান। গঙ্গার অপর তীরে একটী সুবিস্তীর্ণ মাঠ। পর্ব্বতের দিকে নানা-জাতি বনফুলের গাছ। নানা বর্ণের ফুল ফুটে স্থানটী সৌগন্ধে আমোদিত কোচ্চে। পার্শ্বে একটী ঝরণা।—ঝরণা থেকে ঝর্ঝর শব্দে জল নির্গত হয়ে মধুর ধ্বনি উৎপন্ন কোচ্চে।—স্থানটী অতি রমণীয়। আমি অঞ্জলি পেতে নির্ঝরের জল পরিতোষরূপে পান কোল্লেম। পর্ব্বতে আরোহণ কোত্তে ইচ্ছা হলো, ক্রমে ক্রমে চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেম। পথে একজন শান্তস্বভাব পাণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সে আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে চোল্লো। প্রথমে দেখি, একটী বহুদূরব্যাপী গহ্বরমধ্যে একখানি কালীর প্রতিমা।—স্থানটী ভয়ানক! শুন্‌লেম, আগে আগে ঐখানে নরবলি হতো! সেখান থেকে বেরিয়ে উপরে উঠ্‌লেম। স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল, ক্রমশঃ উঁচু নীচু সিঁড়ী।—স্থানে স্থানে দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁফদাড়ীবিশিষ্ট ভস্মমাখা অনেক সন্ন্যাসী মোহন্ত চোক বুজিয়ে বোসে আছে। ধারে ধারে ছোট ছোট ফুলের গাছ আর বনমালা শোভা পাচ্চে। যতদূর চেয়ে দেখি, ততদূরই পর্ব্বত, ততদূরই ধোঁয়াকার।

এই পর্ব্বতে তিনটী প্রধান দেবীমূর্ত্তি আছে।—বিন্ধ্যবাসিনী, যোগমায়া, আর ভোগমায়া।—এই তিনটী দেবীর মন্দির অনেক দূরে দূরে বটে, কিন্তু ঠিক তিন কোণে সংস্থাপিত। এইজন্যে লোকে ঐ স্থানটীকে "ত্রিকোণমণ্ডল" বলে। যোগমায়ার মূর্ত্তি

দেখ্‌লেই ভয় হয়! প্রকাণ্ড মুখ, হাঁ করা; নাক নাই, চক্ষু নাই; কেবল বড় বড় ছুইটী সুগভীর গর্ত্ত আছে মাত্র!—ঠিক্ যেন একটা মরা মানুষের সিঁদূর মাখানো মাথা! এই তিনটী ছাড়া, স্থানে স্থানে আরো অনেক দেব-দেবী আছেন। কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরটী ভিন্ন সকলগুলিই গহ্বরের ভিতর।

পর্ব্বতের পার্শ্বে তিন চার্‌হাজার ঘর বিন্ধ্য-বাসিনীর পূজারী ও পাণ্ডা আছেন। তা ছাড়া, দেবদেবীর মন্দিরের কাছেই দু চারঘর পাণ্ডা থাকে।—ভোগমায়ার পাণ্ডারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর! অনেকেই মাতাল ও দুশ্চরিত্র। যোগমায়ার পাণ্ডারা অতি ভদ্র। তাঁরা স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার নিয়ে বাস কোচ্চেন। তাঁদের সরল ভাব দেখে যথার্থ ভক্তিরসের উদয় হলো। শুন্‌লেম, পূর্ব্বে এখানে অনেক মুনিঋষির আশ্রম ছিল, এখনোও দূরে দূরে দু একটী দেখ্‌তে পাওয়া যায়।—পর্ব্বতের দৃশ্য অতি মনোহর। আরো একটু এগিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সূর্য্যদেব জগতের দীপ্তি হরণ কোরে, অন্ধকারকে প্রতিনিধি রেখে, স্বস্থানে যাবার উপক্রম করাতে সে ইচ্ছা সফল হলো না। শুন্‌লেম, সন্ধ্যার পর নানা প্রকার হিংস্রকজন্তু বেরিয়ে, অচলশিখরকে চলাচল শূন্য করে। সে সময় এই মনোহর দৃশ্যের সঙ্গে ভয়ঙ্কর দৃশ্যের যোগ হয়,—মানুষকে এককালে গতিহীন কোরে ফেলে। এই কথা শুনে আমি নীচে আস্‌তে আরম্ভ কোল্লেম। চতুর্দ্দিকে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ দেখা যেতে লাগ্‌লো, তার আর সংখ্যা হয় না। এমন সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলের আড়ালে একবারেই গুপ্ত হলেন।—গিরিশিখর যেন স্বর্ণমণ্ডিত বোলে বোধ হোতে লাগ্‌লো! সে-ই এক অপূর্ব্ব শোভা! আমি নীচে নেমে এলেম। একজন পাণ্ডার বাড়ীতে সে রাত্রি অতিবাহিত কোরে, পরদিন সেখান থেকে বেরুলেম। পথে যেতে যেতে কত স্থান, কত রমণীয় বস্তু যে দর্শন কোল্লেম, তা আর একমুখে বলা যায় না!—বিশেষতঃ সে সকল ব্যাখ্যা কোরে বোল্‌তে গেলে অনেক সময়ই অতিবাহিত হবে,—পাঠক মহাশয়েরও কিছু-মাত্র রুচিকর হবে না। তথাপি সংক্ষেপে এইটীমাত্র বলি, স্থানগুলি অতি মনোহর।—স্বভাবের শোভা দেখে নয়নের যথার্থ তৃপ্তিলাভ হয়।

ত্রয়োবিংশ কাণ্ড।

এলাহাবাদ

তিনদিন পরে একটী সহরে পৌছিলেম। সম্মুখেই তৃণসঙ্কুলিত বড় বড় মাঠ,—স্থানে স্থানে অট্টালিকা আর দেবালয়। দেবালয়গুলি আমাদের দেশের মন্দিরের মতন নয়;—চারি-দিকে খিলান করা স্তম্ভ, তাতে পাথরের জাল দেওয়া;—এক প্রকার রাসমঞ্চ বোল্লেও বলা যায়। অট্টালিকা আর মন্দির, সকলি পাথরের। এখানকার ভাস্করি কারিগরি অতি আশ্চর্য্য। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, স্থানটীর নাম এলাহাবাদ। ভাল কোরে দর্শন করবার

কৌতুক হলো, ক্রমাগত চোল্‌তে লাগ্‌লেম। আধ্‌ক্রোশ দূরে যমুনা।—দুইক্রোশ দূরে প্রয়াগ-তীর্থ,—গঙ্গা যমুনার সঙ্গম।—গঙ্গাজল শ্বেতবর্ণ, যমুনা নীল।—এই একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য! গঙ্গার জোয়ার ভাটা নাই, কিন্তু শুন্‌লেম, এক এক সময় এত বেগ বাড়ে যে কার সাধ্য এক হাঁটু জলে দাঁড়ায়;—জলও বাড়ে। যমুনা সর্ব্বদাই স্থির, কখনোই হ্রাসবৃদ্ধি নাই।

যমুনাতীরে কেল্লা। কেল্লাটী অতি সুদৃঢ় ও অতি সুদৃশ্য। নিকটে একটা মহাবীরের রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি শায়িতভাবে অবস্থিত আছে। তার উভয়স্কন্ধে রাম লক্ষণ, এবং দুই হাতে দুই পর্ব্বত।—কেল্লার ভিতর সমভূমির নীচে অক্ষয়-বট। একটা গহ্বরের ভিতর দিয়ে অক্ষয়-বট দেখ্‌তে যেতে হয়। গহ্বরটী ক্রমিক নীচু নয়, একটু গভীরভাবে সুড়ঙ্গের মতন লম্বে লম্বে গিয়েছে। গহ্বর এত অন্ধকার যে, দিনের বেলা প্রদীপ না জ্বাল্‌লে আপনাকে আপনি দেখা যায় না।

সঙ্গমের দুইক্রোশ দূরে অনন্তদেবের সহস্র ফণাযুক্ত পাথরের একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে; সেটী অতি চমৎকার দেখ্‌তে।—নিকটে অলোপীদেবীর মন্দির ও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। ভরদ্বাজাশ্রমটী দেখে, আমার হৃদয়ে সত্যযুগের রমণীয় ভাব সমুদ্গত হলো।—দূরে দূরে অনেক-গুলি বড় বড় বাগান। সেখানে সাধুপুরুষেরা বাস করেন।

এই সকল দেখ্‌তে দেখ্‌তে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পোড়্‌লেম। বেলা তখন দুইপ্রহর বাজে বাজে হয়েছে। যমুনার একটী নির্জ্জন ঘাটে স্নান কোরে কিছু জল খেলেম; শরীর কতক ঠাণ্ডা হলো। তার পর কতকদূর গিয়ে সারি সারি কয়েকখানা বাড়ী দেখ্‌তে পেলেম। একটা বাড়ীর দরজায় একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল; নিকটে গিয়ে তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখানে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়?" সে উত্তর কোল্লে, "এই বাড়ীই ভাড়াটে। যদি ইচ্ছা করো, এইখানেই থাক্‌তে পারো।" আমি তাই শুনে তার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম; সে আমারে উপরের একটা ঘরে নিয়ে গেল। দেখ্‌লেম, সেই ঘরে আর একজন ব্রাহ্মণ বোসে আছে। তাদের চেহারায় আর কথাবার্ত্তায়, বোধ হলো যেন বাঙালী।—তারা আমার আহার হয় নি শুনে, ব্যস্ত হয়ে রন্ধনের উদ্যোগ কোত্তে লাগ্‌লো। ব্রাহ্মণ রন্ধন কোল্লে, আমি আহার কোল্লেম। পরে জান্‌লেম, যে লোক দরজায় দাঁড়িয়েছিল, সে চাকর; আর দ্বিতীয় ব্যক্তি রসুয়ে ব্রাহ্মণ। তাদের সততা ও সৌজন্যতা দেখে, আমি বড় আপ্যায়িত হলেম।

আহারান্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ বাড়ীতে কে থাকেন?"

ব্রাহ্মণ উত্তর কোল্লে, "একজন কাশ্মীরী মহাজন সম্প্রতি ভাড়া কোরে আছেন; তিনি অতি দয়ালু, পরম ধার্ম্মিক, অনেক টাকার কার্‌-কারবার তাঁর। বিদেশী পথিক এলে, যত্ন কোরে আশ্রয় দেন, অকাতরে অন্নদান কোরে থাকেন।"

শুনে, মনে মনে ভাব্‌লেম, হলো ভাল; আশ্রয়ও পেলেম, আর মহাজনের সঙ্গে মিশ্‌তে পাল্লে কার্‌বারেরও সুবিধা হবে। সুতরাং সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তিনি গেছেন কোথায়?"

ব্রাহ্মণ বোল্লে, "সহরে বেরিয়েছেন, চার্‌টের পর আস্‌বেন।"

চতুর্ব্বিংশ কাণ্ড।

রূপলাল তেওয়ারি।

বেলা তিন্টে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে, তাঁহার প্রতীক্ষা কোচ্ছি, চার্টে বেজে গেল;—তখনো এলেন না।—আধ্ঘণ্টা পরে দেখি, গড়্ গড়্ কোরে একখানা গাড়ী এসে দরজার সাম্নে লাগ্লো; একটী সুপুরুষ একতাড়া কাগজ হাতে কোরে গাড়ী থেকে নাম্লেন! নেমেই, একদৃষ্টে আমার মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বাঙ্লা কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি?"

আমি বোল্লেম, "হরিদাস; আজ এই সহরে এসে, এই বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি।"

তিনি এই কথা শুনে যেন সন্তুষ্ট হয়ে বোল্লেন, "বেশ! বেশ! আমার সঙ্গে উপরে এসো!" তিনি আগে আগে চোল্লেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্লেম।—তাঁর মাথায় মহাজনী পীতাম্বরী পাগ্ড়ী, বুকবন্ধ চাপ্কান গায়, ঢিলেদার পায়জামা পরা, মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ গোফ্ দাড়ী, চক্ষে নীলবর্ণের চস্মা, মূর্ত্তিখানি গম্ভীর।

ঘরে এসে তিনি আমার সঙ্গে অনেক রকম কথা কোয়ে কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক কোত্তে গেলেন। অল্প আলাপেই বোধ হলো, মহাজনটী অতি ভদ্র; সকল কথাতেই প্রসন্ন ভাব, হেসে হেসে কথা কন, বাঙ্লা কথা বেশ কইতে পারেন; শুন্লেম, বাঙ্লা লিখ্তেও পারেন, পড়তেও পারেন। তিনি সন্ধ্যা কোরে ফিরে এসে আমারে কিছু জল খেতে দিলেন, তখনোও অনেক রকম গল্প হলো। অবসর বুঝে আমি বোল্লেম, "মহাশয়! কার্বারে আমার বড় ইচ্ছা।"

তিনি তাই শুনে আহ্লাদ কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা! সে ত ভাল কথাই; আর এ স্থানটীও কার্বারের বটে। কিন্তু দেখো বাপু! সাবধান! এ সকল জায়গায় অনেক রকম জোচ্চোর লোক ফিরে বেড়ায়! আমি আর একবার এখানে এসেছিলেম, আমার অনেক টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল! এবার আমি ঠেকে শিখেছি, খুব হুঁসিয়ারিতেই চোলে থাকি!"

আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা, অন্য লোকের সঙ্গে কার্বার কোত্তে যাবো কেন, কে-ই বা আমারে বিশ্বাস কোরে রাখ্বে? আপনার আশ্রয়ে এসেছি, আপনি খুব যত্ন কোরেছেন; দেখ্লেম, আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি, আপনিই অনুগ্রহ কোরে উপায় কোরে দিবেন। কিন্তু টাকা আমার সঙ্গে অধিক নাই, আপাততঃ একটী ছোট খাটো ব্যবসা আরম্ভ কোত্তে হবে।"

তিনি বোল্লেন, "তার জন্যে বিশেষ ভাব্না কি? টাকা আবশ্যক হলে আমিই তোমারে সাহায্য কোর্বো; তুমি আমার সঙ্গে একত্রেই থাক্বে, আমারও সাহায্য হবে, তুমিও দশটাকা পাবে!—তোমার কাছে আপাততঃ কতটাকা আছে?"

আমি সহর্ষে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা, কেবল পাঁচ-শ টাকার নোট আছে মাত্র।"

তিনি একটু নিস্তব্ধ থেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোল্‌কেতার ব্যাঙ্কনোট ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, তা-ই বটে।"

তিনি বোল্লেন, "তবে ত এক রকম ভালই হয়েছে! কোল্‌কেতার ব্যাঙ্কনোট, এখানকার ব্যাঙ্কে বদ্‌লাই কোল্লে, শতকরা পঁচিশটাকা ধরাট্‌ পাওয়া যায়! আমার কাছেও কতকগুলো নোট আছে, কাল এক সঙ্গেই বদ্‌লাই কোরে, যা কিছু লাভ হবে, তোমাকেই তাতে কার্‌বার কোত্তে দিব!" এই কথা বোলে তিনি আর একটা ঘর থেকে একতাড়া কাগজ এনে, আমার হাতে দিলেন। দিয়ে বোল্লেন, "আমি আংরেজী বুঝি না; দেখ দেখি, এতে কত টাকার নোট ?"

আমি তাঁর সম্মুখে তাড়াটী খুলে দেখ্‌লেম, অনেক নোট। একে একে হিসাব কোরে বোল্লেম, "তিন হাজার টাকা।"

তিনি বোল্লেন, "আচ্ছা! ঐ গুলি নিয়ে, কাল দুজনেই একত্রে ব্যাঙ্কে যাওয়া যাবে।" নোটগুলি তিনি রাখ্‌লেন; একখানি নোটের পিঠে দেখ্‌লেম, বাঙ্‌লা অক্ষরে রূপলাল তেওয়ারি নাম লেখা। মহাজনের নাম জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, তিনিই রূপলাল তেওয়ারি। তাঁর আলাপে মনে মনে অনেক সাহস হলো। কার্‌বার কোর্‌বো বলে আহ্লাদের সঙ্গে উৎসাহও বাড়্‌লো। তখন দেওয়ালে ঘড়ির কাঁটা, দশটা পেরিয়েছে; বড় কাঁটাটী, চার্‌ঘর এগিয়েছে। শুন্‌লেম, মহাজন একাহারী, রাত্রে তিনি কিছুই খান না। আমার জন্যে রুটী প্রস্তুত হলো, আহার কোরে মহাজন যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন কোল্লেম। দিবসের শ্রান্তিতে এক ঘুমেই রাত্রি প্রভাত হলো।

বেলা নয়টা।—আমরা উভয়ে স্নানাহার কোল্লেম। গাড়ী প্রস্তুত হলো, মহাজন তাঁর নোটগুলি আমার হাতে দিলেন, দুজনে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। গাড়ী দ্রুতবেগে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ফটকে গিয়ে লাগ্‌লো। আমরা নেমে, একেবারে উপরে উঠ্‌লেম। চারিদিকে লোক থৈ থৈ কোচ্চে, সাহেবেরা আর বাবুরা ঘাড় হেঁট কোরে বোসে লিখ্‌ছেন, আর এক একবার দাঁড়ানো লোকেদের সঙ্গে বকাবকি কোচ্চেন। আমার আশ্রয়দাতা মহাজন, একজন বাবুকে কি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, শুন্‌তে পেলেম না। বাবু আঙুল হেলিয়ে পাশের একটা ঘরের দিকে ইঙ্গিত কোল্লেন। মহাজন ফিরে এসে আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! আগে আগে এইখানে নোট বদ্‌লাই হতো, এখন শুন্‌লেম, ঘর বদল্‌ হয়েছে। নোটগুলি আমাকে দাও, তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি এলেম বোলে!" এই কথা শুনে আমি আমার নোট, আর তার নোট, একত্র কোরে তাঁর হাতে দিয়ে, সেইখানে দাঁড়ালেম; মহাজন অন্য ঘরে প্রবেশ কোল্লেন।

এক কোয়াটর প্রায় অতীত হলো, এলেন না। আধ্‌ ঘণ্টা হয়, তবু এলেন না। ভাব্‌লেম, অনেক লোক অনেক কাজে ব্যস্ত, সেইজন্যেই বুঝি বিলম্ব হোচ্চে। একঘণ্টা হলো, তখনো ফির্‌লেন না। মনে সন্দেহ হলো, আরও খানিক অপেক্ষা কোল্লেম; তথাচ দেখা নাই। সন্দেহ ক্রমে বাড়্‌লো। যে ঘরে তিনি গিয়েছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম,—দেখ্‌তে পেলেম না; অতিশয়

সন্দেহ হলো। কাঁদো কাঁদো মুখে যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করি, "রূপলাল তেওয়ারিকে কি দেখেছ?" কেউ কিছু উত্তর করে না। আমি একটু এগিয়ে গেলেম। গিয়ে দেখি, সেইখানে একটা সিঁড়ি! মনে কোল্লেম, এই সিঁড়ী দিয়ে নেমে যাই;—গিয়ে, ফটকের ধারে বোসি; যেখানেই থাক্, যাবার সময় দেখা হবেই হবে। নেমে গিয়ে দেখি, ফটকে সে গাড়ী নাই! মাথায় হাত দিয়ে সেইখানে বোসে পোড়লেম। দারুণ মনস্তাপে কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক হলো; দর্ দর্ কোরে চোক্ দিয়ে জল পোড়তে লাগ্‌লো। মনে কোল্লেম, এই পথ দিয়েই মহাজন পালিয়েছে; আমারে ঠকালে! গত রাত্রে তত ভদ্রতা দেখিয়ে, অবশেষে এই কাজ কোল্লে! হা অদৃষ্ট! যেখানে যাই, সেইখানেই এই দশা ঘটে?—ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। ভাব্‌লেম, মানুষটা কে? হঠাৎ মনে পোড়্‌লো; সে ব্যক্তি মহাজনও নয়, তার নাম রূপলাল তেওয়ারিও নয়! জোচ্চোর অনেক জায়গায় অনেক রকম আছে বটে, কিন্তু টাকা কড়ির কার্‌বার ত আমি কখনোই আর কারো সঙ্গে করি নি? কলিকাতার নারাণ গাঙ্গুলি এই রকমে একবার আমারে ঠোকিয়েছে মাত্র। চেহারা মনে কোরে স্পষ্টই বোধ হলো, যে ব্যক্তি নারাণ গাঙ্গুলি সেজেছিল, এ-ই সেই ব্যক্তি;—এ-ই সেই বর্দ্ধমানের রামকুমারবাবুর উইলের সাক্ষী, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য! উঃ! দুরাচার কি ভয়ঙ্কর লোক! এখন এই বিদেশে, পথের ভিখারী হয়ে যাই কোথা? একেবারে ফকির হলেম! এই সকল ভাব্‌ছি, আর অজস্র অশ্রুপাত কোচ্চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারটে বেজে গেল;—কেরাণীরা একে একে বাইরে যেতে লাগ্‌লেন,—কেহই আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন না।

পঞ্চবিংশ কাণ্ড

গ্রহ সুপ্রসন্ন

আকাশ পাতাল ভেবে সেইখানে বোসে কাঁদ্‌চি, এমন সময় একজন বাবু এসে থোম্‌কে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি? এখানে বোসে কাঁদ্‌চো কেন?"

আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা, আমার নাম হরিদাস, কাল সবে এই সহরে নূতন এসেছি; সঙ্গে পাঁচ-শ টাকার নোট ছিল, এখানকার একজন মহাজন, রূপলাল তেওয়ারি, আমারে এখানে এনে, সেইগুলি নিয়ে, ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। এখন আমি বিদেশে ফকির হয়ে যাই কোথা?"

তিনি এই কথা শুনে অনেক দুঃখ কোরে বোল্লেন, "জোচ্চোরে নিয়েছে, তার আর চারা কি? আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে এসো, আমার বাড়ীতে থাক্‌বে, আমি তোমার ভালো কোর্‌বো।" এই কথা বোলে হাতে ধোরে আমারে গাড়ীতে তুল্‌লেন; গাড়ী উত্তর মুখে

গড়্ গড়্ কোরে যেতে লাগ্‌লো। পথে যেতে যেতে আমি বোল্লেম, "মহাশয়! রূপলাল তেওয়ারি যে বাড়ীতে থাকে, আমি সে বাড়ীখানা চিনি; যদি অনুমতি করেন, তবে সেই বাড়ীটা একবার দেখে আসি।" বাবু আমার কথায় গাড়ী ফিরাতে হুকুম দিলেন, সেই বাড়ীতে যাওয়া গেল। দেখ্‌লেম, দরজা খোলা; বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, বাড়ী অন্ধকার! সে চাকরও নাই, মহাজনও নাই, জিনিষপত্র কিছুই নাই, সুধু ঘরগুলি খাঁ খাঁ কোচ্চে! দেখে আমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হলো, বহুরূপী দিগম্বর ভট্টাচার্য্যেরই এই কর্ম্ম! ফিরে এসে বাবুকে বোল্লেম, "বাড়ীর সকল লোকই পালিয়েছে!" তিনি বোল্লেন, "জোচ্চোরের মায়াই ঐ রকম!"

বাবুর সঙ্গে গাড়ী কোরে তাঁর বাড়ীতে গেলেম। তিনি আমারে বাইরের ঘরে বোসিয়ে, জলখাবার দিতে বোলে, বাড়ীর ভিতরে গেলেন; দশমিনিট পরেই আবার কাপড় ছেড়ে ফিরে এলেন।

বাবু ফুট্ গৌরবর্ণ, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শরীর।—খুব সুশ্রী, গড়ন মাঝারি, হাড়ে মাসে জড়িত। চক্ষু বড়, নাক ডাগর, বুক কিঞ্চিৎ থালা, দিব্বি গোঁফ্। চুল স্বাভাবিক কোঁকড়ানো, স্বর অতি মিষ্ট। শুন্‌লেম, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে তহবিলদারী কর্ম্ম করেন। নাম পার্ব্বতীনাথ, জেতে বৈদ্য।

তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমি সুবর্ণগ্রাম অবধি বর্দ্ধমানের ঘটনা পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তেই তিনি হৃষ্টমুখে বোলে উঠ্‌লেন, "ওফ্! মাণিক বাবু অতি ভদ্রলোক!—তিনি আমার পরম বন্ধু!—ভগবানের ইচ্ছায় এখন তিনি রাজা হয়েছেন শুনে, বড় সন্তুষ্ট হয়েছি! অনেকদিন সাক্ষাৎ নাই, একবার দেখা কর্‌বার ইচ্ছা হোচ্চে। যা হোক্, তুমি তাঁর শ্বশুরের কাছে ছিলে, ভালই হয়েছে; এখন আর তবে তুমি আমার অচেনা হলে না, আমি তোমারে খুব যত্ন কোরেই রাখ্‌বো। বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে আমাদের বাড়ী, এখানে বাঙ্গালী অতি কম, প্রায়ই দেশের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না; বাঙ্গালী দেখ্‌তে পেলে আমরা বড় সুখী হই।" এই কথা বোলে আরও অনেক রকম গল্প আরম্ভ কোল্লেন; আমার লেখা পড়ার পরিচয়ও জান্‌তে পাল্লেন। বর্দ্ধমানের পর আমি কোথায় গেলেম, কি কোল্লেম, সে সব কথা আর আমারে বোল্‌তে হলো না;—জিজ্ঞাসাও কোল্লেন না। এখন মনে কোচ্চি, সেটী হয়েছিল ভাল।—কেন ভাল বল্‌ছি, পাঠক মহাশয় সময়েই তা জান্‌তে পার্‌বেন।

অন্যান্য গল্প কোত্তে কোত্তে রাত্রি নয়টা বেজে গেল। বাবু আমারে ডেকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর গেলেন, একত্রে আহার হলো। সদর-বাড়ীতে অধিক ঘর ছিল না, সুতরাং বাড়ীর ভিতরের একটী ঘরেই আমারে শয়ন কোত্তে দিলেন। আমি শয়ন কোরে, সেই জোচ্চোরের শঠতা, আর এই বাবুর সততা চিন্তা কোত্তে কোত্তে এক একবার আর একবার প্রফুল্ল হোতে লাগ্‌লেম। এই দুইভাবে থাকৃতে থাকৃতে নিদ্রা হলো, প্রভাতে গাত্রোত্থান কোল্লেম।

ষড়্বিংশ কাণ্ড।

পরিবারের পরিচয়।

বাড়ীতে হরিহর নামে একজন সরকার, বেচু নামে একজন চাকর, চাঁপা নামে একজন চাকরাণী থাকে। সরকারের মুখে শুনলেম, বাবুরা অল্পদিন হলো, সপরিবারে এখানে এসেছেন। তাঁরা পাঁচ ভাই। বড় বাবুর প্রথম সংসার গত হওয়াতে দ্বিতীয় সংসার করেন। যিনি আমারে ব্যাঙ্ক থেকে সঙ্গে কোরে আনেন, তিনিই জ্যেষ্ঠ। মেজো বাবুর মৃত্যু হয়েছে; মেজো বৌটীও একটী মেয়ে রেখে পরলোক যাত্রা কোরেছেন। সেজো বাবু স্বদেশে এক সাহেবের নীল-কুঠিতে দেওয়ানী করেন, তাঁর পরিবার তাঁর সঙ্গেই আছে। ন-বাবু, ছোট বাবু, বড় বৌ, আর ন-বৌ, সকলেই সঙ্গে এসেছেন। ছোট বাবুর বিবাহ হয় নি;—বাড়ীতে বাবুর একটী বিধবা খুড়ী ছিলেন, তিনিও সঙ্গে আছেন; তিনি ছোট খুড়ী। মেজোবাবুর মেয়েটীরও মা বাপ নাই বোলে এঁদের সঙ্গে এসেছে; সেটীও বিধবা। পাঁচ সাতদিন থাকতে থাকতে আমার সঙ্গে জানাশুনা হলো, বোয়েরা দুজনেই আমার সঙ্গে কথা কন, বড় বৌ যথেষ্ট স্নেহ করেন, যথেষ্ট আদর করেন। বাবুর ছোট খুড়ী আমারে দেখ্‌লেই ফিক্ ফিক্ কোরে হাসেন, ন-বৌটী কিছু লজ্জাশীলা!

ন-বাবু দেখ্‌তে বেশ সুন্দর, গড়ন বেঁটে, দোহারা, অল্প অল্প গোঁফ্ উঠেছে, চুলগুলি কিছু পাত্‌লা পাত্‌লা, কটা।—চক্ষু বড় ডাগরও নয়, খুব ছোটও নয়। নাক মোটা, কাণ বড়, হাত দুটী বেশ সুডৌল, পা কিছু মোটা, বয়স আন্দাজ ২১।২২ বৎসর। ক্যাণ্টনমেণ্টে চাকৃরি করেন, নাম ভোলানাথ রায়।

ছোট বাবুটীও কুৎসিত নয়, বয়স ১৩।১৪ বৎসর; স্কুলে পড়েন, নাম উমাপতি।

বড় বোয়ের রং বেশ ফর্‌সা, ঠিক্ দুধে-আল্‌তা; গড়ন মাঝারি, ছিপ্‌ছিপে; কোমর সরু, চুল কালো, সিঁতিতে অল্প অল্প চুল ওঠা। চক্ষু দুটী বেশ ডাগর, কিন্তু তারা বার্ করা; চাউনি ফ্যাল্‌ফেলে। ভুরু দুটী বেশ টানা, নাক দিব্বি বাঁশীর মতন, কিন্তু গাঁট আছে। ঠোঁট্ দুখানি পাত্‌লা পাত্‌লা, হাঁ কিছু ডাগর, গাল বড় ভারি নয়, নারেঙ্গা উঁচু। কপাল পাড়া, কিছু চওড়া। কাণ দুটী ছোট ছোট, ঘাড়্ ঈষৎ লম্বা; হাতের আঙুলগুলি কিছু বড় বড়, গায়ের চেয়ে হাত পায়ের রং কিছু মলিন। বয়স অনুমান ২৮।২৯ বৎসর।

বাবুর ছোট খুড়ী গৌরবর্ণ, যেন হলুদ কেটে পোড়্‌চে। গড়ন মাফিক্-সই, দোহারা; চোক্ দুটী ছোট, চোকের পাতাগুলি বেশ লম্বা লম্বা, চাউনি ঈষৎ বাঁকা; ভুরুর মাঝখানে ফাঁক আছে, চুলগুলি বেশ কালো, কপাল পাড়া, হাত পার গড়ন বেশ ডৌল-সই, আঙুলগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে, চাঁপার কলির মতন মোলাম। কাঁধ্ তোলা, কোমর খুব সরু নয়। ঠোঁট্ দুখানি টুক্‌টুকে, উপরের ঠোঁট্ কিছু উঁচু।

গাল্ পুরন্ত, কিন্তু চোকের কোল্ বসা। কাণ দুটী বড়, দাঁতগুলি বেশ সাজানো, তাতে মিসির রেখা! বোল্‌তে গেলে চেহারাখানি প্রায়ই নিখুঁত; কেবল দুঃখের মধ্যে নাক্‌টী কিছু মোটা, আর চুলগুলি কিছু খাটো। বিধবা বটেন, কিন্তু হাতে দুগাছি বালা, গলায় একছড়া সোণার হার দুহালি কোরে দেওয়া, আর পাড়্‌ওয়ালা ফর্‌সা ফর্‌সা কাপড় পরা আছে! স্বর মধ্যম, স্বাভাবিক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কওয়া অভ্যাস। চলন, চঞ্চল, বয়স অনুমান ২৫।২৬ বৎসর।

ন-বৌ মাটো মাটো গৌরবর্ণ; রোগা গড়ন মাঝারি, চুলগুলি খুব কালো নয়, ছোট ছোট, পাত্‌লা পাত্‌লা।—সিঁতি ফাঁক, কপাল উঁচু নীচু—এব্‌ড়ো। জোড়া ভুরু, কিন্তু তাতে অল্প অল্প চুল। চোক্ দুটী বেশ টানা ঢুল্ ঢুল্ কোচ্চে। চোকের পাতা ফুলো, দাড়ী ছোট, কিছু তোলা। নাক মাটো মাটো, হাঁ ছোট, চাউনি বাঁকা। দাঁতগুলি বেশ সাদা, কিন্তু চেরা চেরা। কোমর মোটা, হাত পার গড়ন বড় ভাল নয়। কাণ দুটী ছোট ছোট, স্বর মৃদু, কথার ভাবে বোধ হয়, মনে মনে ভারি অহঙ্কার আছে। বয়স আন্দাজ ১৭।১৮ বৎসর।

বাবুর ভাইঝির নাম তরঙ্গিণী। শ্যামবর্ণ, দোহারা, বড় বেঁটে নয়; চোক দুটী ডাগর, তারা দুটী উজ্জ্বল, কিন্তু বার্ করা; চাউনি ঘুরোণো। কপাল ঈষৎ উঁচু, ভুরুতে বড় চুল নাই; নাকের আগা কিছু মোটা, হাঁ ছোট, নীচের ঠোঁট উল্টোনো। গাল ফুলো, কোমর মাঝারি, বুক চিতোনো, খোড়্‌মে পা, চুল পাত্‌লা, কিছু কটা। কাণ ছোট, দাঁতগুলি বাঁকা বাঁকা, এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো; হাত পার গড়ন মাঝারি। স্বর মধুর, হাত নেড়ে কথা কওয়া স্বভাব। বয়স প্রায় ১৭।১৮ বৎসর।

সপ্তবিংশ কাণ্ড।

আবার চাক্‌রি।—মাণিক বাবুর চিঠি।

বড় বাবু ব্যাঙ্কে আমার একটী কেরাণিগিরি চাক্‌রি কোরে দিলেন; বেতন পঁচিশটাকা।—এক হপ্তা আমার কাজকর্ম্ম দেখেই তিনি বিলক্ষণ খুসী হলেন। বোলে দিলেন, "মাসে মাসে মাইনে পেলে, ব্যাঙ্কেই জমা কোরে রেখো; কিছু কিছু সুদ পাবে।" তাতেই আমি সম্মত হলেম। দিন দিন আদরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও বাড়্‌তে লাগ্‌লো।

একদিন আমি আর বড় বাবু, আপিস থেকে এসে বাইরের ঘরে বোসে আছি, এমন সময় একজন ডাক-হরকরা একখান চিঠি এনে তাঁর হাতে দিয়ে গেল। তিনি সেইখানি পোড়ে, হাস্যমুখে বোল্লেন, "হরিদাস! মাণিকবাবু চিঠি লিখেছেন; তিনি শীঘ্রই তীর্থদর্শনে এখানে আস্‌বেন! তাঁর আসা হলে কতই আমোদ আহ্লাদ হবে!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই হঠাৎ যেন কি মনে পোড়্‌লো; এই ভাবে, "বোসো হরিদাস, আস্‌চি।" বোলেই

উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই, একখানি চাদর নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন;—চিঠিখানি সেইখানেই পোড়ে রইলো। আমি সেইখানি নিয়ে দেখ্‌লেম, তাতে এইরূপ লেখাছিল:—

"মানকর।"

"২৫এ ভাদ্র, ১২৪৮ সাল।"

"প্রিয় পার্ব্বতী বাবু!"

"বহুদিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ইতিমধ্যে আমি তোমাদিগের বাড়ীতে গিয়াছিলাম; তথায় শুনিলাম, তুমি বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে সপরিবারে এলাহাবাদে গমন করিয়াছ। সুখের বিষয়। আমিও দুই এক দিবসের মধ্যে প্রয়াগ দর্শনার্থ এখান হইতে যাত্রা করিব। তথায় সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা কহিয়া ও শুনিয়া সুখী হইব। আমি এক্ষণে শরীরগতিক ভাল আছি; ভরসা করি, তোমরাও সকলে শারীরিক সচ্ছন্দে আছ। ইতি—"

"বশম্বদ"

"শ্রীমাণিকচাঁদ বোস।"

পত্রখানি পোড়ে আহ্লাদ হলো বটে, কিন্তু মনটা সহসা ঝাঁৎ কোরে উঠ্‌লো! কাশীতে রক্তদন্তের হাত থেকে যে চিঠিখানা সোরে পড়ে, সেই চিঠির অক্ষরও যেন ঠিক এই রকমের। মিলিয়ে দেখ্‌বার জন্যে চিঠিখানি হাতে কোরে সে ঘর থেকে উঠ্‌লেম।

অষ্টবিংশ কাণ্ড

ভয়ানক রহস্য ভেদ!!!

সন্ধ্যা হয়েছে।—বাড়ীর ভিতর গিয়ে আমার শয়নঘরে যাচ্চি, এমন সময় ছোট খুড়ীর ঘরে হাসির শব্দ শুন্‌তে পেলেম শুনেই একটু পাশ্‌-কাটিয়ে থোম্‌কে দাঁড়ালেম। ঘরটীও কিছু নির্জ্জন অংশে ছিল;—বাড়ীর আর কে-উই সেদিক দিয়ে বড় একটা যাওয়া আসা করেন না; কেবল আমার ঘরে যাবার সময়, সেই ঘরের সম্মুখ দিয়ে যেতে হয়। আমার ঘরটী সব টেরে। আমি অন্ধকারে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এই কটী কথা শুন্‌লেম:—

"হ্যাঁ র্যা চাঁপা! তোরে রোজ রোজ একটা কথা বোল্‌বো বোল্‌বো মনে করি, কিন্তু রোজই ভুলে যাই।—বলি, বীরচন্দ্রই ত আমার ঘরে আস্‌তো যেতো; বাবাজীটা সে রাত্রে তবে কি কোত্তে গিয়েছিল? ভাগ্যিস্‌ আমার ঘরে সে কাণ্ড হয় নি, সেজো বোয়ের ঘরে কেউ থাক্‌তো না ঘরটীও খালি পোড়ে থাক্‌তো, তাতেই ত পার্‌ পেয়ে গেছি?—ধর্ম্মই রক্ষে কোরেছেন! যদি আমার ঘরে হতো, তা হলে এতদিন যে কপালে কি ঘোট্‌তো, কিছুই বোল্‌তে পারি না। যদিও আমারে পুলিসে সাক্ষী দিতে হয়েছিল বটে, কিন্তু খালি ঘরে খুন হয়েছে বোলে, কেউ আর আমারে পেড়াপীড়ি কোত্তে পাল্লে না। আমার সঙ্গে লোকের যে রকম ভাব,

তা ত তুই সকলি জানিস্; একটু কিছু গন্ধ পেলেই অম্‌নি সব ধেই ধেই কোরে নেচে ওঠে। তাতে যখন এতবড় কারখানাটা হয়েছিল, অঙ্কুশ পেলে তখন কি আর রক্ষে রাখ্‌তো? তা যা হোক্, বাবাজীটা সে রাত্রে কি কোত্তে গিয়েছিল?”

চাঁপা উত্তর কোল্লে, “সে অনেক কথার কথা। বাবাজী একদিন আমারে বলে, ‘দেখ্ চাঁপা! আমি তোরে পাঁচটী টাকা দিচ্চি, আজ রাত্রে আমারে তুই দর্‌জা খুলে দিস্;—তোদের উপরের ঘরে আমার একটু দর্‌কার আছে!’ আমি তার কথার ভাব বুঝ্‌তে না পেরে ভাব্‌লেম, বুঝি মন্দ মত্‌লবেই দরজা খুলে দিতে বোল্‌চে; এই ভেবে, সেদিন রাগ কোরে, গালাগাল্ দিয়ে তারে তাড়িয়ে দিই। তার পর যে রাত্রে সেই কাণ্ড হয়, সেইদিন সকাল বেলা আবার এসে আমার হাতে ধোরে অনেক বিনয় কোরে বোল্লে, ‘দ্যাখ্ চাঁপা! তুই যা ভেবেছিলি সে সব কিছুই নয়!—মন্দ চেষ্টা আমার কিছুই নাই! আমার কতকগুলি দলিলের কাগজ তোদের সেজো বাবুর কাছে বন্ধক দিয়েছিলেম, শেষে যখন আমি টাকা শোধ কোরে দিই, তখন আর সেগুলি আমারে ফিরে দিলেন না। দুঃখী মানুষ, আর ভালমানুষ বোলে, মেরে ধোরে হাঁকিয়ে দিলেন। সেই অবধি আমি এই রকম ফকির হয়ে, পথে পথে বেড়াচ্চি। এখন আমি কোনো রকমে জান্‌তে পেরেছি, সে সব দলিল তোদের সেজো বোয়ের ঘরেই আছে;—একবার খুঁজে দেখ্‌বো। দোহাই বোল্‌ছি চাঁপা! এ ছাড়া মন্দ ভাব আমার মনে কিছুই নাই! এই সময় সেজো বৌ এখানে নাই, বেশ সুবিধা হয়েছে, যাবো, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আস্‌বো; তিনি এলে আর সুবিধা হবে না; দোহাই তোর!”

“এই কথা বোলে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। দেখে তখন আমার একটু দয়া হলো, তাই তারে সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়েছিলেম। তোমরা যে সেরাত্রে সে ঘরে যাবে, তা আমি কেমন কোরে জান্‌বো? যা হোক্, বাবাজী কিন্তু বড় ভালমানুষ ছিল! আহা! বীরু বাবু কেন তারে খুন কোল্লে? তুমি ধোত্তে পাল্লে না?”

ছোট খুড়ী উত্তর কোল্লেন, “ধর্‌বার কি আর সময় পেলেম? বীরচন্দ্র তখন মদ খাচ্ছিলো; একে সেই অসুর, তাতে আবার মাতাল হয়েছে, বুঝ্‌তেই পাচ্ছিস্,—আমিও আগে জান্‌তে পারি নি যে, বাবাজী সেই ঘরের ভিতর ঢুকেছে;—দেখ্‌তেও পাই নি। হঠাৎ খাটের নীচে খুস্ খুস্ কোরে কি একটা শব্দ হলো। মনে কোল্লেম বুঝি বেড়াল।—আবার শব্দ হোতে লাগ্‌লো। দুবার তিনবার এই রকম হওয়াতে, বীরচন্দ্র তাই শুনে বুঝি ভাব্‌লে, ঘরে কেউ এসেছে; অম্‌নি তড়াক্ কোরে খাট্ থেকে লাফিয়ে পোড়লো। এদিক ওদিক উঁকি মেরে, বাবাজীকে বুঝি দেখ্‌তে পেলে;—পেয়েই প্রকাশ হবার ভয়ে, সেইখানে একখানা রামদা ছিল, নিয়েই এক কোপ্! তখন কি আর ধর্‌বার সময় পেলেম? বাবাজী বোধ হয় আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে, কি পায়ের শব্দ পেয়ে, খাটের নীচে লুকিয়েছিল। বাবাজী দলিল খুঁজ্‌তে গিয়েছিল? আহা! কর্ম্মটা বড় মন্দ হয়েছে! বীরচন্দ্রের আর আর সব ভাল, কেবল ঐ দোষটাই বড়,—ভারি কাট্‌-গোঁয়ার!”

দাসী ঠাট্টার স্বরে বোল্লে, “আহা! তার

আর কথা? দিব্বি ভালো! রূপেও যেমন কামদেব, গুণেও তেমন সরস্বতী! আবার চাউনিটী কেমন চমৎকার! যেমন বোন্-বেড়ালের চোক, কট্‌মট্ কোচ্চে! কিন্তু—"

ছোট খুড়ী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কিন্তু কি র্যা চাঁপা?"

দাসী উত্তর কোল্লে, "কিন্তু উদয়মণি?"

ছোট খুড়ী আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "উদয়মণি কি র্যা?"

দাসী সেই স্বরে পুনরায় উত্তর কোল্লে, "আ-হা-হা! ন্যাকা! কিছুই জানেন না! উদয়-মণি যে আঠারো-বরের ঠাক্‌রুণ? তাঁর বড় দাদাও যে একজন বর?"

ছোট খুড়ী যেন শিউরে উঠে বোল্লেন, "বোলিস্ কি রে?—অ্যাঁ?—এত গুণ তাঁর পেটে?"

এই পর্য্যন্ত শুনেই ঠক্ ঠক্ কোরে আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো! ভাব্‌লেম, এ সব কথার মানে কি? শুন্‌লেম ত এ সব ফরাস্‌ডাঙ্গার কথা! এরা কি তারাই? ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্তে আস্তে আপনার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেম। দাঁড়িয়ে, চাঁপারে ডেকে একটা আলো দিতে বোল্লেম। চাঁপা ছোট খুড়ীর কাণে কাণে ফুস্ ফুস্ কোরে কি বোলে, আমার ঘরে একটা প্রদীপ দিয়ে গেল। আমি ঐ সব কথা চিন্তা কোত্তে কোত্তে কাশীর চিঠি-খানি বার্ কোরে, নূতন চিঠিখানি তার সঙ্গে মিলালেম। দেখ্‌লেম, অক্ষরগুলি ঠিক্ এক রকমের! মনে সন্দেহ বাড়্‌লো। বড়বাবু এতক্ষণ এসেছেন মনে কোরে, তাঁর চিঠি-খানি নিয়ে বাইরে গেলেম।—গিয়ে দেখি, তখন তিনি ফিরেন নি। সরকারের সঙ্গে অন্য অন্য কথা কোচ্চি, এমন সময় তিনি এলেন; রাত্রি তখন প্রায় নয়টা।—বড়বাবু আমারে ডেকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর গেলেন, একত্রে আহার কোরে শয়ন কোল্লেম।

ঊনত্রিংশ কাণ্ড।

চিন্তা;—সকলি বিপরীত।

আজ আমার নিদ্রা হোচ্চে না,—চিত্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।—দুইটী চিন্তা,—দুইটীই প্রবল।—প্রথম চিন্তা,—মাণিক বাবুর চিঠি।—অক্ষর যে রকম দেখ্‌লেম, তাতে ত স্পষ্ট বোধ হলো, তিনিই রক্তদন্তকে আমার কথা লিখ্‌ছেন!—কিন্তু কেন?—তাঁর কথাতেই কি রক্তদন্ত আমারে তত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়া-চ্ছিল?—না, তা-ই বা কেন হবে?—মাণিক বাবুর সঙ্গে ত আমার কোনো শত্রুতা নাই;—কোনো সংস্রবই নাই;—তবে কেন?—আর তা-ই যদি হবে, তা হলে তিনি আমারে কাল্‌না-তে তত আদর কোরে রাখ্‌বেন কেন?—টাকাই বা দিবেন কেন?—আর, 'টাকা আবশ্যক হলে চিঠি লিখো'—এত দয়ার কথাই বা বোল্‌বেন কেন?—তাই ত, তবে এর নিগূঢ় মর্ম্মটী কি?—রক্তদন্ত আমারে কষ্ট

দিচ্চে, এই কথা লোকের মুখে শুনেই কি চিঠি লিখে বারণ কোরেছেন?—তা-ই বোধ হয় হবে! কিন্তু তা হলেই বা চিঠিতে "আজ অবধি * * *" এ সব কথা লেখা থাক্‌বে কেন?—কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্চি না!—যা-ই হোক্, তিনি ত এখানে আস্‌ছেন, একবার জিজ্ঞাসা কোরেই সে সন্দেহ ভঞ্জন কোর্‌বো।

দ্বিতীয় চিন্তা,—ছোট খুড়ী আর চাঁপার ভয়ঙ্কর কথোপকথন! ফরাস্‌ডাঙ্গার যে বাড়ীতে বাবাজী খুন হয়েছে, এরা সব সেই বাড়ীর পরিবার! সেজো বোয়ের ঘরে খুন হয়েছিল, কিন্তু ছোট খুড়ী বোল্লেন, "ঘরটী খালি ছিল, সেজো বৌ ছিলেন না!" আমি মনে কোরেছিলেম, সেজো বৌ এর ভিতর আছেন; কিন্তু তা নয়, তিনি বাড়ীতেই ছিলেন না;—ছোট খুড়ীই সেই ঘরে ছিলেন। শুন্‌লেম ত বড়বাবু বীরচন্দ্রই খুন কোরেছেন,—আমারও মনে তাই নিচ্চে;—কিন্তু সে রাত্রে মেজো বাবুর গায়ে তবে রক্তের দাগ কেন ছিল? বোধ হয়, এর কোনো নিগূঢ় কারণ অবশ্যই আছে! কি আশ্চর্য্য! বাবাজী দলিল খুঁজতে গিয়েছিল,—কু-অভিপ্রায়েও যায় নি, মদও খায় নি; বীরচন্দ্রই তবে মদ খাচ্ছিল?—সকলি আজ নূতন বোলে বোধ হোচ্চে!—উঃ! কত ভ্রম, কত সন্দেহ, আর কত বিশ্বাস যে আজ আমার ভাবান্তর প্রাপ্ত হোচ্চে, পাঠক মহাশয়ই তা আপনি বিবেচনা করুন!—নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাতেই রজনী প্রভাত হলো; একটীবারও চক্ষের পাতা বুজ্‌লো না।

ত্রিংশ কাণ্ড।

ঘৃণিত অভিলাষ!

তিন চার্‌দিন অতীত।—একদিন আমি পাগ্‌ড়ি বেঁধে আপিসে যাচ্চি, এমন সময় ছোট খুড়ী আমার ঘরে এসে একটু হেসে বোল্লেন, "ও দশা! অমন কোরে পাগ্‌ড়ি বেঁধেছ কেন হরিদাস? এসো দেখি আমি বেঁধে দিই?" এই কথা বোলে আমারে বোসিয়ে, আপনি বেঁধে দিতে লাগ্‌লেন। একবার খোলেন, একবার বাঁধেন, একবার জড়ান্, এই রকমে বড়ই বিলম্ব হোতে লাগ্‌লো। আমি বোল্লেম, "খুড়ী-মা! বেলা হয় আর না!" তিনি সে কথায় কাণই দিলেন না; মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে, আমার থুঁতি ধোরে, মুখের কাছে মুখ এনে বোল্লেন, "এই—এখন দিব্বি হয়েছে! (আমি পাশ্‌ কাটিয়ে পশ্চাদিকে হেলে বোস্‌লেম)। আর্‌সিখানি বার কোরে দেখ দেখি, কতখানি রূপ বেরিয়েছে? তুমি কি কোরেছিলে, আর এখন কি হলো? হরিদাস! তুমি দিব্বিটী! আমি তোমারে বড় ভালবাসি; তুমি কারে ভালবাসো হরিদাস?" এই কথা বোলে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার গাল্ টিপ্‌লেন! আমি বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেম। বেরিয়ে যাবার জন্যে

দরজা পর্য্যন্ত এসেছি, এমন সময় ছোট খুড়ী দুই হাত ছোড়িয়ে আমার পথ আগ্‌লালেন! আমি ভয়ে আর লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে বিরক্তভাবে বোল্লেম, "আপনি এ কি কয়েন? ছেড়ে দিন,—পথ ছেড়ে দিন; বেলা হয়!" তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে আবার বোল্লেন, "তা ত কখনোই ছাড়্‌বো না? কারে তুমি ভালবাসো, সে কথাটী আজ আমারে বোল্‌তেই হবে!— আমার মাথা খাও ভাই, বোল্‌তেই হবে!" এই কথা বোলে আবার গাল্ টিপে ধোল্লেন;— হাত ধোল্লেন! তখন আমি বুঝ্‌লেম, গতিক বড় ভাল নয়! রাগ হলো,—ভয়ের সঙ্গে রাগ হলো। জোর কোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বোল্লেম, "আপনি এ সব কি করেন? ও রকম কোল্লে, আমি বড় বাবুকে বোলে, কালই এ বাড়ী থেকে চোলে যাবো।" এই কথা শুনেই তিনি মুখ ভারি কোরে আমার পথ ছেড়ে দিলেন।—দিয়ে, দুটী চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা যা!—আচ্ছা থাক্!—আমি তোরে এতটা ভালবাস্‌তেম, সেই ভালবাসা তুই আমার অগ্রাহ্য কোল্লি? আচ্ছা থাক্!— আজ অবধি আমি তোর জাত্‌-শত্রু হয়ে থাক্‌লেম!" তখন সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না কোরে গোঁ-ভরে আমি আপিসে বেরিয়ে গেলেম। আপিস থেকে এসে, সেই ঘটনা, আর সেই কথা মনে কোরে, অন্তরমধ্যে কিছু ভয়ের উদয় হলো;—খুব সতর্ক হয়ে চোল্‌বো, এইটীই তখন স্থির কোল্লেম। সেই অবধি ছোট খুড়ীর চাল্‌-চলনের প্রতি সদাসর্ব্বদা নজর রাখ্‌তে লাগ্‌লেম। তিনি আমার সঙ্গে কথা কন না, চোকোচোকি হলে মুখ ফিরিয়ে চোলে যান; এই রকমে তিন চার্‌দিন কেটে গেল।

একত্রিংশ কাণ্ড।

ছবি খোঁজা! !!

একদিন রাত্রে আমি গৃহে শয়ন কোরে অতীত বৃত্তান্ত চিন্তা কোচ্চি, রাত্রি প্রায় দুই-প্রহর। এমন সময় শুন্‌লেম, কে যেন ছোট খুড়ীর ঘরের দরজা ঠেলে, "ছোট খুড়ী!— ছোট খুড়ী!" বোলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকচে।— বামা গলার স্বর;—স্বরে বুঝ্‌লেম, বড় বৌ-ঠাক্‌রুণ। অনেকবার ডাক্‌লেন, উত্তর পেলেন না। প্রায় আধঘণ্টা পরে ছোট খুড়ী দরজা খুল্‌লেন। সেই সময় যেন শুনা যেতে লাগ্‌লো। একটী ছোট গলা,— বোধ হলো, ন-বোয়ের। গোল্‌মাল শুনে আমি আস্তে আস্তে দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। বড় বৌ বোল্লেন, "বাবু আজ নরসিংহ বাবুর বাসায় নাচ্ দেখ্‌তে গেছেন, ভোলানাথ বুঝি না বোলে সেইখানেই গেছে; ন-বৌ একলা শুয়েছিল, ঘুম ভেঙে ডোরিয়ে উঠেছে; সঙ্গে কোরে এনেছি!— ভাসুরের বিছানায় শুতে নাই, তাই সঙ্গে কোরে এনেছি! তোমার কাছেই"—এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে হঠাৎ চোম্‌কে উঠে একটু চুপ্ কোরে রইলেন।—ঘরের ভিতর কি একটা শব্দ হোতে লাগ্‌লো। বড় বোয়ের

হাতে আলো ছিল, তিনি দেখ্‌তে পেয়ে বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে ও? ভোলানাথ? তুই এখানে?—আমি বলি তুই নাচ্‌ দেখ্‌তে গেছিস্!—এতরাত্রে তুই এ ঘরে কেন?

ন-বাবু থতমত খেয়ে উত্তর কোল্লেন, "আ—আ—আমি—আমি—এই—আমি এখানে একখানা ছবি রেখেছিলেম, সেইখানা খুঁজ্‌তে এসেছি!"

বড় বৌ-ঠাক্‌রুণ তাই শুনে খিল্‌ খিল্‌ কোরে হেসে উঠে বোল্লেন, "রাত্‌ দুপুরের সময় খুড়ীর ঘরে ছবি? আচ্ছা বোকা পেয়েছিস্ যা হোক্!"

ন-বৌ ঝঙ্কার কোরে বোল্লেন, "রোজ রাত্রেই এই রকম করে দিদি? লজ্জা নাই সরম নাই, আমারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাল্লে। ইচ্ছা করে গলায় দড়ী দিয়ে মরি!"

বড় বৌ আবার বোল্লেন, "ভোলানাথ! তোর আক্কেলটা কি? অপর লোকে এমন কাজ কোল্লে কোথায় তোরা শাসন কোর্বি, তা না হয়ে, আপনার রক্ত আপনারাই খাস? তোর মনে কি ঘৃণা হয় না?—খুড়ী,—মায়ের সমান; তাকে নিয়ে তোর ছবি খোঁজা?—আর, তোমাকেও বলি ছোট খুড়ী! তুমিই বা কেমন মেয়ে বাছা? ভাসুরপো,—সন্তান; তার সঙ্গে তোমার এই ব্যাভার? ছি আর কি! ধিক্‌ জীবন তোমার! দড়ী জোটে না? এই রকম অনেক তিরস্কার কোল্লেন, দুজনের একজনও কিছুমাত্র চুঁ-শব্দ কোত্তে পাল্লে না। বড় বৌ, আর ন-বৌ, অনেক বকাবকি কোল্লেন; কমবেশ একঘণ্টা এই রকম গোলমালে গেল; তার পর সকলে নিস্তব্ধ হলেন। সে রাত্রেও কাজে কাজে আমার নিদ্রা হলো না!

দ্বাত্রিংশ কাণ্ড।

উপস্থিতি ও কথোপকথন।

এই ঘটনার পর প্রায় দুইমাস অতীত হয়ে গেল; কার্ত্তিকমাস প্রায় শেষ হয়। আশ্বিন-মাসটী যে কোথা দিয়ে গিয়েছে, কিছুই তা জান্‌তে পারি নি। এই মাসে আমাদের দেশে কতই উৎসব, কতই আনন্দ!—এই মাসে শারদীয়া মহামায়ার পূজা হয়; এখানে তার নামগন্ধও নাই; সুতরাং আপিসও বন্ধ ছিল না। দেশে আমারে "আমার" বলে, যদিও এমন লোক কেহই নাই; তথাপি কেমন মায়া, দেশের কথা মনে হয়ে মনটা কেমন ব্যাকুল হলো। তখন আমি আপিসে।—কাজকর্ম্ম কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, ঘন ঘন ঘড়ির পানে চেয়ে দেখ্‌ছি। চার্‌টে বেজে গেল, আপিস থেকে বেরুলেম। বড় বাবুর সেদিন একটু বেশী ঝঞ্ঝাট ছিল, সুতরাং আমাদের আর একত্রে আসা হলো না। তিনি আপিসে থাক্‌লেন, আমি বাড়ীতে এলেম। এসেই শুন্‌লেম মাণিকবাবু এসেছেন। শুনে, আহ্লাদে অন্তঃকরণ নৃত্য কোরে উঠ্‌লো। দৌড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি, মাণিকবাবু

একখানি চৌকিতে বোসে সরকারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোচ্চেন। আমি গিয়ে নমস্কার কোরে দাঁড়ালেম। তিনি আমারে দেখেই সবিস্ময়ে বোলে উঠ্লেন, "একি? হরিদাস যে? তুমি এখানে কবে এলে?"

আমি নম্রভাবে বোল্লেম, "আজ্ঞা, গত ভাদ্র মাসে আসা হয়েছে, এই বাড়ীতেই আছি, পার্ব্বতীবাবু যথেষ্ট ভালবাসেন, তিনি এখানকার ব্যাঙ্কে আমার একটী চাকুরি কোরে দিয়েছেন, পঁচিশ টাকা মাইনে হয়েছে।"

শুনে আহ্লাদ কোরে তিনি বোল্লেন, "বটে?—তবে ত ভালই হয়েছে!—পার্ব্বতী বাবু অতি ভদ্রলোক, এখানে থাক্লে তোমার ভালই হবে!—আমি এতে খুব সন্তুষ্ট হলেম!"

এই সব কথা হোচ্চে, এমন সময় বড়বাবু এলেন। এসে, মাণিকবাবুকে দেখে হাস্যমুখে "কতক্ষণ আসা হয়েছে?" জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

মাণিকবাবু আসন থেকে উঠে তাঁর হাত ধোরে বোসিয়ে বোল্লেন, "আজ বেলা দশটার পরেই এসেছি। পথে ভারি কষ্ট হয়েছে;—তোমরা সব আছো ভাল?"

বড়বাবু তাঁর কথার উত্তর দিয়ে অনেক রকম আলাপ কোত্তে লাগ্লেন। আধ্ঘণ্টা আলাপের পর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "শীঘ্র শীঘ্র আস্বার কথা পত্রে লেখাছিল, তবে এত বিলম্ব হলো কেন?"

মাণিকবাবু উত্তর কোল্লেন, "বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে কাজে কাজেই দেরি হয়ে পোড়্লো। আর তুমি শুনে থাক্বে, গত বৈশাখমাসে আমার ছোট খুড়োর কাল হয়েছে, তাঁর বিষয় আশয়ের বন্দোবস্ত কোত্তে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেম; একবার হুগ্লী, একবার বর্দ্ধমান, একবার কাল্না, একবার কৃষ্ণনগর, ছুটোছুটী কোত্তে কোত্তে হায়রাণ হয়েছি।"

বড়বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "শুনেছি, আপনার ছোট খুড়োর সন্তানাদি কিছুই নাই, তাঁর বিষয়গুলি তবে আপনারই পাওয়া হলো?"

তদুত্তরে মাণিকবাবু বোল্লেন, "হাঁ! আমার নামেই উইল কোরে গেছেন বটে।"

বড়বাবু আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বিষয় কত টাকার হবে?"

মাণিকবাবু উত্তর কোল্লেন, "সদর মাল্গুজারি আর সরঞ্জামী বাদে, জমীদারীতে প্রায় ষোল সতেরহাজার টাকা লাভ থাক্তে পারে। তা ছাড়া ষাট্হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ আছে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হোতে হোতে সন্ধ্যা হলো। মাণিকবাবু বিদায় চাইলেন। বড়বাবু বোল্লেন, "সেকি? যাবেন কোথা? বিদেশে আসা হয়েছে, কিছুই জানা শুনা নাই, যাবেন কোথা? এইখানেই থাকুন।"

মাণিকবাবু বোল্লেন, "না না, এখানে আজ থাকা হয় না! পরিবার সঙ্গে আছেন, বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছে, রাত্রে এখানে থাকা হোতে পারে না।"

এই কথা শুনে বড়বাবু আর অধিক জেদ কোল্লেন না,—বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে জল খাওয়ালেন।—রাত্রি যখন আট্টা, তখন তিনি বিদায় হলেন। যাবার সময় আমারে এই কথা বোলে গেলেন, "দেখ হরিদাস! কাল আর আমার এদিকে আসা হোচ্চে না। তুমি একবার সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা কোরো; বিশেষ কথা আছে!" আমি সঙ্গে সঙ্গে সদর-দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে, ঠিকানা জেনে নিয়ে, ফিরে এলেম;—তিনি চোলে গেলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ কাণ্ড।

সাক্ষাৎ,—পত্র দগ্ধ।

পরদিন আমি বড়বাবুর সঙ্গে আপিস থেকে বাড়ী না এসে বরাবর মাণিকবাবুর বাসায় গেলেম। পাঠক মহাশয় স্মরণ করুন, কাশীতে রক্তদন্তের নামের যে চিঠিখানি পাই, আর মাণিকবাবু গত ভাদ্র মাসে পার্ব্বতী বাবুকে যে এক পত্র লেখেন, সেই দুইখানিই আমার কাছে থাকে। দেখা কোত্তে যাবার সময় সেই উভয় পত্রই আমি সঙ্গে কোরে নিয়ে বেরুই। পার্ব্বতীবাবুর পত্রখানি আমার কাছে থাক্‌বার কারণ এই যে, তিনি সেখানির তত্ত্ব করেন নি; আমিও অযাচিত হয়ে তাঁরে তা প্রদান করি নি।

মাণিকবাবু উঠানে দাঁড়িয়ে একজন পাণ্ডার সঙ্গে কথা কোচ্চেন, এমন সময় আমি গিয়ে নমস্কার কোল্লেম। তিনি ঘাড় নেড়ে স্নেহের স্বরে বোল্লেন, "হরিদাস! এসেছ বেশ হয়েছে! চলো, বাড়ীর ভিতর চলো!"

দু চার্‌টী কথার পর পাণ্ডাকে বিদায় কোরে আমারে তিনি বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমারে আদর কোরে কাছে বোসিয়ে অনেক মিষ্টকথা বোল্লেন। "এখানে কেমন আছো, কোনো ক্লেশ হয় না ত, সকলে যত্ন করে ত?" ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোরে বিশেষরূপ স্নেহমমতা জানালেন। নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী নিয়ে এসে তিনি আমারে জল খেতে দিলেন। আমি বিনম্রস্বরে তাঁর সকল কথার উত্তরদান কোল্লেম।

আর বেলা নাই।—শেষাকার্ত্তিক, ছোট বেলা,—দেখ্‌তে দেখ্‌তেই ফুরিয়ে যায়;—সন্ধ্যা হলো।—আমি মাণিকবাবুর সঙ্গে বাইরে এলেম। তিনি আমারে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! কাল্‌নাতে তুমি আমার যে উপকার কোরেছ, তা আমি কখনোই ভুল্‌তে পার্‌বো না! এখন যদি তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও, চলো, নিয়ে যাই; বেশ থাক্‌বে, কোনো কষ্ট হবে না!"

আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা না, সে দেশে আমি আর যাবো না! সেখানে আমার অনেক শত্রু হয়েছে, কে কোন্‌দিন খুন কোর্‌বে,—কি হয় ত অপর কোনো একটা ফ্যাসাৎ বাঁধাবে; সেইজন্যে মনে মনে অতিশয় ভয় হয়! তার সাক্ষীই এই দেখুন, একটা লোক এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আমার পাছু পাছু এসে, কাল্‌নায় আপনি যে টাকাগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি সব ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে!"

এই কথা শুনে তিনি অনেক খেদ কোল্লেন, "আচ্ছা, আবার পাবে!" বোলে আশ্বাস দিলেন। আমি সেই অবসরে রক্তদন্তের চিঠিখানি বার্ কোরে তাঁরে দেখালেম। বোল্লেম, "দেখুন দেখি, এখানি কার্ লেখা?" দেখেই যেন তিনি একটু শিউরে উঠ্‌লেন,—সর্ব্বশরীর যেন তাঁর কেঁপে

উঠ্‌লো; পরক্ষণেই প্রশান্তভাবে বোল্লেন, "কার্ লেখা, আমি তার কি জানি?" বোলেই চিঠিখানি আমার হাত থেকে টেনে নিলেন। আমি তখন পার্ব্বতীবাবুর নামের চিঠিখানি বার্ কোরে দেখালেম্। বোল্লেম্, "দেখুন দেখি, এখানি আর ঐখানির লেখা ঠিক এক রকমের কি না?" এই কথা শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে রক্তদন্তের চিঠিখানি প্রদীপের শীষে জ্বালিয়ে দিলেন। আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে থাক্‌লেম্;—দ্বিরুক্তি কোত্তে সাহস হলো না।

আমার এই ভাব দেখে তিনি গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "অক্ষরে অক্ষরে আবার মিল্ কি?—তা ত হয়েই থাকে!—অনেকের হস্তাক্ষরই ত অনেকের সঙ্গে মিল্ খায়? এতে আর বিচিত্র কথাই বা কি আছে?—সুতরাং কে লিখেছে, তার সন্ধান আমি তোমারে কেমন কোরে বোল্‌বো?"

কথায় কথায় রাত্রি নয়টা বাজ্‌লো।—আমি বিদায় চাইলেম্। মাণিকবাবু বোল্লেন, "না, এখন না; আহার কোরে যাবে।" অনুরোধ ছাড়াতে পাল্লেম না, সেইখানে আহার কোল্লেম। রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় একজন লোক সঙ্গে দিয়ে আমারে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

চতুস্ত্রিংশ কাণ্ড

৮৫৭

বিবিধ রহস্য প্রকাশ

আমি বাড়ীতে গিয়ে আপনার শয়নঘরে যাচ্চি, এমন সময় শুনি, ডান্‌দিকের ঘরে যেন দুজন লোক কথা কোচ্চে। বারাণ্ডা পার হয়ে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, দরজা ভেজোনো, ঘরে আলো জ্বোল্‌চে, কবাটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লেম; দুটী স্ত্রীলোক একখানি কৌচের উপর মুখোমুখী হয়ে বোসে, কত কি গল্প কোচ্চে। হাত নাড়্‌চে, মুখ নাড়্‌চে, চোক্ ঘুরুচ্চে, এক একবার ফুস্ ফুস্ কোরে কথা কোচ্চে, এক একবার একটু ডেকে ডেকে বোল্‌চে। কে এরা?—ন-বৌ আর তরঙ্গিণী।—কি গল্প কোচ্চে?—সব শুন্‌তে পেলেম না। আমার কাণে কেবল এই কটী কথার আওয়াজ গেল্:—

তরঙ্গিণী বোল্‌চে, "ছোট্ ঠান্‌দিদি দেশে বিদেশে সকল জায়গাতেই সমান চলাচলি কোল্লে! ছি! আমরা হলে ত লজ্জায় মোরে যেতেম! দেখ্‌তেও যেমন রকম সকম, ওদিকেও তেম্‌নি ডাকাবুকো!—সব দিকে সমান টন্‌কো! বাপ্! আর তাও বলি, তোমাকেও বাছা ধন্নি দিতে হয়! তুমিই বা কেমন কোরে সোয়ে আছো? স্বোয়ামী অপর কেউ নয়, তারে নিয়ে একজন এই সব কার্‌খানা কোচ্চে, আর তুমি বরদাস্ত কোরে বোসে আছো? ধন্নি সাদ্দি যা হোক! আমরা হলে ত পাত্তেম না!—এই, আমরা বোলেই বোল্‌চি,—আমি ত কখনোই সহ্য কোত্তে পাত্তেম না! সে রাত্রে ত বাছা স্বচক্ষেই দেখ্‌তে পেলে, কি কাণ্ডখানাই না কোল্লে!

ছবি খুঁজ্‌তে এসেছি বোলে, কেমন ঢলান্‌টাই না ঢলালে!”

ন-বৌ এই কথা শুনে একটু চুপ্ কোরে থেকে বোল্লেন, “কি কোর্‌বো বলো, বাছা! কাজেই সোয়ে থাক্‌তে হয়! লোকে কথায় বলে, আকাশে থুথু ফেল্লে, আপনার গায়েই উড়ে এসে লাগে! আমারও এ তাই হয়েছে! এদিকে হলো স্বোয়ামী, ওদিকে হলো শাশুড়ী, কি কোর্‌বো বাছা—কারেই বা কি বলি?—সে যা হোক্, আমি শুনেছি, সুবলবাবুর বাড়ীর বীরচন্দ্র না কি উদয়মণির এক বর?—এ কথা কি সত্তি? ও মা! কি ঘেন্নার কথা! আপনার বোন্——”

কথা শেষ হোতে না হোতে তরঙ্গিণী বোল্লে, “ওটী বাছা কিন্তু মিথ্যা কথা! আমি বেশ জানি, আমার জ্যাঠামশাই-ই উদয়মণির ঘরে আস্‌তেন যেতেন; আর বীরচন্দ্র তোমার খুড়ী-মাকেই খুব ভালবাস্‌তো। তা যা হোক্, তোমার খুড়ীমার রকম সকম দেখে, রাগে আমার গা-টা যেন নিস্‌পিস্ কোচ্চে!”

ন-বৌ একটু মৃদু মৃদু হেসে, ঠাট্টার স্বরে বোল্লেন, “বাছা তরু! তুমি যে রকম রাগ কোচ্চো,—তোমার যে রকম গায়ের জ্বালা দেখ্‌ছি, এতে বোধ হোচ্চে, তোমার ছোট ঠান্‌দিদিই যেন তোমার সতীন হয়েছে;—তোমার স্বোয়ামীই যেন ছোট খুড়ীর গোলাম হয়েছে!—তোমার ন-কাকাই যেন তোমার—কেমন,—নয়?”

তরঙ্গিণী এই কথা শুনে চোক্ মুখ ঘুরিয়ে ফিক্ ফিক্ কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, “নে ভাই, তুই চুপ্ কর্! ন্যাক্‌রা কোরিস্ নি! কাকাকে কি ও সব কথা বোল্‌তে আছে?—ও ভাই তোমার কি রকম তামাসা?—কাকা আর বাবা কি ভিন্ন?—তোমাকে না কি আমি বড় ভালবাসি, তাই জন্যে ও সব কথা বোল্‌ছি, তাই জন্যেই আমার এত রাগ হোচ্চে!—আর দেখ খুড়ী মা! আক্কেলটা শোনো একবার,—আস্পর্দ্ধাটা দেখ, একবার! সেদিন বিকেল বেলাটায়, ন-কাকা উপর থেকে নীচে আস্‌ছেন, প্রায় অর্দ্ধেক সিঁড়ী নেমেছেন, এমন সময় ঠাকুরণটী বারাণ্ডা থেকে তাঁর সুমুখে একখানি কাগজ ফেলে দিলেন! কাকা সেইখানি হাতে কোরে নিয়ে পোড়ে, জামার বোগ্‌লীতে রাখ্‌ছিলেন, কিন্তু ভোরে পোড়ে গেল; জান্‌তে পাল্লেন না। তিনি চোলে গেলে, আমি সেই কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে দেখ্‌লেম, চিঠি। সেখানি আমি তোমারে দেখাবো বোলেই যত্ন কোরে রেখেছি! এই কথা বোলে সেখান থেকে উঠে গিয়ে একটী বাক্স খুলে চিঠিখানি আন্‌লে। এনে, আপ্‌নিই পোড়ে শুনিয়ে দিলে:—

“প্রিয়তম! আমি তোমারে যত ভালবাসি, তুমি তার কিছুই জানো না! আমি শুন্‌তে পাচ্চি, তুমি দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্চো; রাত্‌-বেড়ানো রোগ ধোরেছে! তুমি না কি আমার প্রাণের সঙ্গে গাঁথা, সেইজন্য লোকের মুখে তোমার নিন্দা শুনলে, আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে! যা হোক্, আজ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে একবার দেখা কোরো। না দেখা কোল্লে বড় কষ্ট পাবো! মনে আমার যা যা আছে, আজ তোমারে সব খুলে শোনাবো, প্রাণে আর কিছু বাকী রাখ্‌বো না! আমার এতখানি হয়েছে যে, আজ তোমারে দেখ্‌তে না পেলে, হয় ত এ প্রাণ থাক্‌বে না!”

চিঠি পড়া শেষ হলে পর, তরঙ্গিণী আবার বোল্লে, “সাধে কি রাগ হয়? এতদিন বরং

লুকোচুরি ছিল, এখন সদর হয়ে দাঁড়াচ্চে! চিঠি লেখাও আরম্ভ হলো! একবার ত মোত্তে মোত্তে বেঁচেছে!—রাঁড়-মানুষের যার চেয়ে আর লজ্জা নেই, তা পর্য্যন্ত হয়ে গেল;—একটা জীব নষ্ট কোল্লে;—কত ছিষ্টি হলো!—আজো ছ-মাস হয় নি, এরি মধ্যে আবার সে কে সেই! আর দেখ খুড়ী মা! আমি শুনেছি, তোমার উপর মনটা যাতে না থাকে, এখন কেবল সেই চেষ্টাতেই ফিরচে! মন ভাংতে ওর মতন আর দুটী নেই!"

ন-বৌ এই সকল কথা শুনে, রাগে ফুলে উঠে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। উঠে দাঁড়ালেন,—বোল্লেন, "মন ভাংতে চায়?—মনে আর রেখেছে কি তরু?—আচ্ছা!—আচ্ছা!—থাক্!—দেখ্‌বো তারে!—আমিই মরি, কি সে-ই মরুক্, একদিন দেখ্‌বো তারে! পুরুষটী আজ রাত্রে রসিকবাবুর বাসায় নিমন্ত্রণ হয়েছে বোলে, সন্ধ্যার আগেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন। রসিক, কিঁ রসিকা, পরমে শ্বরই তা জানেন! আমারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে! তোর ঠানদিদি সর্ব্বনাশী আমার বুকের উপর বোসে ভাল জ্বালানটাই জ্বালাচ্চে! আচ্ছা, থাক্!—দেখ্‌বো তারে!—ওরে তুই দেখিস্!—দেখিস্!—দেখ্‌বো তারে!" এই কথা বোলতে বোলতে হন হন কোরে দরজার কাছে এলেন। আমি অন্ধকারে পাশ্-কাটিয়ে দাঁড়ালেম; বেরিয়ে যাবার সময় আমারে তিনি দেখ্‌তে পেলেন না। আমি আস্তে আস্তে আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম। শীতকালের রাত্রি, প্রায় তিনটে বেজেছে, তখনো অনেক রাত্ ছিল, একটু নিদ্রা হলো।

পঞ্চত্রিংশ কাণ্ড।

ভয়ানক অপবাদ! ভয়ানক বিপদ!!

মাণিকবাবু যে কদিন এলাহাবাদে ছিলেন, প্রতিদিন একবার কোরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে যেতেম। তিনি অনেক রকম গল্প কোত্তেন, জল খাওয়াতেন, এক একদিন আহারও হতো। পার্ব্বতীবাবুও মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ কোত্তেন, মাণিকবাবুও একদিন আস্‌তেন। দশদিন থেকে তিনি সপরিবার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা কোল্লেন।

একদিন সকাল বেলা বাড়ীর সরকার আমারে নির্জ্জনে ডেকে একটু রুক্ষস্বরে বোল্লে, "হরিদাস! ছি! এমন স্বভাব তোমার? ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকো, সাবধান হয়ে চোল্‌তে পারো না?" এই কথা কটী বোলেই সে ব্যক্তি সেখান থেকে চোলে গেল।—কেন যে এমন কথাটা বোল্লে, ভেবে চিন্তে কিছুই তার ঠিকানা কোত্তে পাল্লেম না। মনটা কিছু উতলা হলো। কোনো রকম মন্দ কাজই ত আমি করি নি,—স্মরণও হোচ্চে না; তবে কি জন্যে বাড়ীর সরকার অমন তরো কথাটা বোল্লে? যে রাত্রে দরজার ধারে লুকিয়ে ন-বৌ

আর তরঙ্গিণীর গুপ্তকথা শুনেছি, তাই কি কেউ দেখেছে? তাই কি কেউ সরকারের সাক্ষাতে গল্প কোরেছে? কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।—আহার কোরে আপিসে গেলেম। আপিস থেকে এসেই শুন্‌লেম, কাল সন্ধ্যার সময় ন-বৌয়ের দুগাছি কাণ্‌বালা হারিয়েছিল, আজ দুপুরবেলা আমার বিছানার নীচে থেকে তা বেরিয়েছে! শুনেই ত আমি সভয়ে আড়ষ্ট! বড় বাবুও শুন্‌লেন, কিন্তু আমি যে চুরি কোরেছি, এ কথা কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। অবশেষে সকলেই বিশেষ কোরে বলাতে কাজেই তিনি বিশ্বাস কোল্লেন। ন-বাবুর নেহাত্ ইচ্ছা যে, তখুনি আমারে থানায় দেন। কিন্তু বড়বাবু তাঁর কথা না শুনে বোল্লেন, "আজ রাত্রে বাড়ীতেই কয়েদ্ রাখা যাক্; যদি স্বীকার না করে, কাল তখন থানায় দেওয়া যাবে।" সন্ধ্যাকালে আমারে ঘরে পূরে চাবী দিলে!

আমি বন্দী।—বিনা দোষে চোর অপবাদে বন্দী।—সুধু চোর অপবাদ নয়, মেয়েমানুষের কাণের গয়না আমার বিছানার নীচে থেকে পাওয়া গেছে! এটী যে আরও মন্দ কথা?—অবশেষে আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল?—হা হতভাগ্য অদৃষ্ট! তুমি পদে পদে আমারে এই রকমে প্রতারণা কোচ্চো! আরো যে কত বিপদে ফেল্‌তে ইচ্ছা আছে, তা কেবল তুমিই জানো! কেন আমি বরাবর সেই নিষ্ঠুর মামার গ্রাস থেকে পালিয়ে এলেম্?—তখন ত আমার কোনো অপবাদ ছিল না, তখন তার হাতে প্রাণ গেলে, সে মৃত্যুও যে আমার পক্ষে সুখময় বোলে জ্ঞান হোতো?—কেন আমি কাল্‌নার গঙ্গায় ডুবে মোলেম্ না?—ঝড়ে, নৌকা ডুবিতে কেন আমার প্রাণ গেল না? তা হলে ত এ কলঙ্ক কখনোই হোতে পেতো না!—বিন্ধ্যাচলে অনেক বাঘ ভাল্লুক ছিল, কেন তারা আমারে ভক্ষণ কোল্লে না? তা হলেও সেইদিনেই এ দায় থেকে নিস্তার পেতেম,—সকল ঝঞ্ঝাট একেবারেই চুকে যেতো!—পৃথিবীতে কেবল চিরদিন বিপদের শিকার হবো বোলেই কি আমার জন্ম হয়েছিল?—হা পৃথিবী! কেন তুমি আমারে ধারণ কোরেছিলে?—আর আজ-ই বা কি কারণে নিজ ক্রোড়ে ধারণ কোরে আছো?—জন্মাবধি একদিনের জন্যেও সুখ যে কেমন, তার মুখ দেখ্‌তে পেলেম না;—বিশ্রামের মূর্ত্তি যে কিরূপ, তাও অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। জন্মাবধি পিতা জান্‌লেম না, মাতা চিন্‌লেম না, সংসারের কিছুই জান্‌লেম না! কেবল সন্ন্যাসীর মতন দেশে দেশে ঘূরে ঘূরে নানা বিপদে পতিত হোচ্চি,—শক্র পায় পায় ফির্‌চে!—কেন যে এত শক্র হলো,—তাদের যে আমি কি অপকার কোরেছি, কিছুই জানি না।—দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলেম্, এখানেও সেই অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে এলো!—যিনি একটু ভালবাসেন, যিনি একটু অনুগ্রহ করেন, আমার অদৃষ্ট তাঁরেই যেন কুমন্ত্রণা দিয়ে, কুমতি দেছেই দেছে!—ভাল মন্দ কিছুই জানি না, কারুরি মন্দকারী নই; তবে আমার মন্দ কেন হয়?—ন-বৌয়ের কাণবালা! আমার বিছানার নীচে—ন-বৌয়ের কাণবালা!—এ অভাবনীয় ভয়ঙ্কর ঘটনা কেমন কোরে ঘোট্‌লো?—কেউ আমারে নষ্ট করবার জন্যেই যে এ কর্ম্ম কোরেছে, তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই! কিন্তু সেটী ত কেউ জান্‌লে না, বোল্লেও ত শুন্‌বে না, কারুর বিশ্বাসই হবে না! সকলেই নিশ্চয় জেনেছে আমি চোর; আমারি এই কর্ম্ম! হা পরমেশ্বর! এই রাত্রেই যদি,—এই

ভয়ঙ্করী রজনীতেই যদি সর্পাঘাতে আমার মৃত্যু হয়, তা হলে কাল আর সূর্য্যদেবের ছবি দেখ্‌তে হয় না;—তাঁরে আর এ মুখ দেখাতে হয় না, কাউকেই হয় না;—প্রাণের সঙ্গে সকল কলঙ্কই একেবারে ঘুচে যায়!

ষট্‌ত্রিংশ কাণ্ড।

এ আবার কে?

এই সকল চিন্তা কোচ্চি, আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বিলাপ কোচ্চি, এমন সময় বড় বাবুর ঘরের ঘড়িতে এগারোটা বাজার শব্দ হলো। অল্প অল্প জ্যোৎস্না ছিল, প্রায় ডোবো ডোবো হয়েছে; উঁচুতে একটু একটু আলো আছে, কিন্তু পৃথিবী অন্ধকার হলো। অন্ধকারে আমি জান্‌লাটীর ধারে বোসে একদৃষ্টে চেয়ে আছি; এমন সময় বোধ হলো, বড় বাবুর ঘরের বারাণ্ডায় যেন দুজন মানুষ হন্ হন্ কোরে চোলে গেল। ঝাপ্‌সা দেখ্‌লেম্, কি আপ্‌ছায়া দেখ্‌লেম্, তা ঠিক কোত্তে পাল্লেম্ না। একটু পরেই সে সন্দেহ দুর হলো, যথার্থই মানুষ বটে। তাদের একজন আবার সেইখানে এসে জান্‌লার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো; তার হাতে একগাছা রুলের মতন লাঠি। সে এদিক ওদিক বেড়াচ্চে, আবার এক একবার এসে দরজার সম্মুখে, জান্‌লার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্চে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুজন একত্র হলো। ভাব্‌লেম্ কে এরা? বাড়ীর লোক ত কখনোই নয়। তা হলে এ রকমে উঁকি মেরে বেড়াবে কেন? দুষ্টলোক না হয়ে আর যায় না! নিশ্চয় স্থির কোল্লেম্, এরা চোর!—আমি বন্দী, এখন করি কি! "বড় বাবু! ন-বাবু!" বোলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেম্। উত্তর পেলেম্ না।—লোকেরা তখনও সেই-খানে দাঁড়িয়ে।—একজন দুড়্ দুড়্ কোরে দৌড়ে এসে, ধাঁ কোরে আমার জানালায় একটা রুলের ঘা মেরে গেল। আমি তাতে ভয় পেলেম্ না, একটু সোরে বোস্‌লেম্;—আরো উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌তে লাগ্‌লেম্। পুনঃ পুনঃ সভয় ডাকাডাকিতে খড়াৎ কোরে দরজা খুলে, বড় বাবু, "কি? কি?" বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন!—ও ঘরে ন-বাবুরও নিদ্রাভঙ্গ হলো, তিনিও "ব্যাপার কি?" জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি বোল্লেম্, "দরজা খুলবেন না, বারাণ্ডায় নষ্টলোক!" হাঁকাহাঁকিতে মেয়েরাও সকলে জেগে উঠ্‌লো। সকলেই "চোর চোর" বোলে চেঁচাচেঁচি কোত্তে লাগ্‌লো! গোলমাল শুনে সরকার আর চাকর তাড়াতাড়ি কোরে বাড়ীর ভিতর ছুটে এলো। এই সময় চোরেরা সরকারকে ধাক্কা মেরে মাঝের দর্‌জা দিয়ে পালিয়ে গেল।

বড় বৌ আপনার ঘরের দরজা খুল্‌তে যান, পারেন না। চেঁচিয়ে বোল্লেন, "ভিতর দিকে খোলা রয়েছে, বাইরে বন্ধ!—কে আমার দরজায় শিক্‌লি দিলে?" এই কথা

শুনে বড়বাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে শিকলি খুলে দিলেন। বোল্লেন, "হরিদাসের ডাকাডাকিতে আমিই উঠে শিক্‌লি দিয়ে বেরিয়েছিলেম্।" সে রাত্রে আর কারুরি ঘুম হলো না। দেখ্লেম্ সকলেই মুখোমুখি কোরে বোসে রইলেন। আমার কিন্তু খোঁজ্ খবর্ হলো

সপ্তত্রিংশ কাণ্ড।

মুক্তিলাভ।—কুচক্র প্রকাশ।

রাত্রি প্রভাত হলে, বড় বৌ আমার ঘরের চাবী খুলে আমারে মুক্ত কোল্লেন।—বোল্লেন, "হরিদাস কখনোই চোর নয়! আমি দিব্বি কোরে বোল্‌তে পারি, হরিদাস কখনোই কাণ্‌বালা চুরি করে নি! তা যদি হতো, তা হলে কাল রাত্রে অমন কোরে সংসারটী রক্ষা কোত্তো না!—ও কখনোই চোর নয়!" বড়বাবু বোল্লেন, "আমিও ত সেই কথা বলি! এতদিন এখানে রয়েছে, একদিনের জন্যেও কোনো দোষ দেখ্‌তে পাই নি; একেবারে চোর হবে, এ যে বড় অসম্ভব কথা? কিন্তু তবে সে ঘটনা কেমন কোরে হলো?" সরকার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি ঘটনা?" বড়বাবু তারে সকল কথা ভেঙে বোল্লেন।—সরকার সেই সকল কথা শুনে আশ্চর্য্যভাবে বোলে উঠ্‌লো, "সে কি? এ সকলি মিথ্যা! হরিদাস কেন চুরি কোর্‌বেন? এ সকল চাঁপারি কার্‌সাজি!—পরশু সন্ধ্যাকালে আমি চাঁপারে হরিদাসের ঘর থেকে বেরুতে দেখেছি। কাল রাত্রেও যখন আমি আহার করি, তখনও শুনেছি, চাঁপা হাস্‌তে হাস্‌তে ছোট খুড়ীমাকে বোল্‌ছিল, 'কেমন ফিকির কোরেছি, কেমন জব্দ কোরেছি, কেউ কিছু জান্‌তে পারে নি! কাল সন্ধ্যাকালে টিপি টিপি কাণ্‌বালা লুকিয়ে রেখেছিলেম্, আজ তা আবার সবার সাম্‌নে বার্ কোরে দিয়েছি;—আচ্ছা জব্দ হয়েছে!' আমি নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পারি, এ সকল চাঁপারি বজ্জাতি! ছোট খুড়ী ঠাক্‌রুণও এর ভিতর আছেন বোধ হয়!" সরকারের এই কুলুচি শুনে, সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়া চাউই কোত্তে লাগ্‌লেন। চাঁপা ছুটে পালালো, ন-বাবু অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট কোরে চোলে গেলেন; আর সকলেই খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে রইলেন। আমার উপর যে সন্দেহ হয়েছিল, তা তখন ভঞ্জন হলো; ঈশ্বরের কৃপায় আমি সে যাত্রা সে বিপদ থেকে মুক্ত হলেম্; বৃথা কলঙ্কটী এতক্ষণের পর দূর হয়ে গেল।—গেল বটে, কিন্তু এখনো সে দিনের কথা স্মরণ হলে, বুক্‌টা আমার দুর্ দুর্ কোরে উঠে!—উঃ! কি ভয়ানক কলঙ্কই না ঘোটেছিল!—এরি নাম নষ্টচন্দ্রের কলঙ্ক! এমনি কোরেই শ্রীকৃষ্ণের মণিচোরা বদ্‌নাম রটনা হয়েছিল!

ক্রমে বেলা হয়ে উঠ্‌লো।—আপিসে যাবার জন্যে স্নান কোত্তে যাচ্চি, এমন সময় সরকার আমারে আড়ালে ডেকে সুমিষ্টবাক্যে বোল্লে, "দেখ হরিদাস! কাল সকালে আমি তোমারে যে কথা বোলেছি, সেজন্যে তুমি কিছু মনে কোরো না,—কিছু দুঃখ কোরো না;—আমার ভুল হয়েছিল। পরশু সন্ধ্যাকালে চাঁপারে তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তে দেখে, আমি আর একখানা ঠাউরে ছিল্লেম; চাঁপার উচক্কা বয়েস তাইজন্যে তোমারে সাব্‌ধান কোচ্ছিলাম! কিন্তু এর ভিতর যে এত কাণ্ড আছে, তা আমি কেমন কোরে জান্‌বো? যা হোক্, সে জন্যে তুমি কিছু মনে কোরো না!"

আমি এই কথা শুনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লেম, "মনে করা দূরে থাক্, তুমি আমার যে উপকার কোল্লে, তাতে আমি তোমার কাছে চিরকালের জন্যে বাধিত হয়ে থাক্‌লেম!" এই কথা বোলে, স্নান কোরে এসে আহার কোরে আপিসে গেলেম। আপিস থেকে এসে আপনার ঘরে বোসে কত রকম ভাব্‌লেম। আগেই বোলেছি, ছোট খুড়ীর ভাবভঙ্গী দেখে, আর আমার সঙ্গে সেদিন যে রকম কোল্লেন, তাই মনে কোরে, সর্ব্বদাই তাঁর চাল চলনের প্রতি নজর রাখ্‌তে লাগ্‌লেম।—আজ অবধি আরো অধিক সতর্ক হয়ে চোল্‌বো, মনে মনে এইটীই স্থির কোল্লেম। এই রকম সাব্‌ধানে সাব্‌ধানে এক হপ্তা কেটে গেল; ভয়ের সঙ্গে সাব্‌ধান!—এ সাব্‌ধানে কিছু তেজও আছে, কিছু চতুরতাও আছে!—পাঠক মহাশয়কে যদি এমন সাব্‌ধান কখনো হোতে হয়ে থাকে, তা হলে জান্‌তে পার্‌বেন, হরিদাস এখন কি রকম সাবধান!

অষ্টত্রিংশ কাণ্ড।

অন্তরাল।—কাকা আর ভাইঝি!!!

একদিন রাত্রি এগারোটা, আমি বারাণ্ডায় বেড়াচ্চি, এমন সময় দেখ্‌লেম, ছোট খুড়ী হন্ হন্ কোরে তরঙ্গিণীর ঘরে প্রবেশ কোল্লেন; আমিও আস্তে আস্তে তাঁর পাছু পাছু চোল্লেম। মাঝের কাম্‌রার দরজার পাশে একটা পর্দ্দা ছিল, ছোট খুড়ী সেই পর্দ্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন;—আমি একটু তফাতে গা-ঢাকা হয়ে থাক্‌লেম।

খানিক পরে দক্ষিণদিকের দরজা কট্ কট্ কোরে খুলে গেল; একটী স্ত্রীলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে।—কে?—তরঙ্গিণী।—আমি দেখ্‌লেম, তরঙ্গিণী প্রবেশ কোরেই কৌচের উপর বোস্‌লো। যে ভাবে বোস্‌লো, তাতে যে শোবে বোলে বোসেছে, এমনতরো বোধ হলো না। ঠিক বোধ হলো, যেন কার অপেক্ষা কোরে বোসে রইলো;—কে যেন আস্‌বে, আমারও এম্‌নি অনুমান হলো। দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় বারাণ্ডার দিকে চেয়ে দেখি, একজন পুরুষ যেন খুব সাব্‌ধান হয়ে ধীরে ধীরে সেইদিকে আস্‌চে; পশ্চাতে

একটী স্ত্রীলোক!—কে সে?—চেনা গেল না। বোধ হলো, দাসী হবে।—আমরা যে ঘরে ছিলেম, পুরুষটী সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন; স্ত্রীলোকটী সাঁ কোরে জানালার দিকে সোরে গেল। পুরুষটী কে?—ন-বাবু। তিনি ঘরের ভিতর এসেই তরঙ্গিণীর বিছানায় গিয়ে বোস্‌লেন।—বোসেই, হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "দেখ তরু! ছোট খুড়ীটা যেন ছিনে জোঁক! ছেড়েও ছাড়ে না; ভারি ত্যক্ত কোরেচে! আমি যতই তারে দেখ্‌তে পারি নি, সে ততই আমারে জোড়িয়ে জোড়িয়ে রাখে! যে যারে ভালবাসে না,—হ্যাঁ ভাই, ঠিক্ বলো; যে যারে ভালবাসে না, তারে কি জোর কোরে ভালবাসানো যায়?—প্রেম কি জোরের কর্ম্ম?—নাজেহাল্ কোরেছে! সেই ত একবার দেখ্‌লে, কি কর্ম্মভোগটাই না করালে! চার্‌মাসের পর রাষ্ট্র হলো, পাড়াশুদ্ধ লোকটা ধিক্কার দিতে লাগ্‌লো; কিছুতেই একটু অপ্রস্তুত হলো না! আমি ত একেবারে লজ্জায় মাটি হয়ে গেলেম! কি নরক্-ভোগ্! তার জন্যেই ত,—কেবল তারি জন্যেই ত সেই মহাপাতক! সেই অবধি এম্‌নি হয়েছে যে, তার নাম কোল্লে শরীর যেন আগুন হয়ে উঠে! দেখ তরু! তুমিই আমার প্রাণের তরু!" এই কথা বোলে হাস্‌তে হাস্‌তে তরঙ্গিণীর গা-ঘেঁসে বোস্‌লেন!

তরঙ্গিণী স্থির হয়ে এই কথাগুলি শুন্‌লে একটীও উত্তর কোল্লে না। বোধ হলো যেন, রাগ কোরে রয়েছে। মুখ ফিরিয়ে বোস্‌লো। ন-বাবু তাই দেখে আরো ঘেঁসে বোসে, উৎফুল্ল-মুখে বোল্লেন, "তরু! আজ বড় কল্ কোরেছি!"

তরঙ্গিণী সেইভাবে থেকে কিঞ্চিৎ বিরক্তির স্বরে বোল্লে, "যাও তুমি! সব জেনেছি,—সব শুনেছি,—যত ভালবাসা, সব বুঝেছি! ছোট খুড়ী অন্ত তোমার প্রাণ, ছোট খুড়ীর নাম কোত্তে মুখ দিয়ে তোমার লাল্ পড়ে, ছোট খুড়ীকে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারো না, এখন আবার আমার কাছে এসে আমার মতন বোল্‌চো,—মন যোগাচ্চো,—সতী হোচ্চো!—আহা-হা! কি ভালমানুষ গা! যাও তুমি!—এখুনি যাও! আর তোমার ভালবাসা জানাতে হবে না!—ফুস্‌লে ফাস্‌লে আমার পরকালটী খেয়ে, শেষে কি না তোমার এই ধর্ম্ম?" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে সেই দুটী বড় বড় চোক্ দিয়ে টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো।

ন-বাবু দাঁড়িয়ে উঠে তার দুটী হাত ধোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "দোহাই ধর্ম্মের! দোহাই তোমার। সত্য বোল্‌ছি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি জানি না! তুমিই আমার প্রাণ, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব! ছোট খুড়ী আমার শত্রু! ধর্ম্ম সাক্ষী! তুমিই আমার প্রাণের ঈশ্বরী!—যদি মিথ্যা বলি, পরমেশ্বর যেন আমায় ধর্ম্ম থেকে পতিত্ করেন। চুপ্ করো, আর কেঁদো না! তোমার কান্না দেখে, আমাতে আর আমি নাই!" এই কথা বোলে কোঁচার কাপড় দিয়ে চক্ষের জল মুছিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

তরঙ্গিণী বোল্লে, "রাখো তোমার ধর্ম্ম!—রাখো তোমার পরমেশ্বর! আর আমি ছলনায় ভুলি না! এখনো বোল্‌চি, ভালোয় ভালোয় চোলে যাও; নইলে এখুনি একটা অনর্থ হবে!"

ন-বাবু যেন ভারি কাতর হয়ে বোল্লেন, "তরু! চুপ্ করো, আর কেঁদো না! আমি

আজ যে কোরে তোমার কাছে এসেছি, তা যদি শোনো, তা হলে কান্না ছেড়ে এখুনি তুমি হেসে হেসে মোর্‌বে!—ছোট খুড়ী কদিনের পর আজ আমারে হঠাৎ দেখ্‌তে পেয়ে ধোরে বোসলো! আমি বোল্লেম, 'আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে, কোনোমতেই দেখা হবে না!' দোহাই ধর্ম্মের, সত্য বোল্‌ছি, ছোট খুড়ী আমার কৌশল কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লে না। স্ত্রীকেও ঐ রকম কোরে শাদা কথায় বুঝিয়ে এসেছি। দেখ দেখি তরু! আমি তোমারে কতখানি ভালবাসি।"

এই শেষ কটী কথা শুনে, তরঙ্গিণী একটু মুচ্‌কে হেসে বোলে উঠ্‌লো, "কতদূর, কত দূর, ন-কাকা! কতদূর?"

ন-বাবু হাত ছোড়িয়ে দেখালেন, "এই—এতদূর! এর এক ইঞ্চিও কম নয়!"

ঊনচত্বারিংশ কাণ্ড

এরা সব করে কি?

ন-বাবুর ঐ কটী কথা শেষ হোতে না হোতে, হঠাৎ ঘরের ভিতর একটা শব্দ হলো। ন-বাবু চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, "ওকি? কি শব্দ হলো?" বোল্‌তে না বোল্‌তে ছোট খুড়ী যেন রায়-বাঘিনীর মতন ছুটে এসে, দুজনের মাঝখানে দাঁড়ালেন! দেখেই দুজনে একেবারে আড়ষ্ট!—ন-বাবু দুহাত তফাতে সোরে দাঁড়ালেন।—ছোট খুড়ী মুখভঙ্গী কোরে বোল্লেন, "কত দূর,—কত দূর,—ন-বাবু! কত দূর?—হ্যাঁ র‍্যা? এই বুঝি তোর নিমন্ত্রণ? আমি চাঁপার মুখে সব শুনেছি!—আজ তুই এখানে আস্‌বি বোলে গড়াপেটা কোরেছিলি, তা আমি সব শুনেছি!—তাই এখানে দাঁড়িয়ে, তোদের রকম সকম দেখ্‌ছি। হ্যাঁ রে? আমি ছিনে জোঁক?—আমি তোর কণ্টক?—আমি তোর শত্রু?—আমার সঙ্গে তোর মুখের প্রেম?—প্রেম সুধু তরুই জানে?—আচ্ছা, দেখ্‌ছি!" বোলেই ন-বাবুর হাত ধোরে টানাটানি আরম্ভ কোল্লেন। ঠোনাটা ঠানাটাও হয়ে গেল! তরঙ্গিণীকে বোল্লেন, "হ্যাঁ রে? এই কি তোর সতীপনা!—কাকার সঙ্গে এই ব্যাভার?" তারেও দু একটা ঠোনা মাল্লেন! দুজনকে যাচ্ছে তাই বোলে লাঞ্ছনা কোত্তে লাগ্‌লেন! ন-বাবুর মুখে আর কথাটীমাত্র নাই,—একেবারে যেন কাঠের পুতুলের মতন অস্পন্দ!—তরঙ্গিণী বোল্লে, "কেন গা?—তোমার এতো গঞ্জনা সবো কেন গা! কি আমার সতী গো? উনি হলেন খুড়ী, ওঁর বেলা দোষ হলো না, আর পরের বেলাই যত দোষ!—আচ্ছা, থাকো, দেখাবো!—আমি তোমায় একদিন দেখাবো?—কে কারে কি কোরে উঠ্‌তে পারে, দেখ্‌বো তখন!"

আমি এই সকল দেখ্‌ছি শুনছি, এমন সময় বোধ হলো, পেছোন দিকে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস,—সজোরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পোড়লো।—চেয়ে দেখি, একজন মেয়েমানুষ!

কে?—ভাল কোরে দেখ্‌লেম, ন-বৌ! তিনি যেন রাগে জ্বল্‌ছেন, গর্জ্জাচ্চেন, সম্মুখে আসেন আসেন, এম্‌নি ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন! আমি দেখ্‌লেম, কর্ম্মটা বড় ভাল হয় না,—ন-বৌকে এখন ওখানে যেতে দেওয়া কর্ম্মটা বড় ভাল হয় না! কি জানি, এ অবস্থায় খুনো-খুনি হলেও হোতে পারে! এইরূপ ভেবে, তাঁর নিকটে গিয়ে বোল্লেম, "বৌ ঠাকুরুণ! আপনি এখান থেকে সোরে চলুন! কতকগুলি কথা আছে, একটু অন্তরে গিয়ে বোল্‌ছি!"

ন-বৌ ক্রোধভরে উত্তর কোল্লেন, "কি বলো তুমি হরিদাস! আমি আবার এখান থেকে সোরে যাবো! যে কারখানা চক্ষে দেখ্‌লেম, এর একখানা শেষ না কোরে অম্‌নি অম্‌নি সোরে যাবো! আজ যার কপালে যা থাকে, একটা কাণ্ড কোর্‌বোই কোর্‌বো! রোজ রোজ কি এ রকম ঢলাঢলি সওয়া যায়!"

এই কথা শুনে মনে কোল্লেম, বেগতিক দাঁড়ালো! যদিও তিনি বড় বড় কোরে ঐ কটী কথা বোল্লেন, কিন্তু ঘরের ভিতর তারা ঝগ্‌ড়া কোচ্ছিল বোলে, বোধ করি কিছুই শুন্‌তে পায় নি। যদি পেতো, তা হলে বোধ হয় পালিয়ে যেতো, কি আর কিছু কোত্তো! "এখানে গোল্‌মাল কোর্‌বেন না!" বোলে আমি ন-বৌকে সেখান থেকে সোরিয়ে নিয়ে গেলেম।—নিয়ে গিয়ে, অনেক রকম বুঝিয়ে বোল্লেম, "দেখুন বৌ ঠাকুরুণ! আপনি এখন গোল্ কোর্‌বেন না; এ সময় গোল্ করবার সময় না! আপনি এমন বুদ্ধিমতী, এত বুঝ্‌তে পারেন, তবু ঠাণ্ডা হোতে পাচ্চেন না?—ন-বাবু ত একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছেন; আজ বোলে ত নয়, অনেকদিন অবধি তাঁর স্বভাব মন্দ হয়েছে! আপনি এ সময় তাঁরে কি সোজা কোত্তে পার্‌বেন! বরং আরো মন্দ ঘটনার সম্ভাবনা! বাড়ীর লোকেরা সকলেই জেনেছে, তবু সময় বুঝে আপনা আপনি সাম্‌লে যেতে হয়!—আপনি ঘরে ফিরে যান!" এই রকম অনেক বুঝিয়ে বোল্লেম, কিছুতেই তিনি শান্ত হন না।—রক্তমুখী হয়ে বোল্লেন, "ঠাণ্ডা কি হওয়া যায় হরিদাস! তুমি বলো কি? রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কস্ কস্ কোচ্চে!—আগেই আমি জান্‌তে পেরেছিলেম, আজ একটা ঢলা-ঢলি হবে! তাই জন্যে যখন আসে, তখন আমি পেছু নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেম। দেখ্‌লেম, যা ভেবেছি, তাই!—কি কেলেঙ্কার! দুটোতে আবার এক জায়গায় জড়ো হয়ে, তেড়ে ফুঁড়ে ঝগ্‌ড়া আরম্ভ কোল্লে! ছি! ছি! বাজারে মেয়েদের চেয়েও বাড়িয়েছে!—বাড়ী-খানা যেন বাজার কোরে তুল্‌লে! ইচ্ছে হোচ্চে, দুটোকে ঝ্যাঁটাপেটা কোরে, আপনি নিজে খুনোখুনি হয়ে মরি!" আমি বোল্লেম, "আপনি ঘরে যান, ক্রমেই রাগ বাড়্‌বে, শেষে আর সাম্‌লে উঠ্‌তে পার্‌বেন না! রাগের মাথায় কি হোতে কি হবে?—ক্ষান্ত হোন্!" এই কথা বোলে তাঁরে ঘরে রেখে এলেম। খানিক পরে দেখ্‌লেম, ন-বাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন;—তরঙ্গিণীর ঘরে ঝগ্‌ড়া থাম্‌লো।—আমি আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম।

রাত্রি প্রায় তিন্‌টে। নিদ্রা হলো না। "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। এরা সব করে কি?—রোজ রোজ এই কাণ্ড? কাকা?—কি ঘৃণা!—এরা লোকের কাছে মুখ দেখায় কি কোরে?—খুড়ী আর মা কি ভিন্ন?—তার সঙ্গে এই কাণ্ড? যদিও তার স্বভাব ভাল নয় বটে, কিন্তু তাতে কি হলো?

স্বভাবই যেন নষ্ট হয়েছে, সম্পর্ক ত আর নষ্ট হয় নি? আর সে স্বভাবই বা নষ্ট কোল্লে কে?—আপনা আপনিই ত কোরেছে।—ছি! ছি! কি নরাধম!—ধর্ম্মভয় একবিন্দুও নাই!—মেয়েমানুষের কথা যা হোক্;—পুরুষ মানুষ, বিবেচনা কি কিছুমাত্র নাই!—চাক্‌রি কোচ্চে, বুদ্ধি আছে, যা হোক্ যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়াও জানে,—তার কি এই ফল!—আত্মপর বিচার নাই,—সম্বন্ধ বিচার নাই,—এত উন্মত্ত!—জ্ঞান থাকে না!—এরা কি মানুষ! বনের জন্তু! পিশাচ!! রাক্ষস!!!—নরকের ভয় করে না?—আবার এ কি!—ভাইঝি! আপনার ভাইঝি!—কন্যার মতন! তরঙ্গিণী আপনিই একদিন ন-বৌকে বোলেছিল, "কাকা আর বাবা কি ভিন্ন!" তাই ত! এখন কাকার সঙ্গে ত বিলক্ষণ বাবার মতন ব্যাভার দেখ্‌লেম!!! উঃ! আজ ন-বৌ সেই সময় উপস্থিত হলে, কি ভয়ঙ্কর ঘটনাই না হোতো!—গিয়েছিল আর কি?—ভাগ্যে আমি সেখানে ছিলেম, নইলে ত হয়েই ছিল। এইরূপ ভাবতে ভাবতে একটীবারও চক্ষের পাতা বুজ্‌লো না।—দেখ্‌লেম, জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর আলো আস্‌চে,—রাত্রি প্রভাত হয়েছে;—গাত্রোত্থান কোল্লেম।

চত্বারিংশ কাণ্ড।

দুর্যোগ-রজনী

তার পর তিনদিন তিনরাত্রি অতীত হয়ে গেল।—আজ কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তি। প্রাতঃকাল অবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটীবারও সূর্য্যের মুখ দেখা গেল না। বেলা আট্‌টার পর টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি আরম্ভ হলো,—অনবরত মেঘ চোল্‌তে লাগ্‌লো।—চতুর্দ্দিকে মেঘ,—ঘোর অন্ধকার। আকাশ নিঃশব্দ,—জগৎ স্তম্ভিত,—দশদিক যেন থম্‌থোমে। এই দুর্যোগে আপিসে আর যাওয়া হলো না। সমস্ত দিন গুড়ুনি গুড়ুনি বৃষ্টি হলো। যখন সন্ধ্যা, তখন এলোমেলো হাওয়া উঠ্‌লো। পূর্ব্বদিক্ থেকে ঝঞ্ঝাবাতের ঝাপ্‌টা আস্‌তে লাগ্‌লো। রাত্রি নয়টা।

আমি একাকী আপনার ঘরে বোসে আছি, সম্মুখে প্রদীপ জ্বোল্‌চে, কিন্তু বাতাসে থাক্‌চে না—আমার ঘরটী সব টেরে, সে কথা পাঠক মহাশয়কে আগেই বোলেছি। পশ্চাদ্দিকটী ফাঁকা, সেইদিকে একটী বাগান; সেই ঘরে আমি বোসে আছি। ক্রমেই জোর বাতাস; প্রদীপটা নিবে গেল।

জানালা দিয়ে দেখ্‌লেম, চারিদিক অন্ধকারে ঘুট্ ঘুট্ কোচ্চে। আকাশে একটীও নক্ষত্র দেখা যাচ্চে না। ঘন ঘন মেঘের গর্জ্জন,—শব্দে বুক দুর্ দুর্ কোরে কেঁপে উঠ্‌লো। জগৎ কৃষ্ণবর্ণ,—ঘোর অন্ধকারে—নিবিড়—গভীর কৃষ্ণবর্ণ! সে অন্ধকারে অতি সাহসী পুরুষেরও

ঘর থেকে বেরুতে ভয় হয়! থেকে থেকে এক একবার চিক্কুর হোচ্চে, সেই আলোতে দেখ্‌চি, আকাশে নিবিড় মেঘ—যেন তবকে তবকে মেঘ। এক এক জায়গায় মেঘের রং ধোঁয়ার মতন, তার উপর মাঝে মাঝে কালো কালো ডোরা রেখা। ঠিক যে বিচিত্র পাথরের মতন সুদৃশ্য। এত ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যেও সেইটী যেন অতি মনোহর শোভা বোলে বোধ হলো। তখনো বৃষ্টি পোড়্‌চে।

বিদ্যুৎলতা হাস্‌চে।—মাঝে মাঝে জগতের তিমিরময়ী মূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্যে যেন চক্ষু মেলে চাচ্চে, আবার হাস্‌চে। শীতে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌চে;—জোলো হাওয়াতে সর্ব্বাঙ্গ করকার্ মতন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তখন আর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না; বিছানায় এসে বোস্‌লেম। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত।

এই সময় একটী নূতন ভয় আমারে আকুলিত কোল্লে। বনে আগুন লেগেছে, এমন সময় সম্মুখে বজ্রাঘাত হলে, বনবাসীর মন যেমন আকুল হয়, তেমনি আকুলিত কোল্লে। পাশের ঘরে যেন একটী মেয়েমানুষের অস্পষ্ট গ্যাঁঙানি স্বর শুনতে পেলেম। ঠিক যেন মৃত্যু-যাতনার গ্যাঁঙানি! শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌লো! একটু চুপ্ কোরে কাণপেতে থেকে শুন্‌লেম, আবার শব্দ হলো! দশমিনিট পরে আবার! কিন্তু এবার আর স্বর নয়, কেবল গোঁ গোঁ শব্দ! তিনবার শুনে অত্যন্ত ভয় হলো। বোসে-ছিলেম, উঠে দাঁড়ালেম। নিঃশব্দে, অতি ধীরে ধীরে, যত আস্তে হোতে পারে, দরজাটী খুলে বেরুলেম। সবে চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছি, অম্‌নি দেখ্‌লেম, কে একজন ফর্সা কাপড় পরা, ছোট খুড়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে, সাঁৎ কোরে পশ্চিমের বারাণ্ডার দিকে চোলে গেল! মেয়েমানুষ, কি পুরুষ অন্ধকারে সেটী ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। একবার মনে কোল্লেম, ছোট খুড়ীই বুঝি বেরিয়ে গেলেন। এই দুর্যোগ, একা থাকেন, হয় ত ভয় পেয়েছিলেন, তাই জন্যে বুঝি অন্য ঘরে চোলে গেলেন। কিন্তু তা হলেই বা এই অন্ধকারে, কাকেও না ডেকে, দরজা খুলে রেখে যাবেন কেন? তা নয়, তিনি নন্! তবে কে? এ রাত্রে তাঁর ঘরে কে এসেছিল? আবার ভাব্‌লেম, এ বাড়ীর যেমন দাঁড়া-দস্তুর, হয় ত সেই রকমি কিছু হবে! কিন্তু সেই গ্যাঁঙানি আর গোঁ গোঁ শব্দ মনে হয়ে, ভয়ের সঙ্গে মনে একটা সন্দেহ জন্মালো। ভাব্‌না চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিও ফর্‌সা হয়ে এলো।

একচত্বারিংশ কাণ্ড।

প্রভাত।—আশ্চর্য্য মৃত্যু!

রজনী প্রভাত হোতে একটু বাকী আছে; এখন উষা। আমি জানালায় বোসে আছি। উষার বাতাস আস্তে আস্তে বাগানের গাছের পাতাগুলি কাঁপাচ্চে, দুটী একটী পাখী আপনার আপনার ডাক্ ডেকে, গাছে গাছে ছট্‌পট্ কোরে উড়্‌চে। সময়টী অতি রমণীয়!

তেমন ভয়ঙ্করী বিভাবরী, এমন সুন্দরী ঊষারে প্রসব কোরেছে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিব্বি ফর্‌সা হয়ে এলো, ঘরের ভিতর আলো প্রবেশ কোল্লে; রজনী প্রভাত। প্রভাত-সমীরণ ধীরে ধীরে গাত্র স্পর্শ করাতে অতিশয় সুখ অনুভব হোতে লাগ্‌লো। কিন্তু শীতকাল, খোলা গায়ে সে বায়ু সেবন করা গেল না। দেখ্‌লেম, আকাশে আর একটুও মেঘ নাই; স্বাভাবিক নীলবর্ণ, নিখুঁত্ পরিষ্কার।

বেলা প্রায় সাত্‌টা। সেই নীল আকাশে সূর্য্যদেব উদয় হলেন। বোধ হলো যেন, একখানি নীল রঙ্গের চাঁদোয়ার গায়ে, একটী সোণার পদ্মফুল হল্‌করা রয়েছে! রবিকর ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূতলে ব্যাপ্ত হয়ে পোড়্‌লো। গাছের কচি কচি পাতাগুলি সোণার মতন বর্ণযুক্ত হয়ে, অতি রমণীয়রূপে ঝোক্‌তে লাগ্‌লো।—বেলা আট্‌টা।

এই সময় বাড়ীতে একটা গোল উঠ্‌লো। কেউ বোল্‌লে, "খুন!" কেউ বোল্‌চে, "আপনি মোরেছে!" কেউ বোল্‌চে, "সাপে কাম্‌ড়েছে!" এই রকম ভারি একটা গোল্ উঠ্‌লো! ভাব্‌লেম, এ কি? কাল সেই তিমিরময়ী যামিনীতেই কি এই ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘোটেছে? সেই দুর্যোগে খুন কি আপনিই আপনার নিষ্ঠুর মূর্ত্তি প্রকাশ কোরে নিষ্ঠুর পরাক্রম দেখিয়েছে। না, এ বুঝি আমার ভ্রম হবে! না,—ভ্রম নয়, যথার্থ! সত্য সত্যই এ বাড়ীতে খুন হয়েছে! ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দর্‌জা খুলে বেরুলেম। সমস্ত রাত্রি জেগেছিলেম, সকালে একটু শয়ন কোর্‌বো মনে কোরেছিলেম,—সবই ঘুরে গেল; দর্‌জা খুলে বেরুলেম। বেরিয়েই শুন্‌লেম, অভাগিনী ছোট খুড়ী, রাত্রের মধ্যে হঠাৎ আপনার বিছানায় মোরে রয়েছেন!

কেমন কোরে এ ঘটনা হলো? কে খুন কোল্লে?—এ কি আত্মহত্যা?—বাড়ীর কেউ কেউ বোল্লেন, "ওর মৃগীরোগ ছিল, হয় ত তাতেই মোরেছে!" এই রকম গোল্‌মাল হোতে লাগ্‌লো।—বড়বাবু সন্দেহ কোরে কোতোয়ালিতে খবর্ পাঠালেন। পুলিসের যেমন দস্তুর, প্রায় দুইঘণ্টা পরে তাঁদের বার্ হলো!—তাঁরা এসে মহা ধুমধাম আরম্ভ কোল্লেন; কিন্তু কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেন না। পরীক্ষার জন্যে মৃতদেহ হাঁসপাতালে পাঠানো হলো। ডাক্তারে পেট চিরে পরীক্ষা কোরে বোল্লেন, "বিষপানে মৃত্যু হইয়াছে। পাকস্থলিতে মর্‌ফিয়া নামক সাংঘাতিক বিষ দেখা গেল।—আপনি খাইয়াছে, কি অপর কেহ খাওয়াইয়াছে, সন্দেহস্থল।" তিনি এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট্ লিখে দিলেন। আদালত্ থেকে লাস্ জ্বালাবার হুকুম হলো, ওদিকে তদারকি এজ্‌লাস বোস্‌লো।

পাঠক মহাশয় অবশ্যই বুঝ্‌তে পাচ্চেন, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই তখন খুন্‌দায়ে ধরা পোড়েছে; আমারেও ছাড়ে নি। ইংরাজের রাজত্বে এই একটী সুবিচার আছে যে, উপায় থাক্‌তে, ভদ্রলোকের মেয়েদের আব্‌রু বা সম্ভ্রম নষ্ট হয় না! সুতরাং সে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের পুলিসে আর যেতে হলো না; বাড়ীতেই একজন হাকিম এসে তাঁদের জোবানবন্দী নিলেন। আমাদের পুলিসে গিয়ে জোবানবন্দী দিতে হলো।—যিনি যে রকম দিয়েছেন, আর আমিও যে যে কথা বোলেছি, সেগুলি আমার ঠিক ঠিক মনে আছে।

দ্বিচত্বারিংশ কাণ্ড।

তদন্ত,—ফল অজ্ঞাত।

আদালতের হুকুম অনুসারে একজন হাকিম, বাড়ীতে তদারকের ভার পান। বাড়ীতে আর আদালতে যে যে রকম তদারক হয়,—সকলে একে একে শপথ কোরে যে যে রকম জোবানবন্দী দেন,—আর আমিও যা যা অসঙ্কোচে বলি, এইখানে একে একে সেই-গুলি জানাই। যদিও প্রথমে বাবুদের, পরে বাড়ীর পরিবার ও চাকর চাকরাণীর জোবান-বন্দী লওয়া হয়, কিন্তু আমি সেরূপ না বোলে, প্রথমে মেয়েদের, পরে পুরুষদের কথা বর্ণবদ্ধ কোল্লেম। সওয়াল জবাব হিন্দিভাষায় হয়েছিল বটে, কিন্তু পাঠক মহাশয়ের সেগুলি ভাল লাগ্‌বে না বোধ কোরে, বাঙলাভাষাতেই বোল্লেম।

বড় বোয়ের জোবানবন্দী।

প্র। বল দেখি, যে স্ত্রীলোকটী মারা গিয়েছে, তিনি তোমার কে ছিল?

উ।—তিনি আমার খুড়্‌শাশুড়ী ছিলেন।

প্র।—কি রকমে মারা গেল, তার তুমি কি জানো?

উ।—যেরাত্রে তিনি মরেন, সেরাত্রে ভারি মেঘ বৃষ্টি, ভারি দুর্য্যোগ ছিল, কি রকমে মারা পড়েন, আমি তার কিছুই জানি না।

প্র।—সেরাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

উ।—আপনার ঘরেই শুয়েছিলেম।

প্র।—তোমার ঘর থেকে তার ঘর কত তফাত্‌ ছিল?

উ।—চারটী কুটুরী তফাত্‌।

প্র।—তার কোনো পীড়া ছিল কি না?

উ।—আমি ত জানি, ব্যামো স্যামো কিছুই ছিল না।

প্র।—তার চরিত্র কেমন ছিল?

উ।—শুনেছি, ভাল ছিল না!

প্র।—বাড়ীর কোনো লোকের সঙ্গে তার কোনো বিবাদ ছিল কি না?

উ।—মনে মনে ছিল কি না, জানি না; কিন্তু বাইরে সকলের সঙ্গে ভাব ছিল!

প্র।—তোমার সঙ্গে কেমন ব্যাভার ছিল?

উ।—খুব্‌ ভাল ছিল, আমি তাঁরে বড় ভালবাস্‌তেম!

হাকিম।—আচ্ছা, বিদায় পাও।

ন-বৌ।

প্র।—যিনি মারা গেছে, তিনি তোমার কে ছিল?

উ।—খুড়্‌শাশুড়ী ছিলেন।

প্র।—কি রকমে মারা পোড়্‌লো, তার তুমি কি জানো?

উ।—কিছুই জানি না।

প্র।—তুমি সেরাত্রে কোথায় ছিলে?

উ।—আপনার ঘরে ছিলেম।

প্র।—তার কোনো ব্যামো ছিল কি না?

উ।—মৃগীরোগ ছিল।

প্র।—কারুর্‌ সঙ্গে তার কিছু মনান্তর ছিল কি না?

উ। আমার সঙ্গে ছিল না, আর কারুর্ সঙ্গে ছিল কি না, তা আমি জানি না।

প্র। তুমি কি কোরে জান্‌লে তার মৃগীরোগ ছিল?

উ।—আমি শুনেছিলেম।

প্র।—কে বোলেছিল?

উ।—তিনি আপনিই বোলেছিলেন।

প্র। কখনো সে রোগ হোতে দেখে ছিলে?

উ। না! যতদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, ততদিন একবারও হয় নি!

প্র। কতদিন তোমাদের বাড়ীতে বসবাস কোরে ছিল?

উ। অনেকদিন ছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যেতেন।

হাকিম। আচ্ছা, বিদায়।

তরঙ্গিণী।

প্র। যে স্ত্রীলোকটী মারা গেছেন, তিনি তোমার কে ছিল?

উ। ঠান্‌দিদি ছিলেন, আমার বাপের খুড়ী ছিলেন।

প্র। কিরূপে মোরে গেছেন, তার তুমি কিছু জানো?

উ। আমি কেমন কোরে জান্‌বো? সে রাত্রে বড় দুর্য্যোগ ছিল, ঘর থেকে কেউ বেরুতে পারে নি, কেমন কোরে জান্‌বো?

প্র। সেরাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

উ। আমি আপনার ঘরেই ছিলাম।

প্র। তোমার ঠান্‌দিদির ঘরে আর কে থাকৃতেন?

উ। কেউ না,—তিনি একলা থাকৃতেন।

প্র। তার কোনো রোগ ছিল কি না?

উ। তা আমি জানি না।

প্র। আচ্ছা, তার স্বভাব কেমন ছিল? কোনো দোষ ছিল কি না?

উ। তাও আমি ভাল জানি না! কিন্তু লোকজনে কাণাঘুষো কোত্তো!

প্র। কারুর্ সঙ্গে তার কোনো শক্রতা ছিল কি না?

উ।—তাও আমি জানি না! আমার সঙ্গে বেশ ভালবাসা ছিল!

হাকিম। আচ্ছা, তুমি বিদায় পাও।

এই পর্য্যন্ত বাড়ীতে তদন্ত সমাপ্ত হলো।

আদালত।

বড় বাবুর জোবানবন্দী।

প্র। তোমার নাম কি?

উ। পার্ব্বতীনাথ রায়।

প্র। পিতার নাম কি?

উ। ৺রাধাকৃষ্ণ রায়।

প্র। জাতি কি?

উ। বৈদ্য।

প্র। পেসা কি?

উ। চাকৃরি।—এখানকার ব্যাঙ্কের কেসিয়ার্।

প্র। নিবাস কোথা?

উ।—বাঙ্‌লাদেশ,—ফরাসীরাজ্য,—ফরাস্‌ডাঙ্গা;—এক্ষণে এলাহাবাদে বাসা।

প্র।—আচ্ছা, তোমার বাড়ীতে সেরাত্রে যে স্ত্রীলোকটী মারা গিয়েছে, তিনি তোমার কে ছিল?

উ।—আমার ছোট খুড়ী ছিলেন।

প্র।—কি রকমে মোলেন?

উ। বোল্‌তে পারি না। রাত্রে ঘোর অন্ধকার;—মেঘ বৃষ্টি ছিল, সাড়াশব্দ কিছুই

শোনা যায় নি। পরদিন সকাল বেলা উঠে শুন্‌লেম, ছোট খুড়ী অকস্মাৎ মোরে রয়েছেন। শুনেই তাড়াতাড়ি কোতোয়ালিতে খবর্ দিই।

প্র।—তার কি কোনো পীড়া ছিল?

উ।—না,—শুনি নাই।

প্র।—তার আফিং খাওয়া অভ্যাস ছিল?

উ।—না,—ছিল না।

প্র।—তার চরিত্র কেমন ছিল জানো?

উ।—না।

প্র।—কারো সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল?

উ।—স্ত্রীলোকের বিবাদ, কার সঙ্গে থাকে আর না থাকে, সে সন্ধান আমি হুজুর কেমন কোরে জান্‌বো?—কিছুই জানি না।

ন-বাবু।

প্র।—তোমার নাম কি?

উ।—ভোলানাথ রায়।

প্র।—পিতার নাম কি?

উ।—৺রাধাকৃষ্ণ রায়।

প্র।—পেসা কি?

উ।—এলাহাবাদ-ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে চাকৃরি করি।

প্র।—তোমাদের বাড়ীতে যে একটী স্ত্রীলোকের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, সে তোমার কে ছিল?

উ।—ছোট খুড়ী।

প্র।—কি রকমে মৃত্যু হলো?

উ।—জানি না।

প্র।—আচ্ছা, তার কোনো পীড়া ছিল কি না?

উ।—শুনেছিলেম মৃগীরোগ ছিল! বিশেষ জানি না।

প্র।—সে রোগ কখনো হোতে দেখেছিলে?

উ।—না!

প্র।—তার চরিত্রে কোনো দোষ ছিল কি না?

উ।—কোনো দোষ ছিল না, চরিত্র খুব ভালই ছিল!

আমার জোবানবন্দী।

প্র।—তোমার নাম কি?

উ।—হরিদাস।

প্র।—পিতার নাম?

উ।—জানি না!

প্র।—নিবাস কোথা?

উ।—বাঙ্‌লাদেশ, সুবর্ণগ্রাম।

প্র।—জাত্ কি?

উ।—জানি না!

প্র।—পেসা কি?

উ।—চাকৃরি।

প্র।—এখানে থাকো কোথা?

উ।—পার্ব্বতীনাথ রায়ের বাসাতে থাকি; তিনি ব্যাঙ্কে চাকরি কোরে দিয়েচেন, চাকৃরি করি।

প্র।—কতদিন তুমি তাদের বাড়ীতে আছো?

উ।—পাঁচমাস।

প্র।—আচ্ছা, তাদের বাড়ীতে যে একটী স্ত্রীলোক, সম্প্রতি হঠাৎ মারা পোড়েছে, তার তুমি কিছু জানো?

উ।—কিছু কিছু জানি।

প্র।—আচ্ছা, কি জানো, স্মরণ কোরে বল দেখি?

উ।—কি রকমে মারা গেলেন, তা আমি ঠিক জানি না বটে; কিন্তু সেরাত্রে ভারি মেঘ, ভারি বৃষ্টি, ভারি অন্ধকার ছিল, সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নি; জেগেই বোসেছিলেম।—অনেক রাত্রে, বোধ হয় দুই

প্রহরের পর, তাঁর ঘরে গোঁ গোঁ রকমের শব্দ শুন্‌তে পাই।—আমি যে ঘরে থাকি, সেই ঘরের ঠিক পাশের ঘরেই তিনি থাক্‌তেন।—দু দুবার শব্দ শুনে দরজা খুলে বেরুই। বেরিয়েই দেখি, খুব ফর্‌সা কাপড় পরা, কে এক-জন যেন তাঁর ঘর থেকে হন্ হন্ কোরে বেরিয়ে গেল!

প্র।—কে সে, চিন্‌তে পেরেছিলে?

উ।—না, অন্ধকারে চিন্‌তে পারি নি।

প্র।—আচ্ছা, মেয়েমানুষ, কি পুরুষ, তা তুমি বুঝ্‌তে পেরেছিলে?

উ।—না, তাও পারি নি! বেরিয়েই সাঁ কোরে পশ্চিমদিকের বারাণ্ডা পার্ হয়ে শীঘ্র শীঘ্র চোলে গেল; চিন্‌তে পাল্লেম্ না।

প্র।—তার পর কি হলো?

উ।—তার পর কি হলো জানি না। সকালে উঠে শুন্‌লেম্, বাবুর ছোট খুড়ী, আপনার বিছানার উপর মোরে রয়েছেন।

প্র।—আচ্ছা, তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলে?

উ।—কোথাও যাই নি; সেই রকম দেখে, আপনার ঘরে গিয়ে শুয়েছিলেম।

প্র।—তার ঘরে আর কে থাক্‌তো বোল্‌তে পারো?

উ।—কেউ-ই থাক্‌তো না;—তিনি বিধবা, একলা থাক্‌তেন।

প্র।—আচ্ছা, যখন তুমি দরজা খুলে বেরুলে, তখন আর কাউকে দেখেছিলে?

উ।—না, কাউকেই না।

প্র।—পার্ব্বতী রায়, আর অন্যান্য সকলে তখন কোথায় ছিল?

উ।—ঠিক্ জানি না; বোধ হয়, আপনার আপনার ঘরেই ছিলেন।

প্র।—আচ্ছা, যিনি মারা পোড়েছেন, তাঁর কোনো পীড়া ছিল কি না, তা তুমি জানো?

উ।—না, তা আমি জানিও না, শুনিও নাই।

প্র।—আচ্ছা, তার চরিত্র কেমন ছিল বোল্‌তে পারো?

উ।—আমার ধারণা, ভাল ছিল না।

প্র।—আর তুমি কিছু জানো?

উ।—না, আর আমি কিছুই জানি না।

এই পর্য্যন্ত শুনে হাকিম সাহেব আমারে বিদায় দিলেন। তার পর বাড়ীর সরকার, চাকর, চাক্‌রাণীর জোবানবন্দী হলো;—ছোট বাবুও তা থেকে এড়ান্ পেলেন না; কিন্তু তার জোবানবন্দী নামমাত্র সার! সকল সওয়ালের জবাবেই, কেবল "না,—জানি না,—শুনি নাই।" এই রকম ছাঁটা ছাঁটা কথা! কেবল চাক্‌রাণী চাঁপা, বেশীর ভাগে বোল্লে, "চরিত্র তাঁর খুব্ ভালই ছিল!"

এই রকমে তদারক সমাপ্ত হয়ে গেল। পুলিসের মনে কোনো সন্দেহ হলো কি না, বোল্‌তে পারি না! কিন্তু সাহেব কয়েকবার বোলেছিলেন, "মাঝে মাঝে এজাহার খেলাপ্ হোচ্চে।" বোলেছিলেন বটে, কিন্তু সে কথার উপর বড় একটা জোর্ হলো না। ইংরাজী পুলিসের স্বতঃসিদ্ধ অভ্যাসের স্বরে রিপোর্ট লেখা হলো। রিপোর্টের বয়ানগুলি এই:—

"এটী আত্মহত্যা, কি খুন, তার নিশ্চয় না থাকা, এবং ডাক্তারের তদারকে মরফিয়া নামক বিষ প্রকাশ হওয়া, ও সকলের জোবান-বন্দীতে কোন সন্ধানাদি না পাওয়া ইত্যাদি গতিকে, অস্মদ্‌পক্ষের সন্দেহ দূর হইল না। অতএব হাজার টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করিয়া অপরাধীকে ধরিয়া দিবার পরোয়ানা

জারি করা যায়; আর তদারকী সাক্ষীগণ বেকসুর বিদায় পায়।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই রিপোর্টেই মঞ্জুরি লিখ্‌লেন। কিছুদিনের জন্যে ছোট খুড়ীর নামের সঙ্গে খুনের গোল্‌মালটাও চাপা পোড়ে রইলো।

ত্রিচত্বারিংশ কাণ্ড।

ন-বৌ,—তরঙ্গিণী।—অপরাধী কে?

ক্রমে একমাস কেটে গেল। একদিন রাত্রি যখন দশটা, আমি শয়ন কোত্তে যাচ্চি, এমন সময় দেখি, পথের ঘরের দর্‌জা খোলা, ঘরে আলো আছে। একটী সুন্দরী কামিনী, একাকিনী কৌচে বোসে পা দোলাচ্চে; আর হুঁহুঁ কোরে যেন গান গাচ্চে!—মাথা নাড়্‌চে, —কাণের দুটী দুল ঘন ঘন দুল্‌চে; অপূর্ব্ব শোভা! কে এ সুন্দরী?—তরঙ্গিণী।—তরঙ্গিণী বোসে আছে,—আপনার মনেই বোসে বোসে গান গাঁচ্চে।—দেখে আমি একটু অস্তর হয়ে দাঁড়ালেম।—ভাব্‌লেম, এ রকম ভাব যখন, তখন এর ভিতর কিছু না কিছু রহস্য আছে! প্রায় দশমিনিট দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় আর একটী দরজা দিয়ে আর একটী কামিনী সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।—কে সে কামিনী?—আমাদের ন-বৌ ঠাকুরুণ। —তিনি প্রবেশ কর্‌বামাত্রেই তরঙ্গিণী জড়সড় হয়ে, উঁচুপানে চেয়ে, ঈষৎ হাস্যমুখে বোল্লে, "এসো খুড়ী-মা! এত রাত্রে যে?"

ন-বৌ উত্তর কোল্লেন, "তুমি না কি বেশ গান গাচ্চো, তাই শুনে মোহিত হয়ে সকল কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি চোলে আস্‌চি! বলি, তরু আমার এমন গান কবে শিখ্‌লে, একবার শুনে আসি।" এই কটী কথা বোলে তরঙ্গিণীর গাল দুটী আস্তে আস্তে টিপে পাশে গিয়ে বোস্‌লেন। একটা হাসির তুফান্ উঠ্‌লো; পরক্ষণেই তরঙ্গিণী যেন বিমর্ষ হয়ে বোল্লে, "আমি গান গাচ্চি? কোন্ চোকে তুমি গান শুন্‌লে খুড়ী-মা?—আমি দুঃখের কান্না কাঁদ্‌চি! —বল দেখি, তুমি কোন্ প্রাণে অমন সুন্দর শাশুড়ীটাকে মেরে ফেল্লে?—বিষ খাইয়ে?"

ন-বৌ এই কথা শুনে ঠাট্টার স্বরে একটু মুচ্‌কে হেসে বোল্লেন, "এ কি রকম তামাসা তোমার তরু?—যেটী কোরেছ, তা মনে মনেই জানো; এখন আর তার উপায় নেই? —আমার কাছে ঢাক্‌লে আর কি হবে?"

তরঙ্গিণী সেই রকম স্বরে উত্তর কোল্লে, "হুঁ! এখন তুমি তামাসা বোল্‌বেই ত? যখন কোরেছিলে, তখন ত এটী ভাব্‌তে পারো নি বাছা?—যা হোক্ খুড়ী-মা? বড় কঠিন প্রাণ কিন্তু তোমার! কেমন কোরে মুখে তুলে অমন্ বিষ দিলে?"

ন-বৌ একটু চুপ্ কোরে থেকে, যেন একটু ম্লানমুখে বোল্লেন, "কেন তুমি আজ এ

রকম কথা বোল্‌চো তরু? কি ভেবে যে বোল্‌চো, এখনো আমি তা বুঝ্‌তে পাচ্চি না! ঠাট্টা কোরেই বোল্‌চো, কি আমারে নষ্ট কোর্‌বে বোলে ছল কোরেই বোল্‌চো, কিছুই আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না! আচ্ছা, কেনই বা তুমি অমন ছল কোচ্চো? তুমি যে একটা মন্দ কাজ কোরেছ, তা ইচ্ছা কোরেই করো, আর না বুঝ্‌তে পেরেই করো যখন কোরে বোসেছ,—যখন কোরে চুকেছ, তখন আর উপায় কি? আমি ত আর সে কথা কাউকে বোল্‌তে যাচ্চি না? এই একমাস ত দেখ্‌লে, কৈ, কারো মুখে একটী দিন কি কিছু শুনেছ? —আমার মুখেও কি কিছু শুন্‌তে পেয়েছ?—আজ তবে অমন কথা আমারে কেন বোল্‌চো তরু?"

তরঙ্গিণী একটু চোম্‌কে উঠে বোল্লে, "কি বলো তুমি খুড়ী-মা?—তুমি যে দেখ্‌ছি, পাকে চক্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকেই ফাঁদে ফেল্‌বার চেষ্টা কোচ্চো?—আমি তোমার কি কোরেছি? বরং তুমি এইমাত্র যে কথাগুলি বোল্লে, সে গুলি আমি বোল্লেই ঠিক খাটে! কেন বোল্‌চি বলো দেখি? এই একমাসের মধ্যে আমার মুখে কি চুঁ-শব্দ শুনেছ? তুমি আমারে ভালবাসো, আমিও তোমারে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি! দৈবী কোরে ফেলেছ এক কর্ম্ম, তার আর হবে কি? চুকে ঢেকে গেছে; সে জায়গায় লোকের কাছে প্রকাশ কোরে আমি কেন আর নিমিত্তের ভাগী হোতে যাবো?"

ন-বৌ একটু শিউরে উঠে ঈষৎ হেসে বোল্লেন, "আর ঠাট্টা কোরিস্‌নে তরু, ঢের হয়েছে!—খুব্‌ হয়েছে! ভয়ে আমার গা কাঁপ্‌চে!—তোমার যাতে মন্দ হবে, তেমন কাজ কি আমি কোর্‌বো? প্রাণ থাক্‌তে তা কোর্‌বো না;—কখনোই না!—তোমারে যে আমি কতখানি ভালবাসি, তা কি তুমি জানো না?—ভেবে দেখ দেখি, যেদিন আমি হাকিমের কাছে সাক্ষী দিই, সেদিন কেমন বোলেছিলেম, ছোট খুড়ীর মৃগীরোগ ছিল!—সে সুধু তোমারেই বাঁচাবার জন্যে না? আমি না কি জানি, এ কাজটী তোমার; তাতেই না আমি দিব্বি কোরে মিথ্যা কথা বোল্লেম? —এই এতখানি আমার ভালবাসা!—তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে থাকো, আমার মুখ দিয়ে কখ-নোই তা প্রকাশ হবে না! আর দেখ তরু! একটু আস্তে আস্তে কথা কও! কি জানি, যদি কেউ আড়াল থেকে শোনে, তা হলে ভারি একটা গোলযোগ হবে!"

তরঙ্গিণী একটু হেসে বোল্লে, "এত ভয় আছে তোমার প্রাণে?—ও মা! তা ত আমি জানি না! আমি জানি, যখন তুমি বৌ-মানুষ হয়ে, অনায়াসে একটা মানুষকে বিষ খাইয়ে খুন কোরেছ, তখন তোমার প্রাণে ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই, মায়া দয়া কিছুই নাই;—ধর্ম্মভয় ত না-ই নাই!—আবার ফিকির দ্যাখো! উল্‌টে পাল্‌টে এই দোষটা এখন আমারি ঘাড়ে চাপান্‌ দেওয়া হোচ্চে!—ধন্নি মেয়ে বাছা তুমি!—ধন্নি তোমার বুকের পাটা!"

ন-বৌ একটু ম্লান হয়ে বোল্লেন, "হ্যাদ্যাখ্‌! চুপ্‌ কর্‌ বাছা তরঙ্গিণী!—মিছামিছি এই অপকলঙ্কটা রটাস্‌নেকো আর!"

তরঙ্গিণী উঠে দাঁড়ালো।—চোক মুখ দেখে বোধ হলো, রেগেছে।—দাঁড়িয়ে উঠেই একটু গলা-ছেড়ে বোল্লে, "চুপ্‌ কোর্‌বে আবার কি? অপকলঙ্ক রটানো আবার কি?—খুন কোরে-ছেন জান্‌ছেন, এখন আবার ন্যাকা হোচ্চেন; —পরকে দুষী কোচ্চেন! ওঁর আবার অপ-

কলঙ্ক!—সত্যি সত্যি বিষ খাইয়ে মেরেছে, তার আবার অপকলঙ্ক কি?"

এই কটী কথা শুনে, ন-বৌ দাঁড়িয়ে উঠে সক্রোধে বোল্লেন, "আমি খুন কোরেছি রাক্ষসী! তুই কোরেছিস্! মনে হয় না?—সেদিন শাসিয়েছিলি, ছোট খুড়ীর মুখের উপর সেদিন ঝগড়া কোত্তে কোত্তে পষ্টই বোলেছিলি, একদিন দেখ্‌বি তারে! সে কথা কি তোর মনে নাই? আমারও কি মনে নাই? তবে যে আমি সে দিন সাহেবের কাছে বলি নি, সে তোর পরম ভাগ্‌গি! তুই জানিস্, ভিতরের খবর আমি সব জানি! ছোট খুড়ী যা কোত্তো, আর তুই যা কোরিস্, সব আমি জানি!"

তরঙ্গিণী রেগে রেগে বোল্লে, "কি তুমি জানো?—মনে কোরে দেখ, যেরাত্রে আমার সঙ্গে তোমার কথাবার্ত্তা হয়,—যেরাত্রে আমি তোমারে তোমার ছোট খুড়ীর চিঠি দেখাই, বলো দেখি, সে রাত্রে তুমি কি বোলেছিলে? দাঁড়িয়ে উঠে, সাপের মতন ফুঁপিয়ে, যখন তুমি বোল্লে, "দেখ্‌বো তারে! সে-ই মরুক, আর আমিই মরি, একদিন আমি দেখ্‌বো তারে!" তখুনি আমি জেনেছি, সংসারটা ছার্‌খার্ হলো!—তুমিই বাছা খুন কোরেছ, আমার মনে বেশ লাগ্‌ছে, তুমিই তারে খুন কোরেছ!—ডাক্তারে বোলেছে মর্‌ফিয়া! কে জানে বাছা মর্‌ফিয়া কি!—তুমিই জানো, আর ডাক্তার জানে, আর যদি হয়, তা হলে যে মোরেছে, সে-ই জানে!"

ন-বৌ এই কথা শুনে আরও রেগে উঠে বোল্লেন, "বোলিস্ কি তুই? গেরোস্তো ঘরের মেয়ে, বুকে ভয় নাই? লজ্জা নাই? তুই না বোলেছিলি, 'কাকা আর বাবা কি ভিন্ন?' তা তার সঙ্গে তোর যে ব্যাভার, তা কি আমি দেখি নি?—তা কি আমি জানি নি?—তার সঙ্গে তোর যা, তা কি আমি শুনি নি?—হরিদাস আমারে সব বোলেছে, হরিদাস সব দেখেছে, আমিও আড়ালে দাঁড়িয়ে তোদের রঙ্গ ভঙ্গ সব দেখেছি!—যখন তোদের সব হাসি খুসী চোল্‌ছিল, সেই সময় ছোট খুড়ী আসে, তাও আমি দেখেছি!—যে রকমে তোদের ঝগড়া হয়, তাও আমি শুনেছি!—তুই রক্তমুখী হয়ে ছোট খুড়ীকে যখন শাসালি, আর সেই শাসানো যে কি রকমের, তা কি আমি শুনি নি?—তোরই কি তা মনে নেই?—ঢাকা থাক্, ছাপা থাক্, আমার কাছে কিছু ছাপা নেই!—সেরাত্রে যা যা তুই বোলেছিলি, তাতে আমি পষ্টই বুঝেছি, যে রকমে হোক্, ছোট খুড়ীকে তুই নষ্ট কোরে ফেল্‌বিই ফেল্‌বি!—ঘটেছেও তাই!—কোম্পানির লোকেরা সত্যি সত্যি কিছু ঠিক কোত্তে পাল্লে না বটে, কিন্তু আমি সব ঠিক দিয়ে রেখেছি! তু-ই খুন কোরেছিস্!—অন্ধকার রাত্রে, দুর্য্যোগের রাত্রে, তু-ই তারে বিষ খাইয়েছিস্! ওরে তুই খাইয়েছিস্!—খাইয়েছিস্!—তুই রাক্ষসী!—তুই তার খুনে-নাগ্নী! এ কথা এখন ছাপা থাক্‌লো বটে, কিন্তু চিরকাল কিছু ছাপা থাক্‌বে না! আজ হোক্, কাল হোক্, কি দশদিন পরেই হোক্, প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বেই পোড়্‌বে! ধর্ম্মের দোরে কপাট নাই, ধর্ম্মের ঢাক শূন্যে শূন্যে বাজে!"

তরঙ্গিণী রেগে উঠে ফর্‌ফর্ কোরে বোল্লে, "দুষ্টী লোকের অনেক ছল! বলে ঃ—

"সতী হতে চাই আমি, বিধি বাদী তায়।
কলঙ্ক ধর্ম্মের ঢোল বিধাতা বাজায়॥"

"মনে কোচ্চো তুমি, আমি খুব সতী!

কিন্তু তোমার যত সতীপনা, তা এক আঁচোড়েই টের পাওয়া গেছে!—দেশময় ঢিঢিকার! আমি না জানি কি? সেখানেও জানি, এখানেও জানি, আর বাড়ীর সকলেই সবিশেষ জানে!—জান্‌তে আর কারো বাকী নেই! সতীগিরির কথা উঠ্‌লে, হেথায় সেথায় সকলেই তোমারে রম্ভা কি উর্ব্বশীর সঙ্গে তুল্লি কোরে থাকে!—একেবারেই জগৎজোড়? তবে তুমি না কি বড় সেয়ানা, তাতেই যা কিছু লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখ্‌তে পারো!—কিন্তু এবারে আর পেরে উঠ্‌ছো না; হাতেনোতেই ধরা পোড়্‌চো!—তোমার ছোট খুড়ীকে তুমিই যে বিষ খাইয়ে মেরেচ, তাতে আর কিছুমাত্র চুক্ ভুল নাই!”

ন-বৌ দৌড়ে গিয়ে, একটু হেলে, হাত নেড়ে, চোক মুখ ঘুরিয়ে বোল্লেন, “ফের্ ফের্ এক কথা? সেদিন আমি শুনেছি, তুই তারে মেরে ফেল্‌বি বোলে শাসিয়েছিলি; আমার সাক্ষাতে, তোর ন-কাকার সাক্ষাতে ঝঙ্কার কোরে শাসিয়েছিলি; সেইদিনেই আমি জেনেছি, তোর পেটে পেটে হারামের ছুরি! তুই যে তারে খুন কোরেছিস্, তা আমি ইষ্টি-দেবতার নামে দিব্বি কোরে বোল্‌তে পারি তুই—”

কথায় বাধা দিয়ে তরঙ্গিণী বোল্লে, “এখনো বোল্‌চি চুপ্ করো! কোরেছ যা, তা আমিও জানি, তুমিও জানো? যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকল লোকে না জানে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লুকোচুরি খাটবে?”

ন-বৌ একটু নীচু হয়ে তরঙ্গিণীর মুখের কাছে হাত নেড়ে চোক ঘুরিয়ে বোল্লেন, “দেখা যাবে, লুকোচুরি কার কতদূর খাটে? খুন কোরেছেন আপ্‌নি, বিষ খাইয়েছেন আপনি, এখন আবার পরের ঘাড়ে দোষ দিয়ে সতী হোতে চাচ্চো? কিন্তু কুঁদের মুখে আর বাঁক্ থাক্‌বে না। মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, তিনিই এর বিচার কোর্‌বেন; চার যুগের সাক্ষীই তিনি!—ধর্ম্মভয় নেই, পরকালে কি হবে, তার ভয় নেই, নরকের ভয় নেই!—পাপ কোল্লেই ভুগ্‌তে হয়। আমি যদি কোরে থাকি, আমিই ভুগ্‌বো, আমিই নরকে যাবো। আর তুই যদি কোরে থাকিস্; কোরে, আমার নামে এই অপকলঙ্কটা দিচ্ছিস্, এ কথনো তোর ধর্ম্মে সবে না!—ওরে দেখিস্!—দেখিস্!—সবে না! সবে না! সবে না!”

এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ন-বৌ সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, সক্রোধে গোঁ-ভরেই বেরিয়ে গেলেন। ভাবটা অতি ভয়ানক!—সাপের লেজে লাঠি মাল্লে সে যেমন সরোষে ফুঁপিয়ে উঠে, তিনিও তেম্‌নি রকম সক্রোধে জ্বোলে উঠ্‌লেন!—তীর্‌বির্ কোরে বেরিয়ে প্রায় বিষহাত তফাতে, উত্তরের বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি ভাব দেখে বুঝ্‌লেম, তিনি যেন তখন স্থির,—নিস্তব্ধ,—বিষণ্ণ!—যে গতিতে ঘর থেকে বেরুলেন, সে গতি প্রায় বিদ্যুতের।—কিন্তু যে ভাবে গিয়ে দাঁড়ালেন, সে ভাব এককালে গতিশূন্য, যেন শারদীয় মন্থর মেঘ!—রাত্রি প্রায় তিনটে, ভয়ে আর সন্দেহে, থেকে থেকে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হোচ্ছিল। ভাব্‌লেম, পুলিসে যে রকম সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তাতে আমার যে সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহের এ-ই ফল!—এই দুজনের একজনই সে ভয়ঙ্কর খুনের ভীষণা নায়িকা! কিন্তু কে যে সে, এখনো তা স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

ন-বৌ প্রায় এক ঘণ্টা বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে

থাক্‌লেন। আমি যে গোপনে দাঁড়িয়ে আছি, তা তারা জান্‌তে পাল্লে, কি দেখ্‌তে পেলে কি না, ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না। দেখ্‌লেম, তরঙ্গিণী শয়ন কোল্লে; ঘুমুলো কি না, জান্‌তে পাল্লেম্ না। ন-বৌ ধীরে ধীরে আবার সেই ঘরের কাছে এসে কি দেখ্‌লেন, জানি না। ফিরে গিয়ে আপনার ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। ন-বাবু সেরাত্রে কোথায়।—ভাবে বোধ হলো, ঘরে ছিলেন না। থাক্‌লে বোধ হয়, এরা দুজনে এত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আর এক ঘরে বোসে ঝগ্‌ড়া কোত্তে পাত্তো না। যা হোক্, খুনের রাত্রে, তদারকী এজ্‌লাসে, আর তার পর প্রায় একমাস সেই বাড়ীতে আমার যা কিছু সংশয় হয়েছিল, আজ রাত্রে তার শতগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলো। কেবল সংশয়মাত্র নয়, একেবারে স্থির নিশ্চয়!—হয় ন-বৌ, নয় তরঙ্গিণী, এই দুজনের মধ্যে একজন অবশ্য অবশ্যই ছোট খুড়ীকে খুন কোরেছে।

আর রাত নাই। কোনো ঘরে কিছু উচ্চবাচ্য শুনতে পেলেম না। গুপ্তভাবে অন্তরালে দাঁড়িয়ে থাকা, তখন আর ভাল নয় বোলে জ্ঞান হলো।—যদি ভালই নয়, তবে এতক্ষণ ছিলেম কেন?—উত্তর এই, ভয়ানক রহস্যভেদের সূত্রে, অন্তঃকরণ নিতান্ত অভিভূত ছিল, চিত্ত অতিশয় অস্থির ছিল, তার পর কি হলো, কে কোথায় গেল, কে খুন কোল্লে, আরো কিছু শুন্‌বো কি না, এই শোচনীয় কৌতূহলে, আর এই দারুণ চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেম, সময় আমারে প্রতারণা কোরে কোথা দিয়ে অস্তমিত হলো, কিছুই চৈতন্য ছিল না; সেইজন্যে, সেই অবস্থায়, সেখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেম। এখন পূর্ব্বদিক ফরসা হয়েছে, এ সময় আর সে অবস্থায় বিমোহিত থাকা আমার পক্ষে ভাল নয়; এই ভেবে—যেন কিছুই জানি না,—কোথাও ছিলাম না,—আপনার ঘরেই ছিলেম,—ঠিক সেই রকমে শয্যায় গিয়ে শয়ন কোল্লেম। নিদ্রা হলো না, কিন্তু কৌশলে এমনটী দেখালেম, যেন আমি অচেতনেই ঘুমিয়ে রয়েছি!—নাক্ ডাকাতে লাগ্‌লেম!—ইচ্ছা, বাড়ীর লোকেরা মনে করুক্, হরিদাস অকাতরেই ঘুমুচ্চে।—আধ্‌ঘণ্টা পরে রাত্রি প্রভাত হলো।

চতুশ্চত্বারিংশ কাণ্ড।

সালতামামি।—প্রস্থান

আরও একমাস অতীত। এই সময় একটী ভয়ানক শোকাবহ ঘটনা উপস্থিত। সাল্‌তামামি নিকাশে ব্যাঙ্কে আমাদের বড় বাবুর চুয়াত্তরহাজারটাকা দেনা দাঁড়িয়েছে! পঞ্চাশহাজারটাকা আনামত্ ছিল, সেগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে, এখনো চব্বিশহাজার বাকী!—খোস্‌তহবিল্ নয়, বে-আইনি তছ্‌রুপাত্! সুতরাং দেওয়ানি আদালতে না হয়ে, ফৌজদারী আদালতে নালিস। কতদিন ধোরে মকদ্দমা হোচ্চে, কিন্তু কিছুতেই নিষ্পত্তি হোচ্চে না।—

আর একটী বিপদ! হিসাব দিয়ে আপনার ফাঁদে আপনিই ধরা পোড়েছেন; অথচ এখনো কবুল করেন নি! তা যদি কোত্তেন, তা হলে বোধ হয়, কতক মঙ্গল হলেও হোতে পাত্তো। কিন্তু এখন আঁর উপায় নাই।

ক্রমাগতই মকদ্দমা মুলতুবি হোচ্চে। হাকিমের রায় যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে গতিক ত কোনোমতেই ভাল বোধ হোচ্চে না। একদিন একটী সওয়াল হলো, "এই যে তহ-বিলে চব্বিশহাজারটাকা গর্‌মিল,—যে টাকা সর্‌কারি হিসাবে বে-জমাখর্‌চি আছে, এই টাকা কি তোমার নিজের খরচ, অথবা অমনোযোগের দরুণ ভুল?" বড় বাবু তাতে এই উত্তর করেন, "হিসাব আমি পূর্ব্বাপর সমান কৈফিয়তে ঠিক ঠিক রেখেছি; তার ভিতর এত টাকা কি রকমে কোথায় গেল, কিছুই বোল্‌তে পারি না!" এই কথা-টীতে,—কেবল এই কথাটী ব্যবহার করাতেই তাঁর অদৃষ্টের শিরে বজ্রাঘাত হলো! সেই দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মকদ্দমা দায়রা সোপোর্দ্দ কোল্লেন। তিনদিন দায়রার বিচারে চূড়ান্ত আজ্ঞা হয়।—আদেশের বয়ানগুলি এইরূপ:—

"ব্যাঙ্কের দাবী চব্বিশহাজারটাকা আসামী মজ্‌কুরের জায়দাদ্‌ বিক্রয় করিয়া আদায় করা যায়; এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি আইনানুসারে বাজেয়াপ্ত হয়। আর আসামী পাঁচবৎসরের জন্য বামেহনত্‌ কয়েদ থাকে!"

যখন হুকুম হয়, তখন আমি আদালতে। —হুকুম শুনে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরে এলেম। ভাব্‌লেম, হা পরমেশ্বর! এই হত-ভাগার অদৃষ্টে এত কষ্ট লিখেছিলে? যিনি আমারে একটু সদয় হন, তাঁরি ভয়ানক বিপদ ঘটে!—এ কেবল আমারি অদৃষ্টের দোষ!—আমি এটী গুপ্তকথা মনে করি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকল লোকেই তা জান্‌তে পাচ্চে!—এ রকম জানা আমার পক্ষে অতি অমঙ্গলের বিষয়! সংসারের লোকেরা লোকের আয় পয় আগে খোঁজে! যদি জানে হরিদাসকে বাড়ীতে রাখা অলক্ষণ, তা হলে ত্রিসংসারে একদিনের জন্যেও আর আমি থাক্‌বার স্থান পাবো না; কোনো সংসারেই কোনো গৃহস্থই আর আমারে আশ্রয় দিবে না। এইটী ভেবে, আমার উভয় চক্ষু নয়নাশ্রুতে পরিপূর্ণ হলো,—দর্‌দর্‌ধারে গণ্ডদেশ দিয়ে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো;—ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ী এলেম। বড় বাবু কয়েদ হয়েছেন, এই কথা শুনে বাড়ীশুদ্ধ-লোক সকলেই শোকাকুল। যাঁর আদরে আমার আদর, তিনি এখন বিপদগ্রস্ত; চাকরীতে এখন আমার আন্তরিক বিতৃষ্ণা। ভাব্‌লেম, এখানে আমি থাক্‌বো না; অদৃষ্টে যা থাকে ঘোট্‌বে,—ঘোটুক,—প্রার্থনাও আমার তাই;—অদৃষ্টেই আমার জন্মাবধি ভরসা!—বিপদ, সম্পদ, সকলি অদৃষ্টের হাত! লোকের মুখে শুন্‌তেম্‌ এখন ভুক্তভুগী হয়ে জানালেম! অদৃষ্ট,—আমার অদৃষ্ট, আমার সঙ্গে অহরহ নিদারুণ ব্যঙ্গ কোচ্চে!—দেশ ছেড়ে বিদেশে এলেম, যে সংসারে আশ্রয় পেলেম, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা তাদের কাছে অবশ্যই আমার উচিত।—কিন্তু যে রকম দেখ্‌লেম, তাতে বোধ হলো, এরা অতি নরাধম! বড় বাবু যিনি, তিনি ত বদ্‌নামের ভয়ে, ফরাস্‌ডাঙ্গা থেকে পালিয়ে এসে, কিছু-দিন পরে তহবিল ভাংলেন;—কয়েদ হলেন! ন-বাবু যিনি, তাঁর ত সব রকম লীলাখেলা অভ্যাস আছে! খুড়ীর ঘরে ছবি খোঁজা হলো, ভাইঝির সঙ্গেও ভালবাসা চোল্লো!—ছোট

খুড়ী আর তরঙ্গিণী, উভয়েই ত বিলক্ষণ রকমে সতীত্ব দেখালেন!—ছোট খুড়ী আমারে চোর অপবাদ দিয়ে, চাঁপার কৌশলে একরাত্রী বন্দী রাখ্লেন; শেষে আপনিই সাংঘাতিক বিষের ক্রমে ইহ জগৎ পরিত্যাগ কোল্লেন!—আমার অদৃষ্ট যত মন্দ হোক্, কিন্তু কিছুই অনিষ্ট হলো না!—ন-বৌটী দেখ্তে অতি সতীলক্ষ্মী, অতি লজ্জাশীলা, কিন্তু তরঙ্গিণীর সঙ্গে সেরাত্রে যে রকম পষ্টাপষ্টি ঝগ্ড়া হলো, তাতে বেশ জানা গেছে, ভিতরে ভিতরে তিনি আর সে তিনি নন্!—বড় বাবু আমারে এই সংসারে এনে, অসময়ে অনেক উপকার কোরেছেন বটে, কিন্তু এদের গুহ্যকথা অতি ঘৃণাকর!!

যা হোক্, এ বাড়ীতে আর আমি থাক্বো না!—পুণ্যধাম প্রয়াগধামেই থাক্বো না। এখনো মানে মানে পালাতে পাল্লে, অনেক মান বাঁচে! চাক্‌রিতে আর আমার মায়া নাই। আগে যেমন ভেবেছিলাম, সেই রকম খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে, সুবিধা হয়, ব্যবসা কোর্‌বো, আর না হয় অন্য স্থানে নূতন রকম চাক্‌রিতে প্রবৃত্ত হবো। এইরূপ সঙ্কল্প কোরে, মাস্‌কাবার পর্য্যন্ত চোক্ কাণ বুজিয়ে থাক্‌লেম। তার পরে চাক্‌রিটী ইস্তফা দিয়ে, ব্যাঙ্কে যে কমাসের মাইনের টাকা জমা ছিল, তাই নিয়ে, এলাহাবাদ থেকে বেরুলেম।

প্রথম পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

এই এক নূতন!

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

দ্বিতীয় স্তবক।

১৮৭১ খৃঃ।

পাঠক মহাশয়! জগদীশ্বরের অনুগ্রহে, সরস্বতীদেবীর কৃপায়, আর আপনাদের দশজনের শুভদৃষ্টিতে, "আমার গুপ্তকথা"র প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হলো।—ইংরাজী নূতন বৎসরের এক হপ্তা পূর্ব্বে, "এই এক নূতন" ধূয়া দিয়ে, যে দুঃসাহসিক কার্য্যে হাত দিয়েছিলেম,—যে দুরারোহ সাহিত্যশিখরে আরোহণ কোত্তে চেষ্টা কোরেছিলেম, বাঙ্গালা বৎসরের দ্বিতীয় মাসে তার প্রথম কক্ষ উত্তীর্ণ হয়ে, দ্বিতীয় কক্ষে আজ পদার্পণ কোল্লেম।

বালক হরিদাস আমার কাছে যেমন যেমন আত্মকাহিনী প্রকাশ কোচ্চেন, আমিও অবিকল সেইগুলি আপনাদের নয়ন-দর্পণে রেখে হাজির কোচ্চি। তাতে আপনাদের মনে সন্তোষ জন্মাচ্চে কি না, এখনো আমি সেটী ভাল কোরে জান্‌তে পারি নি। হরিদাস এতদিন যতগুলি কথা বোল্লেন, সকলগুলিই গোল্‌মাল,—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, এ পর্য্যন্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে, স্বর্গভ্রষ্ট আংটীর মত তার নিশ্চিত স্থানটী ঠিক হয় নাই। পাঠক মহাশয়! আপনার কি ধৈর্য্য শিথিল হোচ্চে? আমি অনুমান করি, তাই হওয়াই

সম্ভব।—কেন না, ক্রমাগত চার পাঁচমাস এক রকম জিনিসের আস্বাদন কোত্তে কোত্তে রসনার অরুচি অবশ্যই হোতে পারে।—ক্ষমা করুন, অপেক্ষা করুন, আর একটু ধৈর্য্যধারণ করুন; নূতন নূতন রসের আস্বাদন পেয়ে তুষ্ট হোতে পার্‌বেন।—বিন্দু বিন্দু কোরে নানা ফুলের মধু লয়ে, এই একটী নবীন মধুচক্র রচনা করা যাচ্চে;—এ পর্য্যন্ত যদিও সেটী অসম্পন্ন ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চেন না, কিন্তু ক্রমেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে! এই অর্দ্ধচক্রের মধু আনন্দে পান করুন,—অল্পে অল্পে পান করুন, ঠাণ্ডা হবেন,—গা জ্বালা কোর্‌বে না, ঠাণ্ডা হবেন! যে ভয়ানক দুর্দ্দিন একে একে অতীত হয়েছে,—যে সকল ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড দেখ্‌ছেন, তার মধ্যে কোনোটীর আধা-আধি, কোনোটীর ভূমিকা সার, আর কোনোটীর অঙ্কুরমাত্র হয়ে, গুপ্তকথার আবরণে গুপ্ত হয়ে আছে।—বালক হরিদাস স্থানে স্থানে যে সকল বিপদ সম্পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেছেন, সেইগুলির আবরণ মোচন করাই আমার নবীন রহস্য-রথের অন্তিম চূড়া!—সেইগুলির রূপ দেখা পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করুন। ধৈর্য্য যে একটী রূপময় পদার্থ, তার ফটোগ্রাফ্ যদি হোতে পাত্তো, তা হলে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে সেই ছবিখানিও এই সঙ্গে উপহার দিতেম।—আমার দুর্ভাগ্য,—সেটী এ যাত্রা অসম্ভব!

প্রথম পর্ব্বের মাঝে মাঝে এক একটী রহস্য আছে। সেগুলি বাস্তবিক কি?—আমি এখন নিশ্চয় কোরে বোল্‌বো না। রামকুমার বাবুর খুনের পর যে একটু ইঙ্গিত* আছে, সেইটীই জান্‌বেন; আমার ক্ষমা স্বীকার! রহস্যই থাক্, আর যা যা আছে, সকলি থাক্; ঘটনা যা, তা ঘটনাই জান্‌বেন। তার সঙ্গে গ্রন্থকারেরও

দামোদরতীরে রামকুমার বাবুর শবদাহ স্থলে, তৃতীয় কাণ্ডস্থিত টীকা দেখুন।

সংস্রব নাই, পাঠকেরও সংস্রব নাই, হরিদাসেরও সংস্রব নাই! যাতে কোনো লোকের উপর কিছুমাত্র কটাক্ষ বা লক্ষ্য নাই, তাতে সে ভাবের সকল প্রশ্ন, সকল তর্কই অনাবশ্যক! হরিদাসের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, অথবা নিজমুখে জীবনচরিত, এই দুইটীর যা-ই বলুন, এতে একটী নূতনত্ব আছেই আছে। যদি স্বীকার করেন, তা হলে এটী বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে, "এই এক নূতন" হবেই হবে। যদি তাই ধরেন, তবে ধরুন, বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডারে যেমন সামন্তক মণি, সূর্য্যকান্ত মণি, চন্দ্রকান্ত মণি, নীলকান্ত মণি, পদ্মরাগ মণি, মরকত মণি, অয়স্কান্ত মণি, ইত্যাদি নানা রকম জ্যোতির্ম্ময় মণি আছে, আমাদের "এই এক নূতন"ও তেম্নি একটী নূতন রকম ভাঙাচুরো ফাটাফুটো জ্যোতিঃহীন মলিন মণি!—এ একটী ছোটোখাটো উপদেশ-ভাণ্ডার!—আর এর ভিতর, (সুরূপই হোক্, বা কুরূপই হোক্), প্রকৃতিদেবীর ছবিও দেখ্তে পাবেন। পূর্ব্ব স্তবকে বলাই হয়েছে যে, "এতে কাকেও রাগ কোত্তে হবে না।" বস্তুতঃ সে অঙ্গীকার, সে প্রতিজ্ঞা, পদে পদেই রক্ষা করা হোচ্চে।—অপেক্ষা করুন, ক্রমে দেখ্বেন, হরিদাসের ভাগ্য কতদূরে, কি অবস্থায় লুক্কায়িত আছে। যারে যারে আপনি প্রস্তর বোলে অনুমান কোচ্চেন, সময়ে তাহা হীরা হোতে পারে। প্রথম পর্ব্বরূপ দর্পণে যাঁর যাঁর প্রতিবিম্ব নির্নিমেষলোচনে দর্শন কোরেছেন, যাঁরা যাঁরা ক্ষণমাত্র দেখা দিয়ে বিদ্যুতের ন্যায় অদর্শন হয়েছেন, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে যখন দেখ্তে পাবেন, তখন জান্বেন, ধৈর্য্যের ফল কেমন সুন্দর, কেমন সুপক্ব, আর কেমন সুমধুর।

পাঠক মহাশয়! তবে আমি এই পর্য্যন্ত বোলে আজ বিদায় হই। আপনি পুনরায় আপনাদের স্নেহাস্পদ হরিদাসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

করুন। ভাল রকমে নূতন রসে মিষ্টালাপ করুন। আমি এখন বিদায় হলেম। শেষে আর একবার দেখা হবে। সেইদিন শুন্‌বো, আপনারা "গুপ্তকথা" আগাগোড়া পাঠ কোরে রুষ্ট হলেন, কি তুষ্ট হলেন। হরিদাস আপনাদের চিত্তরঞ্জন কোত্তে পাল্লেন, কি বিরাগের ভাগী, ঘৃণারে সহচরী কোরে দেশত্যাগী হলেন, তাও জান্‌তে পার্‌বো। বিনয়পূর্ব্বক, মিনতিপূর্ব্বক আমার অনুরোধ এই—আগে পাঠ করুন, পরে দোষগুণের বিচার কোর্‌বেন। প্রথম দর্শনে কোনো বস্তুরই চূড়ান্ত বিচার হয় না। চুম্বক-পাথর লোহা আকর্ষণ করে, এটী বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু কেবল উপদেশ শুনে মনের যথার্থ প্রত্যয় ও প্রকৃত প্রীতি কখনই জন্মে না। পরীক্ষাই প্রত্যয়, পরীক্ষাই প্রীতি। এইজন্যেই আমার প্রার্থনা, পরীক্ষা কর্‌বার সময় আসুক, পরীক্ষা করুন; তার পর বিচার।

পরিচিত

শ্রীসব্‌জান্তা।

এই এক নূতন!

আমার গুপ্তকথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

পঞ্চচত্বারিংশ কাণ্ড।

বরদা রাজ্য।

১২৪৮ সালের মাঘমাসের শেষে এলাহাবাদ থেকে বেরুলেম।—বেরুলেম বটে, কিন্তু যাই কোথা? একবার মনে কোল্লেম, মাণিকবাবু আমারে দেশে যাবার জন্যে অনুরোধ কোরেছিলেন,—দেশেই যাই।—মাণিকবাবুর এখন আর সে ভাব নাই, আমারে বড় সদয়,—সেখানে গেলে সুখেই থাক্‌তে পার্‌বো।—আবার তখনি পূর্ব্ব-কথা, পূর্ব্ব-বিপদ মনে পোড়্‌লো; সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ কোল্লেম।—তখন মনে হলো, ইতিহাসে দেখেছি, বীরপ্রসূতি রাজস্থান, আমাদের পুরাণবর্ণিত চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের আবাসভূমি; সেই দেশে একবার যাই।—দেখে আসি, রাজপুতানা কেমন দেশ।—ইচ্ছা হলো বটে, কিন্তু হঠাৎ কে যেন আমাকে বোল্লে, "রাজপুতানা এদেশের অতি নিকটে, সেখানে তুমি যেয়ো না হরিদাস!—শত্রু পাছু পাছু আছে।—সন্ধান পেলে, অবশ্যই সে পর্য্যন্ত গিয়ে তোমারে নষ্ট কোরে ফেল্‌বে!" কথা যেন জাগ্রতে স্বপ্নবৎ বোধ হলো,—মন চোম্‌কে উঠ্‌লো;—রাজপুতানা দর্শন কর্‌বার আশা, মনে মনেই তৎক্ষণাৎ লয় পেয়ে গেল। এখন তবে করি কি?—যাই কোথা।

হঠাৎ মনে পোড়্‌লো, গুজরাট দেশে বরদা নামে এক রাজ্য আছে; গুইকুমারবংশ সে রাজ্যের রাজা।—সেই দেশে কমলা অচলা হয়ে আছেন। কমলার কৃপায় সে দেশের লোক সকলেই সুখী।—শুনেছিলেম, আগে আগে (এখন নাই), সেখানে নূতন লোক গেলে, তার যদি কিছু সংস্থান না থাক্‌তো, তা হলে দেশের লোকে, সকলে এক এক টাকা চাঁদা করে, তারে লক্ষটাকা তুলে দিতো—তাই নিয়ে সে অনায়াসে কার্‌বার কোরে সুখসচ্ছন্দে থাক্‌তে পাত্তো।—আমার না কি কার্‌বারে বড় ইচ্ছা, আর নিকটে থাক্‌বো না, সেটীও এক প্রতিজ্ঞা;—সেই নরান্তক মামা এসে কবে কি গোল্‌মাল কোর্‌বে, নয় ত সেই জুয়াচোর দিগম্বর কোন্‌দিন ছদ্মবেশে এসে

টাকা কটী ফাঁকি দিয়ে নেবে। দূর হোক্, বিপদকে সঙ্গে কোরে কোনোখানে থাকাই কিছু নয়! গুজরাট সহর, ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিখ্যাত স্থান; শুনেছি, সে দেশে বড় বড় সওদাগর বাস করেন; কালকেতু সেই সহরে জঙ্গল কেটে রাজ্য পত্তন কোরেছিলেন, রাতারাতি রাজাও হয়েছিলেন; সেই দেশেই যাই;—অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলেও হোতে পারে।

এই ভেবে গুজরাট যাত্রা কোল্লেম। পথে পথে অনেক জায়গায় এক আধ্‌দিন বাসা কোরে থাকতে হলো; অনেক কষ্টও হলো। কিন্তু যে কষ্ট আমি আগে আগে ভোগ কোরেছি, তার কাছে পথের কষ্ট অতি যৎ-সামান্য। একমাস পরে গুজরাটের রাজধানী বরদায় পৌছিলেম। যখন পৌঁছিলেম, তখন সন্ধ্যা।—রাত্রিকালে যাই কোথা?—এ নূতন দেশ, এখানকার সকলি অজানা। আইন কানুন সব নূতন, কোম্পানিবাহাদুরের রাজত্বের ভিতর বটে, কিন্তু এ রাজ্যে কোম্পানির আইন চলে না, গুইকুমার রাজবংশ এ রাজ্যের সর্ব্বেশ্বর। রাজা যা মনে করেন, তা-ই করেন।—শুনেছি, তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ!—রেতের বেলা সহরে ঢুকলে, কি জানি, যদি কোনো বিপদ ঘটে। কিন্তু যা-ই বা কোথা? ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে যেতে লাগ্‌লেম। খানিকদূর যেতে যেতে সম্মুখে একখানি বৃহৎ বাড়ী দেখতে পেলেম।—নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, সেটী সদাব্রত-বাড়ী। দরজায় একজন লোক ছিল, তারে বোল্লেম, "আমি বিদেশী,—পথিক,—এই বাড়ীতে থাক্‌বার ইচ্ছা করি।" সেই লোক বোধ হয় আমার কথা বুঝতে পাল্লে না, কিছুমাত্র উত্তর না কোরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। দুমিনিট পরে তার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁরে আমি সেই কথা আবার বোল্লেম, তিনি বুঝতে পাল্লেন; আদর কোরে আমারে সঙ্গে কোরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। যতক্ষণ আহার না হলো, ততক্ষণ কাকেও আমি কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। আহারের পর রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন সেই ভদ্রলোক আমার জন্যে একটী সুন্দর শয়নঘর নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেন; আপনিও তামাক্ খেতে খেতে সেইখানে একটু বোস্‌লেন। জিজ্ঞাসায় জান্‌লেম, তাঁর নাম সিউশরণ পণ্ডিত; আলাপে বোধ হলো, তিনি অতি জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি। শুন্‌লেম, অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ কোরেছেন, সকল ভাষাই প্রায় জানা আছে, আর অত্যন্ত অমায়িক।—যা যা তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, অকপটভাবে সকল কথারি উত্তর দিলেন। তাঁরি মুখে শুনা হলো, রাজ্যটী যথার্থই লক্ষ্মীদেবীর রাজপাট। যখন এ রাজ্যের তরুণ অবস্থা, তখন অবধিই প্রজারা লক্ষ্মীর প্রিয় সন্তান। এখন যা-ই হোক্, "রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট," এ কথার যতই মান বাড়ুক, পূর্ব্বে কিন্তু শোভাসমৃদ্ধির সীমা ছিল না। রাজা স্বাধীন, কোম্পানিকে কর দিতেন না;—কোম্পানির বাধ্য অবশ্য অনেক রকমে ছিলেন, কিন্তু আইন আদালত সবই তাঁর নিজের ছিল; এখনো সেই রকম আছে। রাত্রি সাড়েএগারোটা পর্য্যন্ত আমাদের কত রকম গল্প হলো, তার পর সেই ভদ্রলোক আমারে শয়ন কোত্তে বোলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি শয়ন কোল্লেম; প্রাতঃকালে উঠে নগর দর্শন কোত্তে বেরুলেম।

নগরের শোভা অতি চমৎকার! দুধারি

অট্টালিকা,—প্রশস্ত রাজপথ,—অগণ্য দোকান সার গাঁথা,—ঝাঁক্ ঝাঁক্ লোক। সকল লোকেই আপনাপন কাজে শশব্যস্ত;—চারিদিকে রৈ রৈ শব্দ। কার্‌বারের প্রবাহ দেখে মনে হলো, শোনা কথা সব সত্য; এ রাজ্যে থাকতে পাল্লে, আগেকার সকল দুঃখই আমার দূরে যাবে। এইরূপ ভাব্‌লেম বটে, কিন্তু মন একটু চঞ্চল হলো;—দুটী কারণে ক্ষুণ্ণ হলো। এক কারণ, থাকি কোথা?—আশ্রয় দেয় কে? দ্বিতীয় কারণ, গুজরাটী ভাষা জানি না।—ভাব্‌তে ভাব্‌তে অনেকদূর গেলেম। যতদূর গেলেম, ততদূরই কার্‌বারি লোকের আমদরপ্তী। তাই দেখে, আর নানা রকম কোলাহল শুনে, হৃদয় যে আনন্দে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো।

হৃদয় নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু প্রথমের দুটী ভাবনায় চিত্ত অস্থির।—বেলা প্রায় সাড়েদশটা, তখন পর্য্যন্ত এমন একটী লোক দেখ্‌তে পেলেম না যে, দণ্ডও তার সঙ্গে কথা কোয়ে কৌতুক পূর্ণ করি।—যে পথে এসেছিলেম, সে পথে না গিয়ে, আর এক পথ দিয়ে সদাব্রতে ফিরে গেলেম। সেখানে স্নানাহার কোরে সেই লোক্‌টীকে একটু কৌশল কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! বোল্‌তে পারেন, আমি যদি এদেশে ব্যবসা কোত্তে চাই, তা হলে কেউ আমারে সাহায্য করেন কি না!" তিনি বোল্লেন, "লোক এখানে অনেক আছে, অংশীও অনেকে চায়, মাইনে দিয়েও রাখ্‌তে পারে, কিন্তু সকলের মন সমান ধরণের নয়। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কোল্লে, তা হলে আমার পরামর্শ, মহানন্দ সামন্ত বোলে বরদার রাজসংসারের যিনি প্রধান সরবরাহকার, তিনিই অতি ভাল লোক। তাঁর স্বভাব ভাল, চরিত্র ভাল, টাকাও অনেক, কার্‌বারও ফেলাও, সকল রকমেই ভাল। আর তাঁর লোকজনও সময়ে সময়ে অনেক আবশ্যক হয়। আমি বোধ করি, তাঁর সঙ্গে মিশ্‌তে পাল্লে, অতি সুখেই থাক্‌তে পার্‌বে; আর শীঘ্র শীঘ্র ভালও হবে।" আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তিনি থাকেন কোথা? বাড়ী কোথা?" তদুত্তরে নব-পরিচিত মিত্র নির্দ্দেশ কোল্লেন, "রাজবাটীর প্রায় আধক্রোশ দূরে, দক্ষিণে, তাঁর বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে বুদ্ধদেবের তিনটী মন্দির আর একটী বৃহৎ দীঘী আছে। গেলেই দেখ্‌তে পাবে,—কেউ না বোলে দিলেই চিন্‌তে পার্‌বে।" এই কথা শুনে একটু বিশ্রাম কোরে, মহানন্দ মহাজনের অন্বেষণে বেরুলেম। যত নিকট শুনা হয়েছিল, তত নয়, সদাব্রতের প্রায় একক্রোশ তফাতে তাঁর বাড়ী; অনেক খুঁজে সন্ধান পেলেম।

ষট্‌চত্বারিংশ কাণ্ড।

মহানন্দ সামন্ত।

যখন মহাজনের বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম, তখন বেলা প্রায় আড়াইটে, কি তিনটে। দরজায় দুজন প্রহরী ছিল, তারা আমারে কি জিজ্ঞাসা কোল্লে, বুঝ্‌তে পাল্লেম না; তথাচ "মহাজন" শব্দ উচ্চারণ করাতেই তারা পথ ছেড়ে দিলে। আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে

প্রথমে কাকেও দেখ্‌তে পেলেম না। প্রায় দশমিনিট দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখ্‌ছি, এমন সময় উপর থেকে একজন লোক নেমে এলো। সে যে মহাজন নয়, তা তার চেহারা আর পরিচ্ছদ দেখেই বুঝ্‌তে পাল্লেম। পাঠক মহাশয়! আশ্চর্য্য শুনুন! আমি গুজরাট দেশে এসেছি, গুজরাটী ভাষা জানি না, ভয়েই মন অস্থির হোচ্ছিল, এই সময় সেই লোকটী বাঙ্‌লা ভাষায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি এখানে?" আমি কতক উল্লাসে, কতক হুতাশে উত্তর কোল্লেম, "হরিদাস, নিবাস বাঙ্‌লা দেশ।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখানে কি নিমিত্ত?" আমি উত্তর কোল্লেম, "মহানন্দ মহাজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছি; কিছু আবশ্যক আছে।" তিনি বোল্লেন, "আমিই মহাজন, কি আবশ্যক আছে, বল।" পরিচ্ছদ দেখে বাজে-লোক বোলেই বোধ হয়েছিল, পরিচয় শুনে, প্রগাঢ়-রূপ বিস্ময় হলো! কিন্তু সে ভাব গোপন কোরে, বিনম্রস্বরে বোল্লেম, "কার্‌বারের অভিলাষ।" মহাজন একটু নিস্তব্ধ থেকে বোল্লেন, "চাকরি চাও?" আমি বোল্লেম, "আপনি যদি তাই বলেন, তাতেই রাজী আছি! কিন্তু আমার কাছে কিছু টাকা আছে, কোনোরূপ ব্যবসায়ে অংশী হোতে পাল্লে বড় সুখী হই।" এই কথা বোল্লেম বটে, কিন্তু গা কাঁপ্‌লো।—যে দেশে কোটি কোটি টাকা মহাজনী-ধন, সে দেশে আমার দু-শ পাঁচ-শ টাকা ত অতি তুচ্ছেরি কথা! শুন্‌লে কি জানি কি বোল্‌বেন! হয় ত অগ্রাহ্য কোরে হেসেই উড়িয়ে দিবেন;—সকল আশা ভরসাই এককালে ভেসে যাবে! কিন্তু মহাজন টাকার কথা জিজ্ঞাসা না কোরেই প্রফুল্লবদনে বোল্লেন, "আচ্ছা থাকো,—এইখানেই থাকো; আমার সঙ্গেই তুমি কার্‌বার কোত্তে পার্‌বে। বাণিজ্যে যার সাহস আছে, আমি তারে আপনার মতন ভালবাসি!"

আমি থাক্‌লেম,—আশ্বাসেই থাক্‌লেম। সেদিন, সেরাত্রি, উৎসাহে উৎসাহেই কেটে গেল। পরদিন তিনি আমারে সঙ্গে কোরে কর্ম্মস্থানে নিয়ে গেলেন; দেখে শুনে কতক কতক কাজকর্ম্মও কোল্লেম। মহাজন দেখ্‌লেন, কথা বুঝি না, শুধু আঁচে আঁচে জিনিস-পত্রের নাম বুঝে চার্ পাঁচটী কাজ কোল্লেম, ঠোক্‌লেম না;—তিনি দেখ্‌লেন। দেখে বোধ হয় তুষ্ট হলেন; কিন্তু কিছু বোল্লেন না। সন্ধ্যার আগে তাঁর সঙ্গে বাড়ী গেলেম, যত্ন কোরে আহারাদি করালেন, নানা প্রকার গল্প কোল্লেন। কথায় বুঝ্‌লেম, আমার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছেন। দুইমাস এই রকমে থাক্‌লেম, একটু একটু কোরে গুজ্‌রাটী ভাষা অভ্যাস কোরে সাহসীও হলেম। কাজ চালানো কথাবার্ত্তা সকলি জানা হলো। বোল্‌তে পারি, বুঝ্‌তে পারি, লোক্‌কে বুঝাতেও পারি। দুইমাসে এতদূর হলো দেখে, মহাজন বড় খুসী হলেন।

কার্‌বারে আমার ক্রমে ক্রমে লাভ হোতে লাগ্‌লো; দু দশজন ভাল ভাল বন্ধুবান্ধবও জুট্‌লেন, মান সম্ভ্রম বাড়্‌লো, মহাজনের সংসারে প্রতিপত্তিও হলো। তাঁর বাড়ীতে কেবল তাঁর স্ত্রী, আর দুটী ছোট ছোট ছেলে আছে। দাসদাসী আর দরোয়ান, আট দশ-জন। বাড়ীর ভিতর আমার যাওয়া আসা নাই, আবশ্যকও হয় না; সুতরাং তাঁর স্ত্রীটী যে কেমন, তা আমি দেখ্‌তে পাইনি। মহা-জন নিজে গৌরবর্ণ, গড়ন দীর্ঘ, মার্‌হাট্টাদের

মতন গোঁফ্‌ দাড়ী, ঝাঁক্‌ড়া চুল, স্থূলাকার, কিন্তু কাপড় চোপড় যৎসামান্য; দরোয়ানদের চেয়ে কিছু উৎকৃষ্ট, এ-ই মাত্র ভেদ।

মহাজনের বাড়ীর পাশে, ঠিক পশ্চিম গায়ে লাগাও, একঘর হিন্দুস্থানী আগর্‌ওয়ালা বেণের বাড়ী।—বেণের নাম, রাঘব। গড়ন মাঝারি, দোহারা, বেশ মোটাসোটা, মাথায় ছোট ছোট চুল, টিকি আছে; মাটো মাটো শ্যামবর্ণ; নাক বড়, তিলককাটা; গোঁফ্‌ কামানো, উপরের দাঁত উঁচু, গলায় হরিনামের মালা, বয়স প্রায় ৬০।৬২ বৎসর।—বেণের একটী ছেলে, তার নাম গোবিন্‌।—গড়ন ঢেঙা, ছিপ্‌ছিপে; বর্ণ শ্যাম, মাথায় ঝাঁক্‌ড়া চুল, নাক লম্বা, কাণ লোটা, দাঁত খুব শাদা, বেশ সাজানো, বয়স আন্দাজ ৩০।৩২ বৎসর।

প্রায় চারমাস আমি সেই মহাজনের বাড়ীতে থাক্‌লেম; কার্‌বার বেশ চোল্লো। অনেক দূরাদূর যাতায়াত কোত্তে হয় বোলে, একটা ঘোড়া কিন্‌লেম; তাতেই সওয়ার হয়ে স্থানে স্থানে যাওয়া আসা করি। অল্পদিনেই অশ্বারোহণে এক রকম পটুতা জন্মিল। একদিন সন্ধ্যার একটু আগে সদাব্রত বাড়ীর সেই ভদ্রলোক এসে আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! এখানে এসে আমারে কি একেবারেই ভুলে গেলে? একটীবারও দেখা কোত্তে হয় না? আছ ত ভাল?" আমি লজ্জিত হয়ে উত্তর কোল্লেম, "কর্ম্মকাজে অনেক সময় যায়, অবকাশ পাই না।" তিনি পুনর্ব্বার বোল্লেন, "আচ্ছা, সে জন্যে দুঃখিত হয়ো না, তোমার ভাল হলেই আমি তুষ্ট আছি।" এই কথা বোলে একটু হেসে আবার বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! আজ রাত্রে আমাদের পাড়ায় রাসধারী যাত্রা আছে। চল একত্রে শুনে আসি। তোমাদের দেশে সখের যাত্রারের বাধন নাই, কার রাসধারীও ঠিক তেমন; নাক বড়, চেয়ে অনেক ভাল।" শুনে স্ব সাজানো; হলো, রাত্রি জাগ্‌তে হবে বোলে ... আম কোরেই তাঁর সঙ্গে চোলে গেলেম। রা।। সাতটার পরেই যে বাড়ীতে যাত্রা, সেই বাড়ীতে পৌঁছিলেম। বাড়ীর লোকেরা আমার পরিচয় পেয়ে যত্ন কোরে জল খাওয়ালেন, নূতন আলাপে যেমন আলাপ কোত্তে হয়, তাঁরাও সেই রকম কোল্লেন, আমিও যথোচিত শিষ্টাচার দেখালেম। রাত্রি এগারোটার পর যাত্রা আরম্ভ হলো। দু তিন ঘণ্টা শুন্‌লেম, ভাল লাগ্‌লো না। বন্ধুকে বোল্লেম, "আমারে বিদায় দিন, সারা রাত জাগ্‌লে কাজকর্ম্মের অনেক ব্যাঘাত হবে।" তিনি বোল্লেন, "এ রাত্রে যাবে কোথা? এ দেশে চোর ডাকাতের বড় ভয়। মল্লদাস বোলে একজন সর্দ্দার ডাকাত আছে, তার তাঁবে বিস্তর লোক। তারা দল বেঁধে পথে পথেই ফেরে, যে পেলে লোকের বাড়ীতে চড়াও হয়, খুন পর্য্যন্তও করে!" আমি বোল্লেম, "আমার সঙ্গে ত কিছুই নাই, আমাকে তারা ধোর্‌বে কেন?" তিনি বোল্লেন, "আট্‌কে রাখ্‌বার জন্যে!" এই কথা শুনে আমি চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এমন ডাকাত আপনাদের দেশে?—রাজা কেন তাদের দমন করেন না? শুনেছি, আপনাদের রাজার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; তা তিনি বদ্‌মাস জব্দ কোত্তে পারেন না?" বন্ধু উত্তর কোল্লেন, "পারেন সব, দুষ্ট লোক্‌কে শাসন কোত্তে তাঁর সর্ব্বদাই ইচ্ছা আছে; কিন্তু একে শীঘ্র পেরে উঠ্‌ছেন না। রাজা তারে গ্রেপ্তার কোরে সাজা দিবেন বোলে অনুসন্ধানে চর রেখেছেন। আর যে

প্রথমে কাকেও পারবে, তাকে পঞ্চাশহাজার দশমিনিট দাঁড়িবার ঘোষণাও কোরেচেন। এমন সময় উ থাকে কোথায়, কেউ-ই তার এলো কাত্তে পাচ্চে না। মল্লদাস এখন ডাকাতের দল বেঁধেছে, এ কথাও রাজা জেনেছেন। কিন্তু তাদের আড্ডা যে কোথায়, কেউ-ই তা বোল্‌তে পারে না। পথের লোক্‌কে তারা ধোরে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে যায়, তা কাউকেও জান্‌তে দেয় না;—চোকে মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে যায়। যারে ধরে, সে যদি টাকা দিতে পারে, তবেই খালাস পায়, নইলে তার প্রাণ নষ্ট করে। রাজা কোনোমতেই ঠিকানা কোত্তে পাচ্চেন না, তা কেমন কোরে দমন কোর্‌বেন? শুনেছি, রাজার এক ভাইপো, তারে ধোরে শূলে দিবেন স্থির কোরে, তারি সন্ধানে ফিচ্চেন!” এই পর্য্যন্ত শুনে আমার যাত্রা শুনা ঘুরে গেল; ভয়ে ভয়ে সেই চিন্তাতেই রজনী প্রভাত হলো। সকাল বেলা মহাজনের বাড়ীতে গিয়ে আহারাদি কোরে কর্ম্মস্থানে বেরুলেম। তার পর কিছু-দিন অতিবাহিত হলো।

সপ্তচত্বারিংশ কাণ্ড।

আশ্চর্য্য ডাকাতি।—অসাধারণ বীর!

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকতে পারে, পূর্ব্বে আমি বোলেছি, মহাজনের বাড়ীর পাশে একঘর আগর্‌ওয়ালা বেণের বাড়ী আছে। একরাত্রে তাদের বাড়ীতে হৈ হৈ রৈ রৈ ধুমধাম চেঁচাচেঁচি শব্দ শুন্‌তে পেলেম।—রাত্রি তখন প্রায় দুইপ্রহর অতীত হয়েছে। কোনো কারণে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার নিদ্রা হয় নি। গোল্‌মাল শুনে নিশ্চয় মনে কোল্লেম, পাশের বাড়ীতে ডাকাত পোড়েছে। মনে ভয় হলো।—এত নিকট নিকট যখন বাড়ী, তখন এ বাড়ীতেও হয় ত ঢুকবে। এই ভেবে ঘর থেকে বেরুলেম। আমি যে ঘরে থাকি, সেই ঘরের পাশের দিকে, খুব নিকটে, একটা ছোট দরজা; দরজার সম্মুখে একটা জুলি পথ। সেই পথ দিয়ে এবাড়ী ওবাড়ী গতিবিধি করা যায়। আমি ঘর থেকে বেরিয়েই শুন্‌লেম, সেই দরজায় কে যেন গুম্‌গুম্ কোরে ঘা মাচ্চে। শুনেই ত আমি আড়ষ্ট! মনে কোল্লেম, ডাকাতেরাই বুঝি মাচ্চে। প্রায় পাঁচ মিনিট সেই রকম শব্দ হলো; কাণপেতে শুন্‌লেম, সন্দেহ হলো। ভাব্‌লেম, যদি ডাকাতই হবে, তবে এতক্ষণ ঘা মারবে কেন?—সদর-দরজা ভেঙে জোর কোরেই ত তারা আস্‌তে পাত্তো!—আর কেউ হবে;—ডাকাত নয়। এইরূপ চিন্তা কোত্তে কোত্তে সেই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কে?” উত্তর পেলেম, শীঘ্র দরজা খোলো, প্রাণ যায়;—রক্ষা করো!” স্বরে বুঝ্‌লেম আগর্‌ওয়ালা কর্ত্তা। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দিলেম।—তিনি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে প্রবেশ কোল্লেন;—প্রায় বাক্‌রোধ। আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কোরে তাঁর হাত ধোরে

আমার ঘরে নিয়ে বসালেম। বোসতে কাতর হোচ্ছিলেন দেখে, শয়ন কোত্তে বোল্লেম। তিনি সেই ভাবে সেইখানে থাকলেন,—আমিও এক ধারে বোসে রইলেম। প্রায় তিনঘণ্টা পরে ডাকাতদের গোলমাল থামলো। প্রাতে উঠে কর্ত্তা বাড়ী গেলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেলেম। গিয়ে দেখি, রাজবাড়ী থেকে দশ বারোজনলোক তদারকে এসেছেন।—তদারকে প্রকাশ হলো, বাড়ীর জিনিসপত্র, কি টাকাকড়ি কিছুই যায় নি; কেবল কতকগুলো সাল বনাত্ লণ্ড ভণ্ড কোরে ছিঁড়ে খুঁড়ে ছোড়িয়ে গিয়েছে।—এই সকল দেখে আমি মনে কোল্লেম, কি চমৎকার ব্যাপার! এ ঘটনার ভাব কি? বাড়ীতে ডাকাতি হলো, ডাকাতেরা জিনিসপত্র কিছুই নিলে না, এর তাৎপর্য্য কি? বোধ হয়, এর ভিতর কিছু গুপ্তকথা আছে! যা হোক, তদারক অল্প কথায় চুকে গেল, রাজপুরুষেরা চোলে গেলেন।

যতক্ষণ তদারক হলো, ততক্ষণ আমি সেইখানে ছিলেম।—বেলা প্রায় দশটা। বাড়ী যাবার জন্যে বেরিয়ে যাচ্চি, দরজা পর্য্যন্ত এসেছি, এমন সময় সেইখানে দুজন লোক এলো।—দুজনেই আমার চক্ষে নূতন, সেইদিন আমি তাদের প্রথম দেখলেম।

একজনের গড়ন মাঝারি;—রং, গুজরাটীদের সচরাচর যেমন ফরসা হয়, তার চেয়ে কিছু ময়লা;—দোহারা;—মাথায় খাটো খাটো চুল; কপাল কিছু বড়, কাণ দুটীও বড় বড়; চোক মধ্যবিদ; নাক স্বাভাবিক; গলা ছোট, হাত পা আর বুকের গড়ন আঁটালো। বয়স প্রায় ৪০ বৎসর।

আর একজন লম্বা, মাথার চুল অল্প; কপাল ছোট; দোহারা, শরীরের বাঁধন নাই, মাংস লোল লোল,—ঢিলে ঢিলে; নাক বড়, ঠোঁট পুরু, হাঁ ডাগর, দাঁতগুলি দিব্বি সাজানো; চোক বড়, চোকের পাতা পুরু পুরু; অল্প অল্প গোঁফ আছে; গোঁফে তা দেওয়া, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি; কোমরে গোট; হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা,—চেহারাখানি কিছু মলিন মলিন। হাত দুখানি ন্যাল্পা-মার্ল্লা।—এক হাতে একখানি রুমাল, আর হাতে একগাছি রুল। বয়স আন্দাজ ৪০ বৎসর।

পরিচয়ে জানলেম, প্রথম ব্যক্তি রাঘবজীর ভাইপো, নাম শাম্বোজী। দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে শাম্বোজীর পিসতুতো ভাই, নাম রামরঙ্গণ ভোয়াশা।

শাম্বোজীর সঙ্গে দুই একটী কথা কোচ্চি, এমন সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি হঠাৎ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি হলো?" আমি তার প্রশ্ন শুনে থতমত খেলেম, কি উত্তর দিব, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না।—যারে আমি কস্মিন্‌কালে কোথাও দেখি নি,—আমারেও যে ব্যক্তি কোনোকালে কোনো সূত্রেই চেনে না, জানেও না, সেই লোক থামোকা আমারে প্রশ্ন করে কেন?—যেন কতকালেরি আলাপী, এরূপ ধরণে সম্বোধন করেই বা কি জন্য?

একটু ভেবে স্থির কোল্লেম, হয় ত এই বাড়ীর ডাকাতির কথাই জিজ্ঞাসা কোচ্চে। উত্তর কোল্লেম, "কিছুই হলো না। ডাকাতেরা জিনিসপত্র কিছুই ছোঁয় নি, কর্ত্তাও কিছু দাবী রাখলেন না; সুতরাং রাজবাড়ীর লোকেরা অগত্যাই ফিরে গেল।"

রামরঙ্গণ একটু অঙ্গভঙ্গী কোরে হাত মুখ ঘুরিয়ে বোল্লে, "তা ত বুঝলেম ফিরে গেল, কিন্তু তদারকে কি হলো?"

আমি কাজে কাজে আবার উত্তর কোল্লেম, "তদারক হলো না। ডাকাতেরা বাড়ীতে এসেছিল বৈ ত নয়, কিছু ত লুঠ তরাজ্ করে নি, সুতরাং চাপা পোড়ে গেল।" রামরঙ্গণ এই কথা শুনে সর্ব্বশরীর কাঁপালে। আকাশপানে মুখ তুলে বারবার বোল্লে, "হলো না?—হলো না?—কিছুই হলো না—কিছুই হলো না?—হো! হো! হো!—হলো না?" বোল্তে বোল্তে করতালি দিয়ে বাড়ীর ভিতর ছুটে চোল্লো। শাম্বোজীও হাস্তে হাস্তে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেন; কি রঙ্গ হয় দেখ্বার জন্যে আমিও দ্রুতগমনে সেই বাড়ীর ভিতর পুনরায় ঢুক্লেম।—দশ বারজন লোক সেইখানে একত্র হলো; একজন জিজ্ঞাসা কোল্লে, "সংবাদ কি রঙ্গণ?"

রঙ্গণ উত্তর কোল্লে, "সংবাদ?—সংবাদ আমি আগেই পেয়েছি। পেয়েই অম্নি তাড়াতাড়ি এই তলোয়ারখানা নিয়ে ছুটে আস্ছি!" এই কথা বোলে হাতের রুলগাছটা কাঁপাতে কাঁপাতে দেখালে।

একজন ঈষৎ হাস্যমুখে প্রতিবাদ কোল্লে, "তলোয়ার কৈ রঙ্গণ, ওটা যে রুল?"

রঙ্গণ মুখ উঁচু কোরে বোল্লে, "বাঃ! তলোয়ার কে বোলেছে? আমি ত রুলের কথাই বোলেছি!"

যে লোক তার সঙ্গে কথা কোচ্ছিল, তার নাম ভাউদাজী।—সে বোল্লে, আচ্ছা!—আচ্ছা!—তার পর?"

রঙ্গণ বোল্লে, "তার পর আর কি?—এরি মধ্যে তারা চোলে গেল?—হলো না?—পাল্লে না?—দাঁড়ালো না?—আমি যদি তখন থাক্তেম, একে একে যমদূতের মতন সব শালাকে —না, না, সব ডাকাতকে বেঁধে, লছ্পত্ রাওর হাতীর পায়ের নীচে ফেলে দিতেম!—নয় ত তোপের মুখেই উড়িয়ে দিতেম!"

ভাউদাজী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ডাকাতেরা ত রাত্রেই পালিয়েছে, তুমি কেমন কোরে তাদের তোপে উড়িয়ে দিতে রঙ্গণ?"

"দিনের বেলাই উড়াতেম! কতদূর যাবে?—তোপের গোলা বোঁ বোঁ কোরে তাদের পেছু পেছু ছুটতো!—চালাকি?—তখুনি উড়িয়ে দিতেম্!"

"একা তুমি ডাকাতদের সঙ্গে জোরে পাত্তে?"

রামরঙ্গণ খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠে বোল্লে, "ডাকাত?—ডাকাত ত ডাকাত, এক-দিন আমি মল্লযুদ্ধে ষোলজন রণজিৎ সিংকে,—কি আশ্চর্য্য! তাদের সকলেরি নাম রণ-জিৎ!—বিশজনকেই আমি সাত্ সমুদ্রের জল খাইয়েছি!"

শাম্বোজী তারে একটু চুপ কোত্তে বোলে, বাড়ীর একজন লোক্কে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "শুনতে পাচ্চি, ডাকাতেরা না কি জিনিসপত্র কিছুই ছোঁয় নি; এ কথা কি সত্য?"

সেই লোক উত্তর কোল্লে "সত্য!—সত্যই তারা কিছু নিয়ে যায় নি!—কারু গায় একটী আঁচড়ও মারে নি।"

শাম্বোজী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এর ভাব?"

"কেমন কোরে জান্বো?"

রামরঙ্গণ রুল ঘুরিয়ে বোল্লে, "কেমন কোরে জান্বো আবার কি?—আমি আস্চি বোলে, ভয়েতেই তারা পালিয়ে গেছে। থাক্তো যদি, তা হলে টের পেতো, কেমন বাঘের ঘরে ঢুকে ছিলেন বাছাধনেরা!"

ভাউদাজী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "রঙ্গণ! ষোল-জন রণজিৎকে তুমি জল খাইয়েছ, তবে ত তুমি প্রকাণ্ড বীর?"

রঙ্গণ বোল্লে, "ষোলজন?—আমার বেশ মনে হোচ্চে, একদিন চাল্লিশজন রণজিৎ আমার পায়ের নীচে পোড়ে চুরমার্ হয়ে গেছে!—এখন একবার তামাক্ খাবো। উঃ! ভারি পরিশ্রম! পঞ্চাশজন রণজিৎ!—দোক্তা!"

"তুমি অনেক দোক্তা খাও, রঙ্গণ?"

রঙ্গণ একটু নাক তুলে বোল্লে, "অনেক খাওয়ার কথা কি বোল্‌চো? শোনো যদি, অবাক্ হবে!—একদিন আমি বাজী রেখে দেড়ঘণ্টার মধ্যে এত দোক্তা পুড়িয়ে খেয়েছিলেম যে, যে ঘরের ভিতর বোসে খাই, সেই ঘরের একটা দশফিট্ চূড়া দরজা, কেবল সেই দোক্তার সিটিতে বুজে পথরোধ হয়েছিল! ধোঁয়া এত যে, দুহাজার লোকের রান্নার মতন, ধোঁয়ে ধোঁয়াকার!—হাঁ! সেই ত এক-শ রণজিৎ আমার পায়ের নীচে পোড়ে গুঁড়ো হোচ্ছিল, এমন সময় একটা কুকুর আসে। দেখেই ত ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ চোম্‌কে উঠ্‌লো!—ভাব্‌লেম, এমন ঘোর যুদ্ধের সময় এ বালাই আবার কোথা থেকে এলো? কি করি, প্রাণরক্ষা করা চাই!—দু-শো রণজিৎকে,—আ—মোলো! এত রণজিৎ কোথায় ছিল? রাজ্যের যত লোক, সকলি কি রণজিৎ? কোথা থেকে মর্‌বার জন্যে এক ঠাঁই এত এসে জমায়েৎ হয়েছে?"

শাস্ত্রোজী তার কথায় বাধা দিয়ে, যেন কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে আর একজনকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ডাকাত পোড়্‌লো, জিনিসপত্র ছুঁলে না, তবে কি কোত্তে এসে ছিল?—তাদের মনে কি ছিল?—এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা!—অ্যাঁ?"

সেই লোক বোল্লে, "আশ্চর্য্য তার আর কথা? অতি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য কেউ কখনো দেখেও নি, শোনেও নি!"

রামরঙ্গণ নাকি-সুরে বোলে উঠ্‌লো, "আশ্চর্য্যের কথা যদি বোল্লে, তবে শোনো! আমি যেমন একবার এক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখেছি, তেমন কেউ কখনো দেখেও নি, শোনেও নি!—একদিন একজন লোক তোপের ভিতর রাত্রে শুয়েছিল। আমাদের এই দেশেই, রাজবাড়ীর যে তোপে ভোরবেলা আওয়াজ হয়, সেটা সেই ভোরাই তোপ! বুঝ্‌তেই পাচ্চো, বারুদ গোলা ঠাসা ছিল, সে তা জান্‌তে পারে নি! যেমন আগুন দিয়েছে, অম্‌নি গুড়ুম কোরে শব্দ হয়ে লোকটা নদীর আর এক পারে ছুড়ে পোড়্‌লো! আশ্চর্য্য শোনো! তখনো তার ঘুম ভাঙে নি!—বেলা আট্‌টার পর, তার সঙ্গে আমার দেখা হলো! সে জিজ্ঞাসা কোল্লে, 'আমি এখানে কেন?' বেওরা জেনে আমি তারে ঐ সব কথা স্পষ্ট কোরে বুঝিয়ে দিলেম! জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'লাগে নি ত?' সে বল্লে, 'আজ্ঞে না! বিচিলির গাদায় পোড়েছিলেম, লাগে নি!' এই কথা হোচ্চে, এমন সময় পাশের একটা বিচিলির গাদা দাউ দাউ কোরে জোলে উঠ্‌লো! আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'ও কি হলো?' সে বোল্লে, 'মশাই! আমি ঐ গাদাতেই পোড়েছিলেম!' তখন আমি বুঝ্‌লেম, তারেও বুঝিয়ে বোল্লেম, 'তোপের তাপে তোমার গা-টা না কি গরম হয়েছিল, তাতেই গাদাটা জোলে উঠেছে!' আহা! যার বিচিলি, সেই বেচারার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে! যা হোক্, সে পরের কথা! এখন যা বোল্‌ছিলেম, শোনো!—সেই গোরুটা তখনো সেইখানে দাঁড়িয়ে!—গা আমার থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌চে, পাঁচ-শো রণজিৎকে

একগাছা দড়ীতে আমার পায়ের আঙুলের সঙ্গে বাঁধ্‌চি, আর এক একবার সেই ভেড়াটার দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি; আবার বাঁধ্‌চি!—বেঁধেই, ভোঁ কোরে দৌড়! এক দৌড়ে সাতদিনের পথে এসে একটা অশ্বত্থ গাছের আগ্‌ডালে গিয়ে বোস্‌লেম! আশ্চর্য্য দেখ! সেই পাখীটা আমার পেছু নিয়ে তত-দূর পর্য্যন্ত গিয়েছে! শক্র!—পরম শক্র!—দেখেই কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম! এত কাঁপুনি ধোল্লো যে, নাড়া পেয়ে গাছটাশুদ্ধ ভেঙে গেল! ঠিক নীচেই একটা ছোট রকমের মহাসাগর ছিল, সেই জলে সর্ব্বশুদ্ধ পোড়্‌লো।—আমিও জলে পোড়্‌লেম! এ সব কাল্‌কের কথা!—সাঁতার দিয়ে উঠেই শুন্‌লেম, এই ডাকাতি!—শুনেই তাড়াতাড়ি এখানে আস্‌ছি!"

শাম্বোজী যেন বিরক্ত হয়ে তারে বোল্লেন, "আঃ! একটু চুপ্ করো না হ্যা!" এই কথা বোলে আর একজনের মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কর্ত্তা তখন কোথায় ছিলেন?"

একজন বোল্লে, "বাড়ী ছিলেন না, পালিয়ে ছিলেন।—আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

শাম্বোজী উত্তর কোল্লেন, "কার্‌খানাঘরে ছিলেম।"

এই সময় রান্নরাণ ব্যস্ত হয়ে বোল্লে, "আর আমার থাকা হয় না;—ভয় হোচ্চে! পাছে সেই শক্রটা,—সেই বেরালটা, খুঁজে খুঁজে এ পর্য্যন্ত আসে?—পালাই!—এখুনি পালাই!" এই কথা বোলে এদিক ওদিক চেয়ে, রুলগাছা ঘোরাতে ঘোরাতে এক দৌড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল!—সকলেই হেসে উঠ্‌লেন;—খানিক পরে আমিও সেখান থেকে বাড়ী ফিরে এলেম।

অষ্টচত্বারিংশ কাণ্ড।

সীতারাম পণ্ডিত সপরিবার।

দশ বারদিন যায়, একদিন আমি একটী ঘরে বোসে গুজ্‌রাটী ব্যাকরণ পাঠ কোচ্চি, এমন সময়ে বাড়ীতে কারা এলো। বেলা চার্‌টে। মহাজন বাড়ী ছিলেন না।—যারা এলো, দেখ্‌লেম, তাদের মধ্যে একজন পুরুষ, আর দুখান ডুলিতে বোধ হলো দুজন স্ত্রীলোক হবে।—তারা বাইরে বিলম্ব না কোরে, এক-কালে অন্দরেই চোলে গেল।—একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, মহাজনের শালী, শালীর মেয়ে আর ভায়রাভাই এসেছেন। শুন্‌লেম, মাঝে মাঝে তাঁরা মহাজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসে থাকেন; মহাজনও সময়ে সময়ে অবকাশ মতে তাঁদের বাড়ীতে দেখা কোত্তে যান। মহাজনের ভায়রাভায়ের নাম সীতারাম পণ্ডিত।

পাঁচ সাতদিন তাঁরা সেই বাড়ীতে থাক্‌লেন। আটদিনের দিন, আহারের পর, সীতারামজী মহাজনকে বোল্লেন, "চার পাঁচদিন থাক্‌বো বোলে আসা হয়েছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আটদিন হয়ে গেল, আজ আমাদের যেতেই

হবে।” মহাজন বোল্লেন, “এ সময় যাওয়া ভাল হয় না; পথে ডাকাতের ভয়, সঙ্গে স্ত্রীলোক, বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা। যদি আর দু একদিন একান্তই থাক্‌তে না পারো, আমার পরামর্শ শুন, কাল প্রাতঃকালেই যেয়ো; শেষ বেলাটায় যাওয়া কোনো ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়।” তিনি তাতে অসম্মত হয়ে বোল্লেন, “আমাদের ত আর অধিক্‌দূর যেতে হবে না, অতি নিকটে, বেলা এখনো অনেক আছে, সচ্ছন্দে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছিতে পার্‌বো।” বারবার জেদ করাতে মহাজন আর কিছু বোল্লেন না। যাবার আয়োজন কোত্তে প্রায় তিনটে বেজে গেল। সেই সময় মহাজন আমায় বোল্লেন, “হরিদাস! দশ বারজন লোক সঙ্গে যাচ্ছে, তুমিও এর সঙ্গে যাও। আজ রাত্রে সেইখানে থেকে, কাল সকালে উঠে এসো।” পশ্চিমে থাকাতে, আর এখানে এসেও, মাঝে মাঝে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা আমার অভ্যাস হয়েছিল, ঘোড়ায় চড়াও এখানে শিক্ষা হয়েছে; সুতরাং আশ্রয়দাতার কথা অমান্য কোত্তে না পেরে, সাজগোজ কোরে নিজের শিক্ষিত ঘোড়াটীতে সওয়ার হয়ে, তাঁদের সঙ্গে চোল্লেম। দশ বারজন অস্ত্রধারী পুরুষ আগু পাছু চোল্লো, মধ্যস্থলে একটী সুসজ্জিত ঘোড়াতে সীতারাম, তাঁর পশ্চাতে দুখানি ডুলীতে তাঁর স্ত্রী আর কন্যা, ডুলীর পশ্চাতে আমি। তিনটের সময় বেরোনো হয়েছে, দুইক্রোশ এসে আকাশে মেঘ দেখ্‌তে পেলেম। তখন বেলা প্রায় সাড়েচারটে। ভাদ্রমাস, অপরাহ্ন, এ সময়ের মেঘ দেখ্‌লেই ভয় হয়। মেঘ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরো আধক্রোশ অগ্রসর হওয়া গেল।—ক্রমেই অন্ধকার; ভাদ্রমাসের বেলা, পাঁচটা বাজে বাজে, সন্ধ্যা হবার প্রায় একঘণ্টা বিলম্ব; এ সময় মেঘাড়ম্বরে যেন রজনীর ন্যায় অন্ধকার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পোড়্‌লো, অল্প অল্প বাতাসের সঙ্গে ক্রমে বৃষ্টির ধারা বাড়্‌তে লাগ্‌লো, শিল পোড়্‌তে আরম্ভ হলো; অবিশ্রাম বৃষ্টি! আর এক পাও এগোনো যায় না। জলের তোড়ে আর বাতাসের জোরে, একহাত অগ্রসর হলে, পাঁচহাত পশ্চাতে ঠেলে ফেলে। ঘোড়া দুটী মাথা হেঁট কোরে যেন কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। সে সময় আর যাওয়া কর্ত্তব্য নয় ভেবে, রশিখানেক দূরে একটী সরাই ছিল, সেই খানে গিয়ে উপস্থিত হলেম। সকল কালেরই দুর্য্যোগ সকল দিন অধিকক্ষণ থাকে না। আধঘণ্টা পরেই আকাশ অনেক পরিষ্কার হলো, এখন পশ্চিমে বেলা ঝিক্ ঝিক্ কোচ্চে; সূর্য্য যেন পাটে যাবেন বোলে পৃথিবীর কাছে সমস্ত রাত্রির মত বিদায় নেবার জন্যে আড়ে আড়ে চেয়ে একটু একটু হাস্‌ছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, সেরাত্রে সেই সরায়েতেই থাকি। কিন্তু সীতারামজী কিছুতেই আমার কথা শুনলেন না, ছেঁড়াছিঁড়ি কোরে বেরিয়ে পোড়্‌লেন; সুতরাং দলপতির পথ আমাদিগকে অনুসরণ কোত্তে হলো।

ঊনপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

রাহাজানী।—শোকাবহ ঘটনা।

যখন ঠিক সন্ধ্যা, তখন এমনি একটী জায়গায় উপস্থিত হলেম যে, সেই পথে দুধারি নিবিড় বন। এত জঙ্গল যে, দিনের বেলাও বোধ হয় সেখানে কিছুমাত্র আলো থাকে না। সেইপথে আমরা অন্ধকারে চোলেছি, সঙ্গে লোকজন আছে বোলে, বাঘভাল্লুকের বড় ভয় হোচ্ছিল না। এমন সময় হঠাৎ সেই বন থেকে একদল অশ্বারোহী হুঙ্কার শব্দে বেরিয়ে, সহসা আমাদের আক্রমণ কোল্লে। এই আকস্মিক বিপদে আমাদের মন যে কি রকম অস্থির হলো, তা অনুভবেই বুঝ্তে পাচ্চেন। যারা এসে আক্রমণ কোল্লে, তাদের সম্মুখের একজন তলোয়ার দেখিয়ে গম্ভীরস্বরে বোল্লে, তোদের সঙ্গে যা কিছু আছে, এখনি আমাদের বার্ কোরে দে! তা যদি না দিস্, তবে এখুনি তোদের মেরে ধোরে সমস্ত জিনিস কেড়েকুড়ে নেবো।" এই কথা শুনে সকলেরি ভয় হলো, আমাদের সঙ্গের একজন অস্ত্রধারীলোক, ডাকাতের দলে লক্ষ্য কোরে বন্দুক ছুড়্লে; কিন্তু তা কাকেও লাগ্লো না। ডাকাতেরা তাই দেখে রেগে জ্বোলে উঠে, আমাদের সঙ্গী লোকদের উপর তলোয়ার চালাতে আরম্ভ কোল্লে। দুইদলেই তখন সমান ক্রোধে তলোয়ার ব্যবহার ও গুলি নিক্ষেপ কোত্তে লাগ্লো। সেই সঙ্গে আমি ও সীতারাম উভয়েই প্রাণের মায়ায়, আর স্ত্রীলোক দুটীর মানের অনুরোধে, সম্মুখে দুইভিতে যারে তারে অস্ত্রাঘাত কোত্তে লাগ্লেম। সকলেই পরস্পর অস্ত্রে অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও অন্তিম-সাহসে উন্মত্ত। দেখ্লেম, আমাদের দলের দুইজন রক্ষী কাটা পোড়্লো, ডাকাতেরও একজন রক্তে ভেসে ভূশায়ী হলো। এই সময় একজন ডাকাত, সীতারাম পণ্ডিতের ডান-হাতের বাহুতে গুলি মাল্লে, সেই আঘাতে তিনি অচেতন হয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পোড়্লেন!—বিষম বিভ্রাট উপস্থিত! আরো দুজন দুদিকে কাটা পোড়্লো, তিন চারজন তলোয়ারের চোট খেয়ে, চীৎকার কোত্তে কোত্তে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি আমার আপনার প্রাণের জন্য যত শঙ্কিত না হয়েছি, দুটী স্ত্রীলোককে কেমন কোরে রক্ষা কোর্বো, সেই চিন্তাতেই প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হলো। মহাজনের শালী সেই অবকাশে ডুলী থেকে বেরিয়ে,—"পালিয়ে আয়! পালিয়ে আয়!" বোলে মেয়েটীর নাম ধোরে চেঁচিয়ে ডাক্তে ডাক্তে বনের আর একদিক দিয়ে দৌড়ে পালালেন। এদিকে দুজন এসে জোর কোরে মেয়েটীকে টেনে হিঁচ্ড়ে ডুলী থেকে বার কোরে, ঘোড়ায় চোড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।—এ দৃশ্য আমার পক্ষে অসহ্য! আমি তাই দেখে, তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ুতে লাগ্লেম। খানিকদূর যেতে যেতেই তাদের নিকটবর্ত্তী হলেম। এক একবার এত নিকট হই, যেন এই ধরি এই ধরি বোধ হয়।—অবশেষে দুহাত অন্তর থেকে তাদের একটা ঘোড়ার পশ্চাতের পায়ে তলোয়ারের এক চোট্ মাল্লেম, ঘোড়া অচল হয়ে সেইখানে পোড়ে গেল,—সওয়ার ডাকাতের উরু চেপে পোড়্লো; সে আর উঠ্তে পাল্লে

না। মেয়েটী আর একদিকে পোড়্‌লো, তাকে কোনো আঘাত লাগ্‌লো না, কিন্তু অচেতন।

এমন সময় দ্বিতীয় ডাকাত আমার সম্মুখে এসে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ কোল্লে। আমি অস্ত্রাঘাতে প্রায় তারে পরাস্ত করি করি এম্‌নি হয়েছে, সেই সময় হঠাৎ আর একজন পশ্চাৎ-দিক থেকে ছুটে এসে আমার ডান-হাতে সজোরে এক লাঠি মারে, তলোয়ার খানা আমার হাত থেকে খোসে পোড়্‌লো;—আমি অস্ত্রশূন্য আর প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হয়ে সেইখানে থাক্‌লেম। ইত্যবসরে সেই সকল ছিন্ন ভিন্ন ডাকাতেরা আমাদের জিনিসপত্র লুটে, দলবদ্ধ হয়ে সেইখানে এলো।—এসেই, সেই মেয়ে-টীরে সেই রকম অচেতনাবস্থায়, আর আমারেও বলপূর্ব্বক ধোরে, ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে বেঁধে, দুপাশে পাহারা দিয়ে সতর্কভাবে নিয়ে চোল্লো।

কতদূরই যাচ্চি, কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হোচ্চে না। ঘোড়া বেগে দৌড়ুচ্ছিল না বটে, কিন্তু রাত্রি এত অন্ধকার,—তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, তখনি এত অন্ধকার যে, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না!—একে সেই ঘোর অন্ধকার তাতে আবার পথের দুধারে নিবিড় জঙ্গল।—জঙ্গল ভেদ কোরে মাঝে মাঝে কৃষ্ণবর্ণ পাহাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, তাতেই আরো অন্ধকার বৃদ্ধি হয়েছে।—দুপাশে পাহারা, মধ্যস্থলে আমি, চোরের মত বন্দী হয়ে ধীরে ধীরে চোল্‌চি।—কম্পিতহস্তে,—সভয়ে কম্পিত হস্তে ঘোড়ার রাস ঠিক রাখ্‌তে পাচ্চি না;—তথাপি সাহসে ভর কোরে অশ্বপৃষ্ঠে ঠিক আছি। মনে অনেক চিন্তা একত্র,—ভয়ের সঙ্গে অনেক চিন্তা একত্র।—প্রাণের চিন্তা বড় নয়; যে মেয়ে-টীকে আমার সঙ্গে ডাকাতেরা ধোরে নিয়ে যাচ্চে, সেটীকে যে কি কোর্‌বে, সেই ভাবনাই বড় হলো!

এই চিন্তার সঙ্গে আর এক চিন্তা।—মেয়েটীর মা বাপ, সে বিপদে কোথায় গেল, পালাতে পাল্লে, কি ধরা পোড়্‌লো, কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না। যে রকম ঘটনা হলো তাতে যে তারা নিরাপদে এড়াতে পেরেছে, এমন ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেই ভীষণ বনপথ দিয়ে ধীর গতিতে যেতে লাগ্‌লেম।

পঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

উপত্যকা।—বিষম সঙ্কট!

বন অতিক্রম কোরে ভয়ানক একটা উপত্যকায় উপস্থিত হলেম। ডাকাতেরা আমারে সেই অবস্থায় ঘোড়া থেকে নামিয়ে সেইখানে দাঁড় করালে।—রাত্রি তখন বড় অধিক নয়, জোর ন টা হবে। সময়ের গতি, আর অশ্বের গতিতে বোধ হলো, পাঁচক্রোশের অধিক, সেই অরণ্যটী পার হয়ে আসা হয়েছে; সেইখানে দেখি, ঠাঁই ঠাঁই ছোট ছোট অনেক ঘর;—সকল ঘরেই প্রায় এক একটা আলো জোল্‌ছিল, যত গুলো লোক সেখানে উপস্থিত

ছিল, আর যারা যারা আমাদের আটক্‌কারী, তাদের সকলেরি চেহারা ভয়ঙ্কর! দেখে ত আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গেল! আমার সহচরী মেয়েটীরে যে কোথায় নিয়ে লুকিয়ে রাখ্‌লে, কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না; জান্‌তেও পাল্লেম না।—তাদের দলের মধ্যে একজন আমার কাছে এসে তাদের জাতভাষায় (ইতর ভাষায়), আমারে কি বোল্লে, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না; বোবার মতন একদৃষ্টে চেয়ে রইলেম। ভয়ে তখন আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপ্‌ছিল, জিহ্বা তালু শুষ্ক হোচ্ছিল, তথাপি নির্দ্দোষ-সাহসে উচ্চরবে বোল্লেম, "তোমরা কি বোল্‌চো, বুঝ্‌তে পাচ্চি না। যদি কেউ আমার কথা বুঝ্‌তে পারো, বুঝিয়ে বলো, সকল কথারি উত্তর দিচ্চি।" এই কটী কথা আমি তাদের ভাষাতেই উচ্চারণ কোল্লেম।

আমার কথা শুনে ভাল কথায় একজন বোল্লে, "আচ্ছা, কি বোল্‌চো বলো; আমিই উভয়কে বুঝিয়ে দিচ্চি।"

তার কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ও ব্যক্তি কি বোল্‌চে?"

সে উত্তর কোল্লে, "উনি আমাদের দলপতি,—উনি বোল্‌ছেন, তোর সঙ্গে যে মেয়েমানুষটীকে ধোরে আনা হয়েছে, তার বাপের সঙ্গতি কেমন আছে? সে তার মেয়েকে পাঁচহাজার টাকা দিয়ে খালাস কোত্তে পারে কি না।"

আমি উত্তর কোল্লেম, "তিনি তত বড় ধনী নন, গৃহস্থ মানুষ; পাঁচহাজার টাকা কোনোমতেই দিতে পারেন না।"

আমার এই কথা সেই ব্যক্তি তাদের সর্দ্দারকে বুঝিয়ে বোল্লে।—শুনে তারা চার পাঁচজনে কি পরামর্শ কোরে সেই লোকের দ্বারা আমারে বলালে, "আচ্ছা, যদি টাকা নাই, তবে এই পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করা হলো যে, আমাদের সর্দ্দার তারে বিবাহ কোর্‌বেন।"

আমি শুনে চোম্‌কে উঠে বোল্লেম, "সে কি কথা? ওর যে একবার বিবাহ হয়ে গেছে, আবার কেমন কোরে হবে?"

সে উত্তর কোল্লে, "চুপ্ কর্, এখানে ওই কথা নাই। এখানকার রীতিই এই, মেয়েমানুষ যদি ধরা পড়ে, আর খালাসী বন্দোবস্তী টাকা দিতে না পারে, তা হলে সর্দ্দার তারে বিয়ে করেন। পরম ভাগ্য, প্রাণ রক্ষা হলো, আবার সর্দ্দার তাকে বিয়ে কোর্‌বেন, এ কি সামান্য সৌভাগ্য? সামান্য সম্ভ্রম? এর উপর আবার কথা? আর তোর পক্ষে এই হুকুম হলো, তুই যদি কাল সকালে বেলা দশটার মধ্যে পাঁচহাজার টাকা দিতে পারিস্, তা হলে খালাস পাবি, অন্যথা হলে প্রাণদণ্ড হবে।"

আমি সেই কথা শুনে একটু ভাবলেম। মেয়েটীর অদৃষ্টে এই পর্য্যন্তই তবে হলো, জাত কুলে একেবারেই জলাঞ্জলি হলো, উদ্ধার কর্‌বার আর উপায় নাই। এখন আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের জন্যে করি কি? পাঁচহাজার টাকা চায়; —এতো টাকা কোথায় পাবো? যদিও অদৃষ্ট এখন অনেক ভাল বটে, তথাচ এতো টাকা কোথায়? অনেক তোলাপাড়া কোরে বোল্লেম, "আমার সঙ্গে ত এখন একটাও টাকা নাই, তবে যদি তোমরা আমারে খানিকক্ষণের জন্য ছেড়ে দাও, তা হলে যোগাড় কোরে আন্‌তে পারি।"

এই কথা শুনে সেই লোক একটু বিকট হেসে ব্যঙ্গ কোরে বোল্লে, "আমরা এমন পাগল নই যে, শিকার ছেড়ে দিয়ে তার পর হায় হায় কোর্‌বো।—তুই এক কর্ম্ম কর্,—তোর যে

মনিব আছে, তাকে আমরা জানি, তার নামে চিঠি লেখ, সে যদি টাকা পাঠিয়ে দেয়, তা হলে কাল-ই খালাস পাবি, তা নইলে প্রাণ যাবে, ধরাই আছে।" অনেক ভাবলেম, রাজী হলেম না; তারাও কিছুতে ছাড়লে না; অবশেষে অগত্যা দায়ে পোড়ে সেই রকমের একখানি চিঠি লিখে দিলেম। দুইমিনিট পরেই দুজনলোক আমার পায়ে বেড়ী দিয়ে, কোমর পর্য্যন্ত শিকলি বেঁধে একটা অন্ধকার ঘরে পূরে চাবী দিলে। আমি সেই অবস্থায় জীবনে হতাশ হয়ে ডাকাতের ঘরে কয়েদ থাকলেম। সে সময় সশঙ্ক-অন্তঃকরণ-সাগরে যে কত প্রকার দুর্ভাবনার তরঙ্গ উঠতে লাগলো, নিজে আমি সে সকল এখন বোলতে পাচ্চি না, পাঠক মহাশয়ের যদি এমন বিপদ কখনো ঘোটে থাকে তা হলে জানতে পারবেন যে, অন্তঃকরণ তখন কেমন হয়। একঘণ্টা বোসে আছি, আজ রাত্রে কি হবে, কাল সকালে কি হবে,—যদি বাঁচি, শেষে কি হবে, এই ভাবনা ভেবে চক্ষু দিয়ে আপনা আপনি অবিরল অশ্রুধারা পোড়চে! অন্ধকারে,—বিরলে,—নিঃশব্দে,—কেউ দেখচে না,—কেউ শুনচে না,—নিঃশব্দে কাঁদচি।—এমন সময় তারির পাশের ঘরে দু তিনজনের কথা শুনতে পেলেম। যে ব্যক্তি আমারে ডাকাতি ভাষা বুঝিয়ে দিয়েছিল, তার স্বর, আর সেই সঙ্গে আর দুজনের অশ্রুতস্বর শুনা যাচ্চে। এক স্বর, চলিত গুজরাটী ভাষাই বোলচে, পর পর দুটী স্বর অস্পষ্ট।—যদিও অস্পষ্ট বটে, তথাপি দুই একটী ইতর কথা আমার জানা ছিল; ঠিক ঠিক কথার অর্থ বুঝতে না-ই পারি, আঁচে আঁচে ভাব বুঝা বড় একটা কঠিন ছিল না।—তাদের কথোপকথনের সার কথা এই:—

একজন বোল্লে, "কেমন খবর দিয়েছিলেম, কেমন যোগাড় কোরেছিলেম, তাতেই ত আজ এই লাভটী হলো?—এ কথা আগে আর কেউ-ই ত জানতো না!" আর একজন বোল্লে, '"গোয়েন্দাগিরি করবার কারণ?" প্রথম ব্যক্তি উত্তর কোল্লে, "কারণ আছে, ক্রমে জানবে।" তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লে,—স্বরে বোধ হলো খুব রেগেই বোল্লে, "বেটা ভারি বেঁচে গেছে! দলশুদ্ধ সকলে গিয়ে লুকিয়ে রইলো? আচ্ছা, দেখবো!—পালিয়ে পালিয়ে কদ্দিন বাঁচে! তা যা-ই হোক, আমাদের আসল ফিকির কেউ-ই কিছু বুঝতে পারে নি। আচ্ছা, তোমরা যে ততদূর আমার জন্যে কোরেছ, তার পুরস্কার যা আমি স্বীকার কোরেছিলেম, তা এই নাও।" এই কথা বোলে, যেন কত টাকা কার হাতে গুণে দিলে; ঝন্ ঝন্ কোরে শব্দ হলো। এই পর্য্যন্ত হোতে হোতেই তারা সেখান থেকে উঠে গেল.—ঘরটা নিস্তব্ধ হলো।

কথাগুলি শুনে কিছু বুঝতে পাল্লেম না। ভাবে বোধ হলো, কারে এরা খুন কোরবে মনে কোরেছে; মাত্তে গিয়েছিল পারে নি; সেই সব কথাই বলাবলি কোল্লে।—কে একজন ঘুষ কবুল কোরেছিল, টাকাও দিলে জানতে পাল্লেম; কিন্তু কে ঘুষ দিলে, কেন দিলে, কারে তারা মারবে, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না।

একপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

বন্ধন মোচন।—লোকটী কে ?

মনে নানা রকম তোলাপাড়া কোচ্চি,—কত রকম ভাব্‌চি,—প্রায় আধ্‌ঘণ্টাই ভাব্‌চি, এমন সময় কে যেন চুপি চুপি এসে খট্‌ খট্‌ কোরে আমার ঘরের চাবী খুল্‌লে!—অকস্মাৎ ভয়ে প্রাণ চম্‌কে উঠ্‌লো!—তখন ভাব্‌লেম, এইবার কাট্‌তে আস্‌চে!—নিশ্চয়ই এখনি কেটে ফেল্‌বে!—ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে একজন লোক ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে;—নিঃশব্দে,—অন্ধকারে,—নিঃশব্দেপ্রবেশ কোল্লে। —প্রাণের মায়া, প্রাণের আশা, তখন ত আমার ছিলই না, সুতরাং নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে ?" উত্তর পেলেম,—কিন্তু রুক্ষ মৃদুস্বরে উত্তর পেলেম, "চুপ্‌!—জিজ্ঞাসা কোরো না,—প্রাণ যাবে!—এই উকো-খানি নাও, পায়ের বেড়ী কাটো, দশ-মিনিট পরে আমি ফিরে আস্‌চি, উদ্ধার কোরে নিয়ে যাবো।" আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে তুমি, বলো!" সেইরূপ স্বরে উত্তর হলো, "আবার কথা কও ? যা বোল্লেম, করো।—কে আমি, তা জেনে তোমার দরকার কি ?" এই এই কথা বোলে উকোখানি আমার হাতে দিয়ে সট্‌ কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শব্দে বুঝ্‌লেম, দরজায় আবার চাবী দিলে। মনে মনে ভাব্‌লেম্‌ এ লোকটা কে ? ডাকাতের দলে থাকে, ডাকাত হওয়াই ত সম্ভব, কিন্তু এর শরীরে এত দয়া কেন ? যারা ডাকাত, তাদের কি দয়া মায়া থাকে ?—আর হঠাৎ আমার প্রতিই বা এত সদয় কেন ? এ কি তবে ডাকাত নয় ?—এই সকল ভাব্‌চি, আর বেড়ীতে উকো ঘোষ্‌চি, এমন সময় আবার দরজা খোলার শব্দ পেলেম; সেই পরিচিতস্বরে প্রশ্ন হলো, "হয়েচে ?" অনুমানে বুঝে উত্তর কোল্লেম, "অৰ্দ্ধেকও এখনো হয় নি।" এই উত্তর শুনে সেই ব্যক্তি যেন কিছু ব্যস্তভাবে বিরক্ত হয়ে বোল্লে, "নির্ব্বোধ! অলস! দে!—আমারে দে!" এই কথা বোলে আমার হাত থেকে উকো কেড়ে নিয়ে দুই পোঁচে বেড়ীটা কেটে ফেল্লে, কোমর পর্য্যন্ত শিক্‌লি সেই বেড়ীতে আট্‌কানো ছিল, তাও খুলে দিলে। আমার উদ্ধারকর্ত্তা,—তখন ভরসাতেই উদ্ধারকর্ত্তা, আমারে চুপি চুপি বোল্লে, "দেখ, এইবার এক কর্ম্ম করো! বেড়ী আর শিক্‌লি সঙ্গে কোরে নিয়ে যাও। সম্মুখে একটা বড় গহ্বর আছে, তাতেই ফেলে দিয়ে বরাবর পূর্ব্বমুখে খানিক-দূর চোলে যাও।—মাঝখানে একটা স্তম্ভঘরে আলো জ্বোলচে, সেই ঘর পার হয়ে দেখ্‌বে, একজন প্রহরী বন্দুক হাতে কোরে পাহারা দিচ্চে।—প্রতি রাত্রেই সে তেম্‌নি কোরে পাহারা দেয়।—এই রুল গাছটী নাও, এক ঘায়ে তারে,—খুব সজোরে এক ঘায়েই তারে ঘুরিয়ে ফেলো।—প্রাণে মেরো না, অজ্ঞান কোরে রেখে বরাবর দশ বারহাত চোলে যেয়ো। ঠিক সম্মুখে সরাসর যে একটী কাম্‌রা

দেখ্‌তে পাবে, সেই কাম্‌রায় প্রবেশ কোল্লেই দেখ্‌বে, তোমার সঙ্গিনী সেইখানে বন্দী দশায় আছে। তারে হাত ধোরে নিয়েই ধাঁ কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসো;—আর সেখানে জনমানব নাই, তোমার কোনো ভয় নাই।—বেরিয়ে এসেই একটু দূরে আমারে দেখ্‌তে পাবে; তখন আমি উদ্ধারের উপায় বোলে দিব!"

এই সব উপদেশ শুনে আমি যেতে লাগ্‌লেম,—শিকলি আর বেড়ী, সেই গহ্বরে ফেলে, নির্দ্দিষ্টপথে যেতে লাগ্‌লেম। খানিক-দূর গিয়েই প্রহরীর দেখা পেলেম। সে তখন সম্মুখের ঘরের দিকে মুখ কোরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তার মস্তকে এক দণ্ডাঘাত কোল্লেম। এক আঘাতেই সে ভূমিশায়ী!—একটীবারও তারে গোঁ গোঁ শব্দ কোত্তে হলো না। সন্দেহভঞ্জনের জন্যে ফের এক ঘা। সেই অবস্থায় তারে সেইখানে রেখে, উপদেশ মত ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হলেম। দেখ্‌লেম, আমারে যে ঘরে বন্দী কোরে রেখেছিল, সে ঘরের মতন এ ঘরের দরজায় চাবী দেওয়া ছিল না, কেবল বাইরের দিকে একটা লোহার হুড়্‌কো দেওয়া। ঘরে মিট্‌মিট্‌ কোরে একটী আলো জ্বোল্‌ছিল। আমি দরজা খুলে প্রবেশ কোরে দেখি, মেয়েটী কাঁদ্‌চে,—ধূলায় শুয়ে, নিঃশব্দে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌চে; চক্ষের জলে মাটি ভিজে যাচ্চে। আমি নিকটে যাবামাত্রেই সে আমারে দেখেই দুইহাতে চোখ মুখ ঢেকে আরো ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। আমি কোনো কথা না বোলে তারে হাত ধোরে তুলে দ্রুতপদে বাইরে এলেম।—এসেই দেখি, একটী অশ্ব সুসজ্জিত, আর সেই উপকারী লোক সম্মুখে দাঁড়িয়ে।—দেখে আমি আহ্লাদে,—বিপদসঙ্কুলস্থানে ভয়ের সঙ্গে একটু আহ্লাদে, যেমন তাঁরে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে যাবো, অমনি তাঁর মুখে আমার মাথা লেগে, একটা কি যেন আবরণ পোড়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে মুখ-পানে চেয়ে দেখি, দিব্বি চেহারা, দিব্বি বর্ণ, দিব্বি গোঁফ, অতি সুপুরুষ!—তখনি বোধ হলো, এ ব্যক্তি ছদ্মবেশী, মুখে মুখোস্‌ ছিল, তাই খোসে গেছে!—সে ব্যক্তি থতমত খেয়ে শশব্যস্ত হয়ে মুখোসটী তুলে মুখে ঢাকা দিলে। তখন আমি সকৌতুহলে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে আপনি বলুন।—মিনতি করি, বোল্‌তেই হবে।"

ছদ্মবেশী উত্তর কোল্লে, "পালাও, শীঘ্র পালাও।—ঘোড়া প্রস্তুত আছে; মেয়েটীকে নিয়ে শীঘ্র পালাও।—আমারে যা দেখ্‌চো, ত আমি নই!—শীঘ্র পালাও!" এই কথা বোলে যে পথ দিয়ে যেখানে যেখানে যেতে হবে, একে একে সংক্ষেপে সে সব কথা বোলে দিলেন। আমিও সেখানে আর বিলম্ব করা অপরামর্শ বোধে, মেয়েটীরে ঘোড়ায় তুলে, উপদিষ্টপথে প্রস্থান কোল্লেম;—রাত্রি প্রভাত হোতে না হোতেই নগরে এসে পৌঁছিলেম।

দ্বিপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

আনন্দ—পুনর্ম্মিলন।

যখন বাড়ীতে পৌছিলেম, তখন বেলা সাতটা।—মহাজন সদরদরজার সম্মুখেই মাথা হেঁট কোরে পাইচারী কোচ্ছিলেন, যেন কিছু ভাব্‌নাযুক্ত ভাব্‌নাযুক্ত বোধ হোচ্ছিল; সেই সময় আমি সেই মেয়েটীরে নিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেম। মুখ তুলে আমাদের দেখেই বিস্ময়ের সঙ্গে যেন একটু আহ্লাদ হলো,—আনন্দভরে আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! কেমন কোরে রক্ষা পেলে? যে বিপদের কথা শুন্‌লেম, তা থেকে যে তুমি প্রাণে প্রাণে মুক্ত হয়ে আস্‌বে, সে আশা আমার আদৌ ছিল না। মতিয়াকে যে বাঁচিয়ে এনেছ, এতে আমি পরম সন্তুষ্ট হলেম।—তারা সব গেল কোথা?"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি সে বিপদের কথা কার মুখে শুন্‌লেন?"

তিনি বোল্লেন, "তোমাদের সঙ্গে যে সকল রক্ষক পাঠিয়েছিলেম, কাল যখন রাত্রি এক প্রহর, তখন তাদের চারজন, রক্তমাখা, প্রায় উলঙ্গ, হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এলো।—তাদেরি মুখে শুন্‌লেম, এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সে রাত্রে কি করি, কি হয়, কারে পাঠাই, রাক্ষসের মুখে কে-ই বা যায়, ভেবে হা হুতাশ কোরে সারাটী রাত জেগেছি। সকাল বেলা তত্ত্ব কোত্তে লোকজন পাঠাবো স্থির কোচ্চি, এমন সময় তুমি এলে। তা যা হোক্, কেমন কোরে রক্ষা পেলে? মতিয়াকে যে বাঁচিয়ে এনেছ, এতে আমি তোমার কাছে চিরকালের নিমিত্ত বাধিত থাক্‌লেম।—তারা সব গেল কোথা?"

আমি বোল্লেম, "তারা যে কে কোথায় গিয়েছে, কিছুই জানি না। পাঁচ ছ-জন রক্ষক ত কাটা পোড়েছে দেখিছি, সীতারামজীর বাহুতে ডাকাতেরা গুলি মেরেছিল, তিনি ঘোড়া থেকে অজ্ঞান হয়ে পোড়ে গিয়েছিলেন; তার পর যে কি হয়েছে ঈশ্বরই জানেন! তাঁর স্ত্রী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বনের ভিতর ছুটে পালিয়েছেন, এই পর্য্যন্ত জানি।—ডাকাতেরা মতিয়ারে ধোরে নিয়ে যাচ্ছিল, উদ্ধার কর্‌বার জন্যে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ কোরেছি; কিন্তু একা কি কোত্তে পারি? সুতরাং মতিয়ার সঙ্গে আমারেও ধোরে নিয়ে গেল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের ভিতর নিয়ে গিয়ে মতিয়ারে কোথায় লুকিয়ে ফেল্লে!—ফেলে, আমারে বোল্লে, 'মতিয়ার পিতা পাঁচহাজার টাকা দিয়ে তারে খালাস কোত্তে পার্‌বে কি না?' পার্‌বেন না শুনে স্থির কোল্লে, ডাকাতের সর্দ্দার মতিয়ারে বিবাহ কোর্‌বে! সেটী তাদের অনুগ্রহ! আমার কাছেও পাঁচহাজার টাকা চাইলে,—না দিলে প্রাণদণ্ড! সেই টাকার জন্যে আপনার নামে একখানা চিঠিও জোর কোরে লিখিয়ে নিয়েছে! এই সকল কাণ্ড কোরে আমার পায়ে বেড়ী দিয়ে একটা ঘরে কয়েদ রাখ্‌লে!

অনেক রাত্রে ডাকাতের দলের একজন লোক, (ডাকাত কি ছদ্মবেশী, তা আমি এখন বোল্‌তে পাচ্চি না, কিন্তু লোকটী কিছু ভদ্র)। সেই ঘরের দরজা খুলে বেড়ী কেটে আমারে উদ্ধার কোল্লেন। মতিয়ারে যে ঘরে কয়েদ রেখেছিল, তাও বোলে দিয়ে পালাবার উপায় কোরে দিলেন,—একটী ঘোড়াও যোগাড় কোরে দিলেন। তাঁরি অনুগ্রহে এ যাত্রা প্রাণরক্ষা হয়েছে। রাতারাতিই আমি মতিয়ারে সঙ্গে কোরে পালিয়ে এসেছি,—কেউ দেখ্‌তে পায় নি।"

মহাজন এই সব কথা শুনে সেই লোকটীর উদ্দেশে অনেক আশীর্ব্বাদ কোল্লেন, আমারেও অনেক প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লেন, মুখে একটু হাসিও দেখা দিল। কিন্তু ভাবে বোধ হলো, সীতারাম ও তাঁর স্ত্রীর জন্যে যেন কিছু উতলা আছেন। বোল্লেন, "হরিদাস! সমস্ত রাত্রি ভারি কষ্ট পেয়েছ, সকাল সকাল স্নান করো।" মতিয়ারে বোল্লেন, "মতিয়া! বাছা! বাড়ীর ভিতর যাও!—বড় ক্লেশ হয়েছে, কিছু খাও গে।" মতিয়া এতক্ষণ মুখখানি হেঁট কোরে আমাদের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, এই কথা শুনে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চোলে গেল,—মুখে কাপড় দিয়ে যেন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গেল।

আমিও মহাজনের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গিয়ে স্নান আহ্নিক কোল্লেম। ভারি পিপাসা পেয়েছিল, জল খেলেম।—আহারের পর মহাজন বাইরের ঘরে বোস্‌লেন, সীতারাম আর তাঁর স্ত্রীর যদি কোনো রকমে ঠিকানা হয়, এই জন্যে কর্ম্মক্ষেত্রে দুজন লোক পাঠানো হলো। এই অবকাশে আমি মহাজনের কাছে বোসে বোল্লেম, "মহাশয়! ডাকাতের ঘরে একটী গুপ্তকথা শুন্‌তে পেয়েছি।" তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি?" আমি বোল্লেম, "যখন আমি রাত্রে বন্দী, তখন পাশের ঘরে জন দুই তিনলোক, কারে খুন কর্‌বার কথা বলাবলি কোচ্ছিল। একজন বোল্লে, 'বেটা ভারি বেঁচে গেছে!—আমাদের ভয়ে পালিয়ে ছিল, কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে আর বাঁচ্‌বে কদ্দিন?' এই ভাবের সব কথা বোলেছিল! এর ভাব কি? কারে খুন কোর্‌বে?"

মহাজন স্থির হয়ে এই কথাগুলি শুনে গম্ভীরভাবে উত্তর কোল্লেন, "কারে মার্‌বে কেমন কোরে জান্‌বো?—ডাকাত তারা, কারে খুন্ কোর্‌বে, কার কি লুটেপুটে নেবে, তারাই তা মনে মনে জানে। তুমি ওসব কথা লোকের কাছে গল্প কোরো না। ডাকাতেরা শুন্‌লে, কি জানি, বিপদ ঘটাতে পারে।" এই সকল কথা হোচ্চে; এমন সময় বাড়ীর বাইরে স্ত্রীলোকের কান্না শুন্‌তে পেলেম। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌চে।—কে কাঁদে জান্‌বার জন্যে, মহাজনের সঙ্গে আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলেম।—গিয়েই দেখি, মতিয়ার জননী!—তিনি 'মতিয়া—মতিয়া' বোলে এক একবার ধূলায় পোড়্‌ছেন, আবার উঠে দাঁড়াচ্চেন! চুল গুলি এলো,—সর্ব্বাঙ্গে আঁচড়,—বনের কাঁটায় বস্ত্রখানি ছিন্নভিন্ন,—দেহখানি ধূলায় ধূসর,—যেন পাগলিনী!—দেখে আমার অন্তরে অতি দয়া হলো,—চক্ষে জল এলো।—ছল্‌ছল্‌চক্ষে মহাজনের মুখপানে চেয়ে, চঞ্চল হয়ে নিকটে গিয়ে বোল্লেম, "মা! তোমার মতিয়া বেঁচে আছে,—তোমার মতিয়া এইখানে আছে,—মা! তুমি কেঁদো না, তোমার মতিয়ার কোনো অমঙ্গল হয় নি।"

আমার কথা শুনে তিনি উন্মাদিনীর ন্যায়

বারবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কৈ আমার মতিয়া? আমার মা?—কৈ আমার মা? আমার মতিয়া? কৈ আমার মতিয়া?—আমার স্বোয়ামী?"

আমি ব্যস্ত হয়ে বোল্লেম, "মতিয়া বাড়ীর ভিতরে আছে, আপনি বাড়ীর ভিতরে যান।"

মহাজন বোল্লেন, "কেঁদো না, বাড়ীর ভিতর যাও।" এই কথা বোলে তিনি চাক্‌রাণীদের ডেকে দিলেন, তারা ধরাধরি কোরে তাঁরে তদবস্থায় বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। আমি ভাব্‌লেম, মায়াবতী মায়া, আপনার প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করায়, কিন্তু স্নেহের রূপ ভাবিয়ে ভাবুকের মনকে অতিশয় আকুলিত করে!—যা হোক্‌, বেঁচে আছেন, এ-ই মঙ্গল। মহাজন বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি ধন্য! যেমন রূপ, তেমনি গুণই তোমার! আমি তোমার সাধু ব্যাভারে যার পর নাই, পরিতুষ্ট হয়েছি।" এই কথা বোলে তিনি বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেন,—আমি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। প্রায় একঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি, এদিক ওদিক কোরে বেড়াচ্চি,—মনে নানারকম চিন্তা ক্রীড়া কোচ্চে,—মহাজন আস্‌চেন না।—এমন সময় দূরে একখানা ডুলী দেখ্‌তে পেলেম। ডুলীখানা আমাদের বাড়ীর দিকেই আস্‌চে,—ক্রমে নিকটে এলো। বেহারারা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "মহানন্দ মহাজনের কোন্ বাড়ী?" আমি বোল্লেম, "এই বাড়ী!" শুনে তারা ডুলী নামালে।—নামিয়ে, ডুলী থেকে একজন মানুষকে পাঁজাকোলা কোরে বার্ কোল্লে।—খালি গা, কেবল একটী পায়জামা পরা!—শরীর অবসন্ন!—কে?—সীতারামজী!—আমি নিকটে গিয়ে আগেই আশ্বাসবচনে বোল্লেম, "চিন্তা নাই, আপনার স্ত্রী কন্যা কুশলে আছেন! আপনি আসুন, কর্ত্তা আপনার জন্যে অতি উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।" সীতারামজী আমাকে দেখে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। আমি বোল্লেম, "কাঁদেন কেন? কাঁদ্‌বেন না। সমস্ত মঙ্গল; আমি আপনারে সে অবস্থায় ফেলে আস্‌তেম না,—কখনই আস্‌তেম না। আপনি যখন গুলির আঘাতে ঘোড়া থেকে পড়েন, তারপর যে কি দুর্ঘটনা হলো, আপনি তার কিছুই জানেন না! ডাকাতেরা আপনার কন্যাকে ধোরে নিয়ে গেল, আমারেও বন্দী কোরে নিলে। সে বিপদ যদি না ঘোট্‌তো, তা হলে আপনারে ফেলে আমি কখনই আস্‌তেম না। আপনি এখন আসুন, সকলকে নিরাপদ দেখে সন্তুষ্ট হবেন!" এই কথা বোলে তাঁরে ধরাধরি কোরে নিয়ে এলেম।—দরজা পার হয়েই মহাজনের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তখন সবেমাত্র বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিলেন। সীতারামকে আমার সঙ্গে দেখে আনন্দে হাত বাড়িয়ে সীতারামের হাত ধোল্লেন।—ধোরেই, মহানন্দে বোলে উঠ্‌লেন, "হরিদাস আমার পূর্ব্বজন্মে কে ছিল! হরিদাসের জন্যে আমি তোমাদের আবার জীবিত দেখ্‌তে পেলেম!—চলো, এখন বাড়ীর ভিতর চলো, অন্য কথা কবার সময় নয়।—সেখানে তোমার স্ত্রী আর কন্যা তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে লুটোপুটি খাচ্চে, আমি এত কোরে বুঝালেম, কিছুতেই শান্ত কোত্তে পাল্লেম না। মনে কোল্লেম, তোমার উদ্দেশ হলো না, সুতরাং তাদেরও প্রাণ বাঁচা ভার হয়ে দাঁড়ালো। এখন ভগবানের কৃপায় তুমি বেঁচে এলে, সকল দিকেই মঙ্গল হলো। চলো, এখন বাড়ীর ভিতর চলো।" এই কথা বোলে

বেহারাদের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সীতারামকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। এতদিনের পর সেইদিন আমার বাড়ীর ভিতর যাবার অনুমতি হলো,—আমিও তাঁদের সঙ্গে গেলেম। তাঁরা দুজনে একত্র হয়ে পরস্পর আনন্দে আলিঙ্গন কোরে বিবিধ প্রকারের আলাপ আরম্ভ কোল্লেন। পাঠক মহাশয়! আমাদের কাব্যসাহিত্যভাণ্ডারে হর্ষ বিষাদের বিপুল ঐশ্বর্য্য দর্শন কোরেছেন, নূতন শুনুন,—বিষাদে হর্ষ! এরি মধ্যে মহাজন তাঁর শালীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি স্ত্রীলোক, একাকিনী কেমন কোরে পথ চিনে এলে?" তিনি উত্তর দিলেন, "সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করো, সমস্ত রাত্রি বনজন্তুর মতন বনে বনে বেড়িয়েছি। পরমায়ু না কি অখণ্ড, সেইজন্যে বাঘ ভাল্লুকে খায় নি। যখন সকাল হলো, তখনো আমি সেই বনে।—পথ জানা নাই, কোন্‌দিকে এসে নগরে আস্‌তে পার্‌বো, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে, একটী গাছতলায় বোসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। বনের কাঁটায় শরীর আমার যে কত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তা স্বচক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্চো। একলা বোসে কাঁদ্‌চি, নীরবে কাঁদ্‌চি, আর ভাব্‌চি। এমন সময় একজন কাটুরের সঙ্গে সেই বনে দেখা হলো। সে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, আমি তারে বিপদের কথা বোল্লেম। তোমার নাম কোরে তোমার বাড়ীতে আস্‌বার পথ জিজ্ঞাসা কোল্লেম। সে সদয় হয়ে রাস্তা পর্য্যন্ত রেখে গেল।" এই রকম ও অন্য রকম কথোপকথনের পর আমি বাইরে এলেম, একমাস আর কোনো গোলমাল হলো না।

ত্রিপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

রজনী—প্রভাত।

একদিন কর্ম্মের ঝঞ্চটে কারখানা থেকে ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা হয়ে গেল,—শরীরও কিছু অসুস্থ বোধ হলো; সকাল সকাল আহার কোরে শয়ন কোল্লেম। যদিও আশ্বিনমাসের রাত, শীতকালের রেতের মতন খুব বড় নয়, কিন্তু সকাল সকাল শয়ন করা হয়েছিল বোলে, রাত থাক্‌তেই নিদ্রাভঙ্গ হলো।—জানালা দিয়ে দেখ্‌লেম, তখনো অল্প অল্প জ্যোৎস্না আছে। আর নিদ্রা হলো না;—ইচ্ছাও হলো না। বিছানা থেকে উঠে, দরজা খুলে বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়ালেম।

রজনীর শেষ দশা উপস্থিত।—সন্ধ্যাকালে সুধাংশু যখন উদয় হন, তখন তাঁর মনোহর শোভা দেখে প্রকৃতিসতী মোহিনী রূপ ধারণ কোরে মুচকে মুচকে হেসেছিলেন।—তাঁর সেই সাজ দেখে, দুর্ব্বৃত্ত পিশাচেরা দুষ্কর্ম্ম কোত্তে প্রবৃত্ত হয়েছিল;—দুঃসাহসে বুক বেঁধে দলে দলে দুষ্ক্রিয়াসাধনে বেরিয়েছিল।—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি শ্বাপদেরা মদগর্ব্বে মরিয়া হয়ে, হিংসারে সহচরী কোরে, বনস্থল আর বনবাসীদের দলন কোত্তে আরম্ভ কোরেছিল।—পেঁচা আর বাদুড়েরা আহ্লাদে

মত্ত হয়ে মধুবন ছিন্নভিন্ন কোত্তে মেতে-ছিল।—তাদের যে কত দুষ্ক্রিয়া, সুধাকর নিজে রজনীকান্ত হয়েও সে সকল দেখ্‌তে পান নি। কারণ, কুমুদিনীরে প্রসন্ন কর্‌বার জন্যে তিনি সমস্ত রজনী ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কুমুদ-প্রেমে তাঁরে অঘোর মগ্ন দেখে তাঁর অনুচরেরাও সাহস পেয়ে নির্ভয়ে দুষ্কর্ম্মে মেতে উঠেছিল। স্বভাবই এই, প্রভুকে যে পথে গমন কোত্তে দেখে, অধীনেরা সেই পথেরি অনুগামী হয়। দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরদল সেইটাই তখন সপ্রমাণ কোল্লে। নিশানাথকে পরকীয় রসে,—পরপ্রেমপানে অচেতনে নিমগ্ন হোতে দেখে, পৃথিবীর ছোট বড় সমস্ত জীব,—সাধু ছাড়া সমস্ত জীব, কুপথগামী হয়েছিল।—এখন কি ভাব?

তারাপতি চন্দ্রমা কুমুদিনীর সঙ্গে প্রেমালাপে সমস্ত যামিনী যাপন কোরে, এখন তারে বিরহ-নীরে ভাসিয়ে অস্তাচলের আড়ালে গুপ্ত হোতে চোল্লেন।—একটু পরেই জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রকাশ হবেন,—গুপ্তকাজ প্রকাশ হবে, এই ভয়েতেই, এই লজ্জাতেই যেন মলিন হয়ে, মুখ লুকাতে শশব্যস্ত হলেন। কুমুদিনীও সারা রাত পরপতির সঙ্গে রসরঙ্গ কোরে, এখন একটু লজ্জা পেয়েছেন; কুলটা নায়িকার মত, এলোকেশী,—ছিন্নভিন্ন,—শ্রীভ্রষ্ট হয়েছিলেন;—এখনি সূর্য্যদেব,—চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সূর্য্যদেব এসে এই দশা দেখ্‌বেন, সেই লজ্জাতেই ঘোম্‌টা টেনে দিলেন। প্রেমচোরা চন্দ্রমাকে অধোমুখে পলাতে দেখে, আর শ্রীভ্রষ্ট কুমুদিনীকে মুখ ঢাক্‌তে দেখেই যেন, পাখীরা "ছি! ছি! ছি!" বোলে ধিক্কার দিয়ে ডেকে উঠ্‌লো।

নিশাচর পশুপক্ষীরা সমস্ত রজনী কুকর্ম্মে রত ছিল, সহস্রচক্ষু সহস্ররশ্মি একটু পরেই সব দেখ্‌তে পাবেন,—সকল রকম গুপ্তকথাই প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে,—রক্তমুখ রক্তমুখে আগুন বর্ষণ কোরে পাতকীদলকে দগ্ধ কোত্তে সক্রোধে ধাবিত হবেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বিষণ্ন বদনে বাসাতে ফিরে চোল্লো। লজ্জায় কেমন কোরে সূর্য্যদেবকে মুখ দেখাবো, এই ভয়েই যেন তারা আগেভাগে প্রস্থান কোত্তে তৎপর হলো।

এখন উষা।—সুন্দরী উষা একটু একটু পাণ্ডুবর্ণ ঘোমটা দিয়ে, মন্থরগমনে সংসার উপবনে নাম্‌লেন। লজ্জাশীলা সুন্দরী মন্থরগমনে নাম্‌লেন। তাঁরে দেখেই তরুশিখরে পাপিয়ারা "দেশের কি হলো! দেশের কি হলো!!" বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। সেই সঙ্গে নানা পক্ষীর নানা স্বর একত্র হয়ে বনস্থল একেবারে মাতিয়ে তুল্লে।—কোকিলেরা প্রভাতী ধোল্লে,—উষা একটু হাস্‌লেন।—উদয়াচলে দিনপতির রক্তিম ছবি দেখে, লজ্জাবতী উষা নীচুমুখে একটু হাস্‌লেন। সেই সুমধুর ঈষৎ হাসি, সকলের পক্ষে সমান সুখের হলো না; কারো কারো পক্ষে কাল হয়ে উঠ্‌লো!—দুরাচার নিশাচরেরা মাথা হেট কোরে প্রস্থান কোল্লে।—কমলিনী জেগে উঠে, ফুল্লমুখে ঘোর ঘোর চক্ষে একটু একটু বঙ্কিম কটাক্ষে চাইতে লাগ্‌লেন। এই সময়, সময় পেয়ে প্রভাত-পবন ধীরে ধীরে নলিনীরে স্পর্শ কোল্লে। প্রমোদিনী সরোজিনী একটু একটু দুল্‌লেন। তারাপতি নিশাপতি সারা রাত জাগরণ কোরে অবসাদে পালাচ্চেন, কমলিনী যেন মুচকে মুচকে হেসে দিনেশ্বরকে বোল্‌চেন, "দেখ দেখ, চন্দ্রমা কুমুদিনীর দুরবস্থা কোরে পালাচ্চেন। ঐ যায়, ঐ যায়! ঐ

যায়!” বোলেই আবার যেন দুলে দুলে মাথা নেড়ে তাই দেখাচ্চেন।

এখন প্রভাত। পক্ষীরা প্রভাত-সমীরণ স্পর্শ কোরে বাসা ছেড়ে উড়ে বেরুলো। “কি দেখ্‌লেম! কি দেখ্‌লেম!” বোল্‌তে বোল্‌তেই যেন বায়ুসাগরে সাঁতার দিতে লাগ্‌লো। চক্রবাক চক্রবাকী নিশাকালে যোড়া ছাড়া হয়ে সরোবরের উভয়তীরে দারুণ বিরহে চীৎকার কোচ্ছিল, এখন নিশাপতিকে ধিক্কার দিয়ে, দিনপতিকে প্রণাম কোরে একত্রে এসে মিল্‌লো।—সমস্ত দিনের মত রজনীর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ হলো। রজনীদেবীও জগতের কাছে সারা দিনের মত বিদায় দিলেন।

প্রভাতে সকলেই আমোদে প্রফুল্ল, কেবল তরুরাজীর পত্র-নেত্র থেকে টস্‌ টস্‌ কোরে জল পোড়্‌চে,—কেন পোড়্‌চে?—শান্ত শান্ত পাখীগুলি সমস্ত রজনী শাখায় শাখায় আশ্রয় নিয়েছিল, এখন তারা উড়ে গেল, সেই দুঃখে, সেই শোকে গাছেরা কাঁদচে! কিন্তু ফুলগাছগুলির সে ভাব নয়।—ফুলগাছে নানা রকম ফুল ফুটে আলো কোরে রয়েছে, বিন্দু বিন্দু শিশির পাতার আগার আগায় এসে জোম্‌ছে;—বোধ হোচ্চে যেন, ফুলগাছগুলি পত্ররূপ নাসিকাতে একটী একটী মুক্তার নোলক পোরে নব-যুবতী কামিনীর সাজে সেজেছে, যোগিনী-বেশে সেজেছে! প্রস্ফুটিত ফুলগুলি তাদের নব-যৌবন! ভ্রমর আর মৌমাছিরা সুবাসে আকুল হয়ে, মধুলোভে চারিদিকে উড়্‌চে,—এক একবার মত্ত হয়ে ফুলেফুলে বোস্‌চে আর উড়্‌চে!—মৃদু মৃদু প্রভাত-সমীরণ থেকে থেকে গাছগুলি দোলাচ্চে। গাছেরা যেন দুলে দুলে লজ্জাশীলা নব-কুলবধূর মতন মাথা হেঁট কোচ্চে;—মধুকর প্রমত্তভাবে বারম্বার প্রেমকথা বোল্‌তে আস্‌চে,—সেই লজ্জাতেই যেন একবারে মুখ নীচু কোচ্চে। তারা যখন একটু সোরে যাচ্চে, তখনি আবার মুখ তুলে হাস্‌চে!

ক্রমে প্রভাকর নিজ প্রভা, বিস্তার কোরে ধরাতলে প্রকাশ হলেন। গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, শিখরে শিখরে, স্বর্ণবর্ণ রৌদ্র এলো। বোধ হলো যেন, প্রকৃতি সতী, ললাটে একটী চাঁনের সিঁদূরের টিপ্‌ কেটে,—সর্ব্বাঙ্গে সোণার গয়না পোরে শোভা পেলেন! এখন পৃথিবীর নূতন ভাব,—নূতন শোভা!—পৃথিবীর বহুরূপীদেরও নূতন ভাব!! রজনীর দুর্জ্জনেরা প্রভাতে সাধু হবার জন্যে নূতন বেশে সাজ্‌তেছে,—সাধুর সঙ্গে মিলে মিশে ভাব গোপনের চেষ্টা কোচ্চে!!

চতুঃপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

গুপ্তহত্যা।

প্রভাতে আমার একটু একটু বেড়ানো অভ্যাস ছিল। সূর্য্যোদয় দেখে শীঘ্র শীঘ্র নেমে এসে, হাত মুখ ধুয়ে বাড়ী থেকে বেরুলেম।—বেড়াতে বেড়াতে সেদিন কিছু অধিকদূর যাওয়া হলো। মনে মনে কোল্লেম, যদি এতদূরই এসেছি, তবে একবার সদাব্রত

পর্য্যন্ত গিয়ে শিউশরণজীর সঙ্গে দেখা কোরে যাই।—যাচ্ছি, এমন সময় আর একটা পথ দিয়ে রাঘবজীর ভাইপো শাম্বোজী, আর সেই রামরঙ্গণ, সেই খানে উপস্থিত। শাম্বোজী যেন কিছু বিষণ্ণ হয়ে ধীরে ধীরে চোলে আস্‌ছেন। রামরঙ্গণ বড় আমুদে লোক, সে এক একবার বোক্‌চে, এক একবার মাথা নাড়্‌চে, আর এক একবার হুঁ হুঁ কোরে গানও গাচ্চে।

আমি কাছে গিয়ে শাম্বোজীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, আপনারে আজ এ রকম বিমর্ষ বিমর্ষ দেখ্‌চি কেন?—তিনি উত্তর কোল্লেন না।—পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কোল্লেম।—তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কোরে আমার পানে চেয়ে বোল্লেন, "হরিদাস! কি আর জিজ্ঞাসা কোচ্চো, সর্ব্বনাশ হয়েছে!—আমার মাথায় বজ্রপাত হয়েছে! কর্ত্তা খুন হয়েচেন।" এই পর্য্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "সেকি?—আপনি বলেন কি? রাঘবজী খুন হয়েছেন? আহা হা! কে এমন কাজ কোল্লে? তিনি ত কারুরি অপকারী ছিলেন না?—অতি ভাল মানুষ, অতি নিরীহ, তাঁরে প্রাণে মারে এমন শত্রু, এমন পাপিষ্ঠ কে?"

এই কথা শুনে শাম্বোজীর চক্ষে জল এলো। তিনি বল্লেন, "কে শত্রু হলো, কেমন কোরে বোল্‌বো? কাল তাঁতে আমাতে একটা জরুরি কাজের জন্যে গ্রামান্তরে গিয়েছিলেম; ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা হয়। পশ্চিমদিকে যে জঙ্গলটা আছে জানো, সেই জঙ্গলের ধার দিয়ে আমরা গাড়ী কোরে আস্‌ছিলেম, পশ্চিমদিক থেকে কারা হল্লা কোল্লে দু তিনটা বন্দুকের আওয়াজ কোল্লে। শুনে আমাদের ভয়ও হয়, আর শিকারী মনে কোরে একটু ভরসাও হয়। তার পর হঠাৎ একব্যক্তি আমাদের গাড়ীর কাছে ছুটে এসে কর্ত্তাকে লক্ষ্য কোরেই গুলি কোল্লে, তাতেই তাঁর প্রাণনষ্ট হলো! তাই দেখে প্রাণের ভয়ে আমি গাড়ী থেকে নেমে, পূর্ব্বমুখে দৌড়ুলেম। পশ্চাৎ পশ্চাৎ দু তিনজন লোক আমাকে তাড়া কোরে এসেছিল, চারপাঁচটা আওয়াজও কোরেছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমার গায় একটাও গুলি লাগে নি। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে, নগরে এসে হাঁফ্ ছাড়্‌লেম। হায়! আমার পিতা নাই, কাকাকেই পিতৃতুল্য ভেবে পর্ব্বতের আড়ালে স্বচ্ছন্দে ছিলেম। এখন একেবারে অসহায় হয়ে অকূলপাথারে পোড়্‌লেম। দশদিক যেন অন্ধকার দেখ্‌চি!" এই সব কথা বোলে শাম্বোজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন। আমি অনেক দুঃখ কোরে তাঁরে বুঝিয়ে বোল্লেম, "আপনি জ্ঞানবান, বৃথা শোক কোর্‌বেন না। মৃত্যু নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত!—স্বভাবমৃত্যু, অপঘাতমৃত্যু, আর আত্মহত্যা, যে কোনো মৃত্যু হোক্‌ই না কেন, সকলগুলিই অদৃষ্টের লেখা! তার জন্যে আপনি কেঁদে আর কি কোর্‌বেন?—অপঘাতে প্রাণনষ্ট, এটী অবশ্যই আক্ষেপের কথা বটে, কিন্তু কি কোর্‌বেন, নিয়তিই তাঁর এই; সুতরাং সে আক্ষেপ করা বৃথা! এখন সন্ধান করা কর্ত্তব্য যে, কোন্ দুরাচার কোন্ পাপিষ্ঠ, এমন কর্ম্ম সমাধা কোল্লে।"

আমার এই কথা শুনে শাম্বোজী একটু নীরবে থেকে চক্ষু মার্জ্জন কোরে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! প্রায় মাসখানেক হলো, আমি একখান বেনামী চিঠি পেয়েছি। তাতে কে

একজন লিখেছে, তোমারা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। তোমাদের একজন আত্মীয়লোক তোমাকে আর তোমার খুল্লতাত রাঘবজীকে খুন করিবার জন্যে তক্কে তক্কে ফিরিতেছে। এ দেশের দস্যুদলপতি মল্লদাসের সহিত সেই লোকের যোগ হইয়াছে!" আমি সেই পত্রখানি পেয়ে অবধি ক্রমাগত সেই বিষয় নিয়েই তোলাপাড়া কোচ্চি!—ভাব্‌ছি, আত্মীয়লোকে খুন কোর্‌বে, কিন্তু কে সে আত্মীয় লোক? —আমাদের পরিবারের মধ্যে আত্মীয় হিসাবে আমি, গোবিন, আর এই রামরঙ্গণ। আমাদের শত্রু হবে কে? আর কেনই বা হবে?—যা হোক্, কর্ত্তাকে আমি এই সব কথা বোলে সাবধানও কোরেছিলেম, নিজেও খুব সাবধান হয়ে থাক্‌তেম, কিন্তু গ্রহ যখন বিগুণ হয়, তখন কিছুতেই আর রক্ষা করা যায় না। কাল্‌কের কালরজনীই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!—এত সাবধান হয়েও সেই অদৃষ্টগতি নিবারণ কোত্তে পাল্লেম না!"

তিনি আরো কিছু বোল্‌তেন, কিন্তু তখন আমি তাঁরে আর কিছু বোল্‌তে না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বোল্লেম, "মহাশয়! একটা কথা ধরা পোড়েছে!—বেনামী চিঠিতে যখন মল্লদাসের নাম আছে বোলছেন, তখন আমার একটা কথা মনে পোড়্‌লো। ভাদ্রমাসের শেষে ঐ মল্লদাসের লোকেরা আমাকে আর একটী মেয়েকে পথে থেকে ধোরে তাদের আড্ডাতে নিয়ে গিয়েছিল। রাত্রে যে ঘরে আমারে বন্দী কোরে রাখে, তারি পাশের ঘরে জন দুই তিন ডাকাত, অনেক কথাই বলাবলি কোরেছিল।" এই কথা বোলে তাদের যে যে কথা শুনেছিলেম, একে একে সেইগুলি অবিকল তাঁরে জানিয়ে দিলেম। আরো বোল্লেম, "আমার বোধ হয়, তাঁরাই সে দিন আপনাদের বাড়ী ডাকাতি কোত্তে এসেছিল, তাদের আসল ফিকির না কি খুন করা, সেই জন্যেই টাকাকড়ি কিছুই ছোঁয় নি; এইটী ত আমার মনে বেশ নিচ্চে। তবে তাঁদের ভিতর আপনাদের আত্মীয়লোক কেউ আছে কি না, তা আমি জানি না। আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মীয়লোকে খুন কোত্তে সচেষ্ট ছিল কেন? কোন আত্মীয়লোকের সঙ্গে কি আপনাদের মতান্তর আছে?"

তিনি কিঞ্চিৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে একটু চিন্তা কোরে বোল্লেন, "কৈ? মনান্তর ত এমন কারুরি সঙ্গে নাই। তবে কর্ত্তার একজন ভাগ্নে, (আমার এক পিস্‌তুতো ভাই) অতিশয় বওয়াটে, অতিশয় অবাধ্য, আর অতিশয় দুশ্চরিত্র হয়ে অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল; তার নাম বীরবল। তুমি এ দেশে অনেকদিন আছ, কর্ত্তার পুত্র গোবিনকে অবশ্যই দেখেছ, বীরবল তারে ফুস্‌লে ফাস্‌লে ক্রমে ক্রমে কুপথে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। কর্ত্তা তাই শুনে, রাগ কোরে একদিন গোবিনকে বলেন, 'তুই যদি এমন কোরে বীরবলের সঙ্গে বেড়াস, তবে একপয়সাও দিয়ে যাবো না! যা কিছু বিষয় আশয় আছে, সমস্তই শাম্বোকে লিখে পোড়ে উইল কোরে দিয়ে যাবো।' আর বীরবলকেও সেই দিন যাচ্চে তাই বোলে তিরস্কার কোরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন। সেই অবধি বীরবল আর এ মুখো হয় না, আমাদের নামগন্ধও করে না। কিন্তু আমরা জেনেছি, মনে মনে সে আমাদের উপর ভারি চটা। এতেই যদি মনান্তর বলো, তবে তা হোতে পারে! কিন্তু

সে অতি সামান্য লোক, ক্ষমতা তার কিছুই নাই; আর এ রকম চটাচটিতে যে খুন্ কোর্‌বে, এ অতি অসম্ভব কথা! আমার মনে কখনই ত সে রকম বিশ্বাস হয় না। এ রকম ঝগ্‌ড়া সকল ঘরেই হয়ে থাকে! বোধ করি, এর ভিতর অন্য কোনো লোক আছে, অন্য কোনো কারণ আছে।"

আমি বোল্লেম, "সে কথা আপনারাই বোল্‌তে পারেন, কিন্তু মল্লদাসের দলের ডাকাতদের দ্বারাই যে এ সকল কাণ্ড হয়েছে, তা আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি। যখন শুনেছিলেম, তখন যদি এ রকম জান্‌তে পাত্তেম, তা হলে সেই দিনেই আপনাদের খবর দিয়ে সতর্ক কোত্তেম।—বাড়ী এসে মহাজনকে ঐ সব কথা বোলেছিলেম, তিনিও কিছু বুঝ্‌তে পারেন নি। যা হোক্, যিনি আপনাকে বেনামী চিঠি লিখেছিলেন, তিনিও আপনাদের পরম বন্ধু হবেন বোধ হোচ্চে।"

শাবোজী বোল্লেন, "কে এমন আত্মীয়, তা ত কিছুই জান্‌তে পাচ্চি না।—আচ্ছা, তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি সেই চিঠিখানা আনি। নিকটে একজন বন্ধুর বাড়ীতেই আছে, যাবো আর আস্‌বো; দেরি হবে না। রঞ্জণ! তুমিও এইখানে দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি।"

এই কথা বোলে তিনি চোলে গেলেন,—রঞ্জণ একটা নিঃশ্বাস ফেল্লে। ফেলে, আকাশ-পানে হাত তুলে বোল্লে, "হুঃ!—খুন কোরেছে! হুঃ!—কৈ?—কে আছে, আমাকে খুন করুক দেখি?—আসুক দেখি? একটা ইঁদুর মেরেছে,—তার আবার বেনামী চিঠি, আত্মীয়লোক, মল্লদাস,—হ্যানো,—ত্যানো,—বায়ো,—সত্তেয়ো!—হুঁ!—এক-দিন আমি,—দেখ হরিদাস মশাই! একদিন আমি সাগরের ধারে পাইচারী কোচ্চি, হাতে একখানা তলোয়ার,—খাস তলোয়ার! এমন সময় একজন পাঞ্জাবী সেইখানে এলো। এসেই বোল্লে, 'যুদ্ধং দেহি!' আমি অষ্টপ্রহরি প্রস্তুত!—যেমন বোলেছে, তখনি অমনি যুদ্ধ!—ঘোর যুদ্ধ!—কুরুপাণ্ডবদের মত যুদ্ধ! সেই ফিরিঙ্গী বেটা আগেই কৌশল কোরে আমারে এক কোপ্ মাল্লে!—মাল্লে বটে, কিন্তু সেই কাশ্মীরী বেটা কি আমার কাছে তলোয়ার ধোত্তে জানে? ভোঁ ভোঁ বোঁ বোঁ কোরে আমি তলোয়ার খেল্‌তে লাগ্‌লেম। ঠকাঠক্ চটাচট্ শব্দে আগুন ঠিক্‌রুতে লাগ্‌লো; ভয়ানক সংগ্রাম! খানিক পরে সেই বাঙালী বেটা অচেতন হয়ে শুয়ে পোড়্‌লো! তখন আমি দেখি, আমার হাতের যে অতবড় মানুষ-ভোর তলোয়ার, সেখানা সেই নেপালী বেটার সঙ্গে যুদ্ধ কোত্তে কোত্তে একেবারে ক্ষোয়ে চূর্ণ হয়ে গেছে! ঝিঝির পাতের মতন পাত্‌লা, আর চাকু ছুরির মত ছোট!—তাতে তার কি হবে?—কাজেই দূর কোরে সেই মাঠের ধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে চোলে এলেম! মোগল ব্যাটা সেই খানেই পোড়ে রইলো! অরে দেখ হরি-দাস মশাই!—"

তার কথা শেষ হোতে না হোতে শাবোজী ফিরে এলেন। চিঠিখানি আমার হাতে দিয়ে পাঠ কোত্তে বোল্লেন, আমি পাঠ কোল্লেম। ইত্যগ্রে ঐ চিঠির তিনি যেরূপ মর্ম্ম বোলে-ছিলেন, তার অতিরিক্ত আর তাতে কিছুই লেখা ছিল না। বারখানা ঘরে অনেক লোকের অনেক রকম হাতের লেখা দেখা

যায়, কিন্তু ওই চিঠির অক্ষর মোটে চেনা গেল না। চিঠিখানি শাবোজীর হাতে দিলেম, তিনি বোল্লেন, "অনেক বেলা হয়েছে, চলো, বাড়ী যাওয়া যাক্।" আমরা বাড়ী চোল্লেম।

বেলা প্রায় এগারোটা।—পথে যেতে যেতে শাবোজী আমারে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! কে যে খুন কোল্লে, তার কিছুই ঠিক হলো না। আমি সন্ধানে আছি, কিন্তু কেমন কোরে যে ঠিকানা হবে, তা আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চি না।" আমি বোল্লেম, "যদি অসাধ্যও হয়, তথাচ আমি সাধ্যমত চেষ্টা কোরে এর একটা কিনারা কোর্বোই কোর্বো। অঙ্গীকার কোচ্চি, যদি মল্লদাসের দল হয়, তবে আমার দ্বারায় তার একটা ঠিকানা হবেই হবে। কিন্তু কেমন কোরে যে হবে, সে কথা আমি এখন প্রকাশ কোর্বো না।" তিনি আমার কথায় অনেক আশ্বাস পেয়ে আমাকে অনেক ভাল কথা বোলে, রঙ্গণকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী গেলেন। আমিও পথবাহন কোরে মহাজনের বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম। বেলা প্রায় দুই প্রহর। স্নানাহার সমাপন কোরে কর্ম্মস্থানে যাওয়া গেল, কিন্তু সেদিন আর অন্য কাজ কিছুই হলো না।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

অভাবনীয় নূতন বিপদ।

একদিন অপরাহ্ণে আমি একাকী রাস্তায় বেরিয়েছি, এমন সময় আমার সেই সদাব্রতের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু শিউশরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। অনেকবার আমি তাঁর কথা পাঠক মহাশয়কে বোলেছি। তাঁর সঙ্গে কথোপকথন কোচ্চি, কথায় কথায় তিনি আমারে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! আমি তোমারে যে মল্লদাস ডাকাতের দলের কথা বোলেছিলেম, আজ তাদের একটা নূতন ঘটনা শুন্লেম!" আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে আবার কিরূপ ঘটনা?" তিনি উত্তর কোল্লেন, "আজ দশ বারদিন হলো, তোমাদের দেশের একজন স্ত্রীলোক, কে জানে কি কোত্তে কোথায় এসেছিল, ডাকাতেরা দেখ্তে পেয়ে তারে ধোরেছে। সে এখন তাদের দলে মিলেমিশে, তাদের সঙ্গে রঙ্গরসে মেতেছে!—আর এক কথা!—কাল বৈকালে সেই ডাকাতেরা তিনজন বাঙালীকে ধোরে নিয়ে গেছে। সেই তিনজনের মধ্যে যে ব্যক্তি কর্ত্তা, তার নামটী কি ভাল—স্মরণ হোচ্চে না। গাড়োয়ানটা কি বোল্লে,—কি যেন—কি—কিশোর—ব্রজকিশোর,—কি—" শুনেই আমার অন্তরে বিস্ময়ের সঙ্গে ভয়ের সঞ্চার হলো; চকিত হয়ে বোল্লেম, "কৃষ্ণকিশোর?" তিনি বোল্লেন, "হাঁ, হাঁ, ওই বটে!—কৃষ্ণকিশোর, ঠিক ঐ নামই!" আমি এই কথা শুনে যেন মৃতবৎ হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে আপনাকে এ সংবাদ দিলে?" জিজ্ঞাসা

কোল্লেম বটে, কিন্তু মন আমার তখন এম্নি হলো যে, এখুনি আমি ডাকাতদের পাহাড়ের আড্ডায় ছুটে যাই।

তিনি সে কথার উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে বোল্লেন, "আমি দেখ্ছি, এই নাম শুনে, আর আমার কাছে এই সকল কথা জান্তে পেরে, তোমার মনে বড় কষ্ট বোধ হোচ্চে। ভাবে জান্তে পাচ্চি, যেন এই নামটী তোমার জানা জানা!"

তাঁরে আর কিছু বোল্তে দিলেম না; আপনিই উত্তেজিত হয়ে, উত্তেজিতস্বরে বোলে উঠ্লেম, "হাঁ! জানা নাম!—ভাল জানা!—আমার পরম বন্ধু!—কিন্তু তার আর আর সংবাদ?"

আভাসে আসল কথা বুঝ্তে পেরে, তিনি স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে বোল্তে লাগ্লেন, "একখানা ঠিকা এক্কা গাড়ী, তাতে তিনজনলোক,—পথিক।—একজন বাবু, আর দুজন বোধ হয় তাঁর চাকর। মল্লদাস, আর তার জনকতক সঙ্গী, তাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে, জোর কোরে ধোরে নিয়ে গেছে। সেই গাড়ীর গাড়োয়ান আমারে এই সব খবর দিয়েছে।"

আমি শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেবল এই পর্য্যন্তই আপনি জানেন,—আর কিছুই কি জানেন না?

তিনি উত্তর কোল্লেন, "না,—এ-ই আমি জানি,—এই পর্য্যন্তই আমি শুনেছি।"

শুনে আর আমি সেখানে অপেক্ষা কোত্তে পাল্লেম না।—নিশ্চয় ভাব্লেম, আমার পরম উপকারী বন্ধু, কৃষ্ণকিশোর বাবুই এখানে ডাকাতের হাতে ধরা পোড়েছেন। ভুক্তভুগী হয়ে জেনেছি যে, ডাকাতেরা যারে ধরে, টাকা পেলেই তারে ছেড়ে দেয়। আমার যতগুলি টাকা ছিল, বন্ধুকে খালাস করবার জন্যে সেইগুলি আন্তে ছুটে আমি বাড়ীতে গেলেম।

দরজায় গিয়ে দেখি, ঠিক চৌকাঠের সম্মুখেই মহাজন দাঁড়িয়ে।—মান্য লোককে যে রকম মান্য করা উচিত, ভাব্নাতে তখন সেটী ভুলে গেলেম। ইচ্ছা হলো, তাঁকে ঠেলে ফেলেই ভিতরে যাই!—তখন আমার মনে আর কিছু ছিল না, কেবল এ-ই ছিল যে, টাকা নিয়ে পাহাড়ে যাই; গিয়ে, বন্ধুকে উদ্ধার করবার কিছু উপায় করি। কিন্তু কি যে সেই "কিছু উপায়," তা তখন জানি না,—ঠাউরেও নিই নি;—পাশ্‌কাটিয়ে চোলে গেলেম। ঘরে প্রবেশ কোরে সিন্দুক থেকে টাকাগুলি নিয়ে বস্ত্রের মধ্যে রাখ্লেম।—বেরুচ্চি, এমন সময় মহাজন সেই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ায়েই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! তুমি যে তত ব্যস্তসমস্ত হয়ে, ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকলে,—আবার টাকা-নাড়া শব্দও শুন্তে পেলেম;—ব্যাপার কি?"

আমি উন্মত্তের ন্যায় উত্তর কোল্লেম, "আমার পথ ছেড়ে দিন।—মল্লদাস,—ভারি বিপদ!—পথ ছেড়ে দিন।"

মহাজন স্পষ্টই বুঝ্লেন, আমি উন্মত্ত হয়েছি।—দরজা আগ্‌লে বোল্লেন, "স্থির হও হরিদাস! আমার বোধ হোচ্চে, কোনো অদ্ভুত ঘটনা অবশ্যই হয়ে থাক্‌বে।"

আমি চঞ্চলভাবে বোল্লেম, "অদ্ভুত ঘটনা?—ভয়ানক কাণ্ড!—সর্ব্বনাশ হয়েছে! ডাকাত—আমার ধোর্‌বেন না,—আমার বাধা দিবেন না,—আপনার ভাল হবে না,—

পথ ছাড়ুন,—এখন আমি জ্ঞানশূন্য! এখন আমি পাগল!"

মহাজন বোল্লেন, "তা-ই ত দেখ্‌ছি, সত্যই তুমি পাগল!—কিন্তু কি হয়েছে?—অবশ্যই আমি শুন্‌বো!"

আমি অধৈর্য্য হয়ে বোল্লেম, "সমস্ত কথা বল্‌বার সময় নাই।—পথ ছাড়ুন,—তাঁকে তারা ধোরে নিয়ে গেছে!—ডাকাত—পরম বন্ধু—কয়েদ কোরেছে,—মেরে ফেল্‌বে—প্রাণে মার্‌বে—হয় ত—পথ ছাড়ুন।" আমি এই সকল প্রলাপবাক্য বোলেই জোর কোরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কোল্লেম।

মহাজন বোল্লেন, "স্থির হও হরিদাস, স্থির হও!" বোলেই বলপূর্ব্বক আমার হাত ধোল্লেন;—আরো বোল্লেন, "দেখ হরিদাস, আমি তোমার সর্ব্বদাই মঙ্গলের চেষ্টা কোরে থাকি,—অধীনের মতন জ্ঞান করি না!—বিশেষতঃ সম্প্রতি তুমি যে আমার উপকার কোরেছ, তা আমি এখনো বিস্মৃত হই নাই,—কোনোকালে বিস্মৃত হোতে পার্‌বোও না!—তোমারে আমি বন্ধুর ন্যায় দেখি! উপকার কোত্তেও প্রস্তুত আছি।—এখন বলো দেখি, তোমার কি হয়েছে? বোধ হয়, কোনো ভয়ানক ঘটনা হয়ে থাক্‌বে; তাতেই তোমার মন এতদূর অস্থির ও উচাটন হয়েছে!"

তিনি আমার আশ্রয়দাতা,—প্রতিপালক, আমি তাঁরে আঘাত কোত্তে পাল্লেম না,—বলপ্রকাশ কোত্তেও মন উঠ্‌লো না; কিন্তু তা না কোল্লেও বেরিয়ে যাবার পথ পাওয়া যায় না। একটু স্থির হলেম।—আমার সেই স্থিরভাব দেখে তিনি আবার বোল্লেন, "হরিদাস, স্থির হও! সব কথা আমারে বলো।—এসো, দুজনে পরামর্শ করি। এত উতলা হয়ো না, মন্দ হোতে পারে,—বিবেচনা না করে হঠাৎ কোনো কর্ম্ম কোল্লে, মন্দ হোতে পারে! আমায় সব খুলে বলো, বাধা দিব না, বরং সাহায্য কোর্‌বো,—আমার দ্বারা বরং সাহায্য পাবে!—স্বীকার পাচ্চি,—প্রাণপণে সাহায্য কোত্তে স্বীকার আছি!"

এই সময় মহাজনের প্রতি আমার কৃতজ্ঞভাবের উদয় হলো। তখন জান্‌তে পাল্লেম, কি ভয়ানক কার্য্যেই না প্রবৃত্ত হোচ্ছিলেম!—ভাব্‌লেম, আমি কি নির্ব্বোধ!—যিনি আমার সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল! তা যদি কোত্তেম, তা হলে কি দুষ্কর্ম্মই না করা হোতো! যে অভিপ্রায়ে যাচ্ছিলেম, তা ত সফল হোতোই না, তা ছাড়া আপনার বিপদ আপনিই ডেকে আন্‌তেম। এই সব ভেবে আমি যোড়হাতে বিনয় কোরে বোল্লেম, "ক্ষমা করুন,—মহাশয় আমায় ক্ষমা করুন! আপনারে যে সব কটুকথা বোলেছি, তাতে আপনি কিছু ক্ষুণ্ণ হবেন না, ক্ষমা করুন!"

"ক্ষমা-প্রার্থনা অনাবশ্যক! তোমার মনের এখন যেরূপ অবস্থা, সেই অবস্থাই ক্ষমা চাইবার পক্ষে যথেষ্ট! এখন বলো দেখি, হয়েছে কি? তোমার কোনো আত্মীয়লোক কি ধরা পোড়েছে?" মহাজন অতি ব্যস্ত হয়ে এই কটী কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ মহাশয়! সেই দুর্জ্জন ডাকাতেরা আমার একটী পরম আত্মীয় বন্ধুকে ধোরে নিয়ে গেছে।"

"ওঃ! তাই বটে? কি অবোধ! তুমি ইচ্ছা কোরে উন্মত্ত হয়ে সিংহের গুহায় প্রবেশ কোত্তে যাচ্চো? যদিও আমি তোমার সাহসকে প্রশংসা করি, তথাচ এ কার্য্যে

তোমার জ্ঞানকে প্রশংসা করি না।” মহাজন ঈষৎ হেসে এই কটী কথা বোল্লেন। তারপর প্রায় পাঁচমিনিট চুপ্ কোরে থেকে আবার বোল্লেন, “এখন তুমি কি কোত্তে চাও?—কি উপায় ভেবেছ? স্পষ্ট কোরে আমারে বলো দেখি?”

আমি বোল্লেম, “প্রতিজ্ঞা কোরেছি,—নিশ্চয় জান্‌বেন মহাশয়, আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছি, যদি আমার জীবন যায়, তাও স্বীকার, তবুও আমি আমার বন্ধুকে মুক্ত কর্‌বার চেষ্টা, কোর্‌বোই কোর্‌বো। বিনয় কোচ্চি, আর কিছু জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন না; আর আমারে বাধা দিবেন না।”

এই কথা শুনে মহাজন বোল্লেন, “আচ্ছা, কাজের কথা বলো। দেখি, আমি টাকা দিয়ে হোক্, কিম্বা পরামর্শ দিয়েই হোক্, তোমার সাহায্য কোত্তে পারি কি না!”

দুই তিনমুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থেকে, তার পর আমি বোল্লেম, “ছদ্মবেশে ডাকাতদের পাহাড়-নিবাসে প্রবেশ কর্‌বার মনস্থ কোরেছি। যাঁরে তারা ধোরেছে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে বিশেষ রকমে চেষ্টা কোর্‌বো। আর তাঁর সঙ্গে যদি না-ই হয়, তা হলে আমার সেই বন্ধু-ডাকাত—” আমার মুখ থেকে শেষ কথাটী বেরুতে না বেরুতে স্মরণ হলো, মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম যে, যিনি আমারে সে রাত্রে কারাগার থেকে মুক্ত কোরেছিলেন, তাঁর কথা কাউকে প্রকাশ কোর্‌বো না। পরেই ভাব্‌লেম, ইনি আমার মালিক, এঁর কাছে আগেই সে কথা বলা হয়েছে, এখন আর গোপন কর্‌বার কোনো কারণ নাই। এই ভেবে বোল্লেম, “তাঁর সঙ্গে যদি দেখা না-ই ঘটে, তবে আমার সেই বন্ধু-ডাকাত, যিনি আমারে সে রাত্রে বাঁচিয়েছেন, তাঁরি সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।”

মহাজন বোল্লেন, “আচ্ছা! কিন্তু যদি তোমার ছদ্মবেশ প্রকাশ পায়,—যদি তুমি ধরাই পড়ো, তা হলে কি হবে?—যদি তুমি তোমার সেই বন্ধু-ডাকাতকে দেখ্‌তে না-ই পাও, তা হলে তখন তার উপায়?—আর, বোধ করো, যেন তাঁর দেখাই পেলে, কিন্তু তিনি যদি তোমার উপকার কোত্তে অস্বীকারই কোল্লেন, তা হলেই বা তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে কি প্রকারে?”

আমি উত্তর কোল্লেম, “তা-ই যদি হয়,—এ সকল যদি একান্তই ঘটে, সে দায় আমার!—অদৃষ্টে যা আছে, তখন তা-ই হবে!”

মহাজন বোল্লেন, “দেখ্‌ছি, তুমি অতি দুর্দ্ধর্ষ সাহসী! প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারো, এত সাহস তোমার! কিন্তু তুমি এই বালক, এখনি ইচ্ছা কোরে প্রাণকে এমন বিপদে ফেলা—”

তাঁর কথা আমি শেষ কোত্তে না দিয়ে এইমাত্র উত্তর কোল্লেম, “যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি কোর্‌বো না!—স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছি, ছদ্মবেশে ওদের আড্ডায় গিয়ে কার্য্যোদ্ধার কোরে নেবোই নেবো।”

এই কথা শুনে মহাজন বোল্লেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার অভিপ্রায়ে আমি বাধা দিব না,—অঙ্গীকার কোরেছি, বাধা দিব না;—সাহায্য কোর্‌বো স্বীকার কোরেছি, অবশ্য কোর্‌বো। কিন্তু কি তুমি কোর্‌বে, এসো, আগে সেইটী ভাল কোরে বিবেচনা করি। ছদ্মবেশে যাবে? ভাল! কিন্তু ছদ্মবেশটী এম্‌নি ভাল হওয়া চাই যে, কোনো রকমে,

কোনো সূত্রে, তারা যেন তা ভেদ কোত্তে না পারে। কারণ, তুমি এটী নিশ্চয় জেনো যে, সেই সকল ডাকাতের অতি তীব্র স্মরণশক্তি, আর গৃধিনীর মতন অতিশয় তীক্ষ্ণ প্রখর চক্ষু! যদি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারে, তা হলে সেই দণ্ডেই তোমার প্রাণান্ত হবে!"

আমি বোল্লেম, "না না, তারা কোনো-ক্রমেই আমারে চিন্‌তে পার্‌বে না। আগে আমি সেখানে যাই, তার পর তখন স্থির হবে, কি রকম ছদ্মবেশ ভাল হয়!"

মহাজন হাস্য কোরে বোল্লেন, "নির্ব্বোধ! তা কি যেতে আছে? যখন ছদ্মবেশেই সন্দেহ, তখন সেইখানে গিয়ে তুমি বেশ বদল কোর্‌বে, এও কি একটা কথা?—গেলেই ধরা পোড়্‌বে। এক কাজ করো! এখান থেকে পশ্চিমদিকে একক্রোশ দূরে, একটী ছোট গ্রাম আছে, সেই গ্রামে মনুয়া নামে একজন বহুরূপী থাকে; তারি কাছে যাও।—গিয়ে, তারে ছদ্মবেশ ধর্‌বার কথা বোলো, তা হলে সে তোমারে এম্‌নি কোরে সাজিয়ে দিবে যে, ডাকাত ত ডাকাত, যারা তোমারে অষ্টপ্রহর দেখ্‌ছে, তারাও চিন্‌তে পার্‌বে না! সাজিয়ে দিবে বটে, কিন্তু কেন যে ছদ্মবেশ ধোচ্চো, সে কথা তার কাছে মোটেই ভেঙো না; কি জানি, যদি কিছু বিপদ ঘটে! আর দেখ, আর একটী কর্ম্ম করো! সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাও! আমার একটী ভাল পিস্তল আছে, সেটীও সঙ্গে কোরে নাও।"

তাঁর এই সকল উপদেশ শুনে আমি বোল্লেম, "বহুরূপীর কাছে যাওয়াই পরামর্শ বটে, কিন্তু অস্ত্র নিয়ে যাবো না। যেখানে ইষ্টসিদ্ধির জন্যে ছদ্মবেশে যাচ্চি, সেখানে শুধু হাতে যাওয়াই ভাল। অস্ত্রশস্ত্র দেখ্‌লে অপরিচিত লোকের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ হয়।"

মহাজন বোল্লেন, "নিশ্চয়ই যাবে?—একান্তই যাবে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "একান্তই যাবো;—কারুরি বাধা শুন্‌বো না!" এই কথা বোলে শীঘ্র শীঘ্র আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেম।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

এখানে কেন?—দলীলপত্র।—

ছদ্মবেশ!

মহাজন যে বহুরূপীর কথা বোলে দিয়েছেন, অন্বেষণ কোরে প্রথমে তারি বাড়ীতে গেলেম।—যেজন্যে গিয়েছি, আসল কথা চেপে রেখে, অন্য রকম অলঙ্কার দিয়ে, সকল বিষয় তারে বোল্লেম। তা শুনে সে ব্যক্তি বোল্লে, "আপনি একটু বাইরের ঘরে বসুন, আমি সমুদয় সরঞ্জাম প্রস্তুত কোরে আন্‌ছি।" আমি বাইরের ঘরে বোস্‌লেম, সে বাড়ীর

ভিতর গেল। বোসে আছি, এমন সময় দেখ্লেম, একজন লোক সেই ঘরের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে যাচ্চে,—ধীরে ধীরে যাচ্চে। দেখেই যেন চেনা বোধ হলো। নিরীক্ষণ কোরে দেখ্লেম, চেনাই বটে। ফরাস্ডাঙ্গার সুবল বাবুর বাড়ীর চাকর। দেখেই রাস্তার এসে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুই এ দেশে এসেছিস্ কেন?" সে আমারে দেখে একটু থোমকে দাঁড়িয়ে চিন্‌তে পাল্লে। উত্তর কোল্লে, "বড় বিপদে পোড়েছি। বীরচন্দ্র বাবু কোনো কাজের জন্যে কেবল আমাকে সঙ্গে নিয়ে এ দেশে এসেছেন। আজ তিনি একটা ঘোড়া চোড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, হঠাৎ ঘোড়া থেকে পোড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন; ডান্ পায়ে ভারি একটা চোট্ লেগেছে। সঙ্গে আর কে-উ নাই; একা আমি, কি যে কোর্‌বো, ভেবে চিন্তে কিছুই ঠাউরাতে পাচ্চি নি। সঙ্গে কতকগুলো কাগজ।—চিঠিপত্র, কি দলীলপত্র, বোল্‌তে পারি নে। তিনি আঘাতী, তার কাছে রাখা হোতে পারে না বোলে, আমি আপনি যত্ন কোরে রেখেছি। বাজারের দক্ষিণদিকে যে একটী বড় সরাই আছে, সেইখানে তিনি আছেন; আমি হাকিমের তত্ত্বে বেরিয়েছি।"

এই কথা শুনে মনে কোল্লেম, একবার দেখে আসি।—লোকটা বিপদে পোড়েছে, একবার দেখে আসি। যদিও সে নিজে মানুষ ভাল নয়, তা বোলে কি হয়, অনেকদিন তাঁদের বাড়ীতে ছিলেম, সুবল বাবু যথেষ্ট ভালবাস্‌তেন, আত্মীয়তা করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। আর এলাহাবাদে শুনেছি, বীরচন্দ্রই প্রেমদাস বাবাজীকে খুন কোরেছে। ছোট খুড়ীর যে রকম স্বভাব ছিল, তাতে তাঁর সকল কথায় বিশ্বাসও হয়, অবিশ্বাসও হয়। সত্য কি না, কৌশল কোরে জেনে আসাও হবে, বোলে আসাও হবে। এইরূপ স্থির কোরে চাকরকে বোল্লেম, "দাঁড়া, আমি তোর সঙ্গে যাবো।" তারে দাঁড় কোরিয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে বহুরূপীকে ডেকে বোল্লেম, একটু অপেক্ষা করো, নিকটে আমার একটু কাজ আছে, সেটী সেরে, শীঘ্রই আস্‌ছি।"

চাকরের সঙ্গে সেই সরায়ে গিয়ে উপস্থিত হলেম। দেখি, বীরচন্দ্রের চৈতন্য নাই। যা ভেবে এলেম, তার একটী হলো, দ্বিতীয়টীর সুযোগ হলো না।—চাকরকে বোল্লেম, "চিঠিপত্র, দলীলপত্র, তোর কাছে কি কি আছে বার্ কর্ দেখি?" তার কাপড়ে বাঁধা ছিল, বার্ কোরে দিলে। একে একে সকলগুলিই দেখ্লেম। তার মধ্যে একখানি যেন দলীলের মতন; ধারে ধারে রুল করা, ঠাঁই ঠাঁই লাল কালী দিয়ে লেখা। আর একখানি দীর্ঘ চিঠি, আর একখানা দুহাজার টাকার সাক্‌রানো হুণ্ডী। যেখানি দলীলের মতন বোধ হলো, সেখানির খানিক দূর পোড়্‌লেম,—বুঝ্‌তে পাল্লেম না। মোটা মোটা কাগজে পাঁচ সাত ফর্দ্দ লেখা, পোড়্‌তে ত্যক্ত বোধও হলো, সময়ও ছিল না।—চিঠিখানি পোড়্‌লেম;—তাতে এই রকম লেখা ছিল:—

"তুমি পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা পাইয়াছি। আর তাহাতে তুমি যেরূপ বন্দোবস্ত কবুল করিয়াছ, তাহাতেও রাজী হইলাম। আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা হইতে যদিও তুমি অনেক কম দিতে চাহ, তথাচ আমার আর তাহাতে ওজর আপত্তি নাই। কিন্তু তুমি স্মরণ করিও, আমার সঙ্গীগণের সঙ্গে তাহা

বক্রা করিয়া লইতে হইবেক। তুমি যত টাকা দিতে চাহ, তাহা যখন আমাদের সকলের মধ্যে ভাগ হইয়া যাইবেক, তখন এক একভাগে অতি কম দাঁড়াইবেক। যাহা হউক, দুই হাজার টাকা,—এ দেশের দুই হাজার টাকা ত্যাগ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। যেহেতুক, তুমি বলিতেছ যে, এখন তোমার হস্তে অধিক টাকা নাই, সেই লোকের সন্ধানে বেড়াইয়া অনেক পথখরচ হওয়া বিধায়ে, তহবিল খালি হইয়া গিয়াছে। অতএব আমি তোমার কথাতেই রাজী হইলাম। কিন্তু এইটী তোমাকে বুঝিতে হইবেক যে, সেই লোকের কাছে যত কিছু টাকাকড়ি, জিনিষ-পত্র, গয়রহ ছিল, সে সমুদায় আমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলাম। শুদ্ধ তাহাদের শরীর আর প্রাণ তোমার হইবেক। তুমিও তোমার পত্রে সেই রকম করার্ করিয়াছ, আমিও লিখিলাম। তুমি তোমার পূর্ব্বপত্রে এরূপ লিখিয়াছ যে, তুমি তাহাকে একবার কাণপুরে দেখিয়াছিলে। তথায় সন্ধান করিয়া তুমি জানিতে পারিয়াছিলে যে, তাহারা অল্পদিনের মধ্যে কাশী যাত্রা করিবেক। সেখান হইতে গুজরাটরাজ্যে আসিবেক বলিয়াছিলে। সেই খবর পাইয়া তুমি এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছ,—তাহারদিগের সঙ্গ লইয়া পাছু পাছু এতদূর আসিয়াছ।—কিন্তু এতদিনের পর তোমার সকল মেহনত ও সকল খরচা হাসিল হইল।"

"তোমাকে আহ্লাদিত করিবার নিমিত্ত আমি খুসী হইয়া লিখিতেছি যে, তোমার শিকার কৃষ্ণকিশোর আর তাহার দুইজনা চাকরকে আমার লোকেরা কল্য বৈকালে গেরেপ্তার করিয়া আনিয়া আমাদিগের মজ্‌লিস্ বরাবর দাখিল্ করিয়াছে। আমরা তাহাদের হাজত-মহলে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছি। অতএব তোমাকে লেখা যাইতেছে যে, তুমি পত্রপাঠমাত্র যন্নোক্তি টাকা, আর দলীল দস্তাবেজ, যাহাতে কৃষ্ণ-কিশোরের সহি করাইয়া লইতে হইবেক, তাহা হেপাজতে লইয়া এখানে হাজির হইবা।"

"আমি নিজে তোমাদের ভাষা না জানার দরুণ, আমার কর্ম্মচারীর দ্বারায় ইহা লিখাইয়া লইলাম। যদ্যপি তুমি কোনো কারণে নিজে—খোদে না আসিতে পারহ, তবে তোমার দস্তের কোনো বিশ্বাসী লোককে টাকা সমেত পাঠাইয়া দিবা। খবরদার! খবরদার! টাকার কথা যেন ভুল না হয়! বিশেষ তাগিদ্ জানিবা—ইতি।"

"মল্লদাস।—"

"পুঃ—"

"আমার যে কর্ম্মচারী এই লিপি লিখিয়া লইলেক, সেই কর্ম্মচারী পত্রবাহক হইয়া রওয়ানা হইতেছে। আমাদিগের মজ্‌লিসে হাজির হইবার জন্য নিত্য নিত্য এক একটা সঙ্কেতকথা থাকে; তাহা আমি এই পত্রের বয়ানে লিখিতে দিলাম না। যেহেতুক, যদি কাহারো হাতে এই চিঠি পড়ে, সে লোক ঠকাইয়া যাইতে পারে; সেই দরুণ তারিখও লিখিতে দিলাম না। কারণ, কোন্ তারিখের চিঠি, এবং কোন্ তারিখে হাজির হইতে হইবেক, দরিলোকে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিবেক না; এবং আমাদিগের সঙ্কেতকথা রোজ রোজ নূতন নূতন বদল হয়। অতএব আমাদের এই পত্রবাহক কর্ম্মচারী, তোমাকে আমারদের অদ্যকার মজ্‌লিসি সঙ্কেতকথা সমজাইয়া দিবেক। জরুর, জরুর, সঙ্কেতকথা ভুলিয়া আসিও না! অথবা বদিজাৎ খোয়ে

আসিতে না পারা বিধায়ে কোনো লোককে পাঠাইয়া দেহ, তাহা হইলে তাহাকেও সেই সঙ্কেতকথা ভাল করিয়া সমজাইয়া দিবা! খবরদার! খবরদার! সঙ্কেতকথা ছাড়িয়া আসিলে বিপদ হইবেক!"

"ম——"

চিঠিখানি আগাগোড়া দেখে, মনে ভারি সন্দেহ হলো। আর একবার পাঠ কোল্লেম। দলীলে দস্তখৎ করাবার কথা লেখা আছে, কৃষ্ণকিশোর সই কোর্‌বেন; সে কোন্ দলীল? এই যে দলীলখানা দেখ্‌ছি, বুঝি এইখানাই হবে! এই ভেবে সেই দলীলখানি পোড়্‌লেম। যে যে কথা আগে বুঝ্‌তে পারি নি, এখন সেইগুলি স্পষ্টই বুঝ্‌তে পাল্লেম। এর ভিতর ভয়ঙ্কর প্রতারণা!—ষাট্‌হাজার টাকা মূল্যে, কৃষ্ণকিশোর বাবুর সমস্ত বিষয়ের অংশ, বীরচন্দ্র লিখিয়ে নিচ্চে। টাকা যে আদৌ মিথ্যা, তাতে আর সন্দেহ থাকৃচে না। তা যদি সত্য হোতো, তা হলে বীরচন্দ্র তাঁকে ধর্‌বার জন্যে খুঁজে খুঁজে এত দূরদেশ পর্য্যন্ত আস্‌বে কেন?—ডাকাতের সঙ্গেই বা এ রকম বন্দোবস্ত কোর্‌বে কেন? নিঃসন্দেহ এটা প্রতারণা,—অদ্ভুত প্রতারণা! অনেকক্ষণ এইরূপ ভেবে, সেই চিঠি, দলীল, আর অন্যান্য কাগজপত্র, তাড়া বেঁধে চাকরের হাতে দিলেম; কেবল হুণ্ডীখানি দিলেম না। মনে মনে ভাব্‌লেম, এ এক রকম হলো ভাল! বন্ধুকে খালাস্ কোত্তে ত দুহাজার টাকা চাই, এও দেখ্‌ছি, ঠিক দুহাজার। আমার কাছে ত অত টাকা নাই, এ হলো ভাল, পরমেশ্বর মিলিয়ে দিলেন! বোধ হয়, এইজন্যেই এই হুণ্ডীখানা রেখেছে। বীরচন্দ্র যেমন দুষ্টলোক, তার সঙ্গে তেম্‌নি ব্যাভার করাই উচিত! এরি টাকায় এরি শিকারকে উদ্ধার কোর্‌বো! এরি অস্ত্রে এরেই নিপাত কোর্‌বো!—এই ভেবে হুণ্ডীখানি আপনি রাখ্‌লেম। চাকরকে বোল্লেম, "দেখ্! বীরু বাবুর ত এখনো চৈতন্য হলো না; তুই সাবধানে থাকিস্, চিকিৎসা যেন ভাল হয়, আমার এখন একটু কাজ আছে, আর এক সময় এসে দেখে যাবো।" এই কথা বোলে সেখান থেকে বেরুলেম। বেরিয়ে, মন্নুয়া বহুরূপীর বাড়ীতে গেলেম। সে তখন সমস্ত সাজগোজ প্রস্তুত কোরে রেখেছিল, যাবামাত্রেই আমারে সাজিয়ে দিলে।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেম,—এই দীর্ঘকাল পরেই বা ছদ্মবেশ খোল্লেম কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে না। হাতে একখানি আর্‌সি দিলে, দেখ্‌লেম, ছদ্মবেশ অতি উত্তম হয়েছে।—এত উত্তম হয়েছে যে, আপনাকে আপনি চিন্‌তে পারা ভার! সন্তুষ্ট হয়ে তারে দশটী টাকা পারিতোষিক দিলেম। তার পর ঘোড়াটাতে সওয়ার হয়ে, ডাকাতদের আড্ডার দিকে চোল্লেম।

সপ্তপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

সেই বন্ধু।—সঙ্কেত কথায় বাধা!

পথের দুইধারে বন। প্রায় একক্রোশ পথ গিয়েছি, এমন সময় একটু দূরে দেখি, একজন অস্ত্রধারী যুবাপুরুষ একটী ঘোড়ায় চোড়ে আস্‌ছেন;—যেদিকে আমি যাচ্ছি, সেইদিকে আস্‌ছেন। ঘোড়াটী ধীরে ধীরে চোলেছে। বোধ হয় আমারে দেখে, সেই সওয়ার, ঘোড়াটী ছুটিয়ে দিয়ে আমার কাছে এলেন। এসেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি? কোথায় যাও? ইচ্ছা কোরে বাঘের মুখে কেন চোলেছ?" স্বর শুনে হঠাৎ আমার চমক্ হলো। ডাকাতেরা যেরাত্রে আমারে আর মতিয়ারে কয়েদ করে, সেইরাত্রে যিনি আমাদের উদ্ধার করেন, ইনিই সেই সাধুপুরুষ! রূপ দেখেও সেইটী নিশ্চয় বোধ হলো। অতি সুশ্রী, অতি রূপবান, গম্ভীর শান্তমূর্ত্তি! পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হোতে পারে, মতিয়ারে মুক্ত কোরে যখন আমি আবার তাঁর দেখা পাই,—যখন তিনি আমার জন্যে ঘোড়া প্রস্তুত কোরে দাঁড়িয়ে ছিলেন,—যখন আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিবার জন্যে নিকটে দৌড়ে যাই, সেই সময় আমার মাথা লেগে, তাঁর মুখ থেকে মুখোস্‌টী খোসে পড়ে। একলহমামাত্র এই মূর্ত্তির ছায়া আমার চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। আজ আর সে মুখোস্ নাই, পূর্ণ রূপ সুপ্রকাশ। পরম সুন্দর! বর্ণ গৌর, গড়ন মধ্যম, দোহারা, মুখ পুরন্ত, একটু ভারি; চুলগুলি ঘাড় পর্য্যন্ত লতানো, কপাল চৌরস্, ছোট। জোড়া ভুরু, কিন্তু বা দিকের ভুরুর উপরে একটু কাটা দাগ। চক্ষু উজ্জ্বল, অচঞ্চল, বেশ টানা। নাক সরল, সমুখটী একটু নীচু। দিব্বি গোফ; পুরন্ত ভারি গালে স্বভাবতঃ যে রকম হয়, ঠোঁট দুখানি সেই রকম মানান্‌সই,—ঈষৎ লোহিত আভা। বদন প্রফুল্ল, দাড়ী কিঞ্চিৎ খাটো, তাতেই মুখখানি অতি সুন্দর দেখায়। হাত দুখানি সুডৌল, বেশ গোল, নিটোল। হাতের আঙুলগুলি মোটা মোটা, মানান্‌সই। বয়স আন্দাজ ৩০।৩২ বৎসর। পোষাক পরা চেহারা,—কটিবন্ধে তলোয়ার।—এক কথায় বোল্‌তে গেলে, অতি তেজস্বী মূর্ত্তি,—বীরপুরুষের মত তেজস্বী,—গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তেজ।—যেন রণবেশে তেজস্বী! দেখেই আমি চিন্‌লেম,—স্বর শুনেও বুঝ্‌লেম। আহ্লাদে অন্তঃকরণ নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো। আনন্দে শির নত কোরে করযোড়ে নমস্কার কোল্লেম। সেই আহ্লাদের স্বরে বারবার বোল্লেম, আপনি আমার রক্ষাকর্ত্তা, আপনিই আমার জীবনের প্রভু! আমি হরিদাস, আপনি আমারে এখন চিন্‌তে পাচ্চেন না যে, আমি হরিদাস! আপনি আমারে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে ডাকাতের বন্দীশালা থেকে বেড়ি কেটে উদ্ধার করেন, সেই সঙ্গে একটী স্ত্রীলোককেও মুক্ত কোরেছিলেন, স্মরণ হয়?" এই কথা শুনে তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তবে এ বেশ কেন তোমার?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "মল্লদাসের কাছে যাচ্চি। ডাকাতেরা আমার স্বদেশের একজন পরম হিতকারী বন্ধুকে ধোরে এনে কয়েদ কোরেছে। তাঁকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে ছদ্মবেশে মল্লদাসের কাছে যাচ্চি। সেইজন্যেই আমার এই রকম ছদ্মবেশ।" এই কটী কথা বোলে, বীরচন্দ্রের চাকরের সঙ্গে দেখা, সরাই পর্য্যন্ত বীরচন্দ্রকে দেখ্‌তে যাওয়া, সেখানে সেই চিঠি আর দলীল পড়া, আর তাতে আমার মনে যে যে সন্দেহ হয়েছিল, সংক্ষেপে সেগুলিও সব বোল্লেম। শুনে তিনি একটু গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "হাঁ, সে সব আমি জানি। কিন্তু তুমি একা সেখানে যাচ্চো, কোনো রকমে যেন চিন্‌তে না পারে, খুব সাবধানের সহিত কাজ কোরো!"

কি উপায়ে আমি কৃষ্ণকিশোর বাবুকে উদ্ধার কোত্তে যাচ্চি, সে কথাগুলিও তখন একে একে তাঁরে জানালেম। "উত্তম উপায়" বোলে তিনি আমারে ভরসা দিলেন, কিন্তু বারবার বোল্লেন, "সাবধান! সাবধান!"

এই সব কথা হোচ্চে, এমন সময় বনের ভিতর, নিকটেই যেন, ঘোড়ার খুরের টপাটপ্ শব্দ শুনা গেল। সেই শব্দে চমকিত হয়ে ভূপসিংজী (আমার এই বন্ধু ডাকাতের নাম), শশব্যস্তে বোলে উঠ্‌লেন, "আর নয়,—ডাকাত!—আর আমি থাক্‌তে পারি না!" বোলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিবার উপক্রম কোল্লেন। আমি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সঙ্কেত কথা?" তখন তাঁর ঘোড়া পায়ে পায়ে ছুটেছে। তিনি কি একটী কথা বোল্লেন, শুন্‌তে পেলেম, বুঝ্‌তে পাল্লেম না! আবার চেঁচিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কিন্তু জোর বাতাসে স্বর উড়ে গেল, বুঝা গেল না।—শেষবার বোলেই ঘোড়াটী ছুটিয়ে দিলেন, ঘোড়া দ্রুতবেগে সওয়ার নিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য হয়ে গেল! মন আমার যে তখন কি রকম অস্থির হলো, তা আর বল্‌বার কথা নয়!—যে কথাটী নইলে নয়, সেই বিশেষ দর্‌কারি কথাটীই জানা হলো না। উপায় কি হবে?—ভাব্‌ছি, এমন সময় হঠাৎ পাঁচ ছয়জন ঘোড়্‌সওয়ার আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত! কি করি তখন?—যদি জোর করি, তা হলে আমি একা, তারা দলে পুরু, আমারি প্রাণ যাবে। সওয়ারেরা দেখ্‌লে আমি স্থির হয়ে চুপ্ কোরে দাঁড়িয়ে থাকলেম, কিছুই বোল্লেম না, তাই দেখে তারাও আমারে আক্রমণ কোল্লে না, গায়ে হাতও দিলে না।—আমি ভেবাচেকা খেয়ে দুই তিনবার "মল্লদাস—মল্লদাস—মল্লদাস!" কেবল এই নাম উচ্চারণ কোল্লেম।

তারপর আমি সেই সওয়ারদের পানে একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌লেম,—ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!—বিকট বেশ!—যখন ভূপসিংহের সঙ্গে দেখা হয়, তখন রাত্রি,—জ্যোৎস্না রাত্রি, আকাশ—পরিষ্কার, চন্দ্রমা—নির্ম্মল, কিরণ—অতি উজ্জ্বল,—পৃথিবী যেন রজতময়ী। সওয়ারদের অস্ত্রশস্ত্রে সেই শুভ্র চন্দ্রকর প্রতিবিম্বিত হয়ে ঘন ঘন বিদ্যুতের মত চক্‌মক্ কোচ্ছিল;—তাইতে তাদের ভয়ঙ্কর চেহারা আরো অধিক ভয়ঙ্কর বোলে জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো। আমারে স্থিরভাবে দাঁড়াতে দেখে, একজন গুজ্‌রাটী ভাষায় প্রশ্ন কোল্লে;—হিন্দিতে আমি এই উত্তর কোল্লেম, "আমি এখন যে ভাষায় কথা কোচ্চি, তোমাদের মধ্যে কারো যদি সে ভাষা জানা থাকে, তবে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা কও।" তাদের মধ্যে একজন

এই কথা শুনে হিন্দিতেই বোল্লে, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে কথা কও,—আমি তোমার ঐ ভাষা জানি।"

এই লোককে আমি চিন্‌তে পাল্লেম। যে রাত্রে বন্দী হই, সেইরাত্রে এই লোক মধ্যবর্ত্তী হয়ে আমার কথা ডাকাতদের, আর ডাকাতদের কথা আমারে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এর নাম ফিরোজী।

প্রথমেই আমি তারে বোল্লেম, (যে স্বরে আমি সচরাচর কথা কই, তার চেয়ে কিছু বিকৃতস্বরে বোল্লেম), "তোমাদের যিনি দলপতি—মল্লদাস, তার কাছে আমারে নিয়ে চলো।—তার কাছে আমার কিছু বিশেষ কাজ আছে!—বীরচন্দ্র নামে একজন বঙ্গদেশী, সম্প্রতি যিনি এ দেশে এসেছেন, আমি তাঁরি কাছ্ থেকে আস্‌চি।"

ফিরোজী আমার এই কথা শুনে সহসা হিন্দিতে বোলে উঠ্‌লো, "ওহো হো! তবে এ আলাদা কথা!—তুমি বঙ্গদেশী?—আমাদের আগে বোধ হয়েছিল, হয় তুমি হিন্দুস্থানী, নয় পাঞ্জাবী।"

আমি তখনো হিন্দিতে বোল্লেম, "হাঁ, আমি বাঙ্গালী।"

ফিরোজী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তবে তুমি, বীরচন্দ্রের মোক্তার হয়েই এখানে আস্‌চো?—আচ্ছা, তুমি সঙ্কেতকথা বোল্‌তে পারো?" এই কথা সে এখন বাঙ্‌লা-ভাষাতেই বোল্লে।

আমি একটু ম্লান হয়ে উত্তর কোল্লেম, "সঙ্কেতকথা?—হাঁ! বীরচন্দ্র আমারে সঙ্কেত কথা বোলে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমি সেটী ভুলে যাচ্ছি; কোনমতেই তা এখন মনে হোচ্চে না!—না বোল্‌তে পাল্লে, মহা বিপদেই যে পোড়্‌তে হবে, তাও জান্‌চি; কিন্তু—তথাপি আমার সেটী মনে পোড়্‌চে না!"

ফিরোজী কট্‌মট্‌ কোরে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে বোল্লে, "সত্য! তা-ই সত্য!—যদি তুমি সেই সঙ্কেতকথা মনে কোত্তে না পারো, তা হলে সত্যই মহা বিপদে পোড়্‌বে,—তোমার প্রাণটী পর্য্যন্ত নাশ হয়ে যাবে! তাই ত?—বীরচন্দ্র কি এম্‌নি বেহুঁসিয়ার লোক যে, সে একজন মন্‌ভোলা পাগলকে মোক্তার কোরে পাঠায়?—এমন পাগলকে পাঠায় যে, এত বড় দরকারি যে সঙ্কেতকথা, সেইটীই তার মনে নাই?—একেবারেই বিব্‌ভুল? আচ্ছা, দেখো তথন, মল্লদাস অবশ্যই তোমাকে চর বোলে মনে কোর্‌বেন।—সঙ্কেতকথা না বোল্‌তে পাল্লে, তখ্‌নি তোমার প্রাণদণ্ড হবে,—এক মুহূর্ত্তও আর এ পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌তে হবে না!"

ফিরোজী আমারে এই বোলে, দলের লোকদের সঙ্গে প্রায় চার পাঁচমিনিট ফিস্‌ ফিস্‌ কোরে কি সব কথা বলাবলি কোল্লে। ভাব দেখে, আর তাদের মুখ দেখে আমি জান্‌তে পাল্লেম যে, তারা সকলেই আমার উপর সন্দেহ আর অবিশ্বাস কোচ্চে। কিন্তু সে ভাব আমি আকার ইঙ্গিতে তিলমাত্রও জানালেম না। প্রথমাবধি যেমন ছিলেম, তেম্‌নি সাহসে স্থিরভাবে তাদের মাঝখানে, ঘোড়ার উপর বোসে থাক্‌লেম! সে সময় মনের ভাব গোপন কর্‌বার কারণ এই, পাছে তারা আমারে তাদের সর্দ্দারের কাছে না নিয়ে গিয়ে, আপনারাই সেইখানে মেরে ফেলে!—একটু চিন্তা কোরে, ফিরোজীকে বোল্লেম, "তোমাদের দলপতির কাছে আমারে নিয়ে চলো, সেইখানেই তাঁকে স্পষ্ট কোরে

বোলে, প্রত্যয় জন্মে দিব যে, আমি কারো চর নই। আর আমি যে কে, কার পক্ষ হয়ে এসেছি, তাও তিনি তখন জান্‌তে পার্‌বেন।”

ফিরোজী এই কথা শুনে উত্তর কোল্লে, “আচ্ছা, চলো, নিয়ে যাই; কিন্তু দেখ এখনো সময় আছে, পথে যেতে যেতে সঙ্কেতকথা মনে করো। তা যদি না পারো, কিছুতেই তোমার আর নিস্তার থাক্‌বে না।—হাঁ হাঁ, ভাল কথা! তোমার সঙ্গে আর কে ছিল? আমরা আস্‌বার একটু আগে, কে একজন না ঘোড়া ছুট কোরিয়ে পালিয়ে গেল?”

আমি স্থিরভাবে উত্তর কোল্লেম, “কেউ নয়।—একাই আমি আস্‌ছি,—একাই আমি আছি। কেউ-ই আমার সঙ্গে ছিল না।”

ফিরোজী গুজ্‌রাটী ভাষায় তার সঙ্গীদের কি বোল্লে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রেগে মুখ চোক বেঁকিয়ে উঠ্‌লো। ফিরোজী তখন আমার পানে চেয়ে আবার কর্কশস্বরে বোল্লে, “তুমি মিথ্যা কথা বোল্‌চো,—আমাদের সঙ্গে প্রতারণা কোচ্চো। আমরা সকলেই ঘোড়ার শব্দ শুনেছি। আমাদের ঘোড়া যদি অনেক ঘুরে ঘুরে বেদম হয়ে না পোড়্‌তো, তা হলে অবশ্যই একজন না একজন তার পাছু পাছু দৌড়ে গিয়ে গেরেপ্তার কোত্তে পাত্তোই পাত্তো। আমি দেখ্‌ছি, তোমার লক্ষণ বড় ভাল নয়! কারণ, তুমি যদি ভাল মতলবে আস্‌তে, তা হলে তোমার সেই সঙ্গী, তুমি যেমন আছ, এই রকমে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। সে পালালো কেন? বোধ হোচ্চে, তোমাদের কোনো কুমতলব থাক্‌বে। তা নইলে সে ব্যক্তি পালিয়ে যাবে কেন? ভয় পেয়েই পালিয়েছে। তোমার সাহস কিছু অধিক, সেইজন্যই তুমি এখনো আমাদের মাঝ্‌খানে দাঁড়িয়ে সওয়াল জবাব কোচ্চো। আচ্ছা, যা-ই হোক্‌,—চলো!—সরদারের কাছেই এর বিচার হবে।”

অষ্টপঞ্চাশত্তম কাণ্ড।

এর এই দশা?—বিষম উৎপাত!

সওয়ারেরা চোল্লো,—আমারে মাঝ্‌খানে কোরে নিয়ে ধীরে ধীরে চোল্লো। বন পার হয়ে, একটা রাস্তায় উপস্থিত হলেম। সেই রাস্তার পরেই আর একটা বন। আমরা যাচ্চি পথে ফিরোজী আমার সঙ্গে আর একটীও কথা কইলে না, কিন্তু তারা আপনা আপনি গল্প কোত্তে কোত্তে চোল্লো। আমার মনে সেই সঙ্কেত কথার চিন্তা নিয়তই জাগ্‌চে।—সেই বনটা পার হয়েই পাহাড়।—পাহাড়ের মধ্যস্থলে সেই উপত্যকা।—আমরা সেই উপত্যকায় উপস্থিত হলেম। তারা আমারে ঘোড়া থেকে নাম্‌তে বোল্লে, আমি নাম্‌লেম। ফিরোজী আর জনদুই ডাকাত, আমারে পথ দেখিয়ে তাদের আড্ডার ভিতর

নিয়ে চোল্লো। একটা ঘরের সম্মুখে গিয়েছি, এমন সময় সেই ঘরের দরজা, ভিতর দিক থেকে কে একজন খুল্লে। খোলবামাত্রই হঠাৎ দেখ্লেম, সম্মুখে একটী স্ত্রীলোক;—চোম্কে উঠ্লেম! কেন চম্কালেম?—সেই স্ত্রীলোকটী আমার চেনা! কলিকাতার চাঁপাতলায় ভুলু বাবু যেখানে নকুলবাবু সেজে ছিলেন, সেইখানে এই মূর্ত্তিখানি আমার প্রথম দেখা! ইনিই সেই ভুলু বাবুর পরিবার,—ওরফে ভাইঝি!! বোধ হয়, এরি কথা শিউশরণজী তখন বোলেছিলেন। ডাকাতেরা এরেই ধোরে এনে আপনাদের দলভুক্ত কোরেছে!—সেখানে আর আমারে অধিকক্ষণ দাঁড়াতে দিলে না। একটা উঁচু সিঁড়ী বেয়ে ছ-টা দরজা পার হয়ে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল।

যে ঘরে প্রবেশ কোল্লেম, সেই ঘরে আট দশজন ডাকাত চক্র কোরে বোসেছিল। সম্মুখে একখানা বড় চৌকি, সেখানা প্রায় বোতল গেলাসে ঢাকা!—সেই ঘরে তাদের দলপতি মল্লদাস, একটা বড় তাকিয়ায় ভর দিয়ে আড় হয়ে বোসে আছে। যে রাত্রে আমারে প্রথম ধোরে আনে, সে রাত্রে এ চেহারা ভাল কোরে দেখা হয় নি। বন্দীদশায় ভয়ে ভয়েই প্রাণ আকুল হয়েছিল, এ সকল দেখ্তে, সুতরাং মনও যায় নি। আজ দেখলেম, ভয়ঙ্কর চেহারা!—অতি ভয়ঙ্কর! প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, বেআড়া মোটা, কটা রং, মাথায় টাক্, কিন্তু ঘাড়ের দিকে ঠাঁই ঠাঁই কাঁচা পাকা ছোট ছোট চুল আছে।—লোটা কাণ, চোক দুটো ভাঁটার মতন গোল,—জবাফুলের মত লাল টক্ টক্ কোচ্চে! নাক যেমন মোটা, তেম্নি লম্বা,—ঠোঁট দুখানা পুরু, উল্টোনো, গালে মাংস বিস্তর ঠাঁই ঠাঁই টেপা। চোম্‌রা গোঁফ,—ঝাঁটার মত চোম্‌রা!—হাত দুটো খাটো খাটো,—গড়ন বেঁটে, যেন খাট্‌মুগুরে।—কুঁপোর মতন ভুঁড়ি, বয়স আন্দাজ ৫০।৫২ বৎসর।

সরদার মল্লদাস আমারে দেখে, আড় হয়েই থাক্‌লো। তার দলের লোকেরা নূতন একটী শিকার ধোরে এনেছে মনে কোরে, কট্‌মট্ কোরে চেয়ে রইলো। যারা পথ দেখিয়ে এনেছিল, তারা আমাকে সেই ভীষণ মূর্ত্তির সম্মুখে নিয়ে হাজির কোল্লে। মল্লদাস সেই অবসরে তার পানপাত্র শেষ কোরে, সেই ভয়াল চক্ষে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইলো। আরো দেখ্লেম, ফিরোজীও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে।—সকলেরি দৃষ্টি আমার উপর। পাছে ছদ্মবেশ ধরা পড়ে, এই ভয়ে অন্তরে অন্তরে আমি কেঁপে উঠ্লেম। কিন্তু শরীরের ভাব, মনের ভাব, এম্নি কৌশলে স্থির রাখ্লেম যে, হঠাৎ কেউ কিছু জান্তে পাল্লে না। সমান ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, একে একে সকল ডাকাতকে দেখ্তে লাগ্লেম।

এই সময়ে ফিরোজী গুজরাটী ভাষায় মল্লদাসকে কি বোল্‌তে লাগ্‌লো। যদিও আমি সে সব কথা বুঝ্তে পাল্লেম না, তথাচ অনুভবে নিশ্চয় স্থির কোল্লেম, আমারি কথা বলা হোচ্চে। কি রকমে আমারে ধোরেছে, আমার এখানে আস্‌বার অভিপ্রায় কি, আর ফিরোজীর সঙ্গে আমার যে যে কথা হয়েছিল, যা যা ঘোটেছিল, সব বোল্‌চে। এই অবকাশে আমি আপনার বিষয় ভাল কোরে বিবেচনা কোল্লেম। বীরচন্দ্রের বিশ্বাসী প্রতি-

নিধি হয়ে এসেছি, এই কথায় ভাল কোরে এদের বিশ্বাস জন্মে না দিতে পাল্লে, প্রাণরক্ষা হওয়া ভার হয়ে উঠ্‌বে।—এইটী ভাব্‌ছি, এমন সময় মল্লদাস আমারে এক এক কোরে প্রশ্ন কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। ফিরোজী মধ্যবর্ত্তী হয়ে, তার প্রশ্ন, আর আমার উত্তর, উভয়কে বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

প্র।—তুমি বোল্‌চো, বঙ্গদেশী বীরচন্দ্র তোমারে মোক্তার কোরে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে ?

উ।—হাঁ,—আমি তার প্রমাণ কোত্তে পারি।

প্র।—রও,—একটু চুপ্‌ করো। সঙ্কেত-কথা তোমার মনে হয়েছে ?

উ।—না,—এখনো হয় নি। কিন্তু আমি সাহস কোরে বোল্‌তে পারি, এখুনি স্মরণ হবে !

প্র।—তুমি যে সত্য কথা বোল্‌চো, আর তাতে যে আমাদের বিশ্বাস হবে, এমন প্রমাণ তুমি কি দিতে পারো ?

উ।—প্রথমতঃ আমি এই প্রমাণ দিতে পারি যে, তোমরা তাঁর জন্যে যে কাজ কোর্‌বে, তাতে তিনি তোমাদের যা কিছু টাকা দিতে স্বীকার কোরেছেন, সেই টাকা আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন ; এই লও।

এই কথা বোলে দুহাজার টাকার হুণ্ডী-খানি বার্‌ কোরে আমি তাদের সেই সময় দেখালাম। ফিরোজী সেইহুণ্ডী আমার হাত থেকে নিয়ে মল্লদাসকে দিলে। মল্লদাস সেই-খানি নিয়ে তাকিয়ার নীচে রাখ্‌লে। তার পর আবার আমাকে জিজ্ঞাসা কোত্তে আরম্ভ কোল্লে।

প্র।—আচ্ছা, তুমি বোল্‌তে পারো, আমরা বীরচন্দ্রের জন্য কি কি কাজ কোরেছি ?

উ।—তোমরা বঙ্গদেশের তিনজন লোককে ধোরে এনেছ। একজন বাবু, তাঁর নাম কৃষ্ণকিশোর, আর দুজন তাঁর সঙ্গী ; তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, আর একজন চাকর।

প্র।—আচ্ছা ধোরে নেয়া গেল, সত্য সত্যই যেন তুমি বীরচন্দ্রের মোক্তার,—তাঁরি কাছ থেকে যেন তোমার আসা হয়েছে !—কি কাজের জন্যে আসা ?—তাঁর অভিপ্রায় কি ?—কোনো কাজ তিনি কোত্তে বোলে দিয়েছেন কি না ?

উ।—হাঁ, বোলেছেন যে, যেরাত্রে তিনি ফিরোজী নামক একজনের সঙ্গে দেখা কোরে আসেন—

আমার কথায় বাধা দিয়ে ফিরোজী ডাকাত সহসা বোলে উঠ্‌লো, "আমিই সেই ফিরোজ ! —ভাল, বোলে যাও,—কি বোল্‌ছিলে বলো।"

আমি বোল্লেম, "তিনি যেরাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা কোরে আসেন, সেইরাত্রে কৃষ্ণ-কিশোরের একখানি চিঠি পান, তাতে যে সকল লেখা ছিল, সেটী বীরচন্দ্রের পক্ষে অনু-কূল। যেজন্য কৃষ্ণকিশোরকেও কয়েদ করা হয়, সেই কাজ তিনি এখন স্বয়ং সহজেই কোরে দিতে প্রস্তুত আছেন। অতএব তাঁকে কয়েদ কর্‌বার দরুণ তোমাদের সঙ্গে যে রকম বন্দোবস্ত ছিল, সেই টাকা আমার দ্বারা পাঠিয়েছেন ;—তাই নিয়ে অবিলম্বেই তুমি তাঁদের ছেড়ে দাও, আর কোনো রকমে আট্‌ক্‌ রেখো না,—যন্ত্রণাও দিও না।"

প্র।—তুমি কি জানো, কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে কিছুমাত্র টাকাকড়ি নাই ?

উ।—ঠিক জানি, কিছুই নাই। মল্লদাস তোমার দ্বারায় বীরচন্দ্রকে যে বাঙ্গালায় চিঠি লেখেন, সেই চিঠি দেখেই আমি জান্‌তে পেরেছি যে, তাঁর সঙ্গে কিছুই নাই। কারণ, সেই চিঠিতেই লিখেছিলে যে, কয়েদিদের সঙ্গে যে সকল জিনিষপত্র আছে, তা তোমাদেরি হবে। তাই দেখে আমি তাঁর পথখরচের জন্যে নিজ থেকেই টাকা এনেছি। সে টাকা এই।

এই কথা বোলে কুড়িখান মোহর দেখালেম।

প্র।—এই টাকা কি কৃষ্ণকিশোরের হাতে দিবার জন্যেই বীরচন্দ্র তোমাকে বোলে দিয়েছেন?

উ।—না, তা এমন কিছু বলেন নি। তবে যে রকমে হোক্, টাকা তাঁর পাওয়া হলেই হলো। কিন্তু একটী কথা আছে! বীরচন্দ্র যে তাঁকে কয়েদ কোরিয়েছেন, এ কথা যেন তিনি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে না পারেন।

প্র।—আচ্ছা, কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে বীরচন্দ্রের যখন ঘরাঘরি এমন ধারা রফা হয়ে গেল, তখন বীরচন্দ্র কেন তখনি কয়েদিদের খালাস কর্‌বার জন্যে লোক পাঠালে না?

উ।—তার এক কারণ আছে। তিনি কৃষ্ণকিশোরের চিঠি পেয়েই এখানে আস্‌ছিলেন, পথে হঠাৎ ঘোড়া থেকে পোড়ে গিয়ে, পায়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, সেইজন্যেই বিলম্ব হয়েছে। আপনি আস্‌তে অপারগ বোলেই আমার হাতে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

প্র।—ভাল, বীরচন্দ্রকে যে চিঠি লেখা হয়, তা তুমি দেখেছ?

উ।—হাঁ, দেখেছি।

প্র।—আচ্ছা, বল দেখি, তাতে কি কি বয়ান্ লেখা ছিল?

এই প্রশ্ন শুনে আমি সেই চিঠির আগা গোড়া যত কথা স্মরণ হলো, সকলগুলিই ঠিক ঠিক বোল্লেম। ফিরোজী তাই শুনে মুখ সিঁটকে শ্লেষ কোরে বোল্লে, "কি আশ্চর্য্য! যে লোক অত বড় চিঠিখানার অত কথা মনে কোরে রাখ্‌তে পেরেছে,—এত বড় স্মরণশক্তি যার, সে ব্যক্তি কি না যৎসামান্য একটা সঙ্কেতকথা ভুলে গেল?—আঁা?—কি আশ্চর্য্য!"

কথাবার্ত্তা চোল্‌ছে, ইত্যবসরে পশ্চিমদিকের ঘরের দরজা থড়াৎ কোরে খুলে গেল। ভুপসিং ঔদাস্যভাবে ধীরে ধীরে প্রবেশ কোল্লেন। প্রবেশ কোরেই একখানা চৌকিতে বোসে, অনন্যমনে একপাত্র সুরা হাতে কোরে, স্বাদ নিয়ে নিয়ে পান কোত্তে লাগ্‌লেন।—তাঁতে আমাতে যে চেনাশুনা আছে, তা অপরে বুঝে উঠা দূরে থাক্, তিনি নিজেও তার কোনো লক্ষণ প্রকাশ কোল্লেন না;—আমিও ভাল কোরে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেম না; কিন্তু মনের মধ্যে বিলক্ষণ একটু সাহস হলো, আমার পরম বন্ধু ভুপসিং উপস্থিত।

মল্লদাসের কথা শুনে ফিরোজী আবার আমার মুখপানে চেয়ে কিছু উগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তুমি ঠিক বোল্‌চো, যখন তুমি আমাদের সাম্‌নে পড়ো, তার আগে কেউ-ই তোমার সঙ্গে উপস্থিত ছিল না?"—তুমি একাই সেখানে ছিলে?"

উ।—ঠিক বোল্‌চি, আমি একাই এসেছি, কেউ-ই আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিল না।

প্র।—আচ্ছা, তুমি বোল্‌তে পারো, বীর-

চন্দ্র তার স্বদেশী লোকদের কয়েদ করালে কেন?—এতে তার অভিপ্রায় কি?

উ।—হাঁ, পারি!—আমি সবিশেষ অবগত আছি! বীরচন্দ্র একখানা দলীল প্রস্তুত কোরেছেন, তাইতে, কৃষ্ণকিশোরের দস্তখত করাতে হবে। কৃষ্ণকিশোর কিছুতেই সেই দলীলে সহজে নাম লিখ্‌তে রাজী হয় না, সেই-জন্যে এই ফিকির বার্ কোরেছিলেন!—কিন্তু এখন আর সে অভিলাষ বিন্দুমাত্র নাই। এইমাত্র তোমাকে যে চিঠির কথা বোলেছি, সেই চিঠি পেয়ে তিনি সে বাসনা একেবারেই পরিত্যাগ কোরেছেন।—এখন আর জোর কোরে সই করাবার কিছুমাত্রই প্রয়োজন হোচ্চে না।

ঊনষষ্টিতম কাণ্ড।

দণ্ডাজ্ঞা।—সঙ্কেতকথা।—ইষ্টসিদ্ধি।

আমার শেষ উত্তর শুনে মল্লদাস গা-ঝাড়া দিয়ে বোস্‌লো। যে সকল লোক তার চারপাশে ঘিরে বোসেছিল, গুজরাটী ইতর ভাষায় তাদের কি কথা বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লে।—অনেকক্ষণ বোল্লে,—আমি ভাল কোরে তার অর্থ বুঝ্‌তে পাল্লেম না। সে যখন থাম্‌লো, তখন তার দলের তিন চারজনলোক একে একে উত্তর কোল্লে। তাদের মুখের ভাব দেখে আমার নিশ্চয় বোধ হলো যে, তারা আপনাদের অভিপ্রায় অসঙ্কোচে প্রকাশ কোচ্চে।—সেই অভিপ্রায় যে আমার পক্ষে একটুও অনুকূল নয়, সেটীও বেশ জান্‌তে পাল্লেম। কিন্তু তথাচ আমার স্বাভাবিক সাহস আর গম্ভীর ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হলো না।—পূর্ব্বাপর ঠিকই আছি,—সমভাবেই ঠিক।—মল্লদাস যখন পারিষদদের কথা শোনে, তখন আড়ে আড়ে আমার পানে কট্‌মট্ কোরে চাইতে লাগ্‌লো। তারপর রাগত কর্কশস্বরে ফিরোজীর সঙ্গে যখন কথা কয়, তখনো সেই তীব্রদৃষ্টি আমার দিকে সমভাবে সংযত হয়ে রইলো! আমি আকার ইঙ্গিতে বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হোচ্চে। সেই ভয়ঙ্কর দণ্ডাজ্ঞা কি?—বোধ হলো যেন আমার প্রাণদণ্ড!—জান্‌তে পাল্লেম বটে, কিন্তু তখনো আমি স্থির, প্রশান্ত, নিশ্চল ও গম্ভীর!

কথা সমাপ্ত হলো,—ফিরোজীর সঙ্গে মল্লদাসের কথাবার্ত্তা সাঙ্গ হয়ে গেল! ফিরোজী আমার দিকে ফিরে গম্ভীরস্বরে বোল্লে, "শোন্, হততাগা শোন্;—আমাদের দলপতি মল্লদাস তোর প্রতি যে হুকুম দিচ্চেন, তা তুই কাণ দিয়ে শোন্! যে অবস্থা দাঁড়ালো, তাতে কোরে তোর পক্ষে কতক কতক সুরাহা ছিল বটে, কিন্তু আর আর অবস্থা বিবেচনা কোরে আমাদের ঠিক বিশ্বাস হলো যে, তুই অবশ্যই কারো গুপ্তচর।—যে ঘটনা উপস্থিত, আর আমাদের দলপতির সঙ্গে বীরচন্দ্রের যে সকল বন্দোবস্ত হয়েছে, দৈবাৎ

কোনোগতিকে হয় ত তা তুই জান্‌তে পেরেছিস্, সেজন্যে কখনোই তুই পার পেতে পারিস্ না। সত্য সত্যই যদি তুই বীরচন্দ্রের বিশ্বাসী লোক হোতিস্, তা হলে আমাদের সঙ্কেতকথা অবশ্যই তোর জানা থাক্‌তো। যখন তা বোল্‌তে পাচ্চিস্ না, তখন নিশ্চয়ই তুই কোন দুরাত্মার গুপ্তচর। আমাদের নিয়ম আছে, যদি কোনো অচেনা লোক, কোনো কাজের জন্যে এখানে এসে সঙ্কেতকথা বোল্‌তে না পারে, তা হলে তারে চর জ্ঞান কোরে নিশ্চয় তার প্রাণদণ্ড করা হয়;—এটী আমাদের অখণ্ডনীয় অনিবার্য্য ব্যবস্থা;—কোনোমতেই আমরা সে ব্যবস্থার অন্যথা কোত্তে পারি না!—তুইও সেই অপরাধে অপরাধী হয়েছিস্! ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্, আমাদের ব্যবস্থাই এই!—কেবল একমাত্র সঙ্কেতকথা না জানাই তোর বিরুদ্ধে যথেষ্ট অপরাধ! আরো দেখ্, রাস্তায় তোর্ সঙ্গে একজন লোক ছিল, বারবার তার কথা বিশেষ কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম; বারবারই সে বিষয় আমাদের কাছে অস্বীকার পেলি,—ছলনা কোরে ভাঁড়ালি! তোর পক্ষে এও একটা গুরুতর অপরাধ!—কারণ, তোর মনে যদি কোনো কোর্‌কাপ্ না-ই থাক্‌বে, তবে সে বিষয় মুন্‌কির্ যাবি কেন? যা-ই হোক্, সব কথা একে একে বিবেচনা করা হয়েছে; এখন আমাদের দলপতি মল্লদাসের এই আজ্ঞা, যে তোর প্রাণদণ্ড হবে!"

দণ্ডাজ্ঞা শুনে আমার প্রাণ কিছু কাতর হলো, তথাচ তেম্‌নি স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কতক্ষণ,—আর কতক্ষণ পরে তোমরা আমার প্রাণনাশ কোর্‌বে?"

ফিরোজী উত্তর কোল্লে, "এ সকল কাজে আমাদের অধিক দেরি কর্‌বার নিয়ম নাই; যে সকল লোক গুপ্তচর হয়ে অপরাধী—"

ফিরোজীর কথায় বাধা দিয়ে আমি কপট ক্রোধে অস্থির হয়ে ঘৃণার সহিত বোলে উঠ্‌লেম, "তা আমি নই!—যদি আমি ভাগ্যদোষে সঙ্কেতকথা ভুলে না যেতেম, তা হলে—"

ফিরোজী ঠাট্টার স্বরে বোল্লে, "তা হলে ত ভালই হোতো,—কিন্তু তোর ব্যাপারখানাই যে আলাদা!—ফাঁকি!"

আমি কিছুমাত্র ভীত না হোয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা, যদি আমি এখন তা স্মরণ কোরে বোল্‌তে পারি?"

ফিরোজী বোল্লে, "ফাঁসি যাবার পূর্ব্বেও যদি তুই সঙ্কেতকথা স্মরণ কোরে বোল্‌তে পারিস্, তা হলেও সমস্ত মঙ্গল;—প্রাণরক্ষা হবে!—আর তুই যা বোলে আপনার পরিচয় দিয়েছিস, তা-ই আমরা যথার্থ বোলে বিশ্বাস কোর্‌বো!—কেবল তাই হলেই হবে না;—পথে তোর সঙ্গে কে ছিল, সে কথাটীও তোরে বোল্‌তে হবে!" এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু থেমে, একটু ভেবে, আবার বোল্লে, "আচ্ছা, যদি সঙ্কেতকথা ঠিক হয়, তা হলেই যথেষ্ট হবে। তুই বারবার অস্বীকার কোরেছিস্ তোর সঙ্গে কেউ ছিল না, তাও আমরা সত্যি বোলে ভাব্‌বো; এখন বিশ্বাসঘাতক বোলে জ্ঞান কোচ্চি, সেটাও আমাদের ভ্রম বোলে বিবেচনা কোর্‌বো।"

তখন ভাব্‌লেম, সঙ্কেতকথা বোল্‌তে পাল্লেই প্রাণে বেঁচে যাই,—সকল দিকে সুবিধা হয়ে উঠে! কিন্তু সেই সুবিধাটী যে কি উপায়ে হয়, ভেবে চিন্তে কিছুই তার কিনারা কোত্তে পাল্লেম না।—সহসা আমার

হৃদয় আনন্দভরে নৃত্য কোরে উঠ্‌লো;—মনের ভিতর অকস্মাৎ একটী নূতন আশার সঞ্চার হলো!

হঠাৎ কোথায় থেকে এমন অসম্ভব আশার উদয় হলো?—পাঠক মহাশয় জান্‌বেন, প্রাণের মায়া, বড় মায়া।—যিনি সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী,—শরীরে যাঁর নিত্য বৈরাগ্য,—জীবনে যাঁর কিছুমাত্র আস্থা মায়া নাই, তিনিও প্রাণের ভয়ে একটু না একটু কাতর হন।—সেই প্রাণ যদি আবার পরে বলপূর্ব্বক হরণ কোত্তে চায়, তা হলে সেই মায়া, সেই কাতরতা তখন তাঁর দ্বিগুণ হয়ে উঠে। আমার কিন্তু সে কাতরতা, সে মায়া কিছুই হয় নাই; মনের মধ্যে নূতন একটী আশা জন্মে ছিল। ভূপসিং যখন মদ খান্, তখন তিনি ঈষৎ বক্রভাবে চেয়ে, আমার প্রতি চোক ঠেরে ইঙ্গিত কোরেছিলেন। সেই ইঙ্গিত কেউ দেখ্‌তে পায় নি,—কেউ জান্‌তে পারে নি, কিন্তু আমি তা দেখ্‌তে পেয়েছিলেম,—আমিই তার ভাব বুঝ্‌তে পেরেছিলেম! যদিও সেই অনুকূলকটাক্ষ এক লহমামাত্র স্থায়ী, তথাচ তাতেই আমি বেশ বুঝেছিলেম যে, বন্ধুর কটাক্ষ আমারে সাহস দিলে,—জীবনে হতাশ হোতে নিষেধ কোল্লে।

ফিরোজী রেগে উঠ্‌লো।—কঠোর স্বরে বোল্লে, "থাক্ থাক্, বোঝা গেছে;—বৃথা ছল কোরে সময় কাটাচ্চিস্! সঙ্কেতকথা আবার মনে [illegible]! হুঁঃ!—যে কথা যে ব্যক্তি জন্মেও জানে না,—যে কথা যে ব্যক্তি কাণেও শোনে নি,—সেই কথা তার আবার না কি স্মরণ হবে!—হুঁঃ!—এও কি একটা কথা?"

আমারে এই কথা বোলে, ফিরোজী তখনি মল্লদাসকে জাতভাষায় কি বোল্লে; মল্লদাস তাই শুনে হাত নেড়ে কিছু ইঙ্গিত কোল্লে। তখনি অম্‌নি চার পাঁচজন ডাকাত জোর কোরে আমার হাত বেঁধে ফেল্লে!—ভূপসিং আসন থেকে লাফিয়ে উঠে অঙ্গভঙ্গী কোরে তাদের ইতর ভাষায় কি কটা কথা ডেকে ডেকে বোল্লেন।—ডাকাতেরা তা শুনে হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লো।

ফিরোজী আমার দিকে ফিরে, নিষ্ঠুর অথচ বিকৃত মুখভঙ্গী কোরে বোল্লে, "তোদের দেশে বড় মজারি ফাঁসি দেয়। ফাঁসুড়েদের তোদের দেশে কি বোলে ডাকে?"

ভূপসিং তাই শুনে বাঙ্‌লা ভাষাতেই বোল্লেন, "ঘাতুক!—ঘাতুক!—আমি ঠিক জানি, ফাঁসুড়েদের ওদের দেশে ঘাতুক বলে, জল্লাদও বলে!" ফিরোজীর কথার উত্তর দিয়ে ক্রোধে দুটী চক্ষু পাকল কোরে আমার পানে চেয়ে তিনি আবার বোল্লেন, "পাজী বজ্জাত্ গোয়েন্দা! রোস্! আজ আমি স্বহস্তেই তোর গলায় ফাঁস বেঁধে দিচ্চি!—এমন বাঁধন বাঁধ্‌বো, যে, তোদের দেশের প্রসিদ্ধ জল্লাদেরাও তেমন বাঁধন কথনো চক্ষেও দেখে নি!"

একজন লোক একগাছা মোটা দড়ী নিয়ে এলো। ভূপসিং সেই দড়ীগাছটী হাতে কোরে আমার পানে আর একবার কটাক্ষপাত কোরে ইঙ্গিত কোল্লেন। বিদ্যুৎ যেমন অচিরগতি, তেম্‌নি অচির সেই কটাক্ষ।—ইঙ্গিতে বোধ হলো, যেন আমারে হাঁটুগেড়ে মুখ নীচু কোরে বোস্‌তে বোল্লেন। আমি বোস্‌লেম।—জান্‌তেম, তিনি আমার ভালোর জন্যই ঐ কথা বোলেছেন; সুতরাং

আমি হাঁটুগেড়েই বোস্‌লেম। মল্লদাস আর তার অনুচরেরা তাদের স্বাভাবিক কর্কশস্বরে সকলেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কইতে লাগ্‌লো। ফিরোজী থেকে থেকে থেমে থেমে, একটু টানা সুরে আমারে বোল্লে, "আ—হা! এ-থ-ন কে-ম-ন্? এতক্ষণ তোর যত সাহস, যত দর্প, আর যত আস্ফালন দেখ্‌ছিলেম, সে সব কোথায়? এখন এই ফাঁস দড়ী দেখে তোর সমস্ত ধূর্ত্তপণা, সকল জারিজুরিই ত ঘুরে গেছে?"

ইত্যবসরে ভুপসিং সেই দড়ীতে একটী ফাঁস প্রস্তুত কোল্লেন। আমি হাঁটুগেড়ে, যোড়হাতে মাথা হেঁট কোরে বোসে আছি; তিনি সেই ফাঁস আমার গলায় দিতে এলেন। —একমিনিট আগে যে সকল ডাকাত আমারে শক্ত কোরে ধোরে রেখেছিল, তারা তখন ছেড়ে দিলে। নিশ্চয় ভাব্‌লে, আমি আর তাদের কাছ থেকে পালাতে পার্‌বো না।—ভুপসিং আমার গলায় ফাঁস দিলেন, কিন্তু গেরোটী আমার বাঁ-কাণের নীচেতে আট্‌কে রাখ্‌লেন। এই সময় মল্লদাসের পাঁচরকম ঠাট্টা তামাসা শুনে, ডাকাতের দল-শুদ্ধ লোক মহানন্দে করতালি দিয়ে চীৎকার রবে রল্লা কোত্তে লাগ্‌লো। এই গোলমালে বিলক্ষণ সুযোগ পেয়ে, ভুপসিং আমার কাণে কাণে একটী কথা বোলে দিয়েই আমার গা টিপে সেখান থেকে সোরে গেলেন।

তিনি চুপি চুপি শিখিয়ে দিয়েছেন বোলে পাছে কেউ সন্দেহ করে,—তৎক্ষণাৎ প্রকাশ কোল্লে লোকে যদি তাই বোলেই ঠাউরায়; এই বিবেচনায় তিনি আমারে ওরূপ প্রকারে নিষেধ করেন। উপস্থিত বিপদ আরো কতকদূরে অগ্রসর হয় হোক্;—যখন সময় হবে, ঠিক তখনি সেই কথাটী,—যে কথার আমার জীবন রক্ষার উপায় হবে, সেই সঙ্কেত-কথাটী তখনি সকলকে জানাবো; এই রকম সাবধান হবার জন্যেই ভুপসিং আমার গা টিপেছিলেন; তখনি আমি সেটী স্থির কোরে-ছিলেম;—বস্তুতঃও তাই।

পাঁচমিনিট,—ক্রমে দশমিনিট অতীত হলো।—ডাকাতেরা আবার এসে আমারে ধোল্লে।—এবারে কেবল ধরা নয়, সজোরে টেনে নিয়ে চোল্লো,—গলার ফাঁস-দড়ীটা ঝুলে ঝুলে মাটিতে লুটিয়ে যেতে লাগ্‌লো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে, একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল। মল্লদাস, ভুপসিং, ফিরোজী, আর যারা যারা একত্রে ভোজগৃহে উপস্থিত ছিল, তারা সকলেই দল বেঁধে আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্‌লো। নিকটে একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, সেই গাছেই আমারে ফাঁসি দেবে স্থির কোল্লে। সেই গাছতলায় নিয়ে গিয়ে বড় একটা ডালের নীচে খানিকক্ষণ আমারে দাঁড়্ করালে। আমার গলার দড়ী-গাছটার এক-দিক সেই ডালে টাঙিয়ে দিলে, তিনজন ডাকাত সেই দড়ীর অপরদিক আকর্ষণ কোরে টেনে তোল্‌বার উপক্রম কোল্লে।—আমি অম্‌নি চেঁচিয়ে বোলে উঠ্‌লেম, "ত্যব্রাজু!"

যারা দড়ী টান্‌বার উপক্রম কোচ্ছিল, তারা আমার কথা শুনে বিস্ময়ে থতমত খেয়ে দড়ী গাছটা ছেড়ে দিলে। মল্লদাস আর তার সঙ্গীরা সকলেই "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!" বোলে বিস্ময় প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো!—তখনি তাদের পরস্পর কি হলো, কিন্তু আমারে আর অধিকক্ষণ বন্ধনদশায় থাক্‌তে হলো না; ফিরোজী বোল্লে, "আচ্ছা! আর না!—হয়েছে!—আমরা তোমার উপর তুষ্ট

!—ওঃ!—কি বালাই! কেবল এক ভোলা মনের দোষে নাহক্ একটা মানুষের প্রাণ গিয়েছিল আর কি!" এই কথা বোলে আমার গলার ফাঁস খুলে দিলে। মল্লদাস তাদের রীত-ব্যাভার অনুসারে আমার হাত ধোরে খাতির যত্ন কোল্লে। আমারে সঙ্গে কোরে সেই ভোজগৃহে উপস্থিত হলো। সেই-খানে ফিরোজী আমারে বোল্লে, "এখন তোমার ইচ্ছা কি বল?" আমি বোল্লেম, "অনুগ্রহ কোরে কৃষ্ণকিশোরের জন্যে এক-খানা এক্কা আনিয়ে দাও;—আর আমি যে টাকা এনেছি, সেইগুলি তাঁর হাতে দিয়ে বাড়ী যেতে অনুমতি দাও।"

ফিরোজী বোল্লে, "এক্কা একখানা আমরা সরবরাহ কোত্তে পারি বটে, কিন্তু সেখানা ফিরিয়ে আন্‌বার উপায় কি? আচ্ছা, এক সুবিধা আছে। আমাদের একজন লোক সঙ্গে যাচ্চে, তোমাদের জানিত জায়গায় পৌঁছে দিয়ে, গাড়ী নিয়ে চোলে আস্‌বে।"

আমি বোল্লেম, "তোমাদের আর লোক দিতে হবে না; খালাস পেয়েছে, সেই আহ্লাদে কৃষ্ণকিশোরের খান্‌সামাই গাড়ী হাঁকিয়ে যাবে এখন; তার জন্যে ভাব্‌তে হবে না। তোমরা কেবল একখানা গাড়ী দাও, আমি বরং তার দাম দিচ্চি। কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে, সেইটী কেবল তাঁকে বোলে দিয়ো।—আমি গিয়ে বীরচন্দ্রকে আগেই খবর দিই, তিনি বিশ্বাস কোরে আমারে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন, তা আমি সিদ্ধ কোরে এলেম।" এই কথা বোলে ফিরোজীর হাতে এক্কার দাম চুকিয়ে দিলেম।

ফিরোজী বোল্লে, "আচ্ছা তা-ই হবে। কিন্তু তুমি কৃষ্ণকিশোরকে কি রকমে টাকা দিবে?"

আমি বোল্লেম, "গাড়ী যখন প্রস্তুত হবে, তাঁরা যখন তার ভিতর এসে বোস্‌বেন, সেই সময় আমারে খবর দিয়ো।"

এই সব কথার পর ফিরোজী আমারে আর একটা ঘরে নিয়ে বসালে!—বোসিয়ে, আমার আদেশ মত কাজের বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমারে যে ঘরে বসালে, সে ঘরে আর কেউ ছিল না, আমি একা নির্জ্জনে থাক্‌লেম। রাত্রি তখন আন্দাজ ন-টা কি সাড়ে ন-টা হবে।—ভাব্‌লেম, এখন ত আমার ইষ্টসিদ্ধি হলো, কৃষ্ণকিশোর বাবু খালাস পেলেন। কিন্তু তাঁরে কেমন কোরে জানাই যে, বীরচন্দ্র হোতেই এ সকল কাণ্ড হয়েছিল; আর আমিও যে এদেশে আছি, তা-ই বা তিনি কেমন কোরে টের পান? এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘরের এক ধারে একটা আলো জ্বোল্‌ছিল, আমি সেই আলোর কাছে গিয়ে বোস্‌লেম। একখানা চৌকির উপর কতকগুলো শাদা কাগজ আর দোয়াত কলম ছিল,—একখানা কাগজ নিয়ে তাতে এই কটী কথা টানাহাতে লিখ্‌লেম:—

"সাবধান!—বীরচন্দ্রই ইহার মূল!—মহানন্দ সামন্তের বাটীতে যাইবেন।"

"হরিদাস।"

এই কটী কথা লিখে, সেই কাগজখানিতে কুড়িখান মোহর মোড়ক কোল্লেম। তার দাম তিন-শ চাল্লিশটাকা। আমার সঙ্গে যদি আর দেখা না-ই হয়, তা হলেও এই টাকা তাঁর রাহা-খরচের যথেষ্ট হবে। আমি সবে-মাত্র মোহর কটী মোড়ক কোরে রেখেছি, এমন সময় ফিরোজী সেই ঘরে এলো।—এসেই বোল্লে, "সব প্রস্তুত!—তারা সব

গাড়ীতে উঠেছে, দেখা কোর্‌বে ত এই বেলা চলো।" আমি বোল্লেম, "দেখা করবার তত আবশ্যক হোচ্চে না; তোমাদের ত আগেই বোলেছি, তাঁর সঙ্গে আর একটীও টাকা নাই, তাঁরে কিছু রাহা-খরচ দিতে হবে। এই দেখ, এখান থেকে একখানা কাগজ দিয়ে, টাকা কটী মোড়ক কোরেছি; চলো, দিই গে।" এই কথা বোলে তার সঙ্গে সেই গাড়ীর কাছে গিয়ে বোল্লেম, "বাবু! হাত বাড়াও!" তিনি গাড়ীর ভিতর থেকে হাত বার্ কোল্লেন; আমি সেই মোড়কটী তাঁর হাতে দিয়ে বোল্লেম, "রাহা-খরচ কোরো!" একটু পরেই তাঁরা গাড়ী হাঁকিয়ে চোলে গেলেন।

কৃষ্ণকিশোর বাবু চোলে গেলে পর, ফিরোজী আমারে বোল্লে, "দেখ গুণেন্দ্র! (আমি ঐ নামে তাদের পরিচয় দিয়েছিলেম)। এক কাজ করো! অনেক রাত্রি হয়েছে, আজ আর তুমি এখান থেকে যেয়ো না;—অন্ধকারে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে, অনেক কষ্ট হবে; আজ রাত্রে এইখানেই থাকো; সকাল হলে, কিছু জলযোগ কোরে তার পর চোলে যেয়ো!" আমি বোল্লেম, "তোমরা এখন আমার সঙ্গে যে রকম সদ্ব্যাভার কোচ্চো, তাতে কোরে থাক্‌বার পক্ষে কোনোই বাধা ছিল না; কিন্তু বীরচন্দ্র উদ্বিগ্ন হবেন,—সন্ধ্যার আগেই ফিরে যাবার কথা তাতে এতখানি রাত্রি হয়ে পোড়েছে, এর উপর আবার সমস্ত রাত্রি না গেলে, অতিশয় ভাবিত হোতে পারেন;—কাজেই আর থাক্‌তে পাচ্চি না, এখুনি আমারে যেতে হোচ্চে!" ফিরোজীকে এই উত্তর দিয়ে মনে মনে ভাব্‌লেম, পালাতে পাল্লে বাঁচি! ডাকাতের আবার অনুগ্রহ!—কখন্ কি কোরে বোস্‌বে!—এই ভয়ও বটে, আর বীরচন্দ্র যদি হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়, অথবা যদি একজন লোকই পাঠায়, তা হলেই ত বিষম বিপদ!—সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণনাশ হবে!—কৃষ্ণকিশোর বাবু বেঁচে গেলেন, কিন্তু লাভে হোতে আমারই প্রাণবিয়োগ হবে! আর বিলম্ব করা সুপরামর্শ নয়। এইরূপ ভেবে, ফিরোজীকে আবার বোল্লেম, "ক্রমে রাত্রি অধিক হোতে চোল্লো, আমি এখন বিদায় হই।" ফিরোজী অগত্যা সম্মত হলো। তার পর আমি মল্লদাসকে বোলে, সেখান থেকে শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে পোড়্‌লেম।

পথে যেতে যেতে একটী বিষয়ে মন আমার অতিশয় কৌতুকী হোতে লাগ্‌লো।—লোকটী কে?—নাম শুন্‌ছি ভূপসিং; কিন্তু লোকটী কে?—ডাকাত? তা যখন ডাকাতের দলে রয়েছে, তখন ডাকাত বই আর কি বলি?—কিন্তু ডাকাতের শরীরে এত দয়া, এত মায়া, আর তার এতদূর সৌজন্যতা?—কি আশ্চর্য্য! আজ নিয়ে তিনবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, তিনবারই সমান দয়া!—দুইবার আমারে আসন্ন-মৃত্যুর গ্রাস থেকে অপূর্ব্ব কৌশলে উদ্ধার কোল্লেন! এ কি সামান্য সত্তা?—ডাকাতে কি এ রকম ধার্ম্মিক হয়?—আরো এক আশ্চর্য্য! রূপটী অতি চমৎকার!—ঠিক যেন রাজপুত্র! এমন অপরূপ রূপ যার, সেই লোক যে ডাকাত হবে, তা ত কখনো বিশ্বাস হয় না!—আরো ভাব্‌ছি, আমি বিদেশী, কস্মিন্‌কালেও দেখা সাক্ষাৎ নাই, আমার প্রতি এত অনুগ্রহ কেন? যা-ই হোক্, যে রকমে পারি, এর নিগূঢ় তত্ত্ব আমারে জান্‌তেই হবে! ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ীতে এসে পৌঁছিলেম। যখন ডাকাতদের আড্ডা

থেকে বেরিয়েছিলেম, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর; যখন পৌঁছিলেম, তখন আন্দাজ তিনটে, কি সাড়ে তিনটে। বাকি রাতটুকু গল্প ঘুমেই কেটে গেল; পরদিন উঠ্‌তে বেলা প্রায় আট্‌টা হলো। সেদিন আর কাজে কাজেই বেড়াতে যাওয়া হলো না।

বাইরে আসবামাত্রেই মহাজনের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমার দিকে সবিস্ময়ে চেয়েই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেও! হরিদাস? খবর কি?—কখন্ এলে?—সমস্ত মঙ্গল ত?"

আমি প্রফুল্লমুখে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ! সমস্তই মঙ্গল!" এই উত্তর দিয়েই যা যা ঘোটেছিল, যে যে বিপদে পোড়েছিলেম, যে রকমে যাঁর অনুগ্রহে রক্ষা পেয়েছি, যে উপায়ে কয়েদিদের খালাস কোরেছি, একে একে সকল কথাই তাঁরে বোল্লেম! তিনি শুনে সন্তুষ্ট হয়ে আমার বুদ্ধি ও সাহসের অনেক প্রশংসা কোল্লেন।—ক্রমে বেলা হলো, স্নানাহার কোল্লেম।—পূর্ব্বদিন অনেক ক্লেশ হয়েছিল, তাই জন্যে মহাজনকে বোলে, সে দিন আমি বাড়ীতেই থাক্‌লেম;—কর্ম্মস্থানে গেলেম না;—মহাজন একাই গেলেন।

ষষ্টিতম কাণ্ড।

নানা রহস্য প্রকাশ,—প্রেম-পত্রিকার মর্ম্মভেদ!

বেলা যখন প্রায় দুইপ্রহর, সেই সময় আমি বাইরের বারাণ্ডায় একখানি চৌকী পেতে বোসে গত রজনীর ঘটনা সকল চিন্তা কোচ্চি, রাত্রে উত্তমরূপ নিদ্রা না হওয়াতে চক্ষু আচ্ছন্ন হয়ে আস্‌চে, এমন সময় একজন লোক এলেন।—এসেই একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন;—কোনো কথা কইলেন না। আমিও তাঁর মুখপানে খানিকক্ষণ চেয়ে থাক্‌লেম। মলিন বেশ, মলিন বস্ত্র, মুখখানি বড়ই বিষণ্ণ। পরক্ষণেই আহ্লাদে গদ্‌গদ্ হয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধোল্লেম।—ধোরেই মহানন্দে বোলে উঠ্‌লেম, "কৃষ্ণকিশোর বাবু! ক্ষমা কোর্‌বেন!—অনেক দিনের দেখা, বহুদিন সাক্ষাৎ নাই, হঠাৎ চিন্‌তে পারি নি, ক্ষমা কোর্‌বেন! আসুন, ঘরের ভিতর আসুন!" তিনি বোল্লেন, "আমারেও তবে তুমি ক্ষমা করো,—আমিও গতরাত্রের কষ্টের দরুণ ভাল কোরে তোমারে চিন্‌তে পাচ্ছিলেম না; ক্ষমা করো!"

আমি ব্যগ্র হয়ে বোল্লেম, "সে কি মহাশয়? বলেন কি? এতদূর অনুনয় বিনয় কেন?—যোগ্যপাত্রই যে তার আমি নই?—চলুন, ঘরের ভিতর চলুন।" এই কথা বোলে তাঁরে সঙ্গে কোরে নিয়ে ঘরের ভিতর গেলেম জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আহার হয়েছে?" উত্তর দিলেন, "হয়েছে।" তারপর আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'ব্যাপার কি বলুন দেখি?

আপনিই বা এখানে কেন, আর বীরচন্দ্রই বা এমন কোরে আপনারে যন্ত্রণা দিচ্চে কেন?" তিনি একটু চিন্তা কোরে উত্তর কোল্লেন, "অদৃষ্টের ভোগ।—কেউই দোষী নয়,—কেউই যন্ত্রণা দিচ্চে না,—অদৃষ্টই বিগুণ! তা যা হোক্ হরিদাস! চিরদিনের জন্যে তোমার কাছে আমি কেনা হয়ে রইলেম। তুমি আমার পরম মিত্র, তুমি আমার জীবনদাতা।—এ ঋণ ইহজন্মে পরিশোধ হবার নয়—কোনোকালে তা আমি কোত্তেও পার্‌বো না!"

তাঁর কথা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নতমুখ হয়ে সলজ্জভাবে বোল্লেম, "লজ্জা দিবেন না, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই পালন কোরেছি!—আপনার এই দুরবস্থার কথা একজন গুজরাটী বন্ধুর মুখে শুনেই আমি আমার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন কোরেছি। তাতে আমার যত কিছু বিপদ ঘোটেছিল, সে সকল অতি তুচ্ছ!—আপনি এখন বলুন দেখি ব্যাপারখানা কি? সেইগুলি শোন্‌বার জন্যে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হোচ্চে। ঘটনা যে অতিশয় ভয়ঙ্কর অনুমানেই তা আমি বিলক্ষণ জান্‌তে পাচ্চি।"

কৃষ্ণকিশোর বাবু একটী নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "ভয়ঙ্কর তার আর সন্দেহ?—এক সময় আমার কিছু খরচপত্রের অপ্রতুল হয়, সেইজন্যে বীরচন্দ্রের কাছে খত দিয়ে হাজার টাকা কর্জ্জ করি; সেই কর্জ্জ করি; সেই কর্জ্জই আমার এই সর্ব্বনাশের প্রথম সোপান! বীরচন্দ্র এখন আমার সমস্ত জমীদারীর অংশ খোস্‌কোবালায় লিখিয়ে নিতে চায়। একখানা দলীলও প্রস্তুত কোরেছে; তাতে আমার দস্তখত করাবার জন্যে বিষম পীড়াপীড়ি করে; কিন্তু কিছুতেই তাতে আমি রাজী হোচ্চি না বোলেই এই ফ্যাসাত।—যন্ত্রণায় এক শেষ কোরে তুলেছে।—বিষয়ও নেবে, আবার প্রাণেও মার্‌বে; এ-ই তার অভিলাষ!—দুরাচার ভারি বেইমান,—ভারি ধড়ীবাজ,—আর কশাইয়ের চেয়েও ভয়ানক চণ্ডাল!—নিজেই যেন মূর্ত্তিমান মহাপাতক!" এই কথা বোলে ছল্‌ছল্ চক্ষে আর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন।

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এর ভাব? যে লোক এত কাণ্ড কোত্তে পাল্লে, সে আপনার নামটী জাল কোল্লে না কেন?"

তিনি কিঞ্চিৎ ম্লান হয়ে বোল্লেন, "সে সবই পারে, জানো ত তার স্বভাব;—পৃথিবীতে কোনো পাপ, কোনো দুষ্কর্ম্মই তার অসাধ্য নাই!—এখন আবার মরিয়া হয়েছে, তার বাপের মৃত্যু হওয়াতে একেবারে বাতানে ষাঁড়ের মতন জ্ঞানহারা হয়েছে।—সুবল দত্ত তিনছেলেকে সমান সমান বিষয় ভাগ কোরে দিয়ে উইল কোরে যান।—কিন্তু নগদ টাকা, কোম্পানির কাগজ, আর জহরাত, এই সমস্ত বীরচন্দ্র একদিন সিন্দুক ভেঙে বার কোরে নিয়ে দুই ভাইকেই ফাঁকি দেয়।—কিছুদিনের মধ্যেই সে সব টাকা বদ্‌মায়েসিতে ফুঁকে দিয়েছে; সুতরাং এখন হাত্‌টান্ আরম্ভ কোরেছে। রোজ রোজই খাক্তি;—আমিই তার প্রথম শিকার! এ গতিকে জাল সই কোল্লে, অনায়াসেই তা কোত্তে পাত্তো; কিন্তু হলো না; ভারি মুস্কিলে পোড়েছে! তুমি বোধ হয় জান্‌তে পারো, আমাদের সহরের আদালতে গোবিন্দ কর নামে একজন জুয়াচোর উকীল আছে, তারি কাছে এই বিষয়ের পরামর্শ নিয়েছিল। সেই গোবিন্দই

তারে দলীলের মুসোবিধা কোরে দিয়েছে। নাম জাল কর্‌বার বিলক্ষণ মতলবও ছিল, কিন্তু গোবিন্দ বোলেছে, ফরাসী মুলুক, আইনকানুন বড় গোলমেলে, জাল কোল্লে কি জানি, কখন কি মাচকোফেরে পোড়্‌তে হবে, তার চেয়ে নামটা বরং জোর কোরে দস্তখত কোরিয়ে নাও, সকল উৎপাত চুকে যাবে।—নামসই কোরিয়ে কিছুদিন কয়েদ রাখ্‌তে পাল্লেই সেই অবকাশে আমি ওর বিষয় আশয় সব বেচিয়ে গোছিয়ে ঠিকঠাক্ কোরে ফেল্‌বো। তা না হলে, মকদ্দামা মাম্‌লার হেঙ্গামে আমি থাক্‌তেও পার্‌বো না, বিষয় আশয় দখল করাও বড় ভার হয়ে উঠ্‌বে!' সেই কারণেই নামসই করাবার জন্যে এতদূর আমারে ধস্তাধস্তি কোচ্চে।"

পাঠক মহাশয়! ফরাসডাঙ্গার উকীল, গোবিন্দ করের নাম শুনে ব্যক্তিটাকে কি চিন্‌তে পাল্লেন?—ফরাস্‌ডাঙ্গায় এ নাম আমি একবারও আপনাকে বিজ্ঞাপন করি নাই। এই গোবিন্দ কর, ৺রামকুমার বাবুর উইলের প্রথম সাক্ষী। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে ওকালতী কোর্ত্তো, তারপর ফরাস্‌ডাঙ্গায় এসে জুটেছে। এই ব্যক্তি ভারি মিথ্যাবাদী, ভারি জালিয়াত আর ভারি মাম্‌লাবাজ।

সুবল বাবুর মৃত্যু শুনে আমার মন একটু চঞ্চল হলো; তিনি অসময়ে আমার অনেক উপকার কোরেছিলেন। সে যা হোক্, কৃষ্ণকিশোর বাবুকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি বীরচন্দ্রকে জেনে শুনে তার সঙ্গে টাকাকড়ি লেন্‌দেন্ কোত্তে গিয়েছিলেন কেন?" তিনি উত্তর কোল্লেন, "আগেই ত তোমারে বোলেছি, কেউই দুষী নয়, অদৃষ্টপটে আমার এই সব কষ্ট স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে কি না, সেইজন্যেই এই সকল ঘোর বিপত্তি,—কে আর তা খণ্ডন কোর্‌বে?—বীরচন্দ্রকে আমি বেশ চিনি, কিন্তু কেমন যে এক কুবুদ্ধি হলো, তারি ফাঁদে সাধ কোরে আমি জোড়িয়ে পোড়্‌লেম। যখন আমি টাকা ধার করবার চেষ্টা করি, দাদা মহাশয় তাই শুনে তখন আমারে বিস্তর কোরে নিষেধ কোরেছিলেন। কিন্তু বিধাতা আমারে এই সকল বিপদে ফেল্‌বেন বোলেই সে সব উপদেশ একটীবারও শুন্‌তে দেন নি। তিনি যে সব কথা আমারে বোলেছিলেন, তা যদি তুমি শোনো হরিদাস, তা হলে একেবারেই অবাক্ হবে! ভদ্রলোকের ঘরে তেমনতরো ঘৃণার কথা কখনো আমি শুনি নাই। তুমি কতক কতক জান্‌তে পারো অবশ্য, তবু ভিতরের খবর কম রাখো।"

এই শেষ কথা কটী শুনে মনে কোল্লেম, যা আমি দেখে শুনে রেখেছি, তা ত হদ্দমুদ্দ চূড়ান্ত! তার উপর আবার?—হোতেও পারে!—আমি চোলে এলে পর যদি কিছু নূতন ঘটনাই হয়ে থাকে!—এই ভেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি মহাশয়? কি এমন ঘৃণিত কথা?"

তিনি উত্তর কোল্লেন, "ভারি লজ্জার কথা!—দাদা আমারে টাকা ধার কোত্তে অনেক বারণ কোরে বলেন, 'দেখ, বীরচন্দ্র নিজে তুখোড় জুয়াচোর! তার চরিত্রও ত জানো, একঘর ভদ্রলোকের কুলে কালি দিলে,—রাধাকৃষ্ণ রায়ের পরিবারটাকে একেবারে ছারখার কোল্লে;—তারা ওরি জ্বালায় দেশত্যাগী হয়ে পালালো। নিজে ত এই, আবার ওর পরিবারেরা তার চেয়ে দশ গুণ

বেশী!' দাদার মুখেই শুনেছি, বীরচন্দ্রের মেজো বোন্ আমোদিনী, প্রেমদাস বাবাজীর সেবাদাসী ছিল! তাকে নিয়ে যে কত কাণ্ড হয়ে গেছে, তা তুমি কিছুই জানো না। শেষে ব্যামো হয়েছে বোলে হাওয়া খাওয়াতে কাশীতে পাঠিয়েছে;—সেখানে কি হয়েছে জানি না। কিন্তু আমোদিনীর প্রেম-সাহস বড় উচ্চ। সে দুবার প্রেমদাসকে দুখানা প্রেম-পত্রিকা লিখে পাঠায়। প্রেমদাস না কি সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে আস্তো যেতো, দাদার সঙ্গে তার না কি বিশেষ প্রীত্ প্রণয় ছিল, আমার সঙ্গেও ছিল; একদিন সে ঐ দুখানা চিঠি ভুলেই হোক্, কি ইচ্ছা কোরেই হোক্, দাদার ঘরে টেবিলের উপর একখানা বইয়ের ভিতর রেখে যায়।—দাদা তা পোড়ে দেখেছেন, কথাগুলো লজ্জাতে আমায়ে বোল্তে পাল্লেন না; কিন্তু সংক্ষেপে বোল্লেন, 'ভয়ঙ্কর লেখা! আর একখানা প্রেম-পত্রিকাও ঐ বাড়ী থেকে বেরোয়। সেখানা আমার দাদার নামের।—বীরচন্দ্রের ছোট ভাই চুণিলালের স্ত্রীই সেই পত্রিকা পাঠায়। চিঠি লেখ্বার আগে চার পাঁচদিন চাক্রাণী পাঠিয়ে দাদাকে অনেক লোভ দেখিয়েছিল। দাদা আমার সদাশিবলোক, তাঁর কাছে ওসব ছলনা খাটানো বড়ই শক্ত কথা। তিনি ঘৃণা করে অস্বীকার কোরেছিলেন। শেষ কালে ছোট বৌ ঐ পত্র লেখে।—একখানা বইয়ের ভিতরেই ঐ তিনখানা পত্র ছিল। দাদা বোল্লেন, 'ছোট বোয়ের পত্রখানা রাইমণি বোলে এক চাক্রাণী এনে দিয়েছিল; ছোট বৌ আমোদিনীকে দেয়, আমোদিনী বাবাজীকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে; বাবাজী রাই-মণিকে দেয়, রাইমণি আমার (দাদার) কাছে আনে।' দাদা সেই পত্র দেখে কি করেন, বিষম বিভ্রাটে পোড়্লেন। রোজ রোজ দাসী আনাগোনা করাতে পাড়ার লোকেরাই বা কি মনে কোর্বে; বিশেষতঃ বীরচন্দ্র গোঁয়ার লোক, সে এ সব কথা শুন্লে, একে আর কোরে বোসবে; তা হলে লজ্জায় আর মুখ দেখানো যাবে না। এই প্রকার পাঁচরকম ভেবে চিন্তে তার পরদিন সন্ধ্যার পর, তিনি ওদের বাড়ীতে গিয়ে একটী গোপনীয় ঘরে ছোট বৌকে আনান। আনিয়ে, চুপি চুপি অনেক বুঝিয়ে এই পাপকর্ম্মে বিরত হোতে উপদেশ দেন। শুন্লেম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে বিপরীত ফল হয়ে উঠ্লো। নষ্টমেয়েদের যেমন স্বভাব, ছোট বৌ সেই রকমে দাদার নামে উল্টে বদ্নাম রোটিয়ে দিলে। কেউ তাতে বিশ্বাস করে নি, তাতেই ধর্ম্মে ধর্ম্মে মান বেঁচে গেছে। দাদা সেই চিঠি তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেন, আর যে যে কথা বোলে তিনি অগ্রাহ্য করেন, তাও খুলে বল্লেন। ছোট বৌকে তারা সেই পত্র দেখায়; নষ্টমেয়ে কি না, তখনি তার উপস্থিত বুদ্ধি যোগালো!—সে বোল্লে 'হাঁ, আমি লিখেছি বটে, আমার হাতের লেখাও বটে, কিন্তু আমি নিজে ত কাউকে লিখি নি?—আমাদের বাড়ীতে যে গয়লা-বৌ দুধ দিতে আসে, তার জামাই আসে না বোলে মেয়েটা কেবল রাতদিন কাঁদে, সেই জন্যে আমারে একখানা চিঠি লিখ্তে বলে, তাই আমি লিখে দিয়েছিলেম; সেই চিঠি ওরা এখন কোথা থেকে কুড়িয়ে এনে, মিছিমিছি আমার নামে বদ্নাম দিচ্ছে! এই রকম ছল কোরে কাঁদো কাঁদো মুখে চোট্পাট্ জবাব কোত্তে লাগ্লো। তাতে কি কেউ বিশ্বাস

করে? কিন্তু ছোট বাবু নাকি বড় চতুর, বুদ্ধিমান, তাই দুর্নামের ভয়ে সে কথা চাপা-চুপি দিয়ে ফেল্লেন। দাদা বাবু এই সকল গল্প কোরে বার বার আমারে বোল্লেন, 'যার নিজের চরিত্র এমন, আর যাদের পরিবারের ব্যাভার এরূপ জঘন্য তার সঙ্গে তুমি টাকা-কড়ির লেনদেন কথনোই কোরো না!—কোরো না, কোরো না, কথনোই কোরো না!' আমি তাঁর কথা না শুনে এই বিপদে পোড়েছি!"

আমি একটু হেসে বোল্লেম, "কৃষ্ণকিশোর বাবু! আপনি কিন্তু আমার চেয়ে নূতন কথা বোল্‌তে পাল্লেন না!—তবে নূতনের মধ্যে ছোট বৌ।—যে তিনখানি প্রেম-পত্রিকার কথা আপনি বোল্লেন, তা আমি আপনাদের বাড়ীতেই বিজয় বাবুর ঘরে অনেক দিন হলো দেখেছি। তাতে যা লেখা আছে, তা আপনি শোনেন নি, কিন্তু আমি তা পর্য্যন্ত ভাল কোরে জেনেছি। তবে নাকি পত্রিকা তিনখানা বেনামী, সেইজন্যে কে কারে লিখেছে, তা-ই কেবল বুঝ্‌তে প্যারি নি।—স্ত্রীলোকে যে পরপুরুষকে লিখ্‌ছে, তা আমি জান্‌তে পেরেছিলেম, কিন্তু ব্যক্তিতে সন্দেহ ছিল; সে সন্দেহ আজ দূর হলো।—ছোট বৌটার পেটে পেটে এতথানি বুদ্ধি?—আহা! ছোট বাবুর কি দুর্ভাগ্য!—তিনি নিজে অমন সুশীল, অমন ধার্ম্মিক, তাঁর অদৃষ্টে এমন ধারা বাঘিনী স্ত্রী?—আহা তিনি বড় হতভাগ্য! তা যা হোক্, সুবল বাবুর কাল হওয়ার পরেও কি তাঁদের সংসারের অবস্থা তেম্‌নি আছে?"

কৃষ্ণকিশোর বাবু বোল্লেন, "রাধামাধব! সে অবস্থা?—কোন্ অবস্থা?—ঢলাঢলির অবস্থা সমানই আছে, তার চেয়ে বরং বেশীই হয়েছে; কিন্তু সংসারের শ্রীছাঁদ আর কিছুই নাই; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়েছে, দিনরাত ঝগড়া কোঁদল হোচ্চে, আদালতে মকদ্দমা ফাঁক যাচ্চে না, স্বামীর দুর্দ্দশা ভেবে ভেবে বড় বৌ অবশেষে গলায় দড়ী দিয়ে মোরেছে, সংসারটা একেবারে ছারখার হয়ে যাচ্চে।—বীরচন্দ্র এমনি পাজী লোক যে, আমার দাদা নিরীহ ভালমানুষ, কারুর মন্দতে থাকেন না, তাঁর নামেও একটা ফেরেবি নালিস কোরে জমীজমা কেড়ে নেবার যোগাড় কোরেছে। আমার সঙ্গে এই জুয়াচুরি হাঁসিল কোরে, তার পর দাদার নামে নালিস জাহির কোর্‌বে।"

সব কথাগুলি আমি শুন্‌লেম। শুনে কেবল দুঃখই বাড়্‌তে লাগ্‌লো। বোল্লেম, "কৃষ্ণ বাবু! ভয় নাই,—কোনো ভয় নাই! আপনি বীরচন্দ্রের নামে এখানকার রাজ-দরবারে নালিস রুজু করুন,—আপনাকে ডাকাতদের দিয়ে কয়েদ কোরিয়ে এত কষ্ট দিয়েছে, তার জন্যে আপনি নালিস কোরে দিন, আমি সাক্ষী দিব, আরো দুই একজন ভদ্রলোক সাক্ষী হবেন। আপনি নালিস রুজু করুন। এখানকার ডাকাতেরা অতিশয় দুর্দ্দান্ত, রাজা সে কথা বেশ জানেন। বীর-চন্দ্রের নামে নালিস দায়ের হলে, কথনোই তার অবিচার হবে না।"

"এখানকার ডাকেতেরা অতিশয় দুর্দ্দান্ত" আমার এই কথা শুনে কৃষ্ণকিশোর বাবু বোল্লেন, "ভাল কথা!—দুঃখের সময় ভাল কথা!—দুঃখের সময় ভাল একটা হাসির কথা উপস্থিত হয়েছে! দেখ হরিদাস! ডাকাতের ঘরে বড় একটা মজার গল্প শুনে এসেছি। যে ঘরে সে দিন আমারে কয়েদ

রেখেছিল, খানিকরাত্রে সেই ঘরের পাশের ঘরে একজন একটু সরু গলায় বাঙলা কোরে কোনো লোক্‌কে জিজ্ঞাসা কোল্লে, 'হ্যাঁরে ভাই এমিলি! তুই ত ভাই এখন আমাদের জানের এমিলি!—আচ্ছা ভাই, বল্ দেখি, আমরা যেমন তোকে এখানে এনে দশেমিলে সাদি কোরেছি, তোর বাপের দেশে কি এম্‌নি তরো সাদি দেয়?' সেই কথা শুনে একটী মেয়েমানুষ পরিষ্কার বাঙলাতে কাঁপানে গলায় নাকিসুরে বোল্লে, 'দেখ্ ভাই ফিউরোজী! আমার বাপের দেশে ভারি সব মজা হয়!—কেবল আমারি কথা বোল্‌চি, শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।—আমার ভাই বাপের দেশে, একজনের সঙ্গে একবার বিয়ে হয়েছিল। একবছর পরেই ভাতারটা ধড়্‌ফোড়িয়ে মোরে গেল। তারপর আমার এক বাপের ভাই খুড়ো,—দেখ্ ভাই ফিউরোজী! আমার এক বাপের ভাই খুড়ো, আমারে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ী থেকে বার্ কোরে নিয়ে যায়!—হুগ্‌লী জেলায় আমাদের ভাই পৈত্রিক বাড়ী ছিল, সেখানে না রেখে আমারে কোল্‌কেতার চাঁপাতলায় নিয়ে গিয়ে রাখে। খুড়োর নাম ভুলু বাবু!—কিন্তু লজ্জার খাতিরে চাঁপাতলাতে নকুল বাবু সেজে ছিলেন। ভালবাসা, খাতির যত্ন, গয়না দেওয়া, আমোদ আহ্লাদ, সব রকমেই খুড়ো আমার পোক্ত ছিল! কিছুদিন তার কাছে আমি খুব আদরে আদরেই ছিলেম। একবার আমার ব্যামো হয়েছিল, তাতে যে, সে কত কাতর, আর কত ব্যস্ত, তা আর বল্‌বার কথা নয়। আমার কপালে না কি সে সুখ নাই, তোমরা না কি আমার কপালে নাচ্‌ছিলে, তাই সেই খুড়োটী আমারে ছেড়ে, নূতন একটী রঙ্গিণীকে নিয়ে ভাস্‌লো। সেই মেয়েটী তার বৌ!—বড় ছেলের স্ত্রী! আমি তখন কি করি, কোল্‌কেতার বাজারেই বারোয়ারি ব্যাব্‌সা আরম্ভ কোল্লেম। সেই অবস্থায় একদিন গঙ্গার ঘাটে স্নান কোত্তে গিয়েছিলেন, সেই খানে একজন বাঙাল মহাজন আমারে দেখে, কথাবার্ত্তা কোয়ে সঙ্গে কোরে নিয়ে যায়! অনেকদিনই তার কাছে ছিলেম।—তার পর সেই মহাজন তোমাদের দেশে বাণিজ্যি কোত্তে আসে। তোমরা যেদিন তারে মেরে ধোরে জিনিষপত্র লুটেপুটে নাও, সেদিন অবধিই আমি তোমাদের এক্‌চেটে হয়েছি;—বাপের দেশের সকল মায়াই কাটিয়েছি।—হাঁ, ভাল কথা! খুড়োর কি দশা হয়েছে শোনো।—বৌকে বাড়ী থেকে বার করবার সময়, ভারি একটা মজা হয়েছিল। রাত্রিকালে পথে যেতে থানার লোকেরা তাদের দুজনকেই ধরে।—তাই নিয়ে কত মকদ্দমা, কত মাম্‌লা হয়ে, শেষে কয়েদ হয়েছেন!—খরচায় খরচায় বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেছে। এখন তার কি হয়েছে, তা আমি বোল্‌তে পাচ্চি না। যা হোক্ এখন আমি তোমাদেরি হয়েছি! আর দেখ্ ভাই ফিউরোজী! তোরেই আমি সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসি। মাইরি বোল্‌চি ফিউরোজী! বড্ডো ভালবাসি! মাথা খাস্ ভাই, দেখিস্, ছাড়িস্ নি!"

"এই পর্য্যন্ত বোলেই মেয়েমানুষটা চুপ কোল্লে।—যার সঙ্গে কথা কোচ্ছিল, সেই-লোক যেন খুব আহ্লাদেই বোল্লে, 'তুই আমার কোল্‌জে,—জানের সঙ্গে গাঁথা।—তোকে কি আমি ছাড়্‌তে পারি জান্? মেয়েটা আবার বোল্লে, 'প্রাণে বড় ভয় হয়!—খুড়োকে যেমন কোরে সে দেশের লোকেরা

ধোরে কয়েদ কোরেছে, এ দেশের রাজাও যদি তোমাদের তেম্নি কোরে ধরেন, তা হলে কি হবে?" সেইলোক হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, 'আ পাগ্‌লি!—আমাদের ধরা কি রাজা রাজড়ার কর্ম্ম? আমরা হলেম পক্ষীর জাত! এই আছি, এই নেই! থাকি থাকি ফুরুক্ ফুরুক্ কোরে উড়ে যাই; কেউই তা জান্‌তে পারে না। রোজ রোজ কি আমরা এক জায়গায় থাকি যে, মনে কোল্লেই ধোর্‌বে?' এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই হো হো কোরে হাস্‌তে লাগ্‌লো, ছুঁড়িটাও খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লো;—চমৎকার রহস্য!"

আমি বোল্লেম, "রহস্য বটে, কিন্তু আমি এর ভিতরকার সব খবরই জানি; ডাকাতের ঘরে কাল তারে দেখেও এসেছি; আপনাকে একদিন বেওরা কথা ভেঙে বোল্‌বো।" গল্প কোত্তে কোত্তে বেলা চার্‌টা বাজ্‌লো। কৃষ্ণ বাবু বোল্লেন, "আজ আমি চোল্লেম। তুমি যে টাকা দিয়েছিলে, তা পেয়েছি। আমার কাছে আর কিছু ত নাই, চিঠি লিখে এসেছি, বাড়ী থেকে টাকা আনাতে হবে।—যে জন্যে সে কাজ ত করা চাই?" এই কথা বোলে তিনি আমার কাছ থেকে চোলে গেলেন।

একষষ্টিতম কাণ্ড।

নূতন কৌতুক,—অপরাধী নির্ণয়!

পাঁচ সাতদিন অতীত হয়ে গেল। একদিন সকাল বেলা আমি অভ্যাসমত বেড়াতে বেরিয়েছি, পথে শাম্বোজী আর রামরঙ্গণের সঙ্গে দেখা হলো। শাম্বোজী হন্ হন্ কোরে চোলে আমার কাছে এসে একটু হর্ষমুখে "ভাল আছ হরিদাস?—বেশ হলো, দেখা হলো; আমি আরো তোমার কাছে যাচ্ছিলেম।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন? কিছু নূতন সংবাদ আছে না কি?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আছে!—যারা খুন কোরেছে, তাদের অনেক সন্ধান জান্‌তে পেরেছি।"

আমি আহ্লাদে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "পেরেছেন?—কি রকম?—কারা তারা?"

তিনি বোল্লেন, "কজন কি বৃত্তান্ত, তা আমি ঠিক বোল্‌তে পাচ্চি না, কিন্তু মূলকথা অনেক পেয়েছি। সে দিন তোমারে যে কর্ত্তার এক ভাগ্নের কথা বোলেছিলেম,—যে আমাদের সঙ্গে চটাচটি কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, তারি উপরে সন্দেহ হয়। কেবল সন্দেহ কেন, স্থির নিশ্চয়। কাল একজন শিকারী আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিল, কর্ত্তার খুনের কোনো কিনারা হয় নি শুনে, সে বোল্লে, 'মশাই! একটা কথা আমি জানি। একদিন সন্ধ্যার পর আমি চুপি চুপি

শিকার খুঁজে খুঁজে বনে বনে বেড়াচ্ছি, আকাশে মেটে মেটে জোচ্ছানা ছিল, তফাতে দুজন লোক আসে। এসে, আস্তে আস্তে একটা গাছতলাতে বসে। বোসে, কত কথা বলাবলি করে। তাদের মধ্যে একজন আপনাদের বীরবল; আর একজন বোধ হলো বাঙালী হবে। তাদের কথা মনে কোরে আমার এখন বোধ হোচ্চে, তারাই কর্ত্তাকে খুন কোরেছে।' শিকারী যে যে কথা বোলে গেছে, তা যদি তুমি তার মুখে শোনো হরিদাস, তা হলে তোমারও আর সন্দেহ থাক্‌বে না।—এইখানে একটু দাঁড়াও, তারে আমি ডেকে আন্‌ছি।" এই কথা বোলে দু চার্‌পা গিয়েই আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বোল্লেন, "ভাল কথা! আর একখানা বেনামী চিঠি পেয়েছি। যিনি অনুগ্রহ কোরে পাঠিয়েছেন, তিনি তাতে লিখেছেন, 'রাঘবজীর খুনের অনেক সন্ধান আমি জানি। আগে আমি সাবধান কোরেছিলেম, তাতে কোনো ফল হয় নাই, কিন্তু মল্লদাসের দলের দ্বারাই খুন হওয়া নিশ্চয়। তোমাদের একজন আত্মীয়-লোক তার ভিতর আছে, শীঘ্র প্রকাশ পাবে।' সে পত্রখানাও আমি তোমারে দেখাবো। এখন সেই শিকারীকে একবার ডেকে আনি।" এই কথা বোলে তিনি চোলে গেলেন। আমি রামরঙ্গণকে বোল্লেম, 'আহা! কি বিপদেই—"

রামরঙ্গণ আমার কথায় বাধা দিয়ে বোল্লে, "বিপদের কথা যদি বলো, তবে আমি যে একবার বিপদে পোড়েছিলেম, শুন্‌লে অবাক্ হবে! দেখ হরিদাস মশাই! একদিন আমি শিকার কোত্তে বেরুই!—সঙ্গে ত আমার তলোয়ার আছেই আছে! তলোয়ার ছাড়া আমি কোথাও যাই না। আর একটা বন্দুকও ছিল। একটা বিরোদ বনে শিকার কোত্তে ঢুক্‌লেম। ঢুকে, এদিক ওদিক বেড়াচ্ছি, এমন সময় একটা সিঙ্গী আমারে তাড়া কোল্লে। আমি তলোয়ার দিয়ে তাকে দুই কোপ মাল্লেম। কিন্তু তলোয়ারখানা ভোঁতা ছিল বোলে কিছুই হলো না! কি করি, বড়ই বিপদ! দৌড়, ভোঁ দৌড়!—আমি যত দৌড়ুচ্চি,—ততই সেই সিঙ্গীটে আমার পেছোনে পেছোনে আস্‌চে। আমি ত প্রাণ-ভয়ে দৌড়ুচ্চি—সটান্ দৌড়ুচ্চি; দৌড়ে দৌড়ে একটা নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত। মনে কোল্লেম, নদীটে সাঁতার দিয়ে পালাই। কিন্তু একটি বাধা পোড়্‌লো। নদীর ধারে একটা ত্রিশ্‌হাত কুমীর রোদ্দুর পোয়াচ্ছিল, সেটা আমায় দেখে হাঁ কোরে গিল্‌তে এলো। বিষম বিভ্রাট! পেছোনে সিঙ্গী সাম্‌নে কুমীর!—দেখেই ত, থ হয়ে দাঁড়ালেম। এমন সময় সেই সিঙ্গীটে আঁক্ কোরে আমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পোড়্‌লো। আমি মাথাগুঁজে তার তল্‌পেটের নীচে রইলেম। আধ্‌ঘণ্টাই আছি,—তার তল্‌পেটের নীচে আধ্‌ঘণ্টাই আছি। সিঙ্গীটা ঝাঁপিয়ে পোড়লো বটে, কিন্তু নড়েও না, চড়েও না! আমি গুঁড়িমেরে তার পেটের নীচে থেকে বেরুলেম।—বেরিয়ে দেখি, বড় মজাই হয়েছে! সিঙ্গীটা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন কুমীরটা হাঁ কোরে আমারে গিল্‌তে আস্‌ছিল কি না, আমি গুঁড়িমেরে বোসে পড়াতে সিঙ্গীর মাথাটা কুমীরের মুখের ভিতর ঢুকে গেছে,—আর বেরোয় না! এই সুযোগ দেখে, হাতের তলোয়ারখানা দিয়ে তার ঘাড়্‌টা টক্ কোরে কেটে ফেল্‌লেম।—ফেলে, বন্দুকের বাঁট

দিয়ে ঠস্ ঠস্ কোরে সেইটে ঠাস্তে লাগ্লেম! কুমীরের গলার নলিটে কিছু সরু ছিল বোলে, গলা ফেটে মোরে গেল! বাঁচ্লেম! একেবারে ছুটোই মারা পোড়লো! কেমন হরিদাস মশাই! বলো, এটা কি সামান্য বিপদ? আর দেখ—”

তার কথা শেষ হোতে না হোতে শিকারীকে সঙ্গে কোরে শাম্বোজী ফিরে এলেন। এসেই আমারে বোল্লেন, “হরিদাস! এই শিকারীকে জিজ্ঞাসা করো,—ও কি বলে শোনো।”

আমি তৎক্ষণাৎ তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কি হ্যাঁ শিকারি! কি হয়েছে বলো ত?—তুমি কাদের কি কি কথা শুনেছ? রাঘবজীকে খুন কোরেছে কে?”

শিকারী উত্তর কোল্লে, “আজ্ঞা, যা যা আমি শুনেছি, তা ত এই হুজুরকে পূর্ব্বেই বোলে গেছি?—ওঁদের বীরবল আর একজন বাঙ্গালী একটা গাছতলায় গিয়ে বসেন। একজন জিজ্ঞাসা কোল্লে, ‘কেমন, পার্বে ত?’ আর একজন বোল্লে, ‘পার্বো, কিন্তু তারে ধোরিয়ে দেবে কেন? প্রাণে মার্বে না কি?’ তাতে সে উত্তর কোল্লে, ‘রাখি কি মারি, সে খবরে তোমার দরকার কি? —যা বোল্লেম, তাই করো, চিঠিখানা নিয়ে যাও! খবরদার যেন প্রকাশ না হয়।’ এই কথা বোলে একখানা চিঠি দিলে। সে রাত্রের কথা এই পর্য্যন্ত জানি; মাঝে মাঝে রাঘবজীর নামও শুন্তে পেয়েছি।—তার পর সে রাত্রে যেখানে খুন হয়, সে রাত্রেও দৈবাৎ আমি সেইখানে বনের ধারে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলেম, বীরবলকে সেইখান দিয়ে ছুটে পালাতে দেখেছি।”

শিকারীর কথা শুনে আমি শাম্বোজীকে বোল্লেম, “তবে আর আপনি সন্দেহ কোচ্ছেলেন কেন? এ ত সব ঠিক্ ঠিক্ সাবুদ হয়ে যাচ্চে! আপনি এখুনি নালিস করুন!—শিকারীকে সাক্ষী মান্বেন, আমিও শুনলেম, আবশ্যক হলে আমাকেও মান্বেন।”

এই কথা শুনে তিনি বোল্লেন, “রোসো, এইখানে একজন উকীলের বাড়ী আছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরে এর পরামর্শ স্থির করি গে।—বেলা হলো, তুমি এখন বাড়ী যাও, বৈকালে দেখা কোর্বো।” যেতে উদ্যত শিকারীও সেই সঙ্গে যায়, এমন সময় আমি হঠাৎ বোল্লেম, “রসুন! একটা কথা আছে! শিকারী বোল্চে, বীরবলের সঙ্গে একজন বাঙ্গালী ছিল, সেই বাঙ্গালী কে?—আচ্ছা শিকারী?—তুমি যারে বাঙ্গালী বোলে জ্ঞান কোচ্চো, তার চেহারাখানা কেমন?”

শিকারী বোল্লে, “মস্ত লম্বা, খুব কালো, দেখ্তে মোটা, গোঁফ দাড়ী নাই, যখন কথা কইলে, তখন শুন্লেম, খুব মোটা গলা।”

চেহারা শুনে তখনি আমি বুঝ্লেম! শাম্বোজীকে বোল্লেম, “ঠিক হয়েছে, যা আমি মনে কোচ্ছিলেম, তা-ই হয়েছে। আপনি এখুনি নালিস করুন।—আমাদের দেশের একজন জুয়াচোর দাগাবাজ লোক, সম্প্রতি এদেশে এসেছে, তার নাম বীরচন্দ্র।—চেহারা শুনেই বুঝেছি, বীরবলের সঙ্গে সেই বীরচন্দ্রই জুটেছে। আরো আমি কোনো রকমে জানি, মল্লদাসের দলের সঙ্গে তারও যোগাযোগ আছে।—রাজদরবারে তার নাম কর্বার আবশ্যক নাই, আপনি কেবল বীরবলের নামেই নালিস করুন; জেরার মুখে সকল

কথাই বেরিয়ে পোড়্বে।" কথাবার্ত্তা এই পর্য্যন্ত তখন শেষ হলো।—শাম্বোজী আর রাঘবরঞ্জণ একত্রে উকীলবাড়ী গেলেন, শিকারী বাড়ী গেল, আমিও চোলে এলেম।

দ্বিষষ্টিতম কাণ্ড।

গুপ্তহত্যার বিচার।

পরদিন বীরবলের নামে নালিস্ হলো;—দুদিন পরেই মকদ্দমা!—আসামী হাজির হয়েছে,—রাজা ভোরপুর মজ্‌লিস্ কোরে বার্ দিয়েছেন, দর্‌বার লোকারণ্য,—খুনী মকদ্দমার বিচার,—ভয়ঙ্কর গোলমাল!

প্রথমে ফরিয়াদীর এজেহার, তারপর, সাক্ষির জোবানবন্দী।—সাক্ষী, ভজনলাল শিকারী।

প্রথম সওয়াল, তুমি এই খুনী মকদ্দমার সাক্ষী আছ?

জবাব।—হুজুর!—হাঁ, আজ্ঞে আছি।

স।—রাঘব আগরওয়ালাকে কে খুন কোরেছে?

জ।—চক্ষে দেখি নাই।

স।—কিসে জেনেছ?

জ।—একদিন সন্ধ্যার পর রাঘবজীর ভাগ্নে বীরবল, আর একজন বাঙ্গালী একটা জঙ্গলে বোসে মার্‌ধোর কর্‌বার পরামর্শ কোচ্ছিল, রাঘবজীর নাম আর মল্লদাসের নাম একজাই হয়েছিল, তাই আমি শুনেছি। তারপরেই রাঘবজী খুন হয়েছেন; এতেই আমি জেনেছি।

স।—আচ্ছা, এতে যদি আর কাউকে মার্‌ধোর কর্‌বার পরামর্শ হয়, তা হলেও ত হোতে পারে?—তুমি কেমন কোরে নিশ্চয় জান্‌লে যে, বীরবলই রাঘবকে মেরেছে?

জ।—আজ্ঞে, হুজুর, ধর্ম্মাবতার!—একদিন আমি শিকার কোত্তে যাই, ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা হয়। শুন্‌লেম, বন্দুকের আওয়াজ হোচ্চে।—তাই শুনে, রাস্তার ধারে এসে দেখি, বীরবল হাঁফাতে হাঁফাতে চোঁচাদৌড় দিয়ে পালিয়ে যাচ্চে।—এতেই আমি জেনেছি, তারি এই কর্ম্ম।

এই অবকাশে শাম্বোজী অগ্রসর হয়ে সেই দুখানি বেনামী চিঠি রাজাকে দেখালেন।—দেখ্‌বামাত্রেই মহারাজ শিউরে উঠ্‌লেন। কিন্তু সে কথা তখন কিছু না বোলে, আসামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বোল্লেন, "তোমার কি সাফাই আছে কহ!"

বীরবল করযোড়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোল্লে, "ধর্ম্মাবতার!—দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি এর কিছুই জানি না! হুজুর মা বাপ, সুক্ষ্ম বিচার করুন, আমি এর কিছুই জানি না!"

রাজা কঠিনস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যদি জানিস্ না, তবে শিকারী এ কথা বোল্‌চে কেন?"

বীরবল উত্তর কোল্লে, "আজ্ঞা ধর্ম্মাবতার! শিকারী আর একদিনের আর এক কথা শুনে

থাক্‌বে। এ মকদ্দমার সঙ্গে তার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। সে কথা রাজদরবারে প্রকাশ কর্‌বারও আবশ্যক হোচ্চে না। আমি শপথ কোরে বোল্‌চি, রাজার আসন, ধর্ম্মের আসন, সিংহাসন স্পর্শ কোরে বোল্‌চি, মামাকে খুন কর্‌বার কোনো কথাই আমি জানি না। বরং তিনি মারা গেছেন বোলে, হায় হায় কোরে ফিরে বেড়াচ্চি।"

দুটী চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে মহারাজ বাহাদুর সুতীক্ষ্ণস্বরে বোল্লেন, "না, না, সব মিথ্যা!" এইমাত্র বোলে শিকারিকে পুনর্ব্বার ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "শিকারি! যে বাঙালীর সঙ্গে বীরবল সেরাত্রে পরামর্শ কোরেছিল, তুই তার নাম জানিস্?"

শিকারী হাতযোড় কোরে উত্তর কোল্লে, "আজ্ঞা না ধর্ম্মাবতার!"

বীরবল আবার মিনতি কোরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "আজ্ঞা, আমি যথার্থ বোল্‌চি, ধর্ম্মতঃ বোল্‌চি, মামাকে আমি মারিনি। কে মেরেছে, জানিও না।"

রাজা গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "আচ্ছা, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তোর সঙ্গে সেরাত্রে যে বাঙালির পরামর্শ হয়েছিল, তার নাম কি বল্। আর মল্লদাসের দলের যারা যারা তোদের সঙ্গে ছিল, তাদেরি বা নাম কি? শীঘ্র বল্।"

বীরবলের রোমাঞ্চ হলো, থর্ থর্ কোরে পা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, মুখ দিয়ে আর কথা সোর্‌লো না। রাজা আরো দু চারবার ধ্রমক্ দিলেন, সে কিছুই বোল্‌তে পাল্লে না; কেবল দর্‌দর্ কোরে তার দুটী চক্ষু দিয়ে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো।

রাজা বাঁ দিকে হেলে একটু মাথা হেঁট কোরে সেই দুখানি বেনামী চিঠি দুবার তিনবার উল্টে পাল্টে দেখ্‌লেন। দেখে, মুখ তুলে বোল্লেন, "ফরিয়াদীর এজেহার, সাক্ষির জবানবন্দী, আর এই দুখানা চিঠিতে স্পষ্টই প্রমাণ হোচ্চে যে, বীরবল অবশ্যই ডাকাতদের সঙ্গে যোগ কোরে রাঘব আগর-ওয়ালাকে খুন কোরেছে।"

বীরবল এই সময় ভেউ ভেউ কোরে কেঁদে চেঁচিয়ে বোলে উঠ্‌লো, "দোহাই মহারাজের! আমি মারি—"

রাজা মুখ ফিরিয়ে বোল্লেন, "চোপ্!— বিশেষতঃ এই দুইখানা চিঠিতে আত্মীয় লোকের কথা লেখা আছে দেখ্‌চি, ডাকাতের দলে আর আত্মীয়লোক কে থাক্‌তে পারে, অবশ্যই বীরবল সেই আত্মীয়। আরো,—এর সঙ্গে যারা যারা ছিল, তাদের নাম জিজ্ঞাসা করা গেল, কিছুই উত্তর কোল্লে না। সুতরাং, এ অবস্থায় ইহাকেই প্রধান অপরাধী বোলে বিশ্বাস করা হলো। অতএব সাতদিন মেয়াদ দেওয়া যাচ্চে, হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী দিয়ে হাজতগারদে রাখা যায়। এই সাত-দিনের মধ্যে যদি সঙ্গী লোকদের নাম বলে, আর আপনার পক্ষে অতিরিক্ত কিছু সাফাই দিতে পারে, তা হলে এর পক্ষে কিছু বিবেচনা করা যাবে; নতুবা আটদিনের দিন সকালেই এর প্রাণদণ্ড হবে।"

হুকুম শুনেই বীরবল আরো চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। চোপ্‌দারেরা গলা-ধাক্কা দিতে দিতে হতভাগাকে হাজতঘরে নিয়ে গেল।

ছয়দিন কেটে গেল।—সাতদিনের দিন সকাল বেলা সবে আমি বিছানা থেকে উঠে বাইরে এসেছি, এমন সময় কৃষ্ণকিশোর বাবু আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমি তাঁরে অভ্যর্থনা কোরে বসালেম। তিনি বোল্লেন,

"হরিদাস! কাল আমি রাজদরবারে বীরচন্দ্রের নামে নালিস্ কোরেছি, পরোয়ানা বেরিয়েছে। একা তুমিই আমার প্রধান সাক্ষী, অতএব কাল সকালে একবার তোমারে রাজসভায় যেতে হবে। আর, সেই লোকটার কাল ফাঁসির দিন। আজ সাতদিন হলো, এ পর্য্যন্ত সে কোনো লোকের নামগন্ধও প্রকাশ করে নি, আর নিজে যে অপরাধী নয়, তারও কোনো প্রমাণ দিতে পারে নি। জিজ্ঞাসা কোল্লে কেবল কাঁদে, আর ছড়িভঙ্গ কথা কয়। বোধ হোচ্চে, লোকটা সত্য সত্যই দোষী হবে।"

আমি বোল্লেম, "বোধ হোচ্চে কেন, সত্যই ত অপরাধী? আমি এই ঘটনার আগাগোড়া যতদূর শুনেছি, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাক্‌চে না। বিশেষতঃ ভজনলাল শিকারী যে কথা বোলেছে, তাতে স্পষ্ট প্রমাণই হয়ে গেছে। আপনি তার চেহারা দেখেন নি, আমি দেখেছি।—অতি ভয়ঙ্কর। দেখ্‌লেই বোধ হয় ভারি দাঙ্গাবাজ। যা হোক্, কাল আমি রাজদরবারেই আপনার সঙ্গে দেখা কোর্‌বো।" এই রকম অনেক কথোপকথনের পর তিনি চোলে গেলেন।

ত্রিষষ্টিতম কাণ্ড।

বৈরী সাক্ষাৎ—বচসা।

বৈকালে আমি একবার সদাব্রতে বেড়াতে গিয়েছিলেম, সন্ধ্যার একটু আগে ফিরে আস্‌বার সময়, পথে বীরচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলো।—সে আমারে দেখেই হন্ হন্ কোরে আমার নিকটে এলো। এসেই, চোক ঘুরিয়ে তার সেই স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ স্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তুমি কেমন ধারা লোক হাঁ?—এই কি তোমার ধর্ম্ম?—পথে পথে বেড়াচ্ছিলে, আমাদের বাড়ীতে থেকে মানুষ হলে, সে সব চুলোয় গেল, শেষে কি না আমার সঙ্গেই জাহাঁবাজী?—আমি একটা লোককে একটা কাজের জন্যে ধোরেছিলেম, তুমি গিয়ে প্রতারণা কোরে তারে ছাড়িয়ে এনে সরফরাজী কোল্লে—কেন হাঁ?—তোমার এত মাথাব্যথা ধোরেছিল কেন?—দর্‌কার?—তা আবার আমারি টাকায়?—কেন বল দেখি তুমি আমার দু হাজার টাকার হুণ্ডীখানা চুরি কোরে নিয়ে পালালে?—চোর! বজ্জাৎ! নেমক্‌হারাম! এখুনি আমি যদি তোরে চোর বোলে ধোরিয়ে দিই, তা হলে কি হয়?—কে রক্ষা করে? এত সাহস তোর? চুরি, আবার জাল?—মানুষ জাল?—এই বয়সে?"

কথাগুলো শুনে রাগে আমার সর্ব্বশরীর যেন ধক্ ধক্ কোরে জ্বোলে উঠ্‌লো। অত্যন্ত রাগতস্বরে বোল্লেম, "বাড়াবাড়ী কোরো না, গালাগালি দিয়ো না; তুমি আমারে ধোরিয়ে দেবে বোলে ভয় দেখাচ্চো কি, কিন্তু কে কারে ধোরিয়ে দেয়, কাল তখন তা টের পাবে।"

বীরচন্দ্র রেগে উঠে বোল্লে, "আচ্ছা, টের

পাওয়াচ্ছি! এখুনি তোরে ধোরিয়ে দিচ্ছি! পাজী! জালিয়াত্!”

আমি বোল্লেম, “সাবধান হও, আমি না জানি কি? আমার কাছে যদি লাফালাফি করো, তা হলে ইংরাজ অধিকারে সংবাদ দিয়ে এখুনি তোমাকে ধোরিয়ে দিব।—তুমি প্রেমদাস বাবাজীকে খুন কোরেছ,—আমি নিশ্চয় জানি, তুমিই সে বেচারাকে খুন কোরেছ। তোমার পিতা আমার অসময়ে অনেক উপকার কোরেছিলেন, সেইজন্যে এ কথা এতদিন প্রকাশ করি নি; কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে এ রকম ব্যাভার করো, তা হলে আর সে সব অপ্রকাশ থাক্‌বে না।”

বীরচন্দ্র চোম্‌কে উঠ্‌লো,—চোক মুখ ম্লানও হয়ে গেল;—কিন্তু তবু যেন তার কতই সাহস,—ওসব কথার সঙ্গে তার যেন কিছুই সংস্রব নাই, এম্‌নি তারো ভাব দেখিয়ে বিকৃতকণ্ঠে বোল্লে, “ইস্! বড় ভয়!—আমি ত তা আর করি নি,—কিন্তু যদি তা-ই হয়, এ রাজ্যে তার ভয় কি?”

আমি বোল্লেম, “ভয় আছে কি না আছে, কাল তা টের পাবে। কৃষ্ণকিশোর বাবু আমার উপকারী বন্ধু, তুমি বৃথা তাঁরে যে সব কষ্ট দিয়েছ, তাতে কোরে আমিও তাঁর সহায়তা কোত্তে অপ্রস্তুত হবো না।—দেখ, বীরচন্দ্র! বনের বাঘ ভল্লুক আর কাল্‌-সাপেরা পৃথিবীর কোনো উপকারেই আসে না; তারা কেবল জাতীয় হিংস্রক স্বভাবে নিরপরাধী পথিক লোকদের প্রাণহরণ কোরে থাকে। তাদের প্রাণবিনাশ কোত্তে পাল্লে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা করা হয়, জীবহত্যার পাপ হয় না। তুমি লোকালয়ে বাস করো বটে, কিন্তু তাদের চেয়েও হিংস্রক, তাদের চেয়েও খল, আর তাদের চেয়েও ভয়ানক!—আমি কিছুদিন সহবাস কোরে বিলক্ষণ জান্‌তে পেরেছি, কেবল পরের মন্দ করাই তোমার ঘৃণিতজীবনের একমাত্র সারব্রত!—তুমি নরব্যাঘ্র,—নর-সর্প,—অতি নরাধম!—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমারে খুন কোল্লেও কিছুমাত্র পাপ স্পর্শে না। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার দণ্ডই তোমার পক্ষে উপযুক্ত। কি কৃষ্ণকিশোর বাবু, কি আমি, কি আর কেউ, যে-ই হোক্, সকলেই তোমারে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে।”

ক্রমে ক্রমে এই সকল অন্তরের কথা, আর শক্ত কথা শুনে বীরচন্দ্র তখন নরম হয়ে এলো। ধীরে ধীরে মিষ্টি কোরে বোল্লে, “দেখ হরিদাস! দূর হোক্, ওসব কথা যেতে দাও, বাজে কথা ছেড়ে দাও!—এখন অবধি আমিও আর তোমার কোনো কথায় থাক্‌বো না, তুমিও আমার কোনো কথায় থেকো না।”

আমি বোল্লেম, “এখন পথে এসো,—সোজা কথা কও। কেবল আমার কথায় কেন, কারুরি মন্দ চেষ্টায় ফিরো না,—ঠুস্ কোরে মারা যাবে।”

বীরচন্দ্র সেই স্বরেই বোল্লে, “জানো ত তুমি, তোমাকে আমি কখনোই শক্তকথা বলি নি; তবে কি না, এবারে তুমি এ কর্ম্মটা বড় অন্যায় কোরেছিলে, তাইজন্যে মনে মনে কিছু রাগ হয়েছিল। তা যা হোক্, জিজ্ঞাসা করি, সঙ্কেত কথাটা তুমি কেমন কোরে জান্‌তে পেরেছিলে?”

আমি উত্তর কোল্লেম, “তোমারেই জিজ্ঞাসা কোরে ছিলেম, তুমি অজ্ঞানাবস্থায় প্রলাপচ্ছলেই বোলে দিয়েছিলে।” এই রকম কথাবার্ত্তা হোতে হোতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল,

বীরচন্দ্রকে বোল্লেম, "আর নয়, আমার একটু দরকার আছে।" এই কথা বোলে পশ্চিমের পথে একটা গলির ভিতর দিয়ে যেতে লাগ্‌লেম।

চতুঃষষ্টিতম কাণ্ড।

মহা সঙ্কট!!!

খানিকদুর গেছি, এমন সময় পেছোনে মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। বোধ হলো যেন, জনদুইলোক আমার পাছু পাছু আস্‌চে। সন্দেহ হলো,—থোম্‌কে দাঁড়ালেম। পেছোনদিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, কাউকেই দেখ্‌তে পেলেম না।—কোনো সাড়াশব্দও পেলেম না—আপনার মনেই যেতে লাগ্‌লেম। আবার সেই রকম পায়ের শব্দ শুনা যেতে লাগ্‌লো।—সন্দেহ বাড়্‌লো,—আবার দাঁড়লেম। কাণ্ডখানা কি, জান্‌বার জন্যে আবার ফিরে চাইলেম। দেখি, দুজন লোক রাস্তার ধারের একটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। তখন ভাব্‌লেম, আমার ভ্রম হয়েছিল। বোধ হয়, এদের এই বাড়ী, এরা বাড়ী আস্‌বার জন্যে আমার পেছোনে পেছোনে আস্‌ছিল। —গলির দক্ষিণে একটা অন্ধকার সুঁড়ি পথ। সেইটে দিয়ে গেলে শীঘ্র শীঘ্রই বাসায় যাওয়া যায়। কিন্তু রাস্তাটা বড় ভাল নয়; উঁচু নীচু, এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো!—রাত্রি তখন প্রায় আটটা। বাড়ীতে কাউকে বোলে আসা হয় নি, অধিক-রাত্রি হলে সকলে ভাবিত হবেন, এই ভেবে সেই সুঁড়ি গলিটার ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। পাঁচ সাত পা গেছি, এমন সময় চার্‌জন লোক, পেছোন দিক্ থেকে এসে হঠাৎ আমারে জাপ্‌টে ধোল্লে!—ধোরেই একখানা কাপড় দিয়ে আমার মুখ চোক বেঁধে ফেল্লে।—আমি তাদের হাত ছাড়িয়ে পালাবার জন্যে অনেক চেষ্টা কোল্লেম, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠ্‌লেম না।—আমারে শূন্যে শূন্যে নিয়ে চোল্লো! খানিকদূর গিয়ে একখানা গাড়ীর ভিতর ফেল্লে। ফেলেই তিনজন গাড়ীর ভিতর, আর একজন কোচ্‌বাক্‌সের উপর উঠে, গাড়ীখানা নক্ষত্রবেগে হাঁকিয়ে দিলে।

যে তিনজন গাড়ীর ভিতর ছিল, তাদের মধ্যে একজন একটা পিস্তল বার্ কোরে, আমার কপালের উপর ধোরে বাঙলা ভাষায় কর্কশস্বরে বোল্লে, "কেমন! এখন ত পেয়েছি! আর কোথা যাবি? বড় দম্‌বাজী কোরে কৃষ্ণকিশোরকে বাঁচিয়েছিস্! এইবার তোর নিজের কি দশা হয় ত্থাখ্! চেঁচাস্ যদি, ত এই পিস্তল দিয়ে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দিব!" এই কথা বোলে আমার মুখের কাপড় খুলে দিলে। আমি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লেম। স্বরে জান্‌লেম, ফিরোজী,—ডাকাতের দলের ফিরোজী। আমি ডাকাতের হাতে পোড়েছি! ভয়ে আমার গায়ের রক্ত শুকিয়ে গেল, থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম। মনে কোল্লেম, কথার উত্তর করি,—কিছু

বলি; কিন্তু বোলেই বা আর হবে কি? ক্ষমা চাইলে এরা কি আমারে ক্ষমা কোর্‌বে? যখন দু দুবার এদের ফাঁকি দিয়েছি,—ছলনা কোরেছি, তখন এরা কি আমারে ক্ষমা কোর্‌বে? কখনোই কোর্‌বে না। এখন আমারে হাতে পেয়েছে, তার পরিশোধ নিবেই নিবে। হয় ত মেরেই ফেল্‌বে। কি যে কোর্‌বে, তা কিছুই বোল্‌তে পারি নি। মনে মনে এই সকল তোলাপাড়া কোচ্চি, এমন সময় ফিরোজী আবার সেই স্বরে বোল্লে, "পূর্ব্বে যা বোলেছি, তা মনে আছে ত? যদি চেঁচাস্, তা হলে মাথার ঘি বার্ কোরে ফেল্‌বো। চুপ্ কোরে থাক্, নোড়িস্ নি।"

আমি সভয়ে বোল্লেম, "চুপ্ কোরেই ত আছি; কিন্তু তোমরা আমারে এমন কোরে ধোল্লে কেন?"

ফিরোজী তার চেয়ে দ্বিগুণ রেগে উঠে, আমার দিকে ঝুঁকে ধমক্ দিয়ে বোল্লে, "চোপ্‌রাও!—আবার কথা কোস্?—কোরেছিস্ কি?—না কোরেছিস্ কি?—ফাঁকি দিয়েছিস্,—জোচ্চুরি কোরেছিস্,—জাল কোরেছিস্,—আমাদের শিকার ছাড়িয়ে নিয়েছিস্,—না কোরেছিস্ কি?—আবার কথা কোস্?—বেহায়া,—বজ্জাত,—পাজী!"

স্বর যেন বজ্রগর্জ্জন বোধ হলো। আমি আবার থর্ থর্ কোরে কেঁপে উঠ্‌লেম।—বোল্লেম, "সে আমি নই—ওগো সে আমি নই।—তোমা—"

ফিরোজী উত্তর উত্তর আরো রাগ্‌তে লাগ্‌লো; আমারে কথা কইতেই দিলে না। দাঁত কিড়্‌মিড়্ কোরে মুখ খিঁচিয়ে বোল্লে, "তুই না কি?—আমি না,—আমি না;—না কি?—বীরচন্দ্রের হুণ্ডী চুরি কোরে এনেছিস্,—আমাদের চিঠি পোড়েছিস্,—জাল কোরেছিস্, আমরা সব খবর পেয়েছি।—বীরচন্দ্র তার চাকরের মুখে শুনে আমাদের সব কথা বোলেছে। দেখ, আজ তোর দশা কি হয়! জোচ্চোর, শূওর, হারাম্‌জাদ্!"

আমি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে কি বীরচন্দ্রই আমারে ধোরিয়ে দিয়েছে?"

ফিরোজী খুব চেঁচিয়ে বোল্লে, "না—না—না।—সে কেন ধোরিয়ে দেবে? আমরা আপনারাই ধোরেছি। সে এর বাষ্পও জানে না।"

আমার প্রাণ উড়ে গেল!—ফিরোজীর কথা শুনে আমার প্রাণ উড়ে গেল!—একেবারে নিঃসাড় হয়ে পোড়্‌লেম! অদৃষ্টে আজ যে কি আছে, তা কেবল অদৃষ্টই জানতে পাচ্চে। প্রথমে যখন জান্‌তে পারি ডাকাতেরা ধোরেছে, তখন মনে হয়েছিল, বীরচন্দ্রই এর মূল।—বীরচন্দ্রই যে মূল, তার আর সন্দেহ কি? সে যখন সে সব কথা এদের বোলে দিয়েছে, তখন সেই ত এর গোড়া। কিন্তু ফিরোজী বোল্‌চে, সে আমারে ধোরিয়ে দেয় নি; এরা আপনারাই ধোরেছে!—যখন ধোরেছে, তখন আর নিস্তার নাই। বাঘের মুখ থেকে বরং এক সময় নিস্তার পাওয়া সম্ভব, কিন্তু এদের গ্রাসে পোড়্‌লে কিছুতেই আর রক্ষা থাকে না,—নিশ্চয়ই মৃত্যু।—এখন উপায় কি? এরা আমারে নিয়ে চোল্লো কোথা?—আড্ডাতেই নিয়ে যাচ্চে।—সেখানে মল্লদাস আমারে দেখলেই মাথা কেটে ফেল্‌বে! এবারে ত আর আমার সঙ্গে টাকা নাই যে, টাকা দিয়ে খালাস্ পাবো?—আর তা

থাক্‌লেই বা এবারে আমারে সে অনুগ্রহ কোর্‌বে কেন?—বারবার কি চাতুরী খাট্‌বে? নিশ্চয়ই প্রাণ গেল! হা পরমেশ্বর!—এতদিন এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা পেয়েও যে প্রাণ বেঁচে আছে, সেই হতভাগ্য প্রাণ, আজ নিষ্ঠুর ডাকাতের হাতে বিসর্জ্জন হলো!—হা জননী ধরণীদেবি! তোমার চিরদুঃখী হরিদাস আজ জন্মের মত বিদায় হোচ্চে!—এই বিদেশে ডাকাতের হাতে প্রাণত্যাগ কোচ্চে! জন্মশোধ তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা!—বায়ুদেব! এই অকৃতজ্ঞের এই নিদারুণ সংবাদ এর স্বদেশে বহন কোরো।—যাঁরা যাঁরা আমার দুঃখে দুঃখী, তাদের কাতর কোরে, আর যারা যারা আমার এই কষ্টবহ জীবনের চিরবৈরী, তাদের আহ্লাদিত কোরে স্বদেশে ফিরে এসো।—বিপক্ষদের বোলে এসো, তাদের চির-কণ্টক হরিদাস ইহজন্মের মত বিদায় হলো!

মনে মনে এই রকম বিলাপ কোত্তে কোত্তে চক্ষের জলে বুক ভেসে যেতে লাগ্‌লো,—অত্যন্ত কাতর হয়ে পোড়্‌লেম। এই অবস্থায় খানিক থেকেই মনে কোল্লেম, কাঁদ্‌লে আর কি হবে? আমার শোক, আমার দুঃখ দেখে, এরা ত আর দয়া কোরে ছেড়ে দিবে না? দুহাতে চক্ষের জল মুছতে লাগ্‌লেম।—তাতে আমার ডান হাতের কুনুইটা ফিরোজীর গায়ে লাগ্‌লো। আমি পালাবার চেষ্টা কোচ্চি মনে কোরে, ফিরোজী ভয়ঙ্কর গর্জ্জন কোরে বোলে উঠ্‌লো, "ফের্ নোড়্‌চিস্? পালাবার চেষ্টা কোচ্চিস্? চুপ্ কোরে বোস্, নইলে তোর হাড় চূর্ণ কোরে ফেল্‌বো।" এই সময় আর দুজন ডাকাত, তাদের জাতভাষায় আস্তে আস্তে কি বলাবলি কোল্লে, বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

ক্রমে গাড়ীখানা সহর ছাড়িয়ে গেল। পূর্ব্বে গাড়ীর ভিতর থেকে মাঝে মাঝে এক একটা আলো দেখ্‌তে পাচ্ছিলেম, এখন আর তা দেখ্‌তে পেলেম না। তাতেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, সহর ছাড়িয়ে পোড়েছি। যতক্ষণ সহরে ছিলেম, ততক্ষণ মনে মনে একটা ভরসা ছিল, সুযোগ পেলে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠ্‌বো। এখন সে ভরসা, সে আশা একেবারেই ফুরিয়ে গেল। সহরের বাইরে এসে ডাকাতেরা গাড়ীর দরজা খুলে দিলে। গাড়ীখানা পূর্ব্বের অপেক্ষা আরো অধিক দ্রুতবেগে চোল্‌তে লাগ্‌লো।

ক্রমে অনেক বন, জঙ্গল, মাঠ ছাড়ালো। এখন নিশ্চয় জান্‌লেম, এরা আমারে এদের আড্ডায় নিয়ে যাচ্চে, সেখানে আমারে মেরে ফেল্‌বে। ক্রমে গাড়ীখানা এমনি ভয়ঙ্কর স্থানে নিয়ে ফেল্লে যে, সেখানে চেঁচিয়ে মোরে গেলেও বোধ হয় কেউ শুন্‌তে পায় না। চেঁচিয়েই বা কোর্‌বো কি? কে আস্‌বে? যখন সহরে ছিলেম, তখনি চেঁচাতে সাহস হয় নি, এখন এই জনশূন্য পথে চেঁচালে আর কে শুন্‌তে পাবে?—কে সাহায্য কোর্‌বে? তিনজন ডাকাত যমের মত অস্ত্র হাতে কোরে বোসে আছে। চুঁশব্দ কোল্লে আর রক্ষা থাকবে না। সেখানে প্রাণ বাঁচাবার ভরসা, কেবল শূন্য ভরসা মাত্র। আমি একেবারে এদের কবলে কবলিত হয়ে পোড়েছি। এখন ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য কেউই রক্ষাকর্ত্তা নাই।

এই সকল ভাবছি, এমন সময় রাস্তার ধারে একটা সরায়ের কাছে গাড়ীখানা থাম্‌লো। গাড়ীর গতিতে বোধ হলো, সহর ছাড়িয়ে চার পাঁচক্রোশ পথ আসা হয়েছে। সরায়ের দোকানী বেরিয়ে এসে, একজন

ডাকাতের হাতে একটা বোতল দিলে। পরিচিত লোকের সঙ্গে যে ভাবে কথা হয়, সেই রকমের কথাবার্ত্তা চোল্‌তে লাগ্‌লো। দেখে বোধ হলো, ঐ দোকানীও তাদের দলের একজন। ডাকাতেরা একে একে সেই বোতলটা ধোরে চুমুক দিয়ে দিয়ে মদ খেলে। এই অবসরে তিনজন ঘোড়্সওয়ার পাঁচটা সজ্জিত ঘোড়া নিয়ে সেইখানে উপস্থিত হলো। তাদের দেখে ফিরোজী তখন আমারে গাড়ী থেকে নাম্‌তে বোল্লে;—আমি নাম্‌লেম। যে পাঁচটা ঘোড়া এনেছিল, তার মধ্যে একটা ঘোড়ায় আমারে চোড়িয়ে, আমার পা দুটী ঘোড়ার পেটের নীচে দড়ী দিয়ে শক্ত কোরে বেঁধে দিলে।—দিয়ে, ফিরোজী আর তার সঙ্গী তিনজনেও এক একটার উপর চোড়ে বোসলো।—পূর্ব্বে যে ভাবে আমারে মল্লদাসের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, এবারেও সেই রকম কোল্লে। বেশীর মধ্যে, ফিরোজী যে দড়ী দিয়ে আমার পা বেঁধেছিল, তার শেষভাগটা ধোরে রইলো। পাছে আমি পালাই, এই ভেবে ফিরোজী তার স্বাভাবিক কর্কশস্বরে শাসিয়ে বোল্লে, "দেখ, পালাবার চেষ্টা কোল্লেই মোর্‌বি! আমার সঙ্গীদের সকলের হাতেই গুলিভরা পিস্তল আছে! যদি কোনো রকমে পালাবার চেষ্টা কোরিস্, তা হলে তখুনি গুলি মেরে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দিব।"

আমি চুপ্ কোরে রইলেম। ফিরোজী মাঝে মাঝে কটূক্তিতে ঠাট্টা বিদ্রূপ কোত্তে লাগ্‌লো। তার সঙ্গীরা পরস্পর কথা কইতে কইতে চোল্লো। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতেও বিরত হলো না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘোড়াগুলো একটা সুঁড়িপথে প্রবেশ কোল্লে,—দুপাশে পাহাড়। আমি এই অবসরে পালাবার উপায় ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। কি রকমে পালাই? পালাবার চেষ্টা কোল্লে এরা আমারে মেরে ফেল্‌বে; আর আড্ডায় গিয়ে গিয়েও ফাঁসি দিবে। দুদিকেই মৃত্যু নিশ্চয়!—করি কি?—মনে কোল্লেম, শেয়াল কুকুরের মতন মরার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। চেষ্টা কোরে দেখি, যদি কিছু উপায় হয়। একান্ত না পারি, সুতরাং মৃত্যুকে আলিঙ্গন কোত্তে হবে।—এই ভেবে পালানোই স্থির কোল্লেম।

রাত্রি অন্ধকার নয়, চন্দ্র উঠেছে। কিন্তু পর্ব্বতের ছায়া পড়াতে সেই স্থানটা অত্যন্ত অন্ধকার। যদি পালানোই স্থির হলো, তবে এইখান থেকেই পালাই। এই ভেবে যে দড়ীগাছটায় আমার পা বেঁধে ছিল, সেইটে ধোরে সজোরে এক হ্যাঁচকা টান্ মাল্লেম।—টান্ মারাতে ফিরোজীর হাত থেকে দড়ী-গাছটা খুলে এলো, আর সে ব্যক্তি নিজেও ঘোড়া থেকে দুম্ কোরে পোড়ে গেল। আমি অমনি প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম। ফিরোজী পোড়েই, "ওরে পালালো,—পালালো,—মার্!—মার্!" বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। তার সঙ্গীরা একে একে গুড়ুম গুড়ুম কোরে পিস্তল ছুড়্‌লে। সন্ সন্ শব্দে গুলিগুলো আমার কাণের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সৌভাগ্যক্রমে একটীও গায়ে লাগ্‌লো না! প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়েছি, তারাও আমার পেছোনে পেছোনে টগ্‌বগ্ শব্দে দৌড়্‌লো।

আমার ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটেছে।—এম্‌নি ছুটেছে যে, বাতাসের ঝুর্‌ঝুর্ শব্দও শুনা যাচ্চে না।—এক একবার কেবল কাণের কাছে ভোঁ ভোঁ আর হু হু শব্দের আওয়াজ

আস্‌ছে মাত্র।—এম্‌নি ছুটেছে যে, সম্মুখে যদি খানা কি নালা থাকে, সেগুলো ছোটো-খাটো হলে ত চক্ষের নিমিষেই ডিঙিয়ে পোড়্‌বো, আর যদি বড় বড় খাত্‌ হয়, তা হলে তাতে পোড়ে বাহনশুদ্ধ তল্‌ হয়ে যাবো!—ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন অজ্ঞান হয়েই ঘোড়া ছুট্‌ কোরিয়েছি!—এমনি ছুট্‌ কোরিয়েছি যে সম্মুখে যদি পাহাড় পর্ব্বত থাকে, তা হলে তাতে ধাক্কা লেগে ঘোড়াশুদ্ধ চূর্ণ হয়ে যাবো!—এত বিপদ,—এত বিপদের আশঙ্কা, তথাচ ছুটিয়েছি!—যে প্রাণ রক্ষার জন্যে পালিয়ে যাচ্ছি, সেই প্রাণের এত বিপদ আশঙ্কা; তথাচ কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না। সৌভাগ্যক্রমে আমার কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হলো না। আধ্‌ঘণ্টা সমান বেগে ঘোড়া চালালেম। ঘোড়ার পায়ের টপ্‌ টপ্‌ শব্দ শুনে বোধ হলো যেন, ডাকাতেরা তখনো আমার পেছোনে পেছোনে আস্‌চে। পরে জান্‌লেম, সেটী কেবল ভ্রম। আমারি ঘোড়ার পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি মাত্র। ডাকাতদের অনেক দূর পশ্চাতে ফেলে এসেছি।

আর একঘণ্টা কেটে গেল। দূরে একটা আলো দেখ্‌তে পেলেম!—এইবার পাহাড়ের ভিতর থেকে বেরোবার সুবিধা ভেবে, মনে একটু ভরসা হলো। ক্রমে প্রশস্ত রাস্তায় এসে পোড়্‌লেম। চন্দ্রের আলোতে দেখ্‌লেম, উপত্যকা ছাড়িয়ে এসেছি, পরিষ্কার রাস্তা,—দিব্য পরিষ্কার। যেখানে পৌঁছিলেম, সেখান থেকে দুদিক দিয়ে দুটো রাস্তা গিয়েছে। এখন কোন্‌ পথে যাই? পূর্ব্বে দুই একবার যাওয়া আসায় জানা ছিল, ডান্‌দিকে ডাকাতদের আড্ডা; আমি বাঁয়ে ভাংলেম। চন্দ্রের আলোয় আলোয় নিরাপদে প্রায় আধ্‌ঘণ্টা দ্রুতবেগে ঘোড়া চালালেম। খানিকদূর এসে ঘোড়া থামালেম। থামিয়ে, বাঁধনদড়ীগাছটা খুলে ফেল্লেম। কাণপেতে স্থির হয়ে শুন্‌লেম, পেছোনে আর কোনো সাড়াশব্দ নাই;—নিরাপদ হয়েছি,—ঈশ্বর রক্ষা কোরেছেন। পাহাড়ের উঁচু নীচু পথে দৌড়ে এসে ঘোড়াটা বেদম হয়ে পোড়েছিল, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েও বিশ্রাম কোত্তে সাহস হলো না।—ঘোড়া চালালেম; ধীরে ধীরে—পায়ে পায়ে যেতে লাগ্‌লেম।—দুধারে কেবল মাঠ আর জঙ্গল।

অনেকদূর গেলেম, কোথাও পাহাড়ীদের একখানি কুঁড়েও দেখ্‌তে পেলেম না। কোন্‌দিকে কোন্‌ পথে গেলে, লোকালয় যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তারও কিছুই জানি না। রাত্রিকালে যাই কোথা? যাচ্চিই বা কোথা? অচেনা পথ, চতুর্দ্দিকে বন; পথ ভুলে যদি আবার সেই মল্লদাসের আড্ডাতেই গিয়ে পড়ি? কি এই নিবিড় জঙ্গলের ভিতর ডাকাতের লোকেরা যদি ওৎ কোরেই থাকে? তা হলেই ত গেলেম!

পঞ্চষষ্টিতম কাণ্ড।

তপস্বীর আশ্রম।—গিরিগুহা।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে ধীরে ধীরে যাচ্ছি, অনেক-দূরে একটা মিট্‌মিটে আলো দেখ্‌তে পেলেম। বোধ হলো যেন, একটা ঘরের জানালার ভিতর থেকে সেই আলোটা বেরুচ্চে। মনে কোল্লেম, তবে গ্রামে এসেছি, আর ভয় নাই,—একটু সাহস হলো। সেই আলোটা লক্ষ্য কোরে সেইদিকেই যেতে লাগ্‌লেম,—দ্রুতবেগে নিকটে গিয়ে পৌছিলেম। বোধ হলো, আলোটা পর্ব্বতের গুহার ভিতরে। গহ্বরের কাছ পর্য্যন্ত বেশ ঢাল করা পথ, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অনায়াসে সে পথে উঠ্‌তে পারা যায়। আস্তে আস্তে গহ্বরের দ্বার পর্য্যন্ত গেলেম। দ্বার অতি প্রশস্ত। সেই-খানে ঘোড়া থেকে নাম্‌লেম। নেমে, উঁকি মেরে দেখি, ঘরের আয়তন লম্বে প্রায় আট-হাত, প্রস্থে তিন কি সাড়েতিন হাত। মাঝখানে একখানা ছোট চৌকি। সেই চৌকির সম্মুখে একজন মানুষ। সাম্‌নে একটা বোতলের উপর বাতী জ্বোল্‌চে। সেইলোক হেঁট হয়ে গালে হাত দিয়ে, একটু বাঁয়ে হেলে একমনে একখানা বই পোড়্‌চে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, দাড়ী আছে,—খুব চাঁপ্‌দাড়ী। পরিচ্ছদ সাধারণ পাহাড়ীদের মত নয়। হিন্দুস্থানী তপস্বী বৈরাগীদের মত এক ঢিলে কোর্‌তা পা পর্য্যন্ত পোড়েছে। শরী-রের ছায়া পড়াতে তার সমস্ত অবয়ব স্পষ্ট-রূপে দেখ্‌তে পেলেম না। হঠাৎ দেখ্‌লে, পর্ব্বতবাসী তপস্বী বোলেই বোধ হয়। প্রায় পাঁচ ছমিনিট দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। কি ভাবের লোক, কেনই বা লোকালয় ছেড়ে এই ভয়ঙ্কর স্থানে একা আছে, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। একবার ভাব্‌লেম, হয় ত ভয়ঙ্কর অপরাধী! রাজদণ্ডের ভয়ে বনের ভিতর এই রকমে লুকিয়ে আছে। আবার ভাব্‌লেম, হয় ত বিরাগী হয়ে সংসারাশ্রম ত্যাগ কোরে এই জঙ্গলে এসে তপস্যা কোচ্ছে। ঘরের এক-পাশে একটা সিন্দুক, তার ডালাখানা খোলা। —সিন্দুকের ভিতর কতকগুলো বই; বই-গুলো এলোমেলো হয়ে পোড়ে রয়েছে। বিশেষ নিরীক্ষণ কোরে দেখি, মাঝে মাঝে সোণার জিনিষের মতন কি চক্‌মক্ কোচ্চে। সেইগুলো গোপন কর্‌বার জন্যেই যেন, বই-গুলো ঢাকা দিয়ে রেখেছে। দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখ্‌ছি, মানুষটা একবারও নোড়্‌লো না। দেখে আমার ভয় হলো,—ভারি ভয় হলো! ভাব্‌লেম, এটা মরা মানুষ! কে কি কর্‌বার জন্যে এ রকম কোরে সাজিয়ে রেখেছে। আর নয় ত ভূতই হবে; জঙ্গলে পাহাড়ে ভূত! তা নইলে নড়ে না কেন? ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হলেম। এমন সময় সেইমূর্ত্তি বইয়ের একটা পাতা ওল্‌টালে। তখন একটু ভরসা হলো! ডানহাতে পাতাটা ওল্‌টালে, মাথাটা পূর্ব্বের মত বাঁ হাতের উপরেই কাত্‌ করা রইলো।—সমান অন্য-মনস্ক। কি আশ্চর্য্য! একজন মানুষ এলো,

এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো, দুহাত তফাতে ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো, কিছুই জান্‌তে পাল্লে না?—কিছুই শুন্‌তে পেলে না? লোকটা কি কালা?

আর চুপ্ কোরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার সময় নাই,—অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পোড়েছি, মনে ভয়ও আছে; সুতরাং তারে সম্বোধন কোরে বোল্লেম, "মহাশয়! আপনি যে-ই হোন্, আপনারে নমস্কার! আপনার আশ্রমে এই রাত্রের জন্যে আমায় আশ্রয় দান করুন।"

আশ্রমবাসী আমার স্বর শুনে যেন একটু চোম্‌কে উঠ্‌লেন;—ঘাড় বেঁকিয়ে আমারে দেখ্‌লেন। তখন মনে কোল্লেম, ইনি কালা নন, একমনে একচিত্তে গাঢ়মগ্ন হয়ে বই দেখ্‌ছিলেন বোলেই কিছু টের পান নি।

গুহাবাসী পূর্ব্বে যে ভাবে ছিলেন, সেই ভাবে থেকেই বোল্লেন, "এসো, স্বচ্ছন্দে ঘরের ভিতর এসো! আমি অতি হতভাগ্য, অতি পাপী, অনেক কারণে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ কোরে, পূর্ব্বে যে সকল জ্ঞানকৃত পাপ কোরেছি, তারি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্যে বনবাসী হয়ে ঈশ্বরের চিন্তা কোচ্চি। এসো, ঘরের ভিতর এসো!—পথশ্রান্ত পথিকের জন্যেই আমার আশ্রমে সর্ব্বদাই ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত থাকে। ঘোড়াটী ঐ বাঁ-দিকের গহ্বরের ভিতর বেঁধে রেখে এস, কিছু আহার করো,—এই শয্যায় শয়ন করো, তা হলেই পরিশ্রমের শান্তি হবে! এই যৎ-সামান্য আতিথ্য-সৎকারের জন্যে তোমার কাছে এই প্রার্থনা, এখানে স্থির হয়ে অবস্থান করো, অধিক কথা কোয়ে আমাকে বিরক্ত কোরো না; আমি অনন্যমনে ভগবানের ধ্যান করি!"

সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে গুজরাটী ভাষায় কথা কইলেন। তিনি যে ঐ দেশের আদিম লোক নন, উচ্চারণ শুনেই তা আমি বেশ টের পেলেম। কথার আড়্ দেখে বাঙালী বাঙালী বোলেই জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো। গলার স্বর যেন চেনা লোকের মতন। নিরীক্ষণ কোরে চেহারা দেখে চিন্‌তে পাল্লেম। ঘোড়াটী সেইখানে দাঁড় কোরিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বোল্লেম, "আমার বোধ হোচ্চে, আপনি আমার চেনা লোক,—বেশ চেনা! আপনার নাম দিগম্বর ভট্টাচার্য্য! আর একবার—"

"হাঁ, আমি সেই হতভাগ্য মহাপাতকীই বটে!" এই কথা বোলে দিগম্বর উঠে দাঁড়ালেন। পাঠক মহাশয় মনে করুন, যে দিগম্বর ছদ্মবেশ ধোরে, নাম ভাঁড়িয়ে, দু দুবার আমার টাকাগুলি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে পালায়, এ-ই সেই দিগম্বর ভট্টাচার্য্য!

ভট্টাচার্য্য উঠে দাঁড়িয়ে বোল্লেন, "কে ও?—হরিদাস?—হরিদাস! আমি মহাপাতকী!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই তাঁর চক্ষু দুটী জলে পরিপূর্ণ হলো; সজোরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে, খানিক চুপ্ কোরে রইলেন। তার পর সকরুণস্বরে বোল্লেন, "হরিদাস! আমাকে আর অবিশ্বাস কোরো না; আমার মনে এখন আর কোনো খল কপটতা নাই। তা থাক্‌লে লোকালয় ছেড়ে কখনোই আমি বনের মধ্যে এসে বাস কোত্তেম না!"

তাঁর কান্না দেখে আমার একটু দয়া হলো! বোল্লেম, "মহাশয়! যা হয়ে গেছে সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন যে আপনার পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন হয়েছে, এতেই আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছি।"

ভট্টাচার্য্য আমার হাত ধোরে বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি বড় ভদ্র, আমি তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার কোরে, অনেক পরিতাপ কোচ্চি। সেই সব কথা এক একদিন মনে হয়, আর চক্ষের জলে বুক ভেসে যায়, —দুঃখে বুক ফেটে যায়,—ইচ্ছা হয় আত্মঘাতী হই!"

আমি ব্যগ্রভাবে বোল্লেম, "হাঁ, আপনার জন্যে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি সত্য, কিন্তু এখন আর সে সব মনে কোচ্চি না। সে সকল গত কথা একেবারেই ছেড়ে দিন,—আপনি আর তা উত্থাপন কোর্‌বেন না।"

ভট্টাচার্য্য আমার কাঁধে হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি বড় ভাল ছেলে! ভগবান তোমার ভাল কোর্‌বেন;—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কোর্‌বেন। তুমি জানো না, তোমার দ্বারা আমার কি উপকার হয়েছে;—তোমার জন্যেই আমার ধর্ম্মপথে মতি হয়েছে! আমার মনের পবিত্রতার একমাত্র কারণই তুমি!" এইরূপ নানা কথার পর, ভট্টাচার্য্য চোকের জল মুছে সুস্নিগ্ধস্বরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখন বল দেখি শুনি, তুমি একা এ ভয়ঙ্কর স্থানে কেন?"

আমি বোল্লেম, "বোল্‌ছি, আগে ঘোড়াটা বেঁধে এসে কিছু খাই, তার পর একে একে সব বোল্‌ছি।"

ভট্টাচার্য্য বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি এসেছ বোলেই আমি পাঠ ছেড়ে উঠ্‌লেম! তা না হলে অন্য কেউ এলে কখনোই উঠ্‌তেম না! আমি সমস্ত রাত্রি বেদ পাঠ করি, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয় হলে পর উঠি! কেবল তোমার জন্যেই সে প্রতিজ্ঞা আজ আমি ভঙ্গ কোল্লেম!"

এই কথা বোলে ভট্টাচার্য্য একটা আলো নিয়ে আমারে সঙ্গে কোরে ঘোড়া বাঁধ্‌তে বেরুলেন। বাঁ-দিকের গহ্বরে ঘোড়া বেঁধে, তার খাবার ঘাস জল দিয়ে আমরা সেখান থেকে চোলে এলেম।

গহ্বরে ফিরে এসে ভট্টাচার্য্য আমায় যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী এনে দিলেন। আমি কাপড় ছেড়ে পরিতোষরূপে সেইগুলি আহার কোল্লেম। এক গেলাস জল খেয়ে শরীর সুস্থ হলো! ভট্টাচার্য্য যে প্রকার সৌজন্য দেখালেন তাতে বোধ হলো, আমার দুঃখে তিনি যেন যথার্থই কাতর, মনে কোনো কপটতা নাই। পূর্ব্বের অত্যাচার বিস্মৃত হয়ে গেলেম, মনে মনে কিছু ভক্তিরসের উদয় হলো

আহারের পর দিগম্বর আমারে সেই চৌকীর একধারে বোসিয়ে, আপনি যথাস্থানে বোস্‌লেন। বোসেই আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! এখন বল দেখি, তুমি এতরাত্রে এ ভয়ঙ্কর স্থানে কেন?"

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! আপনি জানেন, মল্লদাস ডাকাতের আড্ডা এখান থেকে কতদূর?

এই কথা শুনেই ভট্টাচার্য্য চোম্‌কে উঠ্‌লেন;—আমার কাছে সোরে এসে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "কি বোল্লে হরিদাস, মল্লদাস?—ডাকাত?—সেই ভয়ঙ্কর ডাকাত? হরিদাস! পূর্ব্বে আমি অনেক পাপ কোরেছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্যেই এখন এই ভাবে এখানে অবস্থান কোচ্চি!—পথিকেরা যাতে সেই দুষ্ট মল্লদাস, কি তার সহচরগণের হাতে পোড়ে মারা না যায়, সাধ্যানুসারে তারি

আমি চেষ্টা কোরে থাকি, কোনো রকমে তাদের সতর্ক কোরে দিই, এখন এ-ই আমার প্রধান প্রায়শ্চিত্ত!'

আমি বোল্লেম, "হাঁ, অতি পুণ্যকাজই করা হোচ্চে বটে,—অতি উত্তম কর্ম্মই সম্পাদন কোচ্চেন আপনি! কিন্তু যা হোক্, সেই মল্লদাসের আড্ডা এখান থেকে কত দূর?

তিনি বোল্লেন, "তাদের আড্ডা এখান থেকে প্রায় চার পাঁচক্রোশ দূরে। কিন্তু তোমার এ তদন্ত কর্‌বার প্রয়োজন?"

আমি বোল্লেম, "প্রয়োজন আছে,—বিশেষ প্রয়োজন! আজ সন্ধ্যার পর তারা আমারে রাজধানী থেকে জোর কোরে ধোরে নিয়ে যাচ্ছিল; আমি কোনো রকমে তাদের গ্রাস থেকে পালিয়ে এসেছি।"

সস্নেহবাক্যে দিগম্বর ভট্টাচার্য্য বোল্লেন, "হরিদাস! তবে ত তুমি আজ রাত্রে ভারি কষ্ট পেয়েছ?—কষ্ট হোক্, কিন্তু তাদের গ্রাস থেকে যে প্রাণ বাঁচিয়ে এসেছ, এ-ই সৌভাগ্য,—পরম সৌভাগ্য!"

আমি নম্রভাবে বোল্লেম, "আপনার কাছে যে আশ্রয় পেলেম, এটীও আমার পরম সৌভাগ্য!—আচ্ছা মহাশয়! একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কোত্তে ইচ্ছা করি।—দরজার পাশ্ থেকে উঁকি মেরে দেখেছি যে, আপনার সিন্ধুকের ভিতর বই ঢাকা কতকগুলো জিনিষ, যেন সোণার মত ঝক্‌মক্ কোচ্চে! সেগুলি কি?—আপনি তপস্বী, সংসারত্যাগী, আপনার সোণাতেই বা প্রয়োজন কি? জান্‌বার জন্যে বড় কৌতুহল জন্মাচ্চে।"

ভট্টাচার্য্য গম্ভীরভাবে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে উত্তর কোল্লেন, "বাপু হরিদাস সেগুলি সোণাই বটে,—সোণার বাসন! আমি অতিথি সেবা করি কি না, তাইজন্যে ঐগুলি যত্ন কোরে রেখেছি! ওতে আমার নিজের কোনো দরকার নাই,—স্পৃহাও নাই! নিরাশ্রয় পথিকদের ব্যবহারে আসে, সে-ই আমার লাভ! আমার ত টাকাকড়ি নাই, যদি কোনো পথিকের পথ-খরচ আবশ্যক হয়, তা হলে ঐ সকল জিনিষ দু একখানা দিয়ে সাহায্য কোরে থাকি। যে রকমে হোক্, লোকের উপকার করাই এখন আমার এই পাপ-জীবনের শেষব্রত! একজন মহাজন আমারে [illegible] কোরে ঐগুলি দান কোরেছিলেন।" এই কথা বোলে তিনি আমার মুখপানে ঈষৎ কটাক্ষ কোরে অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। দৃষ্টিতে যেন মূর্ত্তিমান চাতুরী সজীবরূপে ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো।

সেই সময়ে তার উপর আমার একটু সন্দেহ হলো।—সন্দিগ্ধমনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! আপনি না বোল্লেন, সমস্ত রাত্রি ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করেন? আজ যে তার এত ব্যাঘাত হোচ্চে?—তবে ত আমি আপনার ধর্ম্মপথের বিষম কণ্টক হয়েছি?—আপনার ধর্ম্মচর্চ্চায় বাধা দিয়ে অপরাধী হোচ্চি?"

ভট্টাচার্য্য বোল্লেন, "তা হোক্, আজ না হয় একটু বেলা পর্য্যন্তই পোড়্‌বো। তুমি অতিথি, তোমার সেবা শুশ্রূষা করাও ত আমার এক প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা? আচ্ছা, আমি এখন পোড়্‌তে বোসি, তুমি ঐ বিছানাতে একটু শয়ন করো, ভারি কষ্ট পেয়েছ, শ্রান্তি দূর হবে।"

এই সব কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়ালেম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাব্‌লেম।—

লোকটা আমার সঙ্গে ছলনা কোচ্চে, নানা কারণেই ক্রমে ক্রমে সন্দেহ বাড়তে লাগ্‌লো। চার্ পাঁচটী চিন্তা একত্র হয়ে মনকে অতিশয় আকুল কোরে তুল্লে।

প্রথম চিন্তা।—সেই ধূর্ত্ত দিগম্বর, এত বড় ধার্ম্মিক কেমন কোরে হলো?—নিরাশ্রয় পথিককে আশ্রয় দেয়,—সোণার বাসন দান করে,—সারা রাত বেদ পড়ে,—পরমেশ্বরের ভজনা করে, হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভবে?—আর, এত ভক্তি যার অন্তরে, সেই লোক এতক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মচর্চ্চা ছেড়ে কিরূপেই বা নিশ্চিন্ত আছে?

দ্বিতীয় চিন্তা।—আমি ঘোড়া ছুটিয়ে এলেম, ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো, দরজার ধারে দাঁড়ালেম, কিছুই দেখ্‌তে পেলে না, কিছুই শুন্‌তে পেলে না, এতই কি মহাযোগে নিমগ্ন?—আমার কথা শুনে চোম্‌কে উঠ্‌লো, ধ্যান ভঙ্গ কোরে চেয়ে, দেখ্‌লে, "আপনি খাও, আপনি শোও, আমাকে ত্যক্ত কোরো না," এসব কথা বোল্লে, এতই কি অমায়িক ধার্ম্মিক? বোধ করি, আমার স্বর শুনে চিন্‌তে পেরে থাক্‌বে; সেই জন্যে অধিক আড়ম্বর দেখালে, যেন চিনেও চেনে না, কে তো কে?

তৃতীয় চিন্তা।—মল্লদাসের নাম শুনে শিউরে উঠে কেঁপে উঠ্‌লো কেন? আরো, যখন কাঁপ্‌লো, তখন চক্ষের দীপ্তি কিছুই মলিন হলো না; কেবল বাইরেই ভয় আর ঘৃণা জানালে। বোধ হয়, ডাকাত্‌দের সঙ্গে এর চেনা পরিচয় আছে;—যোগাযোগ থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

চতুর্থ চিন্তা।—পূর্ব্বাপর এই ব্যক্তির চাউনি এত কট্‌মোটে কেন? যত কথা কয়,—ধর্ম্মের কথা, ভয়ের কথা, দানের কথা, ধরাও কথা, সকল কথাতেই তীব্র প্রখর দৃষ্টির যোগ থাকে;—এরি বা ভাব কি?

পঞ্চম চিন্তা।—আমার চিরশত্রু সেই ভট্টাচার্য্য, হঠাৎ আমার প্রতি এত সদয় কেন?—সত্য সত্যই যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে যোগী হয়ে গুজরাটের পর্ব্বতে আশ্রয় নিয়ে থাকে; তা হলে এর কথাতে আর চাউনিতে এত চতুরতা কেন? আরো, যে ব্যক্তি তপস্বী, তার আবার সোণার বাসন কেন?—যদি সত্য সত্যই অতিথিসেবার জন্যে রেখে থাকে, তবে বই ঢাকা দিয়ে গোপন কোরে রাখ্‌বে কেন? যার কোনো স্পৃহা নাই, তার আবার কারে ভয়? আমার স্পষ্ট প্রত্যয় হোচ্চে, সোণার কঙ্কণের লোভ দেখিয়ে পঞ্চতন্ত্রের ব্রহ্মচারী ব্যাঘ্র যেমন অবোধ পথিক-ব্রাহ্মণকে পাঁকে ডুবিয়ে গ্রাস কোরেছিল, এই দিগম্বরও আমার পক্ষে সেই রকম ধার্ম্মিক বাঘই হবে! দূর হোক্, এখান থেকে পালানোই কর্ত্তব্য। গতিক বড় ভাল বোধ হোচ্চে না। যতই চিন্তা কোচ্চি, ততই আমার ভগ্নবিশ্বাস কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় এক এক কলা ক্ষয় হয়ে যাচ্চে।—এ ব্যক্তি বর্দ্ধমানে যেরূপ ছিল, কলিকাতার করণ-ওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে যেরূপ ছিল, এলাহাবাদে যেরূপ ছিল, এখানেও সেইরূপ! যে দিগম্বর, সেই দিগম্বরই আছে! বেশীর ভাগে ভণ্ড-তপস্বী মাত্র!—মণি মাথায় সাপের মতন অধিক ভয়ঙ্কর!—এখন প্রস্থান করাই সুপরামর্শ। এই ভেবে আমি বোল্লেম, "মহাশয়! আমার এখানে থাকা হবে না, এই রাত্রেই যেতে হবে। অনুগ্রহ কোরে বলুন, কোন্ পথ দিয়ে গেলে নিরাপদে নগরে পৌঁছিতে পার্‌বো।"

তিনি বোল্লেন, "সে কি? রাত্রে যাবে

কেন? যেতে চাও যাও, বাধা নাই; কিন্তু সকাল হলে, আমিই তোমারে খানিকদূর এগিয়ে রেখে আস্‌তেম! আচ্ছা, যদি নিতান্তই যাবে, তবে কাপড়্ চোপড় পরো, কোথায় কি রেখেছ, সব দেখে শুনে নাও।”

তার এই কথা শুনে আমি ভাব্‌লেম, তবে এর মনে কোনো দুষ্টভাব নাই। যা-ই হোক্, যথন স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছি; তখন আর কোন ক্রমেই থাকা হোতে পারে না। গহ্বরে প্রবেশ কোরে আগেই আমি গায়ের কাপড় এক ধারে গুছিয়ে রেখেছিলেম; সেইগুলি আন্‌তে গেছি, পেছোন ফিরে দেখি, দিগম্বর হন্ হন্ কোরে বাইরে গিয়ে ঝনাৎ কোরে দরজা বন্ধ কোল্লে।—আমি ছুটে এসে অনেক টানাটানি কোল্লেম, কোনো ফল হলো না। আস্‌তে একটু গৌণ হয়েছিল, সে এই অবসরে বাইরের শিকলি বন্ধ কোরে দিলে। আবার টানাটানি কোল্লেম, কিছুই কার্য্যকর হলো না। চৌকীর একটা পায়া ভেঙে দুম্ দুম্ কোরে ঘা মার্‌তে লাগ্‌লেম। গহ্বরের কবাট দুখানা বড় বড় জেলখানার কবাটের মত অতিশয় ভারি।—ঘা মারাতে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু ভাংলো না।—আমি শ্রান্ত হয়ে বোসে পোড়্‌লেম।—সেই সময় বোধ হলো, দিগম্বর আমার ঘোড়াটায় সওয়ার হয়ে ছুট্ কোরিয়ে বেরিয়ে গেল!

ষট্‌ষষ্টিতম কাণ্ড।

যে সঙ্কট—সেই সঙ্কট!!!

বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, দিগম্বর মল্লদাসের দলে মিশেছে। সে পূর্ব্বে বোলেছিল, এখন আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, পাছে পথিকেরা ডাকাতের হাতে পড়ে, তাদের সাবধান কর্‌বার জন্যে এইখানে বোসে আছি, সে সমুদয়ই প্রতারণা। তারে বিশ্বাস কোরে ভাল কাজ করি নি। ডাকাতের হাত থেকে পালিয়ে আসার কথা তার কাছে বোলে আপনার বিপদ আপনিই ডেকে এনেছি। বোধ হয় সে এখন মল্লদাসের দলে খবর দিতে গেল।

আমার অদৃষ্ট ভারি মন্দ! প্রাণপণ কোরে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে লাভের মধ্যে একটা ফাঁদ ছাড়িয়ে আর একটা নূতন ফাঁদে জোড়িয়ে পোড়্‌লেম। হয় ত ডাকাতের হাতে এই গহ্বরের ভিতরেই এবার আমার প্রাণ যাবে! আর রক্ষা নাই!—কোনো উপায় নাই,—মৃত্যু নিশ্চয়, তথাচ একটু সাহস কোল্লেম। খুঁজে খুঁজে সিন্দুকের ভিতর একখানা কাগজ জড়ানো ভোঁতা ভুজালি পাওয়া গেল। স্থির কোল্লেম, যদি মোত্তেই হলো, তবে এরি আঘাতে অন্ততঃ দু একজনকেও মার্‌তে পার্‌বো।—শেষে যা হয়, তা-ই হবে। কাগজখানা পোড়ে দেখি, দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের নামে গ্রেফ্‌তারি ঘোষণা তাতে তার চেহারা বর্ণন,

আর দুইহাজার টাকা পুরস্কার লেখা আছে। আরো অনেক কথা লেখাছিল, তখন আপনার প্রাণের চিন্তায় ব্যাকুল, সকলগুলি ভাল কোরে দেখ্‌তে পাল্লেম না।—হতাশমনে মোরিয়া হয়ে ঘরের চারধারে বেড়াতে লাগ্‌লেম। দেখ্‌লেম, কোনো প্রকারে পালাবার পথ নাই ঘরটী পাহাড়ের গহ্বর, দ্বারে ভয়ঙ্কর কবাট। বাতাস যাবার যে দুটী পথ আছে, তার ভিতর হাত গলানো ভার। মনুষ্যের আশাও সামান্য নয়! সে অবস্থাতেও জীবনের আশা বলবতী, আর সে অবস্থাতেও মনে মনে পালাবার আশা জন্মাতে লাগ্‌লো। আবার সেই চৌকীর পায়া দিয়ে কবাটে আঘাত কোত্তে লাগ্‌লেম।—চেষ্টা, পূর্ব্বের মত বিফল হলো। অবশেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে নিরুপায় ভেবে চৌকীর উপর বোসে পোড়্‌লেম। খানিকক্ষণ চুপ কোরে বোসে থেকে চৈতন্য হলো। ভাব্‌লেম, এখন করি কি? যদি দিগম্বর এখানে আর ফিরে না আসে, যদি আমারে এই অবস্থায় বন্দী কোরে অনাহারে মেরে ফেলাই তার অভিপ্রায় থাকে, যদি ডাকাতের দলেই খবর দিতে গিয়ে থাকে, কিম্বা রাত্রিকালে পথে যেতে যেতে যদি কোন দৈব ঘটনায় নিজেই মারা পড়ে, তা হলেও ত অনাহারে প্রাণ যাবে? এই গহ্বরে যা কিছু খাদ্য সামগ্রী আছে, তাতে জোর একজন মানুষের দু তিনদিনের আহার চোল্‌তে পারে মাত্র; তারপর কি হবে? এইরূপ ভাব্‌নায় ভাব্‌নায় আমার পিপাসা উপস্থিত হলো! এক গেলাস জল খেলেম। তাতেও পিপাসা-শান্তি হলো না; আর এক গেলাস খাবার জন্যে গেলেম, পেলেম না! যে জলটুকু ছিল, তা এক নিশ্বাসেই খেয়ে ফেলেছি। তারি ভয় হলো। ভাব্‌লেম, খাবার থাক্‌তে থাক্‌তে জল অভাবেই মারা যাবো; ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেয়েই মোর্‌তে হবে!

যত ভাবি, ততই নূতন নূতন ভয়ঙ্কর ভাবের উদয় হয়। যে অবস্থায় পোড়েছি, সে ভাব্‌নার শেষ নাই। প্রাণ আইঢাই কোত্তে লাগ্‌লো, ঘরে থাকা অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো। কৃষ্ণকিশোর বাবুর অবস্থা স্মরণ হলো। একসপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁরে যে প্রকার কারাগার থেকে মুক্ত কোরেছিলেম, তার চেয়ে সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর স্থানে আমি আবদ্ধ হয়েছি। এ জন্মে আর উপকারী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না, এই ভেবে অত্যন্ত আকুল হলেম। কিন্তু বিপদে অধৈর্য্য হওয়া ভাল নয়; ভয়ঙ্কর বিপদ ঘোটেছে সত্য, কিন্তু কাতর হলে কি হবে? আমার কাতরোক্তি শুন্‌বে কে? এখানে আছে কে? এই অন্ধকার গহ্বরের ভিতর একাকী বোসে আছি। আমার এ অবস্থা ঈশ্বর ভিন্ন আর কে-উ জান্‌তে পাচ্চেন না। বিপদে অনেকবার পোড়েছি, কিন্তু এমন বিপদে একবারও পোড়ি নি; সকল অবস্থাতেই ঈশ্বর আমারে রক্ষা কোরেছেন, বারবার কেবল তাঁরি কৃপায় প্রাণ বেঁচেছে। এ বিপদে সেই করুণাময়ই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা! এইরূপ ভেবে, যোড়হস্তে মনে মনে সেই সর্ব্বেশ্বরের নাম কোত্তে লাগ্‌লেম। খানিকক্ষণ অন্য চিন্তা পরিত্যাগ কোরে, নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তাতেই নিমগ্ন থাক্‌লেম।—মন অনেক পরিমাণে সুস্থ হলো। ঘরে যে আলোটা ছিল, সেটা নিবে গেল। ঘরটা অন্ধকার হলো, ভয়ঙ্কর অন্ধকার! বোধ হলো, জন্মাবধি যেন সেরূপ অন্ধকার আর আমি কখনো চক্ষে দেখিনি।

প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হলো, এমন সময় অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। বোধ হলো যেন, জনকতক সওয়ার গহ্বরের দিকেই ছুটে আস্‌চে। স্থির হয়ে দরজার দিকে কাণপেতে রইলেম। দরজার কাছে এসে শব্দ থাম্‌লো। পায়ের শব্দে পাহাড়টা যেন কেঁপে উঠ্‌লো। আমি উঠে দাঁড়ালেম,—অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেম। স্থিরকর্ণে শুন্‌লেম, তারা কথা কোচ্চে। স্বরে জান্‌লেম, ফিরোজী। তার গলার সাড়া পেয়ে একেবারে আমার প্রাণ উড়ে গেল! এত কোরে যাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছিলেম, ঘুরে ফিরে আবার তাদেরি হাতে পোড়্‌তে হলো; এবার আর নিস্তার নাই, নিশ্চয়ই প্রাণ গেল! এখুনি আমারে মেরে ফেল্‌বে।

পূর্ব্বেই মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম, সহজে তাদের হাতে প্রাণ দিব না। সেবার আমি যেমন মোরিয়া হয়েছিলেম, বোধ হয়, জন্মাবচ্ছিন্নে তত সাহস একবারও আমার হয় নি। ভুজালিখানা হাতে কোরে অসীমসাহসে দাড়িয়ে আছি, এমন সময় হড়াৎ কোরে কবাট খুলে ফেল্লে। যেমন খুলেছে অম্‌নি আমি অস্ত্র ঘুরুতে ঘুরুতে তাদের সম্মুখে লাফিয়ে পোড়্‌লেম। তারা দশজন আমি একা।—তথাচ অন্তিম সাহসে ভর কোরে হাতিয়ার ধোরে একদল কালান্তক যমের মতন ডাকাতের সম্মুখে লাফিয়ে পোড়্‌লেম। কিন্তু কিছুই কোত্তে পাল্লেম না,—অন্ধকারে হোঁছট্ খেয়ে পোড়ে গেলেম। তারা একবারে চারিদিক ঘিরে আমারে চেপেচুপে ধোরে, বেঁধে ফেল্লে! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল বলবুদ্ধিই ফুরিয়ে গেল! সেই সময়েই আমারে মেরে ফেল্‌বার জন্যে দুজন তলোয়ার ওঁচালে, কেবল ফিরোজী বারণ কোল্লে বোলে কাট্‌লে না।—ফিরোজী রেগে ভয়ঙ্কর কর্কশস্বরে আমার মুখের কাছে হাত মুটো কোরে বোল্লে, "থাক্,—খানিকক্ষণ থাক্! আমাদের দলপতি মল্লদাস আজ তোর কি অবস্থা করেন, দেখিস্ তখন! বজ্জাত্! পাজী! জালিয়াত্!"

ফিরোজীর কথার ভাবে বুঝ্‌তে পাল্লেম, এখানে আমারে মার্‌বে না,—সর্দ্দারের হুকুম নিয়ে কাজ কোর্‌বে। দিগম্বর ভট্টাচার্য্য এত-ক্ষণ সকলের পশ্চাতে দাঁড়িয়েছিল, ঘোড়ার উপর থেকেও নামে নি। ক্রমে এগিয়ে এসে ঘোড়া থেকে নাম্‌ছে দেখে আমার ভারি রাগ হলো, রেগে জ্বোলে উঠে বোল্লেম—"দিগম্বর! তুমি আজ যে কর্ম্ম কোল্লে, এর ফল একদিন না একদিন অবশ্য অবশ্যই তোমারে ভোগ কোত্তে হবে। আমি তোমার কাছে কখনো কোনো অপরাধ করি নি, বরং তুমিই আমার বারবার অনিষ্ট কোরে এসেছ! যা-ই হোক্, ভয়ানক শত্রু হলেও তার প্রতি এ রকম ব্যাভার কেউ কখনো করে না!"

আমার এই কথা শুনে ডাকাতেরা মুখে কিছু বোল্লে না বটে, কিন্তু চন্দ্রের আলোতে বেশ দেখ্‌তে পেলেম, কেউ আমারে বিকট মুখে বিদ্রূপ কোচ্চে, কেউ কিল দেখাচ্চে, কেউ তলোয়ার ওঁচাচ্চে। দিগম্বর দাঁত কিড়্‌মিড়্ কোরে মুখ বেঁকিয়ে ঠাট্টা কোল্লে।

তার পর আমারে একটা ঘোড়ার পিঠে চোড়িয়ে পূর্ব্বের মত তার পেটের নীচে দড়ী দিয়ে পা বেঁধে দিলে;—বেশীর ভাগে হাতে হাতকড়ি দিয়ে রাখ্‌লে।—রেখে, ডাকাতেরা আপনার আপনার ঘোড়ায় চোড়ে চোল্লো।

একজন আমার ঘোড়ার লাগাম ধোরে রইলো। সকলেই গুলিভরা পিস্তল আমার দিকে হেলিয়ে রাখ্‌লে। দিগম্বর পূর্ব্বে আমারে বোলেছিল, সেখান থেকে ডাকাতের আড্ডা অনেক দূর। তার পর টের পেলেম, সে সকলি মিথ্যা কথা। যদি ডাকাতদের আড্ডা অধিক দূর হোতো, তা হলে ছুইঘণ্টার ভিতর কখনোই এদের ডেকে আন্‌তে পাত্তো না। সে যা-ই হোক্, এখন আমি ডাকাতদের হাতে পোড়েছি, আর নিস্তার নাই!

সপ্তষষ্টিতম কাণ্ড।

বীরাচার;—অন্ধকূপ;—গুপ্তকাগজ;—অব্যাহতি।

প্রায় আধ্‌ঘণ্টার মধ্যে ডাকাতেরা আমারে নিয়ে তাদের আড্ডায় পৌছিল। সেখানে জনকতক ডাকাত দাঁড়িয়ে ছিল, পৌছবামাত্রেই আমার বাঁধন খুলে দিয়ে জোর কোরে টেনে ঘোড়া থেকে নামালে। ডাকাতেরা আমার চার্‌দিকে ঘিরে দাঁড়ালো। তারা আপনাদের জাতভাষাতে পরস্পর যা বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, তার সব কথার অর্থ বুঝ্‌তে পাল্লেম না। তবে হাত মুখ নাড়ার ভঙ্গীতে টের পেলেম, আমারি উপর আক্রোশ প্রকাশ কোচ্চে! সে সময় তাদের চোক মুখ দেখে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। তাদের ইচ্ছা, আমাকে সেইখানেই মেরে ফেলে। আমি একবার চার্‌দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম। আমার প্রাণদাতা ভূপসিং অন্যমনে ঘরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। তাঁকে দেখে মনে মনে একটু সাহস হলো। (বিপদ সময়ে বন্ধুলোকদর্শনে যে কত বড় আনন্দ, তা পাঠক মহাশয় বিলক্ষণই বুঝ্‌তে পারেন)। কিন্তু তিনি সেখানে অধিকক্ষণ থাক্‌লেন না,—বেড়াতে বেড়াতে ঘরের ভিতর ঢুক্‌লেন।

জনদুইতিন ডাকাত জোর কোরে আমার হাত ধোরে টেনে হিঁচ্‌ড়ে ঘরের ভিতর নিয়ে চোল্লো। দুই তিনটে ঘর পার হয়ে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল। কৃষ্ণকিশোর বাবুকে যে রাত্রে খালাস কোত্তে যাই, সে রাত্রে যে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, এটা সেই ঘর। দেখি, মল্লদাস আপনার দলবল নিয়ে চক্র কোরে বোসে আছে। সম্মুখে মদ খাবার সরঞ্জাম থরে থরে সাজানো রয়েছে। ভুলু বাবুর সেই ভাইঝি, ওর্‌ফে এমিলি, মল্লদাসের কাঁধে হাত দিয়ে ফিক্ ফিক্ কোরে হাস্‌চে! দলের লোকেরা কেউ মদ ঢাল্‌চে, কেউ খাচ্চে, কেউ চেঁচামেচি কোচ্চে। সর্দ্দার মল্লদাস একেবারে চুচ্চুরে!—সোজা হয়ে বোস্‌তে যাচ্চে, পাচ্চে না; ঢোলে ঢোলে তাকিয়ার উপর পোড়ে যাচ্চে। সকলেই মাতাল!—দেখ্‌লেম, একপাশে আমার প্রাণদাতা ভূপসিং বোসে একটা গেলাস আলোর কাছে ধোরে রং দেখে দেখে চুমুকে চুমুকে পান্ কোচ্চেন;—আমার পানে চেয়েও দেখ্‌লেন না,—কিন্তু আমার ভরসা হলো।

মল্লদাসের সম্মুখে আমারে নিয়ে খাড়া কোল্লে। আমারে দেখে সকলেই তখন একটু নিস্তব্ধ হলো। এমিলি আমার পানে চেয়ে চোক্ নাচাতে নাচাতে ঠাট্টার স্বরে বোল্লে, "কি হরিদাস! চিন্‌তে পারো? বড় যে আমাদের সঙ্গে লেগেছিলে?—এখন কেমন? হুঁ হুঁ বাচ্ছা!—বাঘের ঘর!" শুনে আমার রাগ হলো, ঘৃণাও হলো; কিন্তু কিছু বোল্লেম না। দলের লোকেরা সকলেই হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌লো। ফিরোজী সর্দ্দারকে সম্বোধন কোরে জাত্‌ভাষায় কি বোল্লে। মল্লদাস তাই শুনে খানিকক্ষণ তার মুখ পানে ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইলো। তার পর সেই ভাবেই আমার দিকে একবার চাইলে। চাউনির ভাবে বোধ হলো, আমারে চিন্‌তে পারে নি; ফিরোজী যা বোল্লে, তাও বুঝ্‌তে পারে নি। তার সেই ভাবগতিক দেখে, ফিরোজী বিরক্ত হয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে আমার বিষয় নিয়ে পরামর্শ কোত্তে লাগ্‌লো। সেই সময় ভূপসিং এক গেলাস মদ ঢেলে মল্লদাসের হাতে দিতে দিতে ফিরোজীকে চেঁচিয়ে কি বোল্লেন। সে তাই শুনে একটু থেমে সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ কোরে একবার ঘাড় নাড়্‌লে। তার পর মল্লদাসের কাছে এগিয়ে এসে তার কোমরে হাত দিলে। মল্লদাস অম্‌নি তার হাতখানা ঠেলে ফেলে, অনেক চেষ্টা কোরে অতি কষ্টে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে একটু সোজা হয়ে বোস্‌লো। ভূপসিং আবার এক গেলাস মদ ঢেলে ফিরোজীকে আবার চেঁচিয়ে কি বোল্লেন। তাই শুনে ফিরোজী তাঁর হাত থেকে সেই গেলাসটা নিয়ে মল্লদাসের গলায় ঢেলে দিলে,—মল্লদাস আড় হয়ে পোড়্‌লো। ফিরোজী অম্‌নি ফস্ কোরে তার কোমর থেকে শিকলিশুদ্ধ একটা বড় চাবী টেনে নিলে। ভূপসিং আবার তারে কি বোলে মল্লদাসের দিকে ইঙ্গিত কোরে দেখিয়ে দিলেন। ফিরোজী ঘাড় নাড়্‌লে। তার পর আমারে সে ঘর থেকে বার্ কোরে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে ফিরোজী [illegible] থামিয়ে বোল্লে, "কেমন! আমাদের ফাঁকি দাও?—পালিয়েছিলে না?—[illegible] যদি পালাতে পারিস্, তা হলে তোরে [illegible] আছে! এবার যদি পালাতে পারিস্, তা হলে জানবো, তুই খুব চতুর!" তার কথায় আমি উত্তর কোল্লেম না,—নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেম। তারা আমারে একটা টেরের ঘরের সম্মুখে দাঁড় কোরিয়ে সেই ঘরের চাবী খুল্লে। একজন ডাকাত আমাদের পেছোনে পেছোনে একটা আলো নিয়ে এলো। ভিতরে প্রবেশ কোরে দেখ্‌লেম, ঘরটী বেশ সাজানো, কিন্তু ছোট। ঘরের মাঝখানে একখানি খাটের উপর একটী পরিষ্কার বিছানা রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্র ঝুলানো। মেঝেতে দুইঞ্চি পুরু একখানা গালিচা পাতা। একধারে একটা চৌকীর উপর বিস্তর সোনা রূপার আস্‌বাব্ সাজানো। সকল জিনিষপত্রেই ছাতা আর কলঙ্ক-পড়া। দেখে বোধ হলো, সেই ঘরটা অনেককাল বন্ধ আছে,—অনেকদিন কেউ তার ভিতর প্রবেশ করে নি।

চার্‌দিকে চেয়ে দেখ্‌চি, এমন সময় ফিরোজী আবার বোল্লে, "তুই বুঝি মনে কোরেছিস্, তোরে এই ঘরে রাখ্‌বো? বাবুর মতন এই বিছানায় শুয়ে থাক্‌বি? তোর অদৃষ্টে যে কি আছে, তা রাত পোয়ালেই

দেখ্‌তে পাবি! আমাদের সর্দ্দারের আজ একটু বেশী নেসা হয়েছে বোলে তোরে কিছু বোল্লেন না; তাই বোলে মনে কোরিস্ নি যে, তুই বেঁচে গেলি! তুই যখন আমাদের দলপতি মল্লদাসের বিপক্ষ হয়েছিস্, তখনি জেনেছি যে, তোর প্রাণ ধূলোগুঁড়ি হয়ে অধঃপাতে গেছে। পাজী! যমের সঙ্গে বিবাদ?—রাত পোয়ালেই ফাঁসি হবে। এখন তোর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর!"

ফিরোজীর অভিপ্রায় আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। যদি এক কথারও জবাব করি, তা হলে তখনি আমারে উল্‌টে দশগুণ কটুকথা শুনিয়ে দিবে। এই মত্‌লব বুঝ্‌তে পেরে, তার কোনো কথারি উত্তর কোল্লেম না; কিছুতেই কথা কইলেম না। ফিরোজী তাই দেখে, সেই ঘরের উত্তরদিকের একটা দরজার হুড়্‌কো খুল্‌লে। দেখ্‌লেম, সে ঘরটা যেন অন্ধকূপ! ঠিক যেন পর্ব্বতের গহ্বর! কিন্তু খুব ছোট,—ভণ্ড দিগম্বরের আশ্রম অপেক্ষাও ছোট। ঘর দেখে আমার প্রাণ উড়ে গেল। ফিরোজী সেই ঘরের ভিতর আমারে ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বোল্লে, "থাক্, এখন এইখানেই থাক্! পৃথিবীতে এমন কে-উ নাই যে, তোরে এখান থেকে মুক্ত কোত্তে পারে। নিশ্চয় জানিস, কাল সকালেই তোর ফাঁসি হবে,—হবেই হবে!" এই কথা বোলে হুড়্‌কো বন্ধ কোরে, সাম্‌নের ঘরের দর্‌জায় চাবী দিয়ে চোলে গেল। আমি জীবনে হতাশ হয়ে একাকী সেই অন্ধকূপে থাক্‌লেম। ঘরটা অত্যন্ত অন্ধকার;—প্রবেশদ্বার অত্যন্ত দৃঢ়। কোন দিকে একটীও জানালা নাই। কেবল আলো আস্‌বার জন্যে ছাদের এই এক জায়গায় ঝাঁঝ্‌রির মতন ছোট ছোট ফোকর আছে। কবাট-যোড়াটা অত্যন্ত ভারি, একজন লোকে সহজে তা নাড়্‌তে পারে না।

সেই ভয়ঙ্কর গহ্বরে প্রায় আধ্‌ঘণ্টা কেটে গেল। শয়ন কর্‌বার যো নাই, দেয়ালে পা ঠেকে। সুতরাং একবার বোসে, একবার দাঁড়িয়ে, কত প্রকারই চিন্তা কোচ্চি। দৈবাৎ এদিক ওদিক কোত্তে কোত্তে আমার পা লেগে ঘরের মেঝের একখানা টালি নোড়ে উঠ্‌লো। ভাব্‌লেম, এ আবার কি?—কিছু সন্দেহ হলো। অন্ধকারে মেঝেতে হাত বুলিয়ে জান্‌তে পাল্লেম, একখানা চারকোণা পাথর দিয়ে যেন কি ঢাকা রয়েছে। পাথরখানা আল্‌গা,—গাঁথা নয়; নোড়্‌তে লাগ্‌লো। মনে কোল্লেম, হয় ত সুড়ঙ্গ হবে। কেউ ধোত্তে এলে, ডাকাতেরা হয় ত এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে পালায়! ঈশ্বর যদি তা-ই করেন, এটা যদি যথার্থ সুড়ঙ্গই হয়, তবে আমি এই পথ দিয়ে পালাতে পার্‌বো। এই ভেবে দুহাত দিয়ে সেই পাথরখানা তোল্‌বার চেষ্টা কোল্লেম, সহজে পাল্লেম না। অনেক কষ্টে অনেকবার নাড়্‌তে নাড়্‌তে পাথরখানা উঠে পোড়্‌লো। ভিতরে হাত দিয়ে দেখি, গর্ত্ত,—সুড়ঙ্গ নয়,—এক হাত মাত্র গভীর একটা গর্ত্ত! চারিদিকে হাত বুলিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একতাড়া কাগজ হাতে ঠেক্‌লো। তুলে দেখ্‌লেম, কতকগুলো কাগজ একত্রে জোড়িয়ে বাঁধা। ভাব্‌লেম, দরকারি কাগজপত্রই হবে। তা নইলে এমন কোরে লুকিয়ে রেখেছে কেন? একবার মনে হলো, এ যাত্রা যদি প্রাণরক্ষা হবার কোনো উপায় থাক্‌তো, তা হলে এইগুলো সঙ্গে কোরে নিয়ে, এর লিখিত মর্ম্মের অনুসন্ধান কোত্তে পাত্তেম।

সকালে ত ফাঁসি দেবেই নিশ্চয়, তবে যদি পরমেশ্বরের কৃপায় দয়া করে তারা আমারে ক্ষমা করে। কিন্তু এ কাগজ ধরা পোড়্‌লে কিছুতেই আর নিস্তার থাক্‌বে না। এই রকম সাতপাঁচ ভেবে, যেখানকার কাগজ সেইখানেই রেখে, পাথরখানা যেমন ছিল, তেম্‌নি কোরে চাপা দিলেম। স্থির হয়ে বোসেছি, এমন সময় আস্তে আস্তে সেই কারাগারের হুড়্‌কো খুলে কে একজন অন্ধকারে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা কোর্‌বো মনে কোচ্চি; হঠাৎ সেই লোক নিকটে এসে মৃদুস্বরে বোল্লে, "ভয় নাই হরিদাস! চুপ্ কোরে থাকো, আমি এসেছি!"

স্বর শুনে আহ্লাদে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম।—বিকৃতস্বরে মহানন্দে বোল্লেম, "জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! জগদীশ্বর রক্ষাকর্ত্তা! আপনি?—আমার প্রাণদাতা আপনি এলেন?"

"চুপ্ চুপ্, গোল কোরো না,—আহ্লাদে উতলা হয়ো না;—বিপদের আশঙ্কা আছে!"

পাঠক মহাশয়! আমার প্রাণদাতা ভূপসিং এসেছেন। অন্তরে আনন্দের সঙ্গে সাহসের তরঙ্গ উঠ্‌ছে! তিনি আমারে চুপ্ কোত্তে বোলে, অনেক আশ্বাস দিলেন। আমি আবার পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বোল্লেম, "আপনি আমার প্রাণদাতা!"

তিনি স্নেহের স্বরে বোল্লেন, "ভয় নাই হরিদাস, স্থির হও! আমি তোমারে উদ্ধার কোর্‌বো। প্রাণপণ চেষ্টায় তোমারে বাঁচাবো। —একটু স্থির হও!"

সে কথা তখন কে শোনে? আমি ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ বিপদ থেকে মুক্ত হবার কি আশা আছে?—সত্য বলুন, পরমেশ্বর কি এমন দিন দিবেন?"

ভূপসিং উত্তর কোল্লেন, "নিশ্চয় বোল্‌ছি, সম্পূর্ণ আশা আছে!—সেই ধূর্ত্ত দিগম্বর যখন তোমাকে তার গুহার ভিতর আট্‌কে রেখে এখানে এসে খবর দিলে, মল্লদাস তখন মদ খাচ্ছিল,—প্রায় টল্ টল্ হয়েছে।—তখনি আমি ভেবেছিলেম, ধাঁ কোরে ঘোড়া ছুটিয়ে তোমারে খালাস কোরে দিয়ে আসি। কিন্তু পাছে কেউ সন্দেহ করে, এই ভেবে মনে একটা সংশয় হলো; সে কাজ কোল্লেম না। —ভাব্‌লেম, তোমাকে যখন হাজির কোর্‌বে, তখন যদি মল্লদাসের একটী মাত্র কথা কবার শক্তি থাকে, তা হলেই তোমার প্রাণ যাবে। এই চিন্তা কোরে ক্রমাগত তাকে মদ খাওয়াতে লাগ্‌লেম। স্বচক্ষেও দেখেছ, যখন তুমি এলে, তখন তার কিছুমাত্র হুঁস্‌পবন ছিল না! তাইতেই তুমি বেঁচে গেছ।"

"তবে ত আপনি আমার জন্যে ভারি—"

তিনি আমার কথায় বাধা দিয়ে বোল্লেন, "স্থির হও, স্থির হও, যা বলি তা শোনো! —দলের লোকেরা যখন হো হো কোরে গোল করে, তখন তুমি শুনেছ, আমি চেঁচিয়ে ফিরোজীকে একটা কথা বলি। সে মল্লদাসকে এক গেলাস মদ খাইয়ে তার কোমর থেকে চাবীটা টেনে নেয়; তাও দেখেছ। তার পর আমি মল্লদাসের দিকে মাথা নেড়ে ফিরোজীকে ইসারা করি, তাও দেখেছ। তাৎপর্য্য এই যে, তোমাকে এই অন্ধকূপে কয়েদ রাখে, আর ফিরে এসে চাবীটা আবার মল্লদাসের কোমরে যেন রেখে দেয়। কারণ, সে চাবীটা মল্লদাস সর্ব্বদাই আপনার কাছে রাখে। তোমাকে এ ঘরে কয়েদ রাখ্‌তে

বল্‌বার হেতু এই যে, এ ঘরে একটা পিঁপ্‌ড়েও প্রবেশ কোত্তে পারে না বোলে, এখানে আর পাহারা থাকে না। কাজেই, উদ্ধার কর্‌বার বিলক্ষণ সুযোগ। ফিরোজীকে সেইজন্যেই বোলেছিলেম, মল্লদাসকে মাতাল কোরে তার শোবার ঘরের চাবীটা নিয়ে তোমাকে এই অন্ধকূপে কয়েদ রাখে!”

এই সব কথা শুনে আমি শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “আমারে রক্ষা কোত্তে আপনার ত কোনো বিপদ হবে না? আমি নিজের প্রাণের জন্যে তত কাতর নই, উপকারী বন্ধুর অমঙ্গলে বড় ভয় করি। আপনার উপরে ত কেউ সন্দেহ কোর্‌বে না? তা যদি হয়, তবে আপনি এখ্‌নি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান, আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তা-ই হবে।”

তিনি আমার কথা শুনে একটু হেসে বোল্লেন, “তুমি নিশ্চিন্ত থাকো,—সে ভাবনার তিলমাত্র সম্ভাবনা নাই।—সকলেই মাতাল হয়ে গড়া গড়া পোড়ে আছে। আমিও তাদের সঙ্গে মাতালের মতন হয়ে শুয়ে ছিলেম; এই কতক্ষণ অবসর বুঝে, উঠে, মল্লদাসের কোমর থেকে চাবী নিয়ে এখানে এসেছি। তোমাকে উদ্ধার কোরে আবার তেম্‌নি কোরে চাবী রেখে তাদের সঙ্গেই শুয়ে থাক্‌বো। যেন অকাতরেই ঘুমুচ্চি, এম্‌নি ভাবেই পোড়ে থাক্‌বো। সকলে ঘুম ভেঙে উঠ্‌লে পর, শেষকালেই আমি চোক্‌ মুছ্‌তে মুছ্‌তে উঠ্‌বো। তা হলে কি আর কেউ সন্দেহ কোত্তে পার্‌বে?”

এই কৌশলের কৌতুক শুনে তত বিপদেও আমার হাসি এলো। বোল্লেম, “ধন্য আপনার সাহস,—ধন্য আপনার দয়া,—ধন্য আপনার বুদ্ধি!—আচ্ছা মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, আপনি এমন সৎলোক হয়ে, ডাকাতের সঙ্গে রয়েছেন কেন?”

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি একটু গম্ভীরস্বরে উত্তর কোল্লেন, “ক্রমে জান্‌বে,—কোনো নিগূঢ় কারণ আছে;—আমি কোনো বিশেষ বস্তুর সন্ধানে আছি!—দুদিনে হোক্‌, দশদিনে হোক্‌, কি একমাস পরেই হোক্‌, মল্লদাসের কাছে সে সন্ধান আমি নেবোই নেবো!—সে ভিন্ন সে কথা আর কেউ-ই জানে না;—যেমন কোরে পারি, তা আমি জান্‌বোই জান্‌বো। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তার একটা গুপ্তকথা সেদিন সে আমারে বোলেছে—আর কাউকেই সে কথা ঘুণাক্ষরেও জানায় নি!—আমারে বড় ভালবাসে,—খুব বিশ্বাসও করে, সেইজন্যেই বোলেছে! তার সাক্ষী এই দেখ!” এই কথা বোলে তিনি আমার কাছ থেকে সোরে গিয়ে সেই ঘরের একদিকের দেয়ালে যেন একটা প্যাঁচ ঘুরুতে লাগ্‌লেন। ঘুরুতে ঘুরুতে ঝনাৎ কোরে একটা শব্দ হলো। তিনি আমারে নিকটে ডেকে বোল্লেন, “হরিদাস! এদিকে এসো, এই আল্‌মারিটার ভিতর কি আছে দেখ!” আমি হাত দিয়ে দেখে বোল্লেম, “অনেক টাকা!”

তিনি গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, “এখন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে, মল্লদাস এই ঘরের চাবীটা নিজে রাখে কেন! যা তুমি দেখ্‌লে, ও সব টাকা নয়;—মোহর! মল্লদাসের নিজের ভাগের যত ধনদৌলত, এই ঘরেই গোপন কোরে রাখে। এটা তার নিজের গুপ্তগৃহ;—এ ঘরে কাউকেই প্রবেশ কোত্তে দেয় না।”

তাই শুনে আমি তাঁরে রহস্যভেদকবাক্যে বোল্লেম, “মহাশয়! এই ঘরে আর একটা গুপ্তকাণ্ড আছে।

তিনি চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি বোল্লে?—আর একটা?—আর একটা গুপ্তকাণ্ড?—কি কাণ্ড আছে হরিদাস?"

আমি বোল্লেম, "মেঝের নীচে, পাথর চাপা একটা গর্ত্তে একতাড়া কাগজ—"

"কাগজ?—কাগজ?—অ্যাঁ?—অ্যাঁ?—বলো কি?—কাগজ?—কৈ?—কৈ?—অ্যাঁ?" বারবার এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তিনি অতিশয় ব্যস্ত হোতে লাগ্‌লেন।

তাঁর ব্যগ্রতা দেখে আমি পুনর্ব্বার সেই পাথরখানা নাড়াতে লাগ্‌লেম। বিলম্ব সয় না।—তিনিও তাড়াতাড়ি এসে ধোল্লেন। দুজনে ধোরে পাথরখানা নোড়িয়ে ফেলে কাগজের তাড়াটা বার্ কোরে তাঁর হাতে দিলেম। তাঁর সঙ্গে বিলাতি দেশালাই ছিল, তাড়াতাড়ি একটা জ্বেলে, একখানা কাগজ খুলে দেখ্‌লেন। দেখেই, আহ্লাদে যেন নৃত্য কোত্তে কোত্তে কম্পিতবাহুতে আমারে সস্নেহে আলিঙ্গন কোরে বোল্লেন, "আজ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হলো! আমার সকল পরিশ্রম সফল হলো! হরিদাস! তুমি আমার সহোদর!—তুমি আমার বন্ধু! আজ তুমি আমার যে উপকার কোল্লে, তা তুমি নিজে জানুতে পাচ্চো না বটে, কিন্তু আমি চিরবাধিত হলেম; চিরকালের মত উপকৃত হয়ে থাক্‌লেম!—তুমি আমার জীবনের সখা!—তোমার প্রাণরক্ষার জন্যে দু তিনবার আমি যে যত্ন কোরেছি, তা আমার সার্থক হয়েছে! আজ তোমার প্রাণরক্ষার জন্যে যদি আমার নিজের প্রাণ সেই মুহূর্ত্তেই যায়, তাও স্বীকার; তবুও তোমারে বাঁচাবার জন্যে তিলমাত্র ইতস্ততঃ কোর্‌বো না!—এখন যেজন্যে আমি এতদিন এই দুরাচার ডাকাতের দলে রয়েছি,—যেজন্যে এতকষ্ট পেয়ে এত যোগাযোগ কোরেছি, আজ সেই মনের আশা নির্ব্বিশেষে পরিপূর্ণ হলো,—সকল যত্নই সফল হলো,—সকল কষ্টই দূরে গেল,—তুমিই আমার এই ইষ্টসিদ্ধির মূল!—যা হোক্, আর বিলম্ব করা উচিত নয়,—একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করো, প্রহরীরা কে কোথায় আছে, একবার তা দেখে আসি।"

এই কথা বোলে সেই কাগজের তাড়াটী আমার হাতে দিয়ে বাইরে গেলেন। দশ মিনিট পরেই সসজ্জ হয়ে ফিরে এলেন। এসেই আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! চলো;—আর নয়,—সত্বর হও,—প্রায় প্রভাত হলো। এই পিস্তলটা আর তলোয়ারখানা নাও, যদি কেউ এসে আক্রমণ করে, তা হলে অস্ত্রের উল্টো পীঠ দিয়ে আঘাত কোরে অজ্ঞান কোরে ফেলো,—হঠাৎ প্রাণে মোরো না। যদিও তারা দুষ্কর্ম্মান্বিত,—যদিও তারা ডাকাত, তথাচ আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, তাদের প্রাণনষ্ট করি। তবে নিতান্ত আবশ্যক হলে, অগত্যাই মেরে কেটে বেরিয়ে যেতে হবে। কেমন, সাহস হবে? পার্‌বে ত?"

আমি বোল্লেম, "শরীরে একবিন্দু রক্ত থাক্‌তে কাউকেই আমি ভয় কোর্‌বো না!—চলুন।"

আমরা দুজনেই দ্রুতপদে গহ্বর থেকে বেরুলেম। সিঁড়ির ধারে গিয়ে ভূপসিং আমারে অতি মৃদুস্বরে বোল্লেন, "এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি একাকী আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়া প্রস্তুত কোরে আসি। যদি তুমি উপর থেকে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাও, তা হলে তখুনি আমার কাছে ছুটে যেয়ো।"

এই কথা বোলে তিনি চোলে গেলেন,

আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। আন্দাজ কুড়িহাত অন্তরে চাতালের মাঝখানে একজন প্রহরী বন্দুক ঘাড়ে কোরে পাহারা দিচ্ছিল, ভূপসিং তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।—আমি অন্তরে গা-ঢাকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমারে দেখ্‌তে পেলে না;—কিন্তু আমি সব দেখ্‌লেম।—প্রহরী ভূপসিংকে সে সময় অস্ত্রধারী দেখে কোনো সন্দেহ কোল্লে না। কারণ, তাদের দলের সকলেই দিবারাত্রি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে থাকে। ভূপসিং তারে অন্যমনস্ক কর্‌বার জন্যে দু চার্‌টী কথা কোয়ে, হঠাৎ হাতের বন্দুকটা কেড়ে নিয়েই উল্টো দিক দিয়ে এক ঘা!—যেমন আঘাত, অম্‌নি ভূমিশায়ী,—একেবারে অচৈতন্য!—এই সময় আমি পদশব্দ শুন্‌তে পেলেম; কে যেন উপর থেকে নেমে আস্‌চে। ভূপসিঙের উপদেশ মনে পোড়্‌লো। ভাব্‌লেম, তাঁর কাছে দৌড়ে যাই। আবার মনে কোল্লেম, যদি যাই, তা হলে যে লোকটা আস্‌চে, সে এসেই সকল কাণ্ড দেখ্‌তে পাবে, তা হলেই ত বিষম বিভ্রাট! এই ভেবে তলোয়ারের বাঁটটা বাগিয়ে ধোরে, আর একটু সোরে পাশ-কাটিয়ে দাঁড়ালেম। সবে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় সে নেমে এসে, আমার সম্মুখ দিয়ে একটু এগিয়ে গেল। যেমন পেছু হয়েছে, অম্‌নি সেই তলোয়ারের বাঁট দিয়ে সজোরে এক আঘাত কোল্লেম!—এক ঘায়েই সে একবার কোঁক্‌ কোরেই ঘুরে পোড়্‌লো! দেখ্‌লেম, ফিরোজী। আমি তার বুকে হাঁটু দিয়ে মুখ চেপে ধোল্লেম। কিন্তু চেপে রাখা আবশ্যক হলো না। কারণ, তার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। মরে নি; কিন্তু অসাড়, অজ্ঞান।

ঠিক সেই সময় ভূপসিং তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বোল্লেন, "বাহাদুর হরিদাস! যথার্থ বীরের মতন সাহস তোমার!—পরিণামদর্শীও খুব তুমি।—আচ্ছা, চলো, দেরি কোরো না,—শীঘ্র চলো!"

আমি তাঁর সঙ্গে আস্তাবলের দরজায় উপস্থিত হলেম। ঘোড়া সাজিয়ে সওয়ার হই, এমন সময়, "করো কি?—করো কি?—" চেঁচিয়ে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে একটা মেয়েমানুষ আমাদের কাছে দৌড়ে এলো। পেছোন ফিরে দেখি, এমিলি! সেই স্বরের সঙ্গেই পিস্তলের আওয়াজ হলো। এমিলি ওম্‌নি "বাপ্‌রে!" বোলে চেঁচিয়ে, পোড়ে গেল!—পোড়্‌লো, আর মোলো!—আবার পিস্তলের শব্দ! সেবারেও আমাদের লাগ্‌লো না। চেয়ে দেখি, ফিরোজী চেতন পেয়ে হাঁটুগেড়ে বোসে, পিস্তল ছুড়্‌চে,—তলোয়ারে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কোচ্চে। ভূপসিং ছুটে গিয়ে দম্‌ কোরে বন্দুকের বাড়ি তার ঘাড়ে এক ঘা মাল্লেন। সে আবার চেতনশূন্য হয়ে পোড়্‌লো। প্রহরীটা সমভাবেই অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিল, তারে আর কিছু কোত্তে হলো না। আমরা ঘোড়া চড়বার উপক্রম কোচ্চি, এমন সময় দেখি, সর্দ্দার মল্লদাস নেসার ঝোঁকে টোল্‌তে টোল্‌তে চাতালের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। থর্‌ থর্‌ কোরে কাঁপ্‌চে, আর চারদিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে চাচ্চে।—কি ঘোটেছে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানে না, কিছুই বোধগম্য হোচ্চে না। হঠাৎ আকাশপানে মুখ কোরে, আমাদের দেখ্‌তে পেয়েই জোড়িয়ে জোড়িয়ে কি বোক্‌তে বোক্‌তে আমাদের দিকে তাড়াতাড়ি আস্‌তে লাগ্‌লো। পা ঠিক রাখ্‌তে পাচ্চে না, এঁকে বেঁকে ঠিক্‌রে ঘুরে আস্‌তে

লাগ্‌লো। দৈবের কর্ম্ম, আস্‌তে আস্‌তে হোঁছট্ খেয়ে টিপ্ কোরে পোড়ে গেল! তাই দেখে ভূপসিং তড়াক্ কোরে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পোড়ে, দৌড়ে গিয়ে তাকে পিছ্‌মোড়া কোরে বেঁধে ফেল্লেন। বেঁধেই, ঘোড়া খুলে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন! উপত্যকা ছাড়িয়ে এসে আমরা ঘোড়া থেকে নাম্‌লেম। নেমে, একখানা এক্কা গাড়ীতে উঠে, মল্লদাসকে নিয়ে রাজধানীর দিকে চোল্লেম। পথে যেতে যেতে মল্লদাস বিস্তর কাকুতি মিনতি কোত্তে লাগ্‌লো।—ভূপসিং কিছুই শুন্‌লেন না;—ধোম্‌কে উঠ্‌লেন। তখন সে চুপ্ কোরে বোসে রইলো। ভূপসিং আমারে বোল্লেন, "দুরাচার এখন কারে পোড়ে ছেড়ে দিতে বোল্‌চে!" আমি শুনে একটু মুচকে হাস্‌লেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ীখানা নগরে পৌঁছিল।

অষ্টষষ্টিতম কাণ্ড।

যথার্থ অপরাধী।—আশ্চর্য্য রূপান্তর!

রাজবাড়ীর সম্মুখে ভারি গোল্।—বুড়ো, বুড়ী, যুবা, ছেলে, মেয়ে, চারিদিকে গিস্ গিস্ কোচ্চে;—অনেক লোক একত্রে জমা হয়েছে। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, আজ বীরবলের ফাঁসি হবার দিন।—আগাগোড়া সকল কথা ভূপসিংকে বোল্লেম। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে সেইখানে উপস্থিত হলেন। আমরা গাড়ীতে থাক্‌লেম, তিনি একাকীই দশহাত অন্তর থেকে লাফিয়ে পোড়্‌লেন। দেখ্‌লেম, একজন ফৌজদার লালরঙের টোপরের মতন টুপি মাথায় দিয়ে পাঁচহাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে, ঘোড়া চোড়ে তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন, দুজন ফাঁস্থড়ে, বীরবলের গলায় ফাঁস বেঁধে ফাঁসি কাষ্ঠে টেনে তোল্‌বার উপক্রম কোচ্চে! বীরবল মাথা হেঁট কোরে নীরবে কাঁদ্‌চে! ভূপসিং অকস্মাৎ নিকটে গিয়ে ফৌজদারকে বোল্লেন, "থামো!—একটু দেরি করো,—এখন ফাঁসি দিয়ো না,—আমি আস্‌চি!" ফৌজদার তাঁকে দেখে থতমত খেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দুই হাত তুলে সেলাম কোল্লেন। অন্যান্য সর্দ্দারেরা যথাযোগ্য অভিবাদন কোরে সোরে দাঁড়ালেন। ফৌজদার তখন ফাঁস্থড়েদের দড়ী ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন। তারা তখুনি ফাঁস খুলে দিলে। সকলেই মুখ চাওয়া চাউই কোত্তে লাগ্‌লো। আমি অবাক! ভাব্‌লেম, এ কি? একজন উমিলোকের কথায় রাজার লোকেরা "থ" হয়ে গেল!—ফৌজদারও কিছু বোল্‌তে পাল্লেন না, বরং মাথা নীচু কোরে, ঘোড়া থেকে নেমে, দুইহাতে সেলাম কোল্লেন! এর ভাব কি?—ব্যাপার কি? এ লোক ত সামান্য নয়? কে ইনি?

গাড়ীতে বোসে বোসে এইরূপ ভাব্‌চি, মল্লদাস মিট্‌মিট্ কোরে চেয়ে দেখ্‌চে; এমন সময়, ভূপসিং এলেন। সঙ্গে চারজন চোপ্‌দার।—তিনি মল্লদাসকে দেখিয়ে দিয়ে,

তাদের গুজরাটী ভাষায় হুকুম দিলেন, "এই বেটাকে হাজত-গারদে নিয়ে যা!" "যে আজ্ঞা" বোলে তারা মল্লদাসকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে গেল!—ভূপসিং আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! এসো!"

আমি গাড়ী থেকে নেমে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। মনে যে সকল ভাবনা হোচ্ছিল, তার কিছুই তখন প্রকাশ কোল্লেম না। তিনি আমারে রাজবাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। একটা ঘরের ভিতর আমারে বোসিয়ে বোল্লেন, "হরিদাস! এইখানে একটু বোসো, আমি এলেম বোলে।" আমি বোসে রইলেম, তিনি চোলে গেলেন।

আধ্‌ঘণ্টা পরে ফিরে এসে ভূপসিং আমারে বোল্লেন "হরিদাস! এসো, রাজা তোমারে দেখ্‌তে চাচ্চেন, এসো!—আর দেখ, যে লোকটার ফাঁসি হোচ্ছিল, সে যথার্থ অপরাধী নয়!—যারা অপরাধী, এখনি তাদের দেখ্‌তে পাবে;—একটু পরেই সব জান্‌তে পার্‌বে। এখন এসো।"

আমি দ্বিরুক্তি না কোরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। দু তিনটে দেউড়ি পার হয়ে, দর্‌বারে পৌঁছিলেম। দেখ্‌লেম, হাতীর দাঁতের সিংহাসনে রাজা।—আসে পাশে পারিষদ, মন্ত্রী।—সিংহাসনে মুক্তার ঝালর, ডাইনে বাঁয়ে চামর বীজন হোচ্চে, স্বর্ণদণ্ড ছাতা হাতে একজন ছাতাবর্‌দার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে, ছাতার মুক্তামালা বাতাসে দুল্‌চে। রাজার মস্তকে সোণার কিরীট, তাতে জড়াও কাজ করা; কিংখাপের পোষাক পরা, গলায় শতনরি মুক্তামালা। তিনি আসনপীঁড়ি হয়ে বোসে গম্ভীরমুখে দু একটী কথা কোচ্চেন। আমি গিয়ে যোড়হাতে নমস্কার কোল্লেম। তিনি আঙুল বাড়িয়ে আমারে বোস্‌তে বোলে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমারি নাম হরিদাস?" আমি পুনরায় নমস্কার কোরে, বোসে, সসম্ভ্রমে বিনম্রস্বরে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!" রাজা গম্ভীরভাবে মেঘের স্বরে বোল্লেন, "আমি সব শুনেছি। তুমি আমার পুত্রের মতন কাজ কোরেছ, আমি তোমার উপর পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। যাতে তোমার ভাল হয়, যাতে তুমি সুখী হও, তা আমি অবশ্য অবশ্যই কোর্‌বো।" এই কথা বোলে আবার বোল্লেন, "যাঁকে তুমি ভূপসিং বোলে জানো,—তিনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট পেয়েছেন।—আমার রাজত্বের কতকগুলো দলীল চুরি যায়। ইংরাজবাহাদুরেরা আমাদের যে সকল সম্ভ্রমপত্র দিয়েছেন, সেগুলিও তার সঙ্গে ছিল। আমার নায়েব ধনপত্ সিং, যে মল্লদাস বোলে নাম ভাঁড়িয়েছিল, সে ব্যক্তিই সেই সব কাগজ নিয়ে পালায়। তার কাছ থেকে সেই কাগজপত্র বার্ কর্‌বার জন্যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার ভূপতি রাও, অনেকদিন অবধি প্রাণপণে অনেক চেষ্টা কোরেছেন। দৈবক্রমে তোমার দ্বারাই সেই সব কাগজ পাওয়া গিয়েছে। তুমি চিরজীবী হও, বুদ্ধদেব তোমার মঙ্গল করুন! যাঁকে তুমি ভূপসিং বোলে জানো, তাঁর নাম ভূপসিং নয়, তিনি ডাকাত নন।—সেই অসমসাহসী সুবুদ্ধিমান সুচতুর বীরকেশরী-ই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার শ্রীভূপতি রাও!!!"

এই সব কথা বোলে, বরদারাজ, কুমার ভূপতি রাওকে ইসারা কোল্লেন। তিনি উঠে আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! এখন এসো, বেলা হলো।" আমি রাজাকে নমস্কার কোরে সবিস্ময়-কৌতুকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম।

রাজসভা ভঙ্গ হলো,—রাজা সিংহাসন থেকে উঠে গেলেন।

কুমার ভূপতি রাও আমারে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বোল্লেন, "হরিদাস! বেলা হয়েছে, এইখানেই আহারাদি করো, বৈকালে তখন বাসায় যেয়ো।"

আমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ভক্তিভাবে নমস্কার কোরে বোল্লেম, "রাজকুমার! ক্ষমা করুন, আমি চিন্‌তে পারি নি!—অনেক বে-আদবি কোরেছি, ক্ষমা কোর্‌বেন। আপনি মহৎলোক, আপনারে আর অধিক কি বোল্‌বো?" এই কথা বোলে পুনর্ব্বার নমস্কার কোরে যোড়হাতে দাঁড়ালেম।

রাজপুত্র ত্রস্ত হয়ে আমার হাত ধোরে চৌকিতে বোসিয়ে বোল্লেন, "তুমি অত অনুনয় বিনয় কোচ্চো কেন? আমি তোমারে সহোদরের তুল্য জ্ঞান করি এত কুণ্ঠিত হও কেন? এরূপ কোল্লে আমি অতি দুঃখিত হবো।"

আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা না রাজকুমার—" বাধা দিয়ে তিনি বোল্লেন, "দেখ! তুমি আমারে "রাজকুমার—আজ্ঞা" ও সব কথা বোলো না। নাম ধোরেই ডেকো, ভূপসিং বোলে ডাক্‌লে আরোও খুসী হবো! আমি তোমার কাছে যে ভূপসিং, সেই ভূপসিংই আছি!—অত সমিহ কোরে কথা কবার আবশ্যক কি?—যাক্, এখন বেলা হলো, স্নানাহার কোর্‌বে এসো।"

আমরা আহারাদি কোল্লেম। আহারের পর যুবরাজ এসে আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! দেখ্‌বে চলো।" বল্‌বামাত্রেই আমি উঠে তাঁর পেছোনে পেছোনে চোল্লেম। একটা অন্ধকার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, ঘরের ভিতর মল্লদাস, ফিরোজী, আর চারজন ডাকাত, হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী দেওয়া, শুয়ে গোঁ গোঁ কোচ্চে। একজন চোপ্‌দার বোল্লে, "অনেকগুলো ডাকাত পালিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে দিগম্বর ভট্টাচার্য্যিও পালিয়েছে।"

সেখান থেকে ফিরে এসে কুমার ভূপতি রাওকে বোল্লেম, "যুবরাজ! বেলা যায়, এখন তবে আমি বিদায় হই, কাল প্রাতঃকালেই আস্‌বো।"

তিনি বোল্লেন, "আচ্ছা, খুব ভোরেই উঠে এসো। এদের বিচারও দেখ্‌বে, ফাঁসিও দেখ্‌বে, আমার গুপ্তকথা যত কিছু আছে, সকলি শুনবে।"

আমি তাঁরে নমস্কার কোরে বিদায় হলেম। বেলা প্রায় চারটে।

যখন বাড়ী এলেম, তখন মহাজন কর্ম্মস্থান থেকে ফেরেন নি। সন্ধ্যার পর তিনি বাড়ী এসে, আমারে দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! কখন এলে?—কাল রাত্রে ছিলে কোথা? শুন্‌লেম, তুমিই জোগাড় কোরে ডাকাত মল্লদাসকে ধোরিয়ে দিয়েছ! ব্যাপার কি?"

আমি সেই অকস্মাৎ বিপদ অবধি উদ্ধার পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা একে একে নিবেদন কোল্লেম। রাজাজ্ঞায় বীরবলের ফাঁসি হোচ্ছিল, সে অপরাধী নয়, আর একজন অপরাধী, কাল তার ফাঁসি হবে, বীরবল অব্যাহতি পেয়েছে, এ কথাও বোল্লেম।—যিনি ডাকাতদের আড্ডায় ভূপসিং নামে ছদ্মবেশে ছিলেন,—যিনি আমারে কয়েকবার ডাকাতের গ্রাস থেকে উদ্ধার কোরেছেন, কাল রাত্রেও যাঁর কৃপায় প্রাণরক্ষা হয়েছে, তিনি অপর কেউ নন, মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার শ্রীভূপতি রাও, এ কথাও জানালেম। শুনে

তিনি বিস্মিত হয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আমারেও বিস্তর সাধুবাদ কোল্লেন। কথা-বার্ত্তায় রাত্রি দশটা বাজ্‌লো। তিনি আহার কোরে শয়ন কোল্লেন।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠে আমি রাজ-বাড়ীতে উপস্থিত হলেম। পূর্ব্বদিনের মত সেদিনও রাজবাড়ীর সম্মুখে বধ্যভূমিতে অনেক লোক জমা হয়েছে। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তে যাচ্চি, ফটকের ধারেই যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "এসেছ?—তোমারি জন্যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কোচ্চি! এসো, বিচার হোচ্চে দেখ্‌বে এসো!"

আমি তাঁর সঙ্গে রাজসভায় প্রবেশ কোল্লেম। ষোলজন রক্ষী হাতিয়ার খুলে পাহারা দিচ্চে, ডাকাতেরা হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী পোরে, দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের দিকে শাম্বোজী দাঁড়িয়ে। আমি সম্মুখে গিয়ে রাজাকে নমস্কার কোল্লেম। তিনি মাথা নেড়ে একখানি আসন দেখিয়ে দিলেন, আমি পুনর্ব্বার নমস্কার কোরে সেই আসনে গিয়ে বোস্‌লেম। যুবরাজ রাজার ডানদিকে আমার নিকটে আর একখানি আসনে উপবেশন কোল্লেন। আমি ডাকাত-দের দিকে বিশেষ নিরীক্ষণ কোরে দেখি, তাদের সঙ্গে রাঘবজীর ছেলে গোবিন্‌ আগরওয়ালাও পিছমোড়া কোরে বাঁধা; মাথা হেঁট কোরে রয়েছে।—দেখেই চোম্‌কে উঠ্‌লেম। ভাব্‌লেম, এর এ দশা কেন? একে এমন কোরে বেঁধে এনেছে কেন? কিছুই ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

রাজা শাম্বোজীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "দেখ শাম্বু! বীরবল অপরাধী নয় আমি বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি, রাঘবের এক-জন অতি আত্মীয়লোকই ডাকাতদের সঙ্গে যোগ কোরে, তাঁরে খুন কোরেছে। কে সে আত্মীয়লোক? সে আর কে-উ নয়, হত-ভাগ্য রাঘবেরই ঔরসজাত পুত্র,—নরাধম পাপিষ্ঠ, পিতৃদ্রোহী গোবিন্‌!" এই কথা বোলে ডাকাতদের মধ্যে গোবিন্‌ আগরওয়ালার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। পাঠক মহাশয়! স্মরণ করুন, রাঘব আগরওয়ালার ছেলে গোবিন্‌,—সেই দুরাত্মাই পিতৃহন্তা!!

রাজা দণ্ডাজ্ঞা প্রদান কর্‌বার আগে, কুমার ভূপতি রাও শাম্বোজীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "শাম্বোজী! মনে কর, রাঘবজীর খুনের আগে একখানি, আর খুনের পর অপর একখানি বেনামী চিঠি পাও; আমিই সেই দুখানি চিঠি লিখি। তাতে যে আত্মীয়লোকের কথা লেখা ছিল, এই দুষ্ট গোবিনই সেই আত্মীয়লোক! বৃথা বীর-বলকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। যা হোক্‌, ফাঁসির আগেই যে আমি পৌঁছিতে পেরেছিলেম, এ-ই মঙ্গল,—তাতেই একজন নিরপরাধীর প্রাণ-রক্ষা হলো!" শাম্বোজী নতশিরে করপুটে প্রণাম কোল্লেন।

কুমার বাহাদুরের কথা শেষ হোলে, রাজা ঐ ছজনের ফাঁসির হুকুম দিলেন। চোপ্‌-দারেরা তাদের ঘিরে নিয়ে চোল্লো। সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল ফিরোজীটা, "হা আল্লা!—মলাম্‌ গো!—জান্‌ বাঁচাতি পাল্লাম না!—দুনিয়ার কাম্‌ কল্লাম না!" এই সব কথা বোলে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। প্রহরীরা গুঁতো দিতে দিতে তাদের সেখান থেকে নিয়ে গেল! তখন বুঝ্‌তে পাল্লেম, ফিরোজীটা মুসলমান,—বঙ্গদেশস্থ "বাঙাল"

নামক জোলা মুসলমান।—সে নিজে মুসলমান বোলেই ভুলু বাবুর পাপীয়সী ভাইজির নাম "এমিলি" রেখেছিল।

বধ্যভূমিতে অসংখ্য লোকের মাঝখানে পাঁচজন ডাকাতের সঙ্গে পিতৃহন্তা গোবিন্ আগরওয়ালার ফাঁসি হয়ে গেল।

ঊনসপ্ততিতম কাণ্ড

নিগূঢ় তত্ত্ব।—বিদায়ের সূচনা

কুমার ভূপতি রাও আমারে সঙ্গে কোরে তাঁর বস্‌বার ঘরে নিয়ে গেলেন।—অপর কথাবার্ত্তা হবার আগেই তিনি একটী নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "উঃ! পাপ গেল!—ডাকাত্ বেটাদের সঙ্গে থেকে কত রকম অসমসাহসের কর্ম্মই যে কোত্তে হয়েছে, তা আর বল্‌বার কথা নয়।—এখন সে সব মনে কোত্তে গেলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে!—কষ্টও যৎপরোনাস্তি পেয়েছি।—সময়ে আহার, সময়ে নিদ্রা, কিছুই হোতো না। তুমি ত রাজার মুখে সকলি শুনেছ, অধিক আর কি বোল্‌বো? আমি ছদ্মবেশে, নাম ভাঁড়িয়ে ওদের আড্ডাতে গোয়েন্দার কাজ কোত্তেম; কাণ্ডই মিথ্যা!—আমি রাহাজানী কোরে ওদের টাকা লুটে দিতেম; কাণ্ডই মিথ্যা! ওরা জান্‌তো, আমি ওদের অনুচর হয়েছি, কিন্তু আমার মতলব যা, তা ত শুন্‌তেই পেলে, দেখ্‌তেই পেলে। বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে, মোহর নিয়ে মল্লদাসকে দিতেম। দিয়ে বোল্‌তেম, অমুক জায়গায় তিনটে মানুষ ঠেঙিয়ে এই সব টাকা লুটে এনেছি।" কোন দিন ফিরে যেতে একটু বিলম্ব হলে, মল্লদাস তখনি আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তো, 'এত দেরি কেন তোমার?' শুনেই আমি তৎক্ষণাৎ কাপড় থেকে ঝম্ ঝম্ কোরে কতকগুলো টাকা ঢেলে দিতেম! এম্‌নি কোরে কতটাকা যে ওদের যৌথ তহবিলে দিয়েছি, তার আর সোই-সুমোর নাই। তাতেই আমার উপর মল্লদাসের বড় ভক্তি—বড় বিশ্বাস ছিল। আমারে একজন অতি সুচতুর দস্যু বোলেই জান্‌তো! কিন্তু আমি আপনার ইষ্টসিদ্ধির অবসর অন্বেষণেই তৎপর থাক্‌তেম। কোন অচেনা পথিককে দৈবাৎ উপত্যকার দিকে যেতে দেখ্‌তে পেলে, সেই দণ্ডেই তারে সাবধান কোরে দিতেম। কেউ যদি হঠাৎ ধরা পোড়্‌তো, তা হলে প্রাণপণে তার উদ্ধার সাধন কোত্তেম। তুমিই তার তিন রাত্রের সাক্ষী! যা হোক, যে সকল টাকা আমি তাদের দিয়েছিলেম, তার দশগুণ পরিমাণে আদায় হয়ে এসেছে। তাদের আড্ডাতে যতকিছু টাকাকড়ি ছিল, আমাদের লোকেরা সে সকলি লুটে এনেছে। হাঁ, ভাল কথা!—রাজা তোমায়ে ডেকেছেন, বেলা হয়, এই সময় একবার চলো।"

আমি তাঁর সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে রাজাকে নমস্কার কোল্লেম। তিনি আমারে দেখেই

যুবরাজকে ইঙ্গিত কোল্লেন। পাঁচমিনিট পরেই জনকতক লোক রাশীকৃত অলঙ্কার আর ভার ভার মোহর এনে স্তূপীকৃত কোল্লে। রাজা তখন কুমার বাহাদুরকে বোল্লেন, "দেখ ভূপতি! এই সকল টাকার অর্দ্ধেক হরিদাসকে, আর অর্দ্ধেক দীন দুঃখীকে দান করো।" আমি তাই শুনে বিনীতভাবে বোল্লেম, "আজ্ঞা, না ধর্ম্মাবতার! ডাকাতের পাপের ধন আমি গ্রহণ কোর্‌বো না। মহারাজ যখন অনুগ্রহ কোরে অনুমতি কোরেছেন, তখন আমার গ্রহণ করাই হয়েছে। কিন্তু আমি পাপের উপার্জ্জনের অংশী হোতে মনে বড় ভয় পাই, ধর্ম্মকে আমার বড় ভয়? ওগুলি মহারাজ সমস্তই দীন দুঃখীরে বিতরণ করুন।" এই কথা বোলে করযোড়ে নমস্কার কোরে নতশিরে দাঁড়িয়ে রইলেম।

রাজা আমার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে হাত তুলে বোল্লেন, "সাধু! সাধু! এত অল্প বয়সে এতদূর ধর্ম্মজ্ঞান তোমার?—এত নির্লোভী তুমি?—এতে আমি পরম সন্তুষ্ট হলেম। দীর্ঘজীবী হও, বুদ্ধদেব তোমারে কৃপা করুন!"

ভূপতি রাও দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "সাধু হরিদাস!—যথার্থই তুমি সাধু!—এইজন্যেই তোমার কোন বিপদে অমঙ্গল হয় নি!—ডাকাতের হাত থেকে আমি তোমারে মুক্ত করিনি, ধর্ম্মই তোমারে রক্ষা কোরেছেন,—ধর্ম্মবলে তুমি আপনিই রক্ষা পেয়েছ!" রাজসভায় সমস্ত পারিষদ স্তম্ভিতভাবে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইলেন।—সকলেই বাক্যশূন্য!—বোধ হলো, তাঁদের মৌনই যেন আমারে যথারূপে সাধুবাদ দিতে লাগ্‌লো।

ক্রমে বেলা হয়ে উঠ্‌লো। রাজা ঈষৎ হাস্যমুখে আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন। সভাভঙ্গের দামামা বাজ্‌লো। আমি সিংহাসনের সম্মুখে নতমস্তক হয়ে, যুবরাজের সঙ্গে বিদায় হলেম। যুবরাজ আমার অনেক প্রশংসা কোত্তে কোত্তে তাঁর আপনার ঘরে নিয়ে বসালেন। আধ্‌ঘণ্টা পরে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী চোলে এলেম।

সেদিন বৈকালে আমি রাজবাড়ীতে গেলেম না।—পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণকিশোর বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেম। যুবরাজ আর মহারাজের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় কোরে দিলেম। সেখানে তার যথেষ্ট সমাদর লাভ হলো, তিনিও যথেষ্ট শিষ্টাচার দেখালেন। প্রায় একঘণ্টা থেকে অনেক রকম কথাবার্ত্তা কোয়ে আমরা চোলে এলেম। মাসেক দুমাস অতিবাহিত হলো।—মাঝে মাঝে প্রথম বন্ধু শিউশরণ, দ্বিতীয় বন্ধু শাম্বোজী, তৃতীয় বন্ধু রামরঙ্গণ, আর স্বদেশী প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তাঁরা যথোচিত স্নেহমমতা করেন, আমিও যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শন করি। একদিন সকাল বেলা কৃষ্ণকিশোর বাবু আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! অনেকদিন দেশ ছেড়ে আসা হয়েছে, যে উৎপাতে বিব্রত হয়েছিলেম, সেটাও এক রকম চুকে গেছে, বীরচন্দ্রও পরোয়ানা জারী হোতে না হোতেই পালিয়েছে, আর আমি যে কার্‌বারের জন্য এসেছিলেম; তাও এক রকম সিদ্ধ হয়েছে, তবে আর বিদেশে কষ্ট পাই কেন?—দেশে যাই।—তুমিও অনেকদিন এসেছ, যদি ইচ্ছা হয়, চলো; একত্রেই যাওয়া যাক্।—কেমন, কি বলো?"

আমারও দেশে যাবার মন হলো।—বোল্লেম, "দুদিন অপেক্ষা করুন, আমি আপ-

নার সঙ্গেই যাবো।” এই পর্য্যন্ত বোলে তখন তাঁর কাছ থেকে চোলে এলেম। বৈকালে রাজবাড়ীতে গিয়ে কুমার ভূপাতি রাওকে জানালেম দেশে যাব।—তিনি বিমর্ষ হয়ে বোল্লেন, “সে কি?—কেন?—এখানে তোমার কি কষ্ট? আমরা তোমারে আপনার বোলেই জানি, কেন যাবে?—যেয়ো না।—যদি যেতে হয়, তবে আস্‌ছে বৎসর যেয়ো।—যেতে দিই, এমন ইচ্ছা নাই;—যদি একান্তই যেতে চাও, তবে আর একবৎসর পরে গিয়ে দেখে’শুনে এসো!”

আমি বোল্লেম, “আজ্ঞা, যুবরাজ! তা বটে! আপনারা আমারে যথেষ্ট ভালবাসেন, যথেষ্ট স্নেহমমতা করেন, যথেষ্ট কৃপা অনুগ্রহ করেন, কষ্ট আমার এখানে কিছুমাত্রই নাই। তবে কি না রাজকুমার! বুঝ্‌তেই পারেন,—স্বদেশ,—একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। বিশেষ আর একটী সুবিধা পাওয়া যাচ্চে। আমার প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকিশোর বাবু, দু একদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে যাবেন, একসঙ্গে মিলে-মিশে যেতে সেইজন্যেই মনে মনে বড় ইচ্ছা হোচ্চে।”

যুবরাজ পূর্ব্বমত বিমর্ষভাবে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণবদনে বোল্লেন, “আচ্ছা, সে কথা এখনকার নয়! কাল সকালে এসো, পরামর্শ স্থির করা যাবে।”

বেলাও অপরাহ্ণ হলো, আমি বিদায় হলেম। দিবাকর পাটে বসেন,—রৌদ্র নাই,—পর্ব্বতশৃঙ্গ আর বৃক্ষচূড়া যেন সোণার মুকুট মাথায় দিয়ে রাজার মতন শোভাধারণ কোরেছে;—রাখালেরা গাভী ও বৎস নিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্চে,—গ্রাম্য পশুর খুরের ধূলায় অর্দ্ধগগন আচ্ছন্ন হোচ্চে, পাখীরা কিচিমিচি রবে সন্ধ্যাদেবীর আগমনী মহানন্দে ঘোষণা কোচ্চে,—দূর থেকে রাজবাড়ী আর সদাব্রত-বাড়ীর নহবতের ডঙ্কাধ্বনি কর্ণকুহরে প্রতি-ধ্বনি কোচ্চে; আমি নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে কতক আনন্দে, কতক বিষাদে, ধীরে ধীরে চোলে যাচ্চি, পথে বীরবলের সঙ্গে দেখা হলো।—নিরীক্ষণ কোরে দেখেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “বীরবল! কোথা যাচ্চো?—একটু দাঁড়াও, কথা আছে। কদিন ধোরে ক্রমাগত আমি তোমার তত্ত্ব কোরে বেড়াচ্চি, কিছুতেই সন্ধান পাচ্চি না।”

কথা শুনেই বীরবল থোম্‌কে দাঁড়ালো; প্রায় তিনমিনিট আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বোধ হয়, আগে চিন্‌তে পারে নি, শেসে চিন্‌তে পেরে নমস্কার কোল্লে।—কি কথা বল্‌বার উপক্রম কোচ্ছিল, আমি তা শুন্‌তে ইচ্ছা না কোরেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “তুমি যে, বিচারের দিন রাজদর্‌বারে বোলে-ছিলে, ‘আর একদিনের আর এক কথা!’ সে কথাটী কি?—আর ভজনলাল শিকারী যে জবানবন্দী দিলে, তা-ই বা কি? কার সঙ্গে তুমি একরাত্রে কি পরামর্শ কোচ্ছিলে? সত্য বলো, ভয় নাই, আমা-হোতে তোমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হবে না।”

বীরবল একটু ভাব্‌লে।—ভেবে মৃদুস্বরে বোল্লে, “আচ্ছা, বোল্‌ছি, শুনুন; কিন্তু অনু-গ্রহ কোরে প্রকাশ কোর্‌বেন না।—বীরচন্দ্র বোলে একজন বাঙালী এদেশে এসেছিল, সে মল্লদাস ডাকাতের সঙ্গে যোগ কোরে কৃষ্ণ-কিশোর নামে আর একজন বাঙালী বাবুকে তাদের হাতে ধোরিয়ে দিবার জন্যে এক চিঠি লেখে।—সেই চিঠি আমার হাতে দিয়ে ডাকা-তের আড্ডায় পাঠাতে চায়।—পরিচয়

জিজ্ঞাসা কোরেছিল, আমি রাঘবজীর ভাগ্নে বোলে পরিচয় দিয়েছিলেম। তাতেই বোধ হয়, ভজন শিকারী আড়াল থেকে আচ্‌কা কথা শুনে, সন্দেহ কোরে থাক্‌বে। রাঘবজীর নাম হলো, মল্লদাসের নাম হলো, তবে আর কি?—এরাই তবে খুনী আসামী।—তাই ভেবেই আমার বিরুদ্ধে রাজসভায় সাক্ষ্য দেয়। সত্য বোল্‌ছি, এ ছাড়া আর কিছুই না।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে চিঠি তুমি ডাকাতদের হাতে দিয়েছিলে?"

সে উত্তর কোল্লে, "দিয়েছিলেম বৈ কি?—তা নইলে কি ডাকাতেরা কৃষ্ণকিশোরকে ধোত্তে পাত্তো?—এত কাণ্ড হবে জান্‌লে কখনোই আমি সে কাজে হাত দিতেম না। বীরচন্দ্র তখন কৃষ্ণকিশোরের নামে অনেক বদ্‌নাম দিয়ে, আর আমারে কত রকম ভুজং ভাজাং দিয়ে সে পাপে লওয়ায়। তা না হলে ভদ্রসন্তান হয়ে, আমি কি খামোকা সে কাজ কোত্তে সম্মত হই?"

আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা, সেদিন রাজার কাছে তবে তুমি এ সব কথা প্রকাশ কোল্লে না কেন?"

সে বোল্লে, "বোলে আর কি কোর্‌বো? আমাকে তিনি খুনী আসামী জেনেই গ্রেপ্তার কোরেছিলেন, বাজে কথা বোল্লে তিনি কি তা শুনতেন?—আর শুনলেই বা আমার পক্ষে কি এমন সুবিধা হোতে পাত্তো?—আমি ত বীরচন্দ্রের কথা শুনে ভাল কাজ করিনি, সুতরাং সে ওজর আমার পক্ষে সাফাই হোতো আর কি প্রকারে?—তবে খুনী মকদ্দমায় ফাঁসি হয়, তাই নয় হোতো না।—অন্ততঃ যাবজ্জীবন কয়েদ থাকৃতেও ত হোতো?—তাতে আর কি লাভ?—নাম কোল্লে হয় ত বোল্‌তেন, বীরচন্দ্রকে হাজির কোরে দে,—নয় ত বিলক্ষণ রকমে যন্ত্রণা দিতেন।—দুদিকেই বিপদ, বাঁচ্‌বার পথ একটাও নয়, সে অবস্থায় অপর একজনকে ফাঁসিয়ে আর কি হবে? এই ভেবে চুপ কোরে গেলেম।—ধাক্কাটা আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে,—আমার প্রাণের উপর দিয়েই চোলে যাক্‌, পরের মন্দ আর কেন করি?—এই রকম সাতপাঁচ ভেবে, সে কথা তখন আমি প্রকাশ করিনি।"

তার কথা শুনে আমার মনে দয়া হলো,—মিষ্টবাক্যে বোল্লেম, "এত ধর্ম্মবুদ্ধি তোমার, তবে কেন দুষ্ট বীরচন্দ্রের চক্রে ভুলে গিয়েছিলে? সে লোক ভারি তুখোড়, ভারি বদ্‌মাস, তার কথাও ভুল্‌তে আছে? যা হোক্‌, ধর্ম্মে ধর্ম্মে তোমার যে প্রাণরক্ষা হয়েছে, এতেই আমি পরম তুষ্ট হয়েছি। তুমি নির্দ্দোষী,—সে বিষয়ে নিরপরাধী, সেই জন্যে ধর্ম্মই তোমারে রক্ষা কোরেছেন।"

বীরবল নম্রভাবে বোল্লে, "আপনিই আমার প্রাণদাতা!—যদিও আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, তথাচ আমি শুনেছি, আপনিই আমার প্রাণরক্ষার হেতু হয়েছেন, আমি চিরজীবন আপনার অনুগ্রহের দাস হয়ে থাক্‌বো। আপনারে নমস্কার!"

আমি বোল্লেম, "ও কথা বোলো না, আমি কে? ধর্ম্মই তোমারে নিরাপদ কোরেছেন। তুমি নির্দ্দোষী,—ধর্ম্মই তোমারে বাঁচিয়ে দিয়েছেন,—আমি কে?"

বীরবল সে কথা না শুনে বারবার আমারে নমস্কার কোত্তে লাগ্‌লো। আমি কুণ্ঠিত হয়ে তারে অনেক প্রবোধ দিয়ে ক্ষান্ত কোল্লেম।

সে আমার সঙ্গে অনেক কথা কইতে কইতে মহাজনের দরজা পর্য্যন্ত এলো, আমি মিষ্টালাপে কোরে তারে বিদায় দিয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম; সে চোলে গেল।

যখন আমি বাড়ীতে গেলেম, তখন মহাজন এসেছেন!—তার সঙ্গে অনেক রকম কথাবার্ত্তা হলো।—আহারের পর আমি অবসর বুঝে তাঁরে বোল্লেম, 'মহাশয়! আমার একজন বন্ধু এদেশে এসেছেন, দু একদিনের মধ্যেই স্বদেশে ফিরে যাবেন। আমারো মন হয়েছে, আমিও তাঁর সঙ্গে দেশে যাবো।"

মহাজন এই কথা শুনে প্রায় পাঁচ মিনিট কথা কইতে পাল্লেন না; যেন বাক্‌রোধ হলো। একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগ্‌লেন। তারপর ছল্ ছল্ চক্ষে গদ্‌গদ্‌স্বরে বোল্লেন, "হরিদাস!—কোথা যাবে?—কেন যাবে?—আমার পুত্রসন্তান নাই, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার পুত্র। তুমি যাবে কেন?' বারম্বার এই কথা বোলে তিনি অতিশয় অস্থির হোতে লাগ্‌লেন; দরদরধারে নয়ন হোতে অশ্রুপাত হোতে লাগ্‌লো।—আমিও তা হোতে নিস্তার পেলেম না। আমারো চক্ষে জল এলো; কাতর হয়ে বোল্লেম, "এত মায়া আপনার? তা আমি আগে জান্‌তে পারিনি।—আজ রাত্রে ও কথা আর উত্থাপন কোর্‌বো না; আপনি বিশ্রাম করুন গে।" তিনি বিষাদিত মনেই শয়ন কোত্তে গেলেন, আমিও শয়ন কোল্লেম। নানা চিন্তায় রজনী প্রভাত হলো,—ভাল রকম নিদ্রা হলো না।

সপ্ততিতম কাণ্ড।

বিদায়

প্রাতঃকালে বেলা আন্দাজ সাড়েসাতটার সময় একখানি সুসজ্জিত যুড়ী এসে দরজার সাম্‌নে দাঁড়ালো; কুমার ভূপতি রাও গাড়ী থেকে নাম্‌লেন। আমি শশব্যস্ত হয়ে অভ্যর্থনা কোরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেম। মহাজন সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে একধারে সোরে দাঁড়ালেন। যোড়হাতে বোল্লেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য! হুজুরের শুভাগমন হয়েছে, পরম সৌভাগ্য!—বাড়ী পবিত্র হলো!"

যুবরাজ তাঁরে বোস্‌তে বোলে, আমার দিকে আঙুল হেলিয়ে প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "দেখ সামন্ত! তোমার এই হরিদাসটী অতি ভদ্র,—অতি সৎ,—অতি গুণবান,—আমার পরম স্নেহপাত্র!—তুমি এঁরে বাড়ীতে রেখে খুব ভাল কাজই কোরেছ,—আমি তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। হরিদাস দেশে যাবেন বোল্‌ছেন, শুনে বড় কষ্ট বোধ হোচ্চে!"

মহাজন সজলনয়নে আমার মুখপানে একবার চেয়ে রাজপুত্রকে বোল্লেন, "আজ্ঞা, আপনি যা আজ্ঞা কোচ্চেন, তা সকলি যথার্থ! হরিদাসের উপর আমার ছেলের মতন মায়া

বোসেছে! যাবার কথা শুনে অবধি এম্নি উতলা হয়েছি, বোল্‌বো কি ধর্ম্মাবতার! কিছুতেই অন্তঃকরণ স্থির কোত্তে পাচ্চি না!” এই কথা বোলে আবার আমার মুখের দিকে চাইলেন। দুটী গাল বোয়ে চক্ষের জল টস্ টস্ কোরে পোড়্‌তে লাগ্‌লো!

রাজপুত্র একটু কাতরভাবে বোল্লেন, “শান্ত হও সামন্ত। শান্ত হও। অত আকুল হয়ো না,—কি কোর্‌বে?—আমারো ইচ্ছা নাই যে, হরিদাসকে ছেড়ে দিই! কিন্তু কি কোর্‌বো?—দেশে যাবার মন হয়েছে, বারবার বাধা দিতে পাচ্চি না।”

মহাজন চোকের জল মুছে বিষণ্ণবদনে বোল্লেন, “কি করি মহারাজ? মন যে কিছুতেই প্রবোধ মান্‌চে না?”

রাজকুমার বোল্লেন, “হাঁ, তা ত বটেই? —মায়া হয়েছে, অবশ্যই মন আকুল হয়ে উঠে! কিন্তু তুমি বিজ্ঞ লোক, সকলি ত বুঝ্‌তে পারো, বারবার ইচ্ছার ব্যাঘাত করা কি ভাল হয়?”

মহাজন অগত্যাই মৌন হয়ে রইলেন। তাতেই তাঁর সম্মতি একপ্রকার প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো।—দু চার কথার পর, যুবরাজ আমারে গাড়ীতে তুলে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেলেন। একেবারে সরাসর রাজসভার ভিতর গিয়ে উপস্থিত। রাজা আমারে দেখেই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “হরিদাস! তুমি না কি দেশে যাবে?—আর কিছুদিন এখানে থাক্‌লে ভাল হোতো না?”

আমি নমস্কার কোরে নতশিরে উত্তর কোল্লেম, “আজ্ঞা মহারাজ! কিছুদিন কেন, আপনার আশ্রয়ে চিরদিনই থাকতে আমার নিতান্ত বাসনা!—এ অনুগ্রহ ত লোকে অন্তরের সহিত প্রার্থনাই কোরে থাকে!—কিন্তু অনেকদিন এসেছি, একবার—”

বোল্‌তে বোল্‌তেই রাজা একটু মুচ্‌কে হেসে বোল্লেন, “বুঝেছি, একাকী তবে থাক্‌বে না! আচ্ছা, চিঠিপত্র লিখো,—কিছু আবশ্যক হলে অসঙ্কোচে সে বিষয় আমাকে জানিও, আমি তদ্দণ্ডেই সাহায্য কোর্‌বো। তোমারে আমি আন্তরিক স্নেহ করি!” এই কথা বোলে প্রধান মন্ত্রীর দিকে কটাক্ষ কোরে ইঙ্গিত কোল্লেন।

মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান কোরে, এক-প্রস্থ মখ্‌মলের পোষাক, একটা সাঁচ্চা পাগ্‌ড়ি, একছড়া মুক্তামালা, একছড়া সোণার হার, একখানা তলোয়ার, আর এক থাল মোহর আমার সম্মুখে রাখ্‌লেন। রাজা হাস্যমুখে বোল্লেন, “হরিদাস! স্নেহের পুরস্কার,—যত্নের উপহার,—রাজদত্ত সম্ভ্রমের খেলোয়াত মনে কোরে এগুলি গ্রহণ করো!”

আমি করযোড়ে নমস্কার কোরে নতশিরে দাঁড়ালেম। পরক্ষণেই বরদারাজ যুবরাজের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুমিষ্টস্বরে বোল্লেন, “দেখ ভূপতি! একটা হাওদাশুদ্ধ হাতী, আর চারজন চোপ্‌দার হরিদাসের সঙ্গে দাও!”

কুমার ভূপতি রাও “যে আজ্ঞা” বোলে আমার হাত ধোরে নিয়ে চোল্লেন। আমি রাজারে প্রণাম, আর সভাসদ্‌গণকে যথাযোগ্য অভিবাদন কোরে সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলেম।

রাজকুমার আমারে আপনার ঘরে বোসিয়ে বোল্লেন, “আমি তোমার আর যৎকিঞ্চিৎ উপকার কোত্তে ইচ্ছা করি! সে ইচ্ছা এই, তুমি দেশে যাবার সময়, যে যে রাজ্যে যাতে কোরে যথোচিত সমাদর পাও, তার একটা

উপায় কোরে দিই।” এই কথা বোলে উদয়পুর, জয়পুর, গোয়ালিয়ার, ইন্দোর প্রভৃতি রাজপুতানার স্বাধীন রাজাদের নামে এক একখানি, আর বারাণসীর রাজার নামে অপর একখানি অনুরোধপত্র লিখে দিলেন। আমি তাঁরে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিয়ে সেগুলি গ্রহণ কোল্লেম। পরে ফটক পর্য্যন্ত এসে তিনি আমারে একটী পরম সুন্দর হস্তী, আর চারজন প্রহরী দিয়ে খেলোয়াতের সামগ্রীগুলি সেই হস্তীর উপর উঠিয়ে দিলেন। দিয়ে, একখানি মোড়ক করা চিঠি আমার হস্তে অর্পণ কোরে বোল্লেন, “এখানি এখন খুলো না। বিশেষ দরকারি চিঠি, সহরের বাইরে গিয়ে দেখো, এখন খুলো না,—আমার দিব্য, এখন খুলো না!” আমি তাঁর কথার ভাব বুঝ্‌তে না পেরেও “যে আজ্ঞা” বোলে গ্রহণ কোল্লেম। তার পর তাঁরে নমস্কার কোরে হস্তী আরোহণে বিদায় হলেম। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ ফটকে দাঁড়িয়ে তিনি আমারে স্নেহচক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

আমি মহাজনের বাড়ীতে পৌছিলেম। আহারাদির পর বৈকালে কৃষ্ণকিশোর বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে বোল্লেম, “সমুদয় প্রস্তুত, কাল প্রাতঃকালেই যাত্রা করা যাবে!” তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন।

সন্ধ্যার পর শিউশরণজী, শাম্বোজী, রামরঙ্গণ, বীরবল প্রভৃতি সমস্ত বন্ধুবান্ধব বা চেনা লোকের কাছে বিদায় নিলেম। সকলেই থাক্‌বার জন্যে জেদ্ কোত্তে লাগ্‌লেন, সকলেই ভালবাসা জানালেন, আর সকলেই আমার বিদায়ে কাতরতা প্রকাশ কোল্লেন;—আমিও অতিশয় কাতর হলেম। রাত্রে মহাজন অনেক অ[illegible]প কোত্তে লাগ্‌লেন, আবার থাক্‌বার জন্যে অনুরোধ কোল্লেন। আমি বিষণ্ণবদনে তাঁর কাছ থেকে সোরে এলেম। বাস্তবিক, আমার মন এরূপ আকুলিত হয়ে উঠ্‌লো যে, চক্ষের জল কোন ক্রমেই আটক রাখ্‌তে পাল্লেম না।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে, মহাজনকে বন্দনা কোরে, বাড়ী থেকে বেরুলেম। তিনি খানিকদূর পর্য্যন্ত আমারে এগিয়ে দিলেন। কৃষ্ণকিশোর বাবু আর আমি, প্রথমে সদাব্রত বাড়ীতে গিয়ে শিউশরণজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। তিনিও নগরের সীমা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন। জিনিস-পত্র বাহকেরা নিয়ে চোল্লো। রাজদত্ত হস্তীটী, কিংখাপের চাপ্‌কান্, আর একছড়া সোণার হার, শিউশরণকে স্মরণচিহ্নস্বরূপ উপহার দিলেম। তিনি আমারে সস্নেহে আলিঙ্গন কোরে, অশ্রুপূর্ণচক্ষে বিদায় দিলেম।—মহা-রাজের চোপ্‌দারেরাও আমারে অভিবাদন কোরে তাঁর সঙ্গে বিদায় হলো। আমরা গাড়ী কোরে চোল্লেম। কৃষ্ণকিশোর বাবুর সঙ্গে যে সকল লোকজন ছিল, তারাই আমা-দের জিনিসপত্রের বাহক হলো। বেলা দুই-প্রহরের পূর্ব্বেই বরদানগর ছাড়িয়ে এলেম।

খানিকদূর এসে কুমার ভূপতি রাও বাহা-দুরের শেষপ্রদত্ত মোড়ক করা চিঠিখানি কৌতুকসহকারে খুল্‌লেম। খামের ভিতর থেকে চিঠির সঙ্গে একখণ্ড কাগজ সোরে পোড়্‌লো। চিঠিতে এরূপ লেখাছিল :—

“প্রিয়মিত্র হরিদাস!

“কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমারে আমি যৎকিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিতেছি। তোমার স্বভাবচরিত্র আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছি। অর্থদান করিলে কোনমতেই তুমি

ছাট

গ্রহণ করিবে না; সেই নিমিত্তই তোমার সহিত এই চতুরতা করিলাম! তোমার স্বভাব-সিদ্ধ সরলতাগুণে আমাকে ক্ষমা করিবে, এ-ই প্রত্যাশা!"

"নগদ অর্থ কখনই তোমাকে দিতাম না, দিবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু কোন্ কোন্ বস্তু তোমার প্রিয়, কি কি দ্রব্য তুমি ভালবাস, তাহা আমি জানি না। সুতরাং অগত্যা এই হুণ্ডীখানি প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম! প্রণয়-উপহার মনে করিয়া গ্রহণ করিও,—পরিত্যাগ করিও না, অথবা কোন প্রকারে প্রত্যর্পণ করিবার চেষ্টা করিও না! গ্রহণ করিলে প্রীতিলাভ করিব, অন্যথা হইলে অতিশয় দুঃখিত হইব,—মর্ম্মে ব্যথা পাইব! এই টাকায় তুমি তোমার মনোমত প্রিয়বস্তু ক্রয় করিয়া আমাকে সুখী করিও! প্রণয়চিহ্ন স্বরূপ ইহা প্রদত্ত হইল! অদ্য এই পর্য্যন্ত—প্রিয়মিত্র হরিদাস! সাভিবাদন বিদায়।"

"জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! তোমার শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক শুভ সমাচারে কেবল একজনমাত্র অকৃত্রিম প্রিয়বন্ধু যতদূর আনন্দলাভ করিবে, বোধ হয় জগৎমধ্যে কেহই আর ততদূর আনন্দলাভ করিবে না! কে সেই একজন?—তোমার একমাত্র মঙ্গলাভিলাষী অকৃত্রিম প্রিয়বন্ধু

শ্রীভূপতি রাও।"

পত্রখানি পাঠ কোরে মনে এক অপূর্ব্ব-ভাবের উদয় হলো।—আমি অতি সামান্য লোক, একজন দিক্‌পাল রাজপুত্র আমারে এত বিনয় কোরে পত্র লিখ্‌লেন! আনন্দের সঙ্গে সেই নবভাব মিশ্রিত হয়ে আরো অধিক অপূর্ব্ব বোলে বোধ হোতে লাগ্‌লো।—হুণ্ডী-খানি খুলে দেখ্‌লেম, লক্ষ্ণৌনগরের রঙ্গলাল মহাজনের উপর দশসহস্র টাকার বরাত!—দেখেই আমার বিস্ময় বোধ হলো। মনে মনে কুমার বাহাদুরের দয়া, অনুগ্রহ, আর বদান্য-তার ভূয়সী প্রশংসা কোত্তে কোত্তে হুণ্ডীখানি যত্ন কোরে রাখ্‌লেম। শকট দ্রুতবেগে চোল্‌তে লাগ্‌লো।

বরদার নিকটেই ইন্দ্রাদি পর্ব্বত। তার উত্তরপূর্ব্বদিকে মহীনদী। এই নদীর উত্তর-পশ্চিমে গোদ্‌রা।—পূর্ব্বদিকে অতি নিকটেই ধারানগর। পূর্ব্বে এই নগর ভোজরাজার রাজধানী ছিল। এই প্রদেশে চম্পা, সিপ্রা, বেত্রবতী, কালীসিন্ধু, পার্ব্বতী প্রভৃতি অনেক শোভাময়ী নদী আছে।

ভোজরাজের রাজধানী পশ্চাতে রেখে রাজোদ্, রাত্‌লিম, আর রিংনাদ। এই তিন-খানি গ্রাম দর্শন কোরে মণ্ডেশ্বরনগরে পৌঁছি-লেম। তথায় চম্পানদী প্রবাহিত। চম্পা পার হয়ে সিপ্রানদীর তীরস্থ কোটরিনগরে উপনীত হলেম। সেখান থেকে সুষণের, তার পর ছোট ছোট অনেক গ্রাম অতিক্রম কোরে রামগড়ে উপস্থিত হলেম। এইস্থানকে সেখানকার লোকে রঘুগড় বলে। রঘুগড়ের পরেই ভিহাটী, ওর্‌বা ও ঝাঁসি রাজ্য।—তিনটী নগরই বেত্রবতীকূলে স্থাপিত। প্রধান নগর ঝাঁসি।—এই নগরে অনেক দর্শনীয় পদার্থ আছে।—বরদা থেকে লক্ষ্ণৌনগর প্রায় চারিশত দশক্রোশ দূর। যদিও সোজাপথে ঝাঁসির পর সুরসেরা, আদম্‌পুর, জালালপুর, কাল্‌পি, কাজুয়ানগর উত্তীর্ণ হয়ে কাণপুরে আস্‌তে হয়। সেখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে কিছু দূরেই লক্ষ্ণৌ।—কিন্তু বীরপ্রসূতা রাজ-পুতানা দর্শন কর্‌বার না কি বড় ইচ্ছা, সেই জন্যে এপথে না এসে, একটু বেড় দিয়ে এলেম।

১২৫১ সালের চৈত্রমাসের ১৬ই তারিখে রাজস্থানের সীমায় পদার্পণ কোল্লেম। যখন এলাহাবাদ থেকে বেরুই, তখনই এই বীর-জননী রাজপুতানা দর্শনের ইচ্ছা হয়েছিল, কেবল শত্রুভয়ে যে আশা তখন পূর্ণ কোত্তে পারি নি;—এখন মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। বিশেষতঃ কুমার ভূপতি রাওয়ের অনুগ্রহে অতি সম্ভ্রমের সহিতই মনস্কামনা সুসিদ্ধ হলো। তাঁর নিদর্শনপত্র দেখে, রাজস্থানের স্বাধীন রাজা আর মহারাজেরা আমারে যথেষ্ট খাতির যত্ন কোল্লেন। নগরের শোভা, প্রাচীন কীর্ত্তি, নানা দেবালয় মনোহর অথচ ভয়ঙ্কর দুর্গ, সুদৃশ্য পাহাড়, আর প্রশস্ত রণক্ষেত্র দর্শন কোরে, অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপূর্ণ হলো। বীরপত্নীদের সতীত্ব, বীরত্ব, আর মহত্ত্ব শুনে, বিস্ময়ের সঙ্গে চিত্ত যে কি রকম পুলকিত হয়ে উঠ্‌লো, তা আর বল্‌বার কথা নয়! প্রায় চারি মাস রাজপুতানারাজ্যে ভ্রমণ কোরে, রাজাদের কাছে বিদায় নিলেম। শ্রাবণমাসের শেষে সে দেশ থেকে বেরিয়ে, নানাস্থান দর্শন কোরে, আশ্বিনমাসে লক্ষ্ণৌনগরে পৌঁছিলেম।

একসপ্ততিতম কাণ্ড।

লক্ষ্ণৌ

নগরে পৌঁছে সন্ধান কোরে মহাজন রঙ্গলালের বাড়ীতে উপস্থিত হলেম। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করা গেল, "মহাজন বাড়ী আছেন?" অনুকূল উত্তর পেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। তিনি আমাদের পরিচয় পেয়ে আদর কোরে বসালেন। দুদণ্ডের আলাপেই বুঝ্‌লেম, মহাজন অতি অমায়িক লোক।

মহাজন শ্যামবর্ণ, গড়ন মাঝারি, দোহারা, ঝাঁকড়া চুল, বাব্‌রি কাটা। গাল পুরন্ত, কপাল পাড়া, গোচ্ছা গোঁফ, বড় পুরু নয়। নাক মাঝারি, আগা কিছু মোটা। চোক বড়, দাড়ী খাটো, গজস্কন্ধ, বুক কিছু খালা, বাহু সুডোল, হাতের কব্জি কিছু ফুলো, আঙুল ছোট, কোমর মোটা, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ী, স্বর গম্ভীর, বয়স আন্দাজ ৪৩।৪৪ বৎসর।

তাঁর সঙ্গে অনেক রকম কথাবার্ত্তার পর হুণ্ডীখানি বার্ কোরে তাঁরে দেখালেম।—তিনি দেখে একটু হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আজি কি টাকা চাই?" আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা না, এখানে কিছুদিন থেকে নগর দর্শন কর্‌বার ইচ্ছা আছে, যাবার আগের দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে টাকা নিয়ে যাবো।" এই কথায় তিনি যেন আহ্লাদিত হয়েই বোল্লেন, "আপনাদের কিছুদিন এখানে থাকা হবে শুনে বড় সন্তুষ্ট হলেম।—অনুগ্রহ কোরে যদি আমার বাড়ীতে অবস্থিতি করেন, তা হলে অতিশয় আপ্যায়িত হই। এখানে কোনো ক্লেশ হবে না, বিদেশ বোলে জান্‌তেও

গ্রহণ করিবে না; সেই নিমিত্তই তোমার সহিত এই চতুরতা করিলাম! তোমার স্বভাব-সিদ্ধ সরলতাগুণে আমাকে ক্ষমা করিবে, এ-ই প্রত্যাশা!"

"নগদ অর্থ কখনই তোমাকে দিতাম না, দিবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু কোন্ কোন্ বস্তু তোমার প্রিয়, কি কি দ্রব্য তুমি ভালবাস, তাহা আমি জানি না। সুতরাং অগত্যা এই হুণ্ডীখানি প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম! প্রণয়-উপহার মনে করিয়া গ্রহণ করিও,—পরিত্যাগ করিও না, অথবা কোন প্রকারে প্রত্যর্পণ করিবার চেষ্টা করিও না! গ্রহণ করিলে প্রীতিলাভ করিব, অন্যথা হইলে অতিশয় দুঃখিত হইব,—মর্ম্মে ব্যথা পাইব! এই টাকায় তুমি তোমার মনোমত প্রিয়বস্তু ক্রয় করিয়া আমাকে সুখী করিও! প্রণয়চিহ্ন স্বরূপ ইহা প্রদত্ত হইল! অদ্য এই পর্য্যন্ত—প্রিয়মিত্র হরিদাস! সাভিবাদন বিদায়।"

"জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! তোমার শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক শুভ সমাচারে কেবল একজনমাত্র অকৃত্রিম প্রিয়বন্ধু যতদূর আনন্দলাভ করিবে, বোধ হয় জগৎমধ্যে কেহই আর ততদূর আনন্দলাভ করিবে না! কে সেই একজন?—তোমার একমাত্র মঙ্গলাভিলাষী অকৃত্রিম প্রিয়বন্ধু

শ্রীভূপতি রাও।"

পত্রখানি পাঠ কোরে মনে এক অপূর্ব্ব-ভাবের উদয় হলো।—আমি অতি সামান্য লোক, একজন দিক্‌পাল রাজপুত্র আমারে এত বিনয় কোরে পত্র লিখ্‌লেন! আনন্দের সঙ্গে সেই নবভাব মিশ্রিত হয়ে আরো অধিক অপূর্ব্ব বোলে বোধ হোতে লাগ্‌লো।—হুণ্ডী-খানি খুলে দেখ্‌লেম, লক্ষ্ণৌনগরের রঙ্গলাল মহাজনের উপর দশসহস্র টাকার বরাত!—দেখেই আমার বিস্ময় বোধ হলো। মনে মনে কুমার বাহাদুরের দয়া, অনুগ্রহ, আর বদান্য-তার ভূয়সী প্রশংসা কোত্তে কোত্তে হুণ্ডীখানি যত্ন কোরে রাখ্‌লেম। শকট দ্রুতবেগে চোল্‌তে লাগ্‌লো।

বরদার নিকটেই ইন্দ্রাদি পর্ব্বত। তার উত্তরপূর্ব্বদিকে মহীনদী। এই নদীর উত্তর-পশ্চিমে গোদ্‌রা।—পূর্ব্বদিকে অতি নিকটেই ধারানগর। পূর্ব্বে এই নগর ভোজরাজার রাজধানী ছিল। এই প্রদেশে চম্পা, সিপ্রা, বেত্রবতী, কালীসিন্ধ, পার্ব্বতী প্রভৃতি অনেক শোভাময়ী নদী আছে।

ভোজরাজের রাজধানী পশ্চাতে রেখে রাজোদ্, রাত্‌লিম, আর রিংনাদ। এই তিন-খানি গ্রাম দর্শন কোরে মণ্ডেশ্বরনগরে পৌঁছি-লেম। তথায় চম্পানদী প্রবাহিত। চম্পা পার হয়ে সিপ্রানদীর তীরস্থ কোটরিনগরে উপনীত হলেম। সেখান থেকে সুষণের, তার পর ছোট ছোট অনেক গ্রাম অতিক্রম কোরে রামগড়ে উপস্থিত হলেম। এইস্থানকে সেখানকার লোকে রঘুগড় বলে। রঘুগড়ের পরেই ভিহাটী, ওর্‌বা ও ঝাঁসি রাজ্য।—তিনটী নগরই বেত্রবতীকূলে স্থাপিত। প্রধান নগর ঝাঁসি।—এই নগরে অনেক দর্শনীয় পদার্থ আছে।—বরদা থেকে লক্ষ্ণৌনগর প্রায় চারিশত দশক্রোশ দূর। যদিও সোজাপথে ঝাঁসির পর সুরসেরা, আদমপুর, জালালপুর, কাল্‌পি, কাজওয়ানগর উত্তীর্ণ হয়ে কাণপুরে আস্‌তে হয়। সেখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে কিছু দূরেই লক্ষ্ণৌ।—কিন্তু বীরপ্রসূতা রাজ-পুতানা দর্শন কর্‌বার না কি বড় ইচ্ছা, সেই জন্যে এপথে না এসে, একটু বেড় দিয়ে কোটা।

১২৫১ সালের চৈত্রমাসের ১৬ই তারিখে রাজস্থানের সীমায় পদার্পণ কোল্লেম। যখন এলাহাবাদ থেকে বেরুই, তখনই এই বীর-জননী রাজপুতানা দর্শনের ইচ্ছা হয়েছিল, কেবল শত্রুভয়ে যে আশা তখন পূর্ণ কোত্তে পারি নি;—এখন মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। বিশেষতঃ কুমার ভূপতি রাওয়ের অনুগ্রহে অতি সম্ভ্রমের সহিতই মনস্কামনা সুসিদ্ধ হলো। তাঁর নিদর্শনপত্র দেখে, রাজস্থানের স্বাধীন রাজা আর মহারাজেরা আমারে যথেষ্ট খাতির যত্ন কোল্লেন। নগরের শোভা, প্রাচীন কীর্ত্তি, নানা দেবালয় মনোহর অথচ ভয়ঙ্কর দুর্গ, সুদৃশ্য পাহাড়, আর প্রশস্ত রণক্ষেত্র দর্শন কোরে, অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপূর্ণ হলো। বীরপত্নীদের সতীত্ব, বীরত্ব, আর মহত্ত্ব শুনে, বিস্ময়ের সঙ্গে চিত্ত যে কি রকম পুলকিত হয়ে উঠ্‌লো, তা আর বল্‌বার কথা নয়! প্রায় চারি মাস রাজপুতানারাজ্যে ভ্রমণ কোরে, রাজাদের কাছে বিদায় নিলেম। শ্রাবণমাসের শেষে সে দেশ থেকে বেরিয়ে, নানাস্থান দর্শন কোরে, আশ্বিনমাসে লক্ষ্ণৌনগরে পৌঁছিলেম।

একসপ্ততিতম কাণ্ড

লক্ষ্ণৌ।

নগরে পৌঁছে সন্ধান কোরে মহাজন রঙ্গলালের বাড়ীতে উপস্থিত হলেম। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করা গেল, "মহাজন বাড়ী আছেন?" অনুকূল উত্তর পেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। তিনি আমাদের পরিচয় পেয়ে আদর কোরে বসালেন। দুদণ্ডের আলাপেই বুঝ্‌লেম, মহাজন অতি অমায়িক লোক।

মহাজন শ্যামবর্ণ, গড়ন মাঝারি, দোহারা, ঝাঁক্‌ড়া চুল, বাব্‌রি কাটা। গাল পুরন্ত, কপাল পাড়া, গোচ্ছা গোঁফ, বড় পুরু নয়। নাক মাঝারি, আগা কিছু মোটা। চোক বড়, দাড়ী খাটো, গজস্কন্ধ, বুক কিছু খালা, বাহু সুডোল, হাতের কব্জি কিছু ফুলো, আঙুল ছোট, কোমর মোটা, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ী, স্বর গম্ভীর, বয়স আন্দাজ ৪৩।৪৪ বৎসর।

তাঁর সঙ্গে অনেক রকম কথাবার্ত্তার পর হুণ্ডীখানি বার্ কোরে তাঁরে দেখালেম।—তিনি দেখে একটু হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আজি কি টাকা চাই?" আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা না, এখানে কিছুদিন থেকে নগর দর্শন কর্‌বার ইচ্ছা আছে, যাবার আগের দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে টাকা নিয়ে যাবো।" এই কথায় তিনি যেন আহ্লাদিত হয়েই বোল্লেন, "আপনাদের কিছুদিন এখানে থাকা হবে শুনে বড় সন্তুষ্ট হলেম।—অনুগ্রহ কোরে যদি আমার বাড়ীতে অবস্থিতি করেন, তা হলে অতিশয় আপ্যায়িত হই। এখানে কোনো ক্লেশ হবে না, বিদেশ বোলে জানতেও

পার্‌বেন না, আপনার বাড়ীর মতনই থাক্‌বেন,—কোনো কষ্ট নাই।—আমি বাঙালী লোককে বড় ভালবাসি। বিশেষতঃ আপনারা ভদ্রসন্তান,—সম্ভ্রান্তলোক; আর এই রকম কার্য্যে আমার অত্যন্ত আমোদ!”

মহাজনের কথা শুনে আমি কৃষ্ণকিশোর বাবুর মুখের দিকে চাইলেম। তাঁর আকার ইঙ্গিতে সম্মতিলক্ষণ প্রকাশ হলো দেখে, আমি মহাজনকে বোল্লেম, “মহাশয়! আপনার সদ্ব্যবহারে অতিশয় বাধিত হোলেম।—অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য!” তাই শুনে তিনি আনন্দিত হলেন; আমাদের জিনিসপত্রগুলিও তুলিয়ে রাখালেন। ক্রমে বেলা হলো, মহাজন ব্যস্ত হয়ে রন্ধনাদির উদ্যোগ কোত্তে আজ্ঞা দিলেন। দুইপ্রহরের মধ্যেই আমাদের আহারাদি কার্য্য সমাপন হলো।

উপরের দুটী বড় বড় ঘরে আমাদের বাসা হলো। একটী শয়নঘর, আর একটী বস্‌বার ঘর। পাশের দিকের আর একটী ছোট ঘরে জিনিষপত্রগুলি রাখা গেল। বাড়ীটী তিনমহল। সদরমহলটী চকবন্দী করা।—সদরের যে তিনটী ঘরে আমাদের বাসা, তারির পশ্চিম-টেরের ঘরের সম্মুখে একটা সুঁড়ি পথ। সেই জুলিপথ দিয়ে অন্দরমহলে যাওয়া আসা যায়।—অতি নিকটেই অন্দরমহল।—এত নিকট যে, বাড়ীর ভিতর কথা কইলে স্পষ্ট শুনা যায়। জুলিপথের দরজার পাশে দাঁড়ালে অন্দরের ঘরগুলি বেশ দেখা যায়।—আমাদের বাসাঘরের দক্ষিণের চকে বৈঠকখানা। আমরা স্বচ্ছন্দে সেই বাড়ীতে থাক্‌লেম। মহাজন খুব খাতির যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন।

মহাজনের পরিবারের মধ্যে তিনি নিজে, আর তাঁর সহধর্ম্মিণী। সন্তানাদি কিছুই হয় নি। বাড়ীতে দুজন চাকর আর দুজন চাক্‌রাণী আছে। একজন চাকরের নাম রঘু, আর একজনের নাম রামফল। রামফল কর্ত্তার বড় প্রিয়পাত্র!—তার গড়ন মাঝারি, দোহারা, শ্যামবর্ণ, ঝাঁকড়া চুল; বয়স অনুমান ৩০।৩২ বৎসর। চাক্‌রাণীদের নাম, যশী আর পিয়ালী। শুন্‌লেম, যশী অনেক দিনের পুরাতন চাক্‌রাণী; বয়সও অনেক, খুব বিশ্বাসী; গিন্নী তারে বড় ভালবাসেন।—পিয়ালী নূতন, বয়সও অল্প, দেখ্‌তে বড় মন্দ নয়।

পরদিন আহারের পর কৃষ্ণকিশোর বাবুর সঙ্গে নগর দর্শন কোত্তে বেরুলেম। খানিকদূর উত্তরমুখে গিয়ে দেখি, সম্মুখে একটী পরম সুন্দর বাজার। সেখানে সকল রকম জিনিসপত্র সহজে পাওয়া যায়। এই বাজারের নাম আমীনাবাদ-বাজার। বাজারের পশ্চিম গায়ে আমীনউদ্দোলার কুঠী। কুঠীটী অতি মনোহর, উত্তরপূর্ব্বে দুটী ফটক। উত্তরের ফটকেই বাজার। বেড়াতে বেড়াতে কিঞ্চিৎ উত্তরে গিয়ে দেখি, একটা বাড়ীতে জনকতক ভদ্রলোক ফুলের মালা হাতে কোরে প্রবেশ কোচ্চেন। মনে কোল্লেম, দেবালয় হবে, দর্শন কোরে আসি।—প্রবেশ কোরে দেখ্‌লেম, একটী ছোট মন্দিরে শিবলিঙ্গ,—রকের চার্‌দিকে পাঁচ সাতজন অবধূত-সন্ন্যাসী বোসে আছে। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, শিবের নাম ভৈরবজী।—এখানে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল।—বাড়ীর ভিতর পাঁচ সাতটা অশ্বথ গাছ, তার মধ্যে একটা ছোট গাছের পাতাগুলি, শাদা শাদা।

ভৈরবীকে প্রণাম কোরে দেবালয় থেকে বেরুলেম। একটু দূরে গিয়েই ছত্রমঞ্জিল!

অপর একটী নাম বাদশামঞ্জিল। এটী প্রাচীন রাজবাড়ী। এই মহলের ভিতর লাল-বারদ্বারী, ফরদ্‌বক্‌সকুঠী, দেলারামকুঠী ইত্যাদি অনেক মহল আছে। নসীরুদ্দীন শা, এই মঞ্জিল নির্ম্মাণ করান। ছত্রমঞ্জিলের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে কৈশরবাগ। এর ভিতর কৈশর-পসন্দ, চৌলক্ষি কুঠী, নগিনাওয়ালি বারদ্বারী, পাথরওয়ালী বারদ্বারী; রাসমঞ্জিল, স্বর্ণলঙ্কা ইত্যাদি অনেক বাদশাই-কেলীগৃহ আছে। কৈশরপসন্দ বাটীটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তার গঠন আমাদের দেশের রথের ন্যায়।—চারটী তবক্ ক্রমে ক্রমে চূড়ার আকারে নির্ম্মাণ করা। এক এক তবকের চার্ কোণে চার্‌টী কোরে সোণালা গম্বুজ।

ছত্রমঞ্জিলের ঠিক উত্তরেই মৃদুবেগবতী স্রোতস্বতী গোমতী, পূর্ব্বপশ্চিমে প্রবাহিতা।—গোমতীর জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। এত স্বচ্ছ যে, তীরে দাঁড়ালে জলের নীচে চার্ পাঁচহাত পর্য্যন্ত দেখা যায়! জল কৃষ্ণবর্ণ। একটু পশ্চিমেই নদীবক্ষে একটী সুদৃশ্য লৌহসেতু। সেখান থেকে আর খানিকদূর পশ্চিমে সতেরোটা খিলানযুক্ত সুদীর্ঘ প্রস্তরসেতু। এই সেতুর উপর একটা আশ্চর্য্য কূপ। তার জলে এক রকম সুগন্ধ আছে, লোকে ইচ্ছা কোরে সেই জল পান করে।

সেতুর নিকটেই মচ্ছিভবন, আসফ্-উদ্দৌলার ইমাম্‌বাড়ী।—এই ইমাম্‌বাড়ীর ঠিক পূর্ব্বাংশে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী।—তার এক-দিকে বাঁধা ঘাট, আর বাকী তিনদিকে দোতালা চক্‌মিলানো বারাণ্ডাওয়ালা ইমারতে ঘেরা।

ইমাম্‌বাড়ীর একটু দূরে, দক্ষিণপশ্চিম-দিকে চাঁদীবাজার।—সেখানে আগে আগে সোণারূপা ক্রয়বিক্রয় হতো। চাঁদীবাজার পার হয়েই গোল্ দরোয়াজা। এই চক্-বাজারের উত্তর ফটক। বাজারটী খুব জাঁকালো।—এখানে নানা রকম জিনিসপত্র কেনা বেচা হয়।—বিচিত্রের মধ্যে, জরির জুতোর দোকানের মাঝে মাঝে এক একখানি মিঠায়ের দোকান।

চকের পূর্ব্বদিকে ফিরিঙ্গিমহল, পশ্চিমে চাক্‌লা।—দুইদিকেই দোতালায় বেশ্যা, এক-তালায় দোকান। কেবল ফিরিঙ্গিমহলের মাঝে মাঝে জনকতক মৌলবীর বাস। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আক্‌বরি দর্‌ওয়াজায় উপনীত হলেম। এটা চক্‌বাজারের দক্ষিণ ফটক। ফটক পার হয়েই নাখাস্। সেখানে বিশেষ দর্শনীয় বস্তু কিছুই নাই।—বেড়াতে বেড়াতে বেলা অব-সান হলো।—দেখ্‌লেম, নাখাসের উপরের বারাণ্ডায় সারি সারি অনেক মেয়েমানুষ। কেউ কেউ চৌকি পেতে বোসে আছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্চে। সকলেরি ঢিলে পায়জামা, গোটাদার রঙ্গীণ নেটের পেসোয়াজের মত চাপ্‌কান, তার উপর ওড়্‌না; চুল পেটেপাড়া, ঘাড়ের একপাশে গোঁজা—খোপাবাঁধা, হাতে এক একখানি রুমাল। অলঙ্কারের মধ্যে কাণে বড় বড় বিলাতী মুক্তোর দুই দুই বীরবৌলী, কারো কারো পায়ে মোটা মোটা দুগাছা কোরে মল! সকলেরি এক ঢং,—একই পোষাক। চার্ পাঁচজনকে রাস্তায় বেড়াতেও দেখা গেল। তাদেরো সাজগোজ, ঠিকই ঐ রকমের;—কেবল বেশীর ভাগ, মাথায় এক একটা দোপাল্লাদার জরির তাজ।—তারা পথে পথে ছুটোছুটী কোরে বেড়াচ্চে। কিন্তু মাথায় তাজ দেখে আমার আশ্চর্য্য বোধ হলো,—

একটু সন্দেহও হলো। সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই দেখে সেখানে আর অধিকক্ষণ সময় কাটালেম না;—বরাবর পূর্ব্বমুখে পা চালিয়ে দিলেম। পথে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো, তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! এখানকার স্ত্রীলোকেরা কি তাজ মাথায় দেয়?" তিনি তাতে প্রশ্ন কোল্লেন, "কোথায় দেখ্‌লে?" আমি নাখাসের নাম করাতে তিনি একটু হেসে বোল্লেন, "ওরা স্ত্রীলোক নয়, সকলেই পুরুষ,—ঐ রকম সাজগোজ কোরে বেড়ায়! গোঁফ্ দাড়ী উঠ্‌লে ক্ষৌরি হয় না,—সন্না দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে!" এই কথা বোলে তিনি হেঁট-মুণ্ডে চোলে গেলেন,—শুনে আমার চমৎকার বোধ হলো! কৃষ্ণকিশোর বাবুর সঙ্গে গল্প কোত্তে কোত্তে যাচ্ছি,—যেতে যেতে একটু দূরে শঙ্খঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলেম। এগিয়ে গিয়ে দেখি, পথে সারি সারি অনেকগুলি স্ত্রীলোক। সকলেরি গায়ে মূল্যবান অলঙ্কার, আর সকলেরি চিত্র বিচিত্র ঘাগ্‌রা পরা। সকলেই প্রায় নিখুঁত্ সুন্দরী—যুবতী।—দুধ গঙ্গাজল আর ফুলের মালা হাতে কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে চোলেছে;—লজ্জাসরমের নাম মাত্র নাই! প্রথমে বেশ্যা বোলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সন্দেহ দূর হলো।—সকলেই ভদ্রগৃহস্থ রমণী!—আমরা তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ে প্রবেশ কোল্লেম। তথায় সিদ্ধনাথ নামে সদাশিব আছেন। তাঁর আরতি দেখে চোলে এলেম। রাত্রি আট্‌টার সময় মহাজনের বাড়ীতে গিয়ে আহারাদি কোরে শয়ন কোল্লেম। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়েছিলেম, সুতরাং আর রাত্রি জাগরণ কোল্লেম না।

পরদিন প্রাতঃকালে বিছানা থেকে উঠ্‌তে পাল্লেম না।—ভারি অসুখ,—সমস্ত শরীর ভার, মাথা যেন কলসীর মত ভারি,—হাত পা অবশ,—গায়েও অতিশয় উত্তাপ,—স্পষ্ট জ্বর, রসনা বিরস।

কৃষ্ণকিশোর বাবুকে অসুখের কথা বোল্লেম।—তিনি গায়ে হাত দিয়ে দেখে কিছু বিষণ্ণ হলেন। একটু খিন্নস্বরে বোল্লেন, "তাই ত! বিদেশে জ্বর হলো,—এখন উপায়?"

আমি বোল্লেম, "ভাবিত হবেন না, জগদীশ্বর ভরসা!"

ক্রমে বেলা হলো, মহাজন খবর পেলেন।—তিনি এসে আমারে দেখে তৎক্ষণাৎ একজন হকিমকে ডেকে পাঠালেন।—হকিম এসে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা কোত্তে লাগ্‌লেন। তার পর সাহস দিয়ে বোল্লেন, "ভয় নাই, কোনো চিন্তা কোরো না,—সহজ জ্বর,—শীঘ্রই আরাম হবেন।"

চার পাঁচদিন সমান জ্বর উপভোগ কোল্লেম। কিছুই উপশম হলো না, বরং ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌লো। হকিম দুবেলা এসে দেখেন, "ভয় নাই" বোলে ভরসা দেন, তাঁর সদ্ব্যবহারে আর সুচিকিৎসায় আমার বড় ভক্তি হলো। বাস্তবিক তিনি অতি সৎলোক, —অতি মিষ্টভাষী,—উত্তম চিকিৎসক। লক্ষ্ণৌ না কি মুসলমানের রাজ্য, সেইজন্যে সেখানকার লোকে তাঁরে "হকিম হকিম" বলে।—ফলতঃ তিনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতেই চিকিৎসাদি কোরে থাকেন।—আমি তাঁরে "কবিরাজ মশাই" বোলেই ডাক্‌তেম।—তাঁর নাম, পণ্ডিত সুখলাল মিশ্র।

সাতদিনের দিন আমার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হলো।—অনবরত গাত্রদাহ,—ভয়নিক

...সা,—অতিশয় যাতনা।—দারুণ অন্ত-...নায় মনে মনে জগদীশ্বরের নাম কোত্তে লাগ্লেম।—ভাব্লেম, এ যন্ত্রণা কেবল স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘনের পরিশোধ।—বর্দ্ধমানের রামকুমার বাবুর খুনের পর, দেশ বিদেশে যে কত কষ্ট পেয়েছি, তা মনে কোল্লেই গাত্র রোমাঞ্চ হয়।—কতদিন আহার হয় নি, কতরাত্রি নিদ্রা হয় নি, বৈশাখের সূর্য্য, শ্রাবণ ভাদ্রের বারিধারা, পৌষের শীত, অনাবৃত শরীর, অনাবৃত মাথার উপর দিয়ে গেছে। গুজরাটের ডাকাতেরা তিন চার্দিন ত আধ্মারা কোরেই রেখেছিল।—এ যন্ত্রণা অবশ্য তা-রি প্রতিফল!

চার্ পাঁচদিন অঘোর অচৈতন্য হয়েছিলেম।—মোহ, আচ্ছন্ন, মূর্চ্ছা, ক্রমান্বয়ে আমার জ্ঞানহরণ কোরেছিল। কবিরাজ মহাশয়, রঙ্গলাল মহাজন, আর কৃষ্ণকিশোর বাবু আমার জন্যে অতিশয় ব্যস্ত, অতিশয় কাতর, আর অতিশয় ভাবিত হয়েছিলেন। কবিরাজ প্রত্যহ চার্ পাঁচবার আসেন, নূতন নূতন ব্যবস্থা করেন, একজন চাকর নিয়ত আমার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকে। মহাজন ভারি ব্যতিব্যস্ত, অতিশয় যত্নবান।

চৌদ্দদিনের পর জ্বর ত্যাগ হলো। আমি তখন ক্রমে ক্রমে আরাম বোধ কোত্তে লাগ্লেম;—অসুখের অনেক উপশম হলো।—পঞ্চদশ দিবসে কবিরাজ মহাশয় আমারে পথ্য দিতে অনুমতি কোল্লেন।

প্রথমে মনে কোরেছিলেম, একসপ্তাহ লক্ষ্ণৌনগরে থেকেই দেশে ফিরে যাবো, কিন্তু নিষ্ঠুর পীড়া অনেকদিন আমারে আটক্ কোরে রাখ্লে। এই অসময়ে, এই বিপদে, রঙ্গলাল মহাজন আর কৃষ্ণকিশোর বাবু যে রকমে আমার উপকার কোরেছিলেন, যাবজ্জীবন তা আমি বিস্মৃত হোতে পার্বো না।—পুনঃ পুনঃ তাঁদের সাক্ষাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কোরে ধন্যবাদ দিলেম।

একমাস অতীত হয়ে গেল।—শরীর অনেক সুস্থ হয়েছে, কিন্তু অতিশয় ক্ষীণ,—অত্যন্ত দুর্ব্বল।

একদিন রাত্রি প্রায় সাড়েদশ কি এগারোটা,—আমি একাকী শয়নঘরের চৌকীতে একটা বালিস ঠেস্ দিয়ে বারাণ্ডার দিকে মুখ কোরে বোসে আছি, নিদ্রা আস্চে না।—কৃষ্ণকিশোর বাবু কোথায় বেরিয়েছেন। এমন সময় অন্দরের দিকে, পাশের ঘরের দরজার কাছে, খুস্ খুস্ কোরে কি একটা শব্দ হলো।—ভাব্লেম, কি এ? এখানেও আবার তাই না কি?—আস্তে আস্তে উঠ্লেম।—দরজার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, একজন লোক দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে, খুট্ খুট্ কোরে দরজায় ঘা মাচ্চে!—কে এ?—চোর না কি? কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না,—গা-ঢাকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্লেম।—একটু পরেই ভিতর দিক থেকে ধীরে ধীরে কবাট খোলা শব্দ হলো;—বাইরের লোক সট্ কোরে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে।—আবার ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ হলো! তখন মনে কোল্লেম, চোর নয়, কিন্তু এর ভিতর কিছু লুকোচুরি আছে!—সেরাত্রে কাউকে কিছু আর জানালেম না।—নিদ্রা আকর্ষণ হলো, শয়ন কোল্লেম। পরদিন রাত্রেও ঐ রকম শব্দ হলো, ঐ রকম লোক এসে দাঁড়ালো, আর ঐ রকমে দরজা খুলিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে।—দুরাত্রি দেখে সন্দেহটা ক্রমে প্রবল হলো। চুপি চুপি ঘরে গিয়ে কৃষ্ণকিশোর বাবুকে সব কথা বোল্লেম!—তিনি শোন্বা-

মাত্রেই বোল্লেন, "নূতন নয়! তোমার যখন বড় অসুখ,—রাত্রিকালে অজ্ঞান অভিভূত থাক্‌তে, সেই সময় দু তিনরাত্রি আমিও ঐ রকমের কাণ্ড দেখেছি! কিন্তু ব্যাপার কি, বুঝে উঠ্‌তে পারি নি!"

আমি বোল্লেম, "ব্যাপারটা কিছু মন্দ মন্দ বোধ হোচ্চে!—যা হোক্ সন্ধান করা আবশ্যক।"

পাঁচ সাত্‌দিন যায়, একদিন আমি কৃষ্ণকিশোর বাবুকে বোল্লেম, "ক্রমাগত এক-স্থানে বদ্ধ থেকে মন বড় চঞ্চল হয়েছে; চলুন, একবার একটু বেড়িয়ে আসি।"

তিনি সম্মত হলেন, বেলা অপরাহ্ণ সময়ে আমরা উভয়ে বেড়াতে বেরুলেম।—দক্ষিণদিকে খানিকদূর যেতে যেতে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।—তিনি বাঙ্গালী।—কৃষ্ণকিশোর বাবুকে দেখেই তিনি চকিতনেত্রে সম্মুখে এসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "একি? তুমি এখানে?—কবে আসা হলো?—ভাল আছ ত? (আমার দিকে চেয়ে) এটী কে?"

কৃষ্ণকিশোর বাবু সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মিত্রসম্ভাষণ কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ নগরে ভাল ভাল দেখ্‌বার সামগ্রী কি কি আছে? একদিন আমরা প্রায় আটঘণ্টা ঘুরে ঘুরে অনেকস্থান দেখে গেছি, কিন্তু যতদূর শুনা আছে, ততদূর কিছুই দেখা হয় নি।" পরিচয়ে জান্‌লেম, এই আগন্তুক ভদ্রলোকের নাম রাধাচরণ মিত্র।

রাধু বাবু বোল্লেন, "দেখ্‌বার বস্তু অনেকই আছে বটে, কিন্তু এখন সব ভগ্নদশা! এখানকার পূর্ব্ব অবস্থা শুন্‌লে, যত কৌতুক হয়, বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্‌লে তার কিছুই হয় না। কেন বৃথা ঘুরে ঘুরে কষ্ট পাবে, নিকটেই আমার বাসা, সেইখানে চলো, অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত,—অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রহস্য জান্‌তে পার্‌বে!"

তাঁর কথা শুনে আমার নগর দর্শনের চেয়ে রহস্য শোন্‌বার কৌতুকই অধিক জন্মালো। কৃষ্ণ বাবুকে রাজী কোরে তিনজনে একত্রেই রাধু বাবুর বাসায় গেলেম।—তিনি আদরপূর্ব্বক আমাদের একটী ঘরে বোসিয়ে জল খাওয়ালেন। তার পর অন্যান্য আলাপ কোরে বোল্লেন, "লক্ষ্ণৌ বড় মজার সহর।—আগে আগে এখানে যে যে তামাসা হয়ে গেছে, তা শুন্‌লে, অজানা লোকে, উপকথার ন্যায়ই মনে কোরে থাকে। নবাব আম্‌জাদ্ আলী শাহ এখন এদেশের বাদশা।—বাদ্‌শাই সহর বোলেই লোকে তাঁরে বাদ্‌শা বলে, কিন্তু ছত্রমঞ্জিলের গদী-তক্তে যাঁরা যাঁরা বোসে গেছেন, তাঁদের সঙ্গে তুলনায় ইনি কেবল সাক্ষীগোপাল মাত্র।—স্বর্গগত বাদ্‌শারা দেবলীলার চেয়েও জাঁকালো নরলীলা দেখিয়ে, মকরের দিবাকরের ন্যায় মীনরাশিতে লীন হয়েছেন। শাহ আম্‌জাদ্ আলী নূতন কীর্ত্তি কিছুই দেখাতে পারেন নি, কেবল কতকগুলি হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে এনেছেন,—আর জনকতক সুন্নি মুসলমানকে স্বকীয় সিয়াধর্ম্মে দীক্ষিত কোরেছেন মাত্র। হিন্দুসর্দ্দার জগন্নাথ সিং, মুসলমান হয়ে, জগন্নাথ শরফ্-উদ্দৌল্লা নাম ধারণ কোরেছেন;—মানসিং, রাজা উপাধি পেয়েছেন, এইমাত্র নূতন।"

"আগেকার কথা শুন্‌লে অবাক হবে।—নবাব আসফ্-উদ্দৌলা নপুংসক ছিলেন।—তাঁর সন্তানসন্ততি হয় নাই। যে কোনো রমণী, শিশু কোলে কোরে তাঁর কাছে গিয়ে বোল্‌তো, 'নবাব সাহেব! এটী আপনার পুত্র!' তখনি তারে অন্তঃপুরে রেখে, বেগম

বোলে পরিচয় দিতেন।—এই রকমে তাঁর অনেক বেগম আর অনেক পুত্র লাভ হয়েছিল।”

“বাদ্‌শা নসীরউদ্দীন হায়দর, বড় সৌখীন্ লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁর কিছুমাত্র দিখিদিক জ্ঞান ছিল না।—তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এক এক দাসীর বিয়ে দিতেন। আপনি সন্তান প্রসব কোচ্চি বোলে, মাঝে মাঝে সূতিকাগারে প্রবেশ কোত্তেন। একমাস সেখানে থেকে, ঔষধপথ্য সেবন কোরে বেরিয়ে এসে, পুত্রোৎসব কোত্তেন। তিনি নিজে অনেক ইংরাজী বিবি বিবাহ কোরেছিলেন। অন্তঃপুরেই তাদের বাসস্থান ছিল। বাদ্‌শা সেই মহলকে বিলাতী-মহল বোলে আদর কোত্তেন। বিবাহিতা পাটরাণী—বেগমের সঙ্গে তাঁর দারুণ মনান্তর ছিল। বেগমের গর্ভজাত পুত্র, মুন্নাজানকে তিনি ত্যজ্যপুত্র কোরেছিলেন।”

“আর একজন বাদ্‌শা, শ্রীভাগবতমতে কৃষ্ণলীলা আর রামায়ণের মতে রক্ষঃলীলাও কোত্তেন।—তাঁর আসল নাম ছাড়া, এক নাম কানায়েজী; আর এক নাম, রক্ষেশ্বর। কার্ত্তিকমাসে তাঁর রাস হোতো। ষোল-শ আট গোপিনী, ওরফে বেগমসাহেবে পরিবেষ্টিত হয়ে, রাসবিহার, জলবিহার, কুঞ্জবিহার করা হোতো; বস্ত্রহরণও লুপ্ত থাক্‌তো না।—যেখানে রাস হোতো, সেই মহল্লের নাম রাসমঞ্জিল।—আর বাদ্‌শা যেখানে রাবণ সেজে দেবদানবের কন্যা নিয়ে কৌতুক কোত্তেন, সে মহলের নাম স্বর্ণলঙ্কা।—এই বাদ্‌শার অনেক বেগম ছিল, কিন্তু সকলের সঙ্গে চোকোচোকি হোতো না। কেবল যোগীয়ামেলা, আর ইদের দিন, সকলে তাঁরে দেখ্‌তে পেতো!—বিলাসগৃহেই অষ্টপ্রহর বাস ছিল।—রাজকার্য্য কিছুই দেখ্‌তেন না।—প্রজারা প্রায়ই তাঁর ছায়া দর্শন কোত্তে অসমর্থ হোতো। অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় কুলকণ্টক রাজা অগ্নিবর্ণের রাজত্বকালে রাজদর্শনার্থী প্রজারা গবাক্ষছিদ্রে ভূপতির পদতলমাত্র দেখেই যেমন তুষ্ট হয়ে যেতো, এ বাদ্‌শার প্রজাদের রাজদর্শনলাভ তার চেয়েও দুর্লভ।”

এই কথা বোলে রাধু বাবু আবার বোল্লেন, “কত শুন্‌তে চাও?—সাতরাত সাতদিন বোল্লেও ফুরোয় না! আর এক রহস্য শোনো! আমি এখানে অনেকদিন আছি, কিন্তু নবাব হোতে পারি নি। আমাদের দেশের কেউ কেউ পাঁচ সাত বছর এসেই জাঁহাপনা সেজেছেন। সম্প্রতি এক চমৎকার ব্যাপার হয়ে গেছে! একজন হিন্দু-গোলদার, তাঁর সহোদরা ভগিনীকে অধিবাস কোরে, নিশাব্রত উজ্জাপন কোচ্চেন! শ্রীকৃষ্ণের চক্রে ধনঞ্জয় মামাতো ভগিনীকে হরণ কোরেছিলেন কিন্তু ইনি আপনার অনুরাগচক্রে অর্জ্জুন অপেক্ষাও মহৎ!—সহোদরা ভগিনীর প্রণয়বাচক,—প্রণয়-নায়ক! লোকটাকে তুমি বোধ হয় চিন্‌তে পার্‌বে!—নাম বিশ্বনাথ মিত্র,—নিবাস, চুঁচুড়ার খুঁটেবাজারের নিকট। রহস্য বোল্‌তে গেলে অনেক কথাই বেরিয়ে পড়ে; দূর হোক্, আবশ্যক করে না! স্থানটাতে বদ্‌মাস, জোচ্চোর, ফকির, আর বেশ্যাই অনেক। তুলনা কোত্তে গেলে যথার্থ সাধুলোক অতি অল্প। গুণের মধ্যে, জিনিসপত্র অনেক মেলে, অট্টালিকাও অনেক ভাল ভাল আছে, আর সঙ্গীতবিদ্যার আদর যথেষ্ট। যা হোক্, আজ রাত্রে তুমি এখানে থাকো। অনেক দিনের পর দেখা,—অনেক বিশেষ কথা আছে।”

কৃষ্ণকিশোর বাবু অনুরোধ এড়াতে পাল্লেন না,—কাজেই তাঁরে স্বীকার পেতে হলো। আমার দিকে চেয়ে সস্নেহস্বরে বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি পীড়িত, অধিক রাত্ জাগ্‌লে অসুখ হবার সম্ভাবনা; তুমি বাসায় যাও।"

রাধু বাবুর একজন লোক আমার সঙ্গে এসে মহাজনের বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেল।

দ্বিসপ্ততিতম কাণ্ড।

অপূর্ব্ব কৌশল!—সন্দেহের প্রতিফল।

বাড়ীতে গিয়ে আপনার ঘরে বোসেছি, রাত্রি অনুমান সাড়ে নটা কি দশটা। এমন সময় বৈঠকখানাঘরে উচ্চ উচ্চ দুটী স্বর শুন্‌তে পেলেম। খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই কথা কোচ্চে। একটী বামাস্বর।—সেই স্বরে যেন রেগে রেগেই বোল্‌চে, "আবার মুখ নেড়ে কথা কোচ্চো?—ছি! ছি! ছি!—এমন নীচ প্রবৃত্তি তোমার?—ছি! ছি! ছি!—দাসী?—কি ঘেন্না!—এই জন্যে তুমি নিত্তি নিত্তি টিপিসাড়ে বিছানা থেকে উঠে এসো বটে?—সব আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! কার্‌বারের ঝঞ্ঝটে রাত্রে বেরুতে হয় বোলে আমারে ফাঁকি দেওয়া হয়?—ন্যাকা আমি কি না, কিছুই জান্‌তে পারি নি! ধিক্ জীবন আর কি!—রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বালা কোচ্চে!—ইচ্ছে হোচ্চে তোমার পায়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরি!"

দ্বিতীয় স্বর বোল্‌চে, "থাক্ থাক্!—আমি সব জান্‌তে পেরেছি!—রাত্রে আমারে পাঁচ-জায়গা থেকে ডাক্‌তে আসে আমি আড়তে আড়তে ঘুরে বেড়াই, আর তুই যা ইচ্ছে তা-ই কোরিস্!—এতদিন এ সব আমি জান্‌তে পারি নি, সেইজন্যে তোর এতদূর স্পর্দ্ধা হয়েছে!"

স্ত্রীলোকের স্বর আবার গর্জ্জন কোরে উঠ্‌লো। রেগে রেগে কত কথাই যে বোল্লে, তা আমি লজ্জায় আর বোল্‌তে পাচ্চি না। শেষকালে খুব ডেকে ডেকে বোল্লে, "হাঁ হাঁ, বুঝেছি!—আড়ত্ তোমার পিয়ালী!"

এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে বাইরে থেকে কে একজন, "রঙ্গজী—রঙ্গজী!" বোলে ডাক্‌লে; উভয়স্বরই থেমে গেল।—পাঠক মহাশয় মনে করুন, মহাজন রঙ্গলাল, আর তাঁর গৃহিনী, উভয়েই এতক্ষণ ঝগড়া কোচ্ছিলেন।

ডাক্ শুনে গৃহিনী তৎক্ষণাৎ ঝঙ্কার কোত্তে কোত্তে অন্দরের দিকে চোলে এলেন,—কর্ত্তা বেরিয়ে গেলেন!—একটু পরে দেখি, যে ঘরে আমাদের বাসা, সেই ঘরের বারাণ্ডার পাশে বাড়ীর ভিতরের দিকে মহাজনের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে যশী দাসীকে বোল্‌ছেন, "যশো! আমি গলায় দড়ী দিয়ে মরি! আমি এ প্রাণ

আর রাখ্‌বো না!—আপনি এই চলান্‌টা চলাচ্চে, আবার কি না আমারেই যা ইচ্ছে তাই বোলে গালাগালি? ওমা! কি কেলে-ঙ্কার! আজ আমাকে যে রকম অপমান কোরেছে, মাইরি বোল্‌ছি যশো, তা শুনে একদণ্ডও আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হয় না!"

আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখ্‌ছি; গৃহিণী যশীর হাতে ধোরে কথা কোচ্চেন, আর এক একবার আঁচল দিয়ে চোক মুচ্ছেন।

যশী তাঁরে আশ্বাস দিয়ে বোল্লে, "কাঁদো কেন?—ভাব্‌না কি? এক কাজ করো!—পিয়ালীকে আজ রাত্রে আর একটা ঘরে চাবী বন্ধ কোরে রাখো!—আর তুমি গয়না-গুলি খুলে কেবল একখানি ময়লা কাপড় পোরে অন্ধকারে, পিয়ালির ঘরে শুয়ে থাকো।—কর্ত্তাকে যখন রোগে ধোরেছে, তখন তিনি অবশ্যই সে নচ্ছার্‌ণীর বিছানায় যাবেন্‌ই যাবেন!—আমাদের এ কৌশল কেউ-ই জান্‌তে পার্‌বে না; বড় মজাই হবে! হাতে-নোতে ধরা পোড়্‌বে;—সব ভুরই ভেঙে যাবে!"

শুনে আমার চমৎকার বোধ হলো।—মহাজন এমন ভালমানুষ, তাঁর চরিত্র এরূপ জঘন্য?—পৃথিবীতে মানুষ চেনা কি কঠিন ব্যাপার!—দ্বিতীয়তঃ, যখন ঝগ্‌ড়া হয়, তখন তিনি গৃহিণীর উপরেও ভয়ানক সন্দেহ কোরে-ছেন!—শুধু সন্দেহ কেন, যা বোল্‌তে হয়, স্পষ্টই তা বোলেছেন।—ব্যাপারখানা কি?—যা লোক্‌, যশী দাসী আজ বিদ্যাসুন্দরের চোর ধরার মত ভাল ফাঁদ পেতেছে, বড় মজাই হয়েছে!—একটু পরে যাঁর যত দোষ গুণ,—যিনি যত চতুর চতুরা, সব বিষয়ই প্রকাশ হয়ে পোড়্‌বে,—কিছুই আর ছাপা থাক্‌বে না! এই ভেবে, কৌতুক দেখ্‌বার জন্যে আপনার ঘরের দরজার পাশেই গা-ঢাকা হয়ে বোসে থাক্‌লেম। মহাজনের স্ত্রী, পিয়া-লীকে ডাক্‌লেন। যখনি ডাক্‌লেন, তখনি বুঝ্‌লেম, এই রাত্রেই এরে একটা ঘরে পুরে চাবী দিবেন! বস্তুতঃ তা-ই ঘোট্‌লো। তার পর আপনি একখানি মলিন বস্ত্র পোরে, পিয়ালী যে ঘরে শুতো, সেই ঘরে খিল্‌ দিয়ে শুলেন, তাও দেখলেম!—ঠন্‌ ঠন্‌ কোরে এঁগা-রোটা বাজ্‌লো।

প্রায় একঘণ্টা পরে, ধীরে ধীরে একজন লোক এসে পিয়ালীর ঘরের দরজায় পূর্ব্ববৎ ঠুক্‌ ঠুক্‌ কোরে ঘা মাত্তে লাগ্‌লো। চার পাঁচমিনিট পরেই—যেমন হয়ে থাকে, তেমনি কোরে, ভিতর থেকে আস্তে আস্তে খিল্‌ খুল্লে;—লোকটা ভিতরে গেল;—আবার ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ কোল্লে। ভাব্‌লেম, এইবারেই কর্ত্তা গেলেন! "গেঁথেছে বঁড়িশে মাছ, আর কোথা যায়!" ধন্য যশী!—ধন্য তার কৌশল!—ধন্য তার মন্ত্রণা!—কর্ত্তা এইবার বেড়াজালে ধরা পোড়্‌লেন!—কি মজাই হলো!! সকৌতুকমনে এইরূপ আন্দো-লন কোচ্চি, একজন ভদ্রলোক, এমন ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হয়েছেন মনে কোরে ঘৃণা জন্মাচ্চে, এমন সময় সদর দরজায় গুম্‌ গুম্‌ কোরে ঘা পোড়্‌লো,—ঝন্‌ ঝন্‌ কোরে শিক্‌লি আর আংটা নোড়ে উঠ্‌লো। "কে? কে?" বোলে জিজ্ঞাসা কোত্তে কোত্তে যশী দাসী দরজা পর্য্যন্ত গেল!—সাড়া পেয়ে শশ-ব্যস্তে খিল্‌ খুলে দিলে,—কর্ত্তা প্রবেশ কোল্লেন!—প্রবেশ কোরেই বরাবর উপরে এসে যশীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুই দরজা

খুলতে গেছ্‌লি কেন?—রামফল গেল কোথা? এসব ঘরে আলো দেয় নি, অন্ধকার কেন?” যশী উত্তর কোত্তে না কোত্তেই পাশের ঘর থেকে “আঁউ মাঁউ” রকমের শব্দ উঠ্‌লো! “কে তুই? কে তুই?” বোল্‌তে বোল্‌তে গৃহিণী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরুলেন। সেই সময় ঠিক “ঘরে গৌতম বাইরে গৌতম” রহস্যের ভাব্‌টা হয়ে দাঁড়ালো!—রামফল চাকর্‌টা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমের বারাণ্ডার দিকে ছুটে পালালো। গৃহিণী থর্‌ থর্‌ কোরে কেঁপে, আছাড়্‌ খেয়ে পোড়্‌লেন।—যশী হাতে মুখে জল দিয়ে বাতাস কোত্তে লাগ্‌লো। ওদিকে পিয়ালী হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে কর্ত্তার সম্মুখে নিশ্বাস ফেল্লে।—খাপছাড়া কথাতেই বোল্লে, “গি—ন্নি—আ—মা—রে—চা—বী দি—য়ে—রে—খে—ছিলেন, আ—মি কোন রকমে একটী ভাঙা জান্‌লা দিয়ে বেরিয়ে—আস্‌চি!—এমন চাক্‌রি আমি আর কোর্‌বো না মশাই! ওমা!—একি?—রেতের বেলা, না খাওয়া, না দাওয়া, ঘরের ভিতর চাবী দিয়ে কয়েদ রাখে?—পোড়া কপাল এমন চাক্‌রির!” এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো! দেখে শুনেই ত কর্ত্তার বাক্‌রোধ!—কাঠের পুতুলের মতন অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন!

ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হলো, কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই নির্দ্দোষ, পবিত্রস্বভাব!—তাঁরা পরস্পর সন্দেহ কোরে যে কলহ কোরেছিলেন, সে কেবল দারুণ ভ্রম বই আর কিছুই নয়!—পিয়ালী নামে যে চাক্‌রাণীটা আছে, তারি সঙ্গে কর্ত্তার প্রিয়-খান্‌সামা রামফলের গুপ্ত-প্রণয় ছিল!—সেই খান্‌সামাই প্রতিরাত্রে পিয়ালীর ঘরে যাওয়া আসা কোত্তো!—পূর্ব্ব দুরাত্রি আমিও যে ব্যাপার দেখেছিলেম, তা-ও সেই কাণ্ড! তাই দেখেই হোক্‌, কি অন্য কারণেই হোক্‌, মহাজন আর তাঁর স্ত্রীর মনে বিপরীত বিশ্বাস জন্মেছিল; আজ সে ভ্রম ভঞ্জন হলো!—কর্ত্তা লজ্জিত হলেন, গৃহিণী দাসীর হাত ধোরে উঠে, দারুণ লজ্জায়, মনের ঘৃণায়, আঁচলে চোক মুখ ঢেকে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন! ভেবে ভেবে সেরাত্রে আর আমার নিদ্রা হলো।

চিন্তা।—বিরলে, গভীর নিশীথে, আমার মনে দুইটী চিন্তা!—প্রথম সতীর সতীত্ব নষ্ট হয়েছে?—ধর্ম্ম জানেন!—সতীঅঙ্গ অপবিত্র হয়েছে?—কে জানে?—যদি হয়ে থাকে, তবে পাপী কে?—গৃহিণী?—না!—রামফল?—না!—পিয়ালী?—না!—তবে কে?—মহাজন রঙ্গলাল নিজেই পাপী! দ্বিতীয় চিন্তা, সাক্ষী কে?—ধর্ম্ম আর কল্পনা। অদৃশ্য প্রতিমার স্বর যেন আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি কোচ্চে, “মহাজন রঙ্গলাল নিজেই পাপী!” বিশেষ তত্ত্ব না জেনে, না শুনে, অবলা রমণীজাতির উপর সন্দেহ আর অবিশ্বাস করার এ-ই ফল!—আমার অন্তঃকরণ যেন আপনা আপনি কথা কোয়েই বোল্‌চে, “মহাজন রঙ্গলাল নিজেই পাপী!”

নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাতেই রজনী প্রভাত হলো।—প্রাতঃকালে উঠে মহাজন হিসাব চুকিয়ে দিয়ে, পিয়ালীকে জবাব দিলেন। রামফল সেইরাত্রেই পালিয়েছে, সকালে তার কোনো ঠায়ঠিকানা পাওয়া গেল না।—বাড়ীশুদ্ধ সকলেই বিমর্ষ, সকলেই চিন্তিত, সকলেই ম্রিয়মান! বেলা দশটার সময় মহাজন

আহার কোরেই বেরিয়ে গেলেন; সমস্ত দিনের মধ্যে আর বাড়ী এলেন না। দুদিন এই রকমে কেটে গেল,—আমি ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হোতে লাগ্‌লেম। সকলের মুখেই বিষাদচিহ্ন দেখা যেতে লাগ্‌লো!

আর গৃহিণী?—কোথায় তিনি? সেই পাপরাত্রের পর অবধি কেউ-ই কি তাঁর তত্ত্ব নিলে না?—নিয়েছে।—দুঃখিনী একটী ঘরে আঁচল পেতে শুয়ে আছেন,—কিছুই আহার করেন না, কারুর্ সঙ্গে কথা কন না, অঙ্গ ধূলায় ধূসর;—বস্ত্র অতি মলিন,—দরদর ধারে নেত্রজল মুখ বোয়ে, বুক বোয়ে পোড়ে, সেই মলিন বসনখানি ভিজিয়ে জব্‌জোবে কোরে দিচ্চে!—যশীর মুখে আমি এই সব তত্ত্ব শুন্‌লেম।—সে কত রকম বুঝিয়ে ছিল, কিছুতেই প্রবোধ মানেন নি।—লজ্জাতেই হোক্, কি আর কোনো কারণেই হোক্, কর্ত্তা সেই অবধি তাঁর প্রতি একটীবারও চোক্ তুলে দৃষ্টিপাত করেন নি, কাছেও যান নি, কথাও কন্ নি; এসব বৃত্তান্তও যশী আমারে বোল্লে! —শুনে আমার মনে কিছু অসুখ হলো; ভাব্‌নাও হলো,—লক্ষণ বড় ভাল বোধ হলো না! অভিমানিনী সাধ্বী পাছে কোনো অমঙ্গল ঘটান,—মনের ঘৃণায় পাছে তিনি আত্মজীবন বিসর্জ্জন দেন, এই সন্দেহই প্রবল হোতে লাগ্‌লো।—এই রকম ভাব্‌চি, এমন সময় কৃষ্ণকিশোর বাবু ঘরের ভিতর এলেন, —এসে, একটু বিশ্রামের পর বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! আমার কিছু টাকার আবশ্যক হয়েছে। আমার নামে হুণ্ডী আস্‌বার কথা ছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এসে পৌঁছুল না; কার্‌বারে অতিশয় গোলযোগ হোচ্চে। এইবেলা মহাজনের কাছ থেকে তোমার হুণ্ডীর টাকাটা বায়্ কোরে নিয়ে, যদি আমাকে পাঁচহাজার টাকা কর্জ্জ দাও, তা হলে বিশেষ উপকার হয়। টাকা এলেই আমি তোমাকে শোধ কোরে দিব।"

আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেম, কিন্তু তখন প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কাজেই সেদিন আর মহাজনকে কিছু বলা হলো না। পরদিন প্রাতে মহাজনকে বোল্লেম, "মহাশয়! আপনার সদ্ব্যবহারে যথেষ্ট বাধিত,—যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছি; এখন অনুমতি করেন ত বিদায় হই। সাতদিন থাক্‌বার মানস ছিল, দুমাস অতীত হয়ে গেল, আর বিলম্ব করা যায় না। অযোধ্যাপুরী দর্শন কোরে এসে, শীঘ্র শীঘ্র দেশে যাবো।"

মহাজন অবশ্য অসুখী ছিলেন, মৌখিক দু একবার থাক্‌বার জন্যে অনুরোধ কোরে, শেষে সম্মত হয়ে বোল্লেন, "তবে আপনার হুণ্ডীর টাকা গ্রহণ করুন। সবই কি নগদ চাই?"

আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা না, অর্দ্ধেক নগদ আর অর্দ্ধেক বরাত্ হলেই ভাল হয়। যাবার সময় কাশীধামে দু একদিন অবস্থান কর্‌বার ইচ্ছা আছে, সেইখানকার কোনো মহাজনের নামে বরাতি-হুণ্ডী দিলেই কাজ চোল্‌তে পারে।"

এই কথা শুনে তিনি চার্‌হাজার টাকার নোট, হাজার টাকা নগদ, আর বারাণসীর কর্ষণদাস-দুলালদাসের গদীতে পাঁচহাজার টাকার একখানি দর্শনী হুণ্ডী দিলেন। আমরা আহারাদির পর তাঁরে নমস্কার কোরে বিদায় হলেম। তার পর শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান সরযূতীরস্থ অযোধ্যাপুরী দর্শন কোরে আবার লক্ষ্ণৌনগরে ফিরে এলেম।—সেবারে আর রঙ্গলাল মহাজনের বাড়ীতে গেলেম না, কবি-

রাজ সুখলালের আস্তানাতেই উপস্থিত হলেম। তিনি আমাদের দেখে, পরম সন্তুষ্ট হয়ে, বিশেষ রকমে আদর অবেক্ষা কোল্লেন। একদিন একরাত্রি তাঁর বাড়ীতে থাকা হলো। সেই খানেই শুন্‌লেম, যা ভেবেছি, তা-ই!—রঙ্গলাল মহাজনের স্ত্রী, গলায় দড়ী দিয়ে আত্মহত্যা কোরেছেন। শুনে বড় দুঃখ হলো। কবিরাজকে বোল্লেম, "মহাশয়! এই দেখুন!" না জেনে, না শুনে, হঠাৎ নারীজাতির উপর অবিশ্বাস করার এ-ই পরিণাম!"

তিনি বোল্লেন, "কথাটী সত্য বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বভাব না কি অতিশয় তরল, সেই জন্যে স্বভাবতই যেন তাদের উপর সন্দেহ হয়। শাস্ত্রেই আছে, 'অঙ্কে স্থিতেঽপি যুবতী পরিশঙ্কনীয়া!'—স্ত্রীকে নিয়ত ক্রোড়ে রাখ্‌লেও তবু শঙ্কা হয়!" এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আমি অনেক প্রকার বাদানুবাদ কোল্লেম, কিন্তু স্থিরমীমাংসা কিছুই দাঁড়ালো না। পরদিন তাঁর নিকট হোতে বিদায় হয়ে, লক্ষ্ণৌ রাজধানী থেকে যাত্রা কোল্লেম।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

এই এক নূতন!

তৃতীয় পর্ব্ব।

তৃতীয় স্তবক।

১৮৭১ খৃঃ।

শারদীয় মহাপার্ব্বের অবসানে আমার "এই এক নূতন" পর্ব্বের দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত হলো।—পাঠক মহাশয়! এই পর্ব্বের আগাগোড়া পাঠ কোরে তুষ্ট হলেন, কি রুষ্ট হলেন, বোল্‌তে পারি না।

"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং
ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্।"

মহাকবি কালিদাস শকুন্তলার নান্দীতে এই আদরণীয় বাক্যে মুখবন্ধ কোরেছিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধুরা তুষ্ট না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অভিনয় ভাল হলো, কি মন্দ হলো, তা আমি নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পারি না।—আমারও আজ এই ধূয়া অবলম্বন।—যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভিনয় শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল মন্দ স্থির করা হয় না।—আজ আমার এই ধূয়াই, অবলম্বন।

হরিদাস কত রকম গল্প কোচ্চেন; কি ভাল, কি মন্দ, আমি তার কিছুই বিচার কোচ্চি না।—নাম যদিও "সংবাদদাতা," তথাচ একটী গল্প শুন্‌তে হলে, সকল রকম কথাই মন দিয়ে শুন্‌তে হয়। গোড়া থেকেই আমি জান্‌তে

পেরেছি, হরিদাসের স্বভাব অতিশয় নির্ম্মল;—অনাঘ্রাত গোলাপ,—অস্পৃষ্ট পদ্ম,—অনাস্বাদিত অমৃত যেমন নির্ম্মল, হরিদাসের স্বভাবও তেম্নি পবিত্র।—সেইজন্যেই আমি নরম গরম সকল কথাই সমান মন দিয়ে শ্রবণ কোচ্চি,—সকল কথাই আপনাকে জানাচ্চি।—এতে কি আপনি বিরক্ত হোচ্চেন?—হোতে পারেন। কিন্তু কি করি, গল্পটী যাঁর, তাঁরে নিরস্ত করা অনুচিত;—বাধা পোড়্লে রসভঙ্গ হয়,—নিরস্ত করা অনুচিত।

গল্পকর্ত্তা প্রধান নায়ক হরিদাস, গুজ্‌রাটের বরদা সহরে ডাকাতের হাতে আট্‌কা পোড়েছিলেন; সেই সব কথা, সেই সব ঘটনা, সেই সব বিপদ, সেই সব রহস্য, সেই সব অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশ কোত্তে তাঁর অনেকদিন অতিবাহিত হলো। দ্বিতীয় পর্ব্বের মধ্য-স্তবকে আমি যে, সকল রস ভেঙে দিব বোলে (শপথ নয়) অঙ্গীকার কোরেছিলেম,—অনুপায়!—হরিদাস তাতে বাধা দিলেন। তাঁর নূতন নূতন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্পেই গুপ্তকথার অনেক রহস্য দ্বিতীয় পর্ব্বে ঢাকা থেকে গেল।—কবে প্রকাশ হবে?—এ প্রশ্ন আপনি কোত্তে পারেন।—হরিদাস জানেন, আমার এইমাত্র উত্তর।—ধৈর্য্যধারণ করুন;—দ্বিতীয় পর্ব্বে হলো না,—কোনো রকমেই হলো না!—কি কোর্‌বো?—আপনিই বা কি কোরবেন?—হলো না,—সাফ্‌কথা!!!

জগতে সাতটী সমুদ্র।—লবণসাগর,—ইক্ষুসাগর,—দধিসাগর,—দুগ্ধসাগর,—সুরাসাগর,—ঘৃতসাগর আর বারিসাগর।—পৃথিবীবেষ্টিত এই ত সপ্তসাগর। এ ছাড়া, যদি ধরেন,—এই দেখুন, "এই এক নূতন" "স্থিরসাগর!" যদিও এ সাগরটী খুব ডাগর নয়, খুব গভীর নয়, খুব ফ্যালাও নয়, বেগবানও নয়! বোল্‌তে গেলে, সগররাজার কীর্ত্তির মধ্যে তুলনা করাই নয়;—নয়ই নয়!—স্বয়ম্ভু, ক্ষুদ্র, মৃদুবেগ, অগভীর, ঠাঁই ঠাঁই চড়া পড়া "স্থির-সাগর! যদিও এত ভেদ, এত তফাত্, তবুও আমি একে "এই এক নূতন" বোলে অবশ্যই পেস্ কোত্তে পারি। এইটী নিয়ে পৃথিবীর সমুদ্রগণনার একটী অঙ্ক বাড়্লো!—সাতটী ছিল,—আট্‌টী হলো!

পাঠক মহাশয়! একটু ধৈর্য্যধারণ করুন।—দেবতারা যেমন প্রকাণ্ড ক্ষীরোদ

মন্থন কোরেছিলেন, আপনিও একবার সেই রকমে এই ছোটখাটো সাগরটী মন্থন করুন। কমলা আছেন,—চন্দ্র আছেন,—পারিজাত আছেন,—অমৃত আছেন,—গরলও আছে! ডুবানো আছে, মন্থন করুন, সময়ে একে একে সকলি দেখ্‌তে পাবেন। অন্বেষণ করুন, রত্নও পাবেন,—শামুকও পাবেন। এ সাগর সে সাগর নয় যে, মন্থন কোত্তে পর্ব্বতের দণ্ড চাই, সর্পের রজ্জু চাই। এ সাগর সে সাগর নয়; এ একটী অদ্ভুতপূর্ব্ব সাহিত্য-সাগর।—ধৈর্য্যই এ ক্ষেত্রে মন্থনদণ্ড, মনোযোগই এর রজ্জু—উপায়!—এই ত আপনার উপকরণ, তবে আর চিন্তা কি?—হলাহল উঠ্‌বে ভয় করেন?—তাতেই বা ভয় কি?—সমুদ্রমন্থনে সুরের সুধা, অসুরের শ্রম,—বৃথা শ্রম। সেইরূপ এই সাহিত্য-সিন্ধু সাধুর সুধা, অসাধুর বিষ!

জননীর স্তনে দুগ্ধ আর রুধির দু-ই আছে।—অমলস্বভাব বালক, সেই স্তনে দুগ্ধ পান করে, কিন্তু কুটিল জোঁকেরা কেবল রক্ত শোষণ কোরে থাকে!—সেই-জন্যেই আমি বোল্‌চি, "এই এক নূতন" সাহিত্যসাগরে সুধা গরল দু-ই আছে!—সাধুর সুধা, অসাধুর বিষ!

পাঠক মহাশয়! আপনি স্বচ্ছন্দে ধৈর্য্য আর মনোযোগরূপ উপকরণে এই সাহিত্য-সাগর আলোড়ন করুন।—সুখী হবেন, চিত্ত প্রফুল্ল হবে, প্রকৃতি সতীর একখানি পূর্ণ নবীন ছবি দেখে নয়নেরও তৃপ্তি হবে।

আজ আমি ধীরে ধীরে এই তৃতীয় স্তবকের উপর দিয়ে তৃতীয়কক্ষে পদক্ষেপ কোল্লেম।—কতদিনে যে সংকল্পিত গিরিবরের উচ্চ শিখরদেশ দর্শন কোরবো, সে বিষয়ের কিছুমাত্রই স্থিরতা নাই। শরৎকাল গত, হেমন্ত উপস্থিত। বোধ করি, নবীন বসন্তকালে শিখরদেশ থেকেই নবীন বসন্তচন্দ্রের নির্ম্মল ছবি দর্শন কোত্তে পারবো।—যদি একান্ত না-ই পারি,—নাচার!—আজ এই পর্য্যন্ত আমার বিদায়।

সকলেরি

শ্রীসবজান্তা।

এই এক নূতন!

আমার গুপ্তকথা।

অতি আশ্চর্য্য!!!

ত্রিসপ্ততিতম কাণ্ড।

কাশীতে প্রত্যাগমন।

১২৫২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে বারাণসী এসে পৌছিলেম। পূর্ব্বে যখন এই স্থানে আসি, তখন কেবল তীর্থযাত্রীর মতন অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর দর্শন কোরেই রক্তদন্তের ভয়ে হঠাৎ প্রস্থান কোত্তে হয়েছিল। এবারে আর সে সব উৎপাত কিছুই নাই, ভাল কোরে কাশীধাম দর্শন কর্‌বার ইচ্ছা হলো। জঙ্গম বাটীর গণেশমহল্লায় একটী বাসা ভাড়া কোল্লেম। কৃষ্ণকিশোর বাবু সেইখানেই কার্‌বার আরম্ভ কোল্লেন। থাকৃতে থাকৃতে অনেক লোকের সঙ্গে জানা পরিচয় হলো। আগে আমার যে সকল তীর্থস্থান ভাল কোরে দেখা হয় নি, একে একে সেইগুলি এখন দেখে এলেম। দুর্গাবাড়ী, অন্নছত্র, ভৈরবনাথ, যোগিনীচক্র, সর্ব্বত্রেই এক একদিন বেড়ালেম। দেখ্‌তে শুন্‌তে পোনেরো দিন কেটে গেল। একদিন প্রাতঃকালে রামনগরের রাজবাটীতে গেলেম। কুমার ভূপতি রাওয়ের অনুরোধপত্র দেখিয়ে রাজার কাছে আমার বিশেষ সমাদর লাভ হলো। দেখ্‌লেম, কাশীনরেশ অতি শান্তমূর্ত্তি,—গম্ভীর অথচ শান্তমূর্ত্তি।—দয়ালু, বন্ধুবৎসল, মিষ্টালাপী, অতি অমায়িক ভাব। প্রায় দুইঘণ্টা তাঁর সভায় থেকে বাসায় এলেম। মাঝে মাঝে এক একদিন সাক্ষাৎ কোত্তে যাই, মহারাজ যথেষ্ট খাতিরযত্ন করেন, সভাসদেরাও ক্রমে ক্রমে আমার পরিচিত হলেন।

নূতন তীর্থস্থানে গেলে যে রকম ধর্ম্মকর্ম্ম কোত্তে হয়, কৃষ্ণকিশোর বাবুর সঙ্গে আমি সেগুলিও কোত্তে লাগ্‌লেম। একদিন দণ্ডী-ভোজন, একদিন ব্রাহ্মণ-ভোজন, একদিন সধবা-ভোজন, একদিন কুমারী-ভোজন সারা হলো। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান আর অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর দর্শন ত আছেই আছে।

প্রায় একমাস অতীত হলো। আর অধিকদিন এখানে থাকৃবো না মনে কোরে, একদিন বৈকালে হুণ্ডী ভাঙাবার জন্যে কর্ষণদাস দুলালদাসের গদীতে উপস্থিত হলেম।—দেখ্‌লেম, একজন প্রকাণ্ডকায় মহাজন একখানা গালচে পেতে তাকিয়া ঠেস

দিয়ে ভুঁড়ি খুলে আড়িয়ে শুয়ে আছেন।—সম্মুখে একটা বাক্সো, চার পাঁচটা দপ্তর, দশ বারোটা বড় বড় তোড়া,—একটা পানের ডিবে, আর তিন চারটে গড়িয়া হুঁকো সারি সারি বসানো রয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে দুজন মুহুরী বোসে খাতা লিখ্চে। আমি গিয়ে বিছানার ধারে,—একটু দূরে দাঁড়ালেম।—দাঁড়াবামাত্রই সেই মূর্ত্তি আমারে হিন্দিভাষায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি?—কি চাও?" আমি উত্তর কোল্লেম, "লক্ষ্ণৌয়ের রঙ্গলাল মহাজন, পাঁচহাজার টাকার হুণ্ডী দিয়েছেন, টাকা চাই।"

রঙ্গলাল মহাজনের নাম শুনেই তিনি চকিত হয়ে শশব্যস্তে অভ্যর্থনা কোরে বোল্লেন, "আসুন আসুন!—বসুন, নমস্কার!" এই কথা বোলে হাত তুলে সেলাম কোল্লেন। আমি বোস্‌লেম,—নিকটে গিয়েই বোস্‌লেম। তিনি আমার দিকে ফিরে বোসে, সুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রঙ্গজী ত ভাল আছেন? আপনার সঙ্গে তাঁর কি রকমে আলাপ?" আমি বরদার রাজকুমারের নাম কোরে পরিচয় দিলেম।—কাশীরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আবশ্যক ছিল বোলে এখানে আসা, সেই জন্যেই এই গদীতে হুণ্ডী দিয়েছেন, সে কথাও তাঁরে জানালেম।—এই সব কথা শুনে তিনি আমারে আরো অধিক যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন।

পাঁচরকম দেশ বিদেশের গল্প হোতে লাগ্‌লো। ব্যাভারে বুঝ্‌লেম, মহাজন ভদ্রলোক বটেন, হাস্যবদনে কথা কন, আত্মীয়তা বেশ জানেন, আমি নূতন গেছি, তবু যেন কতদিনের আলাপী, এইরূপ ধরণেই আলাপ কোত্তে লাগ্‌লেন। শুন্‌লেম, তাঁরি নাম কর্ষণদাস।—তাঁর ছোট ভাই দুলালদাস, আর এক গদীর কর্ত্তা; কিন্তু দুই গদীতেই উভয়ের নাম চলে। কর্ষণদাস যে বাড়ীতে আছেন, সেটী তাঁদের ভদ্রাসনবাড়ী, এক মহলে পরিবারেরা থাকে, সদর মহলে কার্‌কারবার।

মহাজন কর্ষণদাস আমারে জল খাওয়াবার জন্যে ইঙ্গিত কোল্লেন।—একজন লোক দূরে একখানা বড় আসন পেতে, ঠাঁই কোল্লে, একটা গজা আর একখিলি পান এনে দিলে। আড়ম্বর দেখে মনে কোরেছিলেম, জল খাবারের ঘটা বড়! ক্ষুধাও পেয়েছিল, আসনের পত্তনে তুষ্টও হয়েছিলেম, কিন্তু শেষকালে এক গজা দেখেই চক্ষুস্থির!—কি করি, অগত্যা আমারে তাই খেতে হলো। কিন্তু লৌকিকতার আড়ম্বরকে নমস্কার কোল্লেম! যা হোক্, উত্তরপশ্চিমের লোকদের দস্তরই এই, কার্‌বারি লোকজন গেলে, মিঠাই আর পান দিয়ে আও ভাও রাখে।—তামাক সেজে এনে দিলে,—খাই না, খেলেমও না।

সন্ধ্যা হয়,—আর বিলম্ব কোত্তে না পেরে বিদায় চাইলেম।—মহাজন কষ্টেসৃষ্টে একটু সোজা হয়ে বোসে, হুণ্ডীখানি দেখ্‌তে চাইলেন, দেখালেম। তার পিঠে দু একটী ছত্র লিখে, আমার হাতে দিয়ে বোল্লেন, "তবে,—আচ্ছা,—বারোদিন পরে হুণ্ডীর টাকা পাবেন। কিন্তু মাঝে মাঝে সময় পেলে এক আধ্‌বার দেখা কোর্‌বেন।—আপনি অতি সুশীল, অতি ভদ্র, আপনার সঙ্গে আলাপ কোরে বিশেষ পরিতুষ্ট হলেম। এই কথা বোলে দাঁড়িয়ে উঠে এক হাত তুলে সেলাম কোল্লেন। আমিও প্রতিনমস্কার কোরে সেদিন সেখান থেকে বিদায় হয়ে এলেম।

একদিন কৃষ্ণকিশোর বাবুকে সঙ্গে কোরে রাজবাড়ীতে গিয়ে রাজার কাছে তাঁর পরিচয়

দিয়ে দিলেম। রাজা যথোচিত অভ্যর্থনা কোল্লেন। একঘণ্টা থেকে বাসায় আসা হলো।

আর একদিন কর্ষণদাসের গদীতে গেলেম। মহাজন "আইয়ে বাবু সাব্।" বোলে সেলাম কোরে বোস্‌তে বোল্লেন। সেদিন দেখি, দুজন পোদ্দার একবাক্‌সো গয়না নিয়ে মহাজনকে দেখাচ্চে। তিনি তার মধ্যে পাঁচ সাতখানি বেছে নিয়ে, তাকিয়ার কাছে রেখে দরকষ্টি কোচ্চেন। এক একবার কষ্টিপাথরে ঘোষ্‌চেন,—ঘোষে, আলোর দিকে ধোর্‌চেন,—আট্‌বার দশবার দেখে, আবার একধারে রাখ্‌ছেন,—ফের ঘোষ্‌চেন, ফের দেখ্‌চেন!—এই রকমে প্রায় একঘণ্টা দেখাশুনা কষা-কষি হলো; তার পর দামদস্তর হবে! পোদ্দারেরা যত দাম বোল্‌চে, তিনি তার অর্দ্ধেক রকম বোল্‌চেন। ক্রমে ক্রমে টানাটানি কোরে যৎকিঞ্চিৎ তফাত্ দাঁড়ালো। মহাজনও দিবেন না, তারাও ছাড়্‌বে না। অবশেষে কিঞ্চিতের কিঞ্চিৎ ভাঙচূর কোরে জিনিস কখানি কিনে নেওয়া হলো।—সেই সময় তাঁর একজন চাকর মাইনের টাকা চাইতে আসে। কাল তাকে জবাব্ দেওয়া হয়েছে। তার পোনেরোদিনের মাইনে বাকী ছিল।—মহাজন ভারি রেগে উঠে বোল্লেন, "তোর জন্যে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তুই জানিস্?—বজ্জাত! পাজী! পাঁচটা প্রদীপে আমার আধ্‌ছটাক বৈ আর তেল পোড়ে না, তুই বেটা রোজ রোজ কি না এক ছটাক কোরে জালিয়েছিস্?—আবার মাইনে চাস্? পোনেরোদিনের তেলের দাম ধোল্লে চারআনা হয়।—তুই বেটা পোনেরোদিনের ঠিকে চাকর,—রাত্রের ঘুম বাদ দিলে সাড়েসাতদিন বৈ আর কিছুই হয় না!—সাড়েসাতদিনের মাইনে একটাকার হিসাবে ঠিক চার্‌আনাই হয়!—সব ত ঠিক্‌ঠাক্ শোধ হয়েই আছে, আবার কি?—পাজী! জোচ্চোর! দূর হ! এখনি এখান থেকে দূর হয়ে যা!" এই কথা বোলে বারবার ধমক্ দিতে লাগ্‌লেন; সুতরাং চাকরটা কাঁদো কাঁদো মুখে সেখান থেকে চোলে গেল। দেখেই ত আমি অবাক্! এত দেশ বেড়ালেম, এমন স্বভাবের লোক কোনোরাজ্যেই ত দেখ্‌লেম না! কৃপণও অনেক জায়গায় অনেক দেখেছি, এলাহাবাদে পার্ব্বতী রায়ের সংসারও দেখে এসেছি, কিন্তু এমন পাষণ্ড কৃপণ কোথাও, কস্মিন্‌কালেও দেখা হয় নি!

এই রকম ভাব্‌চি, এমন সময় "কল্যাণং স্বস্তি! কল্যাণং স্বস্তি!" উচ্চৈঃস্বরে হিন্দিভাষায় এই রকম আশীর্ব্বচন উচ্চারণ কোত্তে কোত্তে সেইখানে একজন লোক এলো।—হাতে রুদ্রাক্ষ মালা, গায়ে দশমহাবিদ্যার নামাবলী, সর্ব্বাঙ্গে শিবনাম ছাপা, মাথায় জটা, গেরুয়া-বস্ত্র পরা, স্কন্ধে দোবজ্জা, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের আটহালি কণ্ঠী; বাঁ-কাঁধে গোচ্ছা করা ধব্‌ধোপে পৈতে। মহাজন তারে প্রণাম কোরে, কাছে বোসিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন মহাশয়, কি হলো?" আগন্তুক উত্তর কোল্লে, "সমস্ত মঙ্গল! আপনি যা আজ্ঞা কোরেছেন, তাতেই তিনি সম্মত হয়েছেন!—চারহাজার টাকাই যৌতুকস্বরূপ মেয়েটীকে প্রদান কোর্‌বেন।—পাত্রকেও সব রকম দানসজ্জা, জড়াও বাজু, আর চার্‌নরি মুক্তার মালা সেই সঙ্গে দিতে রাজী হয়েছেন!" কথার ভাবেই বুঝ্‌লেম, ইনি বিবাহের ঘটক! মহাজন একটু হেসে বোল্লেন, "আচ্ছা, তা যেন হলো! কিন্তু পাত্রীটী দেখ্‌বার কথা

কি?” ঘটক উত্তর কোল্লে, “আজ্ঞা, সে কথাও হয়েছে। কাল সকালে তিনি আপনিই মেয়েটীকে সঙ্গে কোরে এখানে আন্‌বেন,—এইখানেই কাল দেখাশুনা, কথাবার্ত্তা, সকল বিষয়ই শেষ হয়ে যাবে!” মহাজন আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “আর বিবাহ?” ঘটক ঠাকুর জবাব কোল্লে, “বিবাহ আপনার বাড়ীতেই হবে, তার আর কি? এতেও তিনি রাজী আছেন!—বলেন কি মশাই?—ঘটকৃটা কে?—স্বয়ং রঘুবর শাস্ত্রী!—শর্ম্মা!—জলকে আগুন করি, আগুনকে জল করি! আপনার কল্যাণে যেখানে যাই, সেইখানেই সভাজয়ী! লোকটা কে?” উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে প্রায় একহাত উঁচু হয়ে আপনার বুকে তালি ঠুক্‌তে লাগ্‌লো। মহাজন হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, আপনাকে আমি ভাল রকমে খুসী কোর্‌বো! আজ এই চার্‌-আনা পয়সা লও, বাসা-খরচ কোরো!” এই কথার পর ঘটকঠাকুর হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কোত্তে কোত্তে উঠে দাঁড়ালো। যেতে উদ্যত, এমন সময় মহাজন আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “ভাল ঘটক্‌জী? কাল যখন আপনার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে গেলেন, তখন যে মেয়েটী আমারে পান জল এনে দিলে, সে মেয়েটী কে?” ঘটক বোল্লে, “সেটী সম্পর্কে আমার ভাইঝি হয়! সম্প্রতি তার বাপের কাল হয়েছে; বিধবা, আর কোথায় যাবে? সুতরাং আমার বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়ে আছে!” মহাজন প্রণাম কোল্লেন, ঘটক ঠাকুর বিদায় হলো। যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ আপনার কথাতেই ব্যস্ত, আমার দিকে একবারও চেয়ে দেখে নি। কিন্তু চেহারার ভাব দেখে, আর স্বর শুনে, আমার কিছু সন্দেহ হয়েছিল। বোধ হলো যেন, চেনা লোক! তবে কোথায় দেখেছি, কে সে, তা আমি কোনোমতেই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না।

ঘটক বিদায় হলো। এই অবসরে আমি মহাজনকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “মহাশয়! বিবাহ কার?” তিনি উত্তর কোল্লেন, “আমারি জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ। বাঙ্‌লাদেশে একজন মহাজন ছিলেন, তাঁর অনেক ধনদৌলত ছিল, সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে, পুত্রসন্তান নাই, কেবল একটী কন্যা মাত্র। মহাজনের স্ত্রী, সেখানকার বিষয়-আশয় বিক্রী কোরে, মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে এসে বাস কোরেছেন। শুনেছি, মেয়েটী না কি পরমাসুন্দরী!—টাকাকড়িও অনেক দিবেন, সব রকম অলঙ্কারও দিতে চান। এইমাত্র যিনি এসেছিলেন, তিনিই এই বিবাহের ঘটক।” এই সকল কথার পর অন্যান্য অনেক রকম গল্প হলো।—সন্ধ্যার আগে এসেছিলেম, কথায় বার্ত্তায় রাত্রি প্রায় আট্‌টা বাজ্‌লো,—বিদায় হবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেম। মহাজন সেলাম কোরে বোল্লেন, “আচ্ছা, আজ রাত্রি হয়, বাসায় যান; কিন্তু কাল সকালে কন্যাটী দেখা হবে, সময় পান ত একবার আস্‌বেন। আপনি সে সময় উপস্থিত থাক্‌লে, পরম সন্তুষ্ট হবো।” আমি স্বীকার কোরে চোলে এলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠে নিজের কাজ কর্ম্ম সেরে, মহাজনের গদীতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। বেলা আন্দাজ সাড়েআট্‌টা কি নয়টা। গিয়ে দেখি, মেয়ে দেখাতে তখন পর্য্যন্তও লোক আসেনি। দশ বারোমিনিট বোসে আছি, এমন সময় সেই ঘটক ঠাকুর এসে খবর দিলে, “কন্যাটীকে আনা হয়েছে;

[illegible]াকর্ত্রী স্বয়ং অন্দরের দিকে মাঝবারাণ্ডায় [illegible]পেক্ষা কোচ্চেন; আপনি একবার গা-তুলে [illegible]সুন।” মহাজন তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, [illegible]কের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেন।—আমারেও [illegible]রোধ কোল্লেন, আমিও তাঁর পাছু পাছু যেতে লাগ্‌লেম। গিয়ে দেখি, একটী স্ত্রীলোক, হিন্দুস্থানী ধরণের কাপড় পরা, নাক পর্য্যন্ত ঘোম্‌টা, একটী মেয়ে কোলে কোরে বোসে আছেন। দিব্বি মেয়েটী!—রং টুক্ টুক্ কোচ্চে, মুখখানি গোল, যেন পদ্মফুল! ঠোঁট দুখানি যেম্‌নি পাত্‌লা, তেম্‌নি রাঙা! গায়ে একটী সবুজ রঙের ঘাগ্‌রা। বয়স অনুমান চার্‌বৎসর। তার রং আর নাক চোক দেখে, হঠাৎ আমার প্রেমদাস বাবাজীকে মনে পোড়্‌লো। মনে পোড়েই দুঃখ হলো। আহা! বেচারা মারা গেছে! তারো ঠিক এম্‌নি রং আর এম্‌নি মুখ চোক ছিল! একদৃষ্টে আমি মেয়েটীকে দেখছি, ঘটক ঠাকুর দূরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে আছে। চেয়ে দেখি, তার মুখখানি পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক বিষণ্ণ! যা হোক্, মহাজন মেয়েটীর দুহাতে দুটী আধুলি দিয়ে, তারে একবার কোলে নিলেন। তার পর জননীর কোলে দিয়ে বার্‌-মহলে চোলে এলেন।—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিও তাঁর অনুগামী হলেম।

মহাজন একজন ভট্টাচার্য্যকে ডাক্‌তে পাঠালেন,—ভট্টাচার্য্য এলেন। সেইখানেই পাঁজিপুথি দেখে বিবাহের দিন স্থির করা হলো। ঘটক ঠাকুর পত্র কোত্তে বোল্লে; মহাজন কিন্তু বৃথা অপব্যয় বোলে সম্মত হলেন না। এই সময় ঘটকের অনুরোধে পাত্রটীকে একবার নিয়ে আসা হলো। ছেলেটী দেখ্‌তে বড় মন্দ নয়। বর্ণ শ্যাম, মোটাসোটা, গাল দুটী ফুলো ফুলো, গলায় চাপ্‌কানের উপর একছড়া সোণার গোটহার, আর তিনর মতির মালা। কাণে বড় বড় দুই বীরবৌলী, দুহাতে দুখানা সোণার ইষ্টিকবচ, আর নীচের হাতে মোটা মোটা এক এক গাছা সোণার বালা। মাথায় বাঁয়ে হেলা একটা জরির তাজ। বয়স আন্দাজ সাত আট্ বৎসর। ঘটক ঠাকুর তার হাতে দুটি মোহর দিয়ে ধানদূর্ব্বা-সহযোগে আশীর্ব্বাদ কোল্লে। ছেলেটী কর-যোড়ে প্রণাম কোরে সে ঘর থেকে চোলে গেল। ধার্য্য হলো, চারদিন পরে বিবাহ।

বেলা দশটা অতীত। আর আমি বিলম্ব কোত্তে না পেরে মহাজনের নিকট থেকে বিদায় হয়ে এলেম। বাসায় গিয়ে স্নান আহা-রের পর একটু বিশ্রাম কোরে, উপরের ঘরে একাকী বোসে আছি, এমন সময় পাশের বাড়ীতে দুজনলোকের কথোপকথন শুনতে পেলেম। যে বাড়ীতে আমার বাসা, সেই বাড়ীর পাশে দুহাত কি আড়াইহাত ওসারের একটা গলি পার আর একটী বাড়ী। গলির দিকে দুবাড়ীর দু তিনটী জানালা। আমার ঘরের জানালার খড়্‌খড়ী বন্ধ ছিল, সুতরাং কথাগুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝ্‌তে পাল্লেম না;—শোন্‌বারও তত আবশ্যক ছিল না।—কিন্তু অল্প অল্প আওয়াজ পেয়েছি, দু তিনবার আমার নামও করা হয়েছে। আমার নাম কেন হয়, এই ভেবে তখন ধীরে ধীরে খড়্‌-খড়ীর দুটী পাখি খুলে দেখ্‌লেম, সে বাড়ীর একটা জানালার ধারে একখানি কৌচের উপর একটী স্ত্রীলোক বোসে, অপর একটী লোকের সঙ্গে গল্প কোচ্চে;—লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, স্ত্রীলোক-টীকে ভাল রকম দেখ্‌তে পেলেম না। কিন্তু

দাঁড়ান লোক, সেই ঘটক ঠাকুর! সে বোল্‌চে, "তুমি কি তারে চেনো?"

স্ত্রীলোক উত্তর কোল্লে, "নামে ত বেশ বোধ হোচ্চে চিনি। চেহারাখানা কেমন, বল দেখি?"

ঘটক উত্তর কোল্লে, "দেখ্‌লে না? তুমি যখন সকাল বেলা মেয়ে দেখাতে যাও, তখন সে ছোঁড়াটা তোমার কাছেই যে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখ্‌তে পাও নি?—সেই যে, সুন্দর-পানা, গোল্‌গাল্‌ গড়ন, নাক্‌টা টিকোলো, চোক দুটো বড় বড়, চুলগুলো লতানো, কপাল্‌টা ছোট, উজ্জ্বল দৃষ্টি, আর বাঁ গালে একটা জড়ুল।"

স্ত্রীলোকটী এই কথা শুনে শশব্যস্তে বোলে উঠ্‌লো, "তবে ত ঠিকই হয়েছে, সেই হরিদাসই ত বটে?—আ মলো! গয়ার পাপ আবার এখানে এসে জুটেছে?—তবেই ত গোল বাধালে!—কি হবে ঘটক ঠাকুর?"

সম্বোধিত ব্যক্তি সাহস দিয়ে বোল্লে, "হবে আর কি? তারে এত ভয়ই বা কিসের? সে কি তোমারে দেখেছে, না চেনে?—তার জন্যে আবার ভাবনা কি?"

স্ত্রীলোকটী বোল্লে, "দেখেছে বই কি?—চেনে বই কি?—আমাদের—"

এই পর্য্যন্ত বোলে এত আস্তে আস্তে কথা কইলে যে, কিছুই তার শুন্‌তে পেলেম না!

ঘটক তাই শুনে একটু চোম্‌কে উঠে বোল্লে, যদি তা-ই হয়, যদি দেখেই থাকে, বিয়ের সভায় না গেলে ত আর তোমাকে দেখ্‌তে পাবে না? আজ দৈবাৎ উপস্থিত ছিল, তাই জন্যেই দেখেছে। বিয়ের রাত্রে ত আর সেখানে গিয়ে হাজির হবে না?"

স্ত্রীলোকটী বোল্লে, "যাবে না?—না যায় ত আর ভয় কি?—কিন্তু যদি যায়, তখন তার কি উপায় কোর্‌বেন?"

ঘটক বোল্লে, "যদিই যায়, তাতেই বা ভয় কি? রেতের বেলা ঘোম্‌টা দিয়ে বোসে কন্যাসম্প্রদান কোর্‌বে, কে বা দেখে, আর কে-ই বা চেনে!"

স্ত্রীলোক বোল্লে, "কিন্তু আজ যদি চিনে থাকে, তবেই ত সহরময় গোল কোরে দেবে?—ও ছোঁড়া যে বড় দুষ্ট গো?—তুমি ত সব জানো না?—আমি বেশ জানি!—ও ভারি সেয়ানা!"

ঘটক বোল্লে, "হোক্‌ না দুষ্ট, হোক্‌ না সেয়ানা, তুমি ঘোম্‌টা দিয়ে বোসেছিলে, কেমন কোরে দেখ্‌বে? কেমন কোরে চিন্‌বে?"

তাদের এই রকম কথাবার্ত্তা চোল্‌চে, এমন সময় সেই ঘরে আর একটী মেয়েমানুষ এলো। আকারে বোধ হলো, দাসী হবে। কিন্তু সে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ালো, ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। চকিতের ন্যায় দেখেই যেন চেনা চেনা বোধ হয়েছিল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি গা?—তোমরা কার্‌ কথা বলাবলি কোচ্ছিলে গা?"

কামিনী উত্তর কোল্লে, "ওরে! সেই হরিদাস বোলে সে ছোঁড়াটা আমাদের সেখানে ছিল, ঘটক ঠাকুর বোল্‌ছেন, সে-ই না কি এখানে এসেছে!"

দ্বিতীয় নারী বোল্লে, "কে—কে—হরিদাস?—ও হো!—তবে হোলেও হোতে পারে!—আমিও দু তিনদিন এই পাশের বাড়ীতে তারি মতন একজন লোককে ঢুক্‌তে দেখেছি; মাঝে মাঝে বেরুতেও দেখেছি। ঠিক হরিদাসের মতনই বটে! কিন্তু ভাল কোরে ঠাওরাতে পারিনি। ঘটকঠাকুর

যখন বোল্‌ছেন, তখন ঠিক কথাই হবে। আমি ভেবেছিলেম, বুঝি আর কেউ! কিন্তু এখন মিল্‌লো, আমার অনুমান মিথ্যা নয়!—হরিদাসই বটে!—এর পাশের বাড়ীতেই বাসা কোরে আছে!"

এই কথা শুনে ঘটক ঠাকুর থতমত খেয়ে, এদিক ওদিক চেয়ে, যেন সাবধান হোতে লাগ্‌লো।—প্রথম রমণী যেন ভয়বিহ্বলকণ্ঠে বোল্লে, "পাশের বাড়ীতে?—অ্যাঁ—অ্যাঁ—বোলিস্ কি রে? পাশের বাড়ীতে?—কি সর্ব্বনাশ! তবেই ত আমি গেচি! বিয়ের ত ভাংচি হয়েই রয়েছে; তার উপর আরো বা কি হয়!—পাশের বাড়ীতে?—অ্যাঁ?—এত-দিন আমায় বলিস্ নি কেন?—ঘটক মশাই! তুমিই এখন কর্ত্তা,—তুমিই আমার বলবুদ্ধি, তুমিই আমার আশা ভরসা, তুমি রক্ষা না কোল্লে, আর আমার কোনোদিকেই নিস্তার উপায় নাই!"

দাসী বোল্লে, "এত ভাবনা কিসের?—হরিদাস কি কোর্‌বে? আমি দু তিনদিন দেখেছিলেম, ঠিক চিন্‌তে পারি নি বোলে তোমারে সে কথা বলি নি। আমরা যে এখানে আছি, সে এর বাষ্পও জানে না, ভয় কর কেন?"

ঘটক বোল্লে, "চিন্তা কি?—যেখানে আমি আছি, সেখানে তোমার কোনো ভয় নাই! যে রকমে পারি, কার্য্যসিদ্ধি কোরে দিবই দিব; কোনো বিঘ্নই ঘোট্‌তে দিব না!".

কথায় বার্ত্তায় সন্ধ্যা হয়ে এলো।—ঘটক চোলে গেল, ঘরের জানালা বন্ধ হলো। আমি একাকী খড়্‌খড়ীর ধারে লুকিয়ে বোসে আছি,·কেউ কিছু জান্‌তে পাল্লে না, দেখ্‌তেও পায় নি। কিন্তু নানা রকম সন্দেহ আর নানা রকম চিন্তায় আমার মন আকুল হোতে লাগ্‌লো। কে এরা? আমার নাম কোরে এতকথা বলাবলি কোল্লে, কারণ কি? আমাকেই বা এদের এত ভয় কেন? মেয়ের বিয়ে দিবে, কথা স্থির হয়েছে, মেয়ে দেখা হয়েছে, পাত্রও দেখা হয়েছে, সবই স্থির হয়েছে, তবে এত শঙ্কা কেন? আমি এখানে এসেছি, এইটী জান্‌তে পেরে এরা তিনজনেই ভয় পেলে, কত রকম সন্দেহ কোল্লে, ব্যাপার কি? কে এরা? আমি কি এদের কিছু জানি? হোতেও পারে।—কত ঠাঁই বেড়িয়েছি, কত অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য দেখেছি, বোধ হয় এদের সঙ্গে তারি কোনো রকম সংস্রব থাক্‌তে পারে! তা নইলে আমায় দেখে এত ভয় পাচ্চে কেন? এর ভিতর অবশ্যই কোনো গুপ্তকথা আছে! যা হোক্, সন্ধান কোরে ভাল রকমে এর তদন্ত নিতে হয়েছে।

চিন্তা কোত্তে কোত্তে খড়্‌খড়ী বন্ধ কোরে সেখান থেকে উঠে গেলেম। শীতকালের আকাশ, হিমে আচ্ছন্ন। রাত্রি প্রায় চারদণ্ড, রাস্তায় লোকজন খুব কম। হেমন্তচন্দ্র পাঁচ সাতটী নক্ষত্রের সঙ্গে অল্প অল্প দীপ্তি পাচ্চেন, অন্য অন্য তারাবলী প্রায় অদৃশ্য।—মৃদুমন্দ উত্তরানিল শীতল সন্ধ্যাকালকে ক্রমশই শীতল কোরে তুল্‌চে।—বারাণ্ডা থেকে এই দৃশ্য দেখে রাত্রে আর কোথাও বেরুলেম না। যে সব কথা শুন্‌লেম, কৃষ্ণকিশোর বাবুকেও বোল্লেম না; আহারাদি কোরে শয়ন কোল্লেম।

শুয়ে শুয়ে চিন্তা কোচ্চি,—সম্বন্ধ অবধি, মেয়ে দেখা অবধি, ঘটক দেখা অবধি, আর পাশের বাড়ীর কাণাঘুষা শোনা অবধি, আগাগোড়া চিন্তা কোচ্চি;—স্থির কোত্তে পাচ্চি না;—কোনোমতেই পাচ্চি না। ঘটক্‌কে

যেন চিনি,—কিন্তু কেমন কোরে যে চিনি, তা তখনো বুঝ্‌তে পারি নি, এখনো পাচ্চি না। কোথায় যেন দেখেছি, স্মরণ হোচ্চে না। চেহারা মনে হোচ্চে, স্বর মনে হোচ্চে, তবু স্মরণ হোচ্চে না। যে স্ত্রীলোকটা কথাবার্ত্তার সময় এলো, তারেও যেন চিনি, বিদ্যুতের ন্যায় চকিতমাত্র দেখেছি, ভাল কোরে ঠাওরাতে পারি নি। ঘরে ঢুকেই আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো, দ্বিতীয়বার আর দেখ্‌তে পেলেম না। স্বর কর্ণে গেল, তাও যেন জানা স্বর। কি অদ্ভুত ব্যাপার! তারা আমারে চেনে, আর আমি তাদের চিনি নি? কি অদ্ভুত ব্যাপার! কেমন কোরে চিন্‌লে?—কোথায় দেখ্‌লে? —স্ত্রীলোকটী একবার বোলেছে, "হরিদাস বোলে যে ছোঁড়াটা আমাদের সেখানে ছিল!" সেটা কি কথা?—কোন্ জায়গার কথা?—কার বাড়ীর কথা?—এক জায়গায় ত অধিককাল কখনোই আমি থাকি নি?—কত দেশে, কত জায়গায়, কত লোকের বাড়ীতে ছিলেম, কেমন কোরে ঠিক্ কোর্‌বো?—কাশীতে ত আর একবার এসেছিলেম, এদেরত এখানে দেখি নি?—কেবল জনকতক পাণ্ডা ছাড়া, কারো সঙ্গেই ত আমার দেখা হয় নি?—যেমন এসেছিলেম, তেমনি চোলে গিয়েছিলেম। তবে এরা কেমন কোরে চিন্‌লে? এরা কি এদেশের লোক নয়? তা-ই সম্ভব। কর্ষণদাসের মুখে শুনেছি, বাঙ্‌লাদেশের মহাজনের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ! সেই কথাই ঠিক!—এরা বঙ্গদেশের লোক!—কোথাও আমারে দেখে থাক্‌বে, আমিও এদের দেখে থাক্‌বো! হয় ত এদের জাতে কোনো রকম খোঁটা আছে, পাছে আমি মহাজনকে সেই কথা জানাই, সেইজন্যেই বোধ হয় আমারে দেখে এত ভয় পাচ্চে। মনে মনে এই সকল আন্দোলন কোত্তে কোত্তে নিদ্রা এলো, ঘুমুলেম। এক ঘুমেই রাত্রি প্রভাত।

চতুঃসপ্ততিতম কাণ্ড

বিবাহসভা। চাতুরী ভেদ!!!

আগ্রহে আগ্রহে চারদিন কেটে গেল, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না।—আজ বিবাহ। বেলা আটটার পর, একজন ভাট এসে একখানা পত্র দিয়ে গেল। খুলে দেখ্‌লেম, কর্ষণদাস মহাজনের পুত্রের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র। মহাজন সেই পত্রের পৃষ্ঠে আমারে সকাল সকাল সভা আরোহণের অনুরোধ কোরেছেন, উপস্থিত থেকে তত্ত্বাবধান কোত্তে হবে, এ কথাও তাতে লেখা আছে। —ভাব্‌লেম, হলো ভাল,—এ বিবাহের যা কিছু গুপ্তকাণ্ড আছে, একটু আগে গেলেই তার কিছু না কিছু সূত্র জান্‌তে পার্‌বো। এইরূপ স্থির কোরে আহারের পর বিশ্রাম না কোরেই বাসা থেকে বেরুলেম। অন্যত্র কিছু আবশ্যক ছিল, সেইটী সেরে বাঙ্গালীটোলার পাঁড়েহাউলি পার হয়ে বড় রাস্তায় উপস্থিত হয়েছি, এমন সময় দেখি, কলিকাতার চাঁপাতলার নটবর ডাক্তার সম্মুখে।—

মাথায় একফর্দ্দ শালের রুমাল জড়ানো, শাদা ফ্লানালের জোব্বা গায়ে, লম্বে লম্বে ঘড়ির চেন ঝুলোনো, চোকে নীলবর্ণের চস্‌মা, হাতে একগাছি রুমাল বাঁধা ছড়ি।—দেখেই চিন্‌তে পাল্লেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডাক্তার মহাশয়! আপনি এখানে কতদিন?"

তিনি ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখে বোল্লেন "কে হরিদাস? তুমি এখানে কবে এলে? সেদিন তুমি কি সকালবেলা গঙ্গা-তীরের রাস্তায় বেড়াচ্ছিলে? ঠিক তোমারি মতন দেখ্‌লেম, কিন্তু সন্দেহ কোরে ডাক্‌তে পাল্লেম না।"

আমি বোল্লেম, "হাঁ, আমিই বটে। আমিও আপনারে দেখেছিলেম। ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলেম, ঠিক চিন্‌তে পারিনি। এখন যাচ্চেন কোথা?"

ডাক্তার মহাশয় উত্তর কোল্লেন, "এই নিকটেই যাচ্চি। এখানকার কর্ষণদাস নামে একজন মহাজন, আমারে নিমন্ত্রণ কোরেছেন, তাঁর পুত্রের বিবাহ, সেই সভাতেই যাচ্চি। ব্যাটা পাষণ্ডের এক শেষ! খুঁজে খুঁজে রাজ্যে আর মেয়ে পেলে না, কোথাকার একটা অজানা মেয়ে এনে, টাকার লোভে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্চে! ঘটকও তেম্‌নি জুটেছে! দেশমাস্থূল জোচ্চোর, গাঁট্‌কাটা এক বামুন, তিনি হয়েছেন ঘটক! যাই আগে, কেমন কোরে বিয়ে হয়, আর কেমন কোরে বিয়ে দেয় দেখ্‌বো!—দেখ্‌বোই দেখ্‌বো। নাক্‌-কাণ কেটে ঘটক বিদায় হবে! মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালাবো, তবে আমার নাম নটবর ডাক্তার! আর যে মাগী মেয়ের বিয়ে দিতে আস্‌চে, তারে আজ আমি নাকের জলে চোকের জলে কোর্‌বো, তবে ছাড়বো। বজ্জাত!—বেই-মান!—নিমক্‌হারাম!"

ডাক্তারের কথা শুনে আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম।—কিন্তু মনে মনে বিলক্ষণ আনন্দ হলো!—যে তত্ত্ব জান্‌বার জন্যে আমি তিন চার্‌দিন আকুল, সেই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে; এই আশ্বাসেই মনে মনে বিলক্ষণ আনন্দ হলো। সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ব্যাপার কি? এ বিবাহের সম্বন্ধে আপনি এত চটা কেন?"

ডাক্তার মহাশয় একটু কর্কশস্বরে উত্তর-দান কোল্লেন, "জানো না? সেই—আচ্ছা, এখানে নয়, সদর রাস্তা, সে সব কথা এখান-কার নয়!—নিকটেই আমার বাসা, সেইখানে চলো, হাট্‌হদ্দ সেইখানেই সব ভেঙে বোল্‌বো!"

ডাক্তারের সঙ্গে আমি তাঁর বাসায় গেলেম।—তিনি আমারে একটী নির্জ্জন ঘরে বোসিয়ে সমস্ত গুপ্তকথা এক এক কোরে খুলে বোল্লেন। শুনেই আমি শিউরে উঠ্‌লেম;—সোৎসুকে বোল্লেম, "বলেন কি? এর ভিতর এত কাণ্ড?—উঃ! ধূর্ত্তের কি ভয়ানক চাতুরী? আমি—"

নটবর আমার কথায় বাধা দিয়ে বোল্লেন, "এখন আর নয়, বেলা গেল, এইবেলা আমি যাই;—তুমি আর এক সময় আমার সঙ্গে দেখা কোরো!"

আমি বোল্লেম, "চলুন, আমিও যাবো;—আমারো সেখানে নিমন্ত্রণ আছে। ভদ্র-লোকের জাত মজায়,—এমন বেইমানী কাজ করে? যে-ই কেন হোক্‌ না, লোকের মন্দ চক্ষে দেখা, ভদ্রলোকের উচিত কাজ নয়। যাতে কোরে এ কাণ্ড ঘোট্‌তে না পারে, সাধ্যমতে আমিও তার সাহায্য কোর্‌বো। আমি সেখানে থাক্‌লে, অবশ্যই আপনার সৎ প্রবৃত্তির সাহায্য হোতে পার্‌বে। দেশস্থ

লোক,—এক বাড়ীর লোক,—সুতরাং মাতব্বর সাক্ষী!”

এই কথা শুনে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বোল্লেন, “বেশ হয়েছে, চলো! দুজনে একত্র হয়েই যাওয়া যাক্; ভারি মজা লেগে যাবে এখন!”

উভয়ে একত্রেই উঠ্‌লেম। পথে সে কথার আর কোনো আন্দোলন হলো না। আমার মনে কিন্তু কৌতুকের লহরী সবেগেই ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো।—ভাব্‌লেম, এই কথাই ঠিক্ লেগেছে!—সেইজন্যেই তারা আমার নাম কোরে তখন তত ভয় পেয়েছিল!—যা হোক, হলো ভাল! খামোকা একটা ভদ্রলোকের জাত নষ্ট হোচ্ছিল, আমি যদি কোনো রকমে জান্‌তে পেরে বিঘ্নবাধা উপস্থিত কোত্তেম, তা হলে অন্ততঃ একপক্ষও মনঃক্ষুণ্ণ হোতো। এ এক রকম হলো ভাল! “যা শত্রু পরে পরে!” ভদ্রলোকটারও জাতরক্ষা হবে, নষ্টেরাও শিক্ষা পাবে, ধর্ম্মও বজায় থাক্‌বে, আমি ফাঁকে ফাঁকে এড়িয়ে গেলেম!—হলো ভাল!

বেলা পাঁচটা বাজ্‌তে দশবার মিনিট বাকী।—আমরা বিয়ে-বাড়ীতে উপনীত হলেম।—সভা সাজানো হয়েছে, জিনিসপত্রেরও আয়োজন হয়েছে, লোকেরা নানা কাজে এদিক ওদিক কোরে ছুটোছুটী কোচ্চে। “ওরে ওরে” বোলে ডাকাডাকি, আর এক একটা কাজের ফাই ফরমাস্ কোরে সরবরাজি দেখাচ্চে,—সকলেই এক একটা কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।—মজলিস্ বিলক্ষণ রকম ফিট্‌ফাট্।—সভার একধারে ষষ্ঠীর ঘট্ স্থাপন করা, বরসজ্জা, যৌতুকের টাকা অলঙ্কার, আর সম্প্রদানের সজ্জা, যথা যথা স্থানে থরে থরে সাজোনো রয়েছে। পাঠক মহাশয়! বুঝতেই পেরেছেন, এ সকল সজ্জাসজ্জা কার,—এ সকল টাকা, ও অলঙ্কারাদি কার,—আমার ব্যাখ্যা কোরে বলা বাহুল্য!

দুই একজন কোরে নিমন্ত্রিত লোক দেখা দিচ্চেন, এমন সময় আমরা গিয়ে উপনীত হলেম। মহাজন কর্ষণদাস আমাদের দেখে, যোড়হাতে অভ্যর্থনা কোল্লেন। আমারে বোল্লেন, “আপনার অধিষ্ঠান হয়েছে, পরম আপ্যায়িত হলেম। দেখুন, শুনুন, যাতে কোরে সব বিষয়ের সুপ্রতুল হয়, তার উপায় করুন!—এ আপনার নিজেরি বাড়ী, আপনিই এর সর্ব্বময় কর্ত্তা!” এই রকম অনেক শিষ্টাচার কোল্লেন।—নটবর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌লেন,—আমি গম্ভীরভাবে নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেম।—মহাজনের ছোট ভাই দুলালদাস, সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, কর্ষণদাস আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ কোরিয়ে দিলেন। তিনি অতি ভদ্রলোক; তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ অনেক রকম কথাবার্ত্তা হলো।

সন্ধ্যা হয়ে এলো।—মজলিসে চার পাঁচটী ঝাড়্‌গেলাস জ্বেলে দিলে। আমরা অন্যান্য লোকের সঙ্গে এদিক ওদিক দেখে শুনে বেড়াতে লাগ্‌লেম। মাঝে মাঝে অন্তঃপুর মধ্যে শঙ্খধ্বনি হোচ্চে, থেকে থেকে উলুধ্বনি, ঢোলকের চাঁটী, আর স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে সংগীত শুনা যাচ্চে।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি প্রায় আটটা হলো,—আর বড় বিলম্ব নাই,—ন-টার পরেই লগ্ন!

ঘটক ঠাকুরকে এতক্ষণ একটীবারও দেখা যায় নি। এই সময় শশব্যস্ত হয়ে একবার দেখা দিলে। কিন্তু সম্মুখে আমারে দেখেই সেখানে আর দাঁড়ালো না, ধাঁ কোরে সোরে গেল;—আড়ে আড়ে গা-ঢাকা হয়ে আসে

পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো।—মজ্‌লিস্ ভোর্‌পুর, প্রায় শতাবধি দেড়শত ভদ্রলোক উপস্থিত।

ন-টা বাজ্‌লো।—সম্প্রদানের জায়গায় পাঁচ সাতজনলোক একত্র বসেন। বর কন্যাকেও সভাস্থ করা হলো। কন্যাকর্ত্রী বুক পর্য্যন্ত ঘোম্‌টা দিয়ে সম্প্রদানের আসনে এসে বোস্‌লেন। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাচ্চেন, তিনি কেবল হুঁ হুঁ কোরে শব্দ কোচ্চেন,—কিছুই বুঝা যাচ্চে না। নটবর আর আমি, একটু এগিয়ে—নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম। কর্ষণদাস আর দুলালদাস উভয়েই আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

মন্ত্রপাঠ হোচ্চে।—নটবর ডাক্তার পুরোহিতকে সম্বোধন কোরে শ্লেষপূর্ণস্বরে বোল্লেন, "ভট্‌চার্য্যি মশাই! এ হোচ্চে কি? যিনি মেয়েদান কোচ্চেন, তিনি ত কেবল হুঁ হুঁ কোরেই সার্‌ছেন! এ রকম কোল্লে দানসিদ্ধ হবে কেন? স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে মন্ত্র বলান্ না? নাম, গোত্র, ভাল কোরে জিজ্ঞাসা করুন! বিশেষতঃ মেয়েটীর বাপের নাম!"

ভট্টাচার্য্য মন্ত্রপাঠ রেখে বোল্লেন, "উনি সে সব কথা আগেই আমার কাছে তন্ন তন্ন কোরে বোলেছেন। সভার মাঝখানে স্ত্রীলোকে কি ডেকে ডেকে মন্ত্র বলে?"

নটবর সেইভাবেই বোল্লেন, "তবু, তবু, জিজ্ঞাসাই করুন না? জানি কি! স্ত্রীলোক, যদি মনে না-ই থাকে, ভুলও ত হোতে পারে?"

মন্ত্রে বাধা পেয়ে পুরোহিতঠাকুর ভারি চোটে উঠ্‌লেন। রাগভরে চোক মুখ ঘুরিয়ে বোল্লেন, "কেন?—হয়েছে কি?—কে তুমি?—মেয়ের বাপের নাম কি, এর নাম কি, তার নাম কি, কেন?—আমরা কি, না জেনে শুনেই বিয়ে দিতে বোসেছি? না জেনে শুনেই কি আমি গঙ্গাজল ছুঁয়ে মন্ত্র বলাচ্চি? এই রকম অনেক বোকে ঝোকে শেষকালে অতি কর্কশস্বরে বোল্লেন, "মেয়ের বাপের নাম বিনোদিলাল!"

নটবর এই কথা শুনে করতালি দিয়ে হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লেন। হাস্‌তে হাস্‌তেই বোল্লেন, "হরিবোল হরি! তবেই হয়েছে! বিনোদিলাল!!"

ভট্টাচার্য্য তাই শুনে মহারাগত হয়ে, আসনে ফিরে বোসে উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, "হাস্‌লে যে?—বিবাহের সভা, ভদ্রলোকের বাড়ী, একি ঠাট্টা তামাসার জায়গা? নাম শুনে হেসে উঠ্‌লেন! তোমার কি সন্দেহ হয়েছে? ভদ্রলোকের কন্যা কি মিথ্যা কথা বোলেছেন? স্বামীর নাম জানে না?—কি পাপ!"

নটবর ঈষৎ হেসে বোল্লেন, "স্থির হোন্!—পুরুত্ ঠাকুর, স্থির হোন্! সন্দেহ না হলে এ সব কথা বোল্‌বো কেন? মেয়েটীর বাপের নাম বিনোদিলাল নয়,—যিনি কন্যা সম্প্রদান কোচ্চেন, তাঁর স্বামীর নাম মোহনলাল! জেতে ইনি বেণে বটেন, কিন্তু এ বেণে নয়, গন্ধবেণে! নাম ভাঁড়িয়েছেন, জাত ভাঁড়িয়েছেন, আচ্ছা চাতুরী খেলেছেন,—আশ্চর্য্য চাতুরী!!"

ডাক্তারের এই কথা শুনে, ভট্টাচার্য্যের বাক্‌রোধ! কন্যাকর্ত্রী থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো! সভাশুদ্ধ সকলেই চমকিত,—সকলেই বিস্মিত,—সকলেই নিস্তব্ধ! কর্ষণদাস নিরুত্তর, দুলালদাস আড়ষ্ট! কিঞ্চিৎ পরে কর্ষণদাস ব্যস্তসমস্ত হয়ে, কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? আমরা বিশেষ তদন্ত নিয়েছি, আদ্য অন্ত সকলি

জেনেছি, আপনি এমন কথা বোল্‌ছেন কেন? ঘটক ঠাকুর নিশ্চয় কোরে বোলেছেন,—আপনি ও এলোমেলো কি বোক্‌ছেন?—শুভকর্ম্মে বাধা দেন কেন? খেপেছেন না কি? পুরুত মশাই! মন্ত্র বলুন! ও সব বাজে কথায় কাণ দিবেন না!"

নটবর বোল্লেন, "তদন্ত নিয়েছেন বটে, কিন্তু বিশেষ কিছুই জানেন নি। যিনি আপনার বেয়ান হোতে বোসেছেন, তাঁরেই জিজ্ঞাসা করুন, যা আমি বোল্লেম, এ সব সত্য কথা কি না।"

মহাজন কর্ষণদাস কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বোলে উঠ্‌লেন, "স্ত্রীলোককে আর জিজ্ঞাসা কর্‌বো কি? যে সব কথা শোন্‌বার যোগ্য নয়, বিশ্বাসের যোগ্য নয়, তা নিয়ে আর আন্দোলন কি?—তুমি পাগলের মত আলত্ পালত্ ও সব কি বোক্‌চো?" এই কথা বোলে কন্যাকর্ত্রীর দিকে ফিরে কোমলকণ্ঠে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হ্যাঁ গা! বলো ত গা! ইনি যা বোলচেন, এ সব কি কথা? তুমি কি এরে চেনো?"

মহাজনের বাক্যে সাহস পেয়ে কন্যাকর্ত্রী ঘোম্‌টার ভিতর থেকে একটু গলাছেড়ে বোল্লে, "কে গা তুমি?—আমি কি মিথ্যা কথা বোলে মেয়ের বিয়ে দিচ্চি? কে গা তুমি? মিন্‌সে কে গো? পাগল না কি? আ মোলো! আমি—"

নটবর পূর্ব্বের ন্যায় হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "পাগলই বটে!—আমোদিনী! আমি পাগলই বটে! ঘোম্‌টাটী একবার খোলো দেখি, আমার মুখের দিকে একবার চাও দেখি, চিন্‌তে পারো কি না দেখ দেখি? আমরা দুজনে এখানে উপস্থিত! কেমন, মনে পড়ে? ছমাস ঔষধ খেয়ে রোগ জাড়ীর উপশম হলো না, তাই দেখে অবশেষে হাওয়াবদল ঔষধেরি ব্যবস্থা করা হলো; সেই ঔষধের কল্যাণেই এই মেয়েটী! কেমন, মনে পড়ে? এখন তা স্মরণ হলো কি? আমি নটবর ডাক্তার! আমার পাশে হরিদাসও দাঁড়িয়ে! আমরা দুজনে এখানে উপস্থিত! একবার ঘোম্‌টা খুলে দেখ দেখি, চিন্‌তে পারো কি না"

আমোদিনী নিরুত্তর! কর্ষণদাস ভারি ব্যস্ত হয়ে, বারবার জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, "ব্যাপার কি মহাশয়? আমার গা কাঁপ্‌চে যে? ব্যাপার কি, শীঘ্র বলুন!"

নটবর বোল্লেন, "মহাশয়! ইনি বিধবা! —বিধবা হবার পাঁচবৎসর পরে এই মেয়েটীর জন্ম হয়! যাঁর ঔরসে জন্ম, তাঁর নাম প্রকৃত মোহনলালও নয়, কৃত্রিম বিনোদিলালও নয়, যথার্থ জন্মদাতা প্রেমদাস বাবাজী!!!"

"কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!" কর্ষণদাস উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বারবার "ঘটক! ঘটক!" বোলে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেন। আর ঘটক! ঘটকঠাকুর পূর্ব্ব হোতেই অন্তর্ধ্যান হয়েছেন! আট্ দশজন লোক এদিক ওদিক খুঁজ্‌তে গেল, রাস্তা পর্য্যন্ত দেখে এলো, কোথাও সন্ধান পেলে না,—নিরুদ্দেশ,—চারিদিকে গোল! হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ!—মহা হুলস্থুল কাণ্ড!—এই গোল্‌মালে আমোদিনী আসন থেকে উঠে, মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে দৌড়!—সদরদরজা দিয়েই পালাচ্ছিল; আমি আর নটবর নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেম, সেইখান দিয়েই যায়।—নটবর তাকে দেখে দাঁত মুখ খিচিয়ে চুলের মুটি ধোরে দুই লাথি! "কেমন, টাকা ফাঁকি

দাও ? এত কষ্টের টাকা,—সে টাকা ফাঁকি ?” এই কথা বোলে গলাধাক্কা দিয়ে পাঁচহাত তফাতে ছুড়ে ফেলে দিলেন। স্ত্রীলোকের গায় হাত তুল্‌তে নিষেধ করি, এমন অবসর পেলেম না। আমোদিনী ধাক্কা খেয়ে লুটতে লুটতেই পালিয়ে গেল!

আমরা পুনর্ব্বার সভায় গিয়ে বোস্‌লেম। ঘটনা দেখে সভাস্থ সকলেই অবাক্! কর্ষণদাস নটবরের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লেন, “আপনাদের হোতেই আজ আমার জাত রক্ষা হলো,—কুল রক্ষা হলো,—মান বাঁচ্‌লো! ভাগ্যে আপনারা উপস্থিত ছিলেন, তাই ত রক্ষা; নতুবা পাপিষ্ঠ ঘটক বেটা কি দায়েই না মোজিয়েছিল?—যা হোক্, এখন ভেঙে বলুন দেখি ব্যাপারখানা কি?”

সভাস্থ সকলেই নটবরকে বারবার জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। কর্ষণদাস, দুলালদাস আর যাঁরা যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, সকলেই সভায় এসে বোস্‌লেন। নটবর আদি অন্ত সব কথা বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন:—

“দেখুন, ফরাস্‌ডাঙ্গায় সুবল দত্ত নামে একজন গন্ধবেণের বাস ছিল। তাঁর তিন ছেলে, আর চার্ মেয়ে। মেজো মেয়ের নাম আমোদিনী;—যে আজ আপনার বেয়ান্ হোতে এসেছিল, এ-ই সেই আমোদিনী। আমোদিনী বিধবা! প্রেমদাস বোলে সেই দেশের এক বাবাজী, রাত্রিকালে চুপি চুপি ঐ আমোদিনীর ঘরে যাওয়া আসা কোত্তো। দৈবের কর্ম্ম, এ রকম গুপ্তপ্রেমে সচরাচর যা ঘোটে থাকে, স্বৈরিণীর অদৃষ্টে তা-ই ঘোট্‌লো। কাণাকাণি হলে অতি শীঘ্র রাষ্ট্র হয়ে পোড়্‌বে, সেই ভয়ে বাবাজী আমারে কলিকাতা থেকে ফরাস্‌ডাঙ্গায় আনে। সুবল বাবুর মেজো ছেলে ধীরেন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি আমার গুণাগুণ সব জান্‌তেন। বোধ হয় বাড়ীতে গল্প কোরে থাক্‌বেন, বাবাজী কোনো রকমে তা শুনে থাক্‌বে, তাতেই আমারে তত্ত্ব কোরে চাঁপাতলা থেকে নিয়ে আসে। কি ব্যামো, তা তখন ভেঙে বলে নি। কিন্তু অনেক টাকা দিবে বোলে লোভ দেখালে। আমি ওরে পরীক্ষা কোরেই রোগ চিন্‌তে পাল্লেম। পাপকর্ম্মে হাত দিব না, বারবার অস্বীকার কোল্লেম, কিছুতেই ছাড়্‌লে না;—অনেক টাকার লোভ দেখালে। আমার অবস্থাও তখন ভাল ছিল না, (পেসার দোষ), পয়সার লোভে কুল-কামিনীর লজ্জারক্ষা কোত্তে ঘৃণিত ঘোর মহা-পাতকে লিপ্ত হলেম। দুমাস ধোরে চিকিৎসা করি, কিছুতেই কিছু হয় না!—আর আপ-নার কথা পরে বোল্‌বে কেন, আপনিই বলি! ভেবেছিলেম, বড় মানুষের বাড়ী, এতবড় একটা শক্ত কাজ কোল্লে, না জানি কত টাকাই আমার হাত লাগ্‌বে,—মস্ত একটা দাঁও ভেবেছিলেম!—সুবলের বড় মেয়ে নৃত্যকালী আমোদিনীকে খুব ভালবাস্‌তো। বাস্তবিক সে-ই আমাকে আনায়। সে আপনার ঘরে ঐ পাপীয়সীকে লুকিয়ে রেখে চিকিৎসা করায়। তার নিজের স্বভাব নষ্ট দুষ্ট নয়, কিন্তু আমাকে অধিকরাত্রে দাসীর দ্বারা লুকিয়েই নিয়ে যেত্তো, আর চুপি চুপি বাড়ী থেকে বার্ কোরে দিতো।—অনেক রকম ঔষধপত্র দিলেম, কিছুতেই ফল দর্শিল না। ক্রমে ক্রমে বাড়ীর লোকেরা সকলে জান্‌তে পাল্লে, পাড়ার লোকেরাও কেউ কেউ কাণাঘুষা কোত্তে লাগ্‌লো। অবশেষে হাওয়া-বদলের ছলে, শ্রীশ্রী৺কাশীধামে পাঠিয়ে

দিলে। আমোদিনী কাশীতে এলো। ওদিকে স্ত্রবলের বড় ছেলে বীরচন্দ্র, সেই দেশের এক বৈদ্যের অন্দরমহলে আর একটা সাংঘাতিক কাজ করে; কোনো রকমে তা আমি জান্‌তে পারি। কিন্তু তারা এম্‌নি পাষণ্ড যে, এতবড় পাপ কোত্তে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, জীব-হত্যা-তেও (যদিও বিষ দিই নি), মন হয়েছিল, আর বীরচন্দ্রের এতবড় গুহ্যকথা গুপ্ত রাখ্‌লেম, তবু আমাকে একটী পয়সাও হাত্ তুলে দিলে না।—এমন নেমক্‌হারাম্ জগতে আর দুটী নাই!—বীরচন্দ্র ভারি লম্পট, ভারি জোচ্চোর, ভারি দাগাবাজ্‌লোক! যা হোক্, সেই প্রেমদাসের ঔরসে, পাপীয়সী আমোদিনীর গর্ব্ভে, ঐ অপূর্ব্বা কন্যার জন্ম! সেই হাওয়া-বদল ঔষধের এইটীই চাক্ষুষ ফল!" এই কথা বোলে আমোদিনীর মেয়েটীকে (সভা-তেই আনা হয়েছিল), আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

সভাস্থ সমস্ত লোক স্থিরনেত্রে, নটবরের মুখপানে চেয়ে, একমনে এই অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ কোল্লেন। সকলেই স্তম্ভিত্; সকলের মুখেই বিস্ময়চিহ্ন প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো। কর্ষণদাস সভা থেকে উঠে নটবরের হাত ধোরে গদ্‌গদ্‌স্বরে বোল্লেন, "ভগবান্ আপনার ভাল করুন! আপনা হোতেই আজ আমার জাত কুল রক্ষা হলো! চিরদিন এ কথা আমার স্মরণ থাক্‌বে। যা হোক্, এখন এই মেয়েটার গতি কি হয়?"

এই কথা শুনে কেউ কোনো উত্তর কোল্লেন না;—সকলেই মুখ চাওয়া চাউই কোত্তে লাগ্‌লেন। ভেবে চিন্তে আমি বোল্লেম, "মেয়েটী আমাকে দিন, আমিই নিয়ে যাই!—কি করি, অপোগণ্ড, যায় কোথা?—এর পর যা হয় একটা স্থির করা যাবে।" সেই কথাই ধার্য্য হলো,—সকলেই তাতে সম্মতি দিলেন,—ঝোঁক্ পোহাতে হলো না বোলে সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। অন্যান্য নানা গল্পের পর আড়ম্বরসভা ভঙ্গ হলো। আমি মেয়েটীকে কোলে নিয়ে নটবরের সঙ্গে চোলে এলেম। রাত্রি প্রায় এগারোটা।

পঞ্চসপ্ততিতম কাণ্ড।

বিষম সংশয় ভঞ্জন।

সে রাত্রে আমি বাসায় না গিয়ে, নটবরের সঙ্গে তাঁরি বাসায় গেলেম। একটী ঘরে মেয়েটীকে শুইয়ে, আমরা আর এক ঘরে বোস্‌লেম। কথায় কথায় হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেম, "বেশ কোরেছেন, বড় মজাই হয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি তার ফল ভোগ!"

নটবর বোল্লেন, "ভারি মর্ম্মান্তিক হয়ে-ছিল! বলো কি? দু তুমাস হাঁটাহাঁটি, পরি-শ্রম, রাত্রে রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মতন যাওয়া আসা,—প্রাণ হাতে কোরে ঢোকা!—এত শঙ্কা, এত বিপদ, এত পাপ, এত কাণ্ড কোল্লেম, শেষকালে তার কি না কিছুই নয়?

—একটা পয়সাও নয়?—দুটো মিষ্টি কথাও নয়?—আর একটা দাগাবাজি শোনো! একদিন রাত্রে নৃত্যকালী আমাকে থান্‌কতক নোট দেয়। বোলেছিল, পাঁচ-শ টাকার। কিন্তু রাত্রে আমি তা না দেখেই অম্‌নি জোড়িয়ে সোড়িয়ে জামার পকেটের ভিতর রাখি। তার পর রাইমণি বোলে সেই দাসীটা আমারে বাড়ী থেকে বার কোরে, দরজা দিয়ে গেল। রোজ রাত্রেই সে আমারে ঐ রকম কোত্তো। রাস্তায় বেরিয়েই বোগ্‌লিতে হাত দিয়ে দেখি, নোট কখানা নাই! একবার মনে কোল্লেম, দরজায় ঘা মেরে দাসীটাকে ডাকি। কিন্তু সাহস হলো না। লুকোচুরির কাজ, সুতরাং আস্তে আস্তে চোলে গেলেম। বাড়ীর ভিতরেই পোড়ে ছিল সন্দেহ নাই, কাল জিজ্ঞাসা কোল্লেই সন্ধান পাওয়া যাবে; এই ভেবে, সে রাত্রে আস্তে আস্তে চোলে গেলেম। পরদিন রাত্রে নৃত্যকালীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সে বোল্লে, "তোমার জামা থেকে পোড়ে গিয়েছিল, হরিদাস পেয়েছে। কর্ত্তা আমাদের জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, লজ্জায় আমরা তা প্রকাশ করি নি! নৃত্যকালী এই কথা বোল্লে বটে, কিন্তু এও কি কখনো সম্ভবপর? তারা আপনারাই নিয়েছে,—মান্‌লে না,—গাপ্ কোরে ফেল্লে! হয় ত অন্ধকারে আমার জামা থেকেই তুলে নিয়েছিল! তা নইলে একতাড়া নোট, কাপড় থেকে সোরে পোড়্‌লো, কিছুই তার জান্‌তে পাল্লেম না?—তুলেই নিয়েছিল;—আমার নিশ্চয় মনে নিচ্চে, তুলেই নিয়েছিল!—ওঃ! কি ভয়ঙ্কর দাগাবাজি! নোট ক-খানা দিয়ে, আবার কলে কৌশলে হজোম্ কোরে ফেলে,—আর এক পয়সাও দিলে না? আমার মর্ম্মান্তিক হয়েছে! সেইজন্যেই আমি তার মাঝখানে জোর্ গলায় কুলুচি গেয়ে দিলেম!"

নোটের কথা শুনে আমার একটী পূর্ব্বকথা স্মরণ হলো। বোল্লেম, "ওহো! তাই বটে! নৃত্যকালী ঠিক্ কথাই বোলেছে। তাদের কোনো কিছু দোষ নাই। আপনি ফেলে দিয়েছিলেন যথার্থ, আমিই তা কুড়িয়ে পাই, এটীও যথার্থ;—নৃত্যকালী ঠিকই বোলেছে। এক রাত্রে আমি নৃত্যকালীর ঘরের সম্মুখে এক তাড়া নোট কুড়িয়ে পাই; তাও ঠিক পাঁচ শ টাকার। পরদিন সকাল বেলা কর্ত্তাকে দেখাই, তিনি বাড়ীর পরিবারদের সকলকে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু কেউই কিছু প্রকাশ কোল্লে না। একজনও বোল্লে না যে, 'এ নোট আমার।' শেষকালে বেওয়ারিস্ নোট বোলে, কর্ত্তা আমারেই তার অধিকারী কোরে দিলেন। সেই নোট নৃত্যকালী আপনারে দিয়েছিল, আপনি তা ফেলে গিয়েছিলেন।—এই সব ঘৃণিত গুপ্তকথা পাছে প্রকাশ হয়, এই ভেবে মেয়েরা লজ্জাতে কর্ত্তার কাছে কিছুই ভাঙে নি। এখন আমার নিশ্চয় বোধ হোচ্চে, সে নোট আপনারই।"

ডাক্তার বাবু উত্তর কোল্লেন, "তবে তাই হবে। তা এতদিনের পর জানতে পারা গেল; এ সব কথা না কি আমি জানি নি, সেইজন্যেই তাদের উপর সন্দেহ জন্মেছিল।"

আমি বোল্লেম, "ডাক্তার মহাশয়! সে নোট আমি পেয়েছিলেম, আমিই রেখেছিলেম, কিন্তু ভোগে আসে নি। নারাণ গাঙ্গুলী বোলে কলিকাতার এক জোচ্চোর, সেই নোট আর আমার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তা পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে। তা যা হোক্, সে নোট আপনার, আমি তা ফিরিয়ে

দিতে প্রস্তুত আছি। পরিশ্রমের পুরস্কার, কেন বৃথা যাবে? আমার কাছেই আপনি বুঝে পাবেন।"

ডাক্তার বোল্লেন, "না,—আমি আর সে নোট চাই না। আমি হারিয়ে ফেলেছিলেম, তুমি তার দণ্ড দিবে কেন? পাপের ধন এই রকমেই হাতছাড়া হয়। এই দেখ, সে টাকা আমার ত ভোগে এলোই না; তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, দৈবাৎ তোমার হস্তগত হয়েছিল, পাপের টাকা বোলে ভোগে এলো না; বরং তার সঙ্গে আরো কিছু ন্যায্য-ধন বেরিয়ে গেল। কোথা হোতে একটা জোচ্চোর জুটে, তোমার কাছ থেকে তা ফাঁকি দিয়ে নিলে। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়,—ভদ্রলোকের ভোগ হয় না;—কমলার অভিশাপ!"

এই কথার পর নটবর আমারে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! রাত্রি অনেক হয়েছে, প্রায় একটা বাজে। বিয়ে বাড়ীতে গেলেম, গোল্-মালে কেটে গেল,—আহারাদি কিছুই হলো না;—এখন কিছু আহার কোর্‌বে এসো। আমার ঘরে সকলি প্রস্তুত আছে; এসো, দুজনে আহার করি।" আমারও ক্ষুধা হয়েছিল, আহার কোল্লেম। আহারের পর জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভাল মহাশয়! আর একটী কথা!—প্রেমদাস বাবাজী যে রকমে কাটা পোড়েছে, তা আপনি জানেন! সভাতেই তার একটু আভাস দিয়েছিলেন। আর কেউ বুঝ্‌তে পারে নি বটে, কিন্তু আমি তা জান্‌তে পেরেছি। বোধ হোচ্চে, আপনি তার ভিতরের সব খবরই জানেন। আমিও কোনো রকমে শুনেছি, বীরচন্দ্রই বাবাজীকে খুন কোরেছে। কিন্তু যে রাত্রে খুন হয়, সেই রাত্রে প্রায় দুইপ্রহরের পর, সুবল বাবুর মেজো ছেলে ধীরেন্দ্র, হাঁফাতে হাঁফাতে উদ্ধশ্বাসে দৌড়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে আমারি ঘরে আসেন; প্রায় বেদম;—গায়ে আর কাপড়ে রক্ত মাখা!—জল খেতে চাইলেন, জল দিলেম। একনিঃশ্বাসে ত দু-গেলাস জল খেয়ে ঠাণ্ডা হলেন! তাঁর গায়ে যে রক্তের দাগ ছিল, এর ভাব কি? তাঁরে কারণ জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, কিছুই বলেন নি; বরং উপরে বাইরে যেতে নিষেধ কোরেছিলেন। পরদিন সকালে উঠে যখন শুন্‌লেম, প্রেমদাস বাবাজী খুন হয়েছে, কে একজন তারে কেটে ফেলেছে; তখনি রাত্রের ব্যাপার মনে হয়ে, স্থির কোল্লেম; মেজো বাবু ধীরেন্দ্রেরই এই কর্ম্ম! এরূপ ঘটনায় কার্ না এ রকম বিশ্বাস হয়? অবশেষে অনেক দিন পরে শুন্‌লেম, তিনি নন,—পাপিষ্ঠ বীরচন্দ্রই প্রেমদাসের খুনের নায়ক!—বিশ্বাসও হয়েছে,—দৃঢ়বিশ্বাস! কিন্তু মেজো বাবুর গায়ে আর কাপড়ে রক্তের ছিটে কেন ছিল, সে সন্দেহ কিছুতেই ঘুচ্ছে না।—এই চার্ বৎসরের মধ্যে কোনো উপায়েই সে গুপ্তকথা জান্‌তে পাচ্ছি না। বোধ হয়, আপনি এর সকলি জানেন। মেজো বাবুর গায়ে রক্তের দাগ কেন ছিল, তা আমারে বোল্‌তেই হবে।"

ডাক্তার মহাশয় একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর কোল্লেন, "জানি,—ঠিকই জানি! সেই রাত্রে ধীরেন্দ্র আর আমি, রাধাকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীর পাশ দিয়ে বেড়িয়ে আস্‌ছিলেম; এমন সময় দেখি, তাদের খিড়্‌কী থেকে একজন লোক বেরিয়ে অন্ধকারে দৌড়ে পালাচ্চে! চোর মনে কোরে আমরা দুজনেই তার পেছু পেছু ছুটলেম।—ধীরেন্দ্র এগিয়ে গিয়ে জাপ্‌টে ধোল্লেন, আমিও তারি একটা হাত ধোল্লেম।

দুজনেই 'কে তুই ? কে তুই ?' বোলে বারবার জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম। বে-গতিক দেখে, 'আমি—আমি—বীরচন্দ্র—বীরচন্দ্র,—ছেড়ে দে,—ছেড়ে দে,—ভারি—বিপদ,—গোল্ কোরিস্ নি,—খুন কোরেছি,—বাবাজী প্রেমদাস—বাবাজী,—খুন,—শীঘ্র ছেড়ে দে,—গোল্ কোরিস্ নি,—সকলে জেগে উঠবে,—তোরা পালা,—ধরা পোড়্‌বি,—তোদের নাম—হবে,—শীঘ্র—পালা,—ডাক্তার!—খুসী কোর্‌বো,—ভাল রকমে খুসী কোর্‌বো,—দেখা কোরো!' এই সব কথা বোল্‌তে লাগ্‌লো। ধীরেন্দ্র যদিও তারে খুব সজোরে জোড়িয়ে ধোরেছিলেন, কিন্তু আপনার বড় ভাই দেখে তখুনি তারে ছেড়ে দিলেন,—আমিও ছেড়ে দিলেম,—বীরচন্দ্র ছুটে পালালো। ধীরেন্দ্র শশব্যস্ত হয়ে আমারে বোল্লেন, 'ডাক্তার পালাও, বড় বিপদ,—গোল্ কোরো না,—বড় বিপদ, শীঘ্র পালাও; আমিও পালাই!' এই কথা বোলে দাবাদগ্ধ হরিণের ন্যায় বাড়ীর দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেন; আমিও অন্যদিকে দৌড়ুলেম। এই পর্য্যন্ত আমি জানি। জাপ্‌টে ধোরেছিলেন বোলেই, ধীরেন্দ্রের গায়ে আর কাপড়ে রক্ত লেগেছিল। দুদিন বাদে গিয়ে বীরচন্দ্রের সঙ্গে দেখা কোল্লেম, আশ্বাস দিলে! তার পর যখন গোলমাল চুকে গেল, তখন আর আমল্ দিলে না,—এক পয়সাও বার্ কোল্লে না,—তাড়িয়ে দিলে!—ভারি রাগ হলো।—মনে কোল্লেম, কোনো রকমে দুরাত্মাকে জব্দ করি,—পুলিসে খবর দিই। কিন্তু এতদিন জেনে শুনে চেপে রেখে, খুনী আসামীকে ধোরিয়ে দিই নি, এতে যদি আমারেই কোনো দণ্ড পেতে হয়, বাণিকার ভেবে যদি কোনো শক্ত সাজাই দেয়, এই ভয়ে আর কিছু উপায় কোত্তে সাহস হলো না! বিশ্বাসঘাতক! নেমকহারাম!! নরহন্তা!!!"

এই সব কথা শুনতে শুনতে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো; বাসায় গেলেম না,—সেই খানেই রাত্ কাটালেম। নিদ্রা নামমাত্র সার;—ভোরে উঠেই মেয়েটীকে সঙ্গে কোরে বাসায় চোলে এলেম।

কৃষ্ণকিশোর বাবু আমারে দেখেই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কে হরিদাস?—এ বালিকাটী কে?" আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা তাঁরে ভেঙে বোল্লেম। শুনে তিনি অল্প অল্প হাস্‌তে লাগ্‌লেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "ধন্য তুমি হরিদাস! ধন্য তুমি! কোথাকার কাণ্ড কোথায় এনে ঘটাও, কিছুই বুঝা যায় না।—যেখানে যাও, সেইখানেই তোমার এক এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপিত হয়ে থাকে! ধন্য বটে তুমি!" আমি দ্বিরুক্তি কোল্লেম না;—চুপ্ কোরে রইলেম।

ক্রমে বেলা হোতে লাগ্‌লো, আমি একবার কৃষ্ণদাসের গদী থেকে ফিরে এসে স্নানাহার কোল্লেম। আমোদিনীর ছোট মেয়েটী "মা—মা" বোলে কাঁদতে লাগ্‌লো। আমি তারে খাবার সামগ্রী দিয়ে কোনো রকমে শান্ত কোল্লেম।—বৈকালে তার মার কাছে রেখে আসবার জন্যে পাশের বাড়ীতে একজন লোক পাঠালেম; একটু পরে সেই লোক ফিরে এসে বোল্লে, "আমোদিনী সে বাড়ীতে নাই।" শুনেই আমি বুঝলেম, লজ্জার খাতিরে পালিয়ে গেছে। কি করি, অগত্যা মেয়েটীকে আমার কাছেই রাখতে হলো,—যত্ন কোরেই রাখলেম। আদর অপেক্ষা কোত্তে, বালিকা কি না, দুই চার্ দিনেই বশীভূত হলো। আর কাঁদে না,—জননীর নামও করে না,—থাকতে থাকতে

সকলি ভুলে গেল,—আমারেই যেন আপনার বোলে চিন্‌লে।—একদিন নাম জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বোল্লে, "সোহাগা।" সোহাগা আমার বাসাতেই থাক্‌লো; আর কোনো উচ্চবাচ্য নাই।—হুণ্ডীর টাকা পাবার মেয়াদ বার দিন। সেই বার দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আমি কর্ষণদাসের গদীতে উপস্থিত হয়ে বোল্লেম, "মহাশয়! হুণ্ডীর মেয়াদ অতীত হয়েছে, কিন্তু এখন আমার টাকার আবশ্যক নাই, যখন প্রয়োজন হবে, আপনারে এসে জানাবো।" এই প্রস্তাবে তিনি স্বীকৃত হলেন, খানিক ক্ষণ কথাবার্ত্তা কোয়ে আমি বাসায় ফিরে এলেম।

ষষ্ঠসপ্ততিতম কাণ্ড।

বাসন্তী-রজনী।—অপূর্ব্ব চিকিৎসা!!

মাঘমাসের পঞ্চদশদিন অতীত। বসন্তকাল উপস্থিত।—আমি একদিন অপরাহ্নে কাশীরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাই, ফিরে আস্‌তে রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। একাকী আস্‌চি,—কত কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্যমনেই আস্‌চি,—নিশাকর-সিক্ত সুমন্দ দক্ষিণানিল ফুর্ ফুর্ ঝুর্ ঝুর্ শব্দে গাত্রস্পর্শ কোরে মনকে অতিশয় প্রফুল্ল কোচ্চে। রজনীকান্তের মনোহর রজত জোতিতে রজনীদেবী শ্বেতাঙ্গিনী,—শ্বেতবসনে শোভাময়ী।—চতুর্দ্দিকে স্বভাবের শোভা দেখে নয়ন পুলকিত হোচ্চে,—প্রকৃতি হাস্‌চেন,—শোভাময়ী প্রকৃতি প্রস্ফুটিত ফুলশয্যায় শয়ন কোরে যেন প্রেমাবেশেই হাস্‌চেন। চারিদিক পুষ্পবাসে সুবাসিত।

গঙ্গাতীরে উপনীত।—সুনীল বিমল অম্বরে বসন্তচন্দ্র হাস্‌চেন। তিথি একাদশী,—পঞ্চকলা অপ্রকাশ, ঠিক যেন ঈষৎ বক্র রজতময় ওষ্ঠ বিকাশ কোরেই বসন্তচন্দ্র হাস্‌চেন।—নক্ষত্রমালা আমোদিনী,—তারাও প্রিয়দর্শনে প্রফুল্ল হয়ে, এদিক ওদিক চারিদিক উঁকি মেরে দেখ্‌ছে।—গঙ্গার স্বচ্ছসলিলে নির্ম্মল শশিকলার সুচারু ছবি প্রতিবিম্বিত হোচ্চে—সনক্ষত্র, সঅম্বর, স্বচ্ছচন্দ্রের মনোহর রজত ছবি প্রতিবিম্বিত হোচ্চে;—চমৎকার দৃশ্য! গঙ্গাদেবী কাঁপ্‌ছেন।—কেন কাঁপ্‌ছেন?—সুশীতল মলয়ানিল উন্নত বক্ষদেশ স্পর্শ কোচ্চে, মলয়ানন্দে কাঁপ্‌ছেন।—ভাগীরথীর জলে হিল্লোল হোচ্চে,—তরঙ্গ নয়,—মলয় স্পর্শে মৃদুমন্দ হিল্লোল। বোধ হোচ্চে, জলতলে আকাশও যেন দুল্‌চে। একটী অখণ্ডচন্দ্র তরঙ্গিণীগর্ভে খণ্ড খণ্ড খণ্ড খণ্ড দেখাচ্চে।—আকাশের ছায়ায় গঙ্গাজল নীলবর্ণ।—শত শত নক্ষত্রের ছায়াতে জাহ্নবীদেবীর সুনীল সুচারুকণ্ঠ যেন মুক্তামালায় শোভা পাচ্চে,—শশধরের সুবিমল ছবি যেন তারি পদক হয়ে ঝক্‌মক্ কোরে ঝোক্‌চে;—তাতেই যেন গর্ব্বিতা হয়ে ভাগীরথী সতী সগর্ব্বে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছেন।

দূরে দূরে বৃক্ষশাখায়, পুষ্পকুঞ্জে, বসন্তবিহগেরা মনোহর স্বরে গান কোচ্চে। রাত্রি প্রায় এগারোটা। গঙ্গার শোভা দেখ্‌তে

দেখ্‌তে আমি বাসার দিকে আস্‌চি।—যে পথ দিয়ে আস্‌চি, সেদিকে লোকালয় অল্প, কোলাহল শূন্য—নির্জ্জন। রাত্রিও অধিক হয়েছিল, চারিদিকেই প্রায় নির্জ্জন। মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি একটীও শুনা যাচ্চে না।—থেকে থেকে কেবল সুশীতল বসন্তবায়ু উভয়কর্ণ চুম্বন কোচ্চে। পুষ্পের সুগন্ধ, পক্ষীর গান, অনিলের সঞ্চালন, আর বহুদূরে দুই একটা অস্পষ্ট শব্দভিন্ন সেই পল্লী একেবারেই নিস্তব্ধ।

আমি হন্ হন্ কোরে চোলে আস্‌চি,—পথে জনমানবের সমাগম নাই। পল্লীর ভিতর খানিক এসেছি, এমন সময় হঠাৎ দক্ষিণদিকে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনা গেল। থোম্‌কে দাঁড়ালেম,—কাণপেতে শুন্‌লেম,—যথার্থ আর্ত্তনাদ,—স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি।—এত রাত্রে স্ত্রীলোক কাঁদে কোথায়, জান্‌বার জন্যে ব্যাকুল হলেম। কাল্‌নার অগ্নিকাণ্ড হঠাৎ মনে পোড়্‌লো। দ্রুতপদে স্বর লক্ষ্য কোরে সেই দিকে চোল্লেম;—কারো সঙ্গে দেখা হলো না, কারো কথা শুনা গেল না, কেবল সেই আকুল বামাস্বর ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে কর্ণকুহরকে ব্যথিত কোত্তে লাগ্‌লো। আরো দ্রুতবেগে চোল্‌লেম,—দৌড়ুলেম।

সম্মুখে একটা বাড়ী;—বড়মানষী কেতার একখানা মস্ত বাড়ী।—সেই বাড়ীর ভিতর থেকেই স্ত্রীলোকের চীৎকারধ্বনি শুনা যাচ্ছিল;—যন্ত্রণাজনিত চীৎকার। 'মা গো! প্রাণ কেমন কোচ্চে গো! কি হলো গো! কি খাওয়ালে গো!" এই রকম আর্ত্তনাদ! শুনে আমি ভাব্‌লেম, কাণ্ডখানা কি? বোধ হয়, এর ভিতর কোনো দুষ্ট অভিসন্ধি আছে;—জেনে আস্‌তে হলো। কিন্তু কেমন কোরে জানি? জনকতক লোকের কণ্ঠধ্বনিও শুনা যাচ্চে। যেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেম, সেটা সেই বাড়ীর অন্দরের দিক;—লোকের অন্দরের ভিতর কি সুযোগে প্রবেশ করি? জ্যোৎস্নার আলোতে দেখ্‌লেম, সামনের প্রাচীরটা খুব নীচু।—এমন কি, তিন হাতের বেশী নয়;—অনায়াসেই লাফিয়ে পড়া যায়।—বাস্তবিক তা-ই কোল্লেম,—প্রাচীর টোপ্‌কে ভিতর দিকে পৌড়্‌লেম।—যেখানে পোড়্‌লেম, সেটা একটা ছোট বাগান। নানারকম ছোট ছোট গাছ, আর ফুল গাছে সাজানো।—ধীরে ধীরে পায় পায় বাগানের ধার ঘেঁসে চোল্লেম। সাম্‌নে একটা দরজা।—ঠেলে দেখ্‌লেম,—ভেজোনো ছিল, খুলে গেল।—নিঃশব্দে প্রবেশ কোল্লেম। সিঁড়ীর দরজাও বন্ধ ছিল না, উপরে উঠ্‌লেম। জনপ্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই।—যে ঘরে রোদনধ্বনি হোচ্ছিল; আস্তে আস্তে সেই ঘরের একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেম।

একটা স্ত্রীলোক শয্যার উপর শয়ন কোরে ছট্‌ফট্ কোচ্চে। "বুক যায়! বুক জ্বোলে যায়! গোলোক বাবু! আমায় কি খাওয়ালে? প্রাণ যায়! বুক যেন ফেটে যাচ্চে, নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্চি নি, উঃ!" এই রকমে এক একবার চেঁচাচ্চে!—স্বরভঙ্গ।—সম্মুখে তিনজন লোক বোসে আছে, একজন বোল্‌চে, "লক্ষ্মী মা! একটু থামো, এখুনি বুকজ্বালা ভাল হবে, সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে,—একটু থামো! ঔষধটা কিছু শক্ত, সেইজন্যে তোমার এত কষ্ট বোধ হোচ্চে! একটু সও, এখুনি সব ভাল হয়ে যাবে!"

আমি দেখ্‌লেম, রোগী ক্রমে ক্রমে আরো অবসন্ন হোতে লাগ্‌লো। বুকে হাত দিয়ে গ্যাঙানি স্বরে "বু—ক—জ—্বো—লে—এ

—এ—"বোল্‌তে বোল্‌তেই অসাড়, অস্পন্দ! দু একবার গোঁ গোঁ কোরেই চক্ষু স্থির! হাত পা কেবল একটীবার কেঁপে উঠেছিল;—এখন একবারে অসাড়, অস্পন্দ, স্থির!—প্রাণবায়ু বহির্গত!

এই ব্যাপার দেখে যে তিন জন লোক বোসেছিল, তারা উঠে দাঁড়ালো। একজন দৌড়ে আর একদিকে বেরিয়ে গেল। চার পাঁচ মিনিট পরেই আর একটী লোককে সঙ্গে কোরে ফিরে এলো। যিনি এলেন, তাঁর সঙ্গে ঐ তিন জনেই ফিস্ ফিস্ কোরে কি বলাবলি কোল্লে। আগন্তক পেছোন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, মুখ দেখ্‌তে পেলেম না, সুতরাং চিন্‌তে পাল্লেম না। এক জনকে লোকজন ডাক্‌তে বোল্লেন, সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দু তিনজন দাসী, আর চার পাঁচ জন চাকরকে সঙ্গে কোরে আন্‌লে। যিনি ডাক্‌তে বোলেছিলেন, তিনি তাদের গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "ওরে! কতকগুলো ফাগ্ নিয়ে আয়!—এনে, এইটের গায়ে আর বিছানায় ছোড়িয়ে দে!—রাত্রের মধ্যেই কাজ নিকাশ কোত্তে হবে,—দেরি কোরিস্ নি!—তোদের বিদয় কাল সকাল বেলা ভাল কোরে বিবেচনা কোর্‌বো!"

লোকেরা বেরিয়ে গেল। কথার আভাসে বুঝ্‌লেম, আদেশকর্ত্তাই এই বাড়ীর অধিকারী। এই ভয়ানক ঘটনা দেখে মনে কোল্লেম, এর ভিতর অবশ্যই কিছু দুষ্ট অভিসন্ধি আছে। কিন্তু এরা কে? এ বাড়ী কার? এই রকম ভাব্‌চি, এমন সময় একজন লোক হঠাৎ বাইরের দিকে এলো। এসে, আমারে দেখেই চোম্‌কে উঠে, "কেও? কে তুই?" বোলে হাঁকাহাঁকি কোত্তে লাগ্‌লো। জন দুই তিন লোক ছুটে এসে আমারে ধর্‌বার জন্যে পেছু পেছু দৌড়ুলো। আমি অম্‌নি দুড় দুড় কোরে সিঁড়ী দিয়ে নেমে, দ্রুতবেগে দৌড়ুলেম। তারাও দৌড়ুলো।—আমি দ্রুতপদে বাগানের প্রাচীর ডিঙিয়ে দৌড়!—উঠি ত পোড়ি,—ভোঁ দৌড়!—এক দৌড়ে বাসায় এসে দম্ রাখ্‌লেম। যে ঘটনা দেখে এলেম, তার কিছুই ঠিকানা কোত্তে পাল্লেম না।

রাত্রি অনেক হয়েছিল, শয়ন কোল্লেম। চিন্তায় চিন্তায় নিদ্রার নামমাত্র হলো;—ভোরেই বিছানা থেকে উঠ্‌লেম।

প্রাতঃকালে এক জায়গায় যাবার কথা ছিল,—বেরুচ্চি,—দেখি, দরজার সাম্‌নে এক জন স্ত্রীলোক।—মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম, চেনা মুখ।—সে আমারে বিমর্ষবদনে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি গো বাবু! চিন্‌তে পারো?" আমি একটু ভাল কোরে দেখে, আর স্বর শুনে বেশ চিন্‌তে পাল্লেম।—পাল্‌টে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রাইমণি?—তুমি এখানে কেন?" সে উত্তর কোল্লে, "তোমারি কাছে দর্‌কার! আমাদের বাড়ী একবার যেতে হবে,—মেজ্ দিদিমণি ডাক্‌ছেন।"

পাঠক মহাশয় স্মরণ করুন, ফরাস্‌ডাঙ্গায় সুবল দত্তের বাড়ীতে রাইমণি বোলে যে দাসী ছিল, এ-ই সেই রাইমণি।—রাইমণি আমোদিনীর সঙ্গে এখানে এসেছে। এখন বুঝ্‌লেম, সেদিন ঘটকের সঙ্গে আমোদিনী যখন আমার কথা নিয়ে তোলাপাড়া করে, তখন এরেই আমি বিদ্যুতের মত সেই ঘরে প্রবেশ কোত্তে দেখেছিলেম।—যা হোক্, আমোদিনী আমারে ডাক্‌চে,—রাইমণি বোল্‌চে, আমোদিনী আমারে ডাক্‌চে।—যেতে দোষ কি? কেন ডাক্‌চে শুনেই আসি না?—রাইমণির সঙ্গে আমি

চোল্লেম। যেখানে যাবো বোলে বেরিয়েছিলেম, সেখানে আর তখন যাওয়া হলো না;—তত আবশ্যকও ছিল না।

প্রায় আধক্রোশ পথ গেলেম। রাইমণি আমারে সঙ্গে কোরে একটা বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লে। ভাব্‌লেম, আগে এরা আমার বাসার পাশের বাড়ীতেই ছিল, লজ্জার খাতিরে এতদূরে পালিয়ে এসেছে। রাইমণি আমারে একটা ঘরে বোসিয়ে আমোদিনীকে ডাক্‌তে গেল।

আমোদিনী এসে আমারে দেখেই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো;—হতভাগিনী আপনার দুঃখের কাহিনী বোল্‌তে বোল্‌তে হাপুস্‌নয়নে রোদন কোত্তে লাগ্‌লো। আমি সান্ত্বনা কোরে বোল্লেম, "অভাগিনী! অদৃষ্টকে তিরস্কার করো,—লোকের দোষ কি? তোমার অদৃষ্টে এই সকল পাপের ভোগ লেখা ছিল, তা ই ঘোট্‌লো। লোকের দোষ কি?—অদৃষ্টেরই দোষ!"

আমার কথা শুনে আমোদিনী চক্ষুজল মার্জ্জন কোরে সম্ভবমত স্থিরকণ্ঠে বোল্লে, "এখন আমার দশা কি হয়?—ভেবেছিলেম, বড়মানষের ঘরে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে, ভার থেকে খালাস হবো। আপনিও শেষ দশায় তাদের সংসারে খেটে খুটে ভাত্ কাপড়ের যোগাড়্ কোর্‌বো।—সে আশা ত এখন ফুরুলো;—এখন আমার গতি কি হবে?—পুঁজিপাটা যা দশটাকা সঙ্গতি ছিল, তা ত সেই ঘটক-বামুন ফাঁকি দিয়ে বার্ কোরে নিয়েছে!—আপনিও কতক নিলে, আর বিয়ের নামে ধূলিগুঁড়ি যথাসর্ব্বস্ব সব জল দিলে!—এখন আমি যাই কোথা?—খাই কি?—মেয়েটা তোমার কাছে আছে শুনেছি; বেশ আছে, আমি বেঁচেছি।—যে দুর্দ্দশা ঘোটেছে, আপনিই খেতে পাই নি, তারে আর খাওয়াবো কি?—শুকিয়েই মারা পোড়্‌তো! হা পরমেশ্বর! আমারি পাপের ফল সত্য সত্যই হাতে হাতে ফলালেন?" এই কথা বোলে আবার সে গুমরে গুমরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

আমি তারে অনেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা কোরে কৌশলক্রমে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা! ঘটকটা কে বল দেখি?" আমোদিনী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "কে জানে বাবু, কোন দেশে তার বাড়ী;—দিনকতক ফরাসডাঙ্গায় ছিল, আমাদের বাড়ীতেও মাঝে মাঝে যেতো। শুনেছিলেম, ওর নাম রঘুনাথ ভস্‌চাজ্জ!" এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তেই রাইমণি চাঁচাসুরে বোলে উঠ্‌লো, "কালামুখোর সঙ্গে একটা সাত্‌পেয়ে গোরু ছিল!"

রাইমণির কথায় আমি চোমকে উঠ্‌লেম। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তার পর?—তার পর?"

আমোদিনী ম্লানমুখে বোল্লে, "তার পর আমার মাথা খেতে এখানে এসে জুটে ছিল আর কি?—সর্ব্বনাশ কোল্লে,—পথের ভিখারী কোল্লে,—সভার মাঝখানে অপমান করালে,—কপালে আগুন জ্বেলে দিলে! নাম ভাঁড়িয়েছিল।—এখানে ওর নাম রঘুবর শাস্ত্রী!—নামটা জাল!"

আমার সন্দেহ হলো। আমোদিনীকে বোল্লেম, "আচ্ছা! যাতে তোমার সুবিধা হয়, সে চেষ্টা অবশ্যই আমি কোর্‌বো। যাতে তুমি খেতে পোর্‌তে পাও, তার উপায় অবশ্য অবশ্যই হবে; সেজন্যে তুমি ভেবো না। মেয়েটা এখন আমার কাছে থাক্। সুযোগ দেখে তোমার কাছে এনে দিব। আজ আমার একটু আবশ্যক আছে, বিলম্ব কোত্তে পাচ্চি না, আর এক সময় আসবো,—এখন চোল্লেম।"

সপ্তসপ্ততিতম কাণ্ড।

ভয়ানক অত্যাচার!—পরিত্রাণ,—প্রতিফল।

বাসায় এলেম। সন্দেহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো। ভাব্‌লেম, লোকটা কে?—যে ঘটক সেজে-ছিল, সে লোকটা কে?—ফরাসডাঙ্গায় ছিল বোল্‌চে, জোচ্চুরিও ধরা পোড়্‌চে,—লোক্‌টা কে?—যে ধূর্ত্ত আমারে দফা দফা ফাঁকি দিয়েছে,—বারবার কষ্ট দিয়েছে,—এ কি সে-ই হবে?—সন্ধান কোরে দেখ্‌তে হলো। এইরূপ ভেবে, সন্ধ্যার পর বাড়ী থেকে বেরুলেম। খুঁজে খুঁজে হায়রাণ,—বাড়ীর সন্ধান পাই না।—যে বাড়ীতে আগে ছিল, শুন্‌লেম, সে বাড়ীতে আর নাই।—অনেক খুঁজে খুঁজে সহরের প্রান্তভাগে, প্রায় নির্জ্জন প্রদেশে ঠিকানা পেলেম।—দরজা বন্ধ।—প্রাচীর উল্লঙ্ঘন কোরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।—অভিপ্রায় এই, সেই ধূর্ত্তকে আজ ধোরবো; ধোর্‌বোই ধোর্‌বো। যদি সে-ই হয়, কখনোই ছাড়্‌বো না,—বেঁধে নিয়ে যাবো। সদর দরজা বন্ধ ছিল, চুপি চুপি খুলে, ভেজিয়ে রাখ্‌লেম। নিঃশব্দে বাড়ীর ভিতর খানিক দূর বেড়ালেম, কাউকেই দেখ্‌তে পেলেম না। একটু দূরে আর একটা মহল দেখা গেল। মহলটা একতালা।—সে মহলেরও দরজা বন্ধ। কিন্তু প্রাচীরটা অতিশয় উচ্চ, উল্লঙ্ঘন করা সহজ কথা নয়।—এই রকম কাজে নানারূপ অসুবিধা ঘটা সম্ভব বোলে, আমি একটা হুক্‌ বাঁধা দড়ীর সিঁড়ী, আর আত্মরক্ষার জন্যে একটা পিস্তল সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়েছিলেম।—পিস্তলটী যে কেবল আত্মরক্ষার জন্যেই, এমন নয়; অভীষ্ট-কার্য্যে বাধা পেলে, ভয় দেখিয়েও উত্তীর্ণ হবো, এটীও আমার দ্বিতীয় অভিপ্রায়।—একটী উপকরণ এখন কাজে এলো,—দড়ীর সিঁড়ী।—সেই সিঁড়ী ছাদে লাগিয়ে, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।—প্রবেশ কোরেই, প্রথম কার্য্য, দরজা খোলা।—নিরাপদের পথ, সদর দরজা আগেই খুলে রাখ্‌লেম। তার পর এদিক ওদিক বেড়িয়ে দেখ্‌লেম, জনমানবের সাড়াশব্দ পেলেম না।—এতটা শ্রম পণ্ড হলো,—এটা কি খালি বাড়ী?—ম্রিয়মাণ হয়ে এক একটা ঘরের জানালায় দরজায় উঁকি মাচ্চি, কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না! যার অন্বেষণে এলেম, সে এখানে নাই, এইটীই তখন স্থির বোধ হলো।

হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্চি, এমন সময় স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর অল্প অল্প কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে।—অস্ফুট, কাতর, কণ্ঠস্বর। নির্জ্জনে,—দূরে,—দ্বাররুদ্ধগৃহে,—গোপনে চীৎকার কোল্লে যে রকম প্রতিঘাত হয়, তেম্‌নি অস্ফুট, তেমনি অস্পষ্ট, আর তেম্‌নিই চাপা কণ্ঠস্বর।

গতিরোধ হলো। স্থির হয়ে দাঁড়ালেম।—কোথা থেকে সেই সকরুণ চীৎকারধ্বনি বিনিঃসৃত হোচ্চে, নিরূপণ কর্‌বার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালেম। কাণপেতে শুন্‌লেম।—স্পষ্ট বোধ হলো, যেন কোনো অসহায়া রমণী ঘোর বিপাকে পোড়ে হতাশচিত্তে রোদন

কোচ্চে।—স্বর লক্ষ্য কোরে দিক নির্ণয় কোল্লেম।—সম্মুখে, ভিতর মহলের দিকে, একটা অন্ধকার জুলি পথ—সেই পথ দিয়ে যেতে লাগ্‌লেম।—চারিদিক অন্ধকার, অপ্রশস্ত জুলি। আয়তন অনুমান দুই হাত।—অন্ধকারে দেয়াল ধোরে ধোরে খানিক দূর গেলেম। দশ বারোহাত গিয়ে একটা উঠানে পোড়্‌লেম।—চারিদিকে চকবন্দি ঘর, মাঝ্‌খানে উঠান।—সেই চকের একটা ঘর থেকেই সেই কাতরস্বর বিনির্গত হোচ্ছিল। এখন তত অস্পষ্ট নয়,—তত অস্ফুট নয়,—রোদনে জড়িত পরিস্ফুট বামাস্বর।—নিকটে গিয়ে দেখ্‌লেম, দরজা বন্ধ। বিভ্রাটে পোড়্‌লেম।—কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না। কেমন কোরে প্রবেশ করি,—কেমন কোরে উদ্ধার করি,—বিপন্না অনাথিনী কিরূপে নিস্তার পায়?—কেমন কোরে উদ্ধার করি স্থির কোত্তে পাচ্চি না। শশব্যস্তে এদিক ওদিক অনুসন্ধান কোত্তে কোত্তে, পাশের ঘরের একটা জানালার গরাদে ভাঙা দেখ্‌তে পেলেম। কষ্টে শ্রেষ্ঠে প্রবেশ কোরে আগেই দরজা খুল্‌লেম।—যে ঘরে রমণী রোদন কোচ্ছিল, সেই ঘরের আড়ে আড়ে একটা দেয়াল, তার একধারে একটা জানালা, মাঝ্‌খানে একটা দরজা। ধীরে ধীরে ঠেলে দেখ্‌লেম, দরজা বন্ধ,—ভিতরদিকে বন্ধ। জানালা ঠেল্‌লেম, একটা বাজু খুলে গেল;—পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালেম।

যে কাণ্ড দেখ্‌লেম, তা শুন্‌লেই শরীরের রক্ত জল হয়ে যায়!—ছাব্বিশ বৎসরের কথা, তবু সে ব্যাপার মনে হলে, আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে!—ঘরের ভিতর মিট্‌ মিট্‌ কোরে একটা প্রদীপ জ্বোল্‌চে, একটী স্ত্রীলোক সেইখানে মাটিতে পোড়ে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্চে, আর কাঁদ্‌চে!—এক জন লোক জোর কোরে তার হাত ধোরে টানাটানি কোচ্চে, "চুপ্‌ কর্‌—চুপ্‌ কর্‌।" বোলে এক একবার ধমক্‌ দিচ্চে।—লোকটা পেছোন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল, চেহারাটা ভাল কোরে দেখা গেল না। কিন্তু তাদের ভাবগতিক দেখে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল,—থর থর্‌ কোরে গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো!

শুন্‌লেম, কোমলস্বর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মিনতি কোরে বোল্‌চে, "ওগো আমায় ছেড়ে দাও—আমি কুমারী,—আইবুড়ো মেয়ে, আমার ধর্ম্মনষ্ট কোরো না!—তোমার পায়ে পোড়ি,—ছেড়ে দাও! আমার বিয়ে হয় নি, আমি জনমদুঃখিনী, আমার মা বাপ কেউই নাই,—তুমিই আমার বাপ!—আমার ধর্ম্মনষ্ট কোরো না!—কেন আমায় যাতনা দিচ্চো? —ছেড়ে দাও!—যদি না ছাড়ো, মেরে ফেল!—আমি তোমার পায়ে প্রাণবিসর্জ্জন দিই!—এতে তোমার পাপ হবে না, বরং সতী স্ত্রীর ধর্ম্ম রাখ্‌লে ধর্ম্ম তোমার সহায় হবেন,—ধর্ম্ম তোমার বাড়্‌বে!—আমায় মেরে ফেল!—না হয় ত দেখ, আমি আপনিই রক্তগঙ্গা হয়ে তোমার সাম্‌নে প্রাণ বার করি!" এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে অভাগিনী দুম্‌ দুম্‌ কোরে মাটিতে মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌লো!—লোকটা আরো রেগে উঠে হাত ধোরে হেঁচ্‌ড়া হিঁচ্‌ড়ি আরম্ভ কোল্লে! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ধমক্‌ দিতে লাগ্‌লো!

এই সময় অপর পাশের ঘর থেকে সেইখানে আর একজন মানুষ এলো।—সে মাঝ্‌খানে দাঁড়িয়ে নরম কথায় ঐ কামিনীকে বোল্লে, "কেন অমন কোচ্চিস?—তোর

ভালোর জন্যেই আমি এ রকম যোগাযোগ কোরেছি।—উনি বড়মানুষের ছেলে,—ওঁয়ার কাছে থাক্‌লে শেষে তোর ভালই হবে।—যদি সুনয়নে পোড়্‌তে পারিস্, তা হলে রাজ-রাণীর মতন মানসম্ভ্রমে সুখে থাক্‌বি। কত বড় বড় সুন্দরীর প্রার্থনা যে, উনি তাদের ভালবাসেন। তোর জন্যে উনি এত কাকুতি মিনতি কোচ্চেন, ভাগ্যি বোলে মানিস!—হাবা মেয়ে;—আপনার ভাল বুঝ্‌তে পারিস্ নি?—রাজী হ!—লক্ষ্মী আমার, রাজী হ!—তুই বিধবা,—জন্মাবধি অভাগিনী! বিধাতা যদি সদয় হয়ে মুখ তুলে চাইলেন, ভাগ্য হোতে যদি এমন সুপাত্রই মিলিয়ে দিলেন, তাতেও নারাজ?—আপনার পায়ে আপনিই কুড়ুল মাচ্চিস্? এখনো বোল্‌চি, রাজী হ!—একবার বিয়ে হয়েছিল, না হয় আর একবার হলো?—এও ত এক রকম বিবাহ? শাস্ত্রে এর বিধি আছে! আমি বোল্‌চি, এতে তোর পাপ হবে না! রাজী হ!"

ভূশায়িনী কামিনী তার দিকে মুখ ফিরিয়ে, কাতরস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "তুমি এই কোল্লে?—দিগম্বর!—অবশেষে তুমিই আমার এই কোল্লে?—হা অদৃষ্ট!—তুমিই আমার এই কোল্লে?—এই কি তোমার ধর্ম্ম?—এই কি তোমার কর্ম্ম?—ব্রাহ্মণ মরণ-সময় তোমার হাতে হাতে আমারে সোঁপে দিয়েছিলেন, তুমি তার এই ধর্ম্ম রাখ্‌লে?—তিনি তোমারি সাক্ষাতে আমারে বোলে গিয়েছেন, আমি বিধবা নই, আমার বিয়ে হয় নি, আমি কুমারী! তুমি সব জানো, সব শুনেছো, জেনে শুনে এই দশা কোল্লে? হা আমার অদৃষ্ট! তোমা হোতে আজ এই কাজ হলো? তুমি তার এই ধর্ম্ম রাখ্‌লে? আচ্ছা, পরমেশ্বর আছেন, চারযুগের সাক্ষীই তিনি,—তিনিই এর বিচার কোর্‌বেন! আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না! এখুনি মাথায় ইট্ মেরে এ কলঙ্ক ঘোচাবো, এখুনি আমি এ পাপপ্রাণ বার্ কোর্‌বো! হা পরমেশ্বর! আমার কপালে কি এই ছিল?" বোল্‌তে বোল্‌তে অভিমানিনীর সংজ্ঞারোধ হলো!—মুখে আর বাক্য নাই,—মূর্চ্ছা!

ললিত করুণস্বর আমার হৃদয়কে যেন সুতীক্ষ্ণ শরে বিদীর্ণ কোত্তে লাগ্‌লো!—কোথায় এ স্বর,—এ কোমল স্বর, যেন একবার শুনেছি, এইরূপ তখন জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো;—কিন্তু ঠিক মনে হলো না। সে যা হোক্, আমার সাক্ষাতে সতীর সতীত্ব নষ্ট হয়,—একটী সাধ্বী রমণীরত্নের অপঘাতে প্রাণ যায় এ আর দেখা যায় না!—অসীম ক্রোধে, অসম সাহসে, সজোরে এক লাথীতে দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। "পাপিষ্ঠ, পামর, দুরাত্মা! সতীস্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট কোত্তে উদ্যত? কখনোই পার্‌বি নি!" সক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম!—গিয়ে দেখি মূর্চ্ছিতা নারীরত্ন আমার সেই প্রথম অবস্থার প্রাণদায়িকা অম্বিকা!—পাপিষ্ঠ লম্পট, সেই ফরাসডাঙ্গার দুর্জ্জন নারকী বীরচন্দ্র! আর দুরাত্মা ঘটক, সেই দেশরাষ্ট্র জোচ্চোর, ডাকাত, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য!—দেখেই আমার দ্বিগুণ ক্রোধে সর্ব্বশরীর জ্বোলে উঠ্‌লো।—পাপাত্মারা পবিত্রা অম্বিকার সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট কোচ্চে, দেখে আমার চোক মুখ দিয়ে যেন আগুন ছুট্‌তে লাগ্‌লো। যা মুখে এলো, তাই বোলে তাদের গালাগালি দিতে লাগ্‌লেম। তারা আমারে দেখে চোম্‌কে উঠে,

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো;—মুখে আর বাক্য নাই।

এই অবসরে আমি মূর্চ্ছিতা অম্বিকারে ধোরে তুল্লেম। অম্বিকা চেতন পেয়ে, "ছাড়্! ছাড়্! পাপিষ্ঠ আমায় ছেড়ে দে, গায়ে হাত দিস্ নে!" ক্ষীণস্বরে এই কথা বোলে চেঁচিয়ে হাত পা ছুড়্‌তে লাগ্‌লো।—আমি সান্ত্বনাবাক্যে বোল্লেম, "ভয় নাই,—কেঁদো না,—আমি,—দিদি আমি!—আমি সেই হরিদাস!—যার তুমি প্রাণদান দিয়েছিলে, আমি সেই হরিদাস!—পালাও, এখুনি পালাও,—শীঘ্র পালাও!—আমি এখানে থাক্‌তে কার্ সাধ্য তোমার গায়ে হাত দেয়? দুরাত্মাদের ভাল রকম শাস্তি দিয়ে, শীঘ্রই আমি তোমার কাছে যাচ্চি;—কিন্তু এই বেলা তুমি পালাও।"

আশ্বাস পেয়ে হতাশ্বাসিনী কামিনী উঠে দাঁড়ালো।—ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে আমার মুখপানে চেয়ে বোল্লে, "হরিদাস?—তুমি এখানে?—তোমারে এরা মেরে ফেল্‌বে,—একলা পেয়ে মেরে ফেল্‌বে,—পালাও! ওরা বড় পাপিষ্ঠ, খুনীলোক!" বোল্‌তে বোল্‌তে দরজা খুলে অম্বিকা সতী বেরিয়ে গেল। তাই দেখে দুরাত্মা বীরচন্দ্র আর দিগম্বর যেন চট্‌কা-ভাঙার মতন শশব্যস্ত হয়ে অম্বিকার গতিরোধ কোর্ত্তে ছুটে চোল্লো। গতিক দেখে আমি আর স্থির হয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না;—দৌড়ে গিয়ে সজোরে দুজনকে দুই লাথী মেরে সম্মুখের পথরোধ কোল্লেম। পিস্তল বার কোরে তাদের দিকে ধোরে গম্ভীরস্বরে বোল্লেম, "খবরদার! সাবধান! যদি এক পা এগুবি, সতী স্ত্রীকে ছুঁতে যদি এক পা বাড়াবি, তা হলে এখুনি তোদের প্রাণসংহার কোর্‌বো,—কুকুরের মতন গুলি কোরে এখুনি তোদের মাথা উড়িয়ে দিব!" "পালিয়ে এসো, পালিয়ে এসো!" বোলে অম্বিকা বারবার আমারে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। আমি বোল্লেম, "তুমি পালাও, কোনো ভয় নাই, সদর দরজা খোলা আছে, পালাও, আমি যাচ্চি।"

অম্বিকা আর উত্তর কোল্লে না। পায়ের শব্দে বোধ হলো, চোলে যাচ্চে। শিকার পালায়,—মুখের গ্রাস সম্মুখ থেকে হাত ছাড়িয়ে পালায়; অসহ্য বোধ কোরে তারা আমারে ধাক্কা দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা কোর্ত্তে লাগ্‌লো;—পিস্তল দেখেও ভয় পেলে না। তখন কি করি, মারবার ইচ্ছা ছিল না,—যদিও তারা পাজী লোক, তথাচ মারবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু করি কি? পথরোধ করা চাই,—অম্বিকাকে নিরাপদ করবার উপায় করা চাই। বীরচন্দ্র এগিয়ে এসেছিল, অগত্যা পিস্তলের বাঁট দিয়ে, তার মাথা লক্ষ্য কোরে এক আঘাত কোল্লেম। কিন্তু মাথায় না লেগে কাঁধে লাগ্‌লো। আঘাতে কেঁপে উঠ্‌লো, কিন্তু পোড়্‌লো না।—মেরেই আমি দৌড়,—বেগে দৌড়,—একদৌড়ে গলি পার হয়ে, অন্দরমহল ছাড়িয়ে সদর দরজায় উপস্থিত। তারাও আমার পেছু পেছু ছুটে এলো। বীর-চন্দ্র যেন মোরিয়া হয়ে সজোরে আমারে জাপটে ধোল্লে।—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দিগম্বরকে বোল্লে, "এটাকে আমি ধোরেছি, ও ছুঁড়িকে তুমি ধরো,—ঐ পালায়, ঐ পালালো, দরজা এখনো পার হয় নি,—শীঘ্র ধরো!" দিগম্বর তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে অম্বিকার একটা হাত ধোল্লে। অম্বিকা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। এদিকে বীরচন্দ্র আমার হাতের পিস্তল ছাড়িয়ে নেবার জন্যে টানাটানি কোচ্ছিল, আমিও হাত

ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি কোচ্ছিলেম।—হুটোপুটিতে হঠাৎ পিস্তলটার আওয়াজ হয়ে গেল; ভাগ্যক্রমে কারু গায়ে গুলি লাগ্‌লো না। কিন্তু সেই শব্দে অম্বিকা আরো ভয় পেয়ে, আরো উচ্চকণ্ঠে চেঁচাতে লাগ্‌লো। ভয়মত পেয়ে বীরচন্দ্রের হাত একটু শিথিল হলো; সেই অবসরে আমি হাত ছাড়িয়ে তার পিঠে গুম্ কোরে এক কিল্ মাল্লেম!—কিল খেয়েই ঢিপ্ কোরে সে পোড়ে গেল! যেমন পোড়েছে, আমিও অমনি দৌড়ে গিয়ে দিগম্বরকে এক ধাক্কা দিলেম,—সজোরে এক ধাক্কা!—ধাক্কা খেয়ে অম্বিকার হাত ছেড়ে দিয়ে, দিগম্বরও দুম্ কোরে মাটিতে পোড়লো। অম্বিকা চীৎকার কোচ্চে,—উভরায় চীৎকার কোচ্চে। বীরচন্দ্র আবার ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে, মহারাগত হয়ে, গোঁ-ভরে আমারে ধোত্তে এলো। আবার এক লাথী মেরে তারে আমি দূরে ফেলে দিলেম।

একজন ভদ্রলোক সেই সময় সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, চীৎকার শুনে তিনি সেইখানে এসে, "বৃত্তান্ত কি?" জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি সংক্ষেপে তাঁরে উপস্থিত ঘটনা জানালেম। শুনেই তিনি রেগে উঠে তাদের দুই জনকেই লাথী,—উলটি পালটি লাথী। তাঁকে দেখে আরো আমার সাহস বৃদ্ধি হলো,—নিরাপদ হলেম।—ডেকে ডেকে জোর-গলায় বোল্লেন, "দিগম্বর! বীরচন্দ্র! এ পাপের প্রতিফল তোমরা অবিলম্বেই ভোগ কোর্‌বে;—কোর্‌বেই কোর্‌বে।" সবেমাত্র এই দুটী নাম উচ্চারণ কোরেছি, এমন সময় দুজন লোক সেইখানে ছুটে এসে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কৈ?—দিগম্বর কৈ?—দিগম্বর কৈ?" কারণ জিজ্ঞাসা না কোরেই আমি তাদের দেখিয়ে দিলেম, তারা তৎক্ষণাৎ তারে জাপ্‌টে ধোরে বেঁধে ফেলে।—বীরচন্দ্র পালিয়ে গেল। তার পর আমি তাদের জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি হা, বেওরা কি? তোমরা এরে বাঁধলে কেন?" একজন উত্তর কোল্লে, "আমরা পুলিসের লোক, ছদ্মবেশে বেড়াচ্চি,—এরে ধরবার জন্যে ছদ্মবেশে আজ তিনদিন ধোরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি; কোনো সন্ধান পাচ্চি না। এর নামে ফৌজদারী আদালতের এক ওয়ারিণ আছে, তিনদিন ধোরে আমরা এর সন্ধান কোত্তে পাচ্চি না, রাতদিন এই বাড়ীর দরজা বন্ধ থাকে, ধোত্তে পারি না,—দেখ্‌তেই পাই না, আজ বেটাকে ধোরেছি!"

রাত্রি প্রায় দশটা। পূর্ণ জোৎস্না।—বাসন্তী-সমীরণ ধীরে ধীরে বহন হোচ্চে। কিছু দূরে কুঞ্জে কুঞ্জে বিহঙ্গেরা সুস্বরে গান কোচ্চে।—আমরা রাস্তায়।—যে ভদ্রলোক আমার সহায় হয়েছিলেন, খানিক দূরে গিয়ে তিনি আমারে বোল্লেন, "রাত্রি অনেক হলো,—সঙ্গে স্ত্রীলোক,—স্ত্রীলোক প্রায় জ্ঞানশূন্য।—এ অবস্থায়, এ রাত্রে আপনি যে এরে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারেন, এমন ত কিছুতেই বোধ হয় না। আমার সঙ্গেই চলুন, আজ রাত্রে আমার বাড়ীতেই থাকবেন, যেখানে যেতে হয়, কাল প্রাতঃকালেই উঠে যাবেন।" অগত্যা আমি সম্মত হলেম। একত্রে তাঁরি বাড়ীতে যাওয়া হলো। একটী স্বতন্ত্র নির্জ্জনঘরে অম্বিকাকে রেখে, আর একটী ঘরে আমি নিশিযাপন কোল্লেম। নিদ্রা হলো না।—যেরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা, যেরূপ ভয়ানক বিপদ, তাতে কোরে নিদ্রার সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হবে, কে আর এমন প্রত্যাশা কোত্তে পারে? মনের শান্তিলাভ নিতান্ত

পক্ষেই অসম্ভব। সুতরাং জাগরণেই রজনী প্রভাত হলো।—বাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে, বিদায় হয়ে, অম্বিকাকে সঙ্গে কোরে বাসায় এলেম। যখন বিদায় হই, তখন তিনি বোল্লেন, "সময়ানুসারে এক একবার যেন আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়।' আমি তাঁর অনুরোধে সম্মত হয়ে বিদায় হলেম।

বাসায় এলেম,—অম্বিকাকে সঙ্গে কোরে বাসায় এলেম।—আমার প্রাণদায়িনী অম্বিকা,—তারে আমি পাপিষ্ঠ লম্পটের কবল থেকে উদ্ধার কোরেছি,—জীবনদায়িনীর সতীত্ব রক্ষার সহায় হয়েছি, মনে বিপুল সন্তোষ,—অতুল আনন্দ!—কৃষ্ণকিশোর বাবু আমার সঙ্গে অম্বিকাকে দেখে, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, একি হরিদাস?—এটী আবার কে?—কোথায় পেলে?—দিব্বি মেয়েটী। যা হোক্!" আমি উত্তর কোল্লেম, "ক্রমেই জান্বেন।"

অম্বিকার পরিচয় পাঠক মহাশয় যতদূর জানেন, তার চেয়ে আমি কত অধিক জানি, তা আপনি বুঝ্তেই পাচ্চেন। সুতরাং যতদূর জানা ছিল, সংক্ষেপে কৃষ্ণকিশোর বাবুকে সে সকল বৃত্তান্ত আমি বোল্লেম।

আজ রবিবার।—চাপ্রাসীরা দিগম্বরকে ধোরে নিয়ে গিয়ে কি কোল্লে, আজ সেটী জান্বার উপায় নাই;—আদালত বন্ধ।

গত রাত্রের ক্লেশ আর দুর্ঘটনায় শরীর মন অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, সুতরাং স্নান আহার কোরে একটী নির্জ্জনঘরে গিয়ে বোস্লেম;—অম্বিকাকেও সেইখানে ডাকলেম;—সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "দিদি অম্বিকে! তুমি এখানে কেমন কোরে [illegible] কবে এলে?—রক্তদন্তই তোমার [illegible] আমি জান্তেম, রক্তদন্তই তোমার [illegible] দিগম্বরের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? [illegible] তোমারে কোথা পেলে? [illegible] কাছে [illegible] কেমন কোরে এলে? রক্তদন্ত গেল কোথায়?—বীরচন্দ্র কেমন কোরে চটিলো? এ সকল যোগাযোগ যোটাযোট কেমন কোরেই বা হলো? লজ্জা কোরো না, আমার কাছে সব কথা ভেঙে বলো।"

অষ্টসপ্ততিতম কাণ্ড

আশ্চর্য্য রহস্য প্রকাশ!—এটী কে?

অম্বিকা ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লে, "সে অনেক কষ্টের কথা!—বর্দ্ধমানে রক্তদন্তের বাড়ীতেই আমি ছিলেম,—অনেকদিন ছিলেম।—রক্তদন্ত আমারে ঠিক মেয়ের মতনই ভাবতেন,—আমিও তাঁরে পিতা বোলেই জান্তেম।—একবার আমারে সঙ্গে কোরে কি কাজের জন্যে তিনি কাশীতে আসেন। কিছু দিন এখানে থাকি। সেই সময় দুখানা চিঠি পান;—[illegible] দু একদিন পরে এলাহাবাদে যান। সেখানে একটা বাসা ভাড়া কোরে থাকা হয়।—থাক্তে থাক্তে একদিন মাণিক বাবু বোলে একজন ভদ্রলোক আমাদের বাসায়

আসেন। তাঁর সঙ্গে রক্তদন্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক রকম পরামর্শ করেন।—আমি তখন পাশের ঘরে বোসেছিলেম, সুতরাং সে সব কথা ভাল কোরে শুনতে পাই নি,—তত মনও দিই নি। তার পর শেষকালে যখন দু একবার তোমার নাম আর আমার নাম কোল্লেন, তখন দরজার পাশে গিয়ে, স্থির হয়ে, কাণপেতে শুনতে লাগ্‌লেম।—মাণিক বাবু যেন একটু রেগে ভর্‌ৎসনা কোরে বোল্লেন, 'রক্তদন্ত! তুমি এমন অসাবধান? —এত অসাবধান যে, চিঠিখানা হারিয়ে ফেল্লে?—হরিদাস সে চিঠি পেয়েছিল, কাল রাত্রে আমারে দেখালে।—কে লিখেছে, জান্‌বার জন্যে আমাকে বিষম পেড়াপীড়ি কোরেছিল।—ফরাস্‌ডাঙ্গার পার্ব্বতী রায় বোলে একজন আমার আলাপী লোক এখানে এসে বাস কোরেছে, তারি বাড়ীতে হরিদাসও রয়েছে;—সেই পার্ব্বতী রায়কে আমি এক পত্র লিখি;—সে পত্রও হরিদাস দেখেছে!—সঙ্গে কোরেও এনেছিল। তোমাকে যে পত্র লিখি, সেই পত্রের অক্ষরের সঙ্গে এ পত্রখানার অক্ষর মিলিয়েছে! —ছোঁড়া ভারি চতুর!—ভারি চালাক!— অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে সট্টেপট্টে ধোরেছিল। —দুখানি চিঠি আমারি লেখা। কিছুতেই ছাড়ে না, বিষম ধস্তাধস্তি! অবশেষে কৌশল কোরে তোমার নামের চিঠিখানা তার হাত থেকে নিয়ে আমি জ্বালিয়ে ফেলি, তবে ছোঁড়া নাচার হয়ে ক্ষান্ত হয়!—এত অসাবধান তুমি?—ছিঃ!—ভাগ্যে চিঠিখানা আমার হস্তগত হয়েছিল, তা-ই ত রক্ষা, নইলে কি বিপদই না হোতো বলো দেখি?—ভাবো দেখি, কি কাণ্ডই না বাঁধ্‌তো? হয় ত আগাগোড়া সমস্ত কথাই প্রকাশ হয়ে পোড়্‌তো! তা হলে তুমিই কি বাঁচ্‌তে, না আমিই রক্ষা পেতেম?—যা হোক্‌, ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে রক্ষা হয়েছে, এ-ই মঙ্গল।—অম্বিকা যা ভেবে আছে, তা-ই ভাবুক।—সে যেন গত বিষয়ের বাষ্পও জান্‌তে না পারে;—যেমন অন্ধকারে কাণা হয়ে আছে, তেম্‌নিই থাক্‌!—এখন তোমার টাকার দরকার আছে লিখেছিলে, কত টাকা চাই? বলো, পাঠিয়ে দিচ্চি।' একটু ভেবে রক্তদন্ত বোল্লেন, 'আপাততঃ হাজার টাকা।—তার পর যা যখন দরকার হবে, অবসরক্রমে জানাবো!' এই কথা শুনে মাণিক বাবু চোলে গেলেন!—যখন তিনি উঠেন, সেই সময় আমি সোরে গেলেম,— হন্‌ হন্‌ কোরে বেরিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার পর হাজারটাকা এসে পৌঁছিল।—দুদিন পরে শুন্‌লেম, মাণিক বাবু শ্রীবৃন্দাবনধামে যাত্রা কোরেছেন।—তুমি এলাহাবাদে আছ, দেখা কর্‌বার জন্যে বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু রক্তদন্তের ভয়ে সে কাজ কোত্তে পাল্লেম না; ভারি দুঃখ হলো। ভাব্‌লেম, মাণিক বাবু কেন আমার নাম কোল্লেন?—আমার কথা কি বোল্লেন? কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।— কি কথা আমারে জানাতে বারণ কোল্লেন? চিঠির কথা?—তা ত কখনোই নয়।—অন্ধকারে কাণার মতনই থাক্‌তে বোল্লেন, যা ভেবে আছি, তাই ভেবেই থাক্‌তে পরামর্শ দিলেন।—কি ভেবে আছি?—কি অন্ধকারে আছি?—কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না! মনে মনে কেবল সেই সব কথাই তোলাপাড়া কোত্তে লাগ্‌লেম!—কিছুদিন বাদে রক্তদন্ত আমারে নিয়ে চণ্ডালগড়ে এসে বাস কোল্লেন। —খরচপত্রের অপ্রতুল হলেই দুমাস দুমাস

অন্তর চিঠি লিখে টাকা আনান,—বোধ হয় মাণিক বাবুর কাছ থেকেই আনান। তিনি যে কেন এত টাকা দেন, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি। রক্তদন্ত পূর্ব্বের অপেক্ষা যত্ন কোরে আরো অধিক সুখে রাখ্‌লেন। (থাক্‌তে থাক্‌তে সেইখানে আমার কিছু কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করা হলো)। তিনি নিজেও মনের স্বচ্ছন্দে হেথা সেথা ফিরে বেড়াতে লাগ্‌লেন, দু দশটাকা খরচপত্রও করেন।"

"আমরা চণ্ডালগড়ে থাক্‌লেম। একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা দুজনে একটী ঘরে বোসে আছি, একজন ব্রাহ্মণ আমাদের বাসায় এলো।—অত্যন্ত মলিন বেশ,—শীর্ণ শরীর,—রুক্ষ মাথা,—ছিন্ন বস্ত্র!—রক্তদন্ত তারে দেখেই চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, 'কি দিগম্বর ভায়া? এ অবস্থা কেন তোমার?—সন্ন্যাসীর মতন এ বেশ কেন? এতদিন ছিলে কোথা?' জিজ্ঞাসার ভাবে বোধ হলো, এঁদের পরস্পর জানা পরিচয় আছে।—দিগম্বরের চক্ষে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। কাতরস্বরে বোল্লে 'আর দাদা! অবস্থার কথা আর জিজ্ঞাসা কোরো না।—গুজরাটে ছিলেম,—বেশ সুখেই ছিলেম। তোমার হরিদাস আমার এই অবস্থা কোরেছে! এই কথা শুনে রক্তদন্ত উঠে দাঁড়ালেন। দিগম্বরকে সঙ্গে কোরে আর একটা ঘরে গিয়ে চুপি চুপি কি বলাবলি কোল্লেন,—শুন্‌তে পেলেম না।—বেরিয়ে এসে রক্তদন্ত আমারে বোল্লেন, 'ইনি সম্পর্কে আমার ভাই হন, অত্যন্ত কষ্টে পোড়েছেন, এইখানেই থাক্‌বেন, ভক্তি শ্রদ্ধা কোরো, আমারে যেমন জানো, এঁরেও তেম্‌নি জেনো।"

"দিগম্বর আমাদের বাসাতেই থাক্‌লেন।—সকল দিন রাত্রে থাকেন না।—একদিন রাত্রে আমাদের বাসায় ডাকাত পোড়্‌লো।—রক্তদন্তের অনেক টাকা ছিল, সকলেই জান্‌তো, সেই লোভেই ডাকাত পড়ে। টাকা-কড়ি জিনিসপত্র যা কিছু ছিল, সমস্তই লুটে নিয়ে, আরো কি কোথায় আছে কবুল করাবার জন্যে, ডাকাতেরা তাঁরে অনেক যন্ত্রণা দেয়। হাত মুখ বুক জলন্ত মশাল দিয়ে পোড়ায়। সে রাত্রে দিগম্বর বাসায় ছিল না। থাক্‌লেই বা কি কোত্তো?—দশ বারোজন ডাকাত মোরিয়া হয়ে এসেছে, তাদের সম্মুখে দু এক জনে কি কোর্‌বে? প্রথমেই আমি ডাকাতের সাড়া পেয়ে একটা চোরাকুঠরীর ভিতর লুকুই। আমারে দেখ্‌তে পায় নি, তাতেই ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পেয়েছি, প্রাণ বেঁচেছে।—ডাকাতেরা আরো অধিক পাবার জন্যে রক্তদন্তকে আরো অনেক যন্ত্রণা দিলে; কিন্তু কিছুই পেলে না। আরো রেগে উঠে, তাঁরে আধমারা কোরে ফেলে, তারা চোলে গেল।—রাত্রি প্রায় শেষ। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে দেখি, রক্তদন্ত আধ্‌পোড়া হয়ে, মরার মতন পোড়ে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেল্‌চেন! প্রাণ আছে,—শ্বাস আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই! তাঁরে আমি পিতা বোলেই জান্‌তেম, পিতার এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত কাতর হয়ে ডাক্‌ছেড়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর মুখে একটু জল দিলেম। খেতে পাল্লেন না, কস্ দিয়ে গোড়িয়ে পোড়্‌লো,—দেখে ভারি দুঃখ হলো!—বাবা বাবা বোলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বারবার ডাক্‌তে লাগ্‌লেম,—মুখের কাছে মুখ রেখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ডাক্‌তে লাগ্‌লেম। অনেক কষ্টে, অনেকক্ষণ পরে, একটু চৈতন্য হলো। ভঙ্গস্বরে ধীরে ধীরে বোল্লেন, 'জ—অ—ল!' শুনে আমার সাহস হলো, জল

দিলেম,—অল্পে অল্পে একটু খেলেন্। এমন সময় ঐ ধূর্ত্ত দিগম্বর সেইখানে এলো। রক্তদন্ত তার পানে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন। তার পর আমার দিকে চেয়ে অতি মৃদুস্বরে বোল্লেন, ‘অ—ম্বি—কে !—মা! আ—মা—র—কা—ছে—এ—সো—আ—মি—মো—রি—এ—ক—বা—র—কা—ছে—এ—সো। —এ—ক—টু—জ—অ—ল—এ—কটু—জ অ—ল!’ আমি আবার জল দিলেম, খেলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, ‘মা! আমি যাই! তোমারে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি,—অনেক যাতনা পেয়েছ।—সে সব মনে কোরো না,—ক্ষমা করো।—তুমি আমার মেয়ে নও,—তুমি বিধবা নও,—তোমার বিয়ে হয় নি,—আমি তোমার বাপ নই!—হরিদাস—দিগম্বর—রামকু—হরিদাস—দিগম্বর সব জানে!—তোমারে সব কথা বোল্‌বেন,—মাণিক—আমার বাক্‌রোধ হোচ্চে, আর কিছু বোল্‌তে পাচ্চি না,—একটু জ—অ—ল।’ আবার আমি জল দিলেম। জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে দিগম্বরের দিকে ফিরে বোল্লেন, ‘দিগম্বর! ভাই! আমি বিদায় হলেম,—জন্মের মত পৃথিবী থেকে বিদায় হলেম।—অম্বিকা রইলো,—দেখো, সাবধানে রেখো,—স্নেহমমতা কোরো।’ এই কথা বোলে ক্ষীণ কম্পিতহস্তে, আমার হাত ধোরে দিগম্বরের হাতে হাতে সোঁপে দিলেন। আমি স্থিরনেত্রে, ছলছল্‌চক্ষে, তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেম। প্রায় পাঁচমিনিট নিস্তব্ধ!—হঠাৎ যেন চকিত হয়ে আপনা আপনি বিড়্ বিড়্ কোরে বোল্লেন, ‘জগদীশ্বর! আমি অনেক পাপ কোরেছি!—সেই পাপেই অবশেষে দগ্ধ হলেম!—মা! অম্বিকে! আর একটু জল!’ আমি তাড়াতাড়ি জল নিয়ে গিয়ে দেখি, নিঃশ্বাস বন্ধ, চক্ষু কপালে উঠেছে, হাত পা অবশ,—অসাড়,—প্রাণবায়ু নাই! জলের গেলাস আছড়ে ফেলে চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌লেম। দিগম্বর আমারে নানা রকম বুঝিয়ে সান্ত্বনা কোল্লে। তার পর পুলিসে গিয়ে খবর দিলে। পুলিসের লোকেরা এসে দেখ্‌লে, বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে, ডাকাতেরা রক্তদন্তকে মশালের আগুনে দোগ্‌ধে দোগ্‌ধে পুড়িয়ে মেরেছে। দিগম্বরের জবানবন্দী নিলে, আমারেও সাক্ষ্য দিতে হলো, তবু তাদের সন্দেহ ঘুচ্‌লো না।—দেহ পরীক্ষার জন্যে জেলায় চালান কোল্লে। তিনদিন পরে লাস্ জ্বালাবার হুকুম এলো। তখন আর কে ছোঁয়, সুতরাং মুর্দাফরাসেরাই জ্বালিয়ে দিলে!”

অম্বিকার কথা শুনে আমার দুঃখ হলো। রক্তদন্ত যদিও আমার অশেষ বিশেষে মন্দ চেষ্টা পেয়েছে, তথাচ তার এরূপ অপঘাত মৃত্যু শুনে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেম। মুর্দাফরাসে দাহ কোরেছে শুনে, আরো অধিক কষ্ট বোধ হলো। ব্রাহ্মণের শরীর, এ রকমে নষ্ট হয়েছে, শুন্‌লেই মনে অতিশয় ব্যথা হয়! উপায় কি, যেমন কর্ম্ম, তেম্‌নি তার প্রতিফল! মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপেই সমাধা হয়ে থাকে! অম্বিকাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “রক্তদন্তের মৃত্যুর পর তুমি সেখানে কদিন ছিলে? রক্তদন্ত মৃত্যুকালে বোলে গিয়েছে, দিগম্বর সব জানে,—তোমার বিষয় দিগম্বর সব জানে। সে ধূর্ত্ত কি তোমারে সে সব কথা বোলেছে? তোমার পিতা কে, নিবাস কোথা, এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নি কেন, এ সব কথা ধূর্ত্ত কি তোমারে বোলেছে? আমার অনুমান হোচ্চে,—কাল রাত্রের ঘটনা দেখে আমার

বেশ অনুমান হোচ্চে, কিছুই বলে নি। তা হলে তোমারে বিধবা বোলে সম্বোধন কোর্‌বে কেন? তুমি তারে কোনো দিন কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলে কি?"

অম্বিকা উত্তর কোল্লে, "একমাস পরেই দিগম্বর আমারে কাশীতে এনেছে।—কে আমি, রোজ রোজ জিজ্ঞাসা কোরেছি, কিছুই বলে নি। সেখানে যে কদিন ছিলেম, তখনো বলে নি, এখানে এনেও ছাড়া ছাড়া কথা বোলেছে,—আসলকথা কিছুই ভাঙে নি। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক যে কাণ্ড কোরে বোস্‌লো, তা ত তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ!"

আমি একটু নিস্তব্ধ হলেম। তার পর কিঞ্চিৎ ভেবে বোল্লেম, "বর্দ্ধমানে যে রাত্রে তুমি আমার প্রাণরক্ষার উপায় করো, সেই রাত্রে বোলেছিলে, 'ভগবান যদি করেন, যদি কখনো দিন দেন্, তা হলে কখনো না কখনো অবশ্য অবশ্যই দেখা সাক্ষাৎ হবে!' আজ আমাদের দিন দিলেন!"

অম্বিকা মধুরস্বরে বোল্লে, "ভগবান যথার্থই দিন দিয়েছেন। আমার অদৃষ্টক্রমেই ভগবান তোমারে কাল্‌কের কালরাত্রে আনিয়ে দিয়েছিলেন! তুমি গিয়েছিলে বোলেই আমার জাত, কুল, প্রাণ, ধর্ম্ম, সব রক্ষা হয়েছে! ভগবানের প্রতি আমার মতি আছে, দুষ্টেরা কখনোই আমার ধর্ম্মনষ্ট কোত্তে পাত্তো না,—কিন্তু প্রাণ যেতো!—এ প্রাণ আমি কখনোই রাখ্‌তেম না! পৃথিবীতে কেবল অম্বিকার নামটীমাত্র তোমার হৃদয়মধ্যে স্মরণ থাক্‌তো, কিম্বা কোনোকালে কোনো রকমে তোমার শ্রবণগোচর হোতো মাত্র! রজনী প্রভাতে এ অভাগিনীর মৃতদেহ দর্শন কোরে কেবল তুমি হাহাকার কোত্তে সন্দেহ নাই!"

আমি সে কথা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা রক্তদন্ত মৃত্যুকালে [illegible] ক্তিতে আমার নাম, আর মাণিকবাবুর নাম কেন কোল্লে? আর একবার যে "রামকু" বোলেছিল, সেটাই বা কি কথা? "রামকু" শব্দের অর্থ কি? মাণিকবাবুর আর আমার নামই বা কোল্লে কেন?"

"তা আমি কেমন কোরে জানবো? মাণিক বাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় ছিল, এলাহাবাদে দেখা হয়েছিল, কেবল এই ত জানি;—তোমাকেও সে কথা বোলেছি। আর তোমাকে একবার সঙ্গে কোরে বাড়ীতে এনেছিল, তুমিও জানো, আমিও জানি। এ ছাড়া আর কিছু আমি কেমন কোরে জান্‌বো? ভিতরের কথা ভেঙে চুরে একদিনও কিছু বলেন নি। মরণ সময় বোলে গিয়েছেন, 'দিগম্বর সব জানে,—তাকে আমি সব কথাই বোলেছি।' তোমাকে এইমাত্র বোল্লেম, দিগম্বরকে আমি বারবার জিজ্ঞাসা কোরেছি, কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুই প্রকাশ করে নি।" অম্বিকা এই সব কথা বোলে সজোরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লে।

মনে মনে আমি স্থির কোল্লেম, এই দিগম্বর যথার্থই এর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছে।—সহজে বোল্‌বে না তাও আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। কিন্তু যে রকমে হোক, 'নিগূঢ়তত্ত্ব' না জেনে কখনোই ছেড়ে দিব না।

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। অম্বিকাকে বোল্লেম, "কাল রাত্রে অনেক কষ্ট গেছে, যদি ইচ্ছা হয়, এখন একটু বিশ্রাম করো। স্থানান্তরে আমার একটু আবশ্যক আছে, সেইটী সেরে আমি আস্‌চি।" এই কথা বোলে রাস্তায় একবার বেরুলেম। কোন

আদালতে দিগম্বরের মকদ্দমার হুকুম হবে, তার সন্ধান নিয়ে সন্ধ্যার পরেই আবার বাসায় ফিরে এলেম। গত রাত্রের ক্লেশ, সুতরাং আর কোনো কাজ কোল্লেম না, সকাল সকাল বিছানায় গিয়ে শয়ন কোল্লেম।

ঊন-অশীতিতম কাণ্ড।

অপরাধ।—হাজত-গারদ।

রজনী প্রভাত।—আজ সোমবার দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের মকদ্দামা। ন-টার মধ্যে আহার কোরে, অম্বিকাকে কৃষ্ণকিশোর বাবুর কাছে রেখে, আমি বেরুলেম। সিক্‌রোলে আদালত,—নগর থেকে প্রায় দুইক্রোশ দূর। এক খানা গাড়ী ভাড়া কোরে অনুমান দশটার মধ্যেই সিক্‌রোলে পৌছিলেম; কিন্তু আদালতে ঢুক্‌লেম না।—পাছে দিগম্বর মনে করে, তার দুর্দ্দশায় আমি আমোদ কোচ্চি, এই সন্দেহে আদালতে ঢুক্‌লেম না;—এদিক ওদিক দেখে শুনে বেড়াতে লাগ্‌লেম। বেলা একটার পর জনকতক লোক আদালত থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! দিগম্বর ভট্টাচার্য্য বোলে আজ যে একজন আসামী ছিল, তার মকদ্দামার কি হলো?"

তিনি বোল্লেন, "আজ কিছু হলো না, ফরিয়াদীকে হাজীর কর্‌বার জন্যে এক মাস মুল্‌তুবি থাক্‌লো।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মকদ্দামার বৃত্তান্তটা কি?"

তিনি উত্তর কোল্লেন, "এলাহাবাদে ছট্টু-মিশ্র বোলে একজন সওদাগর আছে, দিগম্বর জোচ্চুরি কোরে তার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা ফাঁকি দেয়। সেই সময়েই নালিস হয়েছিল; কিন্তু আসামী হাজত-গারদের দরজা ভেঙে পালিয়ে যাওয়াতে বিচার হয় নি। ফরিয়াদী নিজে দুইহাজার টাকা পারিতোষিক ঘোষণা কোরে আসামীর নামে গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা বার্ করায়। অনেক দিন ধোরে ধরা পড়ে নি, এই শনিবার রাত্রে ধরা পোড়েছে; একমাস পরে মকদ্দামা হবে। আসামী হাজতে থাক্‌লো।" শুনে আমি আর সেখানে বিলম্ব না কোরে চোলে এলেম।

দিগম্বরের প্রতি যে রকম হুকুম হলো, অম্বিকাকে জানালেম।—দিগম্বর একমাসের জন্যে আপাততঃ হাজতে থাক্‌লো। একহপ্তা বাদে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে সিক্‌রোলে গেলেম। আসামী হাজতে, কিরূপে সাক্ষাৎ হয়, ভাব্‌তে ভাব্‌তে কারাগারের দরজায় গিয়ে উপস্থিত। আইন আদালতের সচরাচর যে রকম দস্তুর, তদনুসারে জেল-দারোগা প্রথমে আমারে পথ ছেড়ে দিলে না।—আমি সরকার বাহাদুরের ছাড়্‌-চিঠি দেখা-

লেম, তখন আর কোনো আপত্তি কোল্লে না। হাজতী-আসামী দিগম্বর ভট্টাচার্য্য যে ঘরে ছিল, সেই ঘরটা আমারে দেখিয়ে দিলে,—আমি তার মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম।

দিগম্বর আমারে দেখে মুখ বেঁকিয়ে উঠ্লো। আমি তার নিকটে গিয়ে বোস্লেম; সে একটু সোরে বোস্লো। বিকটস্বরে বোল্লে, "তুমি কি আমার দুরবস্থা দেখ্তে এখানে এসেছ? জেলে রয়েছি, এতে কি তোমার আনন্দ হয়েছে?"

আমি বোল্লেম, "তা তুমি কখনোই মনে কোরো না। সে রকম মন, সে রকম অন্তঃকরণ আমার নয়। আগাগোড়াই তুমি দেখ্চো, পদে পদে তুমি আমার অনিষ্ট কোরে আস্চো, কিন্তু আমি একদিনের জন্যেও তোমার অনিষ্টের চেষ্টা পাই নি। আজও আমি অন্য অভিপ্রায়ে এখানে আসি নি, ভাল অভিপ্রায়েই এসেছি। তোমার মন্দ হয়, তা আমি কখনোই দেখ্বো না। যদি তুমি নির্দ্দোষী হও, ভাল ভাল উকীল দিয়ে আদালতে বরং তার সাহায্য কোর্বো। যাতে ভাল হয়, তা-ই কোর্বো, মন্দ কখনোই আমা হোতে হবে না।"

এই সব কথা শুনে দিগম্বর একটু নরম হলো,—আমার দিকে ফিরে বোস্লো। অবসর বুঝে তখন আমি বোল্লেম, "আজ আমি তোমার কাছে একটী বিশেষ কাজের জন্যে এসেছি। শুন্লেম, রক্তদন্ত মৃত্যুকালে জাড়জস্বরে অম্বিকাকে অনেক কথা বলে, তুমিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে। অম্বিকা কে, কার মেয়ে, ওর বাপ কে, মা কে, কি জাত, রক্তদন্তের কাছে কেন ছিল, বিবাহ হয় নি কেন, তুমি এর সব জানো;—রক্তদন্ত মৃত্যুকালে তোমারি সাক্ষাতে অম্বিকাকে বোলে গিয়েছে, তুমি এর সব জানো; অম্বিকার মুখেই আমি শুনেছি।—আর রক্তদন্ত আমার নামই বা কোরেছিল কেন?—আমার নিশ্চয় প্রত্যয় হোচ্চে, অম্বিকার জন্মবৃত্তান্ত আর তার আদ্য অন্ত পরিচয় তুমি জানোই জানো। আজ তোমারে সে সব কথা বিশেষ কোরে বোল্তেই হবে,—কিছুতেই তা হোতে এড়ান পাবে না,—কোনোমতেই আমি তোমারে ছেড়ে যাবো না,—বোল্তেই হবে!"

রক্তদন্তের নাম শুনে দিগম্বর থতমত খেয়ে চোম্কে উঠ্লো। ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে আমার মুখপানে চেয়ে উন্মত্তের ন্যায় বারবার বোল্তে লাগ্লো, "অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বোল্লে?—কি বোল্চো?—কার কথা?—রক্তদন্ত?—কে সে?—আমি তার কি জানি?'

আমি বোল্লেম, "এখনো ছলনা? ছলনা ত্যাগ করো,—আমা হোতে তোমার ভালই হবে;—সত্য কথা বলো। ছলনা কোল্লে তুমিও সুখী হবে না, আমিও উদ্বিগ্ন থাক্বো। সত্য বলো, আমার দ্বারা অনেক রকমে তুমি উপকৃত হবে।"

দিগম্বর প্রায় পাঁচমিনিট নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। এই অবসরে আমি তারে যত কথা বোল্লেম, তার একটী কথারও উত্তর কোল্লে না। পরিশেষে অনেক জেদ, অনেক পেড়াপীড়ি, অনেক ধস্তাধস্তি করাতে, গোটাকতক ছাড়ভঙ্গ কথা বোল্লে, ভাল কোরে তা আমি বুঝতে পাল্লেম না। আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বোল্লে না।—কেবল এইমাত্র উত্তর কোল্লে, "আজ আমার মন কিছু অস্থির আছে, সকল কথা স্মরণ কোরে বোল্তে পাচ্চি না! তোমার বিষয় যা আমি যৎকিঞ্চিৎ জানি, কাল বেলা দশটার পর এসো, মনে কোরে বোল্বো।"

উত্তর পেয়ে, আর কতক আশ্বাস পেয়ে, আমি সে ঘর থেকে চোলে এলেম। সদর ফটকে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দেখি, মাণিকবাবু সেইখান দিয়ে জেলের ভিতর প্রবেশ কোচ্চেন। হঠাৎ সম্মুখে আমারে দেখেই চকিতভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! তুমি এখানে কেন?—জেলখানায় কেন এসেছ?—এ দেশে কবে এলে? ভাল আছ ত?"

আমি ভ্রান্ত হয়ে উত্তর কোল্লেম, "দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের কাছে গিয়েছিলেম। সেই ব্রাহ্মণ এই জেলে হাজতে আছে; তারি কাছে গিয়েছিলেম। বিশেষ কাজ ছিল, অম্বিকার তত্ত্ব জানা আবশ্যক ছিল। বিট্‌লে কিছুই বোল্লে না।—আমার মনটাও আজ কদিন থেকে চঞ্চল হয়ে রয়েছে, বিরক্ত হয়ে উঠে আস্‌চি।"

দিগম্বরের নাম শুনে, অম্বিকার নাম শুনে, মাণিক বাবুর মুখ একেবারেই শুকিয়ে গেল। ম্লানমুখে বোলে উঠ্‌লেন, "কে? দিগম্বর?—অম্বিকা?—কি বোলচো হরিদাস?—ব্যাপার কি?—কে তারা?—দিগম্বরের সঙ্গে তোমার সংস্রব কি?—কয়েদি আসামী, জেলের ভিতর তার সঙ্গে তোমার দরকার কি?"

এই কটী বাক্য মাণিকবাবু এম্‌নি ভাবে আর এম্‌নি স্বরে উচ্চারণ কোল্লেন যে, তার স্থিরতা নাই,—যোগ নাই, সম্বন্ধ নাই,—অর্থ নাই,—কিছুই নাই। ঠিক যেন উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ!

আমি বোল্লেম, "আপনিও আমার সঙ্গে চাতুরী কোচ্চেন! আর কেন? আপনিই বলুন,—আপনিই সব জানেন, আপনাকে বোল্‌তেই হবে,—অম্বিকা কে, তা আপনাকে বোল্‌তেই হবে। রক্তদন্ত মৃত্যুকালে আপনারও নাম কোরেছিল। আপনি সব জানেন। আপনাকে তা বোল্‌তেই হবে,—না বোল্লে কখনোই আপনি ছাড় পাবেন না!"

মাণিকবাবু বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বোল্লেন, "আমি কি জানি?—বোকা ছেলে।—আমি তার কি জানি? অম্বিকার নাম এই আজ নূতন শুন্‌লেম।—কে সে, কেমন কোরে জান্‌বো? রক্তদন্তকেও আমি জানি না! তাদের কথা নিয়ে আমার উপর এত জেদ কেন?"

আমি বোল্লেম, "বলেন কি? রক্তদন্তকে চেনেন না?—কাশীতে আপনি রক্তদন্তকে যে চিঠি লেখেন, যা আমি এলাহাবাদে আপনাকে দেখাই, অক্ষরে অক্ষরে মিলন হলেও যা আপনি অস্বীকার করেন,—কৌশল কোরে আমার হাত থেকে নিয়ে যা আপনি জ্বালিয়ে দেন, তার পর্য্যন্ত নিগূঢ়তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বেই আমি জেনে নিয়েছি।—সে চিঠি আপনারি লেখা, আপনার মুখেই তা আপনি এলাহাবাদে স্বীকার কোরেছেন,—রক্তদন্তকে বোলেছেন, সে হারিয়ে ফেলেছিল বোলে, তারে কত ভর্ৎসনা কোরেছেন, অম্বিকা তা শুনেছিল,—অম্বিকার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তারি মুখে আমি সকল কথা ভাল কোরে শুনেছি।—আপনি বোল্‌ছেন, অম্বিকাকেও জানেন না। কিন্তু অম্বিকা যা ভেবে আছে, তা-ই ভাবুক, যেমন অন্ধকারে কাণা হয়ে আছে, তেম্‌নি অন্ধকারে কাণা হয়েই থাকুক, এ কথা রক্তদন্তকে তবে আপনি বোলেছিলেন কেন?—অম্বিকা সকল কথাই শুনেছে।—কেন আর প্রতারণা করেন? আপনি সবই জানেন। অম্বিকার বিষয়ও জানেন, আমার বিষয়ও জানেন। কেন আর ছলনা কোরে গোপন কোচ্চেন? অনেক হয়েছে, অনেক কষ্ট

পেয়েছি, আর কেন?—এখনো বলুন, নিশ্চিন্ত হই!"

"কি উৎপাত! কি গেরো! বিষম বিভ্রাটেই পোড়্লেম যে?—হাবা ছেলে, পাগলের মতন কি বলে? আমি তার কি জানি?" মাণিক বাবু হেঁটমাথায় আম্‌তা আম্‌তা কোরে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে দ্রুতপদে জেলের ভিতর ঢুকে পোড়্লেন। যখন আমি চিঠির কথা আর অম্বিকার কথা বলি, তখন তাঁর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল, আরো দু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু ব্যস্ত হয়ে ভিতরে প্রবেশ কোল্লেন, সুতরাং আমার সঙ্গে আর দেখা হলো না।

একাকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করি, কাজেই বাসায় ফিরে এলেম। মনে মনে ভাব্‌লেম, হঠাৎ ইনি এখানে কেন এলেন? জেলের ভিতরেই বা কেন গেলেন? অবশ্যই কোনো নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে! তা নইলে হঠাৎ এখানে এসে জেলের ভিতর যাবেন কেন?

সেদিন সেরাত্রি আর কোনো কাজ কোল্লেম না। পরদিন বেলা ন-টার পর সিক্‌রোলে যাত্রা কোল্লেম। দিগম্বর বোলেছিল, কাল দশটার পর দেখা কোরো, সকল কথা বোল্‌বো। দশটার মধ্যেই আমি সেখানে উপস্থিত হলেম। জেল-দারোগাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাল যখন আমি জেল থেকে বেরিয়ে যাই, সেই সময় যে ভদ্রলোকটী জেলের ভিতর প্রবেশ করেন, ফটকের সাম্‌নে তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তিনি কি কোত্তে এসেছিলেন?—কার কাছে গিয়েছিলেন?" দারোগা উত্তর কোল্লে, "দিগম্বর ভট্টাচার্য্য বোলে যে নূতন হাজতী-আসামী এসেছে, তারি ঘরে গিয়েছিলেন।" শুনেই আমার খট্‌কা লাগ্‌লো,—সন্দিগ্ধমনে হাজত্‌-ঘরে প্রবেশ কোল্লেম।

দিগম্বর আমারে দেখে একটু হাস্‌লে। তার হাসি দেখে মনে কোল্লেম, প্রসন্ন হয়েছে, মন সুস্থির হয়েছে, আজ আমার ইষ্টসিদ্ধি হোতে পারে। সোৎসুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভট্‌চায্‌! ভাল আছো? আমায় দশটার সময় আস্‌তে বোলেছিলে, এসেছি। এখন বলো দেখি, অম্বিকা কে? তার পিতামাতা কে? আর রক্তদন্তই বা কে?"

দিগম্বর নিস্তব্ধ;—গম্ভীরভাবে বিষণ্ণ নিস্তব্ধ! বারবার জিজ্ঞাসা করায়, প্রায় পাঁচ সাতমিনিট পরে মুখ বেঁকিয়ে বোল্লে, "আমি তার কি জানি? এ কে, ও কে, অম্বিকা কে, বাপ কে, মা কে, আমি তার কি জানি? অম্বিকা দিনকতক আমার কাছে ছিল বটে, কিন্তু ছুঁড়ী ভারি বজ্জাত্! ভারি দুষ্ট! এর কথা ওর কাছে, ওর কথা তার কাছে, এই রকম চুক্‌লি কোরে গোল পাকানোই ওর স্বভাব। এই দেখ, কোথাও কিছু নাই, কি একটা মিথ্যা ফ্যাক্‌ড়া বার্ কোরে, গণ্ডগোল বাধিয়েছে!—ওর স্বভাবই ঐ! রক্তদন্ত মরবার সময় আমারে আর কিছুই বলে নি, কেবল মেয়েটাকে রক্ষা কোত্তে বোলেছিল মাত্র; আর কিছুই বলে নি।—ছুঁড়ী সব কথা তোমাকে বানিয়ে বানিয়ে বোলেছে; আমি কিছুই জানি না!"

তার এই সকল অসম্বন্ধ কথা শুনে আমার অত্যন্ত রাগ হলো। কিন্তু সে ভাব গোপন কোরে প্রশান্তভাবে বোল্লেম, "যদি তা-ই হবে,—অম্বিকা যদি বানিয়েই বোল্‌বে, তবে তুমি আজ আমারে আস্‌তে বোলেছিলে কেন?—কেন বৃথা কষ্ট দিলে? আমি

নিশ্চয় জান্‌তে পাচ্চি, অম্বিকা বানিয়ে বলে নি, তোমারি সব প্রতারণা। রক্তদন্ত অম্বিকাকে তোমার হাতে হাতে সোঁপে দিয়েছিল, তুমি তার উচিত কাজই কোরেছ বটে,—ঠিক ধর্ম্মই পালন করা হয়েছে! যা হোক্, সে সব কথা এখন থাক্, যে জন্যে তুমি আজ আমার কাছে দাঁড়ালে, বোল্‌বে বোলে স্বীকার কোরেও অস্বীকার কোল্লে, তা আমি বুঝেছি! যাঁর আশ্বাসে আশা পেয়ে তোমার মতের আজ পরিবর্ত্তন হলো, তাঁরেও আমি জেনেছি! মাণিকবাবু কাল জেলের ভিতর এসেছিলেন, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে ছিলেন, অম্বিকার বিষয় তিনি সব জানেন, প্রকাশ হলে বোধ হয় তাঁর কোনো অনিষ্ট ঘোট্‌তে পারে; এই জন্যে তোমারে লোভ দেখিয়ে, সে কথা বোল্‌তে বারণ কোরে গেছেন তাঁরি মন্ত্রণায় তুমি আমারে বোল্লে না। আচ্ছা, না বোল্লে, না-ই বোল্লে, কিন্তু আমিও তক্কে তক্কে থাক্‌লেম; যেমন কোরে পারি, জান্‌বোই জান্‌বো;—ধর্ম্মই আমারে জানিয়ে দিবেন!"

দিগম্বর আর উত্তর কোল্লে না,—আমি হতাশ হয়ে বাসায় এলেম।

অশীতিতম কাণ্ড।

বাবুর পরিচয়।—ঘৃণিত রহস্য!

সাতদিন অতীত হয়ে গেল।—অম্বিকাকে উদ্ধার কর্‌বার রজনীতে যে ভদ্রলোক আমার সহায় হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে আমি তাঁর বাড়ীতে গেলেম। সদর রাস্তার ধারে একখানি বৃহৎ বাগান। সম্মুখে রেল দেওয়া ফটক। ফটকের ভিতর ঢুকে নানা রকম গাছপালা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে গুল্ম, লতাকুঞ্জ, পুষ্পকুঞ্জ,—অতি সুদৃশ্য। নানা বর্ণের নানারকম ফুল ফুটে, লতায় লতায়, বৃক্ষে বৃক্ষে, শোভা পাচ্চে। ঠাঁই ঠাঁই বড় বড় আম, কাঁঠাল, জাম, বকুল, দেবদারু, ঝাউ ইত্যাদি অনেক রকমের অনেক গাছ। ভিতরে চারদিকেই রাস্তা। ঠাঁই ঠাঁই সরোবর,—নয়ন-স্নিগ্ধকর ঘাটবাঁধা সরোবর।—ঘাটের চাতালে চাতালে ছোট বড় শাদা পাথরের আসন। দেখ্‌লেম, উদ্যানটী অতি মনোহর,—অতি রমণীয়,—যেন পবিত্র তপোবন। শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অগ্রসর হলেম। সম্মুখে অট্টালিকা। খানিক দূরে আর একটী বাড়ী; বোধ হলো অন্দরমহল। সম্মুখ দিয়ে সে মহলে যাবার পথ নাই; প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, দুইখণ্ডে বিভক্ত।—যে অট্টালিকার সম্মুখে আমি দাঁড়িয়ে, সেটী সদর বাড়ী।—সাম্‌নে বড় বড় মোটা মোটা থাম;—চিত্র বিচিত্র কাজ করা মোটা মোটা থাম। উপরে চারিদিকেই টানা বারাণ্ডা। দিব্বি চকবন্দী ঘেরাও; বাড়ীটী যেন চতুষ্কোণ। এই সব শোভা আর কারু-কার্য্য দেখতে দেখ্‌তে আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। বাবু যথেষ্ট খাতির যত্ন কোরে আমারে তাঁর নিকটে নিয়ে বসালেন।—পাঁচরকম গল্প হোতে লাগ্‌লো।

বাবু কৃষ্ণবর্ণ; আবলুস কৃষ্ণ নয়, চিক্কণ

কৃষ্ণবর্ণ। দোহারা, গড়ন বড় ঢেঙা নয়, মাঝারি। হাত পা সরু সরু, আঙুলগুলি লম্বা লম্বা, বুক চওড়া, মধ্যবিধ রকমের ভুঁড়ি, কোমর কিছু মোটা, শরীরের সঙ্গে হাত পা মানানসই নয়। ঘোরাল মুখ, দিব্বি নাক, উজ্জ্বল চক্ষু, কাণ দুটী ছোট ছোট, ঠোঁট পুরু, ভিতর দিকে ঠাঁই ঠাঁই একটু একটু গোলাপী রেখা ;—ঘোর গোলাপী নয়, ফিকে। দিব্বি গোঁফ, তা দেওয়া। ঝাঁকড়া চুল, গলা ছোট, স্বর কর্কশ নয়। সর্ব্বদাই হাস্যবদন, বয়স আন্দাজ ৩০।৩২ বৎসর। নাম কৃষ্ণপদ, জেতে তেলী।

প্রায় এক ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে নানারকম গল্প হলো। দেখ্‌লেম, বাবুর একটী চমৎকার অভ্যাস! থেকে থেকে—মাঝে মাঝে চস্‌মার একখানি পর্‌কলা একচোকে দিয়ে এদিক ওদিক চান। পর্‌কলাখানি প্রায় চোকের ভিতরেই যায়। আর একখানি পর্‌কলা ফিতে বাঁধা, নাকের একপাশ দিয়ে বুকের কাছে ঝুলতে থাকে। বোধ হলো, বাবু একটী চোকে কিছু কম দেখ্‌তে পান, দৃষ্টি অপ্রসন্ন।

আসে পাশে সাত আট জন লোক বোসে ছিল, তাদের মধ্যে একজন বাবুর কাণে কাণে কি বোল্লে, বাবু দাঁড়িয়ে উঠে, আমারে বোস্‌তে বোলে, তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

শুন্‌লেম, বাবুরা তিন সহোদর। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হয়েছে, তাঁর স্ত্রীপুত্র কিছুই নাই। ইনি মধ্যম, কনিষ্ঠেরও কাল হয়েছে, তাঁর একটী বিধবা স্ত্রী ছিল, সেটীও সম্প্রতি বিসূচিকারোগে মারা গিয়েছে। সন্তানসন্ততি নাই ; সুতরাং তিন অংশের ষোলআনা বিষয়ের ইনিই এখন একমাত্র অধিকারী। কৃষ্ণপদ বাবুর পরিবারের মধ্যে তিনটী ছেলে, আর দুটী মেয়ে। শেষ কন্যাটী ভূমিষ্ঠ হবার একমাস পরেই গৃহিণী পরলোক গমন কোরেছেন। ঢাকা অঞ্চলে বাবুর পৈতৃক নিবাস ছিল, প্রায় পাঁচবৎসর হলো, সমস্ত পরিবার নিয়ে এখানে এসে বাস কোরেছেন। ব্যবহারে অতি অমায়িক, সর্ব্বদাই প্রায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করা আছে। সঙ্গীতবিদ্যায় যথেষ্ট অনুরাগ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যথোচিত সমাদর করেন, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম্ম বর্জ্জিত ;—স্বভাব কিছু কৃপণ।

এই সব শুন্‌চি, এমন সময় কৃষ্ণপদ বাবু ফিরে এলেন। সকাল বেলা এসেছিলেম, ন-টা বাজ্‌লো।—বিদায় হয়ে বাসায় এলেম।

নানা কাজে আর কিছুদিন অতিক্রান্ত হলো।—মাঘ মাস শেষ হয়ে গেছে, ফাল্গুন মাসেরও প্রায় তিনঅংশ পূর্ণ হয়। একদিন সন্ধ্যার একটু আগে আমি তপাবাড়ী থেকে ফিরে আস্‌চি, দেখি, রাইমণি সম্মুখে।

রাইমণি কাঁদ্‌চে, নীরবে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আস্‌চে।—কেন কাঁদ্‌চে, বুঝ্‌তে না পেরে ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রাই ! এমন সময় তুমি এখানে কেন ?—কাঁদ্‌চো কেন ?"

রাইমণি আমার পায়ে জোড়িয়ে ধোরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "আমি গেছি !—বাবু ! আমি গেছি !—আমার আর কেউ নেই।—আমি যাবো কোথা ? বিদেশে কে আমারে আশ্রয় দেবে ?—কে আমারে খেতে দেবে ?—কার কাছে দাঁড়াবো ?" এই সব কথা বোলে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন ? তুমি অমন কোচ্চো কেন ?—আমোদিনী গেল কোথা ?—সে কি তোমারে তাড়িয়ে দিয়েছে ?"

রাইমণি আমার পা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বোল্লে, "আর আমোদিনী! আমোদিনী কি আছে?—আমোদিনী নেই।"

আমার সন্দেহ হলো, জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "পালিয়ে গেছে?—তোমাকে একা ফেলে আমোদিনী কি পালিয়ে গেছে?"

"তা আমি এখন এখানে বোল্‌তে পার্‌বো না।" রাইমণি বোল্লে, "তা আমি এখন এখানে বোল্‌তে পার্‌বো না। আমার গা কাঁপ্‌চে।"

সন্দেহ বাড়লো। মনে কোল্লেম, কোনো দুর্ঘটনা ঘোটে থাক্‌বে। ভেবে চিন্তে বোল্লেম, "তবে আমার বাসাতেই চলো, সেখানে কোনো ভয় থাক্‌বে না।" দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ কর্‌বার আগেই রাইমণি সম্মত হলো, বলা বাহুল্য।

রাইমণিকে সঙ্গে কোরে বাসায় এলেম। একটী নির্জ্জন ঘরে তারে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ব্যাপার কি বল দেখি?—আমোদিনী কি তোমায় না বোলে কোয়ে পালিয়ে গেছে?"

রাইমণি একটী নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর কোল্লে, "পৃথিবী থেকেই পালিয়ে গেছে!"

আমার শরীর রোমাঞ্চ হলো। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মোরে গেছে? অ্যাঁ?—কবে? কি ব্যামো হয়েছিল?"

"গলায় দড়ী দিয়ে মোরেছে;—ব্যামো স্যামো কিছুই হয় নি, পরশু রাত্রে গলায় দড়ী দিয়ে মোরেছে।—আমাকে পর্য্যন্ত কোতোয়ালিতে নিয়ে গিয়ে একদিন একরাত হাজতে রেখেছিল; ডাক্তারে পেট চিরে গলায় দড়ী সাব্যস্ত কোল্লে, আমার জবানবন্দী নিলে, তবে ছাড়্‌লে। ঘেটেলেরা আজ বিকেল বেলা লাস জ্বালাতে নিয়ে গেল, আমি ধর্ম্মে ধর্ম্মে খালাস পেয়ে চোলে আস্‌চি।—না খাওয়া, না নাওয়া, দু দুদিন ধোরে এই কষ্ট!—কি অধর্ম্মের ভোগ!—আমার কপালেও এত ছিল?—এখন যে যাই কোথা,—দাঁড়াই কোথা, ভেবে চিন্তে কিছুই কুলকিনারা দেখ্‌তে পাচ্চি না!" এই সব কথা বোলে রাইমণি আবার কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

আমি তারে সান্ত্বনা কোরে বোল্লেম, "চিন্তা কি?—আমার বাসাতেই থাকো।" আশ্বাস পেয়ে দাসী চক্ষের জল মুছে স্থির হয়ে বোস্‌লো।—দুদিন আহার হয় নি শুনে, তখন আর কোনা কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না।

আহারের পর সেই রকমে নির্জ্জনে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমোদিনী হঠাৎ গলায় দড়ী দিয়ে মোলো কেন?"

"কপালের ভোগ?—পাপের ভোগ? অধর্ম্মের ভোগ?—সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নাই।" এই কথা বোলে রাইমণি মাথা হেঁট কোল্লে।

দাসী আমারে নিরস্ত কর্‌বার জন্যে চেষ্টা পেলে; কিন্তু আমার কৌতুক বৃদ্ধি হলো। ভাব্‌লেম, তবে এ সহজ গলায় দড়ী নয়, এর ভিতরেও রহস্য আছে।—আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবু শুনিই না;—স্ত্রীলোকটা মারা গেল, কেন মারা গেল, শুনিই না। সে কথা বোল্‌তে তোমার বাধা কি?"

"মেয়ে মানুষ, লজ্জা করে!—যে কাণ্ড ঘোটেছে, সে সব কথা বোল্‌তে, আমি মেয়েমানুষ, আমার বড় লজ্জা করে! তবে যদি নিতান্তই শুন্‌তে চাও, কাজেই আমারে বোল্‌তে হবে।" এই রকম ভূমিকা কোরে রাইমণি বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লে:—

"প্রায় দুইমাস হলো, বীরু বাবু গোবিন্দ কর বোলে একজন লোককে সঙ্গে কোরে আমাদের বাড়ীতে আসেন। এসে, খানিকক্ষণ আমোদিনীর সঙ্গে অন্য অন্য কথাবার্ত্তা কোয়ে বোল্লেন, 'ইনি আমার বন্ধু, সম্প্রতি তীর্থে এসেছেন, আমার বাসায় রাখা ততদূর সুবিধা হয় না বোলে এখানে এনেছি। তোমার বাড়ীতে থাক্‌বেন, ভদ্রলোক, আদালতের উকিল, খাতির যত্ন কোরো। বিশেষতঃ তুমি স্ত্রীলোক, একা থাকো, ইনি একজন অভিভাবক হবেন।' সেই অবধি গোবিন্দ কর আমাদের বাড়ীতে থাক্‌লো। বড় বাবু মাঝে মাঝে এসে তার সঙ্গে মামলা মকদ্দমার পরামর্শ করেন। গোবিন্দ কর কে, কেমন ধরণের মানুষ, তা আমি কিছুই জান্‌তেম না। আপনি রাঁধে, আপনি খায়, আপনার কাজকর্ম্ম করে,—থাকে। থাক্‌তে থাক্‌তে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। আমোদিনী কিছু লচ্‌পোচে,—তুমি জানোই, আমোদিনী কিছু লচ্‌পোচে! সে তারে দেখে উসুপুসু কোত্তে লাগ্‌লো, আমার সন্দেহ হলো।—হাতীর দাঁত একবার বেরুলে, তা আর লুকোয় না এইটী ভেবেই আমার সন্দেহ হলো!"

আজ চার্‌দিন হলো, রাত্রি যখন দশটা, সেই সময় কোনো কাজের জন্যে আমোদিনীকে আমি ডাক্‌তে যাই। গিয়ে দেখি, আমোদিনী শুয়ে।—মুখের কাছে গিয়ে ডাক্‌লেম, উত্তর দিলে না,—বারবার ডাক্‌লেম, উত্তর দিলে না। নাকে একটা বিট্‌কেল গন্ধ এলো। মনে কোল্লেম, হয় ত কি খেয়েছে, তাতেই অজ্ঞান হয়ে ঘুমুচ্চে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চার পাঁচবার ডাক্‌লেম, উত্তর হলো, 'হুঁ!' জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'এত ঘুম তোমার? এত ডাকাডাকি কোচ্চি, উত্তর নাই? হয়েছে কি? ঘরে কিসের গন্ধ?' আমোদিনী গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে উত্তর কোল্লে, 'ওষুধ খেয়েছি, পেটের অসুখ হয়েছিল, বাবু এনে দিয়েছিলেন, ওষুধ খেয়েছি।' এই কটী কথা বোলেই নিস্তব্ধ হলো। সেই দিন সেই রাত্রে বুঝ্‌লেম, আমোদিনী সরাপ খেতে শিখেছে, এতদিনের পর কপালে আগুন লেগেছে; হায়, আর থাকে না!"

"রাত্রি এগারোটা।—দেখে শুনে আমি আপনার ঘরে গিয়ে শুলেম। বুঝ্‌তেই পারো ভাব্‌না চিন্তা থাক্‌লে শীঘ্র শীঘ্র ঘুম হয় না; আমারো হলো না। আমোদিনীর দুর্দ্দশা ভাব্‌চি,—শুয়ে শুয়ে কেবল সেই ভাব্‌নাই ভাব্‌চি।—মদ খেতে শিখেছে,—গন্ধ পেয়ে স্পষ্টই বুঝেছি, মদ খেতে শিখেছে। আহা! অবলা, কিছুই বোঝে না; নষ্ট দুষ্ট হোক্, লোকের চাতুরী কিছুই বোঝে না; কে কি এনে দিয়েছে, কে কি খাইয়েছে, কিছুই বুঝ্‌লে না! বোলেছে, 'বাবু এনে দিয়েছে!' বাবু কে? আবার কি অভাগিনীর কপাল ভেঙেছে?—আবার কি বাবু জুটেছে?—ভাব্‌চি,—বারোটা বাজ্‌লো।"

"দরজা ঠেলা শব্দ হলো।—বন্ধ দরজা নয়, খোলা ছিল,—খট্ খট্ কোরে শব্দ হলো!—কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পেলেম না। মনে কোল্লেম, আমোদিনী বুঝি চেতনা পেয়ে উঠে বেরিয়েছিল,—তত্ত্ব নিলেম না।—তখন ঘুমে চক্ষু আচ্ছন্ন, তত্ত্ব নেবার ইচ্ছাও হলো না। খানিকক্ষণ পরে ঘরের ভিতর থেকে আঁউ মাঁউ রকমের শব্দ হলো; ধড়্‌মোড়িয়ে উঠে দরজা খুলে বেরুলেম। সেই সময় এক জন লোক যেন ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল দেখ্‌লেম;—আপ্‌ছায়া দেখা গেল, স্পষ্ট দেখ্‌তে

পেলেম না।—মেয়েমানুষ, বুঝ্‌তেই পারো, ভয় হয়; সেই রকম উপ্‌রি ভয় হলো।—আমোদিনীকে ডাক্‌লেম, উত্তর পেলেম না।—যখন উত্তর পেলেম না, তখন সেই ভয়ই প্রবল হোতে লাগ্‌লো।—একবার ভাব্‌লেম, আমোদিনী যে, বাবুর কথা বোলেছিল, হয় ত সেই বাবুই এসে থাক্‌বে!—আবার ভাব্‌লেম, যখন কথা কইলে না,—উত্তর দিলে না,—তখন হয় ত স্বপ্ন দেখে ডোরিয়ে উঠেই থাক্‌বে।—যে ছায়া দেখ্‌লেম, তা-ও আর দেখা গেল না, কাজেই স্বপ্ন মনে কোরে ঘরে এসে শুলেম।"

"সকালে উঠে আমোদিনী কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।—বদন বিষণ্ণ,—জিজ্ঞাসা কোল্লে উত্তর করে না, কথা কয় না, মাথা হেঁট কোরে কেবল কাঁদে।—জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'কাঁদো কেন?' বার বার—পাঁচবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম উত্তর নাই।—বেলা প্রায় আট্‌টা বাজে।—আমোদিনী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, 'এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না।—যে পাপে এ শরীর কলঙ্ক হলো, রাইমণি! সে পাপপ্রাণ আর রাখ্‌বো না!—অন্তর্যাতনায় অন্তঃকরণ পুড়ে যাচ্চে। তুই আমার অনেক উপকার কোরেছিস্, প্রাণের সহচরী তুই; তোর আমি কোনো উপকার কোত্তে পাল্লেম না, মনে এইটী বড় খেদ রইলো!—যদি কেউ কখনো অভাগিনী আমোদিনীর নাম কোরে তোরে কিছু জিজ্ঞাসা করে; বোলিস্ আমোদিনী নেই!—আমি জন্মের শোধ বিদায় হোলেম!"

আমি কাতর হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, হঠাৎ এত বৈরাগ্য কেন? কাল রাত্রে কি স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠেছিলে? তখনি আমি জান্‌বার জন্যে কত ডাকাডাকি কোরেছিলেম, একটী কথারো উত্তর করো নি। সে কি তবে স্বপ্ন নয়?—তোমার রকম দেখে বোধ হোচ্চে, যেন সত্য সত্য কোনো বিপদ ঘোটেছিল। যদি তা-ই হয়, তবে কি মানুষ আত্মঘাতী হোয়ে মরে? এমন বিপদ কি?—এমন ঘটনা কি?—ভেঙে চুরে বলো, যদি কোনো উপায় থাকে,—যদি কোনো সুযোগ হোয়ে উঠে, চেষ্টা কোরে দেখি। তোমার জন্যে আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ,—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ!"

"স্বপ্ন নয়,—রাইমণি! স্বপ্ন নয়! আমার পরকাল,—পরকাল আমার আছেই বা কোথা?—তবু যা কিছু মনের সুখ ছিল, তা পর্য্যন্ত নষ্ট হলো। জীবনে বড় ধিক্কার হয়েছে,—লজ্জায়, ঘৃণায়, জীবনে বড় ধিক্কার হয়েছে!—বিষ খেয়ে পারি, জলে ঝাঁপ দিয়ে পারি, যা কোরে পারি, এ প্রাণ বার্ কোর্‌বো,—কোর্‌বোই কোর্‌বো;—এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না! এ স্বপ্ন নয়,—রাইমণি! এ স্বপ্ন নয়, এ আমার সর্ব্বনাশ! কাল রাত্রে একজন লোক মাতাল হোয়ে এসে আমার ঘরে চুপি চুপি ঢোকে। রাত তখন প্রায় আড়াইটে। তোর কাছে বোল্‌তে আমার লজ্জা কি?—এতদিন বলি নি, আজ জন্মশোধ বলি।—গোবিন্দ কর আমারে কদিন ধোরে যখন চোক ঠারে, নজ্‌রা মারে, ভালবাসা জানায়।—হতভাগীর পোড়া চক্ষু, তা-ইতেই ভুলে যায়!—গোবিন্দ করের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, কপালে আগুন লেগেছিল! সেই অবধি কতকরাত্রে গোবিন্দ কর আমার ঘরে আস্‌তো যেতো, আমিও ভালমানুষের মত খাতির যত্ন কোত্তেম!—পেটের দায়, বোলিস্ কি রাইমণি, সে আমারে খেতে পোত্তে দেবে বোল্লে, কিছু সংস্থানও কোরে দিতে চাইলে, তাইতে আমি একেবারে গোলে গেলেম। দিন দিন

ভালবাসা বাড়্‌তে লাগ্‌লো, কেবল মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আস্‌তো বোলে বড় ঘৃণা হোতো ; এক একদিন সেইজন্যে তারে আমি ভয়ানক তিরস্কার কোত্তেম। ফুস্‌লে ফাস্‌লে অবশেষে হতভাগা আমারেও সেই পথে আন্‌লে। প্রথম প্রথম আমি ত কোনোমতেই রাজী হই নি, কালামুখো একদিন রাত্রে জোর কোরে মুখ চিরে আমার গলায় ঢেলে দিলে। আমি ভারি রেগে গেলেম। তাতে কিনা অলপ্পেয়ে আমার হাত ধোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, রাগিস্ কেন ? চোটিস্ কেন ছুঁড়ী ? শেখ্ না, —আর এক গেলাস খাও দেখি চাঁদ, কত মজা পাবে ? খা দেখি ? এ খেলে ভালবাসার জমাট্ বাঁধে !' এই রকম অনেক কথা বোলে খাওয়ালে,—রোজ রোজই খাওয়ায় ! কি করি, তারে ধোরে আছি, যা বলে তা-ই শুন্‌তে হয়। ক্রমে ক্রমে খেতে শিখ্‌লেম,— অভ্যাস হয়ে গেল ! কাল তুই যখন আমারে দেখ্‌তে গেলি, তখন আমি প্রায় বেহুঁস,— ভারি নেসা হয়েছিল। তোরে বোলেছিলেম, বাবু পেটের ব্যামোর ওষুধ খাইয়েছে। সে মিথ্যা কথা,—ভারি নেসা হয়েছিল,—মদ খেয়েছিলেম ! তুই চোলে এলি, আমি অজ্ঞানের মতন পোড়ে থাক্‌লেম। একটু পরে ঘরে মানুষ এলো, শব্দ পেলেম। মনে কোল্লেম, গোবিন্দ।—মনে হোচ্চে, হুঁ হুঁ কোরে ডেকেছিলেম। তার পর দু চারদণ্ড গোণে আমার একটু জ্ঞান হয়েছিল ; চেয়ে দেখ্‌লেম, একজন মানুষ আমার বিছেনায় পেছোন ফিরে শুয়ে আছে !—ভাল কোরে দেখ্‌লেম, গোবিন্দ নয়, নূতন লোক ;—একটা মাতাল ! জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'কে তুমি ?' উত্তর দিলে না, কিন্তু ধড়্‌মোড়িয়ে উঠে, খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লো। গোবিন্দ কর নয়, আর কেউ-ই নয়, আমার বড় দাদা বীরচন্দ্র ! রাই-মণি ! তিনি আমার বড় দাদা বীরচন্দ্র !!! আমি ভয়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে বোল্লেম, 'দাদা ! এ কি কোল্লে ? তোমার কি এই কর্ম্ম ? আমার ধর্ম্মনষ্ট কোল্লে তুমি ?'

"তোর আবার ধর্ম্ম আছে ? এই যে দিন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েছিলি, বামুনের মেয়ে, তার বেলা তোর অধর্ম্ম হলো না ? ধর্ম্ম বুঝি এখন তড়্‌বোড়িয়ে ছুটে এলো ?—পরের সঙ্গে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, কেবল আমার বেলাই ধর্ম্ম, আর আমার বেলাই পাপ ?' এই কথা বোলে হি হি কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে কালামুখো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ! রাইমণি ! এ লজ্জা রাখ্‌বার কি আর জায়গা আছে ?—এ পাতকে, এ কলঙ্কে, নরকেও আমার স্থান হবে না ! আমার পোড়া অদৃষ্টে এত অধর্ম্মের ভোগও লেখা ছিল ? বিধাতা আমারে পথের কাঙালী কোরেও তুষ্ট হোলেন না ? পাপকর্ম্ম সঙ্গের সাথী !—গৃহস্থ ঘরে থেকে যখন আমি সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়েছি ; দেশের মুখে, জেতের মুখে, বাপ মার মুখে, কালি লেপেছি ; তখন আমার পরকাল আর কেমন কোরে ভাল হবে ?—রাইমণি তুই বোলিস্, যার সঙ্গে দেখা হবে, তারে তুই বলিস্ ; অভাগিনী আমোদিনী কুলের লজ্জা ঘুচোবার জন্যে আপনার পাপ-প্রাণ আপনিই আহুতি দিয়েছে !' শুনে আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো।—ছি ! ছি ! ছি ! ভাই ত নয়, যেন চণ্ডাল !—যা হোক, তবু আমোদিনীকে সান্ত্বনা কোরে রকমে বুঝিয়ে পোড়িয়ে রাখ্‌লেন। দিনমান দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল, রাত্রে যে যার আপনার আপনার ঘরে গিয়ে শুলেম।"

"হতভাগী যা বোল্লে, তা-ই কোল্লে! সকালে উঠে দেখি, হতভাগী যা বোল্লে, তা-ই ফোল্লো! সেই রাত্রেই চুপি চুপি আপনার ঘরে গলায় দড়ী দিয়ে মোরেছে! আমার অদৃষ্টে এত ভোগও ছিল? ছেলা বেলা এসে ওদের বাড়ীতে ঢুকেছিলেম, চুল পাক্‌লো, দাঁত পোড়্‌লো, শেষ দশায় এত ভোগও কপালে ছিল?—এই নাকে কাণে খৎ, এজন্মে ত নয়ই নয়,—জন্মজন্মান্তরেও যদি দাসীপণা কোরে খেতে হয়, তবু বেণেবাড়ী আর চাক্‌রী কোর্‌বো না! আর বিশ্বেশ্বর রাগ করেন, কোর্‌বেন; মোলেও আর কাশীতে এসে বাস কোর্‌বো না! বাপ্‌! এমন ঝক্‌মারি আর আছে?" এই সব কথা বোলে রাইমণি সজোরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে।

দাসীর মনস্তাপ শুনে আমার হাসি পেলে। বোল্লেম, "সকল বেণে এক রকমের নয়।—এক সংসারে থেকে তুমি অনেক ভুগেছ, অনেক কষ্ট পেয়েছ, তাতেই তোমার মর্ম্মান্তিক হয়েছে। কিন্তু সকল বেণে এক ধরণের নয়!—ভাল মন্দ সকল জাতেই আছে। এক এক বেণের সংসার, ধর্ম্মের সংসার;—সকল রকমেই পবিত্র! আর কাশীতীর্থের নিন্দা কোচ্চো বটে, রকম দেখে নিন্দা কোত্তে ইচ্ছা হয়ও সত্য, কিন্তু তীর্থস্থানে ধর্ম্মাধর্ম্ম দু-ই আছে।"

আমার কথায় রাইমণি উত্তর কোল্লে না।—আমিও তারে তখন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না।—ভাব্‌লেম, আত্মঘাদিনী পাপের ভোগ আপনিই এ জন্মে ভোগ কোরে গেল।—আপনার প্রায়শ্চিত্ত আপনিই আত্মঘাতিনী হয়ে সমাধান কোল্লে।—কিন্তু অধর্ম্ম সঞ্চয় হলো, অপঘাতমৃত্যুর মুক্তিপথ রুদ্ধ, মোক্ষপথ বদ্ধ। গৃহস্থ কামিনীরা কুললজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে কুপথে পদার্পণ কোল্লে, তাদের এই দশা প্রায়ই ঘোটে থাকে!—মৃত্যু যে, সমস্ত শোকতাপের এমন ঔষধ, সে মৃত্যুও পাপীয়সীদের পক্ষে সুখের হয় না।—পাপাচার পরম রিপু; সকলেই জানে শোনে, কিন্তু কাজের সময় অনেকেই তা বিস্মৃত হয়ে যায়। শুধু স্ত্রীলোক বোলে নয়, অনেক গুণপুরুষ অবতারবিশেষ হোয়েও সেটী স্মরণ রাখ্‌তে পারেন না। ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী, তিনি সকলকেই সৎপথে যাবার উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু ভ্রান্তি আর আত্ম-ইচ্ছা, সে উপদেশ গুলিকে ভুলিয়ে দিয়ে একবারে অন্যরূপ কোরে তুলে।

এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে শয়ন কোত্তে গেলেম;—রাইমণি অম্বিকার ঘরেই থাকলো। রাইমণি যে গোবিন্দ করের নাম কোল্লে, পাঠক মহাশয় কি তারে চিন্‌তে পাল্লেন?—এ ব্যক্তি অপর কেউ-ই নয়, সেই বর্দ্ধমানের রামকুমার বাবুর উইলের প্রথম সাক্ষী।

একাশীতিতম কাণ্ড।

বিচারালয়।—অভাবনীয় গুপ্তভেদ!!

দিন গণনা কোচ্ছি,—যেদিন সিক্‌রোলের ফৌজ্‌দারী আদালত থেকে ছট্টুলাল মিশ্রের নামে এত্তালা জারি হয়, সেই দিন অবধি দিন গণনা কোচ্ছি; আজ এক মাস পূর্ণ।—কাল দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের মকদ্দমা; প্রাতঃকালে আদালতে যেতে হবে।—বীরচন্দ্র যে কাজ কোরেছে, তাই ভেবে রাত্রে আর ভাল রকম নিদ্রা হলো না। প্রাতঃকালে উঠে আহার কোরে সিক্‌রোলে যাত্রা কোল্লেম। আজ দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের মকদ্দমা। অপরাধ যে রকম শুনেছি, কয়েদ হবে।—আমার কাজ কিছুই হলো না, কয়েদ হোলে কোনো কথাই আর প্রকাশ কোর্‌বে না;—দেখা করাও কঠিন হবে! কেনই বা তবে আজ যাচ্চি? একটা মানুষ, (যদিও আমার শত্রু বটে), কয়েদ হবে, তা দেখে আর লাভ কি?—দিগম্বরই বা আমারে দেখে ভাব্‌বে কি?—দূর হোক্, যাবো না।—আবার ভাব্‌লেম, যাই; দেখেই আসি, কি হয়। ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোলে গেলেম।—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঘরে মকদ্দমা। আদালতে প্রবেশ কোরে দেখি, অসম্ভব ভিড়! বাইরেও যেমন জনতা, ঘরের ভিতরেও ঠাঁই ঠাঁই তেম্‌নি তেম্‌নি ভিড়! ফৌজ্‌দারী আদালতে এত জনতা কেন, কিছু ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। চাপরাসীরা সারি সারি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিড় থামাচ্চে। ভদ্রলোকেরাই কেবল ঘরের ভিতর প্রবেশ কোত্তে পাচ্চেন, অপর লোকেরা জমায়েত হয়ে, বাইরে আর আসে পাশে ভিড় কোচ্চে। হাকিম তখনো এজ্‌লাসে আসেন নি। কেন এত লোক জমা হয়েছে, জান্‌বার জন্যে নিকটস্থ একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! আজ এত জনতা কেন? রোজ রোজ কি এম্‌নি তরো হয়?"

তিনি উত্তর কোল্লেন, "না, প্রত্যহ এমন হয় না। আজ একটা খুনী মাম্‌লা আছে, সেইজন্যেই এত ভিড়। ভারি মজার মকদ্দমা! তাতে দুজন ভদ্রলোকের মেয়ে সাক্ষী আছে। সেইজন্যে এত ভিড়!"

আমি বোল্লেম, "এতে আর মজা কি আশ্চর্য্যই বা কি আছে?—ফৌজ্‌দারী মকদ্দমা, ঘটনা বুঝে স্ত্রীলোককে ত হাজির করানো হোয়েই থাকে? সুতরাং এতে আর আশ্চর্য্যই বা কি,—মজাই বা কি?"

তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর কোল্লেন, "তা নয়, এতে ভারি রং আছে। ফৌজদারী মকদ্দমা বটে, কিন্তু রাজা বীরসিংহের সভায় চোর ধরার মতন এতে নানা রসের ছড়াছড়ি!—এতে প্রণয়-রস আছে, বিচ্ছেদ-রস আছে,—মানভঞ্জন আছে, লুকোচুরি আছে, ষড়যন্ত্র আছে, খুনও আছে।—ভারি রং—ভারি মজাদার!"

শুনে আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হলো। কখন মকদ্দমা উঠে, দেখ্‌বার জন্যে সাগ্রহে এদিক ওদিক কোরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেব

উপস্থিত হলেন। দু তিনটী মকদ্দমার পর দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের নাম ডাক হলো,—ফরিয়াদীরও নাম ডাক হলো। একজন চাপ্‌রাসী "ছট্টুলাল মিশ্র, ছট্টুলাল মিশ্র!" বোলে তিনবার ফুক্‌রুলে। একটু পরেই "হাজির নাই ধর্ম্মাবতার!" বোলে এত্তেলা কোল্লে। বাদীপক্ষের উকীল মোক্তার এক-জনও উপস্থিত হলো না; সুতরাং আইনের বিধান আর আদালতের দস্তুর অনুসারে মকদ্দমা খারিজ হুকুম হলো। হুকুম শুনে দিগম্বর হৃষ্টমুখ হয়ে হাকিমকে বোল্লে, "দেখুন ধর্ম্মাবতার! সকলি মিথ্যা! জনকতক লোক চক্র কোরে আমারে নষ্ট কর্‌বার জন্যে কৌশল কোরেছিল! দাবী যদি সত্য হোতো, তা হোলে অবশ্যই ছট্টুলাল হাজির হয়ে মকদ্দমা চালাতো। কুচক্র ধরা পড়্‌বার ভয়ে গাপ্ হয়ে রইলো,—অগ্রসর হোতে সাহস কোল্লে না। উল্টে আমি হুর্‌মতের দাবী দিয়ে তার নামে নালিস দায়ের কোর্‌বো!"

চাপ্‌রাসীরা দিগম্বরের হাতকড়ি বেড়ী খুল্‌তে উদ্যত, এমন সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোল্লেন, "রও—বিলম্ব করো! পেস্‌কার! বরদারাজ্য থেকে যে রুব্‌কারী এসেছে, সেটা এখুনি পেস্ করো,—পড়ো।" পেস্‌কার একটা নথী থেকে একখানা লম্বা কাগজ বার কোরে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন।

"রুব্‌কারী দরবার বরদা রাজসভা।"

"যেহেতুক প্রকাশ হইয়াছে যে, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য নামক যে ব্যক্তি গুজ্‌রাটের অন্তঃ-পাতি বরদাসহরের বিখ্যাত মল্লদাস নামক দুর্দ্দান্ত ডাকাতের দলের চর ছিল, বহুত্‌রোজ তাহার সন্ধান হয় নাই। ঐ ব্যক্তি সেই দলে থাকিয়া আরো অনেক প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। এ রাজ্যের ব্যবস্থা অনুসারে তাহার গুরুদণ্ড হওয়া আবশ্যক বিধায়ে ইত্যগ্রে ডাকাতের দলসহ তাহাকে গ্রেপ্তার-করণের হুকুম হওয়া, এবং ডাকাইত গ্রেপ্তার ও দণ্ডের সময়ে উক্ত দিগম্বর নামক ডাকাইত পলাইয়া যাওয়া, ও তদবধি ধৃত না হওয়া ইত্যাদি আভাসযুক্ত এক এত্তেলা হুজুরে পৌঁছিয়াছে। অধুনা প্রকাশ যে, উক্ত দিগম্বর ডাকাইত মহামান্য প্রতাপশালী ইংরাজ রাজপুরুষদিগের রাজ্যাধীন বাণারস নগরে ছদ্মবেশে অবস্থান করা, ও তথায় কেহ তাহাকে চিনিতে না পারা গতিকে রাজদণ্ড অতিক্রম করিয়া ফিরিতেছে। অতএব অত্রসহ একখণ্ড গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাণারস সহরে প্রেরণ করিয়া প্রার্থিত যে, উক্ত সহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাশয় এই পরোয়ানা তথায় জারী করাইয়া উক্ত দিগম্বর ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করণানন্তর অত্র রাজধানীতে প্রেরণ করণের আদেশ প্রদান করিবেন। ইতি ইং ১৮৪৬ সাল। তারিখ, ১৮ই জানুয়ারি।"

(স্বাক্ষর) "শ্রীলছ্‌মীপতি রাও।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ রুব্‌কারী শুনে পেস্‌কারকে বোল্লেন, "আসামী যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষায় উহাকে উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দাও।" পেস্‌কার বাঙ্‌লাভাষাতেই দিগম্বরকে তার অপরাধের বিষয় জানিয়ে দিলেন।

দিগম্বর থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। দুই চক্ষু দিয়ে দর্ দর্ কোরে জল পোড়্‌লো, সাফায়ের জন্যে উত্তর কোত্তে পাল্লে না।

আদালত শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত! কি হুকুম হয়, শোন্‌বার জন্যে সকলেই হাকিমের মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। মাজিষ্ট্রেট সাহেব গম্ভীরস্বরে এইরূপ আজ্ঞা দিলেন:—

"বরদার রাজা মহিমাবর শ্রীযুক্ত মহারাজ লছ্‌মীপতি রাও গুইকুমার বাহাদুরের দরবার হইতে আগত রুব্‌কারী অদ্য তারিখে পেস্‌ হইয়া মোলাহেজায় জ্ঞাত হওয়া গেল যে, ব্রিটিস অধিকারস্থ প্রজা, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহার অবিরোধী রাজ্যমধ্যে ডাকাইতি ও বিবিধ উৎপাত করিয়া শান্তিভঙ্গ করত ইংরাজ অধিকারে পালাইয়া আসিয়াছে। অতএব বরদাধিপতি উক্ত মহারাজ লছ্‌মীপতি রাও বাহাদুর উক্ত দিগম্বর ভট্টাচার্য্যকে অত্রাদালতের দ্বারায় গ্রেপ্তার করিয়া প্রেরণ করণের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। অপর এক মকদ্দামায় ধৃত উক্ত আসামী অত্রাদালতের হাজতে উপস্থিত থাকা বিধায়ে বরদারাজ্যের ভূপতির প্রেরিত উক্ত দিগম্বরের নামীয় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আদালতের মধ্যেই আসামীর উপরে জারী করা হইল। হুজুর কৌন্‌সিলে মহামান্য ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের মঞ্জুরী সাপেক্ষায় ধৃত আসামী অত্রস্থানীয় হাজতে রহিল। মঞ্জুরী আসিলে মহারাজের দরবারে চালান্‌ করা যাইবেক। ইতি ইং ১৮৪৭ সাল, তারিখ, ২৮ শে ফেব্রুয়ারি।"

এইরূপ আদেশ দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামী দিগম্বর ভট্টাচার্য্যকে দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত হাজতে রাখবার হুকুম দিলেন। বর্‌কন্দাজেরা তারে ধোরে নিয়ে গেল, হাতকড়ি বেড়ী যেমন ছিল, তেম্‌নিই থাক্‌লো। আমি একটু আশ্বাস পেলেম। বরদারাজ্যে চালান হোচ্চে,—বরদার গুইকুমার দরবারে চালান হোচ্চে। সেখানকার রাজসংসারে আমার বাক্য রক্ষা হয়, অনুরোধ কোল্লে দিগম্বরের পক্ষে কিছু ভাল হোতে পারে। যে কদিন এখানকার হাজতে থাক্‌বে, এরি মধ্যে যদি একবার দেখা কোরে, সে কথা তারে জানাই, বরদার রাজদরবারের বিচারে উপকার কর্‌বার সুবিধা আছে, এ কথা বোলে যদি তারে ভরসা দিই, তা হলে বোধ হয় প্রসন্ন হয়ে, অম্বিকার নিগূঢ় তত্ত্ব ভাংলেও ভাংতে পারে। এই ভেবে মনে একটু আশ্বাস পেলেম। ছটুলালের মকদ্দমা খারিজ হয়ে গেল।—খারিজ হলো কেন? এর ভাব কি? এতদিন ধোরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার্‌ কোরে রাখ্‌লে, পারিতোষিক ঘোষণা কোল্লে, অথচ মকদ্দমার দিন হাজির হলো না;—আদালতের এত্তেলা পেয়েও মামলার দিন গরহাজির হলো।—এর ভাব কি? হঠাৎ স্মরণ হলো, মাণিক বাবুর চক্র!—বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, এটী মাণিক বাবুর চক্র!—বোধ হলো, তিনিই ছটুলালের সঙ্গে দেখা কোরে কলকৌশলের যোগাড়ে মকদ্দমাটী ফাঁসিয়ে দিলেন। হয় ত দিগম্বর হাজতে থেকে তাঁর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিল, সেই জন্যেই তিনি জেলে এসে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন, তাতেই শেষদিন আমার কাছে দিগম্বর কোনো কথা ভাঙে নি। পূর্ব্বদিন বোল্‌বে বোলে স্বীকার কোরেও কেবল মাণিক বাবুর আশ্বাসেই কিছু প্রকাশ করে নি। তখনো আমার এই সন্দেহ হয়েছিল, মাণিক বাবুকে জেলখানার ফটকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এখন সেইটী নিশ্চয় মিল্‌লো। তাঁরি এই চক্র, এতে আর তিলমাত্র সংশয় থাক্‌চে না। যা হোক্‌, হলো ভাল। দিগম্বর বরদারাজ্যে চালান হোয়ে চোল্লো, সেখানে আর মাণিক বাবুর ফের ঘোর চোল্‌বে না,—চাতুরী কি জারিজুরি কিছুই খাটবে না,—দিগম্বর এখন আমারই আয়ত্তাধীন!—বরদার দরবারে আমি অনুরোধ

কোল্লে, ভাল মন্দ দুই ঘটাই সম্ভব; তাও দিগম্বর জানে। এখন বোধ হয় দণ্ডের ভয়ে, প্রাণের ভয়ে, আমার নিগূঢ় প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দান কোল্লেও কোত্তে পারে।

দিগম্বর হাজতে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সকল তোলাপাড়া কোচ্চি, আদালত সমান লোকারণ্য! মহা কৌতুকের একটা খুনী মকদ্দমা দায়ের আছে, তাই দেখ্‌বার জন্যে আদালত সমান লোকারণ্য! বেলা প্রায় একটা। একজন উকীল দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা আরম্ভ কোল্লেন :—

"রাজেশ্বরী নামে যে এক বৈদ্যকন্যা ১২৪৮ সালের কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তির রাত্রে এলাহাবাদে হঠাৎ মারা পড়ে, আজ কয়েকদিন হোলো, সেই মকদ্দমার এখানে তদন্ত হোচ্চে। খুন, কি আত্মহত্যা, অপঘাত মৃত্যুর অনুসন্ধানে সেটার ঠিক নিশ্চয় হয় নাই। ডাক্তারে পরীক্ষা করিয়া মর্‌ফিয়া সেবনে মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ দেন। এলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিশ্চয় প্রমাণ অভাবে তৎকালে এই হুকুম দেন যে, 'এটী আত্মহত্যা কি খুন, তার নিশ্চয় না থাকা, এবং ডাক্তারের তদারকে মর্‌ফিয়া নামক বিষ প্রকাশ হওয়া, ও সকলের জোবানবন্দীতে কোনো সন্ধানাদি না পাওয়া ইত্যাদি গতিকে, অস্মদ্‌পক্ষের সন্দেহ দূর হইল না। অতএব হাজার টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করিয়া অপরাধীকে ধরিয়া দিবার পরোয়ানা জারী করা যায়, আর তদারকী সাক্ষীগণ বেকসুর বিদায় পায়।' এক্ষণে হত্যাকারীর সন্ধান হইয়াছে। অনুমতি হইলে হাজির করা যায়।"

যিনি বক্তৃতা কোল্লেন, বুঝ্‌লেম, তিনি সরকারী উকীল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ আসামী সাক্ষী তলবের আজ্ঞা দিলেন। চাপ্‌রাসীরা শৃঙ্খলাবদ্ধ আসামীকে কয়েদী-কাঠ-গড়ায় এনে দাঁড় করালে। আসামীর মুখ দেখেই আমি শিউরে উঠ্‌লেম। সন্দেহ, আশ্চর্য্য আর রহস্য,—এই তিন ভাব একত্র হয়ে আমার অন্তরমধ্যে ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো! কারণ, সেব্যক্তি অপর কেউ-ই নয়, ফরাস্‌ডাঙ্গাবাসী, এলাহাবাদ-প্রবাসী তহবিল-তছরূপী কয়েদী, পার্ব্বতীনাথ রায়ের কুলাঙ্গার ভ্রাতা, নরাধম ভোলানাথ রায়!! এই গুণপুরুষ আপনার পরিবারে নানারকম লীলাখেলা কোরেছিলেন; খুড়ী নিয়ে, ভাইঝি নিয়ে, আরো অনেক রঙ্গিণী নিয়ে, নানা রকম লীলাখেলা কোরেছিলেন। লীলাখেলা এঁর অনেক অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু এ মকদ্দমায় ইনি আসামী কেন? এলাহাবাদের ছোট খুড়ীর খুনের দায়ে ইনিই একমাত্র প্রধান নায়ক কেন? তরঙ্গিণী আর ন-বৌ যে রাত্রে এই কথা নিয়ে,—এই খুনের কথা নিয়ে ঝগ্‌ড়া করে; সেরাত্রে বুঝেছিলেম,—নিশ্চয়ই বোধ হয়েছিল, তাদেরি দুজনের মধ্যে একজন অবশ্য অবশ্যই ছোট খুড়ীর খুনের নায়িকা! তবে ভোলানাথ রায়, ওরফে ন-বাবু হোচ্চে কি জন্য? বোধ হয়, এর ভিতর কোনো ভয়ানক জটিল রহস্য আছে! আদালতে প্রবেশ কর্‌বার সময় সেই ভদ্রলোকটী এই মকদ্দমার বিষয়ে যা যা বোলেছিলেন, সবই সত্য,—সকলি যথার্থ! তিনি বোলেছেন, 'এতে ভারি রং তামাসা আছে, নানা রসের ছড়াছড়ি আছে! —প্রণয়-রস আছে, বিচ্ছেদ-রস আছে, মান-ভঞ্জন আছে, লুকোচুরি আছে, ষড়যন্ত্র আছে, খুনও আছে! ভারি রং,—ভারি মজাদার!' যা বোলেছেন, সবই সত্য,—সকলি যথার্থ!

এই সকলি ভাব্‌চি, এমন সময় সরকারী উকীল আসামীকে অভিযোগ বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিলেন। তার কোনো সওয়াল আছে কি না, সে কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আসামী ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লে, "আমি নির্দ্দোষ! যা কিছু বক্তব্য আছে, আমার উকীল তা ব্যাখ্যা কোরে বোল্‌বেন।"

সাক্ষীর নাম ডাক হলো। সাক্ষী উপস্থিত হলে আমি দেখ্‌লেম, সে ব্যক্তি পার্ব্বতী রায়ের বাড়ীর সরকার, হরিহর। প্রথমে তারে দস্তরমত পাঁচআইনমতে শপথ কোরিয়ে, নাম ধাম পেসা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা হলো। তার পর হাকিম তারে প্রশ্ন কোল্লেন, "এত-দিন পরে তুমি কেমন করিয়া জানিলা যে, এই আসামী ভোলানাথ রায় এলাহাবাদের রাজেশ্বরীকে খুন করিয়াছে? খুনের পর যখন তদারক বসিয়াছিল, তুমি বাড়ীর চাকর, সে সময় তবে বল নাই কেন?"

উ।—তখন জান্‌তে পারি নি। আমার মনিব পার্ব্বতীনাথ রায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে তহবিল তছ্‌রুপ করা অপরাধে কয়েদ হবার পর, মাসেক ছয়মাস গত হোলে, আমরা এসে কাশীবাস করি। আসামী ভোলানাথের স্ত্রীর মুখে শুনেছি, ভোলানাথ তার ছোট খুড়ী রাজেশ্বরীকে খুন কোরেছে।

আসামীর উকীল হরিহরকে জেরা করেন। "তুমি বোল্লে, 'আমরা এসে কাশী-বাস করি।' আমরা কে? কে কে তোমরা কাশীবাস কোরেছ?"

উ।—আমি আর ভোলানাথের স্ত্রী।

প্র।—ভোলানাথের স্ত্রী তোমার সঙ্গে কেন? সমস্ত পরিবার ত্যাগ কোরে তোমার সঙ্গে কেন?

উ।—সে একদিন আমারে বলে, "আমার স্বামী বড় জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, তার রীত ব্যবহার বড় মন্দ, আমি আর সহ্য কোত্তে পারি নি, এ বাড়ীতে আর থাক্‌বো না। তুমি আমারে সঙ্গে কোরে কোনো জায়গায় নিয়ে চলো। অন্যত্রে চাক্‌রি কোরে আমারে খেতে পোত্তে দিয়ো, আমি তোমার সংসারের সব কাজকর্ম্ম কোর্‌বো, তুমি আমার অভিভাবকের মতন থাক্‌বে। এ পাপ সংসারে আর থাক্‌বো না!" এই সব কথা বোলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। দুদিন তিনদিন এই রকম কোরে বলে, আর গলা জোড়িয়ে—না—না—কাঁদে! বুঝিয়ে পোড়িয়ে রাখি! কিন্তু কিছুই শোনে না, কিছুতেই শান্ত হয় না! কি করি, নাচারে পোড়ে সঙ্গে কোরে কাশীতে এনে রেখেছি।

প্র।—ভোলানাথ যে, রাজেশ্বরীকে খুন কোরেছে, সে কথা ভোলানাথের স্ত্রীর মুখে তুমি কবে শুনেছ?

উ।—অনেক দিন শুনেছি।

প্র।—এত দিন তবে বল নি কেন?

উ।—তাকে দেখ্‌তে পাই নি, কার্ নামে বোল্‌বো?

উকীল মহাশয় হেসে উঠ্‌লেন।—হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "আচ্ছা! আচ্ছা! ভোলা-নাথের স্ত্রী, তার স্বামীর দোষের কথা তোমার সাক্ষাতে প্রকাশ কোল্লে কেন?"

উ।—রাগ ছিল কি না,—ঝগ্‌ড়া কোত্তো, মাত্তো, গালাগাল দিতো, রাগ ছিল কি না? সেইজন্যে যখন আমি তারে বার্ কোরে—না —এই—সঙ্গে কোরে এখানে এনে রাখি, সেই সময় একদিন ভোলানাথের গুণাগুণ গল্প কোত্তে কোত্তে বোল্লে, "ও কি সামান্য পাত্র? ছোট খুড়ীকে বিষ খাইয়ে মেরেছে!"

যেদিন আমি শুনেছিলেম, সেই দিনেই কোতোয়ালিতে ধোরিয়ে দিতেম; দেখা পাই নি বোলে পারি নি। আজ পোনোরো দিন হলো, ভোলানাথ আমার বাসায় এসে মহা উৎপাত আরম্ভ করে। আমি তার স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বার্ কোরে এনেছি, জোর কোরে ধর্ম্মনষ্ট কোরেছি বোলে, গালাগাল দিতে লাগ্‌লো, মার্‌তে এলো, ভয় দেখিয়ে বোল্লে, "থাক্ থাক্! আমি তোর নামে স্ত্রী-হরণের দাবী দিয়ে ফৌজ্‌দারীতে নালিস কোচ্চি।" শুনে ভারি রাগ হলো,—বোল্লেম "তুই দেখ্, কে কার নামে নালিস করে! আপনি পাপী হয়ে, খুনে হয়ে, আবার আমার নামে নালিস কোত্তে চাস্? দেখ্ তুই, কি হয় আজ।" এই কথা বোলে তখুনি চৌকীদার ডেকে, তাকে কোতোয়ালিতে নিয়ে যাই।—থানায় আমার এজেহার লেখা আছে। আর আর যারা সাক্ষী আছে, তাদেরও নামে পরোয়ানা দিয়ে এলাহাবাদ থেকে আনানো হয়েছে; সকলেই হাজির। তাদের মুখে সব কথাই শুন্‌তে পাবেন;—আমি সত্য বোল্‌চি, কি মিথ্যা বোল্‌চি, ঠিকঠাকই তা জান্‌তে পার্‌বেন।

প্র।—ভোলানাথের স্ত্রীর নাম কি?

উ।—গিরিবালা।

প্র।—গিরিবালার সঙ্গে তোমার কোনো কুব্যবহার নাই?

উ। তা থাক্‌লে আর আমি রাগ কোরে, ভোলানাথকে ধোরিয়ে দিই?

এই পর্য্যন্ত শুনে হরিহরকে বিদায় দিয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আজ্ঞা দিলেন, যে, "মকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত হরিহর নাজির হাওয়ালে হাজির থাকে!" দ্বিতীয় সাক্ষী তলব হলো।

দ্বিতীয় সাক্ষী একটী স্ত্রীলোক। মুখের আবরণ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না, নাক পর্য্যন্ত আড়্-ঘোম্‌টায় ঢাকা। দেখেই চিন্‌তে পাল্লেম, ন-বৌ!—সাক্ষী হরিহরের কথিত গিরিবালা! আসামী ভোলানাথ রায়ের চিরতাপিনী রমণী!

গিরিবালা ওরফে ন-বৌ, সাক্ষীমঞ্চে দাঁড়ালো। এক জন আম্‌লা শপথ পড়ালে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "উপস্থিত আসামী ভোলানাথ রায় তোমার কে আছে?"

উ।—সোয়ামী হয়।

প্র।—রাজেশ্বরী বোলে যে একটী স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে, তিনি তোমার কে ছিল? কে তাকে খুন করিল? তাহার তুমি কি জানো?

উ।—রাজেশ্বরী আমার খুড়্-শ্বাশুড়ী ছিল, ঐ হতভাগার সঙ্গে তার আস্‌নাই হয়! তাই নিয়ে আমার সঙ্গে কত ঝগ্‌ড়া, কত কোঁদল, কত শাপাশাপি হয়ে গেছে! আমার এক ভাসুরঝির সঙ্গেও কালামুখোর পোট্‌সোট্ ছিল, তার নাম তরঙ্গিণী। তর—

মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাধা দিয়ে তারে বোল্লেন, "চুপ্ চুপ্!—ও সব কথা নয়, যাহা জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহারি জবাব দাও।"

উ।—আমি সেই কথাই ত বোল্‌ছিলেম?—আমার ভাসুরঝি তরঙ্গিণীর মুখেই আমি শুনেছি, আমার সোয়ামী সে বছর কার্ত্তিক-মাসের সংক্রান্তির রাত্রে আমার খুড়্-শ্বাশুড়ীকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। পোড়ারমুখো আপনার মুখেই তরঙ্গিণীকে সে কথা বোলেছে!

আসামীর উকীল জেরা সওয়াল কোল্লেন, "আচ্ছা, তরঙ্গিণীর মুখে শুনে তুমি এতদিন বলো নি কেন?"

উ।—হরিহরকে বোলেছিলেম।

প্র।—হরিহরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

উ।—সম্পর্ক; কিছুই নয়, হরিহর আমাদের বাড়ীতে সরকার ছিল।

প্র।—আর কাউকে না বোলে সরকারকে বোল্লে কেন?

উ।—হরিহর আমারে সকল কথা বোল্‌তো, আমিও তারে সব প্রাণের কথা, না—না—এই—সকল কথা বোল্‌তেম! অত কথা কি, আমি বাড়ী ঘর ছেড়ে, হরিহরের সঙ্গে এসে কাশীবাসি কোরেছি।

প্র।—স্বামীর সঙ্গে, কি অপর কোনো আত্মীয়লোকের সঙ্গে না এসে, হরিহরের সঙ্গে এলে কেন?

উ।—পোড়াকপাল সোয়ামীর! ও আমারে যে জালান জালিয়েছে, যে পোড়ান্ পুড়িয়েছে, হাড়্ ভাজাভাজা হয়ে আছে! ওর সঙ্গে আবার আমি আস্‌বো? ছার কপাল আর কি! হরিহর একদিন আমারে বলে, "এত জ্বালা যন্ত্রণা সোয়ে, এখানে আর কেন থাকো?" আমার সোয়ামীর নাম কোরে বোল্লে, "উনি ত দণ্ডে সাতবার তোমায় আঁস্তাকুড়ে বসান! রাত্‌বিরেতে তোমার সঙ্গে ত চকাচকীর মতন দেখা! তবে আর এ সংসারে কেন থাকো? আমার সঙ্গে চলো, খুব যত্ন কোরে রাখ্‌বো, খেতে পোত্তে দেবো, ঘরের গিন্নির মতন, না—না—আপনার ঘরের মতন থাক্‌বে!" তাই শুনে দুজনে একত্রে এসে কাশীবাস কোরেছি! পুণ্যতীর্থ, এখানে থাক্‌লে পরকালে ভাল হবে, এই ভেবে কাশীধামে এসে নেম্ ধর্ম্ম কোচ্চি!

প্র।—তবে হরিহরই তোমাকে পরামর্শ দিয়ে এখানে এনেছে? স্বামীর উপর রাগ কোরেই তবে তুমি বেরিয়ে এসেছ? সেই রাগেই তবে তুমি হরিহরকে বোলেছ যে, তোমার স্বামী খুন কোরেছে? কেমন, এই কথা নয়?

উ।—না না, এ কথা কেন? হরিহর আমারে পরামর্শ দিয়ে আন্‌বে কেন? আমি আপনিই বেরিয়ে—বলি—এই—তীর্থ কোত্তে হরিহরের সঙ্গে এসেছি! সোয়ামীকে রাগ কোরে ধোরিয়ে দিব কেন? সত্য সত্যই ত খুন কোরেছে?—আপনার মুখেই তরঙ্গিণীকে সে কথা বোলেছে! রাগ কোরে এ কথা বোলবো কেন? আমরা দুজনে এখানে ঘরকন্না—আ—মর!—এক জায়গায় রয়েছি, বিট্‌লে তাতেই দুগ্যি ভেবে সেদিন আমাদের বাসায় গিয়ে মহা উৎপাত কোত্তে লাগ্‌লো! "বার্ কোরে এনেছিস্, বার্ কোরে এনেছিস্" বোলে নালিস কর্‌বার ভয় দেখিয়ে হরিহরকে ধম্‌কাতে লাগ্‌লো। কিছুতেই ছাড়ে না, উপায় কি, কাজেই তখনি হরিহর পুলিস-পেয়াদার কাছে ধোরিয়ে দিলে! রাগে কি এ সব কাজ হয়?—রাগ কোরে কি মানুষে মানুষকে খুনদায়ে ফেলে?

প্র।—আচ্ছা, রাজেশ্বরীর কোনো রোগ ছিল কি না?

উ।—রোগ থাক্‌বে কেন, খুন কোরেছে, তার কোনো রোগ ছিল না!

প্র।—বটেই ত?—তার কোনো রোগ ছিল না! বলি, এলাহাবাদে যখন তদারককার্য্য হয়, তখন তুমিই না বোলেছিলে যে, তার মৃগীরোগ ছিল? এখন বোল্‌চো রোগ ছিল না, এ কেমন কথা?

উ।—হতভাগার মান বাঁচাবার জন্যে বোলেছিলেম। তবে না কি ভিতরে ভিতরে

ভারি গোল, নাড়ীনক্ষত্র সকলে টের পাবে বোলে, দোষ ঢাকৃবার জন্যে বোলেছিলেম, মৃগীরোগ ছিল ?

প্র।—তুমি বোল্‌চো, তরঙ্গিণীর মুখে শুনে খুনের কথা জান্‌তে পেরেছ। নিজে কিছু দেখো নি, জানোও না, অথচ তুমি স্পষ্টবাক্যে সাক্ষ্য দিচ্চো যে, তোমার স্বামীই খুন কোরেছে! আচ্ছা! বল দেখি, তরঙ্গিণী তোমাকে কি কি কথা বোলেছে? কেমন কোরে মেরেছে, কি বিষ খাইয়েছিল, কত-রাত্রে মেরেছে, এসব তুমি বোল্‌তে পারো?

উ।—অত কথা আমার মনে নেই।—তরঙ্গিণীর মুখে শুনেছি, এই পর্য্যন্ত জানি,—এই পর্য্যন্তই আপনারে বোল্লেম! তরঙ্গিণী ত হাজির আছে, তারেই ডেকে জিজ্ঞাসা করো না, সব কথাই জান্‌তে পার্‌বে। কি ডাক্তার,—না কি, কত কি বোলেছে, অত আমার মনে নেই।

আসামীর উকীল মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "স্বামী খুন কোরেছে, সে কথা উনি বোল্‌ছেন, সেটী ইনি জানেন, এত বড় খুনী মকদ্দমায় সাক্ষী দিতে এসেছেন, লোকের মুখে শুনে সাক্ষী দিচ্চেন, তরঙ্গিণী বোলেছে, তরঙ্গিণী জানে, কিন্তু কি কি বোলেছে, সে সব কথা এঁর কিছুই মনে নাই।—কি আশ্চর্য্য! মাতব্বর সাক্ষী! যা হোক্, এ সাক্ষীর উপর আমি আর জেরা কোত্তে চাই না। হুজুরের বিবেচনায় যা হয় স্থির করুন।" এই কথা বোলে তাচ্ছিল্য-ভঙ্গীতে মুখ ফিরিয়ে একটু মুচ্‌কে হেসে, উকীল বাবু আপনার আসনে গিয়ে বোস্‌লেন।

জেরা বন্ধ হলো; গিরিবালা বিদায় পেলে, তৃতীয় সাক্ষী তলব হলো।

তৃতীয় সাক্ষীও একটী স্ত্রীলোক। এর ঘোম্‌টা ছিল না, মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম, তরঙ্গিণী! সেই সচঞ্চলভঙ্গী, সেই হাব ভাব, সেই চটুল চটুল চক্ষু, সেই গর্ব্বের সঙ্গে যৌবনগাম্ভীর্য্য!

শপথ পাঠ, নাম, ধাম জিজ্ঞাসা শেষ হলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রশ্ন কোল্লেন, "খুন হওয়া রাজেশ্বরী তোমার কে ছিল?"

উ।—ঠান্‌দিদি ছিলেন।

প্র।—কে তাহাকে খুন করিল?

উ।—আমার ন-কাকা ভোলানাথ রায়।

প্র।—তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে, তোমার ন-কাকা ভোলানাথ রায় খুন করিয়াছে?

উ।—ন-কাকা আপনিই আমাকে বোলেছিল।

প্র।—কবে বলিয়াছিল? কি কি কথা বলিয়াছিল?

উ।—আমার লজ্জা করে!

প্র।—কি করে?

সরকারী উকীল দাঁড়িয়ে উঠে বোল্লেন, "হুজুর! ইনি বোল্‌ছেন সরম করে।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব তরঙ্গিণীর দিকে ফিরে বোল্লেন, "এখানে আসিয়া সরম করিতে হইবে না, ঠিক ঠিক বলিয়া যাও।"

তরঙ্গিণী ঈষৎ মুখ হেঁট কোরে, বন্দী ভোলানাথের পানে একবার কটাক্ষ কোল্লে। তার পর হাকিমকে বোল্‌তে লাগ্‌লো :—

"ন-কাকা ছোট্ ঠান্‌দিদির পরকাল নষ্ট কোরেছিল, ফুস্‌লে ফাস্‌লে আমারো ধর্ম্মনষ্ট কোরেছে!"

এই কথা শুনে হাকিম অবধি আদালত-শুদ্ধ সকলেই অবাক হয়ে তরঙ্গিণীর মুখপানে

চেয়ে রইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তার পর? তার পর?"

উ।—অনেক দিন যায়, এক রকমেই যায়; মাঝে মাঝে ঝগড়া কোঁদল হয়, গালাগালি, ঢলাঢলি, মারামারি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে! শেষকালে একরাত্রে ভারি ঝগড়া হয়; ভোলানাথের স্ত্রী, আমার ন-খুড়ী পর্য্যন্ত তাতে জোড়িয়েছিল। তার পরেই ছোট্ ঠান্‌দিদি মরেন। কি হলো, কে মাল্লে, কেমন কোরে মোলো, কিছুই ঠিক হলো না। আমি মনে কোল্লেম, ন-খুড়ী গায়ের জ্বালায় তারে মেরেছে। ন-খুড়ী ভাব্‌লে, নিষ্কণ্টক হবার জন্যে আমিই তারে খুন কোরেছি।—কিন্তু আর কেউ কিছু বুঝ্‌তে পাল্লে না। কিছুদিন যায়, খুনের কথা প্রায় চাপা পোড়েই গেল, একদিন সন্ধ্যার পর, ন-কাকা আমার ঘরে গিয়ে—

এই পর্য্যন্ত বোলে তরঙ্গিণী জিব্ কেটে নিস্তব্ধ হলো। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোল্লেন, "চুপ্ করিতে হইবে না, বলিয়া যাও।—ঘরে গিয়া কি করিল?"

উ।—সেদিন আমার একটু রাগ হয়েছিল, ন-কাকা আমার ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, আমি রাগ কোরে বোসে আছি; কত সাধ্যসাধনা কোল্লে, কথা কইলেম না। ভারি রাগ হয়েছিল।—শেষকালে বেহায়া ড্যাক্‌রা আমার দুটী হাত ধোরে বোল্লে, "তরু! আমার উপর রাগ কোচ্চো? তুমি জানো না যে, আমি তোমারে কতখানি ভালবাসি। প্রাণের কথা খুলে বলি,—এতদিন বলি নি, আজ প্রাণের কথা খুলে বলি!—তোমার জন্যে, কেবল তোমারি জন্যে আমি ছোট খুড়ীকে মেরে ফেলেছি!" শুনে আমি শিউরে উঠ্‌লেম।—গা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।—মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তামাসা কোচ্চো?—সোহাগ বাড়াচ্চো? ভালবাসা জানাচ্চো?" পোড়ারমুখো তাতে কি না অম্লানমুখে বোল্লে, "তামাসা নয়, সত্য সত্যই আমি ছোট খুড়ীকে খুন কোরেছি!" আমার বুক গুর্ গুর্ কোরে উঠ্‌লো। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি খুন কোরেছ?—কেমন কোরে মার্‌লে?" ডাকাবুকো খুনে, চট্ চট্ কোরে বোল্লে, "কেন, পুরন্দর ডাক্তারের সঙ্গে আমার হরিহরাত্মা!—তাঁরে একদিন কৌশল কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মর্‌ফিয়া কতটুকু খেলে মানুষ মরে?" তিনি বোল্লেন, দশ বার রতি হোলেই যথেষ্ট।" আমি তার দুদিন পরে গঙ্গা ঢোলের দোকান থেকে আধ্‌ভরি মর্‌ফিয়া কিনে আনি। কার্ত্তিকপূজোর রাত্রে ছোট খুড়ীকে তাই খাইয়ে দিই! প্রথমে খেতে চায় নি, আমি বোল্লেম, "খা রে খা, পাগ্‌লি খা! খা দেখি, খেলে মনে স্ফূর্ত্তি হবে!" এই রকম ভুজুংভাজুং দিয়ে খাইয়ে দিই!—চারদণ্ডের মধ্যেই কর্ম্ম ফর্‌সা! কেবল তোমার জন্যেই আমি এই পাপকর্ম্ম কোরেছি!—আবশ্যক হলে সুখের কাঁটা, গিরিবালাটাকেও তেম্‌নি কোরে নিকেশ কোত্তে পারি! তুমি আমায় ভালবাস না তরু, কিন্তু তোমার জন্যে আমি সব কোত্তে প্রস্তুত আছি।" দাগাবাজ, ডাকাত, একটু কুণ্ঠিত হলো না, স্পষ্ট স্পষ্ট এই সব কথা দম্ভ কোরে বোল্লে। একটু জড়সড় হলো না, স্বচ্ছন্দে খুনের কথা কবুল কোল্লে!—আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গেল! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লেম, "তোরে আর বিশ্বাস নাই, মানুষ খুন কোত্তে পারিস্ তুই, তোরে আর বিশ্বাস নাই! তুই খুনে, তোরে আর

বিশ্বাস নাই! আমার জন্যে যখন আপনার খুড়ীকে বিষ খাইয়ে মেরেছিস্, বিয়ে করা স্ত্রীকেও যখন খুন কোত্তে রাজী আছিস্, তখন তুই বিশ্বাসঘাতক, নিমক্‌হারাম! আর কারু পীরিতে মোজে আমাকেও কোনোদিন মেরে ফেল্‌তে পারিস্! তোকে আর বিশ্বাস নাই!" যখন আমি এই সব কথা বলি, সেই সময় ন-খুড়ী এসে সেইখানে জোটে! হাতে নোতে ধোরে আমারে গালাগাল দিবার উদ্যোগ কোচ্চে, অম্‌নি আমি রেগে উঠে ফড়্ ফড়্ কোরে বোল্লেম, "ওগো, এই শোনো না! তুমি যে বড় আমাকে বোলে বেড়াতে, ছোট খুড়ীকে খুন কোরেছে, ছোট খুড়ীকে খুন কোরেছে! এখন এই শোনো না, তোমার এই কুলধ্বজ মহাপুরুষ আপনার মুখে বোলেছেন, ইনিই সেই গুপ্তখুনের কর্ত্তা! ইনি পুরন্দর ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে, গঙ্গা ঢোলের দোকান থেকে মর্‌ফিয়া কিনে এনে, ফুস্‌লে ফাস্‌লে তাকে খাইয়েছিলেন!" এই সব কথা বোল্‌চি, এই অবসরে খুনে ডাকাত চোঁচা-দৌড়ে ঘরের ভিতর থেকে পালিয়ে গেল! সেই অবধি তার সঙ্গে আমার ঝগড়া। পাছে কোনোদিন খুন করে, এই ভয়ে আমি বাড়ী ছেড়ে পালাই।—বেচু বোলে আমাদের বাড়ীতে একজন চাকর ছিল, তার সঙ্গে জুটে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই। এখন একজন বাবু আমারে অনুগ্রহ কোরে খরচপত্র দেন, তাঁরি দৌলতে আমি তীর্থবাস কোচ্চি।

তরঙ্গিণীর জোবানবন্দী শুনে আসামী ভোলানাথের চক্ষু দিয়ে টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো,—শৃঙ্খলবদ্ধ হস্তপদ থর্ থর্ কোরে কেঁপে উঠ্‌লো। আসামীর উকীল আর তরঙ্গিণীকে বড় অধিক জেরা কোত্তে সাহস কোল্লেন না।—চতুর্থ সাক্ষী তলব হলো।

চতুর্থ সাক্ষী গঙ্গা ঢোল। সে ব্যক্তি শপথ কোরে বোল্লে, "আমার ঔষধের দোকান আছে, ঔষধ বিক্রী করি। সে বৎসর কার্ত্তিক-মাসের দুই তিনদিন থাকৃতে ভোলানাথ রায় আমার দোকান থেকে আধ্‌ভরি মর্‌ফিয়া কিনে নিয়ে গিয়েছিল।"

হাকিম জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যখন তুমি ঔষধ বিক্রয় কর, তখন বিশেষরূপেই জ্ঞাত আছ যে, মর্‌ফিয়া একটী ভয়ানক বিষ। ইহা জ্ঞাত থাকিয়াও একব্যক্তিকে একেবারে অর্দ্ধ-তোলা মর্‌ফিয়া কি জন্য বিক্রয় করিয়াছিলে?"

উ।—ভোলানাথ রায় আমার দোকানে গিয়ে আধ্‌ভরি মর্‌ফিয়া চায়। পুরন্দর ডাক্তারের সই করা একখানা ব্যবস্থাপত্র দেখালে। ডাক্তারের নাম দেখেই আমি বিনা সন্দেহে তৌল্ কোরে দিয়েছিলেম। এ-ই সেই ব্যবস্থা-পত্র। এই কথা বোলে পকেট থেকে সেইখানা বার্ কোরে দিলে।

প্র।—আচ্ছা, যখন তাদের বাড়ীতে খুন হইল, তদারক বসিয়াছিল, সে সময় সে কথা প্রকাশ কর নাই কেন?

উ।—তখন আমি দেশে ছিলেম না। যে তারিখে ভোলানাথ মর্‌ফিয়া নিয়ে যায়, তার একদিন পরেই আমি তীর্থযাত্রা করি; দুমাস পরে স্বদেশে ফিরে আসি। এ ঘটনা যে হয়েছে, তা আমি জান্‌তেই পারি নি।

এ সাক্ষীর উপর আর জেরা চল্লো না; পুরন্দর ডাক্তারকে তলব হলো। চতুর্থ সাক্ষী যে ব্যবস্থাপত্র দেখিয়েছিল, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেইখানি ডাক্তারের হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ ব্যবস্থাপত্র আপনি দিয়াছিলেন

কি না? এ হস্তাক্ষর আপনার নিজের কি না?"

ডাক্তার সেইখানি ভাল কোরে দেখে সরাসর অস্বীকার কোল্লেন। বোল্লেন, "হস্তাক্ষরও আমার নয়, স্বাক্ষরও আমার নয়, দু-ই জাল!"

প্র।—এই মকদ্দমার আসামী ভোলানাথ রায়, কোনোদিন মর্‌ফিয়া বিষয়ের কোনো কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কি না?

উ।—হাঁ, স্মরণ হোচ্চে, একদিন জিজ্ঞাসা কোরেছিল, "কতটুকু মর্‌ফিয়া খেলে মানুষ মরে?" আমি বোলেছিলেম, "দশ বারো-রতি।" এই পর্য্যন্ত আমি জানি, এ ছাড়া আর কিছুই জানি না।

প্র।—আচ্ছা, আপনি যখন শুনিলেন, আসামী ভোলানাথের খুড়ী, মর্‌ফিয়া খাইয়া খুন হইয়াছে, তখন তদারকী এজ্‌লাসে উপস্থিত হইয়া এ কথা জানাইলেন না কেন?

উ।—এলাহাবাদে আমার থাকা নয়, কোনো কাজের জন্যে এসেছিলেম। আসামীর বড় ভাই পার্ব্বতী রায়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল, তার সঙ্গে দেখা কোত্তে ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলেম। এলাহাবাদে দু তিনদিন থেকেই আপনার বাড়ী, ফরাস্‌ডাঙ্গায় চোলে যাই। সুতরাং খুনের কথা কিছুই জান্‌তে পারি নি।

আর সাক্ষী অনাবশ্যক বোলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীর উকীলকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন তোমার আর কিছু বলিবার আছে?"

উকীল উত্তর কর্‌বার আগেই ভোলানাথ ভেবাচেকা খেয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোলে উঠ্‌লো, "আজ্ঞা—আজ্ঞা—না—না—আমি—যারে—খুন—খুন—তারে—বড়—ভালবাসা—তরঙ্গিণীর চেয়েও—তারে খুন—"

বাধা দিয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোল্লেন, "প্রচুর হইয়াছে।—ভালবাসার হেতুকে সাফাই হইতে পারে না! তুমি তোমার ছোট খুড়ীকে খুন করিয়াছ, প্রমাণ হইয়াছে!—নিজেও কবুল করিলা!"

"কৈ—কৈ—আমি—কৈ বোল্লেম? কখন বোল্লেম?—আমি ত খুন করি নি?—সে আপনি—আপনি—আমি—" এই কথা বোলে ভোলানাথ নিরুত্তর হলো। আদালত নিস্তব্ধ।—আসামীর উকীল খানিক বক্তৃতা কোল্লেন বটে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। একটু পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিলেন যে, "অত্র মকদ্দমার নথী ও আস্‌থাস্ এলাহাবাদের দায়রা-আদালতে চালান করিয়া তত্রাদালতের সেসন্ জজ বাহাদুরকে রুবকারী করা যায় যে, তিনি অত্র মকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার করিবেন। যে হেতুক, এই মকদ্দমার অকু, এলাহাবাদে ঘটনা হইয়াছিল ইতি।"

হুকুম শুনে চাপ্‌রাসীরা আসামীকে কাঠগড়া থেকে বার্ কোরে নিয়ে গেল। হাকিম উঠে গেলেন। রাত্রি প্রায় আট্‌টা! ক্রমে ক্রমে জনতাও কোম্‌তে লাগ্‌লো, আমি আদালত থেকে বেরুলেম। বাসায় আস্‌তে রাত্রি অনুমান দশটা বাজ্‌লো। সমস্ত দিন আদালতে থেকে ক্লান্ত হয়েছিলেম, এসেই শয়ন কোল্লেম। পাপিষ্ঠ নারীহন্তা ভোলানাথের আচরণ, সাপিনী নববৌ গিরিবালার চরিত্র, আর কুলটা তরঙ্গিণীর স্বৈরাচার ভেবে আমার মনে বিস্ময়, বিষাদ, আর ঘৃণার তরঙ্গ উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন একটী যায়, একটী আসে; একটী ঢেউ আর একটীর গায়ে

আঘাত লেগে আবার একত্র হয়ে জমে; আমার চিত্তও ঠিক সেই রকম হয়ে উঠ্‌লো। ন-বৌটা মিট্‌মিটে ডাকিনী!—তার পেটে এত গুণ ছিল?—সংসারটা ছার্‌খার হয়ে গেল! পাঠক মহাশয় আগাগোড়া ভেবে দেখুন, পার্ব্বতী রায়ের সংসারটায় কেমন কোল্লে "দ" পোড়ে গেল!—পাপের সংসার এই রকমেই ধ্বংস হয়,—বিশেষ জান্‌বেন, পাপের সংসার এই রকমেই ধ্বংস হয়! এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে নিদ্রাকর্ষণ হলো, ঘুমুলেম।

দ্ব্যশীতিতম কাণ্ড।

লতামণ্ডপ।—অনিচ্ছ,-শ্রোতা

ফাল্গুনমাস শেষ হয়ে গেল। চৈত্রমাসের একদিন সকাল বেলা আমি কৃষ্ণপদ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাই। গিয়ে দেখি, বাবু কোথায় বেরিয়েছেন, জনপাঁচছয়লোক বৈঠকখানায় বোসে গল্প কোচ্চে;—তাদের মধ্যে দু তিনজন ভট্টাচার্য্য।—সকলেই আপনার আপনার কথা নিয়ে ব্যস্ত!—আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বাবু কোথা?" একজন উত্তর কোল্লে, "ঐ ঘরে বসুন, বাবু এখুনি আস্‌বেন।" আমি পাশের ঘরে বোসে বৈঠকখানায় লোকেদের চেঁচামেচি শুন্‌তে লাগ্‌লেম।

একজন বোল্লে, "বাবু আমাদের ক্ষণজন্মা পুরুষ,—সাধু ব্যক্তি!—এমন সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি হাজারের ভিতর একজনের কচিৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মতলব যেন যুগিয়েই আছে;—রসনাগ্রে সরস্বতী!" আর একজন যেন কান্নার সুরে বোল্লে, "আ-হা-হা! স্বর্গীয় বাবুদের পুণ্যপ্রভাপে ইনি পালবংশের শিরোমণি হয়েছেন! সকল গুণেরি আধার,—দয়ামায়ার সাগর,—ভক্তের চূড়ামণি! এঁরি পুণ্যের জোরে অন্য অন্য পরিবারগুলো ধড়্‌ফোড়িয়ে মোরে গেল! এঁর হাতে সদ্ব্যয় হবে বোলেই ভগবান এঁরে সমস্ত সম্পদের ঈশ্বর কোরে দিলেন! লোকে এঁরে ব্যয়কুণ্ঠ বলে, হিংসক এক জাতই আলাদা! তাদের কোনোই কাণ্ডজ্ঞান নাই!—এমন মহাপুরুষ না কি আবার কৃপণ? হুঃ!" আর একজন চেঁচিয়ে বোল্লে, "সে কথা যদি বলো, তা হলে নিন্দুকদের কেটে ফেল্‌তে ইচ্ছা হয়! আমাদের বাবুর ধর্ম্মভয়টা বড়;—ভারি হিন্দুয়ানী! কাল যে ঘটনা হয়েছে, তাতে কি সামান্য গুণপনা প্রকাশ কোরেছেন? সত্যই ত? এমন সিদ্ধপুরুষকেও লোকে আবার কৃপণ বলে?" তাই শুনে আর একজন জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি হাঁ্যা বাচস্পতি, কি হয়েছে কাল?" পূর্ব্ববক্তা উত্তর কোল্লে, "শোনো নি? আরে, ভা-রি কাণ্ড হয়ে গেছে! বাসন্তীপ্রতিমা চিত্র হোচ্ছিল, জানোই ত, ঠাকুরের গড়নে, কি চিত্রে, কিছু খুঁত্ থাক্‌লে, ইনি কাউকে একপয়সাও দেন না। সেইজন্যে ফি বৎসর কারিগর বদল হয়। সুতরাং এ বৎসরের কারিগরটাও নূতন ছিল। সে যখন চালচিত্র কোরে, এদিক ওদিক সকল

ছবি লিখে, শেষে যখন কৈলাসপর্ব্বতে মহাদেবের বাড়ী এঁকে, হরপার্ব্বতী, নন্দী ভৃঙ্গী, আর ষাঁড়ের ছবি লিখেছে, সেই সময় বাবু গিয়ে দেখ্লেন। কি গড়ন, কি চিত্র কিছুতেই খুঁত্ বার্ কোত্তে পাল্লেন না। কারিগরকে অনেক তারিফ কোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক ভাব্লেন। আমরাও তখন সঙ্গে ছিলেম। পাঁচ ছ মিনিট পরেই কারিগরকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, 'দেখ কারিগর! প্রতিমা এ বৎসর পরম সুন্দর হয়েছে, মায়ের এমন রূপ, এমন খোল্তা, কোনো বৎসরই হয় না! আমি তোমার উপর বড় খুসী হয়েছি, ভাল কোরে বিদায় কোর্‌বো! কিন্তু একটী বে-দাঁড়া দেখ্তে পাচ্চি যে? আমার বাড়ীতে এ রকম ত কখনোই হয় না? কিন্তু সে দোষ তোমার নয়, তুমি জানো না বোলেই হয়েছে; তা এখন শোধ্‌রাবার কি উপায় হয় না? কোনো রকমে দুরস্ত কোরে দিতে পারো না কি তুমি? দেখ, প্রতিবৎসর বাসন্তীপ্রতিমার চালচিত্রে আমার বাড়ীতে দাঁড়ানো ষাঁড় হয়, তুমি জানো না বোলেই শোয়া ষাঁড় এঁকে ফেলেছ; এখন এটী শোধ্‌রাবার কি উপায় নাই?' কারিগর উত্তর কোল্লে, "আজ্ঞা, তার জন্যে আর ভাব্‌না কি? এখুনি হয়ে যাবে এখন? আপনি আহারের পর এসে দেখ্‌বেন, শোয়া ষাঁড় উঠে দাঁড়িয়েছে!' উত্তর শুনে বাবু তখন ধীরে ধীরে চোলে এলেন; বৈকালে গিয়ে দেখ্লেন, শোয়া ষাঁড় দাঁড়া হয়েছে! দেখেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বোলে উঠ্‌লেন, 'বাঃ! এইবার ঠিক হয়েছে! বেশ হয়েছে! কেমন কোরে হলো কারিগর?' কারিগর হৃষ্টমনে উত্তর কোল্লে, 'আজ্ঞা, এ আর কতক্ষণের কর্ম্ম? কেটেকুটে খাড়া কোরে দিলেম!' যেমাত্র এই কটী কথা কোলেছে, অম্‌নি বাবু রেগেমেগে জ্বোলে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন, 'কি! হিঁদুর বাড়ী ষাঁড় কাটা? বেটা কশাই! কাশীর ভিতর হিঁদুর বাড়ী ষাঁড় বলিদান? দারোয়ান! দারোয়ান দুশ জুতো মেরে বেটাকে এখুনি গঙ্গাপার কোরে দে ত?' বে-গতিক দেখে কারিগর হতভোম্বা হয়ে পাশ্ কাটিয়ে দৌড়!—এক দৌড়ই রাস্তা পার!—কাপড়, ঘটী, রং, তুলী, সকলি পোড়ে রইলো, বেটা তৎক্ষণাৎ লম্বাদৌড়ে বাড়ী পালিয়ে প্রাণ বাচালে! বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিমর্ষভাবে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, 'দেখ দেখি? কি অন্যায় কাজ! হিঁদুর বাড়ী ষাঁড় কাটা?—এতে প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হয়, ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়!—হে মা ভগবতি! আমার অপরাধ নিও না, অজান্‌তে একটা কাজ হয়েছে, নিজগুণে মার্জ্জনা কোরো!' তার পর গলায় কাপড় দিয়ে হাত যোড় কোরে ছল্‌ছলচক্ষে ষাঁড়ের পানে চেয়ে আবার বোল্লেন, 'হে বাবা ষাঁড়! দোষ নিও না! অজান্‌তে তোমায় গর্দ্দভ কেটেছে, দোষগ্রহণ কোরো না,—প্রসন্নচক্ষে চাও!' এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বাবুর চোক দিয়ে টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো, তাতেই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। মনেই ত সব?—লোক্-দেখানো কাজে কখনো কোনো ফল হয় না! আমাদের বাবু লোক্-দেখানো কাজ কোত্তে কোনোকালেই ভালবাসেন না, মনে মনেই সব ধর্ম্মকর্ম্ম করেন। দেখ দেখি, একি সামান্য ধর্ম্মভয়? এঁর তুল্য ধার্ম্মিক লোক কজন এ পৃথিবীতে আছে? ইনি ঈশ্বর-জানিত মহাত্মা!"

আমি অবাক্! বুঝ্‌তে পাল্লেন, যারা গল্প কোল্লে, তারা বাবুর মোসাহেব। এই শকুনির

জাতের যে রকম উঞ্ছ পেসা, তাতে এরা সব কোত্তে পারে! পাপে ভয় নাই, ধর্ম্মে ভয় নাই, জগতের কোনো পদার্থে অরুচি নাই; কেবল বাবুর মনস্তুষ্টিই এদের চতুর্ব্বর্গ জ্ঞান! মনে মনে এই সকল আন্দোলন কোচ্চি, এমন সময় বাবু এলেন। বৈঠকখানার লোকেরা শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। পাশের ঘরে আমারে দেখেই তিনি নিকটে এসে হাস্যমুখে "কতক্ষণ আশা হয়েছে, ভাল আছেন ত?" ইত্যাদি স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি যথোচিত উত্তর দিয়ে বোল্লেম, "অনেক দিন থেকে সাক্ষাৎ হয় নি, সেই রাত্রের পাপাত্মা দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের মকদ্দমা দেখ্‌বার জন্যে কদিন ধোরে সিক্‌রোলে যাওয়া আসা কোরেছি, সুতরাং দেখা কোত্তে সময় পাই নি। এখন সে সব গণ্ডগোল একপ্রকার শেষ হয়ে গেছে,—অবসর পেয়েছি, সেইজন্যে একবার দেখা কোত্তে এলেম।" শুনে তিনি সন্তুষ্ট হলেন, নিকটে বোসে দিগম্বরের মকদ্দমার বৃত্তান্ত সব একমনে শুন্‌লেন,—আরো অনেক রকম গল্প হলো।

বেলা প্রায় এগারোটা। আমি বিদায় হবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেম। তিনিও দাঁড়িয়ে উঠে ঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে বোল্লেন, 'আজ সন্ধ্যার পর আমার এখানে আপনার নিমন্ত্রণ, অনুগ্রহ কোরে এসে যা হয় যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কোল্লে সবিশেষ বাধিত হবো।" আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরে বিদায় হলেম।

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ, কিন্তু বৈকালে একটু বেড়াবার ইচ্ছা হলো, বেড়াতে বেড়াতে বেলা পাঁচটার সময়েই কৃষ্ণপদ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হলেম।

বাবু বাড়ী নাই, বেড়াতে বেরিয়েছেন। একাকী নিস্তব্ধ হয়ে বোসে থাকা বড় কষ্ট, এই ভেবে সেখান থেকে বেরিয়ে সম্মুখের বাগানে গিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেম। উদ্যানটী অতি রমণীয়; বোধ করি পাঠক মহাশয়ের হৃদয়ে সে রমণীয়তার প্রতিবিম্ব আজো বিলুপ্ত হয় নি; সেই মনোহর কুঞ্জে আমি বেড়াতে লাগ্‌লেম। গ্রীষ্মকালে দিবসের শেষভাগ অতি মনোহর, আমি সেই মনোহর সময়ে চিত্তসুখপ্রদ রমণীয় কুঞ্জে পরিভ্রমণ কোচ্চি,—সুশীতল সান্ধ্যসমীর দক্ষিণদিক থেকে মৃদুমধুর হিল্লোলে ধীরে ধীরে বহন হোচ্চে,—কৃত্রিম উৎসের জলধারা গিরিনির্ঝরের প্রপাতশব্দের ন্যায় ঝর্ ঝর্ শব্দে পতন হোচ্চে,—জলবিন্দুগুলি যেন স্বচ্ছ মুক্তামালার মত শোভা ধারণ কোচ্চে,—বৃক্ষশাখায় বাসন্তী-পক্ষীরা সুললিত সুমধুরস্বরে গান গাচ্চে,—অলিপুঞ্জ গুঞ্জন কোরে প্রস্ফুটিত সায়ংকুসুমের উপর একবার বোস্‌চে, একবার উড়্‌চে, শোভা অতি চিত্তমোদিনী!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হলো। উদ্যানের পাখীরা একেবারে নানাস্বরে কলরব কোরে উঠ্‌লো।—বায়ু কিছু সতেজ। মৃদুলপবন ক্রমে ক্রমে বেগবান হয়ে এলো। শীতল সমীরণ সেবনে আমার শরীর এতক্ষণ সুস্থির হোচ্ছিল, এখন যেন একটু একটু শীত বোধ হোতে লাগ্‌লো। বস্ত্র আবরণে গাত্র আচ্ছাদন কোরে একটী অশোক তরুর মূলে গিয়ে বোস্‌লেম। সেখানে একটী পরম সুন্দর সান-বাঁধা বেদী, এম্‌নি পরিষ্কার যে, সিঁদুর পোড়্‌লে খুঁটে নেওয়া যায়;—আমি সেই বেদীর উপরে গিয়ে বোস্‌লেম। স্থানটী নিভৃত, লতামণ্ডপে আবৃত, চারিদিক পুষ্পগন্ধে সুবাসিত। মনোমধ্যে যে রকম স্ফূর্ত্তি বোধ হলো, তেমন আর কখনো আমি অনুভব করি নি। বোসে আছি, দূরে মনুষ্যের কণ্ঠ-

স্বর শোনা যেতে লাগ্‌লো। যেন দুজন মানুষ পায়চারী কোত্তে কোত্তে বাক্যালাপ কোচ্চে। চেয়ে দেখ্‌লেম, প্রায় কুড়ি পঁচিশহাত অন্তরে দুজন লোক। কে তারা, প্রথমে চিন্‌তে পাল্লেম না,—তরুলতায় আচ্ছন্ন উদ্যানে সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার প্রবেশ করে, তাতে তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়, সুতরাং লোক দুটীকে চিন্‌তে পাল্লেম না;—কথা শুন্‌তে পেলেম; চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কোচ্ছিল। এক স্বর বোল্‌চে, "কি বোল্লেন? পাঁচ-শ টাকা? পাঁচ হাজার টাকা না হলে আমার কোনো কাজই হবে না!—কালই আমার পাঁচ হাজার টাকা চাই, দিতেই হবে!" দ্বিতীয় স্বর উত্তর কোল্লে, "কেন রামফল, কথা ছিল পাঁচ-শ টাকা, এখন তুমি তা নিতে নারাজ হোচ্চো কেন?" প্রথম স্বর আবার দম্ভ কোরে বোল্লে, "আমি কি তাতে রাজী হয়েছিলেম? পাঁচ-শ টাকা? দশহাজার টাকায় যে কাজ হয়ে উঠে না, তাতে কি না পাঁচ-শ টাকা? আমি পাঁচ-হাজারের কথাই বোলেছি! বিবেচনা করেন ত এ আপনার পক্ষে বরং অনেক আসান্! যে কাজ আমি কোরেছি, ভেবে দেখুন দেখি, মানুষে কি সে রকমের কাজ কোত্তে পারে? আপনি বড় লোক, আমীর মানুষ, শুদ্ধ আপনার খাতিরেই আমি সে কাজে হাত দিয়েছিলেম। ভেবেছিলেম, এ জন্মে আর চাক্‌রি কোরে খেতে হবে না; পরিবারেরা সুখে থাক্‌বে; সেই আশাতেই সে পাপে প্রবৃত্ত হই! শেষে কি না পাঁচ-শ টাকা? রাখুন আপনার পাঁচ-শ টাকা, আমি চাই না!—কিছুই চাই না! আপনার মনে যা আছে, আপনি তাই করুন, আমার মনে যা আছে, আমিও তাই কোর্‌বো!" দ্বিতীয় স্বর কিছু নরম হলো, মিষ্টকথা বোল্‌তে বোল্‌তে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে গেল,—দূরতাপ্রযুক্ত আমি আর তা শুন্‌তে পেলেম না,—লোকেরাও দৃষ্টির বাহ্ হয়ে পোড়্‌লো। কিন্তু স্বর দুটী যেন চেনা স্বর। একটী যেন কৃষ্ণপদ বাবুর, আর একটী জানা বটে, কিন্তু বোধ হলো, অনেক দিনের শুনা; ঠিক ঠাওরাতে পাল্লেম না। মনে মনে সন্দেহ জন্মালো। এরা কি কথা বলাবলি কোল্লে? একজনের নাম রামফল শুন্‌লেম। কোন্ রামফল? লক্ষ্ণৌয়ের রঙ্গলাল মহাজনের বাড়ীতে এই নামের যে বিশ্বাসঘাতক চাকর ছিল, সে-ই কি এই? হঠাৎ স্বর মনে পোড়্‌লো;—সে-ই বটে!—সে দুষ্ট এখানে কেন?—বোধ হলো, কৃষ্ণপদ বাবুর সঙ্গেই রেগে রেগে ঝগ্‌ড়া কোল্লে। এঁর উপর তার এত জোর কেন?—টাকা চায়!—পাঁচ-শ টাকা নিতে চায় না, চোট্‌পাট্ জবাব কোল্লে। পাচহাজার টাকা চায়।—কিসের টাকা?—বোল্লে, পাপকর্ম্ম কোরেছি!" কি পাপ কোরেছে? কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

ক্রমে অন্ধকার বাড়্‌তে লাগ্‌লো,—বেদী থেকে উঠ্‌লেম। বাবু এতক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন মনে কোরে, বাড়ীর ভিতর চোল্লেম। যাচ্চি, পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। লোকটা গা কোরে আমার পাশ দিয়ে চোলে গেল। সাম্‌নে একটা স্তম্ভের উপর চীনের পরীর হাতে লাণ্ঠন ছিল, সেই আলোতে দেখ্‌লেম, যা ভেবেছি তাই!—লোকটা সেই রামফল!—লক্ষ্ণৌয়ের রামফল! সে আমারে ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলে কি না, চিন্‌তে পাল্লে কি না, জান্‌তে পাল্লেম না।—সংশয় বৃদ্ধি হলো, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।—চাকরেরা এদিক ওদিক কোরে

বেড়াচ্চে, বাবু তখনো ফেরেন নি।—বৈঠকখানার দক্ষিণপাশে একটা নির্জ্জন কাম্‌রা, আমি সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। জান্‌লা খড়্‌খড়ী সব খোলা, দিব্বি বাতাস আস্‌চে।—একটা খড়্‌খড়ীর কাছে একখানা হেলা-চৌকী পাতা ছিল, তাতেই গিয়ে শয়ন কোল্লেম। ঝুর্ ঝুর্ বাতাসে শরীর শীতল হোচ্চে, সুগন্ধি পুষ্পগন্ধে মন পুলকিত হোচ্চে, নিকটে ত্রিপদীর উপর একটা বসা সেজে বাতি জ্বোল্‌ছিল, বাতাসে সেটা নিবে গেল।—আমি অন্ধকারে থাক্‌লেম। গৃহ নিস্তব্ধ,—এম্‌নি নিস্তব্ধ যে, বাগানের রাস্তা দিয়ে মানুষ চোলে যাচ্চে, স্পষ্ট স্পষ্ট পদশব্দ শুন্‌তে পাচ্চি,—দেয়ালের ঘড়ির মিনিট্ বাজা-শব্দ একটী একটী কোরে গোণা যাচ্চে।—বাগানের লতাবিতানের গুপ্তকথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে বায়ুস্নিগ্ধশরীরে নিদ্রার আবেগ হলো, ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। কতক্ষণ যে সে অবস্থায় ছিলেম, স্মরণ হোচ্চে না। সহসা দু তিনজন লোকের ঘোংরা ঘোংরা কথা শুনে নিদ্রা ভঙ্গ হলো।—রজনীর স্তম্ভিতভাব দেখে বুঝ্‌লেম, রাত্রি অনেক।—কারা ঘরের ভিতর অন্ধকারে কি পরামর্শ কোচ্চে, ঘুমের ঘোরে ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। ইচ্ছা হলো, ডেকে বলি, আমি এখানে শুয়ে আছি। কিন্তু তাদের যে রকম ভয়ানক কথোপকথন শুন্‌লেম, তাতে আর মুখ ফুট্‌তে সাহস হলো না।—প্রথম স্বর কৃষ্ণপদ বাবুর। তিনি বোল্‌ছেন, "কেন গোলোক বাবু, আজ আবার নূতন কথা হয় কেন? পঞ্চাশ হাজার টাকায় রফা হয়েছিল, রামদুলাল বাবুও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এখনো আছেন, বলুন না? আজ আবার লক্ষটাকা বোল্‌চো, এতে আমি নিরুপায়! কথার নড়্‌চড়্ হলে আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হই!" আর এক স্বর বোল্লে, "নিরুপায় হন ত নিরুপায়ই থাক্‌বেন! আমরা কিন্তু লক্ষটাকার এক পয়সা কম গ্রহণ কোর্‌বো না। কাজটী হয়েছে কেমন? সে কাজে ইহকাল পরকাল দু-ই নষ্ট হয়েছে! কেন হয়েছে, কেবল টাকার জন্যেই না? তাতে যদি আপনি ক্ষুণ্ণ হন, তবে আমরা নাচার! আপনি বোল্‌ছেন, পঞ্চাশহাজার টাকায় রফা হয়েছিল, সে কথা সত্য; কিন্তু সে কেবল আমাদের দুজনের। অপর অপর লোকের মেহনত্ আনা, ঔষধের খরচা, সে সব বিষয়ের যোগান্ দেয় কে?" বাবু উত্তর কোল্লেন, "আপনারা যদি নিতান্তই জেদ করেন, তবে না হয় বাজে খরচ বোলে আর দশহাজার টাকা বেশী দিতে রাজী আছি!" তৃতীয় স্বর যেন হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "এ কি ভিক্ষা কৃষ্ণপদ বাবু? ভিক্ষার স্বরূপ জ্ঞান করা হোচ্চে বুঝি? পাঁচ হাজার, দশ হাজার, বড় জোর বিশ হাজার পর্য্যন্ত আপনি উঠ্‌তে পারেন বোধ হোচ্চে। কিন্তু দোকান্‌দারীতে আমরা ভুল্‌বো না। মুখ দিয়ে যা একবার বার কোরেছি, তার একচুল কখনো তফাত্ হবে না! এই আসোরে বোসে এক লক্ষ টাকা এক একটী কোরে গুণে গুণে নেবোই নেবো! জাতও যাবে, পেটও ভোর্‌বে না, এমন কাজে আমরা নই! এইজন্যেই আমি আগে বোলেছিলেম, হাতে না পেয়ে কাজে নামা বড় ঠক্‌ঠকির ব্যাপার!—যেমন কাল পোড়েছে, তেম্‌নি তার ব্যাভার করা চাই!—'আগে মুড়ি, তার পর কোপ!' কাজ হাঁসিল হলে, লোকে প্রায়ই ফাঁকি দিবার চেষ্টা কোরে থাকে! কিন্তু আমাদের নৈরাশ কোল্লে, আপনার কি তাতে মঙ্গল হবে?—আপনিই

কি তাতে সুখী হোতে পার্‌বেন? বিপদে পোড়্‌তে হবে না?"

আমি একেবারে অবাক! এরা তিনজনে যা যা বোল্লে, তার বিন্দুবিসর্গও বুঝ্‌তে পাল্লেম না! একটা কাজ কোরে ইহকাল পরকাল নষ্ট কোরেছে, সেইজন্যে দুজন লোক লক্ষ টাকা চাচ্চে। এমন কি কাজ? কৃষ্ণপদ বাবুই ঐ লক্ষটাকার দেন্‌দার। তাঁরি হুকুমে সেই কাজ হয়ে থাক্‌বে, তাতে আর সন্দেহ থাক্‌চে না। কিন্তু সেটা কি কাজ? লতা-মণ্ডপে বোসে যে রকম শুন্‌লেম, এখানেও ত সেই রকম শুন্‌ছি! সেখানে একজন সামান্য চাকর, পাঁচহাজার টাকার জন্যে পীড়াপীড়ি কোল্লে, ভয়ও দেখালে;—এরাও দেখ্‌চি সেই রকম কোচ্চে! ব্যাপার কি? ইনি এক জন বড় লোক, একটু ভয় কোচ্চে না, জোরে জোরে দাবী কোচ্চে, ব্যাপারখানা কি? কৃষ্ণপদ বাবু এদের কি কাজ কোত্তে প্রবৃত্ত কোরেছিলেন? কি জন্যে এরা তাঁর উপর এতদূর প্রশ্রয় গ্রহণ করে? ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

ঘরটা খানিক নিস্তব্ধ হলো। একটু পরে কৃষ্ণপদ বাবু বোল্লেন, "গোলোক বাবু! ভাল জোয়ে পেয়েছ যা হোক্‌!—এসো, এখন এসো, লক্ষটাকাই তোমাদের দিচ্চি! ঘরে বোধ হয় অত নগদ-টাকা না থাক্‌তে পারে, যা-ই হোক্‌, যে রকমে পারি, এর একটা উপায় কোরে দিচ্চি!" এই কথা বোলে দুজনকে সঙ্গে কোরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দ্বিগুণ সন্দেহ বৃদ্ধি হলো। যা দাবী কোল্লে, তা-ই নিলে! আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনে কোল্লেম, এখানে আর থাক্‌তে নাই;—যে সব কথা শুন্‌লেম, ভাব্‌লেই ভয় হয়! বোধ হয়, এরা কোনো গুরুতর অপরাধের নায়ক! —নিমন্ত্রণ মাথায় থাক্‌, পালাতে পাল্লে বাঁচি! সহজ ব্যাপার নয়! এখন যদি দেখা করি, সে ভারি গোল! কোথায় ছিলেম, কি বৃত্তান্ত, জিজ্ঞাসা কোরবে; আর যদি জান্‌তেই পারে যে, আমি এই ঘরে থেকে ওদের গুপ্তকথা শুনেছি, তা হলে ত বিষম বিভ্রাট! হয় ত প্রাণ নিয়েই টানাটানি পোড়্‌বে; এই বেলা প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। এই ভেবে, চুপি চুপি পাশ-দরজা দিয়ে বেরিয়ে, বাসায় চোলে এলেম, —এসেই শয়ন কোল্লেম। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হয়ে গেছে।

ত্র্যশীতিতম কাণ্ড।

হাজত।—দস্যুচক্র,—পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠে আহার কোরে সিক্‌রোলে যাত্রা কোল্লেম। অনেকদিন হলো, দিগম্বর হাজতে রয়েছে, হয় ত গবর্ণর-জেনারল বাহাদুরের মঞ্জুরী আসবার দিন নিকট হয়ে এলো, এই বেলা একবার দেখা কোরে আসি; দেখি, যদি কিছু ফল হয়। এই ভেবে, সিক্‌রোলের কারাগারে যাত্রা কোল্লেম। জেল-দারোগা ফটকেই ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা

কোরে জানা হলো, লাড্ সাহেবের হুকুম এসেছে, তিন দিন পরেই দিগম্বর বরদারাজ্যে চালান হবে। আমি হাজত-গারদে প্রবেশ কোল্লেম। দিগম্বর আমাকে দেখে কথা কইলে না। আমি নিকটে গিয়ে বোস্‌লেম। বোল্লেম, "ভট্টচায্! তুমি বরদারাজ্যে চালান হোচ্চো, শুনে বড় দুঃখিত হয়েছি। ভাব্‌লেম ছট্টুলাল মিশ্রের মকদ্দমা খারিজ হয়ে গেল,' তুমি বে-কসুর খালাস পেলে, বেশ হলো। বাস্তবিক বোল্‌ছি, অতি আহ্লাদিত হয়েছিলেম। তার পর এই নূতন ঘটনা উপস্থিত। কিন্তু একটী আশা আছে! বরদার রাজদরবারে আমি তোমার কিছু সাহায্য কোত্তে পার্‌বো। সেই জন্যেই আজ আমি তোমার কাছে আস্‌ছি। যে অপরাধে তুমি চালান হোচ্চো, তাতে প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা। তোমাদের দলপতি মল্লদাসশুদ্ধ কজন ডাকাতের সেই দণ্ডই হয়েছে, তোমারও তাই হবার সম্ভাবনা! তুমি আমার চিরশত্রু হলেও আমি পায্যমাণে তোমার মন্দ হোতে দেখ্‌বো না। তুমি জানো, বিশেষ জানো যে, মহারাজ গুইকুমার, আর কুমার ভূপতি রাও বাহাদুর, আমারে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন। তোমার অনুকূলে দু একটী অনুরোধ কোল্লে, অবশ্যই উপকার হোতে পার্‌বে। তোমার অপরাধ গুরুতর, গুরুদণ্ড হবারই যোগ্য! তথাচ এককালে ক্ষমা না করুন, বোধ করি আমার অনুরোধে কতক পরিমাণে লাঘব হোতে পারে। আর তিনদিনমাত্র তুমি এখানে আছ, জেল-দারোগার মুখে শুনে এলেম, লাড্ সাহেবের মঞ্জুরী এসেছে, তিনদিন পরেই তুমি গুজরাটে চালান হবে। এখনো যদি সদয় হোয়ে, অম্বিকার যথার্থ পরিচয় আমারে বলো, তা হলে অনেক চিন্তা অন্তর হোতে দূর হয়!"

সবেমাত্র শেষ কথাটী উচ্চারণ কোরেছি, দিগম্বর অমনি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কট্‌মট্ কোরে আমার মুখপানে চেয়ে বোল্লে, "তুই যা যা! তুই আমার সাহায্য কোর্‌বি!—আমি তোর দয়ার পাত্র হবো।—হোয়ে কেন মরি নি? আমার কপালে যা থাকে, তা-ই হবে। তুই যা যা! সাউখুড়ী কোত্তে এসেছেন,—চালাকী খেল্‌তে এসেছেন। অম্বিকার পরিচয় বলো, হ্যানো বলো, ত্যানো বলো—"

আমি তারে বাধা দিয়ে বোল্লেম, "দিগম্বর! তুমি ভাব্‌চো, আমি কৌশল কোরে ইষ্টসিদ্ধি কোত্তে এসেছি। কিন্তু এমন প্রবৃত্তি আমার কখনোই নয়। লোকের উপকার যাতে হয়, আপনার মুখে বোল্‌তে নাই, সাধ্যমতে সে চেষ্টা যথার্থই আমি পেয়ে থাকি। মাণিক বাবু তোমারে একটী দায় থেকে উদ্ধার কোরেছেন, সেটী তাঁর হস্তায়ত্ত ছিল, এখন যে বিপদ উপস্থিত, এটী তাঁর ক্ষমতার অতীত। এ থেকে উদ্ধার করা তাঁর সাধ্য নয়। তাঁর ভরসায় কেন আর সত্য কথা চেপে রাখ্‌চো? অম্বিকা অভাগিনী; তার জনক জননী কে, কিছুই জানে না। রক্তদন্ত জান্‌তো, তুমি জানো, আর মাণিকবাবু জানেন। কেন আর লুকিয়ে রাখো? বলো, এতে ধর্ম্ম আছে। একজনের উপকার হয়, এতে তোমার ধর্ম্ম হবে। আমার সঙ্গে এ রকম ব্যাভার করা তোমার পক্ষে উচিত হয় না। কখনো আমি তোমার কিছু অপকার করি নি; বরং তুমিই আমাকে পদে পদে প্রতারণা কোরেছ, পদে পদে কষ্ট দিয়েছ। আমি তোমার মন্দ করি নি,—কিছুই মন্দ করি নি। আমার কাছে সত্য কথা বলো, আমা হোতে তোমার উপকার হবে। যথার্থ বোল্‌চি, যদি তুমি

আমার কথা রাখো, তা হলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌বোই কোর্‌বো।”

“যা যা, আর জ্যাঠামো কোত্তে হবে না! পাকা পাকা কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বোলে যায়! ধর্ম্ম দেখাচ্চেন! ধর্ম্মের তুই কি ধার্ ধারিস্? তুই আমার না কোরেছিস্ কি?” দিগম্বর এই কটী কথা বোলে, একটু থেমে, আবার দ্বিগুণ রেগে বোল্‌তে লাগ্‌লো, “তুই আমার না কোরেছিস্ কি? বোল্‌ছেন, কিছুই মন্দ করি নি! তুই না কোরেছিস্ কি? পদে পদে আমি ওঁর অনিষ্ট কোরেছি! হুঁঃ! আমি কোরেছি, না তুই কোরেছিস্? গুজরাট দেশের অমন প্রতাপশালী মল্লদাসের দলটাকে থান্‌ছাড়া মান্‌ছাড়া কোরে দিলি। আমি স্বচ্ছন্দে তাদের আশ্রয়ে সুখভোগ কোচ্ছিলেম, তো হোতেই ত সব গেল? ধর্ম্ম দেখাচ্চেন! তোর জন্যেই ত আমাদের অমন্ এমিলিটী মারা পোড়্‌লো; স্ত্রীহত্যার পাতক হলো না? তখন তোর ধর্ম্ম রইলো কোথা? তুই আবার ধর্ম্ম দেখাস্ কি? তুই ত জালিয়াত! বীরচন্দ্রের দলীল চুরি কোর্‌লি, হুণ্ডী চুরি কোর্‌লি, জাল মোক্তার সাজ্‌লি, কত কাণ্ডই কোর্‌লি; তাতে কিছু অধর্ম্ম হয় নি? তখন তোর ধর্ম্ম রইলো কোথা? তুই ত গোয়েন্দা! তোর জন্যেই ত বরদারাজ্যে পাঁচ পাঁচটা জীব ত'ময়, যেন পাঁচ পাঁচটা দিক্‌পাল! অমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মল্লদাসেরও ফাঁসি হোলো! সে সময় তোর ধর্ম্ম রইলো কোথা? সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলেম, আবার এখানে এসেও আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাল্লি! একটা মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেম, তাতেও ভাংচি দিলি! বিবাহ,—শুভকর্ম্ম, তাতেও ভাংচি? এতে কি তোর অধর্ম্ম হোলো না? ধর্ম্ম রইলো কোথা? মেয়ের বিয়ে হোলো না, সভার মাঝখানে অপমান হোলো, সেই দুঃখেই ত আমোদিনী গলায় দড়ী দিলে! স্ত্রীহত্যার পাতক হোলো না? তখন তোর ধর্ম্ম রইলো কোথা? আবার দেখ, অমন দিগ্‌গজ মহাপুরুষ বীরচন্দ্রের স্ত্রীবিয়োগ হোয়েছিল, সেইজন্যে অনেক খুঁজেপেতে অম্বিকার সঙ্গে যোটপাট কোরে দিচ্ছিলেম, মেয়েটীও তার মনোমত হোয়েছিল, সে সুখের পথেও কাঁটা দিলি! সে ত এক রকম বিবাহই হোচ্চিল? সন্ধান কোরে কোরে, সন্ধান কোরে কোরে, উড়ে এসে যুড়ে বোসে তাতেও বাগ্‌ড়া দিলি! তুই কি সামান্য পাত্র? এক জনের বাড়া ভাতে ছাই দিলি,—মুখের গ্রাস কেড়ে নিলি, তাতে পাপ হোলো না? তখন তোর ধর্ম্ম রইলো কোথা? মনে কোরেছেন, আমি কিছু বুঝতে পারি নি; তু-ই ত সেরাত্রে আমারে ধোরিয়ে দিয়েছিস্। তাতেই বা কি কোত্তে পাল্লি? দেখ্‌লি ত, ড্যাং ড্যাং কোরে জিতে এলেম,—বে-কসুর খালাস পাচ্ছিলেম, মাঝে থেকে একটা ফাক্‌ড়া বার্ কোরে বৃদ্ধ বয়সে এই কষ্টটা দিলি! তোরই এই কাজ,—আমার নিশ্চয় বোধ হোচ্চে, তোরই এই কাজ; তু-ই এর গুপ্তচর!—তু-ই বরদার গুইকুমারকে চিঠি লিখে এই ফ্যাসাত্ বাঁধিয়েছিস্! তারা এর কি জানে? কোথায় গুজ্‌রাট, কোথায় বরদা, কোথায় কাশী, আর কোথায় আমি!—তারা এর কি জানে? এ সব সন্ধান তারা কেমন কোরে জান্‌তে পাল্লে? ছটুলালের মকদ্দমাটা যে ফেঁসে যাবে, সেটা তুই আগে থাক্‌তে জান্‌তে পেরেছিলি, সেইজন্যেই বরদারাজ্যের ভূপতি রাওকে চিঠি লিখে খবর দিয়ে, এই ফ্যাসাত্ বাঁধিয়েছিস্! সেটা ত তোর কথায় মনে আঁচে! বা বোল্লিস্,

তা-ই শোনে, তোর উপর ভারি পড়্‌তো। তারি দ্বারা যোগাড় কোরে এই কাজ কোরেছিস্। তুই ভাবিস্, আমার রূপ গুণ দেখে গুইকুমার-বংশ একেবারে ভুলে গেছে! গুণ ত ভারি! যে সব কথা আমি বোল্লেম, যে সব কাজ তুই কোরেছিস্, তা যদি তারা জান্‌তো, কি শুন্‌তো, কি এখনো যদি শোনে, তা হলে দেখ্‌তে পাস্ যে, তোর কি হাল হয়,—তারাই তোর কি হাল করে!—রূপও তেম্‌নি! যেম্‌নি রূপ, তেম্‌নি গুণ! রূপের ছটায় ত বিজলি চম্‌কায়! আহা! কিবে রূপ! রং ত ফেটে পোড়্‌চে! এম্‌নি রং যে, ধবল খুঁজ্‌তে আর হাস্‌পাতালে যেতে হয় না! চুল-গুলো কাফ্রীদের মতন কোঁকড়ানো কোঁক্‌ড়ানো, তায় আবার গোরুর লেজের মতন পিঠ্ পর্য্যন্ত লতিয়ে পোড়েছে!—নাক্‌টা এমনি লম্বা যে, তার কাছে হাতীর শুঁড় ঝক্ মারে! —অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই নাই!—ড্যাবরা মাছের মতন চোক দুটো ফ্যাট্ ফ্যাট্ কোচ্চে, —ঠিক যেন একটা প্যাঁচা!”

এই পর্য্যন্ত বোলে দিগম্বর আবার একটু চুপ কোল্লে। আমি কিছু বলি মনে কোচ্চি, এমন সময় আবার বোল্লে, “আমি সব জানি! তোর কথাও জানি, অম্বিকার কথাও জানি, কিন্তু কিছুই বোল্‌বো না!—তুই আমার মর্ম্মান্তিক কোরেছিস্! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কারো মন্দকারী নই, আমারে তুই ধোরিয়ে দিলি! যদি আমার কিছু ভাল মন্দ হয়, তা হলে তোর মহাপাতকের আর সীমা থাক্‌বে না!—তখন তোর ধর্ম্ম থাক্‌বে কোথা?—তুই যা যা! আমি কিছুই বোল্‌বো না! আমার কপালে যা থাকে, তা-ই ঘোট্‌বে।—তুই যা যা!—পাপিষ্ঠ! জালিয়াত! মহাপাতকী! যা যা! আমি—”

আরো কিছু বল্‌বার তার ইচ্ছা ছিল বোধ হলো, কিন্তু আমি আর ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাল্লেম না,—দ্বিতীয় কথা শুন্‌লেম না;—ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে দাঁড়ালেম।—এতক্ষণ তবে অত বাজেকথা শুন্‌লেম কেন? তার একটী কারণ আছে।—ভট্টাচার্য্য রেগেছে, রাগের মাথায় যদি কিছু মনের কথা বোলে ফেলে, সেই আশায় এতক্ষণ অপেক্ষা কোচ্ছিলেম। দেখ্‌লেম, ধূর্ত্ত কিছুই ভাংলে না, সুতরাং বিরক্ত হয়ে চোলে এলেম।

আরো দু একটা কাজ ছিল, সেরে আস্‌তে সন্ধ্যা হয়ে গেল! সাতদিন আগে কৃষ্ণকিশোর বাবু আপনার কার্‌বারের গস্ত কোত্তে কাণপুরে গিয়েছেন! দিগম্বরের যে অবস্থা হলো, কারে বলি? মনে মনে ভাব্‌তে ভাব্‌তে, কতক বিস্ময়, কতক কষ্ট উপস্থিত হোতে লাগ্‌লো। অম্বিকাকে ডাক্‌লেম। ডেকে বোল্লেম, “ধর্ম্ম চারযুগের সাক্ষী। যে দিগম্বর তোমার প্রতি ততদূর অহিতাচরণ কোরেছিল, তার ফল হাতে হাতে ফেল্‌লেছে। আগেই তোমারে বোলেছি, দিগম্বর ডাকাতী অপরাধে বরদারাজ্যে চালান হবে। লাড্ সাহেবের মঞ্জুরী এসেছে, কেবল তিনটী দিন মাত্র বাকী। পাপ কর্ম্মের শাস্তি এক দিনেই হোক্, দু-দিনেই হোক্, কি দশ দিন বাদেই হোক্, হয়ই হয়। কালের ধর্ম্মে কেউ কেউ পাপাচরণ কোরে দু দিন দশ দিন সুখে থাক্‌চে বটে, কিন্তু পরিণাম বিষময়। ইহকালে ইহ-জন্মে, সে ভোগ একবার হবেই হবে। তার চাক্ষুষ প্রমাণ, দিগম্বর!—জন্মাবধি দুষ্কর্ম্ম কোরে পার পেয়ে যাচ্ছিল, বিধির বিধানে পাকে চক্রে এইবার সে বাধা পোড়েছে। এবার আর কোনো প্রকারেই নিস্তার নাই। আজ আমি

তার সঙ্গে দেখা কোত্তে সিক্রোলের হাজত-গারদে গিয়েছিলেম—"

আমার কথা শেষ হোতে না হোতে অম্বিকা সাগ্রহে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হ্যাঁ গা! সে আমার কথা কি বোল্লে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "অনেক জেদ্ কোরেছিলেম, বিট্‌লে কিছুই বোল্লে না। আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি! কেবল রেগে রেগে আমারেই কতকগুলো গালাগাল দিলে। আমি তার ভাল কোর্‌বো বোলে,—বরদার মহারাজকে অনুরোধ কোরে, আমি তার ভাল কোর্‌বো বোলে, অনেক আশ্বাস দিয়েছিলেম, ধূর্ত্ত কিছুতেই বাগ্ মানলে না!—আমার সহস্র কথায় একটুও নরম হোলো না।—আহা! এই সময় কৃষ্ণকিশোর বাবু যদি এখানে উপস্থিত থাক্‌তেন, তা হলে তাঁর সঙ্গে যুক্তি কোরে এ বিষয়ের যা হয় একটা স্থির কোত্তে পাত্তেম।"

এই কথা শুন্‌তে শুন্‌তেই অম্বিকা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হ্যাঁ গা! তিনি কবে আস্‌বেন?—বেশ মানুষ কিন্তু!"

আমি তার ব্যগ্রতা দেখে রহস্য কোরে বোল্লেম, "তিনি শীঘ্র আস্‌চেন না। বোধ হয় অনেক বিলম্ব হোতে পারে!"

কথা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অম্বিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেন গা? তিনি ত বোলেছিলেন সাতদিন গৌণেই আস্‌বেন। আজ ত সাত দিন হোয়ে গেল, তবে শীঘ্র আস্‌বেন না বোল্‌চো কেন?"

আমি মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বোল্লেম, "কার্‌বারের ঝঞ্ঝট, কি জানি, যদি আস্‌তে না-ই পারেন। সাত দিনের জায়গায় সাত মাস হোলেও হোতে পারে!"

চেয়ে দেখ্‌লেম, অম্বিকা একটু বিমর্ষ হোলো। ধীরে ধীরে বোল্লে, "বড় আমুদে মানুষ কিন্তু! সর্ব্বদাই মুখটী হাসি হাসি! আমার সঙ্গে কত দিন কত রকম যে গল্প কোরেছেন, শুনে আর আমি হাসি রাখ্‌তে পারি নি! যেমন মিষ্ট কথা, গল্পের বাঁধুনিও তেমন! তা এত গৌণ হবে কেন? তুমি কেন একখানা চিঠি লেখো না? কালই কেন আস্‌তে বলো না?"

আমার কৌতুক বৃদ্ধি হলো;—অম্বিকার ব্যগ্রতা দেখে আমার কৌতুক বৃদ্ধি হলো। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "তুমি এত ব্যস্ত হোচ্চো কেন? কাজের জন্যে গেছেন, কাজের গতিকে দেরি হোচ্চে, তুমি এত ব্যস্ত হোচ্চো কেন?"

অম্বিকা একটু সলজ্জভাবে জড়সড় হয়ে বোল্লে, "না—তা—নয়,—তা—বলি,—এই—অনেক দিন গেছেন, আজো আস্‌ছেন না;—বাড়ীতেও অতি অল্প লোক জন, তিনি থাক্‌লে, বেশ আমোদ আহ্লাদে থাকা যায়; তাই-জন্যেই তোমারে জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম!—তা, হ্যাঁ গা? এর মধ্যে তোমারে কোনো চিঠিপত্র লিখেন নি কি তিনি?"

শেষ প্রশ্নে আমি আরো যো পেলেম;—ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে কথা শোন্‌বার আরো আমি যো পেলেম।—উত্তর কোল্লেম, "চিঠি পেয়েই ত বোল্‌চি?—তিনিই লিখেছেন, সাত দিনের জায়গায় সাত মাস হোলেও হোতে পারে।"

অম্বিকা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হ্যাঁ, সত্য কি? সত্য সত্যই কি তুমি পত্র পেয়েছ? এই যে তুমি বোল্লে, কি জানি—সন্দেহ, আবার বোল্‌চো পত্র!—সত্য কি? বলো না,—আমার দিব্য, বলো না?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "না না, সে কথা

নয়! আমি তামাসা কোচ্ছিলেম, তিনি শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন।"

অম্বিকা এই কথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার কাছে সোরে এসে, উর্দ্ধদৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হ্যাঁ ভাই হরিদাস! তিনি কি জাত? শুন্‌তে পাই, কৃষ্ণকিশোর বাবু, কৃষ্ণকিশোর বাবু; কিন্তু তিনি কি জাত? তোমার জাত তুমিও জানো না, আমার জাত আমিও জানি নি, একত্রে খাই দাই থাকি! তিনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে মোটেই খান্ না! তিনি কি জাত? একদেশে বাড়ী, তা জান্‌তে পাচ্চি, কিন্তু জেতের কথা তিনিও বলেন নি, আমিও কোনো দিন জিজ্ঞাসা করি নি। তুমি কি তা জানো?"

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে আবার রহস্য কোরে বোল্লেম, "কৃষ্ণকিশোর বাবু দুই একদিনের মধ্যে আস্‌ছেন বটে, কিন্তু এসেই আবার বাড়ী যাবেন। বিশেষ শুনেছি, কাশীতে আর তিনি আদৌ থাক্‌চেন না!"

"এই যে তুমি বোল্লে, শীঘ্র আস্‌চেন, আবার বোল্‌চো, এখানে থাক্‌চেন না, তুমি কি আমার সঙ্গে তামাসা কোচ্চো? যে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তার উত্তর দিলে না। তিনি কি জাত? হ্যাঁ ভাই হরিদাস! তিনি আজও বিয়ে করেন নি কেন? বিয়ের ত বয়েস হয়েছে, তবে আজো বিয়ে করেন নি কেন? কথায় কথায় তিনিই একদিন বোলেছেন, বিয়ে হয় নি। কেন গা?" এই কটী কথা বোলে অম্বিকা সোৎসুকনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো।

আমি নিস্তব্ধ! বিস্ময়ে, আশ্চর্য্যে, কৌতুহলে, সন্দেহে, নিস্তব্ধ! পাঁচমিনিট পরে উত্তর কোল্লেম, "বিবাহ করেন নি। কেন করেন নি, তা আমি বিশেষ কোরে বোল্‌তে পারি না।—জাতের কথা যা তুমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলে, তাতে ওঁরা মস্ত লোক, কুলীন-কায়স্থ! মিত্রবংশ, দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন!—সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ!—তা যা হোক্, দিগম্বর—ভাল কথা!—বরদার রাজকুমার ভূপতি রাওকে একখানা পত্র লিখ্‌লে ভাল হয় না? দিগম্বর সেই রাজ্যেই চালান হোচ্চে, রাজপুত্র যদি চেষ্টা কোরে তার পেটের কথা, মনের কথা, বার্ কোত্তে পারেন। তিনি হোচ্চেন বড়লোক, বিশেষতঃ রাজদণ্ডের ভয় আছে, তাঁর কাছে সব কথা বোল্লেও বোল্‌তে পারে। কি বলো, এই পরামর্শ ভাল নয়?"

অম্বিকা যেন আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বোল্লে, "বেশ ত, তবে তা-ই করো!" এই কথা বোলেই মাথা হেঁট কোরে আবার বোল্লে, "এই সময় তবে তাঁকেও কেন এক খানা পত্র লেখো না?"

আমি বুঝ্‌তে পেরেও কৌশল কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তাঁকে, কাকে অম্বিকে? কৃষ্ণকিশোর বাবুকে?"

অম্বিকা লজ্জায় নম্রমুখী হলো, আমার পানে চাইলেও না, দ্বিরুক্তিও কোল্লে না।

আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম;—বোল্লেম, "আচ্ছা রাত্রি অনেক হোয়েছে, তুমি এখন শয়ন করো গে, আমি আর আজ আহার কোর্‌বো না, পত্রখানা লিখেই শয়ন কোর্‌বো;—কাল সকালে ডাকে পাঠিয়ে দিব।" যাবার সময় অম্বিকা মুখ ফিরিয়ে বোল্লে, "দেখো, যেন ভুলো না,—একেবারে দুইখানাই লিখে রেখো!"

রাত্রি দুইপ্রহর অতীত।—আমি শয়নগৃহে প্রবেশ কোল্লেম; অম্বিকা আপনার ঘরে চোলে গেল। কুমার ভূপতি রাওকে পত্র

লিখ্‌বো স্থির কোরে কাগজ কলম নিয়ে বোস্‌চি, হঠাৎ হাসি পেলে। অম্বিকা যে রকমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কৃষ্ণকিশোর বাবুর কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে, তাতে বোধ হয়, উভয়ের প্রতি উভয়েরই অনুরাগ জন্মে থাক্‌বে।—যে সব কথা কইলে, সকলি অনুরাগের লক্ষণ! এক প্রকার সুলক্ষণ বটে; কিন্তু একটী বাধা দেখ্‌ছি। উভয়ে উভয়ের যোগ্যপাত্র বটে, কিন্তু কি জাত, অম্বিকা এই কথাই বারবার জিজ্ঞাসা কোল্লে। জাত অতি শ্রেষ্ঠ, তাতে আর সংশয়মাত্র নাই; তবে প্রশ্নকারিণী কি জাত, সেইটীতেই দারুণ সন্দেহ। পাপিষ্ঠ দিগম্বর কিছুতেই কিছু ভাংলে না; অম্বিকা যদি কায়স্থকন্যা হয়, তা হলে রাজযোটক হোতে পারে। শুনেছি, রক্তদন্তের মেয়ে নয়, কিন্তু যদি তার কোনো জ্ঞাতি কুটুম্বের মেয়ে হয়, তা হলেও ত ব্রাহ্মণের কন্যা হবে?—অম্বিকার জাত নিরূপণ না হলে ত কোনো কথাই মীমাংসা হোচ্চে না? প্রায় আধঘণ্টা এই সব কথা তোলাপাড়া কোরে পত্র লিখ্‌তে আরম্ভ কোল্লেম।—সবে দু চার্‌ছত্র লিখেছি, এমন সময় সহসা অম্বিকা দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর এসে ভয়বিহ্বলকণ্ঠে বোল্লে, "পালাও! —বড় বিপদ!—সদর দরজায় ডাকাত!—শীঘ্র পালাও!—তারা যে রকম দল বেঁধে এসেছে, না জানি আজ কি একটা সর্ব্বনাশই ঘটায়! —খিড়্‌কীর দরজায় প্রায় পাঁচ সাত জন লোক সজোরে আঘাত কোচ্চে; ভাংলে, আর বিলম্ব নাই। সম্মুখে দু তিন জন লোক পাহারা দিচ্চে, বেরিয়ে যাবার পথ পর্য্যন্ত আট্‌কেছে!"

অম্বিকার কথা শুনে আমার ভয় হোলো। চিঠি লেখা ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এধার ওধার উঁকি মেরে দেখ্‌লেম,—যথার্থই ডাকাত পোড়েছে। সদর দরজা সদর রাস্তার নিকট বোলেই খিড়্‌কীর সম্মুখে,—সদর ফটকে জন-দুইতিন অস্ত্রধারীলোক থানা দিয়েছে, —পায়ে পায়ে পায়চারী কোচ্চে; ভাবে বোধ হলো, পাহারা দিচ্চে। এখন পালাবার উপায় কি? অম্বিকাকে বোল্লেম, "রাইমণিকে সঙ্গে কোরে আমোদিনীর মেয়েটীকে কোলে নিয়ে তুমি আগে পালাও। এই বাড়ীর পূর্ব্বগায়ে যাদের বাড়ী, ছাদের উপর দিয়ে সেই বাড়ীতে তোমরা পালাও! আমার খান্‌কতক বিশেষ দরকারী দলীলপত্র আছে, তাই নিয়ে আমি পশ্চাৎ যাচ্চি। তোমরা আগে পালাও।—আমি শীঘ্র যাচ্চি।"

অম্বিকা সভয়ে ব্যস্ত হোয়ে বোল্লে, "দলীল-পত্র থাক্‌, তুমি শীঘ্র প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসো;—এখুনি তারা এসে তোমারে খুন কোর্‌বে।"

আমি বোল্লেম, "কোনো চিন্তা নাই, এখুনি আমি যাচ্চি, পাছে সেগুলো তারা ছিঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট করে, সেইজন্যে ফেলে যেতে পাচ্চি না।" এইকথা বোল্‌চি, এমন সময় বাড়ীর ভিতর গুম্ গুম্ কোরে মানুষের পায়ের শব্দ পেলেম। বোধ হলো যেন, তিন চার জন-লোক খিড়্‌কীর সিঁড়ী দিয়ে উপরে উঠ্‌চে। ত্রস্ত হয়ে অম্বিকাকে বোল্লেম, "পালাও!—পালাও! আর সময় নাই! আমার জন্যে ভেবো না, পালাও!"

"শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো!" বোল্‌তে বোল্‌তে অম্বিকা চোলে গেল। রাইমণিকে ডাক্‌তে, কি সোহাগাকে তুল্‌তে আর সময় পেলে না;—একাকিনী চোলে গেল। কথা-গুলি বোল্‌তে অনেক সময় লাগ্‌লো বটে, কিন্তু পাঠক মহাশয় অবশ্যই বুঝ্‌বেন, কায্য হোতে

দু তিনমুহূর্ত্তেরও অধিক লাগে নি।—অম্বিকা একাকিনী চোলে গেল। আমি সবেমাত্র দলীলগুলি আর সঞ্চিত টাকাগুলি নিয়ে বেরুচ্চি, দেখি, পাশের বারাণ্ডার ধারে জন-দুইলোক দুড় দুড় কোরে ছুটে গেল! তাই দেখে আমি তাড়াতাড়ি ছাদে উঠ্‌বার জন্যে অগ্রসর হোলেম; কিন্তু সময় পেলেম না। এক জন লোক মোটা-গলায় চেঁচিয়ে বোল্লে, "তোরা ওদিকে খোঁজ্, আমি এদিক আগ্‌লে দাঁড়িয়েছি।" স্বর লক্ষ্য কোরে জান্‌লেম, ছাদে উঠ্‌বার দরজা থেকেই আওয়াজ এলো। সিঁড়ীতেও ডাকাত পাহারা।

আটঘাট বন্ধ, কোনো দিকেই আর পালাবার পথ নাই।—মহা বিপদ উপস্থিত, হুলস্থূল ব্যাপার!—কোথা দিয়ে পালাই? চারিদিকে দুম্ দুম্ গুম্ গুম্ শব্দ হোতে লাগ্‌লো।—আর উপায় নাই,—এখুনি এই ঘরে আস্‌বে।—কি করি?—চেঁচামেচি শব্দ হোতে লাগ্‌লো। এক-জন বোল্লে, "ছুঁড়ীটা কৈ?" দু তিন জন লোক সেইস্বরে প্রতিধ্বনি কোরে বোল্লে, ছুঁড়ীটা কৈ?" আর এক স্বর বোল্লে, "ছোঁড়াটা আমার মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছে।—আজ আমি তার শোধ নেবোই নেবো!—মুণ্ডোকুচি কোর্‌বো, তবে ছাড়্‌বো!" স্বর যেন বজ্র-নিঃস্বন!—সরোষ, উচ্চ, গম্ভীর, জড়িত অস্পষ্ট-স্বর কর্ণে প্রতিঘাত কোল্লে, অপরিচিত নয়, কিন্তু ঠিক আঁচা গেল না;—রেগে রেগে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে; ঠিক আঁচা গেল না। শেষে তারা হো হো রবে হল্লা কোরে আর একটা ঘরে ঢুক্‌লো। আমি নিশ্চয় বুঝলেম, অম্বিকারে হরণ কোত্তে এসেছে। গা কেঁপে উঠ্‌লো। আমার প্রাণের সমূহ বিপদ,—যে দু একটা কথা শুন্‌লেম, তাতে স্পষ্ট জানা গেল, আমারও প্রাণের সমূহ বিপদ। যাই কোথা?—করি কি? ভাব্‌ছি, হঠাৎ জনকতক লোক আমার ঘরের দরজার কাছে এসে চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। আর সময় নাই, পাশ্-দরজা দিয়ে বেরিয়েই দৌড়! একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেল্লেম। জানা ছিল, সেই ঘরের দরজার পাশে একটা চোরা কাম্‌রা আছে।—কাশীতে আগে আগে অত্যন্ত ডাকাতের ভয় ছিল বোলে, বড়লোকেরা সকলেই প্রায় আপনার আপনার বাড়ীতে এক একটা চোর-কুটুরী রাখ্‌তেন। এ বাটীতেও সেই রকম আছে, কিছু দিন থেকেই আমি সেটী জান্‌তে পেরেছিলেম। কালবিলম্ব না কোরে সেইটীর ভিতর তৎক্ষণাৎ ঢুকে পোড়্‌লেম।

প্রায় আধ্‌ঘণ্টা অতীত। ডাকাতদের হল্লা, চীৎকার, শুন্‌তে পাচ্চি,—বুঝ্‌তে পাচ্চি না। চীৎকার কোচ্চে, লাফালাফি কোচ্চে, দরজা ভাংচে, উদ্দেশে গালাগাল দিচ্চে, রৈ রৈ কাণ্ড! আমার গুরুতর ভাব্‌না উপস্থিত!—নিজের প্রাণ এখন এক প্রকার নিরাপদ বটে, কিন্তু প্রথম ভাব্‌না অম্বিকা।—অসহায়া অবলা যদি একাকিনী পালাতে না পেরে থাকে, তবেই ত বিষম গণ্ডগোল!—পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী ধরা পোড়্‌বে! ডাকাতেরা প্রথমেই "ছুঁড়ীটা কোথায়? ছুঁড়ীটা কোথায়?" বোলে চীৎকার কোরেছিল।—ছুঁড়ীটা কে? আমার নিশ্চয় বোধ হোচ্চে, পাপিষ্ঠেরা অম্বিকাকেই খুঁজ্‌চে।—কিন্তু অম্বিকাকে খুঁজ্‌চে কেন? কারা এরা?—অম্বিকার কাছে এদের দরকার কি? অম্বিকা যদি পালাতে না পেরে থাকে, তবেই ত নিশ্চয় ধরা পোড়্‌বে!—হরিণী বাঘের মুখে পোড়েছে, এবার আর উপায় নাই,—আমার প্রাণদায়িকার উদ্ধারের এবার

আর উপায় নাই! অবলা অনূঢ়া সতী সাধ্বীর কি দশাই না জানি ঘোটেছে? এইরূপ ভেবে, তার কল্যাণ-কামনায় জগদীশ্বরকে ধ্যান কোত্তে লাগ্‌লেম; মনে মনে সেই বিপত্তে-কাণ্ডারীকে বারবার ডাকলেম। এ সময় তিনি ভিন্ন আর নিস্তারকর্ত্তা কে-উ নাই।

আর সোহাগা?—আহা! বালিকা, অকাতরে ঘুমুচ্চে, এ বিপদ কিছুই জান্‌চে না,—বিপদ কারে বলে, অজ্ঞান বালিকা তা জানেও না!—যদিও সে বেশ্যাকন্যা, হোক্, তবু যখন আমার আশ্রয়ে রয়েছে তখন তার বিঘোরে প্রাণ গেলে আমার অন্তরে ব্যথা লাগ্‌বে। ডাকাতেরা হয় ত তারে মাড়িয়েই মেরে ফেল্‌বে!—আহা! মাতৃহীনা এখুনি ঠুস্ কোরে মারা যাবে। আবার মনে কোল্লেম, ক্ষুদ্র—অপোগণ্ড, তারেই বা মার্‌বে কেন?

তৃতীয় ভাবনা, রাইমণির কি হলো? যদিও সে দাসী বটে, অথচ অপঘাতে মারা পোড়্‌বে, এ বেদনা অসহ্য।—ঘুমিয়ে পোড়েছে, কিছুই জান্‌তে পারে নি, তার অদৃষ্টে যে আজ কি ঘোট্‌বে, কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চি না।

ভাব্‌চি, এমন সময় অকস্মাৎ "কোথায় গেল, কোথায় পালালো,—ওরা সব কোথায় লুকালো,—ছোঁড়াটাই বা কোথা,—ছুঁড়ীটাই বা কোথা?" এই রকম রল্লা কোরে দরজা ভেঙে ডাকাতেরা রান্নাঘরে প্রবেশ কোল্লে। আমি তাদের দেখ্‌তে পাচ্চি না, কেবল আওয়াজ শুন্‌তে পাচ্চি মাত্র। একজন বোল্লে, "তারা গেল কোথা?" দ্বিতীয় স্বর যেন চোম্‌কে উঠে উত্তর কোল্লে, "বোধ করি আমাদের সাড়া পেয়ে কোন্‌দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে?"

এই উত্তর পেয়ে প্রথম স্বর একটু নীরব হোলো। এই অবসরে হর্ষ আর বিস্ময় আমার চিত্তকে আলোড়িত কোরে তুল্লে?—হর্ষের কারণ অম্বিকার কোনো অমঙ্গল ঘটে নি। চতুরা হরিণী ব্যাধের হাত থেকে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন কোত্তে পেরেছে। মনে মনে আশঙ্কা কোচ্ছিলেম, ঈশ্বরের কৃপায় সে আশঙ্কা দূর হোলো, জগৎপিতাকে ধন্যবাদ দিলেম। বিস্ময়ের হেতু, দ্বিতীয় স্বর স্পষ্ট পরিচিত। সেই চির-ঘৃণিত কর্কশস্বর কার?—কে সেই ব্যক্তি?—পাপিষ্ঠ পাষণ্ড নরহন্তা বীরচন্দ্র!—সেই দুরাচার আমারে জব্দ কোরে অম্বিকাকে হরণ করবার জন্যেই দস্যুদল একত্র কোরেছে?

যে স্বর প্রথমে কথা কোচ্ছিল, সে স্বর নয়, আর এক স্বর জিজ্ঞাসা কোল্লে, "বীরচন্দ্র! তুমি খামোকা সেই ছোটো—ক্ষুদে মেয়েটীকে আছড়ে মেরে ফেল্লে কেন? সে বেচারা নির্দ্দোষ,—বাচ্ছা, তারে খুন করবার দরকার?"

বীরচন্দ্র উত্তর কোল্লে, "সে আমার সম্পর্কে ভাগ্নী হোতো! আমাদের বংশে ভাগ্নী রাখ্‌তে নাই, সেইজন্যেই সাম্‌নে পেয়ে এক আছাড়ে অক্কা পাইয়েছি! তাও বটে, আর রাগও হয়েছিল; যাদের খোত্তে এসেছিলেম, তাদের কাউকেই দেখ্‌তে পেলেম না; রাগও হয়েছিল, সেইজন্যেই আক্রো ধাঁ কোরে তারি উপর কোপ্ ঝেড়ে দিলেম!"

বীরচন্দ্র এই সব কথা বোল্‌চে, এমন সময় আর দুজন ডাকাত সেই ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "কোথাও কারো সন্ধান পাওয়া গেল না,—খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হোয়েছি,—কাউকেই দেখ্‌তে পেলেম না! ছুটোছুটী কোরে বেদম হোয়ে গেছি। বীরচন্দ্র আমাদের আচ্ছা কষ্টটা দিলে বটে। কোথায়

বা হরিদাস, আর কোথায়ই বা, অম্বিকা!” এই সব কথা বোলে বীরচন্দ্রকে সম্বোধন কোরে রেগে রেগে আবার বোল্‌তে লাগ্‌লো, “তুই আমাদের ফাঁকি দিয়ে এনেছিস্! বিপদে ফেলে ধোরিয়ে দিবি বোলেই এখানে এনেছিস্!—কৈ, এখানেও ত কেউ নাই? তুই বোলেছিলি, হরিদাস তোর হাত থেকে অম্বিকাকে ছিনিয়ে এনেছে, হরিদাসকে জব্দ কোত্তে হবে, অম্বিকাকে ধোরে নিয়ে যেতে হবে, সকলি ফাঁকি? কাণ্ডই মিথ্যা?—হরিদাসের অনেক ধনদৌলত আছে, সে সব লুঠ কোত্তে হবে; কিন্তু কোথায় বা হরিদাস, কোথায় বা অম্বিকা, আর কোথায়ই বা ধনদৌলত! কাণ্ডই মিথ্যা? এ বাড়ীতে ত তারা কেউ নাই? তুই কোনো রকম কুমতলবে আমাদের এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছিস্! ধোরিয়ে দিবি বোলেই ফুস্‌লে ফাস্‌লে নিয়ে এসেছিস্! দেখ্, তোর কি হাল করি!”

আর এক স্বর যেন একটু ভীত হয়ে বোল্লে, “না না, তোমাদের ধোরিয়ে দিব কেন?—দোহাই ধর্ম্মের! তারা এই বাড়ীতেই ছিল, কদিন ধোরে আমি তক্কে তক্কে সন্ধান নিচ্ছি, আজও জেনে গেছি, তারা এই বাড়ীতেই ছিল।—বোধ করি, আমাদের সাড়া—”

প্রথম বক্তা তারে বাধা দিয়ে আগে রেগে উঠে যেন মুখ খিঁচিয়ে বোলে উঠ্‌লো, “ছিল ত গেল কোথা?”

দ্বিতীয় বক্তা বীরচন্দ্র।—সে থতমত খেয়ে উত্তর কোল্লে, “বোধ করি—বোধ করি—আমা—”

“রাখ্ তোর বোধ করি।—রেখে দে তোর তক্কে ফেরা!—দেখ্ তোর কি দশা হয়!—ফিকির কোরে আমাদের একটা বাড়ীর ভিতর এনে, ধোরিয়ে দেবার যোগাড় কোরেছিস্!—হারামজাদ,—বেইমান,—বদ্‌মাস্! দেখ, তোর কি হাল্ হয়! আবার কি না একটা খুন কোরে বোস্‌লো? শ্রাদ্ধটা পাকাপাকি কোচ্চিস্ বুঝি?—দেখ্ তোর শ্রাদ্ধ আজ কেমন কোরে গড়ায়!” প্রথম ডাকাত তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে এই সব কথা বোল্‌তে লাগ্‌লো।—বীরচন্দ্র অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ।

আর একজন বোল্লে, “ওদের বংশে ভাগ্নী রাখ্‌তে নাই, দুষ্টের চাতুরী অনেক। মার্ বেটাকে। এই বেটাকেই মেরে ফ্যাল।”

আর এক স্বর বোল্লে, “আমাদের ফাঁদে ফেল্‌বার জন্যেই ঐ বেটা সেই মেয়েটাকে আছড়ে মেরে ফেলেছে।—এই বেটাই বাট্‌পাড়ি কোরে এই ফ্যাসাত বাঁধিয়েছে। কখনো আমরা এমন কোরে ধরা পড়ি নি। মার্ বেটাকে।”

আর একজন আস্তে আস্তে বোল্লে, “হয় ত এ বাড়ীর লোকেরা কোতোয়ালিতে খবর দিতে গেছে;—এখুনি এসে আমাদের বেঁধে ফেল্‌বে! মার্ বেটাকে। শীঘ্র শীঘ্র কাজ নিকেশ কর্।—এরে ছাড়া হবে না; কোনোমতেই ছাড়া হবে না!—ছাড়লেই গোয়েন্দা হয়ে কোতোয়ালিতে খবর দিবে। খুন কোল্লে আপনি, শেষে উল্টে আমাদের ঘাড়েই দোষ চাপাবে।—কখনোই এরে ছাড়া হবে না।”

“ওরি নাক্‌টা কেটে ওরি হাতে দে! কাণ দুটো টেনে ছিঁড়ে ফ্যাল্!—চোক্ দুটো সাঁড়াসি দিয়ে টেনে, তারা বার্ কোরে নে!” এই রকম আস্ফালন কোরে সমস্ত ডাকাত গর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লো। আমি অন্ধকারে চোর-কুটুরীতে লুকিয়ে বোসে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনচি, কেউ আমারে দেখ্‌তে পাচ্চে না,

আমিও কাউকে দেখ্‌তে পাচ্চি না।—এই অবসরে একজন ডাকাত উচ্চৈঃস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "হোয়েছে! হোয়েছে! আচ্ছা যোগাড় হোয়েছে!"

একটু পরেই হুটোপুটী শব্দ আর বীরচন্দ্রের পরিত্রাহি চীৎকার শুন্‌তে পেলেম। বারবার কাকুতি মিনতি কোরে বোল্লে, "আমি——আমি——গোয়েন্দা——নই।—এই গোবিন্দ—একেই তোমরা জিজ্ঞাসা—সাক্ষী—আমি গোয়েন্দা—ছোঁড়াটা দাগাবাজী, ভারি মনোকষ্ট——দিয়ে——ছিল!—গোবিন্দ সব কথা—তোমাদের সন্ধান—বোলে দিয়েছিল।—জিজ্ঞাসা করো,—মন্দ—চেষ্টা করি—নি।—আমায় তোমরা মেরো না,—ওগো—তোমরা আমায় মেরো—অম্বিকার জন্যে—আমি তোমাদের—দোহাই বোল্‌চি, আমি তোমাদের—গোবিন্দকে—জিজ্ঞাসা করো,—গোয়েন্দা—নই,—মেরো না।"

নূতন এক স্বর খিঁচিয়ে উঠে বোল্লে, "বোলেছিলি বটে, কিন্তু এখন ত সব কথা মিথ্যা হলো?—তুই বেটা অতি নিমক্‌হারাম্! তোরে এরা মেরে ফেল্লে ভালই হয়, তুই ভারি দাগাবাজ্‌লোক!—ভেবে দেখ্ দেখি, আমি তোর জন্যে কতটা না কাণ্ড কোরেছি?—কতটা না উপকার কোরেছি?—কৃষ্ণকিশোরের নামে জাল-কোয়ালা পর্য্যন্ত লিখে দিয়েছি! তুই বেটা এম্‌নি পাজী, কিছুই তার মনে রাখ্‌লি নি?—কিছুই তার স্বীকার পেলি নি?—তোর এই দশা হবে না ত আর কার্ হবে? মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, আকাশে চন্দ্র সূর্য্য আছেন, তোর পাপের ফল তাঁরাই দিলেন; আমি তার কি কোর্‌বো?—দেখ্ দেখি, তুই আমার প্রাণে কেমন দাগাটা দিয়েছিস্! তুই আমার সর্ব্বনাশ কোরেছিস্! তোর জন্যেই ত অমন্ সাধের আমোদিনীটী গলায় দড়ী দিয়ে মোলো!—সে পাপ তোরে ভুগ্‌তে হবে না?—বেশ হয়েছে, হাতে হাতে ফোলেছে! বারণসী জায়গা, বিশ্বেশ্বরের স্থান, এখানে পাপ কোল্লে সদ্য সদ্যই হাতে হাতে ফলে; সে বিষয়ে তোর কাণ্ডজ্ঞান নাই?—আমাকে যেমন তুই বঞ্চনা কোরেছিস্, তোকেও তেম্‌নি মহাপাপের উচিত ফল ভোগ কোত্তে হবে, তা তুই জানিস্!"

গোবিন্দ গোবিন্দ নাম শুন্‌ছিলেম, কিন্তু কে সেই গোবিন্দ, তা কিছুই ঠিক কোত্তে পাচ্ছিলেম না। যখন শুন্‌লেম, কৃষ্ণকিশোরের নামে জাল কোরেছিল, আমোদিনীর আত্মহত্যার কথা বোল্লে, তখন বুঝ্‌লেম, এ গোবিন্দ আর অন্য কোনো গোবিন্দ নয়, সেই বর্দ্ধমানের জুয়াচোর উকীল, আমোদিনীর লম্পট উপনায়ক, দুরাচার গোবিন্দচন্দ্র কর!—পাঠক মহাশয় কি এই দুটী আনুসঙ্গিক পরিচয়ে এই পামরকে চিন্‌তে পাল্লেন? এ ব্যক্তির প্রথম পরিচয় বর্দ্ধমানের রামকুমার বাবুর উইলের প্রথম সাক্ষী। স্বর শুনেও কতক কতক বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, এখন আত্মমুখে হাটুহদ্দ গুণ-বর্ণনার ব্যাখ্যা শুনে মনের মধ্যে আর কোনো সংশয় থাক্‌লো না। পাপিষ্ঠ এখন কাশীতে এসে গুণ্ডার দলে ভোর্ত্তি হয়েছে। ষণ্ডামার্ক গুরুমশাই, হাতুড়ে গোবৈদ্য—কবিরাজ আর সরস্বতীর ত্যাজ্যপুত্র উকীল, এরা পেসাদারীতে অল্প অল্প শিক্ষা পেয়ে, পরিণামে ঠেঙাড়ে আর ডাকাতের মধ্যেই গণ্য হোয়ে থাকে।

ন্যায্যই হোক, আর অন্যায্যই হোক, ভৎর্সনা খেয়ে বীরচন্দ্র একটু চুপ্ কোরেছিল, হঠাৎ

যেন কি সাহস পেয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "গোবিন্দ বাবু! এই কি তোমার ধর্ম্ম ভাই?—এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমি তোমার এতটা কাজ কোল্লেম,—সহোদরার বাড়ীতে পর্য্যন্ত বাসা কোরে দিলেম, শেষকালে তুমি তার এই শোধ দিলে? তোমার মনে কি এতই ছিল? অবশেষে তুমি আমার এই দশা কোল্লে?—ডাকাতের হাতে প্রাণটা খোয়ালেম।

"একজন ডাকাত যেন ভারি রাগত হোয়ে বোলে উঠ্‌লো, "বেটা বড় চেঁচাতে আরম্ভ কোল্লে! বাঁধ্ ওর মুখ,—মার্ লাথি মুখে!" আবার হুটোপাটী শব্দ শুন্‌তে পেলেম। ঘরটা যেন খানিকক্ষণ—প্রায় পোনেরো মিনিট স্তম্ভিতভাবে নীরব হোয়ে রইলো। বাক্যালাপ-রহিত, কিন্তু জনসঞ্চার আছে। ঝড়ের পর আকাশ যেমন স্তম্ভিতভাব ধারণ করে, বস্তু আছে, শব্দ নাই, এই নিস্তব্ধভাবটাও সেই রকম বোধ হোতে লাগ্‌লো; মাঝে মাঝে কেবল এক একবার গোঁ গোঁ শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি মাত্র। প্রায় দশমিনিট আর কোনো সাড়াশব্দ পেলেম না; একবার যেন কল্ কল্ শব্দ কর্ণগোচর হোলো। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে! হি হি রবে হাস্‌তে হাস্‌তে কতক-গুলো লোক গুম্ গুম্ কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আরো একমুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ।

আস্তে আস্তে আমি দরজার একপাশ খুলে দেখ্‌লেম, ঘরে কেউ নাই; কিন্তু ঘরময় আলো। উনোনে একখানা কড়া চড়ানো, টগ্‌বগ্ কোরে কি ফুট্‌চে শব্দ পাচ্চি, তাতে যেন কি একটা ছট্‌ফট্ কোরে নোড়্‌চে। দস্যুরা পাছে ফিরে আসে, এই সন্দেহে তখনো আমি সাহস কোরে বেরুতে পাল্লেম না। আরো একমুহূর্ত্ত অতীত হোলো।

আর রাত নাই।—দাউ দাউ কোরে আগুন জ্বোলচে, শূন্যঘর নিশ্চয় জেনে, আমি গুপ্তকাম্‌রা থেকে বেরুলেম। গিয়ে দেখি, বীরচন্দ্র কড়ার উপর তপ্তঘিয়ে ভাজা হোচ্চে! হাত পা বাঁধা, মুখে কাপড় জড়ানো।—তাড়া-তাড়ি কড়াখানা উল্‌টে ফেলে দিলেম,—বীর-চন্দ্রকে ধোরে আগুনের কাছ থেকে সোরিয়ে একটু তফাতে রাখ্‌লেম। মাটিতে পোড়ে নিদারুণ যন্ত্রণাতে ছট্‌ফট্ কোত্তে লাগ্‌লো।—হোতেই পারে, জ্বলন্ত-ঘিয়ে ভাজা হোচ্ছিল, দারুণ যন্ত্রণা অবশ্যই হোতে পারে।—তারে ধরাধরি কোত্তে আমার হাতে দু একছিটে তপ্ত-ঘি ছিট্‌কে লেগেছিল, তাতেই আমি যাতনায় কাতর হোচ্ছিলেম; সুতরাং বীরচন্দ্র যে কিরূপ কষ্ট অনুভব কোচ্ছিল, তা আর ব্যাখ্যা কোরে বল্‌বার কথা নয়! সে যা হোক্, সে সময় আপনার যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ না কোরে তার বাঁধনগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেম। চিঁ চিঁ কোরে কথা কোচ্চে, বুঝা যাচ্চে না। ডাকাত হোক্, আর যা-ই হোক্, হাজার দুষ্ট-লোক হোক্, বীরচন্দ্রের সে অবস্থা দেখে আমার অতিশয় দয়া হোলো, মুখে একটু জল দিলেম। ডেকে ডেকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, উত্তর কোত্তে পাল্লে না। লক্ষণে বোধ হলো, প্রাণ বহির্গত হয়, আর বড় বিলম্ব নাই। সুতরাং সেই অবস্থায় তারে রেখে কোতোয়ালিতে খবর দিতে গেলেম।—কি জানি, বাড়ীতে একটা মানুষ মোর্‌চে, যদি কোনো দায়দড়াই পড়ে, এই ভেবে পূর্ব্বাহ্নেই সংবাদ দিতে গেলেম।

রাত্রি প্রভাত হয়েছে,—চৈত্রমাসের উষা-বায়ু শরীরে শিশির বীজন কোচ্চে, শাখায় শাখায় বিহঙ্গেরা কলরব কোচ্চে, আমি

কোতোয়ালিতে উপস্থিত হোয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেম। একজন কোতোয়াল আমার সঙ্গে তদারক কোত্তে আমাদের বাড়ীতে এলো।

ডাকাতী যে সত্য, তাতে আর কোতোয়ালের সংশয় থাক্‌লো না। দরজা ভাঙা, জিনিসপত্র ছড়ানো, উল্কার দগ্ধাবশেষ ভস্ম, এই সব প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেখেই তার সবিশেষ প্রতীতি জন্মালো।—বীরচন্দ্র দগ্ধ অবস্থায় যেখানে শুয়ে আছে, সেইখানে তারে নিয়ে গেলেম। ইন্দ্রিয়ের গতাগতিশূন্য বীরচন্দ্র হাত পা ছোড়িয়ে মাটিতে পোড়ে আছে; জীবনের লক্ষণ কেবল নিঃশ্বাসেই সাক্ষ্য দিচ্চে। আমি সেই অবসরে তারে একটু জল খেতে দিলেম,—খেলে। বোধ হলো, চেতনা হোয়েছে।—কোতোয়াল তারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমার এ অবস্থা কে কোল্লে!—তুমি এ বাড়ীতে কেন এসেছিলে?"

দুই তিনবার এই রকম জিজ্ঞাসার পর, বীরচন্দ্র হাঁফাতে হাঁফাতে গেঙিয়ে গেঙিয়ে উত্তর কোল্লে, "ডাকাত—ডাকাত—গুণ্ডা—গোবিন্দ,—আমি—তা—"এই কটী ছড়ীভঙ্গ কথা বোলেই বীরচন্দ্রের রসনা অবশ হোলো; —আরো কিছু বোল্‌তে ইচ্ছা ছিল বোধ হয়, কিন্তু ফুট্‌তে পাল্লে না।

কোতোয়ালকে সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, "সংক্ষেপে যা শুন্‌লে, তাতেই তোমারে এ ক্ষেত্রের তদারক সমাপ্ত কোত্তে হবে।—কতক কতক মূলকথা আমি জান্‌তে পেরেছি, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করো, যাতে কোরে ডাকাতেরা ধরা পড়ে, তার উপায় আমি কোচ্চি। বীরচন্দ্রের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, একটু সুস্থ হোক্, তুমিও দাঁড়াও, ক্রমে ক্রমে একে একে সব কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চি, অনেক তত্ত্ব এখুনি তুমি জান্‌তে পার্‌বে।"

পাঁচমিনিট অতীত হোয়ে গেল। বীরচন্দ্রের সর্ব্বশরীর যেন শিউরে উঠ্‌লো। পায়ের নখ অবধি চুল পর্য্যন্ত কাঁপ্‌লো।—আর্ত্তস্বরে সম্ভবমত চীৎকার কোরে বোল্লে, "বড় যাতনা! এমন যাতনা কেউ কখনো ভোগ করে নি!"

অবসর পেয়ে আমি বোল্লেম, "বীরচন্দ্র! এর চেয়েও অধিক যাতনা অন্ততঃ একটী প্রাণীও উপভোগ কোরেছে!"

"কেউ নয়! কেউ নয়!" এই দুটী কথা যাতনাভোগী অতি করুণস্বরেই উচ্চারণ কোল্লে।

আমি বোল্লেম, "সতী স্ত্রীর সতীত্ব-নাশ কোত্তে দুষ্ট লম্পটেরা যখন উপক্রম করে, সতীর প্রাণে তখন এর চেয়েও শতগুণ যাতনা অনুভব হোয়ে থাকে!"

বীরচন্দ্র নিরুত্তর,—একমুহূর্ত্ত নিরুত্তর। সম্বিত পেয়ে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তুমি?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বীরচন্দ্র! তুমি কি আমারে দেখ্‌তে পাচ্চো না?"

"না, দেখ্‌তে পাচ্চি না; জ্বলন্ত অনলে আমার চক্ষু অন্ধ হোয়ে গেছে; দেখ্‌তে পাচ্চি না!—কে তুমি!—তুমি কি গোবিন্দ?" বীরচন্দ্র কাতরস্বরে এই প্রশ্ন কোল্লে।

"আমি গোবিন্দ নই।—এখনো সময় আছে ভগবানের নাম করো,—জন্মাবধি শরীরধারণে যত পাপাচার কোরেছ, ঈশ্বরের কাছে তারি জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো;—পশ্চাত্তাপ করো।" সংক্ষেপে আমি এই কটী কথা গম্ভীরভাবে বোল্লেম।

"কি পাপ আমি কোরেছি?—কিসের পশ্চাত্তাপ কোর্‌বো?—ঈশ্বর কে?—ঈশ্বর নাই!—বিধাতা কেবল কথা মাত্র!—যা কিছু

ঘটনা, তা আপনা হোতেই ঘুটে!—আমি পরমেশ্বর মানি না!” মৃত্যুশয্যাশায়ী, দগ্ধ-কলেবর পাষণ্ড, এই রকম কোরে দম্ভ কোত্তে লাগ্‌লো!

“হা হতভাগ্য নরাধম! পরমেশ্বর মানো না? যাঁর কৃপায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জীবনধারণ কোচ্চে, তাঁতে তোমার অবিশ্বাস? যাঁর ইচ্ছাতে অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে তোমার সমস্ত পাপের প্রতিফল হোলো,—যাঁর ইচ্ছাতে সমস্ত আশায় নিরাশ হোয়ে এই আসন্নকালে গড়াগড়ি যাচ্চো,—যাঁর ইচ্ছাতে এখনি তোমার জীবাত্মা এই মহা কলুষিত দেহ পরিত্যাগ কোরে ভূতদেশে প্রস্থান কোর্‌বে, রে দুর্ভাগা! সেই অনন্ত শক্তিমান্ সর্ব্বসাক্ষী দয়াময়ের প্রতি তোমার অভক্তি? প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে, ধর্ম্মপথে মতি আছে, প্রত্যহ তাঁরে স্মরণ করি বোলে, তাঁরি প্রসাদে আমি আমার কৃতকর্ম্মের ফল-স্বরূপ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কমলবাস আঘ্রাণ কোচ্চি; আর তুমি পদে পদে নীচপ্রবৃত্তির সেবা কোরে, অবশেষে এইরূপ প্রতিফল উপভোগ কোল্লে! প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে, তোমার পাপের উচিত শাস্তি উপলাভ হোলো।—যে মুখে তুমি পরনিন্দা কোরে আস্ফালন কোত্তে, সেই মুখ আজ জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হোলো;—অপবিত্র রসনা দগ্ধ হোলো!—যে চক্ষে তুমি পর-নারী, পর-ধন দেখে লোভ কোত্তে, সেই চক্ষু আজ অগ্নিদগ্ধ হোয়ে অন্ধ হোলো!—যে কর্ণে পরদুঃখ, পর-গ্লানি শুনে তুমি আমোদ কোত্তে, সেই চির-হিংস্রক কর্ণ, আজ প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হোলো!—যে নিষ্ঠুর হস্ত নরনারী শোণিতে লোহিতবর্ণ ধারণ কোত্তো, সেই নিষ্ঠুর হস্ত আজ জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হোলো!—যে পাষাণহৃদয় পরশ্রীতে কাতর, আর পর-দুঃখে পুলকিত হোতো, সেই হৃদয় আজ দুরন্ত দস্যু-হস্তে দগ্ধ হোলো।—দুষ্কর্ম্মসাধনে যে পদ সত্বর হোয়ে অগ্রগামী হোতো, সেই পদ অবশেষে ভয়ঙ্কর অনলে দগ্ধ হোলো! সমস্ত অঙ্গ আহুতি দিয়ে, লোকে যেমন তুষানলে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করে, মহাচক্রীর অভেদ্যচক্রের পরি-চালনে বশীভূত হোয়ে, ডাকাতেরা তোমায় সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তব্রত আজ অতি পরি-পাটীরূপে উদ্‌যাপন করালে! এখনো সময় আছে, তাঁরে স্মরণ করো;—আমার তুমি যত অনিষ্ট চেষ্টা কোরেছ, কায়মনোবাক্যে সে সকল আমি তোমারে একবারেই ক্ষমা কোচ্চি!”

“কে তুমি? বারবার এক কথা বোলে কেন তুমি আমারে ত্যক্ত বিরক্ত কোচ্চো। কে তুমি?” বীরচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লে।

আমি বোল্লেম, “তুমি কি আমারে চিন্‌তে পাচ্চো না?—স্বর শুনেও কি বুঝ্‌তে পাচ্চো না?”

“স্বর শুনে স্মরণ হোচ্চে, হয় তুমি আমার প্রিয়সখা দিগম্বর, না হয় আমার অন্তরঙ্গ মিত্র শ্রীগোবিন্দ কর।” বীরচন্দ্র এই পর্য্যন্ত বোলে, আমি কি বলি, শোন্‌বার জন্যে একটু নীরব হোয়ে রইলো।

আমি বোল্লেম, “বীরচন্দ্র! তোমার বুদ্ধির ভ্রম হোচ্চে।—আমি গোবিন্দ করও নই, আর ডাকাত দিগম্বর ভট্টাচার্য্যও নই!”

“তবে কে তুমি?” এই তিনটী শব্দ উচ্চারণ কোরেই বীরচন্দ্র আবার মৌন হোলো।—আমি আর আত্মগোপন কোল্লেম না; স্পষ্টাক্ষরে বোল্‌তে লাগ্‌লেম। “ছেলেবেলা যে তোমাদের বাড়ীতে থেকে নাড়ীনক্ষত্র সব জেনে শুনে এসেছে, সে-ই আমি;—গুজরাটের বনে

যারে তুমি ডাকাতের হাতে ধোরিয়ে দিবার হেতু হোয়েছিলে, সে-ই আমি;—তোমার কুচক্রে ডাকাতের আড্ডায় একদিন একরাত যে না খেয়ে, না শুয়ে, দারুণ কষ্ট উপভোগ কোরেছিল, সে-ই আমি;—তোমার কুচক্রের শিকার কৃষ্ণকিশোরকে মল্লদাসের দল থেকে যে ব্যক্তি উদ্ধার কোরে আনে, সে-ই আমি; তোমার দারুণ ষড়যন্ত্রে ডাকাতের হাতে যার প্রাণনষ্ট হবার উপক্রম হোয়েছিল, সে-ই আমি। —বারাণসীর অন্ধকূপে তোমার কবল থেকে সতীসাধ্বী রমণীকে যে উদ্ধার কোরে এনেছে, সে-ই আমি;—ঘনিষ্ঠতা অবধি বারম্বার প্রপীড়িত হোয়েও একদিনের জন্যে যে তোমার ভাল বৈ মন্দ চেষ্টা করে নি, সে-ই আমি;—গত রজনীতে তুমি যারে বিনাশ কোরে চির-দুঃখিনী কুলকন্যাকে অপহরণ কর্‌বার সংকল্পে গুণ্ডা সংগ্রহ কোরেছিলে, সে-ই আমি;—আমিই সেই হরিদাস তোমার সম্মুখে উপস্থিত!"

বীরচন্দ্র স্থির হোয়ে আমার কথাগুলি শুন্‌লে। নিদারুণ যন্ত্রণায় থেকে থেকে কাতর হোচ্ছিল, এই সময় আরো কাতর হোয়ে চীৎকার কোত্তে কোত্তে ছাড়া ছাড়া কথায় বোল্‌তে লাগ্‌লো, "উঃ!—কি—যন্ত্রণা——প্রাণ——যায়!—সর্ব্ব—শরীর—জ্বোলে—জীবাত্মা——জ্বোলচে,——রক্ষা—করো!—রক্ষা—করো!——পরমেশ্বর!—দয়া—দয়া—দয়া!——তোমাকে——অব—হেলা—কোরে——এই—দশা,——আরো, যাত—না!——নরক—যাত—না!—উঃ!—নরক!—নরক!—ভয়—ভয়!—আমাকে—বাঁচাও!——জগতে——এবার—আমি—ধার্ম্মিক—আর——পাপ—কোর্‌বো—না!—চিকিৎ—সা—বাঁচাও!——আর——পাপ—কোর্‌বো—না!—অনেক—পাপ—কোরে—ছি,—পরমেশ্বর!—তোমাকে—নম—রক্ষা—করো—আর তোমা—কে—ভুল্‌—বো—না! আঃ!—আঃ!—কি কষ্ট!—যাই যে হরি-দাস?—আঃ!—জ্বোলে—গেল!——জ্বোলে গেল!—আর——বোল্‌তে—পারি—না!—বুক—জ্বোলে—ব্রহ্ম—রন্ধ্র—ফেটে—গেল! জল!—জল!—জল!——অ—অ——অ—অ—অ—"

হতভাগ্য বীরচন্দ্রের এই কটী শেষ কথা। —অপরাধী অনুতাপীর বাক্‌রোধ হোলো! —আমি তার মুখের কাছে জল নিয়ে গিয়ে দেখি, নিঃশ্বাস রুদ্ধ, জীবন নাই!

চতুরশীতিতম কাণ্ড।

প্রাতঃকালে পরিণাম।

বেলা প্রায় আট্‌টা।—কোতোয়াল ক্ষণ-কালের জন্য চোলে গেল। একটু পরেই মুর্দ্দা-ফরাস সঙ্গে কোরে ফিরে এসে লাস্‌ হাস্‌-পাতালে চালান কর্‌বার আয়োজন কোল্লে। যায়, এমন সময় আমার একটী কথা স্মরণ হোলো।—সর্দ্দার কোতোয়ালকে বোল্লেম, একটু অপেক্ষা করো,—আর একটী কাজ আছে।—সোহাগা নামে একটী ছোট মেয়ে এই বাড়ীতে ছিল, ডাকাতদের মুখে শুনেছি, দগ্ধ বীরচন্দ্র তারে আছ্‌ড়ে মেরেছে। এতক্ষণ

তার কোনো সন্ধান করা হয় নি,—চলো, দেখা যাক্, কোথায় আছে।"

কোতোয়াল আমার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো। এধার ওধার অন্বেষণ কোরে দেখি, উপরে উঠ্বার সিঁড়ীর পাশে যে একটা আঁধারে ঝুলি ছিল, তারি ভিতর সোহাগা পোড়ে আছে! একজন মুর্দ্দাফরাস ডেকে সেই মৃতদেহ ফাঁকে আনানো গেল। দেখে, অন্তরে ব্যথা পেলেম; চক্ষু দিয়ে জল পোড়্লো।—ভেবেছিলেম, অপোগণ্ড, বাচ্ছা ডাকাতেরা এরে হয় ত কিছু বোল্বেঁ না; কিন্তু পাপাত্মা বীরচন্দ্রের নরঘাতকহস্ত সেই বাচ্ছাটীকেও খুন কোরেছে!—আহা! চুলগুলি এলিয়ে পোড়েছে, মাথা ফেটে চৌচির হোয়ে গেছে, নাকে মুখে রক্ত গোড়িয়ে জমাট্ হোয়ে রয়েছে! ক্ষুদ্র বালিকার এ অবস্থা দেখ্লে অতি পাষণ্ডের চক্ষেও জল আসে। যা হোক্, যা হবার তা হোয়ে গেছে; সুতরাং কোতোয়ালকে বোল্লেম, "তোমরা দুই লাস্ নিয়ে চালান করো, আজ আমার মন কিছু চঞ্চল হোয়েছে কাল সকালে কোতোয়ালিতে গিয়ে যা বলবার আছে, সুস্থ অন্তরে জানাবো।"

লোকেরা লাস্ নিয়ে চোলে গেল।—আমি নানা রকম চিন্তা কোত্তে কোত্তে বাড়ীর ভিতর এদিক ওদিক কোরে বেড়াতে লাগ্লেম। ভাব্চি, অম্বিকা এখনো এলো না কেন? চতুরার কোনো বিপদ ঘটে নি, সেটী বেশ জান্তে পেরেছি, কিন্তু এখনো আস্চে না কেন?—রাইমণি গেল কোথা? তার যে কোন তত্বই পাচ্চি না!—ডাকাতেরা কি তারেও খুন কোরেছে?—না,—তা হলে রান্নাঘরে গল্প কোত্তো।—তবে রাইমণি গেল কোথা? ডাকাতেরা কি তারে ধোরে নিয়ে গেছে? এই রকম ভাব্চি, দেখি, রাইমণি সম্মুখে। দেখেই আমি তারে সৌৎসুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন কোরে রক্ষা পেলে,—ছিলে কোথা?" রাইমণি উত্তর কোল্লে, "পাত্কোর ভিতর লুকিয়ে ছিলেম।—সেটাতে জল নাই জান্তেম, গহেরাও বড় অধিক নয়; ঘরের ভিতর লোকের ছুটোছুটী চেঁচামেচি শুনে, ভয়ে জড়সড় হোয়ে, আস্তে আস্তে তারি ভিতর গিয়ে লুকুই, কেউ দেখ্তে পায় নি; তাতেই নিস্তার পেয়েছি।—অম্বিকার কি হলো?—সোহাগার কি হোলো?—তুমি কেমন কোরে রক্ষা পেলে?—তোমাদের জন্যেই বড় ভাব্না হোয়েছিল।"

শুন্চি,—উত্তর করি করি মনে কোচ্চি, অম্বিকা এলো।—প্রফুল্লনেত্রে তার পানে চেয়ে দেখ্লেম;—নির্ভাবনা হোলেম। অম্বিকা ধীরে ধীরে আস্‌ছিল, আমাদের দেখ্তে পেয়ে দ্রুত-পদে নিকটবর্ত্তিনী হোলো। শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেমন কোরে রক্ষা পেলে? পরমেশ্বরকে প্রণাম! সারাটী রাত আমি তোমারি জন্যে ভেবেছি,—কেমন কোরে রক্ষা পেলে? রাইমণি তু-ই বা কেমন কোরে নিস্তার পেলি? সোহাগা কৈ?—তাকে ত ডাকাতেরা কোনো যন্ত্রণা দেয় নি?"

সংক্ষেপে আমি অম্বিকার কতক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তিনজনে একটী ঘরে গিয়ে বোস্‌লেম।—রাত্রের মধ্যে যা যা ঘটনা হোয়েছে, সেইখানেই একে একে সব কথা বোল্তে লাগ্লেম।—আমার পালাবার কৌশল শুনে দুজনেই মুখ চাওয়া চাউই কোরে অল্প অল্প হাস্তে লাগ্লো। যখন শুন্লে বীরচন্দ্র এই দস্যুচক্রের নায়ক, তখন দুজনেই শিউরে উঠ্লো। যখন শুন্লে গোবিন্দ কর তার

সহায়, তখন রাইমণি চোম্‌কে উঠ্‌লো। অম্বিকা তারে চেনে না, নামও কখনো শোনে নি, সুতরাং স্থিরচক্ষে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো। যখন শুনলে, বীরচন্দ্র সোহাগাকে আছাড় মেরে খুন্ কোরেছে, তখন দুজনেই একেবারে "আহা-হা" কোরে কাতর হোতে লাগ্‌লো। উভয়ের বদনই বিষণ্ণ হোলো,—চারিচক্ষু দিয়েই টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌লো! অম্বিকা মৃদুস্বরে বোল্লে, "আহা! দুধের বাছা!—যার মেয়েই হোক্,—মা-খেকো মেয়ে, কিছুই জানে না, পাপিষ্ঠ বীরচন্দ্র কোন্ প্রাণে তারে মেরে ফেল্লে?—তা আবার আছ্‌ড়ে?—কি কঠিন প্রাণ! ভগবান্ যদি থাকেন, তবে এর বিচার হবেই হবে! যে রাত্রে পাপিষ্ঠ আমার গায়ে হাত দিয়ে অপমান কোরেছে, সেই রাত্রেই আমি মনে মনে শাপ দিয়েছি, জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হোয়ে তার মরণ হবে! আজও বোল্‌চি, বিনা দোষে খুনে যখন একটী অজ্ঞান মেয়েকে আছ্‌ড়ে খুন কোরেছে, তখন ভগবান তাকে অবশ্য অবশ্যই দগ্ধে দগ্ধে মার্‌বেন!" এই কথা বোলে পরিতাপিনী সজোরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে।

একমুহূর্ত্তের জন্যে আমার স্বরস্তম্ভ হলো;—শরীর রোমাঞ্চ হোয়ে উঠ্‌লো! ভাব্‌লেম, জগতে সতীস্ত্রীর মহিমা অতুল্য! দেবরাজ-মহিষী পৌলোমী শচীদেবীরও অমরপুরে এত দূর উচ্চ মহিমা নাই! জগদীশ্বর স্বয়ং সাধ্বী সতীর মনোবাক্য শ্রবণ করেন! এই সব ভেবে আমি গম্ভীরবদনে সুগম্ভীর স্বরে অম্বিকারে বোল্লেম, "অম্বিকে!—দিদি!—পবিত্রা কুমারি! সতীবাক্য সার্থক হোয়েছে;—মনোরথ সফল হোয়েছে;—তোমার অভিশাপ হাতে হাতে ফোলেছে! ডাকাতেরা কাল রাত্রে বীরচন্দ্রকে জলন্ত অগ্নিতে ঘিয়ে চোড়িয়ে ভাজা ভাজা কোরে মেরেছে!"

অম্বিকার চক্ষু উজ্জ্বল হোলো।—সেই উজ্জ্বলনেত্রে আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে ঊর্দ্ধভাগে দৃষ্টিপাত কোল্লে। বদন গম্ভীর,—সভয়ে গম্ভীর! সেই গম্ভীরতা যেন ঘৃণা আর ভয়ের সাক্ষ্য জীবন্তরূপে প্রদান কোর্ত্তে লাগ্‌লো;—কিন্তু রসনা বাক্যোচ্চারণ শূন্য,—মূর্ত্তি তেজস্বিনী!

চপলস্বভাব রাইমণি আর ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাল্লে না।—উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠ্‌লো, "বেশ হোয়েছে,—বেশ—হোয়েছে!—দেবতারা মুখ তুলে চেয়েছেন! যেমন কর্ম্ম, তেম্‌নি তার ফল ফোলেছে! আমি—"

অম্বিকার মৌনভঙ্গ হোলো। রাইমণির কথা শেষ হবার আগেই আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "দেখ ভাই হরিদাস! পরমেশ্বরকে কেউ-ই দেখ্‌তে পায় না সত্য, কিন্তু এই রকম ফলাফলের কাজ দেখেই তাঁরে প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে সব দেখেন, সর্ব্বত্রে থাকেন, এতেই আমরা তা জান্‌তে পারি!"

অম্বিকার কথা শুনে আমার অতিশয় আনন্দ হোলো।—অবলা রমণীর এতদূর বিশ্বাস আছে, এ শুনলে কার না মনে আনন্দ হয়? সুতরাং হর্ষোৎফুল্লনয়নে সোৎসুকে আমি বোল্লেম, "অম্বিকে! তুমি যথার্থ বোলেছ; কার্য্যেতেই জগৎপিতাকে দেখা গিয়ে থাকে! বীরচন্দ্র এই বয়সে কত দুষ্কর্ম্ম কোরেছিল, তুমি তা সব জানো না, আমি বালককালে ওদের বাড়ীতে অনেকদিন ছিলেম, অনেক ভয়ানক ভয়ানক গুপ্তকথা আমি জানি; রাইমণি বরং আমার চেয়ে আরো অধিক জানে; অন্যান্য

স্থানে থেকেও আমি বীরচন্দ্রের অনেক দুষ্ক্রিয়ার পরিচয় পেয়েছি; নিজে কতক কতক ফলভোগও কোরেছি; দু একটা পাপাচার দেখেই তুমি তার উপর যে রকম ঘৃণা প্রকাশ কোচ্চো, সব কথা শুন্‌লে না জানি তোমার পবিত্রচিত্ত কতদূর পর্য্যন্ত উত্তেজিত হোতো। বীরচন্দ্র মূর্খ, গোঁয়ার, পাষণ্ড, নাস্তিক ছিল। পরের মন্দ যাতে হয়, সর্ব্বদা তার সেই চেষ্টাই জপমালা ছিল। পরের সুখে, পরশ্রীতে, নিয়তই হিংসাবিষে জ্বোলে যেতো,—পরধনে, পরনারীতে, সর্ব্বদাই সে আসক্ত থাক্‌তো,—প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, আর দাগাবাজীতে তার অন্তরাত্মা আমোদিত হোতো।—নীচসেবা, চাটুবাদ, আত্মশ্লাঘা, গর্ব্বগরিমা, বন্ধুবিচ্ছেদ, আর ঠকামীতে তার চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হোতো।—চুরি, জুয়াচুরি, নরহত্যা, আর ধড়িবাজীতে অদ্বিতীয় বোল্লেও বলা যেতো! এক কথায় বোল্‌তে গেলে, পৃথিবীতে এমন গুরুতর পাপই নাই যে, বীরচন্দ্র যার সেবা না কোরেছিল।—কালের ধর্ম্মে একদিনও কোনো বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে হয় নি; দুর্য্যোধনের ন্যায় অধর্ম্মেরি জয় হোয়ে আস্‌ছিল, কিন্তু এক লহমার মধ্যে জগদীশ্বর তার সমুচিত শাস্তি প্রদান কোল্লেন। চিরজীবনের পাপ এক নিমেষমধ্যেই প্রজ্বলিত অনলে আহুতি হোলো।—মহাপাপী বীরচন্দ্রের দগ্ধ-রসনা অন্তকালে ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ কোরেছিল! এই সঙ্গে একটী নীতিকথা,—উপদেশ কথার আভাস পাওয়া যায়। হাজার পাপী, হাজার দুর্জ্জন, হাজার পাষণ্ড, হাজার নাস্তিক হোক্, কিন্তু আসন্ন-কালে মৃত্যু-যাতনায় ইন্দ্রিয় অবশ হোয়ে এলে, একবার তাঁরে স্মরণ কোরে অনুতাপ কোত্তে হবেই হবে! মুখ ফুট্‌তে না পাল্লে, মনে মনেও পশ্চাত্তাপ কোত্তে হবে। কেবল একা বীরচন্দ্র বোলে নয়, সমস্ত জগতেরই এই পরিণাম! যারা যারা জীবনকালে পাপাচার করে, জীবনান্তকালে তারাই আবার এইরূপ দশা প্রাপ্ত হয়। পাপাগ্নি নরকাগ্নির পতঙ্গ।”

কথায় কথায় বেলা দুইপ্রহর বাজ্‌লো। আমরা স্নানাহার কোরে বিশ্রাম কোত্তে গেলেম। গত রাত্রের দারুণ কষ্টে সেদিন সেরাত্রি আর কোনো কাজ কোল্লেম না।

পঞ্চাশীতিতম কাণ্ড।

কোতোয়ালী।—পত্র

পরদিন প্রাতঃকালে উঠে কোতোয়ালিতে গেলেম। প্রধান সহর-কোতোয়াল আমার পরিচয় জান্‌তে পেরে যথেষ্ট সমাদর কোল্লেন। যে জন্যে আমি গেছি, বল্‌বার আগেই তিনি সেটী বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। প্রশ্নমতে আমি একটী একটী কোরে উত্তর দিতে লাগ্‌লেম। টাকাকড়ি কিছুই যায় নি, ডাকাতেরা কেবল জানালা দরজা ভেঙে কতকগুলো জিনিসপত্র নষ্ট কোরেছে। বাড়ীর একটী স্ত্রীলোকের উপর, আর বোধ হয়, আমার জীবনের উপর

তাদের লক্ষ্য ছিল, সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বোলে রান্নাঘরে যতকিছু গল্প শুনেছিলেম, ঠিক ঠিক সেগুলি আমি বর্ণন কোল্লেম। দলে কে কে ছিল, সেটা শুনি নি, কাজেই তা বোল্‌তে পাল্লেম না। কেবল গোবিন্দ কর আর বীরচন্দ্রের নাম স্পষ্টাক্ষরে শুনেছিলেম, তা-ই জানালেম। গোবিন্দ কর সর্দ্দার গোয়েন্দা, তারে ধোত্তে পাল্লে, চক্রের সমস্ত লোক ধরা পোড়্‌তে পারে, এরূপ সম্ভাবনা; সে কথাও বোল্লেম। কোতোয়াল আমার সমস্ত এজাহার লিখে নিয়ে আমারে বিদায় দিলেন। গোবিন্দ করকে ধর্‌বার জন্যে চারিদিকে চারজন কোতোয়ালকে নিযুক্ত করা হোলো। বেলা প্রায় দশটার সময় আমি বাসায় এলেম।

সেইরাত্রে কৃষ্ণকিশোর বাবুও কাণপুর থেকে গস্ত কোরে ফিরে এলেন। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, বিষয়কর্ম্মের বৃত্তান্ত, আর অন্য অন্য বিবরণ শুন্‌তে শুন্‌তেই রাত্রি অধিক হোলো। তাঁরে বৈঠকখানায় বোসিয়ে আমি বাড়ীর ভিতর গেলেম।—অম্বিকা তখন ঘুমুচ্চে। আমি তারে ডেকে ভঙ্গীক্রমে রহস্য কোরে বোল্লেম, "অম্বিকে! উঠো! একটী মানুষ এসেছে, দেখ্‌বে এসো!"

অম্বিকা চোক মুছ্‌তে মুছ্‌তে উঠে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে মানুষ হরিদাস? —কে এসেছে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "এসেছে একজন, দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বে!"

অম্বিকা আরো আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে ভাই হরিদাস, কে এসেছে, বল্লো না ভাই?"

আমি চার্ পাঁচবার আস্‌কথা পাশ্‌কথা পেড়ে বোল্লেম, "এতদিনের পর তোমার কৃষ্ণকিশোর বাবু বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন!"

অম্বিকার মুখে দুইভাবই পরিলক্ষিত হলো, —লজ্জা আর হর্ষ!—নবাগত বন্ধুর সম্বন্ধে প্রায় পাঁচমিনিটকাল কথাবার্ত্তা চোল্লো;—রসনার বিরাম নাই!—এধারে রাত্রিও ক্রমে অধিক হোতে লাগ্‌লো, সুতরাং তখনকারমত সে বিষয়টী স্থগিত রেখে কৃষ্ণকিশোর বাবুকে বাড়ীর ভিতর ডেকে আন্‌লেম।—সকলেই স্বীয় স্বীয় শয়ন ঘরে প্রবেশ কোরে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হোলেম।

পরদিন কৃষ্ণকিশোর বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি আমাকে যে ইতিমধ্যে পত্র লিখেছিলে, তাতে দিগম্বর ভট্টাচার্য্য বরদা-রাজ্যে চালান হোচ্চে লেখা ছিল; সেখানকার বিচারে তার কি হোলো, কোনো সংবাদ পেয়েছ কি? অম্বিকার পরিচয় সে কি কিছু বোলেছে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজও চালান হয় নি, আজ শেষদিন। লাড্ সাহেব মঞ্জুরী এসেছে, আজ চালান্ হবে। অম্বিকার পরিচয় জান্‌বার জন্যে আমি তিন তিনদিন তার কাছে হাজত-গারদে গিয়েছিলেম; ধূর্ত্ত কিছুই বোল্লে না; রেগে রেগে আমারেই কেবল গালাগাল দিলে।"

গত রাত্রে অম্বিকার সঙ্গে কৃষ্ণকিশোর বাবুর দেখা হয় নি, তিনি কথোপকথনের ছলে উত্তম অবসর পেয়ে কৌশলক্রমে বোল্লেন, "বেটা ভারি ধূর্ত্ত!—আহা! অম্বিকা অতি অভাগিনী, কিন্তু অতি সুশীলা! ভালমানুষ বোলেই তার কপালে এত বিড়ম্বনা!—কে বাপ, কে মা, কি জাত, কিছুই জানে না।—

যারা জানে, তারাও কপটতা কোরে বোলচে না;—দিগম্বর ভয়ঙ্কর লোক!—আহা! অম্বিকা যখন মুখখানি বিষণ্ণ কোরে একাকিনী বোসে থাকে, তখন তারে দেখে আমার বড় দয়া হয়! আমরা যখন নিকটে থাকি, তখন বেশ হাসে, খেলা, কথা কয়, কিন্তু একলা হোলেই বিমর্ষ হোয়ে কি ভাবে!"

কৃষ্ণকিশোর বাবুর এই সব কথা শুনে আমি বোল্লেম, "সত্য কথা, অম্বিকার জন্যে আমার বড় ভাবনা হোয়েছে। কোনো রকমে কিছু সন্ধান পাওয়া যাচ্চে না, করি কি? কার কাছে সন্ধান পাই? মাণিক বাবু পরিচয় জানেন, কিন্তু তিনি যে রকমের লোক, সহজে —কোনোমতেই তা বোল্‌বেন না।—তাঁরি ভাংচিতে বিট্‌লে বামুণ দফে দফে বজ্জাতি কোচ্চে।" কৃষ্ণকিশোর বাবুকে এই সব কথা বোল্লেম বটে, কিন্তু মনে মনে ভাব্‌লেম, এক প্রকার হোয়েছে ভাল;—এদের দুজনেরি পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মেছে দেখ্‌ছি। অম্বিকা সেরাত্রে যে রকম আভাস দিলে,—বারবার যে প্রকার ব্যগ্রতা জানালে, তাতে স্পষ্ট অনুরাগ-লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। ইনিও আজ যে ভাবে কথা কোচ্চেন, তাতেও অনুরাগ বিলক্ষণ রকমে জানা যাচ্চে। বারবার যদি অম্বিকার কথা নিয়ে আন্দোলন করি, তা হোলে বোধ হয় অম্বিকার মত উৎসুক হোয়ে, ইনিও বারবার এক কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন! কিন্তু এখন সে সময় নয়, প্রসঙ্গটা এখন চাপা দিয়ে ফেলাই ভাল। এইটা স্থির কোরে তাঁকে বোল্লেম, "আর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘোটে গিয়েছে। পরশু রাত্রে আমার বাসায় ডাকাত পোড়েছিল।"

এইটুকু শুনেই কৃষ্ণকিশোর বাবু ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি সর্ব্বনাশ! তার পর? তার পর?"

"তার পর, টাকাকড়ি কিছুই নেয় নি; অম্বিকার উপরেই রোক ছিল, বোধ হলো—"

আমি এই পর্য্যন্ত বোলতে বোলতেই তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তার ত কোনো অনিষ্ট হয় নি? ভাল আছে ত?"

"কোনো অনিষ্ট হয় নি, বরং দুষ্টেরাই ফলভোগ কোর্‌বে, তারি বিলক্ষণ যোগাড় হোচ্চে। আপনার পক্ষে আর একটী খোস্‌ খবর! বীরচন্দ্র আর গোবিন্দ কর, সেই ডাকাতের দলের সর্দ্দার হোয়ে এসেছিল। আমাদের কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে আপনা আপনি ঝগ্‌ড়া কোরে ডাকাতেরা বীরচন্দ্রকে ঘিরে চোড়িয়ে ভেজে মেরেছে! আমাদের পক্ষেও একটী খুন হোয়েছে। বীরচন্দ্র সেই আমোদিনীর মেয়ে, সোহাগাকে আছাড় মেরে চূর্ণ কোরে গেছে!" এই কথা বোলে ডাকাতির প্রথম অবধি সমস্ত ঘটনা, আর কোতোয়ালীতে এজেহার পর্য্যন্ত সব কথা সবিস্তারে বোল্লেম। আমি, অম্বিকা, রাইমণি, কে কি প্রকারে রক্ষা পেয়েছি, সে কথাও জানালেম। শুনে কৃষ্ণকিশোর বাবু খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হোয়ে রইলেন। তাঁর পরম শত্রু বীরচন্দ্র খুন হোয়েছে, নিষ্কণ্টক হোয়েছেন, এ ভেবে তিনি যে সন্তুষ্ট হোলেন, ভাবে ত এরূপ বোধ হোলো না। আমরা যে প্রাণে প্রাণে নিস্তার পেয়েছি, এতে অবশ্য আনন্দ অনুভব কোরেছিলেন বটে, কিন্তু বাহ্য-লক্ষণে সে বিষয়ের চিহ্নমাত্রও প্রকাশ কোল্লেন না। বোধ হোলো, বীরচন্দ্র আর সোহাগার জন্যে মনে মনে অতিশয় কাতর হোলেন। একটু পরে বিমর্ষভাবে আমারে বোল্লেন, "বীরচন্দ্র আমার

শত্রু ছিল বটে,—জাত-শত্রু! পাপীও ছিল সত্য,—মহাপাপে ঘোর পাপী! কিন্তু অবশেষে তার কি ভয়ানক মৃত্যুই না হোলো? শেষটা কি যন্ত্রণা পেয়েই না মোলো? সোহাগার উপর আমার বড় মায়া বোসেছিল, তার জন্যে নিতান্তই কষ্ট বোধ হোচ্ছে।"

আমি বোল্লেম, "দুঃখের বিষয় বটে সন্দেহ কি, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা,—উপায় নাই।—ভাল কথা!—কদিন অবধি আমি একটা কাজ কোর্‌বো কোর্‌বো ভাব্‌চি, আপনি এখানে ছিলেন না বোলেই সেটী কোরে উঠ্‌তে পারি নি।—সেজন্যেও বটে, আর সেরাত্রে লিখ্‌তে বাধা পোড়্‌লে,—ডাকাতের উৎপাতে পোড়্‌লেম, লেখা হোলো না। তার পর আর সময়ও পাই নি, মনও হয় নি, এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিলেম। যা হোক্, বিট্‌লে দিগম্বর ত কোনো কথাই আমার কাছে প্রকাশ কোল্লে না। এখন বরদারাজ্যে চালান হোলো। কুমার ভূপতি রাওকে একখানি পত্র লিখ্‌লে তিনি বোধ হয় এর কোনো উপায় কোত্তে পারেন। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি, আপনি কি বলেন?"

কৃষ্ণকিশোর বাবু আমার কথায় পোষকতা কোরে বোল্লেন, "উত্তম কল্প!—এখুনি লেখো।—তিনি হোচ্চেন রাজপুত্র, দিগম্বর হোচ্চে তাঁর রাজ্যের অপরাধী আসামী,—দণ্ডমুণ্ডের অধীন। রাজপুত্র তার দণ্ড-লাঘবের আশ্বাস দিয়ে চেষ্টা কোল্লে, অবশ্যই সব কথা বার্ কোত্তে পার্‌বেন। অম্বিকার পরিচয়ের জন্যেই ত তুমি উদ্বিগ্ন আছ? তাই বোল্‌চি, তা হইলেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হবে!—এখুনিই লেখো!"

"অম্বিকার জন্যে আমিই অধিক উদ্বিগ্ন বটে!" এই কথা বোলে আমি মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেম। পত্রে এই এই কথা লেখা হোলো:—

"অতুল গৌরবাস্পদ"

"শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার ভূপতি রাও বাহাদুর"

"মহিমার্ণবেষু।—"

"বরদা রাজধানী,—গুজরাট।"

"যুবরাজ!"

"আমি এ পর্য্যন্ত বারাণসীতেই আছি। আপনাকে যে তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তর প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনি আমাকে প্রতি পত্রে মিত্ররূপে সম্বোধন করেন, তাহাতে আমি অতিশয় লজ্জিত হই। ভবাদৃশ রাজকুলোদ্ভব মহানুভবের নিকট তত দূর সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র আমি নহি;—আপনার মহত্বকে শতসহস্র প্রকারে ধন্যবাদ।"

"রাজকুমার! আজ আমার একটী বিশেষ নিবেদন আছে। পূর্ব্বপত্রেই লিখিয়াছি, মহারাজের রুব্‌কারী অনুসারে সুপ্রসিদ্ধ পলায়িত দস্যু, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য, এখানে ধৃত হইয়াছে। অদ্য সেই ব্যক্তি ভবদীয় রাজধানীতে চালান হইল। এই কুটিল বিপ্রাধম অত্যন্ত কপটাচারী। আমার জন্ম-কর্ম্মের অনেক বৃত্তান্ত উহার জানা বা শুনা আছে। আর অম্বিকা নাম্নী একটী অজ্ঞাতকুলশীলা অসহায়া অনূঢ়া কুমারী, পূর্ব্বে রক্তদন্ত নামক একজন নৃশংস ব্রাহ্মণের নিকট ছিল। রক্তদন্ত মৃত্যুকালে অম্বিকার পরিচয় দিয়া দিগম্বরের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া যায়। তদবধি অনাথা অম্বিকা দিগম্বরের নিকটেই থাকিত, এক্ষণে বিধির বিধানে আমার আশ্রয়েই রহিয়াছে। তাহার নিজের পরিচয়, সে আমার ন্যায় নিজেই জানে না; আদ্যোপান্ত

সমস্তই দিগম্বর জানে। আমি কাকুতি মিনতি করিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিছু-তেই উক্ত বিটলে একটীও কথা প্রকাশ করিল না। রাজপুত্র! আপনি যদি আমার প্রতি সদয় হইয়া তাহার মনোগত গূঢ়বাক্য বাহির করিয়া লয়েন, তাহা হইলে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া থাকিব;—এ অনুগ্রহ চিরকালই আমার স্মরণ থাকিবে।—অলমিতি। ১৭ই চৈত্র, বঙ্গাব্দা,—১২৫২।"

"বিনয়াবনত—অনুগৃহীত"

"হরিদাস।"

পত্রখানি পাঠ কোরে কৃষ্ণকিশোর বাবু অতি সন্তুষ্ট হয়ে বোল্লেন, "এখুনি রওয়ানা কোত্তে হবে!—আমার একটু আবশ্যক আছে, সওদাগরী-মহলে যেতে হোচ্চে, আমিই পত্রখানি নিয়ে যাই; ডাকঘরে দিয়ে আস্‌বো!" আমি আপত্তি কোল্লেম না, তিনি চিঠিখানি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

একাকী বোসে আছি, বেলা অনুমান নয়টা।—একখানা পত্র হাতে কোরে একজন লোক এলো;—পত্রখানা আমার হাতে দিয়ে চোলে গেল। খুলে দেখ্‌লেম, কৃষ্ণপদ বাবুর পত্র।—লিখেছেন:—

"আমি আপনাকে সেদিন নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলাম, সাক্ষাৎ না হওয়াতে অত্যন্ত মনঃক্ষুব্ধ হইয়াছি। অতএব অনুগ্রহ করিয়া অদ্য সন্ধ্যার সময় একবার দর্শন দিবেন। এবারে ঔদাস্য করিলে আমার দুঃখের সীমা থাকিবে না! দর্শন পাইলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব, ইতি। বাং ১২৫২ সাল, তাং ১৭ই চৈত্র।

যাই, কি না যাই;—পত্র পাঠ কোরে আমার মনে এই তর্কই উঠ্‌তে লাগ্‌লো, যাই, কি না যাই!

দিনমান নানা কাজে কেটে গেলো,—কৃষ্ণ-কিশোর বাবু সওদাগরী-মহল থেকে ফিরে এলেন। আমরা সন্ধ্যার পর একত্রে বোসে নানা রকম গল্প কোচ্চি, রাত্রি প্রায় নয়টা। কথায় কথায় কৃষ্ণকিশোর বাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমাকে আজ যেন বিমর্ষ বিমর্ষ দেখ্‌চি, থেকে থেকে অন্যমনস্ক হোচ্চো, কারণ কি?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "না, এমন কিছু নয়! তবে কৃষ্ণপদ বাবুর বাড়ীর একখানা নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছি, সেইজন্যেই ভাব্‌চি। তাই বোধ হয়—"

আমার অভিপ্রায় পূর্ণরূপ ব্যক্ত হবার আগেই তিনি সকৌতুকে বোল্লেন, "নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছ, যাবে? তার জন্যে আবার অন্যমনস্ক কেন?"

আমি একটু চিন্তা কোরে বোল্লেম, "যাই, কি না যাই; তাই ভেবেই অন্যমনস্ক হোচ্চি। যদিও পত্রে অনুনয় বিনয় কোরে বিশেষরূপ উপরোধ কোরেছেন বটে, কিন্তু কি করি, আহারে ইচ্ছা নাই, যেতেও ইচ্ছা নাই, যাবো না!"

কৃষ্ণকিশোর বাবু বোল্লেন, "যাবে না কেন? যদি আহারে ইচ্ছা না-ই থাকে, যদি কিছুই না-খাও, তবু একবার সাক্ষাৎ কোরে আস্‌তে আর দোষ কি? শুনেছি, কৃষ্ণপদ বাবু বড়-লোক, আর তুমি বোল্‌চো, বিশেষ অনুনয় বিনয় কোরে লিখেছেন; যাও, একবার দেখা কোরে এসো।"

"যাবো না,—সাক্ষাৎ কোত্তেও যাবো না! —না যাবার কেবল একটী কারণ নয়, আরো অনেক কারণ আছে;—গূঢ়, বিশেষ কারণ! উনি লিখ্‌ছেন, সেদিন নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন,

সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু তা নয়, আমি গিয়েছিলেম; পালিয়ে এসেছি!—রাত্রের ভাবগতিক দেখে, আর ভয়ানক ভয়ানক গুপ্তকথা শুনে, আমার প্রাণে বড় ভয় হোয়েছিল; সেইজন্যে পালিয়ে এসেছি! একজন চাকর ধোম্‌কে ধোম্‌কে পাঁচ হাজার টাকা চাইলে; ঘরের ভিতর আর দুজন লোকে লক্ষ টাকা দাবী কোল্লে; কেবল দাবীও নয়, নগদ নিলে, তবে ছাড়্‌লে! তিন জনেই বার বার বোলেছে, 'তোমার কথা শুনে আমরা যে কাজ কোরেছি, তেমন কাজ কেউ কখনো কোত্তে পারে না!—আমাদের ইহকাল পরকাল দু-ই নষ্ট হোয়েছে!' যদিও আমি সে রাত্রে তাদের গুপ্তকথার, অদ্ভুত কথার, ভাবগ্রহণ কোত্তে পারি নি, তথাচ এটী নিশ্চয় জানা হোয়েছে যে, কৃষ্ণপদ বাবু বড় সহজ লোক নন্! এদিকে খুব অমায়িক বটেন, হেসে হেসে লোকের সঙ্গে আলাপ কোত্তেও বেশ জানেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্র!"

ষড়শীতিতম কাণ্ড।

লোমহর্ষণ চক্রভেদ!!!

রাত্রি প্রায় দশটা।—আমরা গল্প কোচ্চি, এমন সময় পথের ঘরের দরজার পাশে খট্ খট্ কোরে কি একটা শব্দ হোলো;—চোম্‌কে উঠ্‌লেম। "কি শব্দ, কি শব্দ,—কে ওখানে?" এই তিন্‌টী কথা সভয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। কৃষ্ণকিশোর বাবু নির্ভয়ে বোল্লেন, "কিছুই নয়, বাতাস! তুমি অত ভয় পাও কেন? যা বোল্‌ছিলে, বলো না?"

"ভয় পাবার কারণ আছে। সেদিন এই রকম শব্দ হোয়ে মহাবিপদ উপস্থিত হোয়েছিল,—ডাকাত পোড়েছিল।"

আমার কথা শুনে কৃষ্ণকিশোর বাবু একটু হেসে বোল্লেন, "[illegible]ত ভয় তোমার?—তুমি নিরীহ ভালমানুষ, তোমার আবার শত্রু হবে কে? বীরচন্দ্রের রাগ ছিল, সেইজন্যেই সে গুণ্ডা সংগ্রহ কোরে ডাকাতি কোত্তে এসেছিল; তার ফল হাতে হাতেই পেয়েছে; জলন্তঘিয়ে জন্মশোধ তার দস্যুতা,—শত্রুতা, ফুরিয়ে গেছে!—সর্ব্বদাই সংশয়! ডাকাত ডাকাত স্বপ্ন দেখ না কি? রোজ রোজ কি ডাকাত পড়ে? কে তোমার শত্রু হবে? বীরচন্দ্র ধ্বংস হোয়েছে,—দিগম্বর একজন ছিল, সে ব্যক্তিও এখন বন্দী,—চালানী আসামী! তবে আর কারে ভয়?"

"ভয় আমার অনেককেই কোত্তে হোচ্চে, সর্ব্বদাই আমারে সতর্ক হোয়ে থাক্‌তে হবে। বিপদে ভুক্তভোগী হোলে, নিয়তই নূতন বিপদের শঙ্কা হয়। আমি কারো মন্দকারী নই বটে, কিন্তু আমার শত্রু অনেক।—এই কাশীধামেই কত শত বিপক্ষ আছে, তা কে জানে? কে কোন্ দিন কোন্ দিক্ থেকে এসে কি বাদ সাধ্‌বে, তা কে [illegible]তে পারে?

আপনি বোল্‌ছেন, বীরচন্দ্রের ভয় নাই, সে কথা সত্য! কিন্তু আমি লোকের ভালোর চেষ্টা কোত্তে গিয়ে ঠাঁই ঠাঁই অনেক বৈরী সংগ্রহ কোরেছি। তার সাক্ষী, এক রাত্রে আমি গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়ে আস্‌চি, মাঝ্‌-পথে স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি শুন্‌তে পেলেম। একটা বাড়ীর ভিতর থেকে যন্ত্রণাজনিত ক্রন্দনধ্বনি বহির্গত হোচ্ছিল। কার কি বিপদ হোয়েছে ভেবে, প্রাচীর লঙ্ঘন কোরে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি। গিয়ে দেখি, ভয়ানক দৃশ্য! একটী স্ত্রীলোক বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ কোচ্চে। 'বুক যায়,—বুক জ্বোলে যায়! গোলোক বাবু! আমায় কি খাওয়ালে? প্রাণ যায়, বুক যেন ফেটে যাচ্চে!' এই সব কথা বোলে পরিত্রাহি চীৎকার কোচ্চে, দুজন লোক কাছে বোসে, 'লক্ষ্মী মা! একটু থামো, এখুনি বুক জ্বালা ভাল হবে,—সকল অসুখ সেরে যাবে,—ঔষধটা কিছু শক্ত, সেইজন্যেই কষ্ট বোধ হোচ্চে।' এইরূপ স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিচ্চে। দেখ্‌লেম, শয্যাশায়িনী অবসন্ন,—হাত পা অসাড়,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে মৃত্যু হোলো! তখনি জনকতক লোক জড়ো হয়ে, 'রাত্রের মধ্যেই কাজ নিকেশ কর্‌! রাত্রের মধ্যেই কাজ নিকেশ কর্‌!' বোলে ফুস্‌ ফুস্‌ কোরে কথা কইতে লাগ্‌লো! ভাবগতিক দেখে বোধ হোলো, রোগ নয়,—নিশ্চয় বোধ হোলো, রোগ নয়, খুন! এরা যোগাযোগ কোরে কোনো নিঃসহায় অবলারে খুন কোল্লে! ভাব্‌চি, এমন সময় একজন লোক বাইরে এসে আমারে দেখ্‌তে পেয়ে 'ধর্‌ ধর্‌' কোরে চেঁচাতে লাগ্‌লো। আমি প্রাণপণে দৌড়্‌লেম! তিন চারজন লোক আমারে ধর্‌বার জন্যে পেছোনে পেছোনে ছুট্‌লো, কিন্তু ধোত্তে পাল্লে না।—সে ভয় আমার আজও আছে।—তারাই যদি সন্ধান কোরে জান্‌তে পারে যে, আমিই সেই গুপ্তদর্শক, তা হোলে কলে কৌশলে একবার ধোত্তে পাল্লে জীয়ন্তে আর ছেড়ে দিবে না। সেইজন্যেই শব্দ শুনে ভয় পেয়েছিলেম। তাদের জন্যেই ভয়! যদি কেউ লুকিয়ে এসে এই সব কথা শুনে, তাদের কাছে বোলে দেয়, তা হোলেই বিষম বিভ্রাট। জাত-শত্রু হবে,—পাছু পাছু ফির্‌বে, সেই জন্যেই আমার এত ভয়।—কিন্তু তারা যে কাজ কোরেছে, সে সামান্য সমস্যা নয়, গুরুতর ব্যাপার!—রোগ নয়,—কখনোই রোগ নয়, নিশ্চয়ই খুন!"

সবেমাত্র আমি এই কটী কথা উচ্চারণ কোরেছি, তৎক্ষণাৎ "যথার্থ-ই গুরুতর ব্যাপার!—কখনোই রোগ নয়!—নিশ্চয় খুন!" এই শব্দ গম্ভীরস্বরে পশ্চাদ্দিক থেকে প্রতিধ্বনিত হোলো। একজন অপরিচিত লোক দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে।

আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো;—কৃষ্ণকিশোর বাবুও চোম্‌কে উঠ্‌লেন।—পেছোন ফিরে চেয়ে দেখি, একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। ভয় হোলো;—প্রদীপের আলোটা একটু জ্যোতিঃ-হীন হোয়েছিল, লোকটা তখন কে, কোথাও তারে দেখেছি কি না, স্থির কোত্তে পাল্লেম না। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে তুমি? কার গুপ্তচর হোয়ে গোপনভাবে বাড়ীর ভিতরে এসে আমাদের গুপ্তকথা শুন্‌ছিলে?" মূর্ত্তি নিরুত্তর!—গম্ভীরভাবে নিরুত্তর!—বার বার জিজ্ঞাসা করায় মৌনভঙ্গ হোলো।—যে স্বরে একটু আগে আমার বাক্যে প্রতিধ্বনি কোরেছিল, অবিকল সেইরূপ স্বরে বোল্লে,

"আমি কারো গুপ্তচর নই, দৈবাৎ অনিচ্ছাতেই এই ভয়ঙ্কর গুপ্তকথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোরেছে!—আমি কারো গুপ্তচর নই। কৃষ্ণপদ বাবুর বাড়ী থেকে আমি এসেছি। আমার নাম জগদ্দুর্ল্লভ।—সেখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি গেলেন না দেখে, আপনাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবার জন্যেই কৃষ্ণপদ বাবু আমারে পাঠিয়েছেন। প্রায় আধ্ঘণ্টা হোলো, আমি এসেছি। আপনারা যে সব কথা বলাবলি কোচ্ছিলেন, তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সংস্রব আছে। শোন্বার জন্যেও আসি নি, শুন্তেমও না। কিন্তু সবেমাত্র দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি, অম্নি আপনাদের কয়েকটী কথা শুন্তে পেলেম। যে কয়েকটী কথা শুন্লেম, তাতে আমার প্রায় বাক্‌রোধ হোলো,—পা আর উঠ্লো না, আড়ষ্ট হোয়ে দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাক্লেম। যখন বোল্লেন, চাকর বেটা ধোম্‌কে ধোম্‌কে টাকা চাইলে, আর দুজন লোক লক্ষ টাকা দাবী কোল্লে, সেই সময়ে আমি চোম্‌কে উঠেছিলেম, সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠেছিল। যে শব্দ শুনে আপনার ভয় হোয়েছিল, সে শব্দ আর কিছুই নয়, আমারি হাত লেগে একটা দরজা ঝন্ ঝন্ কোরে উঠে। তখনি ঘরের ভিতর আস্তেম, কিন্তু পা উঠ্লো না!"

আমি দ্বিতীয়বার সন্দিগ্ধমনে, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে কথায় আপনি চম্‌কালেন কেন? সে কথার সঙ্গে আপনার কি কোনো সংস্রব আছে?"

তিনি বোস্‌লেন।—তাঁর মুখ দেখে বোধ হোলো, অতি ম্লান,—অতি বিষণ্ণ;—যেন কোনো বিষম দুর্ভাবনায় অতিশয় আকুল। অতীত শোক স্মরণ হোলে লোকের ভাব যেরূপ হয়, তাঁর আকৃতিও তৎকালে তেম্‌নি ম্লান, তেম্‌নি বিষণ্ণ, আর তেম্‌নি চঞ্চল জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো।

সন্দেহ দূর হোলো না,—উত্তর না পাওয়াতে বরং কিছু বাড়্‌লো।—পূর্ব্ব প্রশ্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

বৃদ্ধ গম্ভীরস্বরে উত্তরদান কোল্লেন, "যার রোদনধ্বনি শুনে তথ্য জান্‌বার জন্যে আপনি একটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরেছিলেন, যারে বিছানায় শুয়ে সেই রকম ছট্‌ফট্ কোত্তে দেখেছিলেন,—সেই কালরজনীতে ঔষধের তেজে যার প্রাণান্ত হয়েছে, সে আর কেউ-ই নয়, সেই হতভাগিনী অসহায়া অবীরা, আমারি একমাত্র কন্যা!"

আমার দেহ রোমাঞ্চ হোলো! ভয়, কৌতুক, বিস্ময়, সন্দেহ, চমৎকারিত্ব, এককালে এসে আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন কোল্লে; ত্রস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনারি কন্যা?—আপনার কন্যা সেখানে ছিলেন কেন? সে বাড়ীই বা কার? তাঁরে তারা অমন কোরে ঔষধ বোলে বিষ খাইয়ে মাল্লেই বা কেন? তাদের সঙ্গে আপনার কি কোনো সম্পর্ক আছে?"

"সম্পর্ক না থাক্‌লে কি আর এ রকম সর্ব্বনাশ ঘটে?—শোণিতসম্পর্ক!—যে বাড়ীতে অভাগিনীকে খুন করে, সেটা কৃষ্ণপদ বাবুর অন্দরমহল। কৃষ্ণপদ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে আমি সেই হতভাগিনীর বিবাহ দিয়েছিলেম। বিধাতার বিড়ম্বনা, অল্পদিনের মধ্যেই কন্যাটী আমার বিধবা হোলো। আগেই জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হয়; তাঁর স্ত্রীপুত্র না থাকাতে কৃষ্ণপদ বাবুই তাঁর সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন। আমার জামাতার পরলোক হোলে,

কেবল আমার সেই কন্যাই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী থাকে। কৃষ্ণপদ বাবু সমস্ত বিষয়ের লোভে, অনাথা বিধবাটীকে মেরে ফেলে, এই মহাপাতক সঞ্চয় কোরেছেন।—গোলোকচন্দ্র সেন, আর রামদুলাল গুপ্ত, এই নরান্তক ডাক্তারই তাঁর সেই মহাপাতকের সহায় হয়। নরপিশাচেরা যে রাত্রে এ কাজ করে, দাহকার্য্য সমাধা কোরে তাঁর পর দিন আমাকে সংবাদ দেয়। চতুরের ছলনা অনেক! বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হোয়েছে, শাদা কথায় এই সংবাদই পাঠিয়ে দেয়। তখনি আমার সন্দেহ হোয়েছিল, সে সন্দেহ আজ দূর হোলো। আপনার মুখে যে রকম শুন্‌লেম, তাতে নিশ্চয়ই প্রতীতি হোচ্চে, বিষ খাইয়েই খুন কোরেছে! চতুরতা কোরে ঢাক্‌বার জন্যে বিসূচিকা রটনা কোরেছিল। অনাথিনী মৃত্যু-শয্যায় 'বুক যায়'—'বুক যায়' বোলে যে রোদন করে, সে কেবল হলাহলেরই যন্ত্রণার জন্যে!—হা! আমার কি অদৃষ্ট! পুত্রসন্তান নাই, একটীমাত্র বিধবা কন্যা ছিল, অর্থপিশাচ দুরাচারেরা অস্থিপিশাচ কুক্কুরের ন্যায় চক্র কোরে সেটীরও জীবন হরণ কোল্লে!" পরিতাপী বৃদ্ধ এই শেষ কথা কটী বোলে দুই হাতে চোক মুখ ঢেকে নিস্তব্ধ হোলেন;—গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। আমি তাঁরে অনেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা কোল্লেম। এই অবসরে কৃষ্ণকিশোর বাবু তাঁরে মিষ্টবাক্যে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, হরিদাস বোলেছিলেন, আর বোধ হয় আপনিও এইমাত্র শুনেছেন, একজন চাকর কৃষ্ণপদ বাবুর কাছে জোরে জোরে টাকা চেয়েছিল। সে চাকরটা কে? কেনই বা তত দম্ভ কোরে টাকা চায়?—তার অত প্রভুত্ব প্রতাপ কেন? ততদূর জোরই বা করে কি জন্য?"

"সে ঐ নরহন্তা ডাক্তারদের যোগাড়ে! যখন যে ঔষধ আন্‌তে হোয়েছে,—যখন যে কাজ কোত্তে হোয়েছে, সেই চাকরটার দ্বারাই সেই সব যোগাযোগ হোয়েছিল! সে একজন খোট্টা; আগে লক্ষ্ণৌয়ে ছিল, সেখানে একজন ভদ্র-মহাজনের জাতকুল মোজিয়ে, দণ্ডের ভয়ে পলাতক হয়! তার নাম রামফল;—কৃষ্ণপদ বাবুর অতি প্রিয়পাত্র! আপনাদের গল্প শুনে আমার নিশ্চয় বোধ হোলো, সেই দুরাত্মাই যম-কিঙ্কর ডাক্তারদের যোগাড়ে! তা নইলে চোট্‌পাট্ কোরে অত টাকা চাবে কেন? তত জোরই বা কোর্‌বে কেন? যদি গুপ্তচক্রের ভিতর না-ই থাক্‌বে,—যদি ভিতরের গুপ্তকথা না-ই জান্‌বে, তবে তার সে রকম জোরই বা হবে কি জন্য? আর যারা সেরাত্রে লক্ষ টাকা কোরে, কৃষ্ণপদ বাবুকে ততদূর পীড়াপীড়ি কোল্লে, তারাই সেই পাপিষ্ঠ, পাষণ্ড, নরাধম, নারীহন্তা ডাক্তার গোলোক আর দুলাল!"

সেই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে অপত্য-বিয়োগীর দুটী চক্ষু দিয়ে দর্‌দর্ কোরে অশ্রুপাত হোতে লাগ্‌লো।—নিস্তব্ধ!—মুখে আর বাক্য নাই।

কৃষ্ণকিশোর বাবু স্তম্ভিত,—আমিও অবাক!—ঘোর অন্ধকারাবৃত গভীর দ্বিপ্রহর রজনীতে সমস্ত জীব যখন ঘুমে অচেতন থাকে, তখন পৃথিবীর প্রত্যেক গৃহস্থের প্রত্যেক গৃহ,—প্রত্যেক বন্যপশুর প্রত্যেক গহ্বর,—প্রত্যেক দিবাচর বিহঙ্গের প্রত্যেক কুলায়,—প্রত্যেক ঊর্ম্মিহীন নদীর প্রত্যেক বক্ষ যেমন নিঃশব্দে স্তম্ভিত থাকে, তিনটী জাগ্রত শ্রেষ্ঠ-

জীববিশিষ্ট আমাদের সেই গৃহও সেই সময় তেম্‌নি নিঃশব্দে স্তম্ভিত! প্রায় অর্দ্ধদণ্ডকাল এইরূপ ভাব!—কারো মুখেই বাক্য নাই; কেবল তিনজনে এক একবার পরস্পরের মুখ চাওয়া চাউই কোচ্চি মাত্র।

আরো পাঁচ মিনিট অতীত। বৃদ্ধেরই প্রথম মৌনভঙ্গ হোলো। তিনি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শোকাকুলিতকণ্ঠে বোল্লেন, "উঃ! অর্থ কি ভয়ানক পদার্থ! দেশমধ্যে একজন মান্য-গণ্য সম্ভ্রান্ত হিন্দু বোলে বিখ্যাত হোয়ে, সামান্য অর্থলোভে কৃষ্ণপদ বাবু স্ত্রীহত্যা কোল্লেন জীবন ক্ষণধ্বংসী, এই আছে, এই নাই! এ দেখেও মরণধর্ম্মশীল মানুষ যখন বিষয়লোভে এতদূর অন্ধ, এতদূর উন্মত্ত যে, অমূল্য নর-নারীজীবন হরণ কোত্তেও বিমুখ হয় না, তখন মানুষ যদি অমর হোতো, তা হোলে তাদের আশার সীমা নির্ণয় হোতো কি না, সেটী বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তারও অগোচর! আমার সন্তান নাই, ক্ষোভ ছিল না,—রোগে মৃত্যু হোলে কন্যার জন্যেও ক্ষোভ হোতো না। কিন্তু পাপিষ্ঠেরা বিষয়লোভে বিষ খাইয়ে মারাতে, স্বাভাবিক শোক অপেক্ষা এ শোক অধিকতর প্রখর বোলে জ্ঞান হোচ্চে!"

বিরাগীর কাতরোক্তি শুনে আমার চিত্ত অতিশয় কাতর হোলো। যা শোন্‌বার, তা শুন্‌লেম, যা জান্‌বার, তা জান্‌লেম। পক্ষা বধি যে সংশয় প্রবল হোয়ে আমার হৃদয়কে আন্দোলিত কোচ্ছিল, অতি শোচনীয় হোলেও সে সংশয় আজ আমার ভঞ্জন হোলো। বৃদ্ধকে বোল্লেম, "মহাশয়! অত্যন্ত ব্যথিত হোলেম আপনারি কন্যার সে রকমে মৃত্যু, আর কৃষ্ণ-পদ বাবুই সেই গুপ্তহত্যার নায়ক; অনেক তত্ত্ব জেনেও এ দুটী আমি জান্‌তেম না।—কৃষ্ণপদ বাবুর প্রতি আমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মালো, আপনার দুঃখ শুনেও তদনুরূপ দুঃখিত হোলেম। যা হোক, অনেক রাত্রি হোয়েছে, যদি ইচ্ছা হয়, এইখানেই বিশ্রাম করুন!"

তিনি উত্তর কোল্লেন, "না, এখানে থাকা হবে না; বাড়ীতে যেতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ের কর্ত্তব্য কি? যে ঘটনা হোয়েছে, তাতে চুপি চুপি ক্ষান্ত থাকা উচিত হয় না। এখন এ বিষয়ের সৎপরামর্শ কি?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "দেখুন জগৎ বাবু! ব্যাপারটী বড় সহজ নয়,—গুরুতর সমস্যা! এতে অনেক সুলুক সন্ধানের আবশ্যক, অনেক সাক্ষী সাবুদের প্রয়োজন। এ রকম কাজে হঠাৎ অগ্রসর হোতে সাহস হয় না; গুপ্তহত্যা সপ্রমাণ কর্‌বার পূর্ব্বে সবিশেষ তদন্ত আবশ্যক করে! সে কথা এখনকার নয়,—অবসরক্রমে আমরা একদিন আপনার বাড়ীতে যাবো, সেইখানেই যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাবে! এ সব উত্তলার কর্ম্ম নয়!"

জগদ্দুর্ল্লভ আমার কথা শুনে বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে আজ আমি বিদায় হোলেম, আপনাদের আর আমার বাড়ীতে যেতে হবে না, আমি নিজেই এখানে এসে সাক্ষাৎ কোর্‌বো,—দু একদিনের মধ্যেই সাক্ষাৎ কোচ্চি।" যেতে উদ্যত হোয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বোল্লেন, "কিন্তু তাদের আমি অম্নে ছাড়্‌বো না;—হন্তারের গুপ্তহত্যাকাণ্ড, স্ত্রী হত্যাপাতক সপ্রমাণ কোত্তে হবে!" এই কথা বোলে তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় হোয়ে গেলেন।

কৃষ্ণপদ বাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা উচিত কি না, আমরা উভয়ে সে বিষয়ের পরামর্শ

কোত্তে লাগ্‌লেম।—ধার্য্য হোলো, রক্ষা করা উচিত নয়।—সুতরাং "শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন যাইতে অক্ষম, মার্জ্জনা করিবেন।" এই মর্ম্মের একখানি পত্র লিখে লোক মারফৎ রওয়ানা কোরে দিলেম। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, আমরা শয়নঘরে প্রবেশ কোল্লেম; কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা হোলো না। কৃষ্ণপদ বাবু অকিঞ্চিৎকর ধনলোভে ভ্রাতৃ-বধুকে নিধন কোরেছেন!—ধন্য ধনতৃষ্ণা! বিষয়ের আকর্ষণী শক্তিকেও ধন্য! এইরূপ চিন্তা কোত্তে কোত্তে অবশেষে তন্দ্রার আবেশ হোলো, ঘুমুলেম। কিন্তু ভোর হোতে না হোতেই সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হোলো, শয্যা থেকে গাত্রোত্থান কোল্লেম।

সপ্তাশীতিতম কাণ্ড।

মনোভাব প্রকাশ।—শোকাবহ অঙ্কের শেষ অভিনয়।

নানা কাজের ঝঞ্চাটে অনেক দিন প্রাতঃকালে ভ্রমণ করা হয় নি,৷ আজ একবার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা কোরে এদিক ওদিক বেড়িয়ে এলেম। হঠাৎ একটা সংবাদ পেয়ে কোতোয়ালিতে যেতে হোলো। যারা যারা আমার বাড়ীতে ডাকাতি কোত্তে এসেছিল, তারা ন-জনেই ধরা পোড়েছে; সেই দলের ভিতর রামকমলও আছে। সে রাত্রে আমি রামকমলকে দেখি নি, স্বরও শুনি নি, এখন জান্‌লেম, সে দুষ্টও তার ভিতর ছিল। কেন ছিল?—ডাকাতের দলে মিশে সে আমার বাড়ীতে গিয়েছিল কেন? অবশ্যই এর কোনো বিশেষ কারণ থাকৃতে পারে। বেলা হোয়েছে বোলে তখন আর সে বিষয়ের কোনো সন্ধান জানা হোলো না; চোলে এলেম! ফিরে আস্‌তে প্রায় এগারোটা বাজ্‌লো। বাড়ী এসে আপনার ঘরে প্রবেশ কোরেছি, এমন সময় পাশের ঘরে বাক্যালাপ শুন্‌তে পেলেম। রাত্রিকালে অম্বিকা যে ঘরে শয়ন করে, এটী সেই ঘর। অম্বিকা আর কৃষ্ণকিশোর বাবু পরস্পর কথা কোচ্চেন। কৌতূহল বৃদ্ধি হোলো—এমন সুযোগ এক দিনও ঘটে নি। এঁদের উভয়ের বাক্‌ছলে যেরূপ অনুরাগের লক্ষণ দেখেছি, আজ যদি সেই ভাবের কথাবার্ত্তা চলে, তা হোলে উভয়ের মুখে উভয়ের মনোভাব প্রকাশ হবেই হবে! এই ভেবে ধীরে ধীরে শয্যার উপর উপ-বেশন কোল্লেম; কথা কইলেম না, কোনো সাড়াশব্দও দিলেম না, ঘরে জনসঞ্চার আছে, এটী জানাবার কোনো লক্ষণই দেখালেম না; —চুপি চুপি শয্যার উপর উপবেশন কোল্লেম। যেদিকে অম্বিকার ঘর, সেইদিকের দেয়ালে আমার ঘরের একটী গবাক্ষ; তার একখানা কবাট একটু খোলা ছিল, বড় জোর দু-আঙুল ফাঁক; আমি পাশ কাটিয়ে বোসে, সেই ফাঁকে চক্ষু দিয়ে, কাণপেতে তাঁদের নির্জ্জন-আলাপ শুন্‌তে লাগ্‌লেম। কৃষ্ণকিশোর বাবু একখানি চৌকীতে বোসে আছেন, খানিক অন্তরে বিছানার উপর অম্বিকা।—আমি দুজনকেই বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি।—অম্বিকা

বোল্‌চে, "বেলা অনেক হোলো, হরিদাস এখনো আস্‌চেন না কেন?"

কৃষ্ণকিশোর বাবু বোল্লেন, "তাই ত!—বোধ হয় কোনো লোকের অনুরোধে পোড়ে শীঘ্র উঠ্‌তে পাচ্চেন না;—নয় ত অনেক দূরে গেছেন।"

"তা-ই হবে।—হরিদাস যে রকম আলাপী, আর যে রকম মিষ্টভাষী, তাতে কোরে যেখানে যান, কেউ-ই শীঘ্র ছাড়্‌তে চায় না।—আমার প্রতি তাঁর বড় মায়া; হরিদাস আমারে বড় ভালবাসেন।" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে অম্বিকার প্রফুল্লবদন আরো অধিক প্রফুল্ল হোলো।

"হরিদাস ভালবাসেন, আর আমি কি তোমাকে ভালবাসি না অম্বিকে!" এই প্রশ্ন কোরে কৃষ্ণকিশোর বাবু কৌতুকী-নেত্রে তার মুখপানে চেয়ে রইলেন্।

অম্বিকা লজ্জায় নম্রমুখী হোলো। সসম্ভ্রমে গাত্রবস্ত্র সঙ্কোচ কোরে পাশের দিকে একটু সোরে বোস্‌লো। অপূর্ব্ব ভাব! কবিরা যে, লজ্জাশরমকে আমাদের রমণীকুলের অলঙ্কার বোলে বর্ণন করেন, সেটী সত্য বর্ণনা। অম্বিকার লজ্জাবনত কপোলে আর নয়নে, অপূর্ব্ব মাধুরী ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো! প্রকৃতি সতীর সুন্দর ছবি!

কৃষ্ণকিশোর বাবু যেন একটু অপ্রস্তুত হোয়ে বোল্লেন, "সঙ্কুচিত হও কেন? আমি ত ঠিক কথাই বোলেছি!—তুমি একটী স্ত্রীরত্ন। যেমন মধুর প্রকৃতি, তেম্‌নি তোমার মধুময় বাক্য!—গুণও তেম্‌নি! আমাদের বামাকুলের যে যে গুণ থাক্‌লে শোভা হয়, সে সকলি তোমাতে আছে! তোমাকে যে একবার দেখে,—তোমার সঙ্গে যে একটীবার মাত্র কথা কয়, সে-ই তোমাকে ভালবাসে!—তাই জন্যে বোল্‌ছিলেম, হরিদাস ভালবাসেন, আর আমি কি, তোমাকে ভালবাসি নি?—তোমাকে কে না ভালবাসে অম্বিকে?"

অম্বিকা নতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর কোল্লে, "আপনি আমারে অনুগ্রহ কোরে স্নেহ করেন, আপনার স্বভাব অতি অমায়িক, আমি আপনারে মনের সঙ্গে ভক্তি করি।"

"আমি কি ঠাকুর যে, তুমি আমাকে ভক্তি করো?" কৃষ্ণকিশোর বাবু এই রহস্য উক্তি কোরেই মুখ ফিরিয়ে একটু হাস্‌লেন।

অম্বিকার মনোমোহন মুখে ঈষৎ হাস্য এলো। পূর্ব্বরূপ কোমল স্বরেই বোল্লে, "নয় কেন?—এক প্রকার তাই ত বটে?—আপনার চরিত্র, দেবতাদের মতন পবিত্র!—কথাগুলি যেন অমৃত দিয়ে মাখানো!—যখন যে সব গল্প করেন; তাতে ধর্ম্মকথা, জ্ঞান কথা আর হাসির কথা শুনে আমার কত-খানি যে আহ্লাদ হয়, তা আর একমুখে কি বোল্‌বো?—কদিন আপনি এখানে ছিলেন না; আমি যে তাতে কি অসুখে ছিলেম, তা আমিই জানি। হরিদাসকে একদিন আমি আপনার সব গুণের কথা বোলেছি!—আপনার মুখে মিষ্টি মিষ্টি গল্প শুন্‌তে আমি বড় ভালবাসি! যথার্থ বোল্‌চি, ইচ্ছা করে রাত দিন শুনি! হরিদাস আমারে দিদি বোলে ডাকেন, যথেষ্ট স্নেহমমতা করেন, আমিও হরিদাসকে ঠিক মারপেটের ভাইয়ের মতন দেখি। হরিদাস আমারে যে বিপদ থেকে উদ্ধার কোরেছেন,—যে রকম যত্নে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, তা আমি এ জন্মে কখনোই ভুল্‌তে পার্‌বো না। তাঁরই কল্যাণে আপনার মতন সাধুপুরুষের দর্শন পেয়েছি!—অতি শুভ-

ক্ষণেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হোয়েছে! আপনার মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি শুন্‌তে আমি বড় ভালবাসি!"

"তুমি অতি সুশীলা, তোমার মনে না কি কোনো রকম্ খলকপটতা নাই; অতি সরলা, অতি পবিত্রা, তাই তুমি অপরকেও সেইরূপ বোলে জ্ঞান কোরে থাকো!—আর, তাও বলি; তাতেই আমি তোমার কাছে বোসে কথা কইতে, গল্প কোত্তে, সাহস করি; মনে কোনো দ্বিধা হয় না!"

"আর আপনিও অতি পবিত্রস্বভাব, নির্ম্মল-চরিত্রবিশিষ্ট মহাপুরুষ! সেইজন্যে আমিও আপনার সম্মুখে নির্ভয়ে হাসিখুসি, কথা কই, গল্প শুনি, কিছুই সঙ্কোচ হয় না!—আপনি অতি সদ্বংশে—তা—"এই পর্য্যন্ত অর্দ্ধোক্তি কোরে চঞ্চলচক্ষে কৃষ্ণকিশোর বাবুর মুখপানে একবার চেয়েই অম্বিকা আবার অধোবদনে নিরুত্তর হোলো।

অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানে সহসা এই ভাব দেখে কৃষ্ণকিশোর বাবু সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ কি?—এ আবার কি অম্বিকে? হঠাৎ চুপ্ কোল্লে যে?—কেন, কি বোল্‌ছিলে, বলো না?"

লজ্জাশীলা মৌনবতী।—কৃষ্ণকিশোর বাবু চার পাঁচবার অনুরোধ কোল্লেন, উত্তর নাই। —অবশেষে নির্ব্বন্ধ এড়াতে না পেরে চতুরা বাক্‌চাতুরী কোরে উত্তর কোল্লে, "এই—এই কথা বোল্‌ছিলেম যে, আপনি অতি ভদ্রলোক!"

"না না, ও কথা নয়! আর কিছু বোল্‌ছিলে, বোল্‌তে বোল্‌তে চেপে গেছ! আমি উতলা হোয়েছি, বলো না! আমার সাক্ষাতে গোপন করো কেন?—বলো না!"

অম্বিকা আবার রহস্য কোরে বোল্লে, "এই—কতখানি বেলা হোয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম্!"

"আমার দিব্য, যদি বিশেষ বাধা না থাকে, সত্য কোরে বলো। তোমার মুখে স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে,—তোমার চক্ষু সজীব হোয়ে সাক্ষ্য দিচ্চে, মনে কিছু নূতন ভাব আছেই আছে; সেটী আমায় এখন বোল্‌চো না,—গোপন কোচ্চো! ছলনা করো কেন,—বলো না?—আমার দিব্য, যদি বিশেষ বাধা না থাকে, সত্য কোরে বলো; আর বাক্‌চাতুরী কোরো না!"

"দিব্য দেন কেন, আমায় ক্ষমা করুন, বোল্‌চি;—একান্তই যদি ছাড়্‌লেন না, তবে বোল্‌চি।—বিশেষ বাধা কিছুই নাই, কিন্তু দেখ্‌বেন, আমারে যেন নির্লজ্জ বোলে জ্ঞান কোর্‌বেন না!" এই রকম মুখবন্ধ কোরে, ঈষৎ হেসে, অম্বিকা তার স্বভাবসিদ্ধ মধুরস্বরে বোল্লে, "এই কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম যে, আপনি এতদিন আমাদের সঙ্গে একত্রে রোয়েছেন, এ পর্য্যন্ত আপনার দুটী পরিচয় আমি জান্‌তে পারি নি।—আপনি কি জাত, আর এ বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে হয় নি কেন?—আপনিই একদিন বোলেছিলেন, বিয়ে হয় নি। কেন, আপনাদের জেতে কি অনেক বয়স না হোলে বিয়ে হয় না?—আপনারা কি জাত?"

অম্বিকার প্রশ্ন শুনে আমার মনঃকৌতুক স্ফূর্ত্তি পেলে।—এতক্ষণের পর অন্তরের কথা বেরিয়েছে! মধ্যসরোবরে পরিমাণরজ্জু নেমেছে!—দেখি, কৃষ্ণকিশোর বাবু এই চিত্ত-গত,—বিরল,—নিগূঢ় প্রশ্নের কি উত্তর দান করেন!—ভাব্‌চি, অম্বিকা পুনর্ব্বার পূর্ব্বপ্রশ্ন উচ্চারণ কোল্লে।

"আমার জাত নাই!—বিয়েও অদৃষ্টে নাই!" হাস্‌তে হাস্‌তে পরিহাসচ্ছলে কৃষ্ণকিশোর বাবু এই উত্তর দিয়ে আবার বোল্লেন, "বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হোয়ে ভীমরথী না হোলে, আমাদের বংশে বিয়ে হয় না!" এই কথা বোলে উচ্চরবে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

অম্বিকা মুখ টিপে টিপে হেসে ধীরস্বরে বোল্লে, "ছলনা চাতুরী কারে বলে, আর বাক্‌চাতুরী কেমন কোরে কোত্তে হয়, আপনি তার কিছুই জানেন না, কেবল আমিই সব জানি! আমি মেয়েমানুষ কি না, তাইজন্যেই ও সব শিখ্‌তে পেরেছি!"

বাস্তবিক উভয়ের পরিহাসচাতুর্য্য দেখে আমারো অতিশয় হাসি পেলে, কিন্তু তখনো আত্মপ্রকাশ কোল্লেম না। আরো কি হয়, শেষটা কি দাঁড়ায়, দেখ্‌বার জন্যে গুপ্তভাবেই থাক্‌লেম।

কৃষ্ণকিশোর বাবু একটু চিন্তা কোরে গম্ভীরভাবে,—গম্ভীর অথচ রহস্যব্যঞ্জকভাবে অম্বিকাকে বোল্লেন, "সীতা ছাড়া রামায়ণ যেমন চমৎকার শুনায়, তোমার প্রসঙ্গ ছাড়া আমাদের এই বিরল-আলাপ তেম্‌নি চমৎকার লাগ্‌চে! সীতা যেমন অযোনিসম্ভবা, তার যথার্থ পরিচয় যেমন কেউ-ই জানে না, তোমারো ঠিক তেম্‌নি দেখ্‌চি। তাঁকে যেমন লোকে কেবল জানকী বোলেই জানে, আমিও তেম্‌নি তোমাকে অম্বিকা বোলেই জানি! ভেদ এই যে, তাঁর বিবাহ হোয়েছিল, তোমার তা পর্য্যন্ত হয় নি! আমার কথাগুলি একটী একটী কোরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কোচ্চো, কিন্তু বলো দেখি, এত বয়স পর্য্যন্ত তোমারও বিয়ে হয় নি কেন?"

"আমার কেউ নাই!—আমি অতি হতভাগিনী!—মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, জানাশুনা কেউ-ই নাই! থাক্‌বার মধ্যে হরিদাস একটী আশ্রয়দাতা বন্ধু আছেন, আর বিধাতার যোগাযোগে আপনি একজন প্রিয়ম্বদ মিত্র হোয়েছেন!—আর আমার কে-উ নাই!" এই পরিবেদনবাক্য বোল্‌তে বোল্‌তে অম্বিকার উজ্জ্বলচক্ষে জলধারা এলো,—প্রফুল্লবদন বিষণ্ণ হোলো। লজ্জা আর বিষাদ অভিমানিনীর চঞ্চলনেত্রে চঞ্চল সৌদামিনীর ন্যায় ঘন ঘন ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো! বোধ হোলো যেন, জলদ-ক্রোড়ে বিদ্যুল্লতা চিক্কুর দিচ্চে,—তড়্‌ তড়্‌ কোরে বৃষ্টি হোচ্চে!

কৃষ্ণকিশোর বাবু ম্লানমুখে শশব্যস্ত হোয়ে বোল্লেন, "আমার অন্যায় হোয়েছে, এমন সময় এ প্রশ্ন উত্থাপন কোরে অতিশয় কুকাজই কোরেছি! তুমি আমাকে ক্ষমা করো! কেঁদো না, চুপ্‌ করো! তোমার লুপ্তঅনল প্রবল কোরে, কোমল অন্তরে ব্যথা দিয়ে, আমি অতিশয় অপরাধী হোয়েছি;—আমায় ক্ষমা করো!"

"আপনার আর অপরাধ কি? আমার অদৃষ্টে এই সব ছিল, সুতরাং ভুগ্‌ছি।—পূর্ব্বদুঃখ মনে পোড়্‌লো, তাইতেই চক্ষে জল এসেছে, আপনার আর অপরাধ কি?" এই কথা বোলে অম্বিকা চক্ষুজল মার্জ্জন কোরে একটু স্থির হোয়ে বোস্‌লো,—নতমুখেই বোসে থাক্‌লো।

আমি আর প্রচ্ছন্নভাবে প্রচ্ছন্নস্থানে অবস্থান কোত্তে পাল্লেম না; দ্রুতপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে উভয়ের মধ্যস্থলে গিয়ে পোড়্‌লেম। উভয়েই আমারে দেখে লজ্জিত, সঙ্কুচিত, অপ্রস্তুত হোলেন। আমি কৃষ্ণকিশোর বাবুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনাদের কি

হোচ্ছিল?" প্রশ্ন কোরেই সকৌতুকে এক দিক ঘেঁসে দাঁড়ালেম। যেন কিছুই জানি না, এইভাবেই প্রশ্ন কোল্লেম। অম্বিকা পূর্ব্বভাব গোপন কোরে স্থিরকণ্ঠে উত্তর কোল্লে, "হয় নি কিছু, বাবু গল্প [illegible]চ্ছিলেন, তাই শুন্‌ছিলেম!"

আমি বোল্লেম, "গল্প এখন মাথায় থাক্, অনেক বেলা হোয়েছে, সভাভঙ্গের অনুমতি করো!" তিনজনেই আমরা সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম।

অন্যান্য নিত্যকর্ম্মে দিনমান কেটে গেল,- রাত্রেও নূতন কাজ কিছুই করা হোলো না।

তিনদিন অতীত।—চতুর্থ দিবসে সন্ধ্যার পর আমি আর কৃষ্ণকিশোর বাবু বাইরের ঘরে বোসে আছি, রাত্রি আট্‌টা বেজে গেছে, এমন সময় জগদ্দুর্ল্লভ বাবু সেখানে এলেন। আমরা তাঁরে সমাদর কোরে নিকটে এনে বসালেম। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আগেই তিনি হৃষ্টমুখে বোল্লেন, "একটী উত্তম সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেইটী ধোরে সাবধান হয়ে যদি কাজ করা যায়, তা হোলে বোধ করি, অবিলম্বেই দুরাচার নারীহন্তারা সহজেই ধরা পড়ে।—সেরাত্রে আপনি যে রামফল খোট্টার নাম কোরেছিলেন, যে ধূর্ত্ত, পাপিষ্ঠ ডাক্তারদের যোগাড়ে ছিল; সেই রামফল এই অঞ্চলের একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে ডাকাতি কোরে দলশুদ্ধ গ্রেপ্তার হোয়েছে। আমি শুনলেম, রামফল ধরা পড়াতে কৃষ্ণপদ বাবু কিছু ভয় পেয়েছেন। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে আমার যাওয়া আসা আছে, কাল সন্ধ্যার সময়ও একবার গিয়েছিলেম, কাণাঘুষায় আভাস পেয়ে এসেছি, সেই দুজন ডাক্তার আর চক্রান্তকারী পারিষদ নিয়ে, কৃষ্ণপদ এখনকার কর্ত্তব্য কি, সেই বিষয়ের মন্ত্রণা কোচ্চেন! এই সময় যদি কোনো সুযোগে রামফলের সঙ্গে দেখা করবার উপায় হয়, তা হোলে আমি নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পারি, চোব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গুপ্তচক্রে আগুন দেওয়া যেতে পারে!"

জগৎ বাবুর কথা শুনে আমার সাহস বৃদ্ধি হোলো। ত্রস্তভাবে বোল্লেম, "সে আমি জানি; তারা আমারি বাড়ীতে ডাকাতি কোত্তে এসেছিল;—রামফল সেই গুপ্তচক্রের একজন চর! কারাগারে দেখা করবার সুযোগের কথা যা আপনি বোল্‌ছেন, সেজন্যে কোনো চিন্তা নাই; এ প্রদেশের সমস্ত জেলখানায় অবাধে যাতে প্রবেশ কোত্তে পারি, এমন একখানি হুজুরি অনুমতিপত্র আমার নিকটে আছে। সেজন্যে কোনো চিন্তা নাই; কিন্তু কৃষ্ণপদ বাবু সত্য সত্য ভয় পেয়েছেন কি না, সে সন্ধানটী জান্‌বার উপায় কি?"

আমার কথায় জগদ্দুর্ল্লভ বাবু উত্তর কোল্লেন, "কেন, সেজন্যেই বা ভাবনা কি? রাতদিনই তারা সেই বিষয়ের পরামর্শ কোচ্চে; একবার সেখানে গেলেই সব জানা যেতে পারে!"

"তা যেন হোলো, কিন্তু যাবার সুবিধা কৈ? —দরজায় পাহারা, বাড়ীময় লোক, কেমন কোরে প্রবেশ কোর্‌বো? গোপনে থেকে না শুনলে ত আর তারা আমাদের সাক্ষাতে কিছু বোল্‌বে না? তার উপায় কি?" আমি চিন্তাযুক্ত হোয়ে এই শেষ প্রশ্ন দুটী যেন আপনা আপনি উচ্চারণ কোল্লেম।

এই কটী কথা মৃদুস্বরে উচ্চারিত হোলেও জগৎ বাবু তা শুন্‌তে পেলেন। সাগ্রহে বোল্লেন, "তার উপায় হোতে পারে!—

গুপ্তদ্বার আছে; ছদ্মবেশে স্বচ্ছন্দেই তথায় প্রবেশ কোর্ত্তে পার্‌বো, কেউ দেখ্‌তে পাবে না; হয় ত তাদের মন্ত্রণাও শুন্‌তে পাওয়া যাবে।”

এই কথা শুনে আমি বোল্লেম, “তা যদি হয়, তবে আর বিলম্ব কোরে কাজ নাই। বিলম্বে কার্য্যহানির আশঙ্কা।—এখুনি চলুন।” কৃষ্ণকিশোর বাবুকে বোল্লেম, “কৃষ্ণ বাবু! আপনি বাসায় থাকুন, অম্বিকা বাসায় থাক্‌লো, তারে একাকিনী রেখে কোথাও যাবেন না; আজ্‌কাল পায়ে পায়ে শত্রু!”

আমি বেরুলেম;—কৃষ্ণকিশোর বাবুকে সাবধান কোরে জগদ্দুর্ল্লভ বাবুর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমি বাড়ী থেকে বেরুলেম। ছদ্মবেশে গুপ্তদ্বার দিয়ে কৃষ্ণপদ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। একটা ঘরে তিন চারজন লোক ছিল, পাছে কেউ দেখে, এই সন্দেহে আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে যেদিকে কারো গতিবিধি নাই, সেই দিকের একটা খড়্‌খড়ীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালেম।

প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি, লোকেরা কেবল আস্‌কথা পাশ্‌কথা বলাবলি কোচ্চে। কৃষ্ণপদ বাবুর কণ্ঠস্বর একটীবারও শুন্‌তে পেলেম না। ঘরে যারা ছিল, তারাও চুপ্‌চাপ্‌ কোরে একে একে বেরিয়ে গেল।—আরো পাঁচ মিনিট অতীত। ত্যক্ত হয়ে জগৎ বাবুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কৈ মহাশয়? কাজের কথা কৈ?—সকলি যে বাজে কথা!—যারা ছিল, তারাও ত চোলে গেল? ন-টা উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে, কেন আর লুকিয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাই? চলুন, যাওয়া যাক্; কাল একটু সকাল সকাল আসা যাবে;—আজ কেবল কর্ম্মভোগই সার হোলো!”

“কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, সব শুন্‌তে পাবেন। এই বাড়ীতেই আমার একজন চর আছে, তারি মুখে বিশেষ সংবাদ পেয়েছি, এরা অধিক রাত্রেই সে সব কথার আন্দোলন,—সে সব কথার জল্পনা,—সে সব কথার পরামর্শ করে।—যখন অপর লোকজনের আস্‌বার সময় অতীত হোয়ে যায়, সেই সময়েই কুচক্রীদের তীরচক্রের মজ্‌লিস্ বসে!” জগৎ বাবু আমার কাণে কাণে এই কটী কথা বোল্‌ছেন, এমন সময় জনকয়েক লোক সেই ঘরের ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ কোল্লে!—প্রবেশ কোত্তে কোত্তেই এক স্বর গম্ভীরভাবে বোল্‌তে লাগ্‌লো, “ভাব্‌না ত হোতেই পারে। রামফল অস্থিরচিত্ত দুষ্ট লোক। এতদিন হাতে ছিল, টাকাও পেয়েছে, সেই জন্যে কিছু গোলমাল করে নি।—কিন্তু সব টাকা ত তারে আর চুকিয়ে দেওয়া হয় নি, সুতরাং মনে মনে অতিশয় আক্রোশ আছে!—সে যদি সব কথা প্রকাশ কোরে ফেলে, সহজে আর নিস্তার পাওয়া যাবে না! মানসম্ভ্রম ত যাবেই যাবে, শেষে জীবন নিয়েই টানাটানি পোড়্‌বে!—দুষ্ট সবই জানে, এক জালে সর্ব্বনাশ কোর্‌বে!” আর একজন বোল্লে, “তারেই বা এত ভয় কি? যে টাকা বাকী আছে, কৌশল কোরে জেলের ভিতর দিয়ে এলেই তার মুখ বন্ধ হবে এখন!—আর যদি একান্ত বোলেই দেয়, তাতেই বা এত ভয় কিসের? একজনের বাক্য প্রমাণের মধ্যেই গণ্য নয়! আমরা দশজনে বোল্‌বো, ‘বাবু তার চরিত্র মন্দ দেখে জবাব দিয়েছেন বোলে, সেই আক্রোশে মিথ্যা কোরে অপবাদ দিচ্চে!,” আর এক স্বর বোল্লে, “কোনো কথাই আমার ভাল লাগ্‌ছে না; তোমরা এই বেলা তার একটা উপায় করো! খুনদায় বড় সহজ কথা নয়।—জগৎপাল নাছোড়্‌বান্দা! বেটাকে

লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজী হোলেম, তবু বেটা তা হোতে ক্ষান্ত হোলো না! সে যদি রামফলের সন্ধান পায়, আর তার সঙ্গে যদি যোগ করে, তবেই দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ! তোমরা এই বেলা তার একটা উপায় স্থির করো!"

তিনটী স্বরের মধ্যে দুটী আমার বিলক্ষণ পরিচিত,—বিশেষরূপে শ্রুত।—সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে, অন্ধকার ঘরে, অনিচ্ছুশ্রোতা হোয়ে যে তিনটী স্বর শুনেছিলেম, তারি মধ্যে এক স্বর। আর শেষ স্বর কর্ত্তার,—এই বাড়ীর কর্ত্তার,—কৃষ্ণপদ বাবুর!

যা শুন্‌তে এসেছিলেম, ঠিক ঠিক শোনা হোলো। আর সেখানে বিলম্ব করা অপরামর্শ; সুতরাং পূর্ব্বমত গুপ্তদ্বার দিয়ে সত্বর আমরা প্রস্থান কোল্লেম। বাসায় এসে কৃষ্ণকিশোর বাবুকে ছদ্ম-অনুসন্ধানের ফলাফল শুনালেম। পুলিসে সংবাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য স্থির হোলো, কিন্তু তার আগে রামফলের সঙ্গে একবার দেখা কোরে, তার পেটের কথা বার্ করা আবশ্যক! বিলম্ব কর্‌বার সময় নয়, কল্যই সে কাজ সমাধা কোত্তে হবে।—প্রাতঃকালে আস্‌বেন বোলে জগৎ বাবু সে রাত্রের মত বিদায় হোলেন।

রাত্রি প্রভাত হোলো।—বাইরে বেরিয়েই দেখি, জগৎ বাবু উপস্থিত। আট্‌টার পূর্ব্বেই তাঁরে সঙ্গে কোরে হাজত-গারদে চোল্লেম। জগৎ বাবুকে বাইরে রেখে, একাকী গারদ-ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। কারাগারে প্রবেশ করা,—সেখানে নানা রকমের দুষ্টলোক বন্দী, দৈবাৎ কোনো বিপদ ঘোট্‌লেও ঘোট্‌তে পারে, এই সন্দেহে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হোয়েই গিয়েছিলেম; কারারক্ষকেরা আমারে বিশেষ-রূপ জান্‌তো বোলেই সশস্ত্রে প্রবেশ কোত্তে বাধা দিলে না।—সিকৃরোলের ফৌজ্‌দারী জেল, তাদৃশ দীর্ঘায়তন ছিল না; বিশেষতঃ হাজতী-আসামীরা যে ঘরে থাকৃতো, সেই ঘরে কয়েকটা লোহার গরাদে দেওয়া ছোট ছোট গবাক্ষ; ঘরের ভিতর কথা কইলে, বাইরে থেকে বেশ শুন্‌তে পাওয়া যায়। জগৎ বাবু সেই বাইরের উদ্বাস্তুতেই পায়চারী কোত্তে লাগ্‌লেন,—আমি ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম।—বোলে দিলেম, "আপনি এইখানেই থাকুন, কথাবার্ত্তা অনেক শুন্‌তে পাবেন, আবশ্যকমতে ডেকে নিয়ে যাবো।"

বিশ পঁচিশজন হাজতী-কয়েদীর সঙ্গে রাম-ফল একত্রে বোসে আছে। সেখানে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার সুযোগ হয় না দেখে, লাগাও আর একটা ঘরে একটু অন্তরে তারে ডাকৃলেম। গোবিন্দ কর সেই সঙ্গে ছিল, সে আমারে দেখেই চোম্‌কে উঠ্‌লো। আমি তার পানে একবার চেয়েই রামফলের সঙ্গে দ্বিতীয় ঘরে চোলে গেলেম। রামফল আমারে নমস্কার কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হাজত ঘরে আপনি কেন? আমাকেই বা ডাক্‌লেন কেন?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "তোমারি কাছে আমার দর্‌কার; কতকগুলি বিশেষ কথা আছে; বোসো, একে একে সব বোল্‌ছি!

রামফল বোস্‌লো,—আমিও বোস্‌লেম। প্রথমে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডাকাতি অপরাধে তুমি ধরা পোড়েছ কেন? যারা যারা আসামী, তারাই আমার বাড়ীতে ডাকাতি কোত্তে গিয়েছিল, তুমি কি সেই রাত্রে সেই দলে ছিলে?"

কয়েদী ছল্‌ছলচক্ষে কাতরবচনে উত্তর কোল্লে, "ছিলেম!—কপালের ফের, দিনের গেরো, কাজেই ছিলেম বোল্‌তে হবে! কিন্তু

রামচন্দ্র সাক্ষী, আমি আপনার বাড়ীতে ডাকাতি কোত্তে যাই নি!"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ডাকাতের সঙ্গে গিয়েছিলে, ডাকাতের সঙ্গে ধরা পোড়েছো;—দলের ভিতর ছিলে, আপনার মুখেই তা স্বীকার কোচ্চো; অথচ বোল্‌চো, ডাকাতি কোত্তে যাই নি, এ কি রকম কথা? কি কোত্তে গিয়েছিলে?"

"বলি শুনুন।—লক্ষ্ণৌ থেকে এসে আমি এই নগরে কৃষ্ণপদ বাবুর বাড়ীতে চাকর হই।—তিনি এক রাত্রে আমাকে কোনো বিশেষ কাজের জন্যে আপনার কাছে পাঠান! গিয়ে দেখি, সেই রাত্রেই আপনার বাড়ীতে ডাকাত পোড়েছে। আপনাদের কাউকে দেখ্‌তে পেলেম না, দুজন ডাকাত আমারে দেখ্‌লে। দেখেই, রেগে উঠে জিজ্ঞাসা কোল্লে, 'কে তুই?' আমি ভয়ে থতমত খেয়ে বোলেছিলেম, 'আমিও চোর! তোমাদের সঙ্গী আমি!' কি জানি, বাড়ীর লোক মনে কোরে পাছে আমারে মেরে ফেলে, এই ভয়ে তখন সেই কথা বোলেই জবাব্ দিই। কিন্তু সেটী আমার পক্ষে নিস্তারের উপায় হোলো না; তারা আমায় ছেড়ে দিলে না, কেউ কেউ আমারে চিন্‌তো বোলে আমার কথায় অবিশ্বাসও কোল্লে না, সঙ্গী কোরে নিলে। একজন ডাকাতকে যখন তারা ঘিয়ে চোড়িয়ে ভাজে, তখনো আমি আপনার রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে। শেষরাত্রে যখন তারা বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে, সেই সময় আমি পাশ্ কাটিয়ে পালিয়ে এলেম। কপালে না কি এই সব কষ্ট আছে, সেইজন্যেই সে রাত্রে চণ্ডাল মনিবের কথা শুনে আমার কুমতি হোয়েছিল, তাতেই আমি আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলেম।—কোতোয়ালির লোকেরা যখন ডাকাতদের গ্রেপ্তার করে, সেই সময় ডাকাতেরা আমার নাম কোরে এক সঙ্গেই ধোরিয়ে দিয়েছে; তাতেই আমার এই বিপদ!" এই সব কথা বোলে রামফল কাঁদতে লাগ্‌লো।

কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল। উৎসাহ দিয়ে বোল্লেম, "কেঁদো না, চুপ্ করো; আরো অনেক কথা আছে! যদি যথার্থ নির্দ্দোষ হও, উদ্ধার কর্‌বার উপায় কোর্‌বো; সে উপায় আমা হোতেই হবে। এখন বলো দেখি, কৃষ্ণপদ বাবু তত রাত্রে তোমাকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়েছিলেন কেন?"

রামফল নিরুত্তর।—অন্যমনস্ক হোয়ে কি চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লো। আমি বুঝ্‌লেম, সন্দেহ কোচ্চে, সাবধান হোচ্চে। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেই বোধ হয়, কোনো রকম গুপ্তকথা প্রকাশ হবার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্যে সাবধান হোচ্চে।—আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বার যথেষ্ট আশ্বাস দিয়ে বার বার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কিছুতেই কিছু প্রকাশ কোল্লে না। অবশেষে বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করাতে ঔদাস্যভাবে এইমাত্র উত্তর কোল্লে, "সে সব বড়মানুষের বাড়ীর ঘরাও কথা, আমি তা ভেঙে বোল্‌বো না,—কোনো মতেই না!—আপনার কথার জবাব এই, কোনো বিশেষ কাজ ছিল!"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার উপর তার যদি এতদূর বিশ্বাস যে, যে কথা অন্যের কাছে বল্‌বার যো নাই, সে কথাও যখন তোমাকে বিশ্বাস কোরে বোলেছিল, তবে তাকে তুমি এইমাত্র চণ্ডাল বোলে গাল দিলে কেন? আর, আমার কাছে যখন পাঠিয়েছিলেন,—কাজের জন্যেই অবশ্য

পাঠিয়েছিলেন ; সেরাত্রে দেখা হোলে অবশ্যই তা তোমাকে বোল্‌তে হোতো, তবে এখন তুমি তা না বোল্‌চো কেন ?"

"বোল্‌তেম, কি না বোল্‌তেম, তা আপনি কেমন কোরে জান্‌লেন ?" এই টুকু বোলেই হাজতী-বন্দী নিরুত্তর হোলো।

"তুমি বার বার আমার কাছে গোপন কোচ্চো, কিন্তু আমি সব তথ্যই জানি। যে জন্যে তুমি গিয়েছিলে, যদিও সেটী ঠিক জান্‌তে না পারি, কিন্তু যে উপলক্ষে সে তোমাকে পাঠিয়েছিল, তা এখন অনেক দূর বুঝ্‌তে পাচ্চি। তুমিও সে চক্রের ভিতর আছো, তাও আমি জানি। দেখ রামফল ! এখনো ঠিক ঠিক কথা বলো, যে অপরাধে ধরা পোড়েছ, তার চেয়ে শতগুণ গুরুতর খড়্গ তোমার মাথার উপর ঝুল্‌চে !—আমার অজানা কিছুই নাই। কিন্তু এটী তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌চি, যদি তুমি সত্য কথা বলো, তা হোলে লঘু গুরু উভয় বিপদ থেকেই তোমাকে উদ্ধার কোর্‌বো। বে-কসুর খালাসের চেষ্টা কোর্‌বো না বটে, কিন্তু অনেক পরিমাণে লাঘব হবে। আর যদি ছলনা করো, তা হোলে একদিনের মধ্যে সমস্ত চক্রই ধ্বংস কোরে ফেল্‌বো, মূলসন্ন্যাসী অবধি ছোট বড় চেলা পর্য্যন্ত কেউ-ই আর নিস্তার পাবে না ! আমি সব জানি, সব শুনেছি !—যে রাত্রে বিষের চক্র চালনা হয়, সে রাত্রে আমি অন্দরমহলের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ;—যে রাত্রে তুমি ধোম্‌কে ধোম্‌কে পাঁচহাজার টাকা দাবী করো, সে রাত্রে আমি বৈঠক্‌খানার উদ্যানের লতামণ্ডপে বোসে ;—যে রাত্রে চক্রচালকেরা অন্ধকার ঘরে লক্ষ টাকা দাবী করে, সে রাত্রেও আমি সেই ঘরের এক ধারে কৌচের উপর শুয়ে। মনে করো, এই কথাগুলি ঠিক ঠিক তোমার মনের সঙ্গে মিল্‌চে কি না ?"

রামফল কেঁপে উঠ্‌লো। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমার পায়ে জোড়িয়ে ধোরে বোল্লে, "মহাশয় ! আমাকে রক্ষা করুন ! আমার কোনো দোষ নাই ! সেই সয়তানই আমাকে এই মহাপাতকের সাহায্য কোত্তে লইয়েছিল !"

আভাস অনেকদূর অগ্রসর হোলো। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখন বল দেখি, আগাগোড়া ঘটনাটী কিরূপ ?"

সে উত্তর কোল্লে, "প্রথমে আমি কিছুই জান্‌তে পারি নি ! বাবু একদিন গোলোক আর রামদুলাল ডাক্তারের সাম্‌নে আমাকে ডেকে বলেন, 'দেখ্ রামফল ! তোরে আমি ভাল কোরে খুসী কোর্‌বো, বিশেষরূপে ভাল কোর্‌বো ; এ জন্মে তোরে আর চাকরি কোরে খেতে হবে না ! এই ডাক্তার বাবুরা যখন যে কাজ কোত্তে বোল্‌বেন, তখুনি তুই সেই কাজ হাঁসিল্ কোরিস্ ! কিন্তু কারো কাছে কোনো কিছু প্রকাশ কোরিস্ নি !—বড় শক্ত কাজ, গোপনে সমাধা কোত্তে হবে ! সাবধান ! খবর্‌দার ! যেন কেউ কিছু জান্‌তে না পারে ! —কাজ শেষ হোয়ে গেলে, তুই যা চাবি, তা-ই তোরে দিব !' আমি মহাপাতকী,—সেই লোভেই ভুলে গেলেম। খুনে ডাক্তারেরা যখন যা বলে, তখনি তাই করি। একদিন একখানা পত্র লিখে সই কোরে দিলে, দুর্য্যোধন কোম্পানির দাওয়াইখানা থেকে আমি এক মোড়া ঔষধ কিনে আন্‌লেম। সেই ঔষধের সঙ্গে আরো দু তিন রকম জিনিস মিশিয়ে আমাকে বাট্‌তে দিলে, আমি বেটে দিলেম। তারা সেই ঔষধটা কর্ত্তাবাবুর ভাদ্রবৌকে

খাওয়ালে। খাওয়াতে খাওয়াতেই একদণ্ডের মধ্যে 'বুক যায় বুক্ যায়, বোলে বৌটী মোরে গেল! তখন বুঝ্‌লেম, খুনেরা মেয়েলোকটীকে বিষ খাইয়ে মাল্লে! সর্ব্বনাশ কোল্লে! খুনেরা যেমন শিখিয়ে দিলে, সেই রকমে ওলাউঠায় মোরেছে বোলেই রাষ্ট্র কোল্লেম। শুনেছি, ওদের আপনাদের স্বদেশে একবার ঐ বৌটীকে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা কোরেছিল; ঢাকাতে ওদের আদ্ বাড়ী, সেইখানেই ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু দেশে অনেক জাতকুটুম্ব আছে বোলে, কিছু কোরে উঠ্‌তে পারে নি। সেইজন্যেই তীর্থদর্শনের ছলে, এখানে এনে কাজ নিকেশ কোল্লে! যা হোক্, ডাক্তার বেটারা বড়মানুষ হোয়ে গেছে,—লক্ষ টাকা হাত কোরেছে; কিন্তু আমাকে নেহাত্ ফাঁকি দিলে! ভাল রকমে খুসী কোর্‌বো বোলেছিল; তা চুলোয় থাক্, শেষে হাজার টাকা বৈ আর কিছুই দিলে না! আমি পাঁচহাজার টাকা চেয়েছিলেম, তাতেও পাষণ্ড নারাজ হোলো! যেমন পাতকী, তেম্‌নি কৃপণ!—পাহাড়ে কৃপণ!"

এই পর্য্যন্ত শুনে আমি উতলা হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ সব কথা ত আমি অনেক জানি; কৃষ্ণপদ বাবু সে রাত্রে আমার বাড়ীতে তোমাকে পাঠিয়েছিলেন কেন, সে কথাটী কি জন্যে বোল্‌চো না? সেইটী আগে বলো,—সেই নিগূঢ়কথা আগেই আমি শুন্‌তে চাই।"

রামফল উত্তর কোল্লে, "সেটীও এই কথার কথা। যে রাত্রে আপনার নিমন্ত্রণ হোয়েছিল, সে রাত্রে আপনি গিয়েছিলেম, কর্ত্তা আগে তা জান্‌তে পারে নি; পরদিন শুন্‌লেন।—যখন তিনি অন্ধকার ঘরে ডাক্তারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন, সেই সময় সেই ঘরের একপাশে কৌচ নড়্‌বার মতন কট্ কট্ কোরে কি একটা শব্দ হোয়েছিল।—শুনেছিলেন, কিন্তু তখন তাতে বিশেষ মনোযোগ দেন নি। তত রাত্রে সে নির্জ্জন-ঘরে, অন্য কোনো লোকের থাক্‌বার সম্ভাবনা ছিল না ভেবে, কোনো সন্দেহও করেন নি। সকালে যখন শুন্‌লেন, আপনি গিয়েছিলেন; সন্দেহ জন্মে। সন্ধ্যার পর আপনি যখন সেই ঘরে প্রবেশ করেন, একজন মোসাহেব তখন তা দেখেছিল।—তারি মুখে শুনেই বাবুর সন্দেহ বাড়্‌লো। তার পর কদিন আপনার না যাওয়াতে, ক্রমে ক্রমে সেই সন্দেহ প্রবল হোতে থাকে। সাত পাঁচ ভেবে চিন্তে, মনের মধ্যে নানাখানা তোলাপাড়া কোরে, ডাক্তারদের ব্যবস্থা নিয়ে, আমাকে পাঠিয়েছিলেন! একটা—আর আমি বোল্‌তে পারবো না!"

রামফল নিস্তব্ধ।—প্রায় পাঁচ ছ মিনিট নীরব,—নিস্তব্ধ। আমি বার বার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বোল্‌তে পারবে না, এমন কি কথা? এত কথা বোল্লে, এমন ভয়ানক ঘটনা প্রকাশ কোল্লে, যে কথায় তোমার সমূহ বিপদ হবার সম্ভাবনা, তা পর্য্যন্ত বোল্লে, আট্‌কালো না; তার চেয়ে এমন কি শক্ত কথা আছে যে, তুমি বোল্‌তে পাচ্চো না!" বার বার এই সব কথা বোল্লেম, একটীরও উত্তর কোল্লে না। অবশেষে কপট-ক্রোধে আমি তারে ধমক্ দিয়ে বোল্লেম, "কুচক্রের ভিতর থেকেও তোমার এতদূর জেঁদ্? একদণ্ডে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা জেনেও তোমার এত দৃঢ় পণ? পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কোচ্চি, গ্রাহ্য কোচ্চো না?"

"তা শুনলে আপনার আরো রাগ বাড়্‌বে!

এখুনি দেখ্‌ছি আপনি রেগে উঠেছেন, সে কথা বোল্লে আরো আপনার রাগ বাড়্‌বে! দোহাই বোল্‌চি, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি তা বোল্‌তে পারবো না!" রামফল ভীত হোয়ে ধীরে ধীরে এই কটী কথা বোল্লে।

"কোনো ভয় নাই; আমার রাগ হবে না,—তোমার উপর আমার কিছুমাত্র রাগ হবে না;—নির্ভয়ে সত্যকথা বলো।" প্রবোধবাক্যে আমি তারে এই রকম কোরে আশ্বাস দিলেম।

"আপনি আমাকে যখন ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার কোর্‌বেন বোলে অভয় দিয়েছেন, তখন আর আমার অন্য ভয় কি হোতে পারে? তবে যে কথাটী আপনি আমাকে বারবার বোল্‌তে বোল্‌ছেন, সেটী না কি আপনার নিজের সম্বন্ধেই মন্দ কথা, তাই জন্যেই ভয় কোচ্চি!" এই কথা বোলে অতি আগ্রহে অপরাধী রামফল আমার মুখপানে চেয়ে রইলো।

আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হোলো। ব্যগ্রভাবে বোল্লেম, "সে ভয় কোত্তে হবে না, স্বচ্ছন্দে বলো।"

রামফল সাহস পেয়ে বোল্লে, "সে কথা এখন মুখে আন্‌তেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে!—দুরাচার, চণ্ডাল, কর্ত্তাবাবু, ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ কোরে একটা শিশি আমার হাতে দিয়ে আপনার বাড়ীতে পাঠায়।—বোলে দেয়; 'হরিদাসের কোনো রকম খাবার সামগ্রীর সঙ্গে কৌশল কোরে এই আরোকটা মিশিয়ে দিস্‌!—হরিদাস নিজে কিম্বা বাড়ীর আর কেউ সে কৌশল যেন কিছুমাত্র জান্‌তে না পারে!' যখন পরামর্শ হয়, তখন শুনেছিলেম, ডাক্তার বোলেছিল, সে ঔষধ খেলে লোকে পাগল হোয়ে যায়! পদে পদেই আমার কুবুদ্ধি ঘটে;—আমি অত্যন্ত হতভাগা, তাতেই সেই দুরন্ত ঔষধ হাতে কোরে আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলেম!—ভগবান আপনাকে রক্ষা কোরেছেন!"

শুনে আমার গা শিউরে উঠ্‌লো। পাষণ্ডদের অসাধ্য কাজ এ জগতে আর কিছুই নাই! যে কাজে নিজের কোনো ইষ্ট হবে না, অথচ আপনাদের অনিষ্ট মনে মনে কল্পনা কোরে, বিবিধ প্রকারে পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে!—উঃ! কি ভয়ঙ্কর কল্পনা!—দুরাত্মারা আমারে পাগল কোত্তো! হা জগদীশ্বর! আমি জগতে জন্মাবধি স্বপ্নেও কারো অমঙ্গল চিন্তা করি নি, তথাচ আমার এত বৈরী!—উঃ! কালের কি বিচিত্র গতি?—দুষ্টের কি দুরভিসন্ধি?—পাপীর কি চিত্তবিকার?

রামফল আবার বোল্লে, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! দুষ্টেরা তাতেও কিছু ক্ষান্ত হয় নি! যে রাত্রে আমি ডাকাতের হাতে পোড়ি, তার পরদিন সকাল বেলা তারা যখন আমার মুখে শুন্‌লে যে, তাদের কুমন্ত্রণার কোনো কিছু ফল হোলো না, তখন হতাশ হোয়ে যুক্তি করে, বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আপনারে বিষ খাওয়াবে! তাইজন্যে আর একদিন আপনার কাছে আর একখানি নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিল। সেরাত্রেও ভগবান আপনাকে রক্ষা কোরেছেন! আপনি যান নি বোলেই রক্ষা হোয়েছে!"

আমার চিত্ত উত্তেজিত হোলো,—উৎকণ্ঠায় ব্যতিব্যস্ত হোলেম! শুনেছি, পাপীরা একটা নরহত্যা কোল্লে, অহরহই সশঙ্কিত হোয়ে থাকে;—মনে মনে সেই হুতাশ সদা সর্ব্বদাই প্রবল হয়, তাদের কলুষিত আত্মা মুহূর্ত্তের জন্যেও সন্তোষলাভ কোত্তে পারে না! কিন্তু

এরা সব করে কি?—স্ত্রীহত্যা কোরেছে, তাতেও ভয় পাচ্চে না! আচ্ছা, অবিলম্বেই তার সমুচিত প্রতিফল পাবে! একদিনেই কোনো কাজের পরিণাম হয় না!—বিন্দু বিন্দু কোরে বাষ্প সঞ্চার হোয়ে মেঘের উৎপত্তি হয়।—পরিণামে সেই মেঘ, জলে পরিণত হোয়ে এক এক দেশকে প্লাবিত করে। জলদের মূর্ত্তি অতি কমনীয়, কিন্তু সময়ে যখন দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তখন সেই সুন্দর জলদমালা থেকে বজ্র উৎপন্ন হোয়ে থাকে; সেই বজ্রই আবার মহাজীবের প্রাণঘাতক হয়!—দুরাচার কৃষ্ণপদের অদৃষ্টেও তাই হোয়েছে! অবীরার বিষয় হরণ কোরে সুখ বোধ কোচ্চে বটে, কিন্তু আসন্নকাল অতি নিকটবর্ত্তী!

মনে মনে এই সকল আন্দোলন কোচ্চি, এমন সময় রামকল কাতরবাক্যে যোড়হাত কোরে বোল্লে, "এখন আমায় রক্ষা করুন। আপনারি হাতে আমার মরণ জীবন! আপনি ভিন্ন আমার আর রক্ষাকর্ত্তা নাই।" বোল্‌তে বোল্‌তে সজলনেত্রে আমার উভয়-পা দুহাত দিয়ে জোড়িয়ে ধোল্লে।

"এত ব্যাকুল হোয়ো না! যতদূর সাধ্য, উপায় কোত্তে আমি চেষ্টা কোর্‌বো। যে কারণে এখন তুমি ধরা পোড়েছ, তা থেকে অনায়াসে তোমারে মুক্ত কোত্তে পারি বটে, কিন্তু ওদিকে যে ভয়ঙ্কর চক্র উপস্থিত? সেইটা হোচ্চে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কাণ্ড!—চেষ্টা কোল্লে তা থেকেও তোমাকে আমি অনেকদূর নিরপরাধ কোত্তে পারি সত্য, কিন্তু ব্যাপারটা যে অত্যন্ত কঠিন?—তবে যদি তুমি অভিযোগপক্ষে সাক্ষী হও, তা হোলে অনেক সুবিধা হোতে পারে! তুমি যখন সব জানো, তখন তোমাকেই সাক্ষী হোতে হবে!"

বাক্য উচ্চারণ না কোরে অপরাধী বন্দী ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে আমার দিকে চেয়ে রইলো। প্রায় ৩ তিনমিনিট পরে হরলাল বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপনি কি বোল্‌ছেন? তার কি আবার মকদ্দমা হবে? সে কথা ত কেউই জানে না? [illegible] কন্যা, কেবল তারাই জানে; আমি [illegible], আর আপনি এই জানলেন! এর [illegible] আবার মকদ্দমা কোর্‌বে কে? আপনি [illegible]ছেন, আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে। তবে [illegible]নই কি ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে ফ্যাসাত বাধাবেন? [illegible]কেন? আপনার তাতে ইষ্টাপত্তি কি? [illegible] রক্ষা করুন, সে সব কথার নামগন্ধেও [illegible] কাজ নাই; যেমন চাপাচুপি আছে, তেমন চাপাচুপি হোয়েই থাক!"

ঔদাস্যভাবে আমি [illegible] বোল্লেম, "আ পাগল! আমার [illegible] কি? আমিই যেন চুপ কোরে থাকবো, [illegible] মেয়ে, সে তোমাদের ছেড়ে দিবে কেন?

রামকল চোমকে উঠলো, [illegible] সব কথা শুনে সবিস্ময়ে চোম্‌কে [illegible], [illegible] জিজ্ঞাসা কোল্লে, "[illegible] আপনি কি বলেন? সে আবার কেমন [illegible] জানবে? যার মেয়ে, সে কি এর কিছু [illegible]?"

সবেমাত্র এই তিনটা প্রশ্ন উচ্চারণ কোরেছে, তৎক্ষণাৎ "সব জানে, আগাগোড়া সব জেনেছে, সব শুনেছে।" [illegible]চোদিক থেকে এই ক'টা কথার কণ্ঠধ্বনি হোলো!

একরারী আসামী উন্মত্তের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান-চক্ষে চারিদিক চাইতে লাগলো। মুখ শুকিয়ে গেল, উত্তর কোত্তে পাল্লে না; থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগলো। "ভয় নাই, ভয় পেয়ো না।" [illegible] এই [illegible]

দিয়ে জগৎ বাবুকে ডেকে আন্‌লেম। তিনি এসেই, "আমি সব জানি,—ওরে আমি সব জানি,—আমার মেয়েটীকে তোরা বিষ খাইয়ে মেরেছিস্, আমি সব জানি, সব তত্ত্বই রাখি!" কাতরভাবে,—কাতর অথচ গম্ভীরভাবে, শোকে, মোহে, জড়িত হোয়ে এই কটী কথা বোল্লেন।—রামফলের ভয় দ্বিগুণিত হোয়ে উঠ্‌লো,—আরো অধিক কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কাকুতি মিনতি কোরে বোল্লে, "পাল্‌জী মশাই! জগৎ মশাই! আপনি আমারে রক্ষা করুন! আপনার দুটী পায়ে পোড়ি, এইবার আমারে রক্ষা করুন! এমন কর্ম্ম আর আমি ভুলভ্রান্তিতেও কোর্‌বো না!"

"কোর্‌বো না কি? যা হোয়েছে, তার ফল ভোগ কর্, পরের কথা ত পরে আছে! তুই বেটা যত নষ্টের মূল; তুই যোগাড় কোরে যত রকম ঔষধ এনে খুনে ডাক্তারদের মত্‌লব্ হাঁসিল কোরেছিস্! কৃষ্ণপদ সজীব চণ্ডাল; ডাক্তার দুটো তার চেয়ে এককাঠি উপর! আজ আমি ঘুঘুর বাসায় আগুন দিয়ে দোগ্ধে দোগ্ধে মার্‌বো!" জগৎ বাবু ক্রোধে চঞ্চল হোয়ে এই রকম তর্জ্জন গর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লেন।

আমি মৌখিক নরম কথায় তাঁরে বোল্লেম, "জগৎ বাবু! এর উপর এতদূর রুক্ষ হবেন না। আমি বুঝেছি, এর তত দোষ নাই! কি কোর্‌বে; চাকর,—মনিবের কথা ঠেল্‌তে পারে না; কাজেই তারা যা বোলেছে, তা-ই এরে কোত্তে হোয়েছে! দুষ্কর্ম্ম অবশ্যই বোল্‌তে হবে বটে, কিন্তু আপনার ইচ্ছাক্রমে নয়! এর প্রতি একটু অনুগ্রহ কোত্তে হবে,—করাও উচিত!"

"ও ভারি পাজি! আপনি বিশেষ জানেন না, ও বেটা ভারি দাগাবাজ লোক! কেবল এই কাজটী বোলে নয়, লক্ষ্ণৌতেও একজন ভদ্রলোকের জাতকুল মোজিয়ে এসেছে! কখনোই আমি ছেড়ে দিব না; কাজের উপযুক্ত শিক্ষা দিবই দিব!" পাল মহাশয় সক্রোধে এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে রামফলের পানে কট্‌মট্ কোরে চেয়ে পুনর্ব্বার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তুই বেটা অতি নিমক্‌হারাম্! আমি তোর কত উপকার কোরেছি, তার শোধ তুই এই রকমে দিলি? তুই জানিস্, একবার জন্মশোধ অধঃপাতে যাচ্ছিলি,—তোর ধরম-বাপ মনিব, তোকে ত ডাকাত বোলে জিঞ্জিরেই পাঠাচ্ছিল, আমি তার দুটী হাতে ধোরে কত অনুনয় বিনয় কোরে, তবে তারে ক্ষান্ত করি,—তোকে নির্দ্দোষ বোলে সাব্যস্ত কোরে দিই; তার কি প্রতিশোধ এই?"

আমি জগৎ বাবুকে সান্ত্বনা কোরে অতি মৃদুস্বরে বোল্লেম, "একটু ক্ষান্ত হোন্, মকদ্দমার সময় যা কিছু বল্‌বার থাকে, তা আপনি বোল্‌বেন। এখন ত ভিতরের কথা সব ঠিক ঠিক পাওয়া গেল;—যা কিছু সন্দেহ ছিল, তা ত আজ সমস্ত ভঞ্জন হোলো; তবে আর সর্‌কারি জেলখানার ভিতর রাগারাগি কেন?—বেলা হোয়েছে, চলুন যাওয়া যাক্।" দাঁড়িয়ে উঠে স্বাভাবিকস্বরে রামফলকে বোল্লেম, "অতি শীঘ্রই মকদ্দমা উঠ্‌বে, তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে। কিন্তু সাবধান! সত্য কথা বোল্‌তে যেন ত্রুটি কোরো না,—হাকিমের কাছে সকল কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ কোরো;—বিলক্ষণ সুবিধা হবে!—তা হোলে তোমার বাঁচ্‌বার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হবে।—বে-কসুর খালাসের চেষ্টা কোর্‌বো না বটে, কিন্তু যাতে কোরে তোমার দণ্ডের কিছু লাঘব হয়, সে উপায় অবশ্য অবশ্যই কোর্‌বো।"

আমরা হাজত-গারদ থেকে বেরুলেম। বেলা প্রায় দুই প্রহর।—পথে যেতে যেতে জগৎ বাবু আমারে বোল্লেন, "রামফলকে আপনি এত আল্‌গা দিলেন কেন? ধরেন ত ঐ বেটাই সকল কাজের যোগাড়ে! সে কথা শুন্‌তেও আপনার বাকী নাই, জান্‌তেও কিছু বাকী নাই, এখানেও জান্‌লেন, লক্ষ্ণৌতেও জেনে এসেছেন; অমন দুষ্ট লোককেও আল্‌গা দিতে আছে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আপনি বুঝ্‌ছেন না; আল্‌গা দিবার কারণ আছে! আপনার মকদ্দমায় ও-ই একজন মাতব্বর সাক্ষী! ওরে একটু নরম কথা না বোল্লে কাজ পাওয়া যায় কি রকমে? যতদিন গোলমাল না চোকে, ততদিন ওরে হাতে রাখ্‌তে হবে!" এই সব কথা কইতে কইতে বাড়ী যাওয়া গেল।

জগৎবাবু সে বেলা আমার বাসায় থাক্‌লেন।—বৈকালে একত্রে কোতোয়ালিতে গেলেম।—সহর-কোতোয়াল জগৎবাবুর এজেহার লিখে নিয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে রিপোর্ট কোল্লেন; সন্ধ্যার আগেই আমরা সেখান থেকে চোলে এলেম।

চারিদিন অতীত হোয়ে গেল;—মকদ্দমার অন্যান্য যোগাড় কোত্তে চারিদিন অতীত উপাধি ধারণ কোল্লে।—জগৎ বাবু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজ্‌লাসে এজেহার দিলেন। রামফলকে হাজত-গারদ থেকে এনে জোবানবন্দী লওয়া হোলো। তিনজন আসামীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার হুকুম হোলো;—সাক্ষী শ্রেণীতে আমাকেও তলব হোলো। বিশেষ যোগাড় কোরে এই কটী কাজ আমরা এত গোপনে সম্পন্ন কোল্লেম যে, কৃষ্ণপদ, কি তার পারিষদেরা এক বিন্দুবিসর্গও জান্‌তে পাল্লে না।

আরো একদিন অতীত। বেলা অপরাহ্ন তিনটে, আমি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একজন হিন্দুস্থানী ঘোড়ায় চোড়ে সেইখানে এলো,—হাতে একতাড়া চিঠির মতন কাগজ। সে আমার নাম জিজ্ঞাসা কোরে একখানা পত্র দিলে।—দিয়েই সেলাম কোরে চোলে গেল।—বরদার রাজকুমার ভূপতি রাও বাহাদুর সেই পত্র লিখেছেন। আহ্লাদে, স-কৌতুকে, পত্রখানি পাঠ কোল্লেম:—

"বরদা, ২৭শে চৈত্র।"

"বাঙ্গালা, ১২৫২ সাল।"

"প্রিয়মিত্র হরিদাস!"

"তোমার ১৭ই চৈত্রের পত্রিকা প্রাপ্তে পরম পুলকিত হইলাম। মূল কথার উত্তর লিখিবার অগ্রে তোমার লজ্জা-উত্তেজক কারণটীর মীমাংসা করা আবশ্যক হইল।—আমি তোমাকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করি, তাহাতে তুমি লজ্জা পাও, এটী তোমার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতাগুণের পরিচয়। কিন্তু প্রিয়-বন্ধু! স্মরণ করিয়া দেখ, বরদার দস্যুচক্রের অন্ধকূপে শেষ রজনীতে তোমাকে আমি সহোদর অভিধায়ে সম্বোধন করিয়াছি। তুমি সেই রজনীতে আমার যেরূপ অভিষ্টসিদ্ধ করিয়াছ, সেরূপ উপকার অসাধারণ মিত্রভিন্ন অপর কেহই করিতে পারে না। তুমি আমার সহোদর তুল্য অসাধারণ মিত্র!—লজ্জা, তোমার শীলতাগুণের অকৃত্রিম পরিচয়! বস্তুতঃ যতদিন জীবন রহিবে, ততদিন তোমাকে প্রতিনিয়ত মিত্ররূপে অন্তঃকরণমধ্যে স্মরণ রাখিব, এবং ততদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে তোমাকে প্রিয়মিত্র বলিয়া সম্বোধন করিব! আমি একাকী তোমাকে মিত্রপাঠ লিপি বলিয়া তোমার লজ্জা হয়, কিন্তু

অদ্যাবধি জ্ঞাত হও, তুমি বরদার সমস্ত গুইকুমার-পরিবারের পরম প্রিয়তম বন্ধু।"

"পালাতক চালানী দস্যু, আসামী দিগম্বর ভট্টাচার্য্য গতকল্য সন্ধ্যার সময় এ রাজ্যে উপনীত হইয়াছে। তোমার অনুরোধ অনুসারে আমি কল্যই তাহাকে শ্রীমতী অম্বিকাকালীর পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অদ্য প্রাতঃকালেও অনেক প্রবোধ ও অনেক আশ্বাস দিয়া বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলাম; —তাহাতে কেবল ছড়িভঙ্গ কথা কহে। কতক কতক যাহা শুনিয়াছি, তাহা অতি আশ্চর্য্য! কেবল অম্বিকাকালীর কথা নহে, তোমার সম্বন্ধে বিটলে অনেক গুপ্তকথা বলিয়াছে; শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন ও চমৎকৃত হইয়াছি! সে গুলি অতি আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!—শোক হর্ষ, বিষাদ ও কৌতুক বিমিশ্রিত অতি আশ্চর্য্য গুপ্তকথা!—তুমি শ্রবণ করিলে আরও অধিক বিস্ময়াপন্ন, আরও অধিক চমৎকৃত হইবে! বন্দী ব্রাহ্মণ যতকথা বলিয়াছে, তাহা পত্রের দ্বারা লিখিয়া জানাইবার বিষয় নহে; সুতরাং এই পত্রিকায় তাহা লিখিতে পারিলাম না। অতএব, প্রিয়মিত্র। তুমি এই পত্র পাইবামাত্র বারাণসী হইতে যাত্রা করিয়া এতৎ রাজধানীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, সাক্ষাতে সমস্ত কহিব। আর তুমি সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে বিটল তস্করের অবশিষ্ট সমস্ত কথা বাহির করিতে পারিব, এরূপ বিশ্বাস হইতেছে। শীঘ্র বিচারার্থ তাহাকে মহারাজ-দরবারে উপস্থিত করা যাইবে; বিচারের অগ্রেই আমাদিগের কার্য্যসাধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। অতএব তুমি যাত্রা করিতে বিলম্ব করিও না। যে পর্য্যন্ত তুমি আসিয়া উপস্থিত না হও, সে পর্য্যন্ত উহার বিচার স্থগিত রাখিতে যত্ন করিব; ততদিন রাজ-দরবারে হাজির করিব না!"

"নিয়মিত ডাকে প্রেরণ করিলে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে, এই সন্দেহে জরুরি সওয়ার-ডাকে এই পত্র রওয়ানা করিলাম; শীঘ্রই প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আসিতে যেন কালবিলম্ব না হয়।"

"এ রাজ্যের সমস্ত কুশল, আমি শারীরিক ভাল আছি।"

"তোমার নিতান্ত প্রিয়ম্বদ"

"শ্রীভূপতি রাও।"

পত্রখানি পাঠ কোরে আমি আহ্লাদিত হোলেম বটে, কিন্তু মনে মনে একটী ভাবনা হোলো। রাজকুমার শীঘ্র শীঘ্র যেতে লিখছেন, এদিকে আদালতে সাক্ষী রয়েছে। করি কি? —বরদায় যাওয়া করাই প্রধান কর্ম্ম। এতদূর বিপদ, এতদূর চিন্তা, আর এতদূর সন্দেহের যেটী একমাত্র নিদান, জন্মাবধি ভেবে চিন্তে যার কিছুই কূল কিনারা কোত্তে পারি নি,— এতদিনের পর সেইটীর মূল নির্ণয় হবে, অম্বিকার পরিচয় জানবো।—আর রাজকুমার লিখেছেন, দিগম্বর আমার সম্বন্ধেও অনেক গুপ্তকথা বোলেছে। আমার সম্বন্ধে গুপ্তকথা কি?—শোক, হর্ষ, বিষাদ, কৌতুক বিমিশ্রিত গুপ্তকথা!—এমন গুপ্তকথা কি? ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। যা হোক্, শীঘ্রই আমারে যেতে হোয়েছে। এমন শুভ অবসরে কালবিলম্ব করা অতিশয় যুক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য।—কিন্তু করি কি?—আইন আদালতের ফ্যাসাত, হাজির না হোলেও নয়; করি কি?—ভাল এক জঞ্জালে আপনা হোতে জোড়িয়ে পোড়েছি যা হোক্!

ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হোলো। স্থির

কোল্লেম, কাল সকাল-বেলা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের বাসা-বাড়ীতেই যাবো।—গিয়ে এই পত্র দেখিয়ে বোল্‌বো শীঘ্র আমারে গুজরাটে না গেলেই নয়, আজই এজ্‌লাসে সেই খুনী-মকদ্দমা-ঘটিত আমার জোবানবন্দী গ্রহণ কোল্লে পরম উপকৃত হই! সেই কথাই ভাল;—তা-ই যাবো।—সন্ধ্যার পর কৃষ্ণকিশোর বাবুকে ঐ পত্রখানি দেখালেম।—অবিলম্বে বরদারাজ্যে যাত্রা কোত্তে হবে, এদিকে কৃষ্ণপদ পাষণ্ডের খুনী মাম্‌লার ফ্যাসাত, আমি একজন মাতব্বর সাক্ষী, জোবানবন্দী না দিয়ে নড়্‌বার যো নাই, এ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য স্থির কোরেছি, সে কথাও বোল্লেম। "উত্তম পরামর্শ" বোলে তিনিও তাতে সায় দিলেন।

কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হোলো, শয়ন কোল্লেম।—প্রাতঃকালে উঠেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে যাওয়া হোলো। আমার বক্তব্য শুনে তিনি প্রথমে ত রাজীই হোলেন না!—আইনবিরুদ্ধ কাজ, দস্তুর বিরুদ্ধ কাজ, এই রকম নানা কথা বোলে বিস্তর আপত্তি কোত্তে লাগ্‌লেন। কিন্তু শেষকালে কুমার ভূপতি বাহাদুরের জরুরি পত্রখানি দেখিয়ে অনেক জেদ কোরে বলাতে সমাদর কোরে এই উত্তর দিলেন ঃ—

"বহুত্ আচ্ছা হইয়াছে! সকল সাক্ষীর জোবানবন্দী আদায় হইয়া চুকিয়াছে, আপনি দশটার সময় কাছারীতে হাজির আসিবেন, আপনার জোবানবন্দীর খাতিরে মোকদ্দমা আছে, ওয়ারিণ জারি হইতে গিয়াছে, অদ্যই আসামীলোক গ্রেপ্তার হইয়া আসিবে। আপনি দশটার সময় সাক্ষী আদায় দিয়া বিদায় পাইবেন।"

আমি সেলাম কোরে চোলে এলেম; বেলা অনুমান, সাড়েআটটা। কৃষ্ণকিশোরবাবুকে ইষ্টসিদ্ধির আভাস জানিয়ে দশটার আগেই সিক্‌রোলে যাত্রা কোল্লেম। মাজিষ্ট্রেট সাহেব দশটার সময় বোলেছিলেন, কিন্তু সাড়েদশটা বেজে যাবার পর তাঁর আগমন হোলো। তলব্ হবার আগেই আমি সম্মুখে গিয়ে সেলাম কোল্লেম। তিনি সাদর সম্ভাষণে বোস্‌তে বোলেই প্রথমে আমার জোবানবন্দী নিলেন। আমি যা যা দেখেছিলেম, যা যা শুনেছিলেম, অবিকল স্পষ্ট স্পষ্ট সকল কথাগুলিই বোল্লেম; আবশ্যক অনাবশ্যক, একটী কথাও ছুট্ দিলেম না।

একটার পরেই আমি বাসায় চোলে এলেম।—সন্ধ্যার একটু আগে জগৎ বাবু ওয়ারিণের পেয়াদা আর দুজন ইংরাজ সঙ্গে কোরে আমার বাসায় উপস্থিত হোয়ে বোল্লেন, "সমুদয় যোগাড় প্রস্তুত; চলুন, একবার মধুচক্র বেষ্টন করি গে! সকলকেই এক জায়গায় পাওয়া যাবে!" ওয়ারিণের আসামী কৃষ্ণপদ, রামদুলাল, আর গোলোক, এই তিনজন।—রামফল হাজতেই আছে।

ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা মূল-আসামী কৃষ্ণপদ তেলীর বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম।—জগৎ বাবু পেয়াদাদের সঙ্গে কোরে বাড়ীর আট্‌ঘাট্ বন্ধ কোল্লেন, পেয়াদারা বাইরে গা-ঢাকা হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সন্ধান জান্‌বার জন্যে আমি, জগৎ বাবু, ইংরাজদের সঙ্গে কোরে প্রচ্ছন্নভাবে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।

একটা ঘরে কৃষ্ণপদ বোসেছিল, একজন লোক দৌড়ে গিয়ে তারে বোল্লে, "সর্ব্বনাশ হোলো!—ওয়ারিণ! ওয়ারিণ! আমাদের ধোত্তে এসেছে! বাড়ী ঘিরেছে! দেখ্‌লেম,

হরিদাস আর জগৎপাল সঙ্গে আছে! এখন উপায় কি? সর্ব্বনাশ হোলো!"

কৃষ্ণপদ ভয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোলে উঠ্‌লো, "অ্যাঁ?—অ্যাঁ?—ওয়ারিণ?—ওয়ারিণ?—এসেছে?—এসেছে? আসুক্! আসুক্!—জীয়ন্ত আমাকে ধোত্তে পার্‌বে না! আমার কাছে এক জিনিস—" বোল্‌তে বোল্‌তে সভয়ে উঠে দরজা বন্ধ কোরে একটা আল্‌মারির কাছে ছুটে গেল। জানালার ফাঁক দিয়ে আমি তাই দেখে ত্বরিতপদে এসে সঙ্গীদের ডাক্‌লেম!—জানালার কাছে গিয়েই দেখি, দুম্ দুম্ কোরে দুটো লোক ঘরের মেঝেতে আছাড়্ খেয়ে পোড়্‌লো! "ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?" বোলে সকলেই দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।—দেখি, একজন অসাড়, জীবনশূন্য; আর একজন ছট্‌ফট্ কোচ্চে!—গেঙিয়ে গেঙিয়ে বোল্‌চে, "দুলাল! দুলাল! চলো! চলো! জীয়ন্তে ধোত্তে পার্‌বে না!" বোল্‌তে বোল্‌তেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন কোল্লে!—পাপিষ্ঠ কৃষ্ণপদ আর দুলাল ডাক্তার, ধরা পড়্‌বার ভয়ে এই রকমে বিষ খেয়ে মোলো!—গোলোকটা যে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল, তার কিছুই সন্ধান হোলো না।—পেয়াদারা কোতোয়ালিতে খবর দিতে গেল, আমি উতলা ছিলেম, মকদ্দমার সর্দ্দার আসামীরা আপনা হোতেই দণ্ড পেলে দেখে, বাসায় ফিরে এলেম।

রাত্রি প্রায় আট্‌টা। কৃষ্ণকিশোর বাবুকে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে, বোল্লেম, "তবে আমি কাল সকালেই গুজরাটে যাত্রা করি। অম্বিকা থাক্‌লো, দেখ্‌বেন! সাবধানে রাখ্‌বেন, যেন কোনো বিপদ না ঘটে! পায় পায় শত্রু! আবার একদল নূতন শত্রু আর বাড়্‌লো!—দেখ্‌বেন, সাবধান!"

কৃষ্ণকিশোর বাবুকে এই রকম সতর্ক কোরে, বাড়ীর ভিতর গিয়ে অম্বিকাকে বোল্লেম, "অম্বিকে!—দিদি!—তোমার পক্ষে একটী সু-খবর! বরদার রাজপুত্রকে যে পত্র লিখেছিলেম, তার উত্তর এসেছে! দিগম্বর ভট্টাচার্য্য সেখানে চালান হোয়ে, রাজপুত্রের কাছে তোমার পরিচয়ের কথা বোলেছে! আমার কথাও অনেক জানে! যুবরাজ আমারে যেতে লিখেছেন, কালই আমি সে দেশে যাবো।"

"আমি তবে কার কাছে থাক্‌বো? আমার আর কেউ নেই!—তুমি বৈ কাউকেই আমি জানি না!—তুমি আমায় কার কাছে রেখে যাবে?—আমি তোমার সঙ্গে যাবো!" ছল্‌ছল্‌চক্ষে বার বার এই সব কথা বোলে অম্বিকা সতী পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লো।

"ভাব্‌না কি? কৃষ্ণকিশোর বাবু রইলেন, তাঁরি কাছে তোমারে রেখে যাবো!—শীঘ্রই আবার আমি আস্‌চি।" আমার এই কথা শুনে অম্বিকা মাথা হেঁট কোল্লে। আমি বুঝ্‌লেম, কৃষ্ণকিশোর বাবুর নাম শুনেই অভিমানিনী পবিত্রার লজ্জা হোলো! লজ্জাবনতমুখে বোল্লে, "তা আমি থাক্‌তে পার্‌বো না,—তিনি বিদেশী, তাঁর কাছে আমি থাক্‌তে পার্‌বো না, আমার ভাই বড় লজ্জা! আমি তোমারি সঙ্গে সে দেশে যাবো, আবার তোমারি সঙ্গে একত্রে এখানে ফিরে আস্‌বো!"

আমি তারে নানা রকম বুঝিয়ে, প্রবোধ দিয়ে, কৃষ্ণ বাবুকে বোলে কোয়ে পরদিন প্রাতঃকালে বরদারাজ্যে যাত্রা কোল্লেম।

তৃতীয় পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

এই এক নূতন !

চতুর্থ বা পরিশিষ্ট পর্ব্ব।

চতুর্থ স্তবক।

১৮৭২ খৃঃ।

পাঠক মহাশয় !

বঙ্গীয় নবীন বৎসরের প্রথম মাসে আমার "এই এক নূতন" পর্ব্বের আর এক পর্ব্ব সম্পূর্ণ হোলো। তৃতীয় পর্ব্বের চূড়া অতিক্রম কোরে চতুর্থ পর্ব্বের প্রথম স্তবকে আজ আমি পদার্পণ কোল্লেম।—এই পর্ব্বের চূড়া অধিক দূরে নয়,—দুরারোহ ভেবেছিলেম, কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ পদক্ষেপ কোরে দেখ্‌লেম, সেই অন্তিম চূড়া অধিক দূরে নয়, কাছাকাছি হোয়েছি।—যদি অনুমতি করেন, তা হোলে অঙ্গুলী দিয়ে সঙ্কেত কোত্তে পারি, ঐ সেই চূড়া,—ঐ সেই শিখর।

প্রিয় পাঠক অপরাধ মার্জ্জনা কোর্‌বেন।—তৃতীয় স্তবকে আমি আভাস দিয়ে বোলেছিলেম, "শরৎকাল গত,—হেমন্ত উপস্থিত।—বোধ করি নবীন বসন্তকালে শিখরদেশ থেকেই নবীন বসন্তচন্দ্রের নির্ম্মল ছবি দর্শন কোত্তে পারবো।—যদি একান্তই না পারি,—নাচার।" প্রিয় পাঠক ! সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই "নাচার"ই আজ আমার বাহাল !

শুভক্ষণে যার জন্ম, সকল কাজেই তার শুভগ্রহ।—আজ আমি নূতন পর্ব্বের প্রিয় নায়ক হরিদাসের সঙ্গে অন্তিম চতুর্থ শিখরের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ কোল্লেম। আজ অতি শুভদিন;—নবীন পুণ্যমাস বৈশাখমাস সমাপ্ত,—বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি।—অন্তিম চতুর্থ শিখরের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ কোল্লেম। পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে যে তিনটী শৈল ভ্রমণ কোরে এলেম, সে তিনটীর অনেক স্থল তুষারে, কাঁকরে, উপলখণ্ডে আবৃত,—অতিশয় দুর্গম।—ঠাঁই ঠাঁই ঘোর ভয়ানক উঁচু

নীচু,—দারুণ অন্ধকার ও বিষম বন্ধুর।—যেটীতে আজ আরোহণ কোচ্চি, এটী অতি পরিষ্কার, সুগম, ঋজু ও পবিত্র।—তৃতীয় শিখরের চূড়া থেকেই দেখে এসেছি, স্থানটী বিশ্রামের নিকুঞ্জ, সুস্বর নির্ঝরস্বরে গুঞ্জিত, নির্দ্দিষ্ট শুভ শান্তির পরম সুন্দর নিকেতন।

পাঠক মহাশয়! ধীরে ধীরে পায় পায় আমার সঙ্গে আর একটু অগ্রসর হোন্!—দেখ্‌বেন, নূতন শোভা! আর্য্যেরা, আচার্য্যেরা, রজনী প্রভাতে যে নবগ্রহ-স্তুতি আবৃত্তি করেন, ভট্টাচার্য্যেরা যে নবগ্রহের পূজা করেন, —গ্রহবিপ্রেরা ভক্তিভাবে যে নবগ্রহদেবের গুণকীর্ত্তন করেন, তারি সদৃশ "এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য্য!!!" নবগ্রহের ফলাফল কখনো শুভ, কখনো অশুভ হয়।—যার ভাগ্যে গ্রহদেবতারা সুপ্রসন্ন থাকেন, তার পক্ষে শুভ ফল, আর যার ভাগ্যে বাম, তার পক্ষে অশুভ। হরিদাসের এই গল্পটীর আগা-গোড়াতেই তার অনেক সাক্ষী পেলেন।—জ্যোতিষশাস্ত্রে যেমন "জবাকুসুমসঙ্কাশং" রবিদেব,—"দিব্যশঙ্খতুষারাভং" শশীদেব,—"বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং" ক্ষমাসুত,—"প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং" শশীসুত,—"গুরুং কনকসন্নিভং" দেবগুরু বৃহস্পতি,—"হিম-কুন্দমৃণালাভং" দৈত্যগুরু ভার্গব,—"নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং" ছায়াপুত্র শনিদেব,—"অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং" রাহুদেব,—আর "পলালধূমসঙ্কাশং" কেতুদেব! জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এঁরা যেমন নবগ্রহ নামে বরণীয় জ্যোতির্ম্ময় গ্রহদেব, আমার "এই এক নূতন" সাহিত্য-সংসারে সেইরূপ একটী নূতন গ্রহ; —জ্যোতিঃহীন, দীপ্তিহীন, নূতন সাহিত্যগ্রহ। স্বর্গীয় গ্রহদেবতারা সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন থাক্‌লেও গোচর-সঞ্চারে এক এক সময় এক একজনের ভাগ্যে অপ্রসন্ন হন, এই নবীন সাহিত্যগ্রহটী তেমন নয়, সততই এর সুপ্রসন্ন ভাব!

জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, সময়ে সময়ে যাঁদের অপ্রসন্ন ভাব দৃষ্ট হয়, আর সততই যার সুপ্রসন্ন ভাব, তাঁদের সঙ্গে তার উপমা দিবার তাৎপর্য্য কি?—তাৎপর্য্য আছে।—"আমার গুপ্তকথা"র নায়ক, অধিনায়ক, পরিণায়ক; নায়িকা, অধিনায়িকা, আর পরিণায়িকা, যার অদৃষ্টে যেরূপ শুভাশুভ পরিণাম আছে, তারি অদৃষ্টে সেই সেই ভোগ অবশ্য অবশ্য হোতেই চায়।—সেইগুলিই শুভা-শুভ গ্রহসঞ্চারের ভোগ।—প্রথমাবধি যে যে সূত্রে যার যার ভাগ্যমালা গাঁথা হোয়েছে, পরিণামে সেই সেই সূত্রে একত্র তার মিলন হবেই হবে।—যদি গ্রহফল ধরেন,—পরিণামে সেই সেই সূত্রে একত্রে তার মিলন হবেই হবে। এটী আমার "এই এক নূতনের" মিলন পর্ব্ব।—ঘটন, বর্দ্ধন, পতন, আয়তন, মিলন সকল-

গুলিই এই পর্ব্বের উপকরণ,—আভরণ।—ব্যাধেরা যেমন চারিদিকে জাল পেতে কানন বেষ্টন কোরে মৃগয়া করে; আমার এই গ্রহচক্র সেই রকমের এক নূতন ঐন্দ্রজালিক জাল। গুপ্তকাননের যে যে স্থানে যে যে অবস্থায় সে সে ব্যক্তি অবস্থিত আছে, কুরুকুলগুরু দ্রোণাচার্য্যের চক্রব্যূহের ন্যায় আমার এই গ্রহচক্র-মুখে সেই সেই ব্যক্তিকে এক একবার দেখা দিতে হবেই হবে। আপনারা দর্শন কোরে আস্‌ছেন,—তৃতীয় পর্ব্বের রঙ্গস্থল থেকে আপনারা দর্শন কোরে আস্‌ছেন, সে বিষয়ের সূত্রপাত অল্প অল্প কোরে হোয়ে আস্‌ছে।

আমাদের দেশে ভাষাকথায় বর্ষাকালকে দুর্দ্দিন বলে; যদি সেই নীতি ধরেন, তা হোলে এই মিলন-পর্ব্বের অনেকদূর পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। সুতরাং দ্বিতীয় শরৎ-কালের উদয় না হোলে সুদিনের সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ। নির্ঝর-নীরে শারদীয় স্বচ্ছ-চন্দ্রের প্রতিমা দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে মনোমত শিখরদেশে আরোহণ কোর্‌বো।—পাঠক মহাশয়কে আর একটী নব-শরতের আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কোত্তে হোয়েছে।—আগামী নব-শরতেই আমি অভীষ্ট সুদৃশ্য চূড়াটী স্পর্শ কোত্তে পার্‌বোই পার্‌বো।

পাঠক মহাশয়! এবার এইটী আমার স্থির, নিশ্চয়, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ভারতীয় স্বর্গারোহণ পর্ব্বে পাঞ্চালীসহ পঞ্চপাণ্ডব সশরীরে স্বর্গে আরোহণ কোচ্ছিলেন, বিধাতার চক্রে রাজা যুধিষ্ঠির ছাড়া সকলেই একে একে চলনশীল তারার মতন খোসে খোসে পোড়্‌লেন;—আমার এই নূতন শিখরারোহণ-পর্ব্বে সেরূপ দৃশ্য অদৃশ্য। ধীরে ধীরে আরোহণ কোর্‌বো, পাদস্খলন হবে না;—নিশ্চয় বোল্‌চি, পাদস্খলন হবে না।

প্রথমাবধি আমার প্রতি অনুগ্রহ কোরে,—স-অনুগ্রহ ধৈর্য্যধারণ কোরে, এতদূর পর্য্যন্ত এসেছেন; আর একটু ধৈর্য্যের প্রত্যাশা।—কত অশুভ, কত ভয়ানক, কত শোকাবহ, কত জটিল, আর কত অপ্রিয় পদার্থ আপনাকে উপহার দিয়েছি; বোধ করি, প্রিয়দর্শন একখানি ছবিও দেখানো হয় নি। তাতে বড় কুণ্ঠিত আছি;—সেইজন্যেই আর একটু ধৈর্য্যের প্রত্যাশা।—এটী আমার পরিশিষ্ট পর্ব্ব,—সাত ঘাটের জল এক ঘাটে।

আজ এই পর্য্যন্তই বিদায়। শেষে আর একবার দেখা হবে।

আপনাদেরি

শ্রীসবজান্তা।

এই এক নূতন!

আমার গুপ্তকথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

অষ্টাশীতিতম কাণ্ড।

দ্বিতীয়বার বরদা যাত্রা।

১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে বারাণসী থেকে যাত্রা কোল্লেম। সচরাচর কাশী থেকে গুজরাটে যেতে যত সময় লাগে, মনের কৌতূহলে অবিশ্রান্ত গতি করাতে তার চেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে গিয়ে পৌঁছিলেম।—পূর্ব্বে যে পথ দিয়ে লক্ষ্ণৌনগরে আসা হোয়েছিল, সে পথ দিয়ে যাওয়া হোলো না;—এটী নূতন পথ। পথের মাঝে মাঝে দর্শনীয় মনোহর পদার্থ বিস্তর, কিন্তু যে উপলক্ষে যাওয়া হোলো, তাতে সেগুলি ভাল কোরে দেখবার আর অবসর পেলেম না।

বৈশাখ মাসের মধ্যেই বরদা রাজধানীতে উপনীত হোলেম।—যখন পৌঁছিলেম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব রক্তমূর্ত্তি ধারণ কোরে পর্ব্বতশিখরে লুপ্তপ্রায় হোচ্চেন। সান্ধ্যসমীর সমাগমে গাছেরা ধীরে ধীরে কাঁপ্‌চে। বোধ হোচ্চে যেন, ধরিত্রীদেবী তিমির-বাস পেড়ে নেবার জন্যে উর্দ্ধদিকে হাত বাড়াচ্চেন। ঠিক সেই সময়েই আমি রাজবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছিলেম। চাতক জলধরের প্রতি নেত্রপাত কোরে বারি প্রত্যাশা করে। নবীন জলদমালা থেকে নির্ম্মল বারিধারা তার মুখে পতিত হয়। আমারও পক্ষে অবিকল সেইরূপ সুযোগ হোলো। প্রবেশ কোরেই সম্মুখে রাজকুমারকে দেখ্‌তে পেলেম। আহ্লাদে নম্রভাবে নতশিরে অভিবাদন কোরে দাঁড়ালেম। যুবরাজ বাগভাবে প্রফুল্লবদনে আমার হাত ধোরে কুশল প্রশ্ন আর কতক্ষণ আসা হোয়েছে জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি সময়োচিত উত্তর দিয়ে পুনরায় সসম্ভ্রমে নমস্কার কোল্লেম। রাজপুত্র আমারে সঙ্গে কোরে নিজের বস্‌বার ঘরে নিয়ে গেলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের কথা উঠ্‌লো। কুমার বাহাদুর এতক্ষণ যে ভাবে আলাপ কোচ্ছিলেন, ক্ষণকালের জন্যে সে ভাবের কিছু অন্তর বোধ হোলো। গাম্ভীর্য্য, বিস্ময়ের সহিত গাম্ভীর্য্য,

তাঁর প্রফুল্লমুখমণ্ডলে সুস্পষ্টরূপেই লক্ষিত হোতে লাগ্‌লো। সেই ভাব নিরীক্ষণ কোরে আমি সকৌতুকে বিনয়বাক্যে বোল্লেম, "রাজকুমার! আমার বোধ হোচ্চে, ধূর্ত্ত দিগম্বর কোনো রকমে আপনার শান্ত গভীর চিত্তকে বিচলিত কোরে থাক্‌বে।—পত্রে যে সকল কথা লিখেছেন, বিশেষরূপে তা আমি আলোচনা কোরেছি, আপনার আকৃতিতেও সেই ভাব প্রত্যক্ষ হোচ্চে।"

আমার কথা শুনে কুমার ভূপতি রাও একটু হেসে বোল্লেন, "বিচলিত হবার কথা নয়, বিচলিত কোত্তেও সে চেষ্টা করে নি; কিন্তু যতগুলি কথা শুনেছি, তার সকল কথাতেই বিস্ময় জন্মেছে বটে।" সংক্ষেপে এই কথা বোলে কিছুক্ষণ মৌন হোয়ে, দিগম্বর যা যা বোলেছিল, অবশেষে একটী একটী কোরে গল্পের মত আমার সাক্ষাতে বোল্লেন। বাস্তবিক আমি তা শুনে চোম্‌কে উঠ্‌লেম। নির্জ্জন নিশাকালে অদ্ভুত উপকথা শুন্‌লে, কিম্বা কোনো রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌লে মনে যেমন কখনো আহ্লাদ, কখনো বিষাদ, কখনো ভয়, কখনো শোকের সঞ্চার হয়, আমার মনেও,—যুবরাজের কথা শুনে আমার মনেও, ঠিক সেই ভাবের উদয় হোতে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ স্থিরচক্ষে তাঁর মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেম। ভাব্‌লেম, দিগম্বর এত কথা পেলে কোথায়? আর, যা যা বোলেছে, সে সব সত্য কি না! অম্বিকার পরিচয় কতক কতক মিল্‌ছে বটে, কিন্তু সবগুলি সত্য কি সাজানো, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না। আর, আমার বংশের বৃত্তান্তই বা কেমন কোরে জান্‌লে?

আমারে উতলা দেখে যুবরাজ বোল্লেন, "হরিদাস! শ্রান্ত আছ, কিঞ্চিৎ জলযোগ কোরে সুস্থ হও; আর আর কথা পরে হবে। একটু বিলম্বে উভয়েই জেলখানাতে যাওয়া যাবে।—যা কিছু শোন্‌বার, তারি মুখে সকলি শুন্‌তে পাবে।

আহারে ইচ্ছা ছিল না, রাজপুত্রের উপরোধে যৎকিঞ্চিৎ জল খেলেম। মন অত্যন্ত ব্যাকুল। কুমার বাহাদুরের অনুমতির প্রতীক্ষা না কোরেই ব্যস্তভাবে বোল্লেম, "মহারাজ! ক্রমে রাত্রি হয়, এর পর বন্দীরা সকলেই ঘুমিয়ে পোড়্‌বে!"

আমার ব্যগ্রতা দেখে রাজপুত্র উঠে দাঁড়ালেন।—দাঁড়িয়ে, হাস্যমুখে আমারে বোল্লেন, "আর অধিক রাত্রি করা নিষ্প্রয়োজন বটে!"

আমরা কারাগারে প্রবেশ কোল্লেম। রাত্রি ন-টা বাজ্‌তে পাঁচ মিনিট বাকী। যে ঘরে দিগম্বর বন্দী, সেই ঘরে প্রবেশ করা গেল।—রাজকুমার তারে একটু নরম কথায় বোল্লেন, "ব্রাহ্মণ! তুমি সেদিন অম্বিকাকালী আর হরিদাসের বিষয়ে যে যে কথা আমার কাছে বোলেছিলে, হরিদাস স্বয়ং এসেছেন, সেইগুলি আবার বলো!" দিগম্বর মাথা হেঁট কোরে একটু ভেবে ছাড়া ছাড়া এক এক কথা বোল্‌তে লাগ্‌লো। একবার দু চার কথা বলে, আবার খানিক থামে; মাঝে মাঝে যে যে কথা ছুট দেয়, যুবরাজ সেই সেই জায়গায় স্মরণ কোরিয়ে দেন।—এই রকমে অনেক কথা বোল্লে, শেষকালে বোল্লে, "আর আমি কিছুই জানি না; মানকরের মাণিক বাবু সব জানেন।"

শুনে আমি শিউরে উঠ্‌লেম। যতক্ষণ সে বোল্লে, ততক্ষণ যুবরাজ আর আমি উভয়েই প্রগাঢ় আগ্রহে একাগ্রমনে সব কথা

শুন্‌লেম। কিন্তু কি যে সে কথা, তা এখন আমি পাঠক মহাশয়কে জানাতে ইচ্ছা কোচ্চি না;—ভবিষ্যৎ অবসরের জঠরে এখন তা নিহিত হোয়ে থাকুক। যখন সে অবসর উপস্থিত হবে, তখন আমার মুখে শুনে আপনিও আমার ন্যায় চমৎকৃত হবেন।

যুবরাজ আমার মুখপানে চাইলেন। বিস্ময়ে, উৎসাহে, আমার হৃদয় কাঁপ্‌লো;—অতীত ঘটনা স্মরণ হোলো। "মানকরের মাণিক বাবু সব জানেন।" এই কথা শুনে আমার অতীত ঘটনা স্মরণ হোলো।—বিস্ময়ে, উৎসাহে হৃদয় কাঁপ্‌লো। উঠে দাঁড়ালেম; উত্তেজিত হোয়ে বোল্লেম, "রাজকুমার!—আর না!—শেষ কথায় দিগম্বর কিছুমাত্র কপটতা করে নি;—মানকরের মাণিক বাবুই সব জানেন বোধ হোচ্চে;—আমি তাঁরি কাছে যাবো!"

রাত্রি প্রায় এগারোটা।—কুমার ভূপতি রাও দাঁড়ালেন।—দিগম্বর ব্যগ্রভাবে কর যোড়ে বোল্লে, "আমার ভাগ্যে কি হবে মহারাজ? আমার কি কোল্লেন?—আমার কি কোর্‌বেন?—আমার কি হবে?"

রাজপুত্র বোল্লেন, "দিগম্বর! আমি অঙ্গীকার কোরেছি, রাজদরবারে তোমার দণ্ডের লাঘব কোর্‌বো।—তার অন্যথা হবে না;—তা ছাড়া তোমার ভরণপোষণের জন্যে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যও কোর্‌বো।" দিগম্বর নতশিরে নমস্কার কোল্লে; আমরা চোলে এলেম।—উভয়ে একত্রে কারাগার থেকে বেরিয়ে রাজবাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম। অভীষ্ট কথা আর অন্য অন্য গল্পে রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হোলো, নিদ্রা গেলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠে যুবরাজের সঙ্গে দরবারে উপস্থিত হোয়ে মহারাজ গুইকুমারের সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেম। রাজা পূর্ব্ববৎ যথেষ্ট খাতির যত্ন কোরে অনাময় প্রশ্ন আর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন। বিনীত ভাবে রাজ-প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দান কোরে, রাজার অনুমতিক্রমে সভার ডান্‌দিকে গিয়ে বোসলেম। কুমার বাহাদুর আমার নিকটেই উপবেশন কোল্লেন। সেইদিন দিগম্বরের বিচার। চারজন চোপ্‌দার আসে পাশে ঘিরে শৃঙ্খলবদ্ধ আসামীকে দরবারে হাজির কোল্লে।—অতিরিক্ত সাক্ষী সাবুদ নিষ্প্রয়োজন।—মকদ্দমার হালাত্ শুনিয়ে দিয়ে, বারাণসীর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চালানী রুবকারিখানি পাঠ করা হোলো। মহারাজ গুইকুমার দণ্ডাজ্ঞা দানে উদ্যত, এমন সময় বন্দী কাতর-স্বরে যোড়হাতে কাকুতি মিনতি কোরে বোল্লে, "ধর্ম্মাবতার! মল্লদাসের লোকেরা আমাকে যখন তখন আড্ডাতে নিয়ে যেতো বটে, গোয়ান্দাগিরি কর্ম্মের ভারও দিতো সত্য, কিন্তু ধর্ম্মাবতার!—দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি গোয়েন্দাগিরিও করি নি,—ডাকাতিও করি নি,—মানুষও মারি নি। মিথ্যা মিথ্যা কোরে জনকতক লোক আমাকে নষ্ট কর্‌বার জন্যে ফাঁদ পেতেছে!" এই পর্য্যন্ত বোলে উজ্জ্বল চঞ্চল চক্ষে আমার দিকে চাইলে। আবার কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, "মহারাজ! আমি ডাকাত নই,—কারো কিছু চুরিও করি নি,—মানুষও মারি নি! আমার বিপক্ষেরা কেউ বলুক্ যে, আমি এ কাজ কোরেছি? মহারাজ! সাক্ষী তলব করুন্! কে বোল্‌বে, বলুক্!" রাজা সভার দিকে চাইলেন, কিন্তু কেউ উপস্থিত হোলো না। কেবল কুমার ভূপতি রাও উঠে দাঁড়িয়ে বোল্লেন, আসামী

যে কথা বোল্‌চে, তা নিতান্ত মিথ্যা নয়!—আমি জানি, এই ব্যক্তি মল্লদাসের দলে যাওয়া আসা কোত্তো বটে, ডাকাতের দলেও ছিল বটে, ডাকাতিও কোরেছে সত্য, কিন্তু মানুষ মাত্তে কখনো দেখি নি;—কাণেও শুনি নি!"

মহারাজ তাঁর কথা শুনে একটু চিন্তা কোরে বোল্লেন, "তবে তোমার মতে এ ব্যক্তি খুনে নয়?"

রাজপুত্র উত্তর কোল্লেন, "আজ্ঞা, তৎপক্ষে কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।"

তদনন্তর আসামীকে সম্বোধন কোরে রাজা এইরূপ হুকুম দিলেন:—

"দেখ, খুন করা অপরাধ সাব্যস্ত হোলে আজ তোমার প্রাণদণ্ড হোতো। কিন্তু কুমার ভূপতি রাও যেরূপ সাক্ষ্য দিলেন, তাতে কোরে সে বিষয়টী সপ্রমাণ হোচ্চে না।—অতএব তোমার প্রাণদণ্ড না কোরে যাবজ্জীবন কঠিন পরিশ্রমের সহ কারাবাসের হুকুম দেওয়া গেল।"

হুকুম শুনে, দিগম্বর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাত যোড় কোরে বোল্লে, "দোহাই মহারাজের! আমার এই বৃদ্ধ অবস্থা, তাতে নিদারুণ ব্যাধিগ্রস্ত, কারাগারের যন্ত্রণায় অল্পদিনেই আমার প্রাণবিয়োগ হবে।"

কুমার ভূপতি রাও এই সময় রাজার কাণে কাণে ফুস্ ফুস্ কোরে কি কয়েকটী কথা বোল্লেন।—রাজা আসামীর দিকে চেয়ে, "আচ্ছা, তুমি পীড়িত আছ, তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ হোতে পারে, তুমি জেল-হাস্‌পাতালে থাক্‌তে পাবে। সেখানে শ্রম কোত্তে হবে না।" এই কটী কথা গম্ভীরভাবে বোল্লেন। বন্দী নমস্কার কোল্লে, চোপ্‌দারেরা তার হাত ধোরে কাঠগড়া থেকে নিয়ে গেল।

দরবার ভঙ্গ হোতে বেলা সাড়ে দশঘড়ি অতিক্রান্ত হোলো;—সুতরাং সে বেলা আর কোথাও যাওয়া হোলো না। বৈকালে মহানন্দমহাজনের বাড়ীতে গেলেম।—গিয়ে দেখি, তিনি বাইরের দর্‌দালানে একখানি আসন পেতে বিষণ্ণমুখে, অতি ম্লান, অতি অন্যমনস্ক হোয়ে বোসে আছেন।—দুটী চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ,—ফুলেছে। বোধ হোলো, এর আগে যেন অনেকক্ষণ কেঁদেছেন। "সামন্ত-জী, নমস্কার!" এই কথা বোলে ত্রস্তভাবে আমি সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম।—অতি বিষাদের সময় কোনো প্রিয় বস্তু, কি প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন কোল্লে মনে যেমন অপূর্ব্ব মিশ্ররসের উদয় হয়, বিষাদ-নিমগ্ন মহাজনের হৃদয়ে ঠিক যেন সেই রসের আবির্ভাব হোলো।—চক্ষের আর মুখের জ্যোতিঃতে ঐ ভাব সুস্পষ্টরূপেই লক্ষিত হোতো লাগ্‌লো। শশব্যস্তে আসন থেকে উঠে দুই হাত বাড়িয়ে আমারে আলিঙ্গন কোল্লেন;—নেত্রপুটে করুণাশ্রু বিগলিত হোলো;—নিঃশব্দে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন;—কথা কইতে পাল্লেন না।—আমার চিত্ত-উৎকণ্ঠায় পরিপূরিত হলো;—কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনার এ ভাব কেন?"

সামন্ত নিরুত্তর।—দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনার এ ভাব কেন?—কাঁদ্‌চেন কেন?" তিনি চক্ষুজল মার্জ্জন কোরে গদ্‌গদ্‌স্বরে বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি শতায়ু হোয়ে বেঁচে থাকো। গ্রহদেবতারা তোমার ভাল করুন।—কবে এসেছ হরিদাস?"

"কাল সন্ধ্যার সময়।" এইমাত্র উত্তর দিয়ে, চক্‌চকে তাঁর মুখপানে চেয়ে আমি পূর্ব্বপ্রশ্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

উত্তর না কোরেই তিনি আমারে বোস্‌তে

বোল্লেন;—আমি একটু অন্তরে বোস্‌লেম। মহাজন সচকিত আগ্রহে আমার হাত ধোরে নিকটে নিয়ে বসালেন। কাতরতার কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেম, আনমনে উপেক্ষা কোরে সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র উত্তর কোল্লেন, "আর কোনো কারণ নাই, রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেম, তাতেই মন অত্যন্ত ব্যাকুল হোয়েছিল। যখন তুমি এসেছ,—তোমাকে যখন দেখলেম, তখন সে ব্যাকুলতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হোলো।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যে স্বপ্ন আপনার স্থিরচিত্তকে ব্যাকুল করে, এমন দুঃস্বপ্ন কি?"

"সে কথা এখন নয়।—তোমাকে দেখে সকল চিন্তা, সকল ভাবনা, সকল উদ্বেগ আমার অন্তর হোতে অন্তরিত হোয়েছে। তোমার প্রতি আমার কত স্নেহ, তা তুমি জানো; কাশীতে ছিলে, তাও শুনেছি, কুমার ভূপতি রাওকে মাঝে মাঝে পত্র লিখেছ, তাও জেনেছি; আমাকে একখানিও পত্র লেখ নি কেন? তোমাকে আমি এত ভালবাসি, সন্তানের মত স্নেহ করি, যখন তুমি এখানে ছিলে, আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি কোত্তে, এদেশ থেকে গিয়ে একেবারে কি সব ভুলে ছিলে? আমাকে একখানিও পত্র লিখ্‌লে না? যদিও আমি যুবরাজের মুখে শুনেছি বটে, তুমি কাশীতে আছ, শারীরিক ভাল আছ, এ সংবাদ আমি পেয়েছি বটে, কিন্তু তোমাকে আমি এত ভালবাসি, একছত্র লিখেও ত সে কথা আমারে জানাতে হয়?"

"নানা কার্য্যে ব্যস্ত, আদালতে দু তিনটে মকদ্দমা, সেইজন্যে স্বতন্ত্র পত্র লেখ্‌বার অবসর পাই নি। আর এটীও আমি জান্‌তেম যে, যুবরাজের পত্রে আপনি আমার দৈনিক শুভাশুভ অবস্থা জান্‌তে পার্‌বেন। বিশেষত আদালতের বিচার, অম্বিকার সংবাদ, আর আমার অন্য অন্য গোপনীয় কথা ছাড়া, যে যে পত্র রাজকুমারকে আমি লিখেছি, তার প্রত্যেক পত্রেই আপনাকে সকৃতজ্ঞ অভিবাদন বিশেষ কোরেই জানিয়েছি। তাতেও যদি কোনো রকম ত্রুটি হোয়ে থাকে, সে অপরাধ আমার মার্জ্জনা কোর্‌বেন।"

অন্যমনস্কচিত্তে কিছুক্ষণ অতিবাহিত কোরে, তার পর চকিতভাবে সামন্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে সব আমি শুনেছি। কিন্তু অম্বিকাকালী কে? রাজপুত্র আমাকে বোলেছেন, অম্বিকাকালীর পরিচয় বলবার জন্যে দিগম্বর নামে একজন বন্দী কাশী থেকে চালান হোয়ে আস্‌ছে। সে এসেছে, তাও শুনেছি। তার কি কোনো সন্ধান পেলে?—অম্বিকাকালী কে?"

"শেষ কথা দিগম্বর বলে নি, কথার ভাবে বোধ হোলো, সে ব্যক্তি তা জানেও না। যতদূর বোলেছে, তাতে আমি অনেক তত্ত্ব জান্‌তে পেরেছি। শেষ বোলেছে, 'মানকরের মাণিক বাবু সব জানেন।"

মাণিক বাবুর নাম শুনেই মহাজন শিউরে উঠ্‌লেন। সভয়, সঘৃণা, সরোষ সচকিতনেত্রে ঊর্দ্ধদৃষ্টে চেয়ে বোল্লেন, "কে?—মাণিক বাবু? —মানকরের মাণিক বাবু?" এই পর্য্যন্ত বোলে মুখ ফিরিয়ে কোঁচার কাপড়ে দুটী চক্ষু আচ্ছাদন কোল্লেন।—বোধ হোলো, চক্ষুজল মার্জ্জন কোল্লেন। কারণ জিজ্ঞাসা কোত্তেই না কোত্তেই তিনি বিকৃতমুখে, পূর্ব্বের ন্যায় বিকৃতস্বরে পুনরায় বোল্লেন, "কে?—মাণিক বাবু?—মানকরের মাণিক বাবু?—অতি নরাধম! পাষণ্ড!"

আমি চমকিত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি কি মাণিক বাবুকে চেনেন? যে ভাবে আপনি কথা কইলেন, তাতে আমার স্পষ্ট বোধ হোচ্ছে, মাণিক বাবুর সঙ্গে আপনার জানা শুনা আছে।"

মহাজন সামন্ত সচঞ্চল মৃদুস্বরে বোল্লেন, "জানা শুনা কিছুই নাই, তবে তুমি রাজকুমার ভূপতি রাওকে তৎসম্বন্ধে যে যে পত্র লিখেছ, তার ভাবেই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, মাণিক বাবু লোক বড় ভাল না!—তাতেই আমি তাকে নরাধম, পাষণ্ড বোলে জান্‌ছি! যা হোক্, তোমার কথায় বাধা দিয়েছিলেম, কি বোল্‌ছিলে বলো।"

"বোল্‌ছিলেম, শীঘ্রই আমি মানকরে যাবো; মাণিক বাবুর সঙ্গে দেখা কোরে এ বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব ভাল রকমে জান্‌বো।"

"তার কাছে তুমি যাবে? সে অতি পাষণ্ড, অতি শঠ, সাবধান! কোনো রকমে যেন তার কুহকচক্রে পোড়ো না!"

"সাবধান হোয়েই যাবো। তিনি যে রকমের লোক, একবার নয়, দুবার নয়, বারবার ভুক্তভুগী হোয়েই তা আমি জান্‌তে পেরেছি। সাবধান হোয়েই যাবো, সাবধান হোয়েই কথাবার্ত্তা কবো; কিন্তু একটীবার যাওয়া নিতান্তই আবশ্যক। দিগম্বর বোলেছে, আমিও বিশেষ জানি, মাণিক বাবু আমাদের সব তত্ত্বই জানেন।" এই কটী কথা বোলে আমি নিস্তব্ধ হোলেম।

মহাজন জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "অম্বিকাকালী কে? তার পরিচয় দিগম্বর কি বোল্লে? হাঁ্যা হরিদাস! অম্বিকাকালী কে?"

"ঠিক পরিচয় এখনো জান্‌তে পারি নি। জাত-কুল জানা হোয়েছে, কিন্তু তার মা বাপের তত্ত্ব বিশেষরূপে জান্‌তে পারি নি।—মাণিক বাবু সব জানেন। তাঁর কাছে নিগূঢ়তত্ত্ব জেনে এসে, আপনাকে সব জানাবো।—অতি আশ্চর্য্য গুপ্তকথা! প্রতীক্ষা করুন, সব জান্‌তে পার্‌বেন।" চিন্তাকুলমনে আমি এই উত্তর কোল্লেম। মহাজন সে সম্বন্ধে আর কোনো নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। অন্যান্য কথার পর আমারে বিশ্রাম কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন।—কিছুক্ষণ সেইখানে থেকে সন্ধ্যার আগে সদাব্রতের বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে বেরুলেম।

সদাব্রতে যাবার পথে ক্ষুদ্র একটী পর্ব্বত আছে। গুজরাটীরা সেই পর্ব্বতকে "গণশৈল" বলে। গৌতমের প্রতিষ্ঠিত গণপতিদেবের প্রতিমূর্ত্তি তথায় বিরাজমান। বৌদ্ধ উপাসকেরা প্রতিদিন প্রাতে আর প্রদোষে সেই পর্ব্বতে দেবার্চ্চনা কোত্তে উঠে থাকে। পর্ব্বতটী দেখ্‌তে অতি সুদৃশ্য, চারিদিকে সমশির সবুজবর্ণে ঢাকা নানাবিধ বৃক্ষ, তলদেশে একটী নির্ঝরিণী;—তার ধারে ধারে সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত লতাকুঞ্জ। স্থানটী যেমন সুদৃশ্য, তেমনি মনোহর, আর তেম্‌নি সুশীতল। গণশিখরের নিকটে যেতে যেতেই প্রায় সন্ধ্যা হোলো। সূর্য্যদেব পাটে বোস্‌ছেন, গিরিচূড়া রক্তবর্ণ ধারণ কোরেছে; বোধ হোচ্চে যেন, গিরিবাসী ঋষি, সন্ধ্যা-বন্দনা কর্‌বার জন্যে উর্দ্ধশিরে রক্তবস্ত্র পরিধান কোরেছেন। আসে পাশে গাছেরা প্রদোষ-পবনে দুল্‌তে দুল্‌তে মাথা নীচু কোচ্চে। বোধ হোচ্চে যেন, অস্তগমনোন্মুখ প্রভাকরকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত কোচ্চে। নীলধারা নির্ঝরিণী বায়ু-হিল্লোলে ফুলে ফুলে উঠ্‌চে।—বোধ হোচ্চে যেন, নলিনীপতির ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্যে বুক ফুলিয়ে উঁচু হোয়ে

উঠ্‌তে চেষ্টা কোচ্চে।—এখন সন্ধ্যা। কমলিনীপতি অস্তমিত, কুমুদিনীপতি সমুদিত। সান্ধ্যসমীরণের সঙ্গে শশধরের সুশীতল কর, আমার অঙ্গে অতি সুখস্পর্শ বোলে বোধ হোতে লাগ্‌লো।

রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড।—আমি সদাব্রতে পৌঁছিলেম। প্রায় আধঘণ্টাকাল সেখানে থেকে নানা রকম গল্প কোরে, আর যেজন্যে হঠাৎ আসা হোয়েছে, প্রথম মিত্রকে ইঙ্গিতে তার আভাস জানিয়ে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেম। রাজবাড়ীতে ফিরে আস্‌তে রাত্রি প্রায় দশটা হোলো। রাজকুমার বৈঠকখানা-ঘরে আমার প্রতীক্ষা কোচ্ছিলেন, পারিষদ লোকজন নিকটে কেউ-ই ছিল না, আমি গিয়ে উপস্থিত হোলেম। বহুক্ষণ অনুপস্থিতির কারণ বিজ্ঞাপন কোরে বোল্লেম "যুবরাজ! এখানে আর অধিকদিন থাকা হবে না, শীঘ্রই স্বদেশে যাত্রা কোত্তে হবে।—বন্দী দিগম্বর শেষকালে যে কথা বোলেছে, মনে মনে সমস্তদিন তোলাপাড়া কোরে দেখ্‌লেম, তাতেই আমার কার্য্যসিদ্ধ হোতে পারে। মানকরের মাণিক বাবুর সঙ্গে আমার জানা শুনা আছে, এই কথা নিয়ে আমি অনেকবার তাঁরে ধস্তাধস্তি কোরে পীড়াপীড়িও কোরেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু প্রকাশ করেন নি। কিন্তু সে এক সময় গেছে; এখন প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে, এক সাক্ষী দিগম্বর;—এলাহাবাদে রক্তদন্তের সঙ্গে একরাত্রে তাঁর যে গুপ্তকথা চলে, তা অম্বিকা শুনেছে, অম্বিকাই তার সাক্ষী; আর আপনিও মাঝখানে রইলেন; এখন তিনি কখনোই অস্বীকার কোত্তে পারবেন না।"

গম্ভীরভাবে আমার কথাগুলি শুনে কুমার ভূপতি রাও একটু চিন্তা কোরে বোল্লেন, "যে রকম গুরুতর কাজ, তাতে শীঘ্র যাওয়াই আবশ্যক হোচ্চে বটে, কিন্তু যাবার সময় একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে যেয়ো!—কবে যাবে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আপনার কাছেই আসা হোয়েছে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ না কোরে কখনোই আমি যাত্রা কোর্‌বো না। দু একদিনের মধ্যেই বিদায় হবো, মনে মনে স্থির কোরেছি।"

কুমার বাহাদুর এই কথা শুনে হৃষ্টমুখে বোল্লেন, "আচ্ছা, দেখ, আমারো ইচ্ছা আছে, এই মাসের শেষে একবার শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থ-যাত্রা কোর্‌বো।—ভগবানের ইচ্ছায় সেটী যদি ঘটে, তা হোলে সেইখান থেকেই মাণিক বাবুর সঙ্গে তোমার কথোপকথনের ফলাফল জান্‌তে পার্‌বো। দেশে গিয়ে তোমার ঠিকানা জানিও। সে সময় কোথায় থাকি, তার স্থিরতা নাই; সুতরাং একখানা বরদায়, আর একখানা শ্রীবৃন্দাবনে, এই দুখানা পত্র এক-কালেই পাঠিও। বৃন্দাবনে আমার ঠিকানা রঘুনাথ গোস্বামীর আশ্রম। বোধ করি, একমাসের অধিককাল তথায় আমার থাকা হবে। সেইখান থেকেই মাণিক বাবুর সঙ্গে তোমার কথোপকথনের ফলাফল জান্‌তে পার্‌বো।"

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, আমি বিদায় হোয়ে সামন্তের বাড়ীতে গেলেম। মহাজন একাকী একটী ঘরে বোসেছিলেন, অপরাহ্নে প্রথমে যে ভাব দেখেছিলেম, এখনো সেই রকম বিষন্ন।—নিকটে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম, তিনি বোস্‌তে বোল্লেন, বিষাদ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বোসতে বোল্লেন;—আমি

বোস্‌লেন। রাজকুমারের সঙ্গে আমার যে সকল কথা হোলো, একে একে তাঁকে সব জানালেম। শীঘ্র বিদায় হোতে হবে, রাজপুত্রও তাতে সম্মতি দিয়েছেন, সে কথাও বোল্লেম। শুনে তিনি যেন আরো বিষণ্ণ হোলেন;—অন্য মনে বিষণ্ণ। আমার সঙ্গে এক একটী কথা কন্ আবার মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হোয়ে মাথা হেঁট করেন নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, চক্ষে জল পোড়্‌লো।—আমার চিত্ত ব্যাকুল। স-উৎসুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আবার আপনার এ ভাব কেন?—তখন বোল্লেন, আমারে দেখে সকল চিন্তা,—সকল উদ্বেগ দূর হোলো; তবে আবার এ ভাব কেন?"

সজল নেত্রে আমার মুখ নিরীক্ষণ কোরে মহাজন ভগ্নস্বরে উত্তর কোল্লেন, "আমার কেউ নাই!—হরিদাস! আমার কেউ নাই!—স্ত্রী পুত্র পরিবার কিছুই নাই!"

বিষাদিত সামন্তের শেষ কথার ভাব স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম না। মনে কোল্লেম, এঁর স্ত্রী-বিয়োগ হোয়ে থাক্‌বে, তাই জন্যে সেই আক্ষেপে স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নাই বোলে মনোবেদনা প্রকাশ কোচ্চেন। এইরূপ ভেবে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে কি? কেউ নাই কি?—আমি প্রথমবারে যখন এখানে আসি, তখন শুনে গিয়েছি, আপনার সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমান আছেন; এরি মধ্যে এতদূর অমঙ্গল ঘোটেছে যে, তিনি ইহজগতে আর বিদ্যমান নাই?"

বিষাদ-ক্ষুণ্ণমনে এক এক কথায় হাসি এসে থাকে।—দুঃখ-মিশ্রিত, মনঃক্ষোভ-মিশ্রিত, কুটিল হাসি।—সেইরূপ হেসে মহাজন উত্তর কোল্লেন, "তিনি আমার স্ত্রী নন,—জগদীশ্বর করুন, তাঁর কোনো অমঙ্গল না হোক্! হরিদাস! তিনি আমার স্ত্রী নন;—মাতৃতুল্য পূজ্যপাদ ভ্রাতৃপত্নী; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী।—একবার যে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন,—আত্মঘাতিনী হোতে গিয়ে মৃত্যুর গ্রাস থেকে যে প্রকারে নিস্তার পেয়েছেন, জগদীশ্বর করুন, আর যেন তাঁর কোনো অমঙ্গল না ঘটে।"

"তিনি আপনার স্ত্রী নন? ভ্রাতৃপত্নী? প্রথমবারে ততদিন থেকেও আমি এর কিছুই জান্‌তে পারি নি। আমি জান্‌তেম, তিনিই আপনার স্ত্রী।—তা আত্মঘাতিনী হোতে গিয়েছিলেন কেন?" অতি বিস্ময়ে, অতি আগ্রহে, আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

"সে সব কথা এখন আমি বোল্‌তে পাচ্চি না। বিস্তর মনঃক্ষোভ পেয়েই,—নিদারুণ মনস্তাপেই আত্মঘাতিনী হোচ্ছিলেন; পরমেশ্বর রক্ষা কোরেছেন! সে সকল ঘটনা স্মরণ কোত্তে গেলে, সমস্ত অতীত শোক এককালে প্রবল হোয়ে আমার চিত্তকে অস্থির কোরে তুলে। এক একবার এম্‌নি হয়, এ ভারবহ জীবন আর রাখ্‌বো না। যে দুঃখে, যে কষ্টে, এখনো এ পাপ-দেহে প্রাণবায়ু আছে, তা কেবল ভগবানই জান্‌ছেন, আর আমিই জান্‌ছি।—সে সব কথা এখন আমি বোল্‌তে পাচ্চি না।" মহাজন থেমে থেমে অতি কাতরস্বরে এই কথাগুলি বোলে স-ক্ষোভে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। কপোলবাহী অশ্রুধারা দরদরধারে প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো।

আমার চিত্ত অস্থির হোলো,—মহাজনের কাতরোক্তি শুনে আমার চিত্ত অতিশয় অস্থির হোলো। সান্ত্বনাবাক্যে বোল্লেম, "যদিও আমি আপনার শোকের নিগূঢ়-তত্ত্ব জান্‌তে

পাল্লেম না, তথাচ অনুভবে বুঝ্‌তে পাচ্চি, কারণ অতি গুরুতর। যা হোক্, অতীত শোক স্মরণ কোরে বৃথা বৃথা মনোকষ্ট পাওয়া নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। সকলি জগদীশ্বরের ইচ্ছা, গত ঘটনায় অনুতাপ বিফল। ছেলে দুটী আছে, তাদেরি লালন পালন করুন; সব শোক, সব দুঃখের উপশম হবে। পরমেশ্বর যে, সংসারের সকল বিষয়ে বঞ্চনা না কোরে ছেলে দুটীকে নিরাপদে রেখেছেন, এ-ই পরম মঙ্গল। সেই দুটীর লালন পালন করুন; সব শোক, সব দুঃখের উপশম হবে।"

ঔদাস্যভাবে একটু হেসে সামন্ত মহাশয় বোল্লেন, "সে দুটীও আমার নয়,—আমার ছেলেও নয়। যদিও আমি তাদের পুত্রবৎ স্নেহ করি বটে, কিন্তু তারা আমার পুত্র নয়; আমার প্রিয় বন্ধু সীতারাম পণ্ডিতের পুত্র! দত্তক গ্রহণ কোর্‌বো বোলে, অতি যত্নে লালন পালন করি। আর আমার যে অনাথিনী ভ্রাতৃপত্নী [illegible] আছেন, তাঁর একটী পুত্র সন্তান ছিল, [illegible] সেটীতে বঞ্চিতা হোয়ে, সদাসর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ থাকতেন; ঐ ছেলে দুটীকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন, ওদের মুখ দেখলে একটু শান্ত থাকেন, সেইজন্যেই বাড়ীতে এনে তাঁর কাছে রেখে দিয়েছি।"

কৌতূহলে, শোকে, সন্দেহে, আগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি সংসারী, অথচ আপনার কিছুই নাই?—বিবাহও কি করেন নি? স্ত্রীপুত্রপরিবার,—কিছুই কি নাই?"

"ছিল সব, বিধাতা বঞ্চিত কোরেছেন! স্ত্রী আমার মনোদুঃখে আত্মঘাতিনী হোয়েছেন! —পুত্রসন্তান জন্মে নি, একটী আদরিণী কন্যা ছিল মাত্র; তারে আমি প্রাণতুল্য ভালবাস্‌তেম।—যখন সেটী হাঁট্‌তে শিখ্‌লে,—চঞ্চল-পায়ে টোলে টোলে কোলে ঝাঁপিয়ে আস্‌তে শিখ্‌লে,—আধো আধো স্বরে "বাবা" বোলে মায়া বাড়াতে শিখ্‌লে, দুটী দুধে-দাঁত বিকাশ কোরে হি হি বোলে হেসে যখন সে আমার মন মোহন কোর্‌তে লাগ্‌লো, ভগবানের বিড়ম্বনায় সেই সময়েই আমি সেই স্নেহরত্ন কন্যারত্নটী হারালেম! সেই অবধি আমি উদাসীন,—সংসারী উদাসীন! সংসারের সমস্ত সুখই আমার ছিল, বিধাতার নির্ব্বন্ধে এখন আমি সংসারী উদাসীন!" বোল্‌তে বোল্‌তে শান্তমূর্ত্তি সামন্তের গম্ভীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হোয়ে উঠ্‌লো,—বাষ্পাকুল নেত্রপুটে অনর্গল করুণাশ্রু-ধারা ধীরে ধীরে নির্গত হোয়ে বক্ষঃস্থল প্লাবিত কোল্লে।—নয়নে হস্তাচ্ছাদন কোরে তিনি স্তম্ভিতভাবে নিরুত্তর হোলেন।—দারুণ শোকনিঃশ্বাস দীর্ঘবাহী হোয়ে নিদাঘ বাতাঘাতের ন্যায় নাসিকারন্ধ্রে আঘাত কোর্ত্তে লাগ্‌লো।

বিস্ময়ে, বিষাদে, অবসাদে কাতর হোয়ে, আমি সেই দুঃখের সময় সকাতরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তার পর কি হোলো?"

"তার পর, আমি ফকির হোয়ে দেশে বিদেশে ফিরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। সংসারে বৈরাগ্য হোলো, সন্ন্যাসধর্ম্মই মনে মনে সংকল্প কোল্লেম। কিন্তু ভগবানের কেমন যোগাযোগ, কেমন ঘটনা, যিনি কালের অনন্ত জঠরে লীন হোয়েছেন বোলে নিশ্চয় জেনেছিলেম, এক তীর্থের এক আশ্রমে সহসা সেই অনাথিনী ভ্রাতৃপত্নী এসে জুট্‌লেন। তাঁকে দেখে মায়া আর আশার উপদেশে আবার আমার পাপ-সংসারে মতি হোলো।—বিবাহ কোল্লেম না, গৃহাশ্রমী হোল্লেম না, যে সব প্রিয়বস্তু একবার হারিয়েছি, তাদের আর

পেলেম না,—পাবোও না; তবু আশা-কুহকিনীর কেমন কুহক, ভ্রাতৃপত্নীকে দেখে আবার আমার পাপ-সংসারে মতি হোলো। স্বদেশ ত্যাগ কোরে গুজরাটে এসে এই আশ্রম অবলম্বন কোল্লেম।" মহাজন স্খলিতস্বরে এই কটী কথা বোলে আবার একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন।

"অতীত শোক স্মরণ কোরে এতদিনের পর আজ আপনি এত কাতর হোচ্চেন কেন?" বিমর্ষভাবে আমি এই নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

"শুদ্ধ সেজন্যে নয়! নির্ব্বাণ অগ্নিতে আশা আর মায়া, কাল রাত্রে আহুতি দিয়ে গেছে! তারা আমাকে অনেক রকমে ছলনা কোরেছে বটে, কিন্তু আরো কিছু কষ্ট দিতে তাদের ইচ্ছা আছে;—সেইজন্যে অভাগাকে ছেড়ে যেতে চাচ্চে না!—বৈকালে তোমারে বোলেছি, একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখে আমার মন এতদূর আকুল হোয়েছে। যে ঘটনাকে তুমি গুরুতর বোলে জান্‌চো, সেটী কেবল গুরুতর নয়, অতি ভয়ানক,—গুরুতর ভয়ানক! যে স্বপ্ন দেখেছি, তাও সামান্য ভয়ঙ্কর নয়।—কিন্তু একটী আশ্বাস জন্মাচ্চে; তুমি আস্‌বে বোলে বোধ করি আমি সে রকম স্বপ্ন দেখে থাক্‌বো।—তুমি আমার প্রিয় হরিদাস!—তুমি এসেছ! আমি—" এই পর্য্যন্ত বোলেই তিনি গম্ভীরভাবে নিস্তব্ধ হোলেন। অর্দ্ধ-শুষ্ক নেত্রকেন্দ্র পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হোলো।

"এমন কুস্বপ্ন কি? যাতে আপনার মহা প্রশান্ত স্থিরমূর্ত্তিকে এতদূর অস্থির করে, যাতে আপনার সর্ব্বসহ কোমল চিত্তকে এত অধিক কাতর করে, এমন কুস্বপ্ন কি?" এটী আমার চতুর্থ প্রশ্ন।

রসনা নিস্তব্ধ, চক্ষু নিস্তেজ, ললাট ঘর্ম্মরসে সিক্ত, সামন্ত নিরুত্তর।—আমি পুনরায় ঐরূপ প্রশ্ন কোল্লেম, "যে স্বপ্ন আপনার সাধু হৃদয়কে চঞ্চল করে, এমন দুঃস্বপ্ন কি?"

চক্ষুজল মার্জ্জন কোরে চঞ্চলচক্ষে আমার পানে চেয়ে সামন্ত মহাশয় বোল্লেন, "এই স্বপ্ন দেখেছি হরিদাস, আমার সেই কন্যাটী, যে আদরিণী অভাগিনীকে আমি তার শিশুকালে হারিয়েছি, সে যেন এখন বয়স্থা। রূপের দীপ্তি,—মাধুরীর লাবণ্য,—শরৎচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, মুখ বিষণ্ণ!—একজন বিকটাকার পুরুষ বলে আকর্ষণ কোরে সমুদ্রকূল থেকে তারে একখানা জাহাজে তুল্লে!"

এইটুকু বোলে আবার তাঁর বাক্‌রোধ হোলো। ঘন ঘন শোকনিঃশ্বাস তাঁর উক্তির বাধা দিতে লাগ্‌লো।—আমি সকৌতুকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তার পর,—তার পর মহাশয়? জাহাজে তুলে কি কোল্লে?"

সজলনয়নে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ কোরে মহাজন বোল্লেন, "সেই রাক্ষস বাহু আস্ফালন কোরে কাতরা কুমারীকে বারবার আকর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লো। সরলা কুমারী সভয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তারে কত বিনয়,—কত কাকুতি,—কত সাধ্যসাধনা কোল্লে; কিছুতেই কিছু শুন্‌লে না; আরো জোর কোরে টানাটানি কোত্তে লাগ্‌লো।"

"অসহায়া অনাথিনী বালিকা নিরুপায় ভেবে উর্দ্ধদিকে মুখ কোরে উর্দ্ধহাতে চীৎকার আরম্ভ কোল্লে। 'ধর্ম্ম আমার সহায়, ধর্ম্ম আমার ভরসা, হে ধর্ম্মরাজ! তুমিই আমার কুল মান রক্ষা কর!' বারম্বার এই কথা বোলে উচ্চরবে রোদন কোত্তে লাগ্‌লো। লোকে যে বোলে থাকে, 'আজো পৃথিবীতে

এক পোয়া ধর্ম্ম আছে।' সেটী বড় মিথ্যা কথা নয়; কারণ, ক্রমে ক্রমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হোয়ে এলো। যখন স্বপ্ন দেখ্‌ছি, তখন যেন প্রায় ভোর, কিন্তু স্বপ্ন-কল্পনার এম্‌নি শক্তি,—কুহকিনী মায়ার এম্‌নি কুহক যে, সেই উষাকালে বেলা যেন প্রায় দুইপ্রহর জ্ঞান হোচ্ছিল। সেই দুইপ্রহরের সময় ঘোর জলদজালে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হোয়ে এলো। থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝল্‌পাচ্চে, সৌদামিনী হাস্‌চে, দূরে দূরে অশনি হুঙ্কার হোচ্চে, বায়ু স্তম্ভিত, গগন নিস্তব্ধ, বজ্রপাতের প্রতিধ্বনি-ভিন্ন জগৎ নিস্তব্ধ। সমুদ্র তোল্‌পাড় কোচ্চে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বায়ু প্রবল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার! বায়ু-প্রবাহে কুমারীর চীৎকার-রব প্রায় আর শোনা যাচ্চে না! জগৎপিতা অবশ্য শুন্‌ছেন, জগৎগতির স্বন্ স্বন্ গর্জ্জন তাঁর কর্ণকুহর রোধ কোত্তে পাচ্চে না, কিন্তু মনুষ্যের শ্রবণবিবর একেবারেই রোধ কোচ্চে। কল্পনার চক্ষে আমি দেখ্‌ছি, অবলা কুমারী যোড়হাত কোরে একবার সেই নিষ্ঠুর রাক্ষসের কাছে কাঁদ্‌চে, একবার সেই তরঙ্গশীল সাগরকে মিনতি কোরে ডাক্‌চে, এক একবার ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশ পানে চেয়ে, "দেবতারা রক্ষা কর! দেবতারা রক্ষা কর!' বোলে নমস্কার কোচ্চে! —ঝড় উঠ্‌লো।—সমুদ্রের ঢেউ দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রবলবেগে জাহাজখানিকে ঢেকে ফেল্‌তে লাগ্‌লো।—আসে পাশে, দূরে দূরে যে সকল তরণী ছিল, সেগুলিও প্রায় ডুবু ডুবু হোলো।—যে অর্ণবযানের কথা আমি বোল্‌চি, স্বপ্নে যে জাহাজখানি চিত্রপটের মত হৃদয়পটে দেখ্‌ছি, সেখানিও প্রায় ডোবে!—বালিকা আর কাঁদ্‌চে না,—নতশিরে চক্ষু বুজে ম্রিয়মাণ হোয়ে রয়েছে;—মৌন ম্রিয়মাণ।—বোধ হয়, কামনা সফল হোলো ভেবে, পরমেশ্বরকে প্রণিপাত কোচ্চে, আর সেই সর্ব্বরক্ষকের নাম মনে মনে ধ্যান কোচ্চে।—চকিতের ন্যায় কাদম্বিনী কোলে বিদ্যুৎ একবার চম্‌কালো, স্বপ্নের ঘোরে আমি চোম্‌কে উঠে সমুদ্রের দিকে একবার চক্ষু ফিরালেম; ইচ্ছা হোলো, সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিয়ে নিঃসহায়া কোমলা বালার জীবন রক্ষা করি; কিন্তু সুষুপ্তিদেবী তখনি আবার নয়নপুট আচ্ছন্ন কোল্লেন।—সম্মুখে কেবল স্বপ্নের প্রতিমাখানি বিদ্যমান! —পরক্ষণেই চেয়ে দেখি, সেই মধু—"

মহাজন হঠাৎ নিস্তব্ধ হোলেন। নাসিকায় সেইরূপ ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো, সেইরূপ অশ্রুধারা দুটী চক্ষু দিয়ে দর্ দর্ কোরে গোড়িয়ে পোড়্‌লো। আমি সকাতরে শশব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কাঁদেন কেন?—ব্যাকুল হন কেন?—স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না,—তার পর কি হোলো?"

"আর কি হোলো!—জাহাজখানি ডুবে গেল!—যে জাহাজে আমার প্রাণপুত্তলীকে স্বপ্নে দেখ্‌ছিলেম,—যে ছায়া এখনো আমার চক্ষের নিকটে নৃত্য কোচ্চে,—যে জাহাজে সেই প্রাণপুত্তলী ছিল, সেই জাহাজখানি ডুবে গেল!—নীরবে কেঁদে উঠ্‌লেম। স্বপ্নের অজ্ঞাতে, মনের অজ্ঞাতে, মূর্চ্ছা যেন আমারে আশ্রয় কোল্লে!—কতক্ষণ যে সে ভাবটী আমার জ্ঞানমন্দিরে অবস্থিত ছিল, তা আমি স্মরণ কোরে বোল্‌তে পারি না;—স্মরণও আমার নাই। স্বপ্নের মূর্চ্ছা, স্বপ্নের অবস্থায় দূর হোয়ে যাবার পর, চক্ষু মিলে চারদিকে একবার চাইলেম। দেখি, সম্মুখে সেই নবীন মধুর সৌদামিনী মূর্ত্তি!—আমার প্রাণধন স্নেহ-কলিকা বালিকা-মূর্ত্তি!—শিশুকালে যে

রত্ন আমি হারা হোয়েছি, বিনা সিঞ্চনে সত্য সত্যই যেন সাগর থেকে সেই রত্ন ভেসে উঠ্‌লো।—কন্যা-রত্ন,—দুহিতা-রত্ন,—আমার সেই হারানিধি,—গুপ্ত-হৃদয়ের সুশীতল সলিল-রূপ পরম রত্ন।—সেই সু-উজ্জ্বল শ্যামকান্তি, সেই টুকটুকে ঠোঁট দুখানি, সেই নধর ঢল্‌ঢোলে মুখখানি, সেই সুকোমল-নবনীত যুগল বাহু, সেই চম্পক-কলিকা-সদৃশ অঙ্গুলী-নিচয়, —সকলি সেই;—স্বপ্নচক্ষে দেখ্‌লেম, সকলি সেই। অপাঙ্গ-বিস্তার-চক্ষে আমার পানে চেয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো;—অতি মধুর মূর্ত্তি।—ছেলেবেলা যেরূপ দেখেছি, এখনো অবিকল সেইরূপ মধুরমূর্ত্তি। কাঁদতে কাঁদতে নিঃশ্বাস ফেলে মূর্চ্ছিতা হোলো। চোম্‌কে উঠ্‌লেম, নিদ্রা ভঙ্গ হোলো, ধড়্‌মোড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে দেখি, রজনী প্রভাত;—ঘরে আলো এসেছে।—কোথায় বা সে জাহাজ, কোথায় বা সে মেয়ে, আর কোথায়ই বা সেই ভয়ানক দৃশ্য!—চারিদিক শূন্য; সেই শূন্য ঘরে আমি একাকীই রয়েছি।—সেই স্বপ্ন দেখে অবধি আমার সেই হারানিধি কন্যাটীকে মনে পোড়েছে। পাবো না জানি, তথাপি মন যে আমার কি রকম ব্যাকুল হোয়ে উঠেছে, তা আর একমুখে বল্‌বার কথা নয়! লোকে বলে, 'শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লে, সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়।' আমার পক্ষে কি তা-ই হবে? তুমি—"

মহাজনের কাতরোক্তি শুনে, তাঁর শেষ কথায় বাধা দিয়ে সবিনয়ে বোল্লেম, "স্বপ্নে বিশ্বাস কোর্‌বেন না, স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না। স্বপ্ন দেখে শোক করা আপনার তুল্য বিবেচক লোকের উচিত কাজ নয়।" এইরূপ নানা প্রবোধ বাক্যে আমি তাঁরে সান্ত্বনা কোল্লেম।—রাত্রি অনেক হোয়েছিল, শয়ন করা গেল।

দুদিন অতীত হোলো,—তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে রাজবাড়ীতে গেলেম।—যুবরাজ ভূপতি রাও আপনার বৈঠকখানাতে ছিলেন, আমি নিকটে গিয়ে নমস্কার কোরে বোস্‌লেম। —বোল্লেম, 'রাজকুমার! আজ আমি বিদায় হবার দিনস্থির কোরেছি।"

তিনি গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "তোমার মত প্রিয় মিত্রকে এত শীঘ্র বিদায় দিতে অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু এবারে যে রকম বিশেষ কাজ উপস্থিত, তাতে আমি তোমার দু চার-দিন থাক্‌বার জন্যে অনুরোধ কোত্তে পাচ্চি না; শীঘ্র যাওয়াই আবশ্যক হোচ্চে।" এই কথা বোলে উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে খানিকক্ষণ গল্প কোরে, অবশেষে আবার বোল্লেন, "সে দিন যা যা বোলেছি, সব যেন স্মরণ থাকে। কোথায় কখন থাক্‌বে, মাণিক বাবু কি কি বলেন, পত্র লিখে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানিও। বৃন্দাবনে রঘুনাথ গোস্বামীর আশ্রমে আমি একমাস থাক্‌বো।"

আমি "যে আজ্ঞা" বোলে সম্মতি জানিয়ে মস্তক নত কোল্লেম। "একটু বোসো, আমি আস্‌ছি।" বোলে যুবরাজ বাইরে গেলেন; পাঁচমিনিট পরেই ফিরে এসে আমার হাতে একটী কাগজের মোড়ক দিয়ে প্রফুল্লমুখে সস্নেহবচনে বোল্লেন, "যৎকিঞ্চিৎ প্রণয়ের নিদর্শন;—পাথেয়।" সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিয়ে আমি সেটী গ্রহণ কোল্লেম।

বেলা একাদশঘটিকা অতীত।—অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, আমি প্রণাম কোরে বিদায় হোলেম।

যখন সামন্তের বাড়ীতে পৌঁছিলেম, তখন

প্রায় দুইপ্রহর বাজে।—স্নানাহার কোরে একটু বিশ্রামের পর মহাজনকে বোল্লেম, "অনুমতি করুন" আজ আমি বিদায় হোই।" তিনি এই কথা শুনে বিমর্ষ হোয়ে বোল্লেন, "এত শীঘ্র যাবে হরিদাস? আর কিছুদিন থাক্‌লে ভাল হোতো না? আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হোতেম।"

"কোনো বাধা ছিল না, আপনি আমায় যে রকম স্নেহমমতা করেন, তাতে কিছুদিন থাক্‌বার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু করি কি? সবই ত আপনি জানেন,—সব কথাই ত আপনার কাছে প্রকাশ কোরেছি। মানকরে একবার যেতেই হবে; বংশ-তত্ত্ব, আর অধিকার শেষ পরিচয় জ্ঞাত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক হোয়েছে; শীঘ্র শীঘ্র না গেলেই নয়।"

মহাজনের বিমর্ষমুখে বিস্ময়চিহ্ন প্রকাশ হোলো। চঞ্চলভাবে বোল্লেন, "সাবধান! মানকরের মাণিক বাবু অতি ভয়ঙ্কর লোক! সাবধান! কোনো রকমে সে যেন তোমাকে কৌশলচক্রে প্রতারণা কোত্তে না পারে!" এই পর্য্যন্ত বোলে প্রায় দুই মিনিট নিস্তব্ধ,—অন্যমনস্ক নিস্তব্ধ!—মৌনভঙ্গ কোরে মৃদুস্বরে আমার মুখপানে চেয়ে আবার বোল্লেন, "যখন শীঘ্র শীঘ্র যাওয়াই দৃঢ় সঙ্কল্প,—না গেলেও কার্য্যহানি, তখন আর কি বোল্‌বো, কাজেই আমারে নিরস্ত হোতে হোলো। কিন্তু সময় থাক্‌লে আমার নিজের কতক কতক গুপ্তকথা তোমারে আমি জানাতে পাত্তেম। সময় নাই, তুমিও শীঘ্র চোলে যাচ্চো, সুতরাং মনের দুঃখ মনের মধ্যেই নিহিত হোয়ে থাক্‌লো!"

শোন্‌বার জন্যে আমি অনেক জেদ কোল্লেম, কিছুতেই তাঁরে রাজী কোত্তে পাল্লেম না; অবশেষে এই বোলে স্তোক দিলেন, "যে সব কথা আমি জানি, তা শুনে তোমার পক্ষে বিশেষ কিছু ফলোদয় হবে না, সে সব আমার নিজেরি অদৃষ্টের কথা! কিন্তু দেখ, সাবধান!—বারবার বোল্‌ছি, সাবধান! মাণিক বাবু অতি ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোক!"

কোনো রকমে, কোনো সূত্রে, তাঁর মনের কথা বার্ কোত্তে না পেরে অগত্যা আমারে স্তব্ধ হোতে হোলো। "শীঘ্র আস্‌ছি, শীঘ্রই আবার দেখা হবে; আপনার মনে যা থাক্‌লো, সেই অবসরে সেগুলি শোন্‌বার অবসরও হোতে পার্‌বে, এ যাত্রায় এখন আমায় বিদায় দিন।" এই কথা বোলে নম্রভাবে বিদায় চাইলেম। আস্‌কথা পাশ্‌কথা পেড়ে আবার থাক্‌বার জন্যে অনুরোধ কোরে অবশেষে ক্ষুণ্ণ-মনে মহাজন আমারে বিদায় দিলেন।

বেলা অপরাহ্ন পাঁচটা।—গুজরাটের রাজধানী বরদানগর থেকে বেরিয়ে দশক্রোশ দূরে এক পান্থনিবাসে নিশাযাপন কোল্লেম। নিদ্রা আকর্ষণের পূর্ব্বেই মনে একটী চিন্তার উদয় হোলো।—কি সে চিন্তা?—মহানন্দ মহাজন মাণিক বাবুর নাম শুনে শিউরে উঠ্‌লেন কেন?—আমি ত মাণিক বাবুর ব্যবহারের কথা একদিনও তাঁর কাছে গল্প কোরি নি?—তবে তিনি তাঁর নাম শুনে শিউরে উঠ্‌লেন কেন?—সে অতি নরাধম, পাষণ্ড, সাবধান, চক্রে পোড়ো না, বারবার এ সব কথাই বা ব্যবহার কোল্লেন কেন?—জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বাজে কথা পেড়ে, ওজর কোরে কাটিয়ে দিলেন;—বোল্লেন, "কুমার ভূপতি রাওয়ের পত্র দেখে জেনেছি।" কিন্তু তা-ই বা কেমন কোরে হবে? কুমার বাহাদুরকে আমি যে সব পত্র লিখেছি, তাতে ত মাণিক বাবুর

দুর্ব্যবহারের সকল কথা বায়নাক্কা দিয়ে লিখি কি?—পূর্ব্ব যাত্রায় এসে মুখে মুখেই বরং বোলেছিলেম। তবে সামন্ত মহাশয় সে সব বিষয় কেমন কোরে জান্‌লেন? যুবরাজ কি তাঁর সাক্ষাতে কোনো কথা স্পষ্টাক্ষরে বোলেছেন?—তা-ই যেন সম্ভব বোলে অনুমান হোচ্চে। তা নইলে ইনি হোলেন গুজ্‌রাটী, মাণিক বাবু হোলেন বাঙ্গালী, এতদূর গূঢ়তত্ত্ব কেমন কোরে জান্‌বেন? আবার ভাব্‌লেম, হোলেও হোতে পারে। সামন্ত হোচ্চেন সদাগর লোক, সকল দেশে গতিবিধি আছে,—বোধ হয়, এক সময়ে বাঙ্‌লা দেশে গিয়ে থাক্‌বেন, সেইখানে হয় ত মাণিক বাবুর সঙ্গে দেখা হোয়েছিল,—কর্ম্মের গতিকে মাণিক বাবু হয় ত এঁর সঙ্গে কোনো রকম অসৎ ব্যবহার কোরে থাক্‌বেন, তাতেই বোধ করি ইনি তাঁরে অসৎ লোক বোলে জান্‌তে পেরেছেন। ভাব্‌ছি, কিন্তু কিছু ঠিক কোত্তে পাচ্চি না। আর এক সন্দেহ উপস্থিত হোচ্চে! সামন্ত একবার বোলেছেন, স্ত্রী কন্যার বিয়োগ হোলে স্বদেশ ত্যাগ কোরে এই দেশে এসে রয়েছেন।—তা যদি হয়, তবে ত ইনি গুজ্‌রাটী হোলেন না? কোন্ দেশে এঁর বাড়ী? কোথায় এঁর স্বদেশ? সেটীও ভেবে স্থির কোত্তে পাচ্চি না। বহুকাল গুজ্‌রাটে আছেন, রাজসংসারে জিনিসপত্র সর্‌বরাহ করেন, রাজপরিবারেও সবিশেষ প্রতিপত্তি, নিতান্ত দূরদেশী বোলেও বোধ হয় না; অথচ বোল্‌ছেন, স্বদেশ ত্যাগ কোরে এসেছি।—ভাব কি? কোথায় এঁর স্বদেশ? আরো একটা সন্দেহ।—বিদায়ের সময় বোলেছেন, সময় থাক্‌লে নিজের অনেক গুপ্তকথা জানাতেম। কি সে সব গুপ্তকথা? শুন্‌তে চাইলেম, কৌশল কোরে ঢেকে নিলেন। এরি বা ভাব কি?—কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না! ভাব্‌তে ভাব্‌তে নিদ্রা এলো। পরদিন একটা অশ্বে আরোহণ কোরে দ্রুতগতিতে, দ্বিতীয় রজনীতে আর এক আড্ডায় পৌঁছিলেম! এইরূপে ক্রমে ক্রমে ১৫।১৬ দিনের পর এলাহাবাদে উপস্থিত।

ঊননবতিতম কাণ্ড।

নিদাঘ-মধ্যাহ্ন।—ভয়াবহ মৃত্যু!!

এলাহাবাদে যখন পৌঁছিলেম, তখন বেলা প্রায় আড়াইপ্রহর।—যে বৎসরের কথা আমি বোল্‌ছি, সে বৎসর পশ্চিমদেশে মহা অনাবৃষ্টি। ক্ষেত্রকুল যেন পরিশুষ্ক প্রান্তর, তৃণরাজী প্রায় ঝল্‌সানো, কৃষিলোক হাহাকারে ব্যাকুলিত, ধারে ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়গুলির পঙ্কমাত্র অবশেষ। ভীমমূর্ত্তি মরীচিমালী আপনার উত্তাপে বোধ হয় আপনিই উত্তপ্ত হোয়ে পরিশ্রান্ত হোচ্চেন! ঋণগ্রাহী চন্দ্রমা শীতল কর বর্ষণ কোরেও পৃথিবীকে শীতল কোত্তে পাচ্চেন না! আকাশমণ্ডল এক একবার তপ্ত মেঘে আচ্ছন্ন হোচ্চে, তপ্ত-

পবন সেই মেঘমালা উড়িয়ে দিচ্চে, দুর্দ্দিনের অন্ত নাই।

প্রথমে যখন এলাহাবাদে আসি, তখনি বোলেছি, পুণ্যধাম প্রয়াগতীর্থে স্থানে স্থানে বহুদূরব্যাপী লোকালয়শূন্য বিস্তৃত মাঠ, স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান, মনোরম লতাকুঞ্জ। নিদাঘ-সূর্য্য সেই সকল প্রান্তরে, সেই সকল উদ্যানে, সেই সকল কুঞ্জে, আপনার সুতীক্ষ্ণ অগ্নিরশ্মি বর্ষণ কোচ্চেন, প্রশস্ত রাজপথে, যমুনাতীরবর্ত্তী দুর্গচত্বরে লোকের গতিবিধি প্রায় বন্ধ। দূরে দূরে বৃক্ষতলে এক একদল পথিক দাঁড়িয়ে মহারৌদ্রের উত্তাপ শান্তি কোচ্চে, এক একজন বৃক্ষমূলে বোসেছে, এক একজন বৃদ্ধ, বাহু-উপাধানে মস্তক দিয়ে ক্লান্ত হোয়ে শুয়েছে। বহুদূরে এক একজন ছত্রশির ধীরে ধীরে চোলেছে। বহুদূর বোলেই সেই সকল ছত্রশিরকে ছোট ছোট বালকের মতন দেখাচ্চে। বোধ হোচ্চে যেন, অনেক-গুলি বামনদেব সত্যযুগের বলিরাজের চেয়েও দুর্দ্দান্ত কলিরাজের সর্ব্বস্ব হরণ কোত্তে একত্রে দলবদ্ধ হোয়ে চোলেছেন। গগনবিহারি পক্ষীরা পৃষ্ঠপক্ষে চঞ্চুপুট গোপন কোরে এক পা উদরে লুকিয়ে নিঃশব্দে বৃক্ষশাখায় বোসে নিদাঘ-দমনের জন্যে বর্ষারাজের ধ্যান কোচ্চে। গগনে ভাস্করমণ্ডল অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ কোরে প্রখরধারে অনল বৃষ্টি কোচ্চেন। পথের দুধারে ছোট ছোট গাছেরা নতপত্রশিরে ম্লানমুখে যেন দিনকরকে করুণাদৃষ্টি কোত্তে বোল্‌চে, লজ্জাবতী লতারা মনুষ্যের করস্পর্শে যেমন প্রমুদিত হয়, সেইভাবে চক্ষু বুজে মাথা হেঁট কোরে রয়েছে। বোধ হোচ্চে যেন, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের মুখ দর্শন কোর্‌বে না বোলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্ররূপ নেত্র মুদে মাথা হেঁট কোরে রয়েছে। তরু বৃক্ষলতা সকলি স্তম্ভিত,—থেকে থেকে এক একবার প্রতপ্ত বায়ুকে পরিচুম্বন কোচ্চে। গগন নিস্তব্ধ, মধ্য-আকাশ নিস্তব্ধ, ধরাতল মহা উত্তাপে অগ্নিময়।

জীব জন্তু সকলেই মহা উত্তাপে উত্তপ্ত, বিশ্রাম লালসায় শীতল আশ্রয় অন্বেষণে বিব্রত।—পথের কুকুরেরা লিহি লিহি জিহ্বায় নিঃশ্বাস ফেলে ঘন ঘন হাঁপাচ্চে, আতপের উত্তাপে পিপাসায় চঞ্চল হোয়ে দ্রুতগতি এখানে ওখানে জল অন্বেষণ কোচ্চে। প্রান্তরের ঠাঁই ঠাঁই এক একটী ক্ষুদ্র, এক একটী প্রশস্ত জলাশয়।—সুতীক্ষ্ণ রবিকর সেই সকল জলা-শয়ের নীল জলে নিক্ষিপ্ত হোয়ে বায়ু-সংযোগে যেন কৃষ্ণপক্ষের নক্ষত্রের ন্যায় ঝক্‌মক্ কোরে ঝোক্‌চে, এক একবার বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠে বিম্বগুলি লুকুচ্চে, আবার মাঝে মাঝে অচঞ্চল জ্যোতিমালা ঝক্‌মক্ কোরে ঝোক্‌চে। মধ্যাহ্নবায়ু যেন সমস্ত শরীরে হুতাশন বহন কোচ্চে। যমুনার চরে মহিষেরা ভীষণ রৌদ্রে পরিতপ্ত হোয়ে এক এক দল নদী-জলে, এক এক দল পল্বলজলে ডুব্‌ছে। সমস্ত শরীর ডুবিয়ে কেবল দুটী দুটী বক্র শৃঙ্গ আর দুটী দুটী নাসিকারন্ধ্র, উঁচু কোরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। বোধ হোচ্চে যেন, "দগ্ধ হও, দগ্ধ হও, আপনার তেজে আপনি দগ্ধ হও!" বোলে গ্রীষ্মরাজকে নিঃশ্বাস ফেলে অভিশাপ দিচ্চে।—গৃহপাল পশুরা, আকাশের পাখীরা, এক একবার ঊর্দ্ধমুখে জলে এসে পোড়্‌চে, জলের উত্তাপে আবার তেমনি কাতর হোয়ে তীরে উঠে ছায়াকে আলিঙ্গন কোচ্চে। মধ্যাহ্ন আকাশে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য ক্রমশই প্রবল; একস্থানে দাঁড়িয়ে সে প্রখরতা সহ্য করে কার সাধ্য?—হন্ হন্ কোরে

চোলে আমি একটী উদ্যানে প্রবেশ কোল্লেম। নানা বৃক্ষে শোভিত, শীতল ছায়ায়, শীতল সমীরণে, সুবাসিত পুষ্পগন্ধে, যে উদ্যান সতত আমোদিত থাকে, সেই উদ্যানে প্রবেশ কোল্লেম।—সেখানেও দেখি, সমস্ত তরুলতা ম্লান, বিষণ্ণ,—আতপতাপে অবসন্ন। পাতাগুলি ঝুলে ঝুলে পোড়ে যেন স্নেহবতী বসুমতীর কাছে শুষ্ককণ্ঠে অধিক পরিমাণে রস ভিক্ষা কোচ্চে।—উত্তপ্ত বায়ুশব্দ ভিন্ন সে উদ্যানও প্রায় নিস্তব্ধ। বায়ুও অতি উচ্চে বহন হোচ্চে।—সুস্নিগ্ধ তরুমূলেও তখন গুমোট্ গ্রীষ্ম।

গাছে গাছে পাখীরা নীরব; কেবল রবিতেজে পবনের অস্ফুট নিনাদ মনুষ্যের কর্ণকুহরে হলাহলসিক্ত কোচ্চে। বড় বড় ভূমি-লতারা নিঃসাড়ে স্তম্ভিত হোয়ে ধরণীবক্ষ চুম্বন কোচ্চে,—পাতাগুলি আতোশের আতপে শুষ্ক হোয়ে ধরণীগাত্র স্পর্শ কোচ্চে। বোধ হোচ্চে যেন, দুটী দুটী করপল্লব দিয়ে পরিতপ্ত ভূ-জননীকে জাগরিত কোচ্চে। এই কথা বোল্‌চে, "প্রখরসূর্য্যতাপে জীবন যায়,—রক্ষা কর,—রক্ষা কর!"

আকাশে চাতকদম্পতী "ফটিক জল, ফটিক জল" বোলে চীৎকার কোচ্চে।—কে তাদের করুণরব শ্রবণ করে? সমস্ত আকাশ সূর্য্যদেবের সতেজ তীক্ষ্ণ কিরণে অগ্নিময়; সমস্ত জগৎ স্বর্ণবর্ণ দেখাচ্চে।—সেই প্রদীপ্ত নিদাঘমধ্যাহ্নে আমি একাকী ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে গমন কোচ্চি। প্রান্তর অতিক্রম কোরে নগরের নিকটে পৌঁছিলেম। দক্ষিণপার্শ্বে যমুনা।—যমুনা ছাড়িয়ে নগরের পথে প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে রবিকর অপেক্ষা উত্তপ্ত বালুকার আতিশয় প্রবল। শ্রমজীবী লোকেরা শূন্যপদে, শূন্যশিরে হন্ হন্ কোরে চোলেছে। সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পাহাড়ের কাঁকরেরা ধোঁয়াকারে উড়ে অন্ধকার কোচ্চে। দৃষ্টি চোল্‌ছে না, পা চোল্‌ছে না, শ্রবণ প্রায় বধির হোয়ে আস্‌চে; নাসারন্ধ্র আচ্ছন্ন কোচ্চে। এক একজন দারুণ উত্তাপে বৃক্ষতল আশ্রয় কোচ্চে, এক একজন নতশিরে বুকে হাত দিয়ে খানিকদূর গমন কোরে অবশেষে ধরাশায়ী হোচ্চে। মাঝে মাঝে ভয়ানক "লু" ছুটছে। এক এক সময় অন্ধকার ক্ষয় কোরে প্রজ্বলিত দিনকর যেন সৃষ্টি দাহ কোত্তে অনলরূপ রসনা বিকাশ কোচ্চেন। আমার সমস্ত শরীর স্বেদজলে অভিষিক্ত, রসনা নীরস, কণ্ঠতালু শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ অবশ, থেকে থেকে যেন চক্ষে ধাঁধা লাগ্‌চে, কাণে তালা লাগ্‌চে, মস্তক হুতাশন সদৃশ উত্তপ্ত। অশ্ব প্রায় গতিশূন্য, ঘর্ম্ম-জলে সিক্ত, ঘন ঘন জিহ্বা লেহন কোচ্চে, দুই কস্ দিয়ে অনবরত শ্বেতবর্ণ ফেনা গোড়িয়ে পোড়্‌চে, হাঁপাচ্চে।—নিজেও অতিশয় ক্লান্ত হোয়েছিলেম, পায় পায় খানিকদূর অগ্রসর হোয়ে একটা বাড়ীর ছায়াতে গিয়ে দাঁড়ালেম। সে ছায়া অগ্নি অপেক্ষাও ভীষণ উষ্ণ। পাথরের বাড়ী, তাতে প্রচণ্ড ভাস্কর-কর নিপতিত হোয়েছে, সুতরাং প্রতপ্ত সূর্য্যতেজ অপেক্ষাও অসহ্য। জগদীশ্বরের কেমন আজ্ঞা, পাথরে আর বালিতে দিনপতির গৌরব অধিক পরিমাণেই প্রকাশ করে।

মৃদুগতিতে যেতে লাগ্‌লেম। সূর্য্যদেব একটু একটু কোরে পশ্চিমে হেল্‌তে লাগ্‌লেন, বেলা তিনপ্রহর গোড়িয়ে গেল, ক্রমে ক্রমে রৌদ্রের তেজও অনেক অংশে হ্রাস হোয়ে এলো; প্রায় পাঁচটা বাজে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হোয়েছিলেম, নিকটস্থ একটা সরাইয়ে

গিয়ে আশ্রয় নিলেম। ঘোড়াটীকে ঘাস জল দিয়ে বাতাসে বেঁধে রেখে আমি কিছু জলযোগ কোরে বিশ্রাম কোত্তে লাগ্‌লেম।

বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা, সন্ধ্যা হয় হয় হোয়েছে, আমি সরাইয়ের বারাণ্ডায় বোসে আছি, এমন সময় সেইখানে একজন লোক এলো।—এসেই আমারে নমস্কার কোল্লে। লোকটা কে?—নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, বেচু।—বন্দী পার্ব্বতী রায়ের বাড়ীর চাকর সেই বেচু।—আমি তারে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আগেই সে ব্যগ্রভাবে বোল্লে, "এখানে আপনি রয়েছেন?—প্রায় একমাস আপনার তত্ত্ব কোচ্চি, কাশী পর্য্যন্ত খুঁজে এসেছি।"

"কেন?" ত্রস্তভাবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন? আমার তত্ত্বে তোমার প্রয়োজন কি?"

"এখানকার একজন কয়েদী আপনাকে ডাক্‌চে, কি বিশেষ দরকার আছে, দেখা কোত্তে চায়।" বেচু এই উত্তর কোল্লে।

"কয়েদী ডাক্‌চে?—বিশেষ দরকার?—আমার সঙ্গে কয়েদীর আবার দরকার কি? কে সে কয়েদী? তার নাম কি?"

"গেলেই দেখ্‌তে পাবেন!—অনেক জেদ্ কোরে আমারে বোলেছে, সেইজন্যেই আমি আপনাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চি।" এই সংক্ষেপে উত্তর কোরে বেচু চাকর নিস্তব্ধ হোলো।

কয়েদী ডাক্‌চে,—পার্ব্বতী রায়ের চাকর তার দূত হোয়ে এসেছে, এও এক সামান্য রহস্য নয়!—কয়েদীটা কে? জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বোল্লে না। এর ভিতর কোনো রকম আশ্চর্য্য কাণ্ড থাক্‌লেও থাকতে পারে। যা হোক্, একবার যেতে হোলো। গিয়ে দেখেই আসি কাণ্ডখানা কি! এ প্রদেশের কোনো জেলখানায় প্রবেশ কোত্তে আমার মানা নাই, সরকারী সাধারণ অনুমতি-পত্র আছে; গিয়ে দেখেই আসি কাণ্ডখানা কি! এইরূপ ভেবে বেচুকে বোল্লেম, "আজ আর নয়, সন্ধ্যা হোলো, রাত্রে জেলখানায় যাওয়া আইন বিরুদ্ধ, কাল বেলা দশটার পর তুমি এসো, আমি এই সরায়েই থাক্‌বো, একত্রে যাওয়া যাবে।"

বেচু সেদিন বিদায় হোলো, পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হোলে, তাকে আমি সঙ্গে কোরে কারাগারে গমন কোল্লেম। বেচু কারাধ্যক্ষকে কি একটী কথা বোল্লে, তিনি আমার অনুমতিপত্র দেখে সঙ্গে কোরে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম, কারাধ্যক্ষ দরজা বন্ধ কোরে বাইরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। প্রবেশ কোরেই দেখি, তহবিল তছরূপী কয়েদী পার্ব্বতীনাথ রায়ের নরাধম নারীহন্তা ভ্রাতা ভোলানাথ রায়, ওরফে ন-বাবু শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় হেঁটমুখে বোসে আছে। দেখেই আমি বুঝ্‌লেম, এই-জন্যেই বেচু আমার কাছে এর নাম করে নি।—পাছে ঘৃণা কোরে না আসি, এই ভেবেই সাবধান হোয়েছিল। যা হোক্, এ পাপিষ্ঠ এতদিনের পর আমারে এখানে ডাক্‌লে কেন?—এ অবস্থায় আমার কাছে এর এমন কি প্রয়োজন? বোধ করি কোনো মনের কথা বোল্‌বে। শুন্‌তে আর ইচ্ছা নাই; তবু যখন আসা হোয়েছে, তখন শুনেই যাই।—এইরূপ চিন্তা কোচ্চি, এমন সময় বন্দী মাথা তুলে আমারে দেখে মৃদুস্বরে নিকটে ডাক্‌লে। আমি ধীরে ধীরে নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম।—ভোলানাথ কাতরস্বরে

বোল্লে, "এসেছ ? বোসো !—অনেকদিন অবধি আমি তোমার তত্ত্ব কোচ্চি,—অনেকগুলি মনের কথা আছে, একবার বোলে যাবো !—বোসো।—আমার এই আসন্নকাল, আমি যাই,—দণ্ডে দণ্ডে ফাঁসিকাষ্ঠ সম্মুখে দেখ্‌ছি, ভয়ানক যমদণ্ড মাথার উপর ঘুরচে, পাপের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে দণ্ডে দণ্ডে কেঁপে উঠ্‌চি; আমি এ জন্মের মত এ জগৎ থেকে চোল্লেম। অন্তকালে তোমাকে গুটীকতক মনের কথা বলি, বোলো !"

আমি বোস্‌লেম।—চেয়ে দেখি, হত্যাকারী বন্দী নীরবে রোদন কোচ্চে,—চক্ষের জল নিঃশব্দে কারাগারের অন্ধকার ধরাতল অভিষিক্ত কোচ্চে। দেখে আমার একটু দয়া হোলো, বোল্লেম, "কেঁদো না, স্থির হও, পরমেশ্বরের নাম করো !" পাপীর মনে তখন কি ভাবের উদয় হোলো জানি না, সে আপনার হাতকড়িবদ্ধ হাত, উঁচু কোরে বাহুর দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন কোল্লে;—স্থির হোয়ে বোস্‌লো।

জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ অবস্থায় তুমি আমারে ডাক্‌লে কেন ? প্রথম প্রশ্নে উত্তর পেলেম না, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসার পর নিঃশ্বাস ফেলে বোল্লে, "বড় কষ্ট,—আসন্নকালে বড় কষ্ট। মনে গুটীকতক কথা আছে, প্রকাশ কর্‌বার জন্যে মন বড় অস্থির, প্রাণ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠে,—বুক গুম্‌রে গুম্‌রে উঠে। কারে বলি ? এখানে আমার কেউ নাই, জেলখানায় কয়েদ,—ফাঁসির হুকুমে জেলখানায় কয়েদ। প্রাণ যায়, ফাঁস্‌ড়ের হাতে কখন যে যাবে, এখন তখন সেই ভাব্‌নায় জীবনে হতাশ হোচ্চি।—মনের কথা কারে বলি ? তুমি আমাদের বাড়ীতে ছিলে, তখনকার নাড়ীনক্ষত্র সবই জানো ! রাক্ষসী—পাপীয়সী ন-বৌ যা,—বিশ্বাসঘাতিনী তরঙ্গিণী যা,—সাপিনী ছোট খুড়ী যা, সবই তুমি জানো ! তবু—" এই অবধি বোল্‌তে বোল্‌তে সহসা যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌লো, বড় বড় নিঃশ্বাস ঘন ঘন ফেল্‌তে লাগ্‌লো।

শেষ দুটী কথা শুনে আমি মনে মনে কোল্লেম, বলে কি ? পাপিষ্ঠ নারীহন্তা নিজেই তরঙ্গিণী আর ছোট খুড়ীর পরকালের পথে কাঁটা দিয়েছে; রাজদণ্ডে দণ্ডিত হোয়ে, আসন্নকালে এখন বোল্‌ছে, তরঙ্গিণী বিশ্বাসঘাতিনী, ছোট খুড়ী সাপিনী ! যদিও এখন কারে পোড়েছে, মনে যাতে কষ্ট পায়, সে কথা বলা যদিও এখন উচিত নয়; তথাচ সহ্য হোলো না, না বোলে থাকৃতে পাল্লেম না, অগত্যা বোল্‌তে হোলো—বোল্লেম, "হতভাগ্য কষ্টভোগী ! আপনিই তাদের অপথগামিনী কোরে এখন আবার তাদেরি গালাগাল দিচ্চো ? তাদের ধর্ম্মনষ্ট কোল্লে কে ?—অসহায়া অবলা, অন্তঃপুর-পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, অধীনতাশৃঙ্খলে বন্দিনী, তাদের ধর্ম্মনষ্ট কোল্লে কে ?—তাদের পরকালের পথে, ধর্ম্মের পথে, কাঁটাই বা দিলে কে ?—তুমিই ত সকল নাটের প্রধান গুরু !—তুমিই তাদের,—আমি শুনেছি, তুমিই তাদের ফুস্‌লে ধর্ম্ম নষ্ট কোরেছ,—প্রমোদমদে মত্ত হোয়ে তুমিই তাদের অপথগামিনী কোরেছ,—মান কলঙ্কে জ্ঞানশূন্য হোয়ে, তুমিই তাদের পরকালের পথে কাঁটা দিয়েছো ! হা হতভাগ্য ! তাদেরি এখন গালাগাল ?"

বন্দী অন্যমনস্ক হোয়ে আমার কথায় যেন কান দিলে না; বোল্লে, "তবু, তুমি সব জানো, সেইজন্যেই আমি তোমাকে ডেকেছি।"

ভাবভঙ্গী দেখে আমি মনে কোল্লেম, লোকটার মতিভ্রম হোয়েছে। হোতেও পারে; দণ্ডে দণ্ডে প্রাণের মায়ায় অস্থির, মতিভ্রম হোতেও পারে; এই ভেবে পূর্ব্বপ্রশ্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম।—নিঃশ্বাস ফেলে হু হুঁ কোরে ঘাড় নেড়ে উত্তর কোল্লে, "জানো না, তুমি হরিদাস, জানো না তুমি! ছোট খুড়ীটা যথার্থ-ই সাপিনী; সে-ই আমারে আগ্‌পড়া হোয়ে ঐ পাপপথে নামায়,—সেই স্বৈরিণী-ই আমার গায়ে পোড়ে ধর্ম্মপথ রোধ করেণ—আগে আগে আমি ও সব রঙ্গের তিলবিন্দুও জান্‌তেম না;—তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলেম, বিয়ে পর্য্যন্তও হয় নি, ও সব রঙ্গের তিলবিন্দুও জান্‌তেম না;—সেই সাপিনীই গায়পড়া হোয়ে আমার সর্ব্বনাশ কোরেছে, তেম্‌নি আপনিও ছারেখারে গেছে! ধর্ম্ম আছে কি না, ধর্ম্মই তারে খুন কোরেছে! তবে—" এই পর্য্যন্ত বোলে ভোলানাথ বোসে বোসে যেন নাচ্‌তে লাগ্‌লো, মুখ প্রফুল্ল হোলো, যেন ঈষৎ ঈষৎ হাস্‌লে।

"তবে তরঙ্গিণীর কথা যা বোল্‌চো, সেটী আমারি দোষ বটে,—তাতে আমার একটু দোষ আছে সত্য!—কিন্তু তারো দুটী কারণ! এক কারণ, রাজেশ্বরী আমাকে পথ দেখালে, —নূতন নূতন আমোদে মন মাত্‌লো, ছোট খুড়ীই মাতালে!—তাতেই আমি তরঙ্গিণীকে চটুপটু দেখে নজর চালাতে লাগ্‌লেম।—বিধবা ছিল কি না, সেই ফাঁদেই পোড়ে গেল! আমি ব্যাধের মতন বনে বনে না ঘূরে, ঘরে বোসেই একটী মনের মত শিকার পেলেম!—কাজেই তাতে মন মোজ্‌লো। আর এক কারণ, ন-বৌ!—আমার সাতপাক্ ফেরা মনমোহিনী ন-বৌ! ধর্ম্মনাশিনী,—কুলকলঙ্কিনী,—বিশ্বাসঘাতিনী ন-বৌ!—ফরাসডাঙ্গার বাড়ীতে যখন ছিল, তখন বিশ্বদস্যু বীরচন্দ্র আর প্রেমদাস বাবাজী লুকিয়ে লুকিয়ে তার ঘরে যাওয়া আসা কোত্তো,—হরিহর সরকারও গোপনে গোপনে তার পরকাল খেতো!—তারও খেতো, আমারও খেতো! ছোট খুড়ী আর তরঙ্গিণীর খাতিরে আমি সর্ব্বদা ঘরে থাক্‌তে পাত্তেম না, লুকোচুরি খেল্‌তে হোতো।—তার পর যখন সেজো বোয়ের ঘরে প্রেমদাস বাবাজী খুন হয়,—দাদা যখন এলাহাবাদে পালিয়ে আসেন, সে সময় হরিহরের একাধিপত্য! আমার স্ত্রী ঘরে বাইরে আমাকে বঞ্চনা কোরেছে! অবশেষে ফৌজ্‌দারী আদালতে সাক্ষী হোয়ে, সে-ই আমার সর্ব্বনাশ কোরেছে!—তারি নিমক্‌হারামিতে আমার এই দশা!" এই সব কথা বোলে ভোলানাথ পূর্ব্বের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লো।

"এ সব কথা অনেকদিন আগে আমি শুনেছি। কিন্তু ছোট খুড়ীকে তুমি খুন কোল্লে কেন?" দুবার আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

"খুন! খুন! খুন কোরেছি কেন? তুমি ত সে সব জানো? সাক্ষীরা যা যা বোলেছে, তুমি ত সে সব শুনেছো? তবে—" এই টুকু বোল্‌তে বোল্‌তে নারীহন্তার গম্ভীরস্বর ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হোয়ে এলো।

আমি বোল্লেম, "সাক্ষীর জোবানবন্দী শুনেছি বটে, কিন্তু তুমি খুন কোল্লে কেন?"

"গিরিবালা পাপিনী, তরঙ্গিণী বিশ্বাসঘাতিনী, ছোট খুড়ী সাপিনী!" অস্থিরমনে খুনী-কয়েদী এইরূপ প্রকার উত্তরদান কোল্লে।

প্রলাপ বোধ হোলো, প্রথম প্রশ্ন আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ছোট খুড়ীকে তুমি খুন কোল্লে কেন?"

চমকিত হোয়ে ভোলানাথ উত্তর কোল্লে, "আমি?—আমি? খুন?—তুই কারণ! তরঙ্গিণীর প্রণয়ে বাধা, দিবানিশি গঞ্জনা, ঘরে ঘরে কলহ!" উদাসীনভাবে আর একদিকে চেয়ে অল্প অল্প হেসে আবার বোল্লে, "ছোট খুড়ী একদিন তোমার পাগ্‌ড়ি বেঁধে দিয়ে পথ আগ্‌লে গাল টিপেছিল, সে কথা আমি শুনেছিলেম; সে আক্রোশও মনে মনে অনেকদিন ছিল; সব কথা ফুট্‌তে গেলে এই অন্তকালে নানা দুঃখ উথ্‌লে উঠে! নানা দুঃখে নানা কারণে তারে আমি বিষ খাইয়েছি!" বোল্‌তে বোল্‌তে কয়েদীর পরিশুষ্ক গণ্ডে প্রবলবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হোলো,—নিমগ্ন চক্ষু সতেজে সজলে উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌লো,—দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ বক্ষঃস্থলের এদিক ওদিক ঝুলে পোড়্‌লো,—উচ্চমাথা হেঁট কোল্লে।—ভঙ্গ ভঙ্গ মৃদুকাতরস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আর দিন নাই, মৃত্যু নিকট! মুহূর্ত্ত নাই, মৃত্যু সম্মুখে! লহমা নাই, আমার আসন্নকাল,—জীবনের শেষ দশা উপস্থিত,—আমি নিশ্চয় জান্‌ছি, আসন্নকাল উপস্থিত! আমি যাই, আমি মরি, আমি চোল্লেম, আমি বিদায়!" এই পর্য্যন্ত বোলে ভেউ ভেউ কোরে কেঁদে উঠ্‌লো।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমি তার মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম, চঞ্চলচক্ষু জলে পরিপূর্ণ হোয়ে অস্থিরভাবে ঘুর্‌চে; ত্রাসে, ক্রোধে, কাঁপ্‌চে; বোধ হোলো, কোনো গুপ্তকথা মনে কোচ্চে, মন চঞ্চল হোয়েছে, স্মরণ কোত্তে পাচ্চে না, তাতেই এ রকম ব্যাকুল হোচ্চে; ভাবগতিক দেখে এইটীই তখন আমি স্থির কোল্লেম। —জিজ্ঞাসা করি করি মনে কোচ্চি, এমন সময় সেই রকম ভঙ্গস্বরে উপর দিকে চক্ষু তুলে আবার বোল্লে, "এই কতক্ষণ সে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে ছিল; এই কতকক্ষণ অতি মৃদু-কোমল-মগ্নস্বরে বোল্‌ছিল, 'চলো,—যেখান থেকে এসেছ, সেইখানে চলো!—সেখানে—সেখানে—' আর বোল্‌তে পারি না! সেই কথা শুনে অবধি থর্ থর্ কোরে আমি কাঁপ্‌চি, মনটা আমার ছাঁৎ ছাঁৎ কোরে উঠ্‌চে,—প্রাণ ধড়্‌ফড়্ কোরে উঠে আইটাই কোচ্চে!"

আমি বাক্‌শূন্য;—একদৃষ্টে তার চক্ষুপানে চাইলেম।—চেহারায় বোধ হোলো, দারুণ চিন্তায়, আশুমৃত্যু আশঙ্কায়, মন অতিশয় অস্থির। ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চাচ্চে, ঘরে কেউ নাই,—আমরা দুজন ভিন্ন ঘরের মধ্যে জনপ্রাণীও নাই; তবু যেন অসম্ভব ভিড়,—ঘরের ভিতর যেন অতিশয় জনতা, এইরূপ ভাবে শূন্য দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চাইতে লাগ্‌লো।—হঠাৎ মৌনভঙ্গ কোরে তড়িৎ-গতিতে বোল্লে, "তুমি কি বোধ কোচ্চো আমি জ্ঞানশূন্য হোয়েছি?—হা! হা! হা! তা নয়,—হরিদাস! তা নয়! আমার মন এখন যেমন ঠিক আছে, আমি বোধ করি, জন্মাবচ্ছিন্নে একদিনও এমন ঠিক ছিল না! যমরাজ যখন মানুষের মুখের কাছে এসে দাঁড়ান, তখন সহজ-চক্ষে যে কিছু বস্তু দেখা না যায়, সে তা স্পষ্ট স্পষ্ট দেখ্‌তে পায়! আমি সত্য বোল্‌চি হরিদাস, রাজেশ্বরী এই ঘরে আছে; এই—এই ঘরেই বিদ্যমান আছে! ঐ সেই রক্তমাখা,—ঐ সেই রাঙা কাপড় পরা,—ঐ সেই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি!—যেখানে তুমি বোসে আছ, ঠিক তোমার

কাছেই ঐ দাঁড়িয়ে আছে!—ঐ রাজেশ্বরী! —ঐ ছোট খুড়ী,—ঐ যায়! ঐ গেল! ঐ আমাকে ডাক্‌চে!” বোল্‌তে বোল্‌তে হো হো রবে হেসে উঠ্‌লো,- উদাস চীৎকাররবে হেসে উঠ্‌লো। তখনি আবার স্থির,—অচঞ্চল, গম্ভীর, নিস্তব্ধ!

যদিও আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম বিলক্ষণ মানসিক বিকৃতি, তথাপি তার কথা শুনে হঠাৎ চোম্‌কে উঠে ঘরের চারিদিকে একবার চাইতে হোলো। পর মুহূর্ত্তেই এক সন্দেহ! —এ কি দৈব ঘটনা?—এ কি ভৌতিক স্বপ্ন?—মনে মনে একটু লজ্জা হোলো; ব্যগ্রভাবে ধীরে ধীরে বোল্লেম, “একজন চিকিৎসক ডাক্‌লে ভাল হয় না? আর—আর—ঈশ্বরের নাম করো!”

সমাধিস্তম্ভের নির্জ্জন গহ্বরে কোনো প্রকার শব্দ হোলে যেমন শুনায়, সেইরূপ গভীর,—সেইরূপ নিম্ন,—সেইরূপ মৃদুস্বরে, নিরাশ-পরিতাপী তাপিত হৃদয়ে হতাশবাক্যে উত্তরদান কোল্লে, “এ দশায় তাতে আমার কি উপকার হবে? এ অসাধ্য রোগ, কোনো কবিরাজ এ রোগ আরাম কোত্তে পারে না। আর জগদীশ্বরও এখন আমার পানে চাবেন কেন? তা যদি না হবে, তবে,—ঐ দেখ,—তবে সেই রক্তমাখা রাজেশ্বরী এখনো এ ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? ঐ দেখ, আমার চোক ঝোল্‌সে যাচ্চে, ঠিক চক্ষের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে! ওঃ! যেন আমি কতকাল ঘুমিয়ে ছিলেম! কত বড় দীর্ঘ রাত্রি! কি ভয়ানক স্বপ্নই দেখ্‌ছিলেম! যেন এই মাত্র আমি জেগেছি! কে আমাকে জাগালে, তা তুমি জানো হরিদাস?—সে—সে কথাও তোমাকে আমি বোল্‌ছি।—এই জেলখানার চারদিকে যে সব দেয়াল দেখ্‌তে পাচ্চো, সবগুলিই ফার্‌ফোর্;—এর ভিতর থেকে নানান্ কাণ্ডই দেখ্‌তে পাচ্চি আমি!—কত রকম রং বেরং ছবি, কত রকম অদ্ভুত বেতরো জানোয়ার যে দেখ্‌তে পাচ্চি হরিদাস, তা আর সংখ্যা কোরে বল্‌বার কথা নয়!—আর্‌সির ন্যায় আপনার মুখও আপনি দেখ্‌তে পাচ্চি! এত কথা কি, এই এলাহাবাদ সহরখানাই যেন আমার নখ-দর্পণের ভিতর!—ঐ দেখ্, ঐ ঘরময় আলো হোচ্চে!—ঐ দেখ, তোমার পাশেই ঐ ছোট খুড়ী দাঁড়িয়ে!—হাত বাড়াচ্চে,—ডাক্‌চে,—ধোল্লে!” বোল্‌তে বোল্‌তেই নিস্তব্ধ।—একটু পরেই আবার ভেউ ভেউ কোরে কেঁদে উঠ্‌লো। পরক্ষণেই হঠাৎ চোম্‌কে উঠে বোল্লে, “কে আমাকে জাগালে?”

আমি অবাক্!—আশ্চর্য্য ব্যাপার! আকস্মিক উন্মাদরোগ হতভাগ্য ভোলানাথকে অচৈতন্য কোরেছে, এই চিন্তাই অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবল হোলো। নম্রস্বরে প্রবোধবাক্যে বোল্লেম, “ও সকল ভেবো না, ও ভাব্‌না মনেও এনো না; অভাগিনীর দেহ পর্য্যন্ত দাহ করা হোয়েছে; দেহ ভস্ম হোলে, সে কি আবার সশরীরে জীবিত হোয়ে উঠে আস্‌তে পারে? ও সব চিন্তা, ও সব ভাব্‌না, অন্তর থেকে দূর কোরে দাও।”

চিত্তভ্রমী পাপী মাথা নেড়ে সেই দৃষ্টিতে আমার মুখে কটাক্ষ কোরে পূর্ব্ববৎ স্বরে বোল্লে, “তুমি কিছুই জানো না,—জগতের কেউ-ই জানে না,—তারে ভাল কোরে দাহ করা হয় নি! চিতা থেকে সে উঠে এসেছে, যমদূতেরাও তারে উঠে আস্‌তে বোলেছে! আমি কি দেখি নি?—অবশ্য দেখেছি! যখন

সে উঠে, তখনি দেখেছি, শূন্যপথ দিয়ে উড়ে উড়ে আমার পানে কট্‌মট কোরে চাইতে চাইতে যখন ঘরের ভিতর আসে, তখন কি আমি দেখি নি? দেয়ালের ভিত্‌ ফেড়ে যখন সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন কি আমি কাঁপি নি? আর এখনো যে তোমার পেছোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা কি আমি দেখ্‌ছি নি?"

আমি বোসেছিলেম, উঠে দাঁড়ালেম। চমকিতস্বরে বোল্লেম, "তুমি একটু শান্ত হও, দোষী লোকের মনে যখন তখন নানা ভাবের উদয় হয়;—স্বকৃত, জ্ঞানকৃত পাপের কথাগুলি এক একটী কোরে মনে পড়ে, আর অম্‌নি তারা নিদ্রায় বঞ্চিত হোয়ে, সেই সব কথাই দিবারাত্রি চিন্তা করে,—পাপের ভীষণ মূর্ত্তি সর্ব্বদাই সম্মুখে দেখে। পাপীর প্রলাপ, সচরাচর এই রকমই হোয়ে থাকে! তুমিও বোধ হয় স্বকৃত-পাপের প্রলাপ দেখ্‌ছো!"

"এখনো তুমি অবিশ্বাস কোচ্চো? আমি দেখ্‌লেম, সে উঠ্‌লো; আমি দেখ্‌লেম, সে এলো; আমি দেখ্‌ছি, এখনো ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে; এতেও তোমার প্রত্যয় হোচ্চে না? ঐ যে—ঐ শুন না;—বিড়্‌ বিড়্‌ কোরে কি বোল্‌চে, বুঝ্‌তে পাচ্চি না। এই মাত্র তার বাপ এসেছিল, তার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু রাজেশ্বরী তার সঙ্গে কথাই কইলে না, ভ্রূক্ষেপও কোল্লে না, আমার পানেই তার দৃষ্টি! যত কিছু রাগ, কেবল আমারি উপর! উঃ! কি ভয়ানক চাউনি! তখন তারে দেখেছি, এখনও দেখ্‌ছি, এত স্পষ্ট যে, তোমাকে যেমন দেখ্‌তে পাচ্চি, তেমনি ধরা সুস্পষ্ট!—আর—"

প্রলাপীর শেষ কথায় বাধা দিয়া আমি বোল্লেম, "আর আমি শুন্‌তে চাই না; জেল-দারোগাকে ডাকি, একজন ডাক্তারকেও আনাই।"

"না না, ডাক্তারে আমার কি কোর্‌বে? আমার হোয়েছে কি?—কি কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বে? আমার কিছুই হয় নি, সহজের চেয়েও আমি ভাল আছি, তোমার চেয়েও আমি ভাল আছি, তোমার চেয়েও ভাল আছি, ডাক্তারের চেয়েও ভাল আছি। ঐ দেখ, রাজেশ্বরী আবার এগিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে!" ভোলানাথ এই রকম প্রলাপবাক্য উচ্চারণ কোরে ঘন ঘন হাঁফাতে লাগ্‌লো। বোধ হোলো যেন নিঃশ্বাস রোধ হয়!

গতিক বড় ভাল বোধ হোলো না, আমার ভয় হোলো। মনে নিশ্চয় জান্‌লেম, অভাগার মৃত্যু নিকট। একজন ডাক্তার আনা নিতান্ত আবশ্যক। ভাব্‌ছি, কয়েদী এমন সময় মৃদু-কাতরস্বরে বোল্লে, "হরিদাস! আর দেখ কি? ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমি যাই!—উঃ! যন্ত্রণা!—আমি—আমি—আমি যাই!—আবার ঐ এগিয়ে আস্‌ছে! ওঃ! রাজেশ্বরী আরো এগিয়ে আস্‌ছে!—ওর মুখে এখনো বিষ রয়েছে,—নিঃশ্বাসে বিষ,—বাতাস লাগ্‌লে এখুনি আমি মোরে যাবো! সোরিয়ে দাও,—তাড়িয়ে দাও,—ঠেলে ফ্যালো,—বাঁচাও!—হরিদাস! তুমি আমাকে বাঁচাও!—ঐ আস্‌ছে!" বোল্‌তে বোল্‌তে বিছানার উপর আড় হোয়ে পোড়্‌লো।

ক্রমেই গতিক মন্দ।—দ্রুতপদে দরজার কাছে ছুটে গেলেম,—দরজা বন্ধ।—আমি প্রবেশ কোরেই কারাধ্যক্ষ দরজায় চাবী বন্ধ কোরেছেন।—সভয় উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি কোত্তে লাগ্‌লেম;—দ্বার মুক্ত হোলো।—দেখি, দারোগা সম্মুখে।—প্রশ্ন উত্তরের অবসর না

দিয়েই আমি বোল্লেম, "কয়েদীর অন্তকাল,—শীঘ্র একজন ডাক্তার প্রয়োজন।"

কারাধ্যক্ষ স্বয়ং শশব্যস্ত হোয়ে ডাক্তার ডাক্‌তে গেলেন, আমি একাকী রোগীর কাছে থাক্‌লেম।—তার মুখে আর কপালে একটু একটু জল দিলেম, বালিশের উপর ঠেস্ দিয়ে বসাবার চেষ্টা কোল্লেম, কিন্তু সোজা হোয়েই থাক্‌লো।—চৈতন্যের অল্প লক্ষণ অবশিষ্ট,—প্রায় মূর্চ্ছা।—কিন্তু সেই তীব্রতীক্ষ্ণদৃষ্টি এক দিকেই স্থির হোয়ে আছে। চক্ষের পাতা আর পুতলী, থেকে থেকে কাঁপ্‌ছে।—সহসা বিকৃতভঙ্গীতে ক্ষীণস্বরে বোলে উঠ্‌লো, "ঐ—ঐ! হরিদাস! ঐ আবার আস্‌ছে! যমদূত আজ রাজেশ্বরীর রূপ ধোরে এসেছে।—আমি—আমি—আমি—"

তার কথা শেষ হোতে না হোতে কারাধ্যক্ষ একজন ডাক্তার আর একজন ধাত্রীকে সঙ্গে কোরে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। স্ত্রীলোক দেখেই মৃত্যুশয্যাশায়ী নারীহন্তা আরো ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো।—ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা কোরে দেখে বোল্লেন, "ঘোর উন্মত্ত, শোণিত শুষ্ক, জীবনে আর আশা নাই!"

"জল—জল" বোলে ভোলানাথ একবার হাঁ কোল্লে। আমি আবার একটু সুশীতল জল এনে তার মুখে দিলেম। অল্পে অল্পে পান কোরে, "হা পরমেশ্বর! হা পরমেশ্বর!—ওঃ!—যন্ত্রণা!—আমি—রাজেশ্বরী!—ঐ রাজেশ্বরী! রক্ষা করো! আ—আ—আ—" বোল্‌তে বোল্‌তেই অজ্ঞান হোয়ে ঢোলে পোড়্‌লো।—জীবনবায়ু বহির্গত! সমস্ত যন্ত্রণার অবসান!

মহা বিপদেই পোড়্‌লেম।—যে ঘটনা উপস্থিত, তাতে শীঘ্র সেখান থেকে বিদায় হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সংবাদ গেল, বেলা প্রায় একটার সময় কারা-সার্জনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কারাগারে উপস্থিত হোলেন। জীবনদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীর কি রকমে মৃত্যু হোয়েছে, অগ্রে আমারেই তার জোবানবন্দী দিতে হোলো। মৃতদেহ হাস্‌পাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারেরা পরীক্ষা কোল্লেন। পরীক্ষাতে "আকস্মিক বায়ুরোগে মৃত্যু" হওয়াই সপ্রমাণ হোলো। এই সকল কার্য্যে সে দিনের সূর্য্য বিশ্রামে আমার আর বিদায় হওয়া হোলো না;—ঠিক সন্ধ্যার সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অভিবাদন কোরে বিদায় হোলেম; তিনিও আমারে যথোচিত সমাদর কোল্লেন।

সরাইয়ে ফিরে আস্‌তে রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড, কাজে কাজেই সে রাত্রি সেইখানেই অতিবাহন কোত্তে হোলো। প্রাতঃকালে উঠে যমুনায় একখানি নৌকা ভাড়া কোরে বারাণসীনগরে যাত্রা কোল্লেম।

বংশের শোণিতপায়ী, খুড়ীর সতীত্বঘাতক, ভাইঝীর ধর্ম্মনাশক, নারীহন্তা পামর ভোলানাথ রায় কারাগারে উন্মত্ত হোয়ে কারাগারেই প্রাণত্যাগ কোল্লে! পাপের পরিণাম, জীবনের পরিণাম, এক সঙ্গেই মিলন হোলো! পৃথিবীতে যে যখন যে কর্ম্ম করে,—ধর্ম্ম পথেই হোক্, কি অধর্ম্ম পথেই হোক্, যে পথে যখন গতি করে, তার একটী না একটী সীমাস্থান নির্দ্দিষ্ট আছেই আছে! ইহলোকেই হোক্, বা পরলোকেই হোক্, একটী না একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাস্থান আছেই আছে!—সকল কাজেরই চরম-ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

নবতিতম কাণ্ড।

স-কৌতুক বিশ্রম্ভালাপ।

পাঁচদিন পরে বারাণসীতে পৌঁছিলেম। —যখন পৌঁছিলেম, তখন সন্ধ্যা হোতে দু এক দণ্ড বাকী।—বাসায় গিয়ে কৃষ্ণকিশোর বাবু আর অম্বিকার সঙ্গে দেখা কোল্লেম। তাঁরা দুজনেই আমারে দেখে প্রকৃতিসিদ্ধ আনন্দ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন। যে কাজের জন্য গুজ্‌রাটে গিয়েছিলেম,—রাজকুমার ভূপতি রাও যেজন্যে পত্র লিখেছিলেন, সে কাজের কি হোলো? উভয়ের মুখেই এই প্রশ্ন! "অনেকদূর মঙ্গল।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে তাঁদের সকৌতূহল আগ্রহ কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি কোরে, বাইরে এসে বোস্‌লেম। মনে মনে বুঝ্‌লেম, ঐ সংক্ষেপ উত্তর তাঁদের কৌতুকীচিত্তকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট কোত্তে পাল্লে না; সেটী জেনেও এক সময়ে উভয়ের সাক্ষাতে সকল কথা আমি ভেঙে বোল্লেম না।

সন্ধ্যার পর কৃষ্ণকিশোর বাবু বৈঠকখানায় এসে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! দিগম্বর কি বোল্লে? যে সব কথা তুমি জান্‌তে গিয়েছিলে, দিগম্বর তার কি বোল্লে? অজ্ঞাত কুলশীলা অসহায়া অম্বিকার পরিচয় সে কি বোল্লে?" সংক্ষেপে এক একটী কথার উত্তর কোরে, মুখ ফিরিয়ে ঈষৎ হেসে আমি বোল্লেম "আপনার আর কোনো ভাব্‌না নাই, জাতকুল সব ভাল!"

কৃষ্ণকিশোর বাবু লজ্জা পেয়ে মস্তক নত কোল্লেন। সলজ্জভাবে কুণ্ঠিতস্বরে বোল্লেন, "সেই কথাই কি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্চি? সেইজন্যেই কি তুমি গুজ্‌রাটে গিয়েছিলে? একটী স্ত্রীলোক,—সরলা স্ত্রীলোক আপনার জাতকুল জানে না, মা বাপ জানে না, জন্মাবধি দুঃখের সঙ্গে আর বিপদের সঙ্গেই কেবল সাক্ষাৎ কোচ্চে, তাকে সান্ত্বনা কর্‌বার কি এ-ই প্রবোধ? রহস্যের কি এ-ই সময়? পরিহাস ত্যাগ কর, দিগম্বর কি বোলেছে, স্পষ্ট কোরে বল।"

"আপনার সঙ্গে আমি রহস্য কোচ্চি না। দিগম্বর যতদূর জানে, তা-ই বোলেছে;—কি জাত, কোথায় বাড়ী, এই পর্য্যন্তই সে জানে। কুমার ভূপতি রাওয়ের সাক্ষাতে যা বোলেছিল, আমার কাছেও তাই বোলেছে; ক্রমে ক্রমে আপনিও সব শুন্‌তে পাবেন। দিগম্বর লোক দুষ্ট বটে; কিন্তু এবার আর প্রবঞ্চনা কোত্তে পারে নি। রাজদণ্ডের ভয়, তাতে আবার রাজপুত্র মধ্যবর্ত্তী, এবারে আর প্রবঞ্চনা কোত্তে সাহস পায় নি। যা যা জানে, ঠিক ঠিকই সব বোলেছে; আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি, বিশেষ বৃত্তান্ত তার সব জানা নাই!—শেষ বোলেছে, আর আর সব কথা মানকরের মাণিক বাবু জানেন। সেই জন্যেই আমি শীঘ্র শীঘ্র ফিরে আস্‌ছি; মানকরে যাবো। আর কিছুদিন আপনি অম্বিকারে সযত্নে এইখানে রক্ষা করুন।" গম্ভীর ভাবে এই কটী কথা বোলে, আবার একটু

কৌতুক কোরে পুনরায় বোল্লেম, আর যত জানা হোক্, আর না-ই হোক্, এটী বিশেষ জানা হোয়েছে, আপনাদের পরিণয়ের পক্ষে আর কোনো বিঘ্ন বাধা উপস্থিত নাই।"

কৃষ্ণকিশোর বাবু আবার লজ্জাবনতমুখে কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে, তার পর চটুলতা-সহকারে বোল্লেন, "তোমার ও সব রহস্য এখন আমি শুন্‌তে চাই না, রহস্যের সময় অনেক আছে, তোমার নিজের পরিচয় দিগ-ম্বর কি বোল্লে?"

"সে কথাও সব সে জানে না, তাও মাণিক বাবুর উপর ভার রেখেছে। সেই-জন্যে বোল্‌ছি, শীঘ্রই আমারে মানকরে যেতে হবে; আর কিছুদিন আপনি অম্বিকারে এখানে রক্ষা করুন। আশৈশবের সন্দেহ মোচন কোরে, চির-মনোরথ সুসিদ্ধ কোরে, মানকর থেকে ফিরে এসে তখনকার যা কর্ত্তব্য, স্থির করা যাবে;—সেই শুভ অব-সরেই আপনাদের শুভকর্ম্মও সমাধা করা হবে। আর কিছুদিন অম্বিকারে আপনি রক্ষা করুন।" কৃষ্ণকিশোর বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নে আমি এইরূপ প্রকারে উত্তরদান কোল্লেম।

"অম্বিকা অতি গুণবতী, বিধাতা তার প্রতি কেন যে এত বাম, অহরহ চিন্তা কোরেও কিছুমাত্র অনুধাবন কোত্তে পাচ্চি না। তার সরল কোমল প্রকৃতি, পবিত্র স্বভাব, আর চিন্তামগ্ন শান্তমূর্ত্তি যখনি আমি স্মরণ করি, যখনি আমি দর্শন করি, তখনি স্নেহকাতরমনে করুণার সঞ্চার হয়। অম্বিকা যখন অর্দ্ধপ্রফুল্ল অর্দ্ধবিষণ্ণ নেত্রে আমার পানে চেয়ে দুটী চারটী কথা কয়, তখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি, অন্তরে কোনো অপূর্ব্বভাব নিহিত হোয়ে আছে; দুঃখেই হোক্, কি লজ্জাতেই হোক্, ফুট্‌তে পাচ্চে না। মনের ভাব গোপন কোত্তে ওর মতন আর দুটী নাই!—চতুরতায় গোপন নয়,—ছলে গোপন নয়, পবিত্রতার সঙ্গে কৌশলে গোপন।—যথার্থ বোলেছি হরিদাস! অম্বিকা একটী রমণীরত্ন! এমন রত্নের প্রতি কেন যে বিধাতার এত বিড়ম্বনা, বিধাতাই তা বোল্‌তে পারেন।" কৃষ্ণকিশোর বাবু স্তম্ভিতস্বরে এই শেষ কথাটী বোলে, সজোরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন।

গিরিগুহা যেমন জলদ-গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি করে, আমার রসনাও তেমনি কৃষ্ণকিশোর বাবুর বাক্যের প্রতিধ্বনি কোল্লে। "অম্বিকা একটী রমণী-রত্ন! এমন রত্নের প্রতি কেন যে বিধাতার এত বিড়ম্বনা, বিধাতাই তা বোল্‌তে পারেন।"

অম্বিকার প্রসঙ্গে আরো অনেক কথা হোলো। রাত্রি প্রায় দশটা। আহারাদির পর কৃষ্ণকিশোর বাবু বিশ্রাম কোত্তে গেলেন, অম্বিকা যে ঘরে একাকিনী ছিল, আমি সেই ঘরে গিয়ে বোস্‌লেম। প্রথমেই ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অম্বিকে! ভগিনি! কেমন ছিলে? দুমাস আমি এখানে ছিলেম না, কোনো কষ্ট হয় নি ত?"

"তোমারে না দেখেই আমার যা কষ্ট, তা ছাড়া আর কিছুই কষ্ট ছিল না। কৃষ্ণ-কিশোর বাবু সত্য সত্যই তোমার প্রাণের বন্ধু। তিনি আমারে যতদূর স্নেহমমতা কোরেছেন, যতদূর যত্ন কোরে রেখেছেন, তা আমি মেয়েমানুষ, একমুখে বোল্‌তে পারি না! সত্য সত্যই কৃষ্ণকিশোর বাবু তোমার একজন প্রাণের বন্ধু। তুমি আমারে অনাথা দেখে যেমন ভালবাস, তিনিও আমারে

তেম্‌নি স্নেহ অনুগ্রহ করেন,—তেম্‌নি তরোই ভালবাসেন। তাঁর সুমধুর আলাপ, অমায়িক ব্যাভার, আর অকপট স্নেহ, প্রাণ থাক্‌তে আমি ভুল্‌তে পার্‌বো না। যখন আমি কিছু ভাবি,—দেখ ভাই হরিদাস! যখন আমি এক্‌লাটী বোসে আপনার কপালের কথা কিছু ভাবি, তখনি তিনি কাছে এসে, যেন আমার দুঃখে দুঃখী হোয়ে, কত রকমে প্রবোধ দেন, কত রকম বুঝান, কত কথা বলেন, তা শুনে আমি আর কথা না কোয়ে থাক্‌তে পারি না;—দুঃখ ক্লেশ সব ভুলে যাই,—এক এক কথায় মনে এম্‌নি আহ্লাদ হয় যে, তাঁরি সাক্ষাতে হেসে ফেলি।—তখনি আবার লজ্জা সরমে জড়সড় হই! কিন্তু তিনি এম্‌নি ভাবে কথা কন যে, না হেসে আর থাকা যায় না। বড় আমুদে মানুষ কিন্তু তিনি; তাঁর গুণ আমি প্রাণ থাক্‌তে ভুল্‌তে পার্‌বো না!" অম্বিকা এই কথাগুলি বোলে, আরো যেন কিছু বল্‌বার জন্যে আভাস জানাচ্ছিল, সেই সময় আমি বাধা দিয়ে ঈষৎ হেসে বোল্লেম, "ভুল্‌তেও হবে না,—যে রকম যোগাযোগ হোয়ে দাঁড়াচ্চে, তাতে কোরে ভুল্‌তেও আর ইচ্ছা হবে না। যাতে তুমি তাঁরে দিবানিশি কাছে দেখ্‌তে পাও,—দিবানিশি তাঁর সঙ্গে আলাপ কোত্তে পাও,—যাতে তোমার চিন্তাকুলচিত্ত বিশেষরূপ সুস্থ থাকে, সে সংযোগ শীঘ্রই আমি কোরে দিচ্চি!"

অম্বিকার প্রফুল্লমুখে একটু হাসি এলো, লজ্জার সঙ্গে ঈষৎ মাধুর্য্য হাসি। পাশের দিকে একটু মুখ ফিরিয়ে স্বাভাবিক মধুরস্বরে বোল্লে, "তোমার কেবল কথায় কথায় তামাসা! তিনিও যেমন ছুতোয় নাতায় পরিহাস করেন, তুমিও তেমনি; বরং তাঁর চেয়ে আরো কিছু বেশী! এখন—"

কথা সমাপ্ত কর্‌বার অগ্রেই আমি কৌতুক কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তিনি কে অম্বিকে?—তিনিও যেমন, আমিও তেম্‌নি; তিনি কে অম্বিকে?"

"ঐ দেখ, আবার তামাসা! তিনি কেউ নন! জানেন সব, আবার ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে আমারে নিয়ে রঙ্গ করেন!—তিনি কেউ নন, তোমারি বন্ধু!" অম্বিকা এই উত্তর দিয়ে লজ্জায় একটু নম্রমুখী হোলো।

আমি আর এক অবসর পেলেম। রহস্য কর্‌বার জন্যে মনোভাব গোপন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমারি বন্ধু?—কে? কৃষ্ণকিশোর বাবু?—তিনি কি তোমার কথা নিয়ে রহস্য করেন?—তা হোতেও পারে, তুমি যে রকম এক একটী কথা কও, তা শুনে সকলকেই হাস্‌তে হয়।"

"কেন, আমি কি পাগল?—আমি কি পাগল যে, আমার কথা শুনে সকলে হাসে? সেইজন্যে বুঝি তুমি বোল্‌ছিলে, দিবানিশি দেখ্‌তে পাবার, দিবানিশি আলাপ কর্‌বার সংযোগ কোরে দিবে? সে সংযোগ কি?—হ্যাঁ ভাই হরিদাস! সে সংযোগ কি?—তামাসা?" এই প্রশ্ন কোরে অম্বিকা মৌন হোয়ে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো।

"তামাসা নয়, সময়ে জান্‌তে পার্‌বে; এখনকার সে কথা নয়, শুভ অবসরে তখন তা জান্‌তে পার্‌বে। শীঘ্রই আমি মানকরে যাবো, মানকর থেকে ফিরে আসি, জগদীশ্বর করুন, ইষ্টসিদ্ধি কোরে মানকর থেকে ফিরে আসি, সব কথা তখন তুমি শুন্‌তে পাবে,—সব সংযোগ সেই সময়েই সুসিদ্ধ হবে! সে যা হোক্, এই মাত্র যে কথা তুমি বল্‌বার উদ্যোগ কোরেছিলে, সেটী কি কথা?—বাধা দিয়ে-

ছিলেম, বোল্‌তে পারো নি ; কি কথা বল্‌বার ইচ্ছা কোরেছিলে?" সকৌতুকে আমি এই প্রশ্ন বিনিয়োগ কোল্লেম।

"কথায় কথায় তুমি যে রকম তামাসা করো, মনের কথা বল্‌বার আর অবসর পাই কৈ? এই কথা বোল্‌ছিলেম, রাজপুত্র তোমারে চিঠি লিখে নিয়ে গেলেন, দিগম্বর আমাদের পরিচয় বোল্‌বে বোলে তুমি গেলে, সে বিষয়ের কি হোলো? আমার কথা দিগম্বর কি বোল্লে? —মা বাপের নাম কি বোলেছে?—বাড়ী কোথায়, তা কি বোলেছে? বলো না হরিদাস, —সব কথা ভেঙে বলো না ভাই, আমার মন বড় উতলা হোচ্চে।" অম্বিকা অতি আগ্রহে বার বার এই সব কথা বোল্‌তে লাগ্‌লো।

"যা যা সে বোলেছে, তাতে আমি প্রায় সব তত্ত্বই জান্‌তে পেরেছি, তা না জেনেই কি তোমারে বোল্‌ছি যে, সে শুভ সংযোগ শীঘ্রই হবে? জাত কুল সব জেনেছি, কোথায় বাড়ী, তাও জেনেছি, না জেনেই কি বোল্‌ছি যে, সে শুভ সংযোগ শীঘ্রই হবে?"

আমার এই কটী কথা শুনে অম্বিকা লজ্জাবনত মুখে ব্যগ্রভাবে বোল্লে, "আবার ঐ তামাসা! যে সব কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তার উত্তর নাই, কেবল ঐ তামাসা! সে কি বোল্লে, তুমি কি জেনে এলে, বলো না,—জাত কুলের কথা কি শুনেছ বলো না; কেবল পরিহাস কোরেই সকল কথা উড়িয়ে দিচ্চো,—সংযোগ সংযোগ বোলে, আস্ কথা পাশ্ কথা পেড়ে আমার আসল কথা চাপা দিচ্চো! বলো না, কি শুনে এলে বলো না! সংযোগ আবার কি?"

"সংযোগ যখন হবে, তখনি তুমি জান্‌তে পার্‌বে; সে কথা এখন আমি কিছু ভেঙে বোল্‌বো না। দিগম্বরের মুখে যা যা আমি শুনে এসেছি, তাতে প্রায় সকল বিষয়ই জানা হোয়েছে, কেবল কতক কতক শেষ কথা বাকী আছে মাত্র। সেইগুলি জান্‌বার জন্যে শীঘ্রই আমি মানকরে যাবো, ফিরে এসে তখন তোমারে এক এক কোরে বোল্‌বো;—এ ক্ষেত্রে—এখনকার নয়।" এই উত্তর দিয়ে আমি অম্বিকাকে শান্ত কর্‌বার চেষ্টা কোল্লেম।

"কেন, মানকরে যাবে কেন? এখুনি বলো না, দিগম্বর কি বোল্লে, সে সব কথা এখুনি বলো না। মানকরে যাবে কেন?" এই প্রশ্ন দু তিনবার উচ্চারণ কোরে অম্বিকা আরো আগ্রহ, আরো ব্যগ্রতা জানাতে লাগ্‌লো।

"স্থির হও, এত উতলা হোয়ো না, কিছু দিন পরে সকলি জান্‌তে পার্‌বে। বরদায় যে যে কথা আমি শুনে এলেম, সে সব অসম্পূর্ণ কথা, মানকরে না গেলে তার শেষ মীমাংসা কিছুই হবে না, সেইজন্যেই সেখানে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এখন যদি তোমারে কোনো কথা আমি বলি, তা হোলে তোমার উদ্বেগ আরো অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। শেষ পর্য্যন্ত না জেনে, উৎকণ্ঠার উপর আরো অধিক উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হবে। সেই-জন্যেই শীঘ্র শীঘ্র আমি মানকরে যাচ্চি, কাল প্রত্যূষেই যাত্রা কোর্‌বো। রাত্রি অনেক হোয়েছে, এখন তুমি শয়ন করো, সকালে উঠ্‌তে হবে, রাত্রি অনেক হোয়েছে, আমিও একটু বিশ্রাম করি গে।" এই কথা বোলে আমি আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেম।

"তবে আমিও তোমার সঙ্গে মানকরে যাবো,—এবার আর আমি এখানে একলা থাক্‌বো না। যে সব কথা শোন্‌বার জন্যে

মন অতিশয় ব্যাকুল, শীঘ্র শীঘ্রই তা আমারে জান্‌তে হবে। তোমার কাছে থাক্‌লে সে বিষয়ের খুবই সুবিধা, তৎক্ষণাৎই তা আমি জান্‌তে পার্‌বো। তাই বোল্‌ছি, এবারে কোনোমতেই আর আমি এক্‌লা থাক্‌বো না, তোমার সঙ্গে দোসর হোয়ে যাবোই যাবো!" ব্যগ্রভাবে এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে অম্বিকা আমার হাত ধোল্লে।

"এক্‌লা কেন? কৃষ্ণকিশোর বাবু থাক্‌লেন,—আমার পরম হিতকারী বন্ধু, তোমারো নিত্য হিতৈষী প্রিয় বান্ধব কৃষ্ণকিশোর বাবু থাক্‌লেন; আমার অপেক্ষাও অধিক যত্ন কোরে তিনি তোমারে রাখ্‌বেন। তিনি কি স্বভাবের লোক, এই দুমাসে তা তুমি বিশেষ রকমেই জান্‌তে পেরেছো। তবে আর এক্‌লা থাক্‌তে হবে বোলে ভাব্‌না কোচ্চো কেন? বিশেষতঃ একটী শুভ উদ্দেশে বিদেশে যাচ্চি, তুমি সঙ্গে থাক্‌লে, পথে অনেক ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা,—তোমারে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাক্‌বো, আসল কাজের অনেক ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা। একা যাওয়াই ভাল। আর, এখান থেকে মানকর অনেক দূর, নিকট হোলেও ক্ষতি ছিল না, তত কিছু ভাব্‌নাও হোতো না, কিন্তু অনেক দূর, সেইজন্যেই ভয় হয়। কিছুদিন অপেক্ষা করো, কৃষ্ণকিশোর বাবু পরম যত্নে, পরম সমাদরে তোমারে রক্ষা কোর্‌বেন,—শীঘ্রই আমি ফিরে আস্‌চি।" এই রকমে অম্বিকারে নানারূপ প্রবোধ দিয়ে, আমি সে ঘর থেকে বেরুলেম; রাত্রি প্রায় দুইপ্রহর অতীত; আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম।

প্রাতঃকালে উঠে কৃষ্ণকিশোর বাবুকে বোল্লেম, "অম্বিকা রইল, আপনাকে বলা বাহুল্য, সাবধানে, সযত্নে রাখ্‌বেন;—আমি মানকরে চোল্লেম। শীঘ্রই ফিরে আস্‌চি, শীঘ্রই দেখা সাক্ষাৎ হবে;—আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না।—জগদীশ্বর প্রসাদে মনোরথ সুসিদ্ধ কোরে ত্বরায় ফিরে আস্‌তে পারি, তবেই সমস্ত সার্থক; আমার প্রার্থনাও তাই; আর আপনারাও আশীর্ব্বাদ করুন। সর্ব্বদা চিঠি পত্র লিখ্‌বেন, ঠিকানা আপনার জানা আছে, যখনকার যে সংবাদ, সুবিধামত জানাবেন, বিস্মৃত হবেন না। আর একটী কথা!—ইতিমধ্যে যদি রাজকুমার ভূপতি রাও কোনো পত্রাদি লেখেন, আপনি পাঠ কোর্‌বেন, পাঠান্তে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন; তার উত্তর বরদাতেও লিখ্‌বো, আর সময়ে সময়ে মানকরের সংবাদ আপনারেও জানাবো। শেষ অনুরোধ, অম্বিকারে যত্ন কোরে সাবধানে রাখ্‌বেন। আপাততঃ কিছুদিনের জন্য আমি বিদায় হোলেম।"

"মঙ্গল হোক্, কার্য্য সিদ্ধ কোরে ফিরে এসো।" ঈশ্বরের নামে এইরূপ মঙ্গলাচরণ কোরে কৃষ্ণকিশোর বাবু আমারে অভিনন্দন কোল্লেন।

অন্তঃপুরে গিয়ে, গতরাত্রে যে সব কথা বোলেছিলেম, আবার সেই সব কথা বোলে অম্বিকারে প্রবোধ দিয়ে, বেলা আটটার পর বারাণসী থেকে যাত্রা কোল্লেম।

একনবতিতম কাণ্ড।

মানকর।—ভীষণ কুটিলতা!

আষাঢ় মাস উপস্থিত, ক্রমেই ধরাতল শীতল।—অবিশ্রান্ত গতিতে নৌকাযোগে দু তিনদিনের পথ অতিক্রম কোল্লেম। গঙ্গায় নৌকা ডুবির পর, কাল্না থেকে বেরিয়ে যে পথে এসেছিলেম, সেই পথের দুধারে পরিচিত স্থান, আর প্রকৃতির শোভা দেখ্তে দেখ্তে চিন্তাকুলমনে, উৎসাহে, আগ্রহে, পাটনাসহর ছাড়ালেম; বাঙ্গালার সীমায় উপস্থিত। যে কার্য্যে আসা, যেরূপ বিশেষ প্রয়োজন, তাতে পথে বিলম্ব করা হয় না, সুতরাং অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব স্থানগুলি দর্শন কোত্তে পাল্লেম না। মেঘ-বিম্বিত তমোময়ী রজনী আর বর্ষাকালের প্রাকৃতিক জলধারার বাধা ছাড়া, পথের কোনো স্থানে দণ্ডমাত্রও বিলম্ব কোল্লেম না; ছাব্বিশ দিনে মানকরে পৌঁছিলেম।

শুধু এই মাত্র জানা ছিল, মানকরে মাণিক বাবুর বাড়ী। কিন্তু কোন্ পল্লীতে বাড়ী, সেটী আমি জান্তেম না। সুতরাং জিজ্ঞাসা কোরে সন্ধান জান্তে হোলো। মাণিক বাবু তখন "রাজা বাহাদুর" উপাধি পেয়েছেন, বিখ্যাত বড় লোক, অল্প আয়াসেই সন্ধান পাওয়া গেল। সদর-রাস্তার উপরেই বাড়ী! ফটকে সিপাহী প্রহরী, অবাধে প্রবেশ করা কঠিন; কাজেই সংবাদ পাঠিয়ে, অনুমতি আনিয়ে, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।

দিব্বি চকবন্দী বাড়ী।—চারিদিক এলামাটির রঙে রঞ্জিত। সাম্নে যোড়া থাম দেওয়া টানা বারাণ্ডা,—থোপে থোপে লোহার রেল,—থামের মাথায় থাটালে থাটালে সবুজ রং মাখানো কাঠের ঝিলিমিলি।—সদর-দরজার মাথার উপর সবুজবর্ণের কাশ্মেরী ঝোল্তা টব্।—টব্‌টী সদর-রাস্তার উপর ঝোঁকা; তাইতেই বাড়ীখানির চমৎকার শোভা হোয়েছে;—পীত বর্ণের উপর সবুজ বর্ণের টব্ থাকাতে, চমৎকার শোভা হোয়েছে। বাড়ীর সাম্নে রাস্তার দক্ষিণধারে একটী ফুল-বাগান,—দিব্বি একটী ছোটখাটো ফুল-বাগান। বাগানের ঠাঁই ঠাঁই এক একটী স্তম্ভের উপর নানা রকমের ভাস্করী কাজ করা পাথরের প্রতিমূর্ত্তি। মাঝখানে একটী নহবৎখানা।—বাড়ীর ভিতর চারিদিকে যোড়া থাম দেওয়া চক্‌মিলানো বারাণ্ডা। বাইরেরও যেমন, ভিতরেও সেই রকম রেল দেওয়া ঝিলিমিলি দেওয়া বারাণ্ডা, শাদা ধপ্ ধপ্ কোচ্ছে। প্রবেশ কোরেই প্রাঙ্গণ পারে দালান;—ফোলোরওয়ালা পাঁচফুকুরে দোহারা দালান।—দালানের দেয়াল, ভিত, সমস্তই পঙ্কের কাজে স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ; ঠিক যেন শাদা পাথর দিয়ে গাঁথা। দুই দুই খিলানের মাঝে এক একটী গোল গোল ফোকর,—চার্‌ধারে ঝাড়্‌খুটো নক্‌সা কাটা একটী একটী ফোকর। ফোকরের ভিতরে ভিতরে নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ, নানা বর্ণের দর্পণ আচ্ছাদিত!—হঠাৎ দেখ্‌লেই বোধ হয়, ঠিক যেন এক একটী বড় বড়

সূর্য্যমুখী ফুল, ঢলঢলভাবে ফুটে, রয়েছে। ভিতর গায় সরু সরু থাম দেওয়া ছোট ছোট খিলানের মত এক একটী কুলুঙ্গী। প্রত্যেক কুলুঙ্গীর ভিতর শ্বেত পাথরে গড়া নানা রকম চিত্র বিচিত্র ছোট ছোট পুতুল।—গণেশ, গণেশজননী, দশ মহাবিদ্যা, আর দ্বাদশ অবতারের পুতুল। দালানটী অতি চমৎকার; দৃশ্যে যেন একখানি পরম সুন্দর ছবি।

প্রায় দশমিনিট অপেক্ষা কোচ্ছি, রাজা বাহাদুর উপস্থিত হোলেন।—সমাদরে মিষ্ট বাক্যে হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! এসেছো?—মঙ্গল ত?—ভাল আছ ত?—এতদিন কোথায় ছিলে?—কোথা থেকে আস্‌ছো?—সংবাদ কি?"

সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোরে বিনীতভাবে তাঁর প্রশ্ন কটীর উত্তর দিলেম। তিনি আমারে সঙ্গে কোরে একটী সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন; আপনিও নিকটে বোসে প্রফুল্লমুখে নানা রকম গল্প কোত্তে লাগ্‌লেন। কুটিল-হৃদয়ে সচরাচর শিষ্টাচার অগ্রবর্ত্তী! কি কারণে আসা হোয়েছে, শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বোলে, বোধ হয় আগে সে কথা উত্থাপন না কোরে, অনেক অপর কথার পর, সেই মনোগত মূল প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

যখন আমি মানকরে উপস্থিত হই, তখন বেলা অপরাহ্ন,—তিনপ্রহর অতীত; সুতরাং তাঁর শেষ প্রশ্নে এই উত্তর কোল্লেম, "বহুদিন দর্শন পাই নি, একবার সাক্ষাৎ কোত্তে এলেম।"

উত্তর শুনে মাণিক বাবু তখন সে কথা আর কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন না।—একটু বিশ্রামের পর দাঁড়িয়ে উঠে বোল্লেন, "আর রৌদ্র নাই, চল, একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি। নূতন বাড়ী কোরেছি, বেড়াতে বেড়াতে চল তোমাকে সব দেখাই।"

আমি উঠ্‌লেম।—উপর থেকে নেমে, মাণিক বাবুর সঙ্গে এদিক ওদিক বেড়াতে লাগ্‌লেম। তিনি একে একে বাড়ী ঘর আমাকে দেখাচ্চেন, মাঝে মাঝে এক একটী গল্প কোচ্চেন, ক্রমে ক্রমে একটী বাগানে প্রবেশ করা গেল;—সেটী অন্দরের বাগান। নানা রকম ফল ফুলের গাছ, মাঝখানে একটী সরোবর;—দিব্বি সান্‌বাঁধা ঘাট। ঘাটের উপর চাঁদনী;—স্থানটী অতি রমণীয়! বেলা অপরাহ্ন, আকাশে অল্প অল্প মেঘ হোয়েছে, ফুর্‌ফুরে বাতাস আস্‌চে, আমরা ঘাটের চাতালে গিয়ে বোস্‌লেম। চারিধারের শোভা দেখ্‌চি, পাঁচরকম কথাবার্ত্তা হোচ্চে, মাণিক বাবু আঙুল বাড়িয়ে "ঐ জায়গাটা সম্প্রতি আমি কিনেছি, ঐ আম-গাছটা নিজ হাতে বোসিয়েছি, এই বাগানটা নূতন কোরেছি, এ ঘাটটাও আমার নূতন করা, সবই আমার নিজের, সবই নূতন পত্তন।" এই সব কথা বোল্‌ছেন, আর এদিক ওদিক দেখাচ্চেন।—আমি সব শুন্‌ছি, দেখ্‌চি, কিন্তু কিছু বোল্‌চি না।

একটু থেমে মাণিক বাবু আবার বোল্লেন, "এ সবই আমার নূতন,—সবই আমার নিজের—পৈতৃক সাবেক বাড়ী,—সাবেক সম্পত্তি, সব আমি ছেড়ে দিয়েছি, এইখানেই এখন আমার বাস হোয়েছে।"

এই সকল কথাবার্ত্তা হোচ্চে, এমন সময় পশ্চিম-আকাশে মেঘমালা ক্রমশই ঘোর হোয়ে এলো, উত্তরেও অন্ধকার হোতে লাগ্‌লো, গগনমণ্ডল গাঢ় নীলবর্ণ।—বাতাসের তেজও ক্রমে বাড়্‌লো,—মরুৎ-কোণে একবার বিদ্যুৎ

চম্‌কালো,—নীল মেঘ চক্‌মক্ কোরে উঠ্‌লো, —দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলদ-জাল ছিন্নভিন্ন।—ঠাঁই ঠাঁই নীল, ঠাঁই ঠাঁই পাংশুবর্ণ।—মেঘমালা চোল্‌ছে,—মাঝে মাঝে গুড়্ গুড়্ কোরে গর্জ্জন হোচ্চে, বায়ু ক্রমেই সজোর—চঞ্চল।

"বল দেখি হরিদাস, কি জন্যে হঠাৎ তোমার আসা? নগদ টাকার কি কিছু আবশ্যক হোয়েছে?" একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টে, একবার আমার মুখপানে চেয়ে মাণিক বাবু এই কটী কথা বোল্লেন।

"টাকায়, আমার আবশ্যক নাই। বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নি বোলে একবার দেখা কোত্তে এসেছি।—আর কিছু বিশেষ—" সবে আমি এই পর্য্যন্ত বোলেছি, এমন সময় গায়ে দু চারফোঁটা জল পোড়্‌লো; আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন,—চারিদিক ঘোর অন্ধকার,—সময় প্রায় সন্ধ্যা।

ব্যস্তসমস্ত হোয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, মাণিক বাবু বোল্লেন, "চল হরিদাস, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ীর ভিতর চল; এখানে আর নয়, ভারি ঝড় বৃষ্টি এলো।"

আমরা উভয়েই দ্রুতপদে বাগান থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানার ঘরে এলেম। ঝম্ ঝম্ কোরে সবেগে ভারি এক-পস্‌লা বৃষ্টি হোয়ে গেল;—পৃথিবী শীতল।—মাণিক বাবু আর আমি ছাড়া সে ঘরে আর কেউ নাই। তিনি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি তখন বোল্‌ছিলে? 'আর কিছু বিশেষ—' বৃষ্টি এলো, চোলে এলেম, শোনা হোলো না। আর কিছু বিশেষ কি?"

এই প্রশ্নের পর উভয়েই নীরব।—মাণিক বাবু পুনর্ব্বার সাগ্রহে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন।

আমি বোল্লেম, "আপনি যদি অঙ্গীকার করেন, কোনো রকমে ছলনা না করেন, তবে বলি! বারবার আপনি আমারে হতাশ-বাক্যে বঞ্চনা কোরেছেন, যেটী জান্‌বার জন্যে আমার এতদূর আয়াস, এতদূর কষ্ট, এতদূর বিপদ, এতদূর আকিঞ্চন, সেইটীই আমার জীবনের বিশেষ আবশ্যক। ছলনা না কোরে আজ যদি আপনি স্বরূপ কথা বলেন, তবেই আমার মনোরথ সুসিদ্ধ হয়!"

মাণিক বাবু যেন সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধমুখ হোয়ে বোল্লেন, "তোমার কাছে অঙ্গীকার কোরে বোল্‌তে হবে, এমন বিশেষ কথা কি? আর তেমন বিশেষ কথাই বা আমি জানি কি?"

"আপনি বিশেষ জানেন বোলেই অঙ্গীকার কোত্তে বোল্‌চি। না জান্‌লে কখনোই আমি এত ক্লেশ স্বীকার কোরে আপনার কাছে আস্‌তেম না;—জান্‌বার জন্যে এতদূর ব্যগ্রও হোতেম না।" বিনম্রভাবে আমি এই উত্তর কোল্লেম।

মাণিক বাবু বোল্লেন, "এমন বিশেষ কথা কি? আচ্ছা, বলো, যদি আমার জানা থাকে, অবশ্যই বোল্‌বো,—অঙ্গীকার কোচ্চি, অবশ্যই বোল্‌বো!"

উত্তর শুনে আমার মনে অনেকদূর আশ্বাস জন্মালো,—মন প্রফুল্ল হোলো;—যখন অঙ্গীকার কোল্লেন, তখন এবারে আর প্রবঞ্চনা কোর্‌বেন না, অবশ্যই বোল্‌বেন, এই ভেবে মন অতিশয় প্রফুল্ল হোলো। আশ্বাসে আশ্বাসে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অম্বিকা কে, তার পরিচয় আপনি বিশেষ জানেন, অনুগ্রহ কোরে সেইটীই আগে বলুন! অম্বিকা কে, তার বাপ কে, মা কে, বাড়ী কোথায়, কি জাত, সেইগুলি আগে বলুন! সেইগুলি

জানবার জন্যেই এত ক্লেশ স্বীকার কোরে এতদূর আসা। আর আমারো বংশের পরিচয় আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন; আমি ভাল জানি, আপনি সব জানেন, অনুগ্রহ কোরে সেই সকল গুপ্তকথা আজ আমারে ভেঙে বলুন, চিরদিনের চিন্তা দূর করুন। এতে আপনার পুণ্য আছে, জগদীশ্বর আপনার ভাল কোরবেন!"

মাণিক বাবুর মুখ গম্ভীর হোলো,—ভয়, হুতাশ, অমর্ষে গম্ভীর। "সেই কথা আবার? এতদিনের পর সেই কথা আবার? যখনি দেখা হয়, ফিরিয়ে ঘুরিয়ে তখনি তুমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করো, আমার কথায় তোমার কি প্রত্যয় হয় না?—আমি তার কি জানি? তোমার বাপ মা কে, তার বাপ মা কে, আমি তার কি জানি? নিরাশ্রয় পথিক অবস্থায় প্রথমে তোমায় দর্শন করি; সে স্থলে বংশের পরিচয় আমি বাপু কেমন কোরে জানবো? অম্বিকা আবার কে? তোমার মুখেই কেবল তার নাম শুনেছি;—কে সে? —তার পরিচয় আমি কি জানি? যাকে কখনো চক্ষেও দেখি নি, জানিও না, চিনিও না,—যার নাম পর্য্যন্ত কখনো কাণেও শুনি নি, তার পরিচয় আমি বাপু কেমন কোরে জানবো? আমাকে জিজ্ঞাসা কোত্তে কে তোমাকে উপদেশ দিয়েছে? এমন বুদ্ধি তোমায় কে দিলে? আমি তার কি জানি?" ত্রাস্তভাবে এই কটী কথা বোলে তিনি নিস্তব্ধ হোলেন,—গম্ভীর নিস্তব্ধ!

অঙ্গীকার শুনে যে একটু আশ্বাস জন্মে ছিল, উত্তর শুনে সলিল-বিম্ব শিম্বের ন্যায় সে টুকু তখনি বিলুপ্ত হোলো। পূর্ব্বাবধি আমার জানা আছে, মাণিক বাবু বড় সহজ লোক নন,—সহজে তিনি কোনো কথা ভাংবেন না, আমিও না শুনে ছাড়বো না। বিনয় কোরে,—বিনয়ের সঙ্গে একটু সতেজে বোল্লেম, "আপনি সব জানেন, কেন আর প্রতারণা করেন? বর্দ্ধমানে রাজকুমার বাবুর বাসায় প্রথমে যখন আমারে দেখে চোম্‌কে উঠেন, তখন আমার মনে বড় সন্দেহ হয় নি, বুঝ্‌তেও পারি নি, কিন্তু পর পর ঘটনা দেখে, মনে অতিশয় সন্দেহ হোলো। মৃত্যু-শয্যায় পাপিষ্ঠ রক্তদন্ত অম্বিকার সাক্ষাতে যে যে কথা বোলে গিয়েছে, অম্বিকার মুখে সেই সব কথা শুনে, সেই সন্দেহ দৃঢ়রূপে প্রবল হয়। বিশেষ, এলাহাবাদে এক রাত্রে রক্তদন্তকে আপনি যে যে কথা বলেন, অম্বিকার মুখে সেই সব কথা শুনে, আমার পূর্ব্ব-সন্দেহ বিশ্বাস রূপে পরিণত হয়। আপনি যে আমাদের জন্মবৃত্তান্ত, বংশবৃত্তান্ত, বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাতে আর কিছুমাত্র সংশয় থাক্‌চে না। আর আপনি যে আমার সমস্ত কষ্টের,—সমস্ত যন্ত্রণার,—সমস্ত বিপদের মূলীভূত নিদান, এলাহাবাদে পত্রদগ্ধের রজনীতেই সেটী আমি বিলক্ষণরূপে জান্‌তে পেরেছি। যে চিঠি আপনি কাশীতে আমার সম্বন্ধে রক্তদন্তকে লেখেন, এলাহাবাদে হাতে পেয়ে, যে চিঠিখানি আপনি জালিয়ে দেন, সেখানি নিশ্চয়ই আপনার লেখা!—তা যদি না হবে, তবে আপনি পুড়িয়ে ফেল্‌বেন কেন? আমার নিশ্চয় বোধ হোচ্চে, আপনিই আমার সমস্ত কষ্টের,—সমস্ত যন্ত্রণার,—সমস্ত বিপদের মূলীভূত নিদান। জানেন না কি? —সকলি জানেন, আমাদের পরিচয় সকলি আপনি জানেন!—আমারেও জানেন, অনাথা অম্বিকারেও জানেন!—তার সাক্ষী, আপনি

নিজ মুখেই রক্তদন্তকে বোলেছিলেন, 'অম্বিকা যেন কিছু জান্‌তে না পারে। সে যেমন অন্ধকারে কাণা হোয়ে আছে, তেমনি অন্ধকারে কাণা হোয়েই থাক্।' অম্বিকার বিশেষ পরিচয় না জান্‌লে অমন কথাই বা প্রয়োগ কোর্‌বেন কেন? বারাণসীর গারদের ফটকেও এই সব কথা জান্‌বার জন্যে আপনারে আমি পীড়াপীড়ি কোরেছিলেম, বোল্‌তেই হবে বোলে জেদ্ কোরে ধোরেছিলেম, কিন্তু কিছুতেই কিছু প্রকাশ কোল্লেন না; কেবল রেগে রেগে ঔদাস্য কোরে সকল কথাই উড়িয়ে দিলেন। আপনি সবই জানেন, আজ আপনাকে তা বোল্‌তেই হবে, কোনোমতেই তা থেকে এড়ান্ পাবেন না!"

যতক্ষণ আমি এত কথা বোল্লেম, মাণিক বাবু ততক্ষণ চুপ্ কোরেই শুন্‌লেন। মাঝে মাঝে এক একবার বাধা দিতে উদ্যত হোয়েছিলেন, কিন্তু আমি সে বাধা না শুনে, আপনার মনেই মনের কথা বোলে গেলেম। সর্ব্বশেষে আবার বোল্লেম, "আজ আপনাকে সে সব কথা বোল্‌তেই হবে; কেন আর ছলনা করেন?"

"আ নির্ব্বোধ! আমি কি তোমায় ছলনা কোচ্চি? আগাগোড়া বোলে আস্‌ছি, কিছুই আমি জানি না; এর ভিতর আবার ছলনা কি? বৃথা বৃথা পীড়াপীড়ি কোরে বারবার কেন আমাকে বিরক্ত করো? যদি জান্‌তেম, এতদিন আর জেদ্ কোত্তে হোতো না, কোন্‌কালেই বোলে দিতেম। একজন লোকের বংশের বৃত্তান্ত, তুচ্ছ কথা! অথচ একজনের উপকার হয়, জানা থাক্‌লে অবশ্যই তা বোল্‌তেম। কে তুমি, কে অম্বিকা, আমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্চো, আমি তার কি জানি?"

যে সকল নিগূঢ় কথা আমি বোল্লেম, যে সকল নিগূঢ় প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তার কোনো প্রকৃত উত্তর না দিয়ে, ঔদাস্যভাবে রাজা মাণিকচাঁদ এই কথাগুলি বোল্লেন। যতক্ষণ বোল্লেন, ততক্ষণই সমান ঔদাস্য। পাঁচরকম ছাড়া ছাড়া কথা কন, মাঝে মাঝে থামেন, এক একবার অন্যদিকে চান, এক একবার বিরসনেত্রে,—বিরস কুটিলনেত্রে আমার মুখ নিরীক্ষণ করেন; এইরূপ ভাবভঙ্গীতে রাজা মাণিকচাঁদ ঐ কথাগুলি বোল্লেন।

মনে মনে আমার একটু রাগ হোলো। নামে, মানে, লোকটা এত বড়, এর এতদূর চাতুরী? এতদূর শঠতা? এতদূর ভক্তবিদ্বেষী? স্পষ্ট স্পষ্ট প্রমাণ হোচ্চে, তবুও এতদূর কারচুপী? উঃ! কি ভয়ানক ধূর্ত্ত! এইরূপ ভেবে একটু রুক্ষস্বরে বোল্লেম, "আর আপনার চতুরতা খাট্‌চে না। আপনি যাকে একটা মকদ্দমার দায় থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে বারাণসীতে গিয়েছিলেন, সেই নরাধম এখন বরদারাজ্যের শুইকুমারের কারাগারে চিরবন্দী।—কে সেই নরাধম, আপনি বোধ হয় জান্‌তে পাচ্চেন,—বিলক্ষণই জান্‌তে পাচ্চেন! বরদায় গিয়ে কুমার ভূপতি বাহাদুরের সাহায্যে সেই পাপিষ্ঠের মুখে অনেক তত্ত্বই আমি শুনে এসেছি,—আমার পরিচয়ের, অম্বিকার পরিচয়ের, অনেক তত্ত্বই আমি শুনে এসেছি; প্রায় সমস্তই জানা হোয়েছে! সে লোকটা আপনার বলেই দর্পিত ছিল, এখন আর সে বল নাই; সুতরাং আমাদের বিষয় যা যা সে জানে, আপনার মন্ত্রণায়, আপনার কৌশলচক্রে, এতদিন যা যা গুপ্ত রেখেছিল, কুমার বাহাদুরের সম্মুখে

এক এক কোরে সব কথাই সে বোলেছে। যে সব কথা সে জানে না, কেবল সেইগুলিই আপনার উপর নির্ভর রেখেছে। আমি বিলক্ষণ জান্‌তে পাচ্চি, আপনারি সব কুচক্র। কেন আপনি এ রকম প্রতারণা কোচ্চেন? আমারে প্রতারণা কোরে আপনার আর কি এমন ইষ্টসিদ্ধ হবে? কেন আর ছলনা করেন? কেন আর কষ্ট দেন? সর্ব বিষয়ই আমার জানা হোয়েছে,—দিগম্বরের মুখে প্রায় সমস্ত তত্ত্বই আমি শুনে এসেছি!"

মাণিক বাবুর মুখ বিমর্ষ হোলো,—অন্য-দিকে চেয়ে যেন কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। প্রায় তিনমিনিট পরে বোল্লেন; "দিগম্বর? কোন্ দিগম্বর? একজনও দিগম্বরের সঙ্গে আমার জানা শুনা নাই, দিগম্বর নামে কোনো লোকের সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় নাই!"

"বলেন কি? দিগম্বরের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় নাই? সেই ভণ্ড দিগম্বর, যে ঠাঁই ঠাঁই নাম ভাঁড়িয়ে বহুরূপী সেজে জুয়াচুরি কোরে বেড়ায়, সে দিগম্বরের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় নাই? যদি আলাপই নাই, তবে বারাণসীর হাজত-গারদে তার সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়েছিলেন কেন? আশ্বাস দিলেন, মন্ত্রণা কোল্লেন, একটা মকদ্দমা ফাঁসিয়ে দিলেন, আমার কাছে কোনো কথা ভাংতে বারণ কোল্লেন, এখন বোল্‌ছেন আলাপ নাই? একদিন আগে দিগম্বর আমারে আশ্বাস দিয়ে বোলেছিল, সব কথা বোল্‌বে। সেইদিনেই আপনি গেলেন; তার পরদিন সে দুষ্ট আর একটী কথাও বোল্লে না। আপনি মন্ত্রণা না দিলে বারাণসীতেই সে সব কথা বোল্‌তো। এতদিন পরে এত কষ্ট পেয়ে গুজরাট পর্য্যন্ত আর যেতে হোতো না। আপনি মন্ত্রণা দিয়েছিলেন বোলেই আমার সকল শ্রম পণ্ড হোয়েছিল। এখন আপনি বোল্‌ছেন দিগম্বর নামে একজনেরও সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় নাই!—আলাপ নাই? বলেন কি?" ত্রস্তভাবে আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

"এতক্ষণ যে বাধা না দিয়ে তোমার এত কথা শুন্‌লেম; তার কারণ, তুমি যা যা বোল্লে, সকলি অদ্ভুত!—যা যা বোল্লে, তার বাষ্পও আমি জানি না! সেইজন্যে অবাক্ হোয়ে গিয়েছিলেম, বাধা দিতে পারি নি। দিগম্বর কে?—কোন্ দিগম্বর? বারাণসী? হাজত-গারদে তার সঙ্গে দেখা কোত্তে—ও হো!—বটে বটে!—হাঁ হাঁ,—মনে পোড়েছে! —সেই দিগম্বর? সে আমার পরম শত্রু!— জুচ্চুরি কোরে আমার টাকা ফাঁকি দিয়েছিল! সে যে কেমন লোক, তুমিও ত তা জানো? কলিকাতায় একবার, এলাহাবাদে একবার, বারবার তোমারও ত টাকা ঠোকিয়ে নিয়েছিল? আমার টাকা—"

মাণিক বাবু এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে না বোল্‌তে হঠাৎ আমি বাধা দিয়ে চকিতভাবে বোল্লেম, "এই দেখুন! আপনার কথাতেই আপনি জোড়িয়ে পোড়্‌ছেন! দিগম্বর যে দু দুবার আমার টাকা ফাঁকি দিয়েছিল, আপনি তা কেমন কোরে জান্‌লেন? এতে আমার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মাচ্চে যে, তার সঙ্গে আপনার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, গোপনীয় কথা পর্য্যন্তও চালাচালি হোতো।—আমার টাকা ফাঁকি দিয়েছিল, আমি ত সে কথা আপনাকে একবারও বলি নি? তবে আপনি কেমন কোরে জান্‌লেন? নিঃসন্দেহ সেই ধূর্ত্ত দিগম্বরই আপনাকে বোলেছে। তাতেই

স্পষ্ট প্রতীতি জন্মাচ্চে যে, তার সঙ্গে আপনার গোপনীয় কথা পুর্য্যন্তও চালাচালি হোতো। এলাহাবাদে একদিন বোলেছিলেম বটে, এক-জন জোচ্চোর আমারে ঠোকিয়েছে। কিন্তু কারো নাম ত আমি কোরি নি? কলিকাতার কথা ত কিছু বোলিই নি, তবে আপনি কেমন কোরে জান্‌লেন? তারি মুখে শুনেছেন, সেই ধূর্ত্ত দিগম্বরই আপনাকে বোলেছে, তাতে আর কোনো সংশয়ই থাকুচে না। এই দেখুন, আপনার কথাতেই আপনি ধরা পোড়্‌ছেন!—দিগম্বর আপনারি লোক, আপনারি পরামর্শে সে চোল্‌তো, এটী আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।—কেন আর গোপন করেন? এই দেখুন, রক্তদন্ত সব কথা জান্‌তো, বজ্জাতি কোরে বলে নি, ধর্ম্মের কর্ম্ম, কেমন পাকে চক্রে হাতে হাতে তার ফল ফোল্‌লো!" এই সব কথা বোলে আমি মনে মনে কোল্লেম, এইবার মাণিক বাবুর হয় ত চৈতন্য হবে। রক্তদন্তের নাম কোল্লেম, তার পাপের পরিণাম জানালেম, এ শুনেও যদি ধর্ম্মভয়ে কিছু জ্ঞানের উদয় হয়, পরকাল চিন্তা কোরেও যদি সব কথা ভেঙে বলেন, এই ভেবেই সেই পাপী নারকীর পরিণাম মাণিক বাবুকে জানালেম।

আমার অনুমান মিথ্যা হোলো। মাণিক বাবু তেম্‌নি ভঙ্গীতে, তেম্‌নি ঔদাস্য-ভাবেই বোল্লেন, "না হে না! সে দিগম্বর আমার পরম শত্রু ছিল! সে আমার টাকা ফাঁকি দিয়েছিল, তোমাকে ঠোকিয়েছিল, তুমি আমাকে বোলেছিলে, এখন বোল্‌চো বলি নি। ছেলেমানুষ, ভুলে গেছো, মনে নাই, বোলেছিলে বই কি?—ভুলে গেছো। যে টাকা আমার সে ফাঁকি দিয়েছে, তার যদি কিছু কিনারা কোত্তে পারি, সেই চেষ্টাতেই আমি বারাণসীর হাজত-গারদে গিয়েছিলেম!—সে আমার পরম শত্রু! মন্ত্রণা কোত্তেও যাই নি, মকদ্দমা ফাঁসাতেও যাই নি, আর তোমার কথা বারণ কোত্তেও যাই নি!"

এই সকল কথা বোল্লেন বটে, কিন্তু আকার ইঙ্গিতে তাঁর সমস্ত অবয়বে বিষাদ, চিন্তা, ভয়, আর চঞ্চলতা লক্ষিত হোতে লাগ্‌লো। স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম, গুরুতর চিন্তা উপস্থিত,—ভয় পেয়েছেন। সুতরাং নির্ভয় হৃদয়ে স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে বোল্লেম, "যে জন্যে আপনি আমার কাছে গোপন কোচ্চেন, সেটী আমি কতক কতক জান্‌তে পেরেছি। —সে সব কথা প্রকাশ কোল্লে, বোধ হয় আপনার কোনো বিপদ ঘোট্‌তে পারে, সেই শঙ্কাতেই হয় ত আপনি সঙ্কুচিত হোচ্চেন,— সেই আশঙ্কাই এখন আপনার বলবৎ হোচ্চে! কিন্তু আমি ধর্ম্মসাক্ষী কোরে বোল্‌চি, কোনো বিপদেই আপনাকে পোড়্‌তে হবে না,— আমা হোতে আপনার কোনো প্রকারই অনিষ্ট হবে না।—আপনার কাছে আমি কিছু প্রত্যাশাও রাখি না, কেবল স্বীকার করুন আমি কে; অকপটে কেবল এইটীমাত্র স্বীকার করুন; তা হোলেই আমার যথেষ্ট হয়,— মনের উদ্বেগ দূর হোয়ে যায়। যদিও আমি সকল বিষয় জেনে গিয়েছি বটে, তথাপি আপনার মুখে একবার শুন্‌তে ইচ্ছা করি।— একবার আপনি নিজ মুখে সেই কথাগুলি বলুন, তা হোলে আমিও আর আপনাকে বিরক্ত কোর্‌বো না,—অম্বিকাও কিছু বোল্‌বে না;—সন্তুষ্ট হোয়ে এখুনি আমি বাসায় ফিরে যাবো।"

"পাগল না কি! ছেলেমানুষ এক জাতই স্বতন্ত্র! যত বোল্‌ছি কিছু জানি না, ততই বারবার এককথা নিয়ে জেদ্। বলি, কিছু টাকার আবশ্যক আছে? বল, কত টাকা; এখুনি তা আমি এনে দিচ্চি;—বরং মাসে মাসে কিছু কিছু নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দিতেও প্রস্তুত আছি!—কত টাকা চাই?" মহা উত্তেজিত হোয়ে মাণিক বাবু এই প্রশ্ন বিনিয়োগ কোল্লেন।

"টাকা আমি চাই না, টাকায় আমার প্রয়োজনই নাই। যে কথা আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি, আপনি তা-ই বলুন। আমি কে, অম্বিকা কে, আমাদের মা বাপ কে, আপনি কেবল সেই কথাটাই বলুন! কোনো চিন্তা নাই,—কোনো শঙ্কা নাই,—আমা হোতে আপনার কোনো অনিষ্ট হবে না; অসঙ্কোচে আপনি আমারে সেই কথাটাই বলুন!" মাণিক বাবুর মতন উত্তেজিত হোয়ে আমিও এই রকম উত্তরদান কোল্লেম।

"ক্ষেপা ছেলে, হাবা ছেলে, কিছুই বোঝে না! যার আমি বিন্দুবিসর্গও অবগত নই, তার তথ্য তোমারে আমি কেমন কোরে বোল্‌বো? এসো এসো, রাত্রি অধিক হোয়েছে, আহারাদি কোরে শয়ন কোর্‌বে চলো!" তাড়াতাড়ি এই কটী কথা বোলে ব্যস্তভাবে মাণিক বাবু উঠে দাঁড়ালেন।

অগত্যা আমারেও উঠতে হোলো, সুতরাং সে রাত্রে আর কোনো কথা বলা হোলো না। আহারাদির পর আমারে বৈঠকখানায় শয়ন কোরিয়ে মাণিক বাবু অন্দরে গেলেন।

শৈশবাবধি যে চিন্তা আমার অন্তরের সহচর, আজ রাত্রেও সেই চিন্তা,—দিগম্বরের মুখে অনেক দূর আভাস পেয়েও আজ রাত্রে আমার সেই চিন্তা।—কে আমি, কে অম্বিকা, কোন্ বংশে জন্ম, মাণিক বাবু কিছুই ভাংলেন না;—এত জেদ্ কোল্লেম, কিছুতেই কিছু ফল হোলো না। এখন উপায় কি? ভাব্‌ছি, দেয়ালের ঘড়ি ঠুং ঠুং শব্দে জানালে, রাত্রি ঠিক তিনটে। মনে কোল্লেম, যা থাকে অদৃষ্টে, কাল সকালে আর একবার জেদ্ কোরে ধোর্‌বো। এইরূপ স্থির কোরে কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তাকে একটু অন্তরে বিদায় দিয়ে শান্তিমতী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ কোল্লেম।

রাত্রে যে রকম ভেবেছিলেম, পরদিন প্রাতঃকালে কাজেও সেই রকম ব্যবহার দেখালেম। বিষম জেদ্ কোরে মাণিক বাবুকে ধোল্লেম। কিন্তু যে মাণিক বাবু, সেই মাণিক বাবুই থাক্‌লেন;—কিছুতেই কিছু ভাংলেন না। অত্যন্ত বিরক্ত হোলেম, মনে মনে রাগও হোলো। মুখে কিছু বোল্লেম না বটে, কিন্তু বাহ্য-অবয়বে তা আর অপ্রকাশ থাক্‌লো না। বিরক্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে, বিরক্তভাবেই বিদায় চাইলেম। থাক্‌বার জন্যে তিনি বিস্তর যত্ন, বিস্তর অনুরোধ কোল্লেন, কিছুতেই আমি সম্মত হোলেম না। একান্ত থাক্‌বো না দেখে অবশেষে তিনি বোল্লেন, "নিতান্ত যদি না-ই থাকো, তবে আহারের পর যেয়ো।" তাতেও আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বিশেষ অনুরোধে অগত্যাই আমারে সম্মত হোতে হোলো।

বেলা আন্দাজ নয়টা; একাকী বাইরের বারাণ্ডায় বেড়াচ্চি, এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়ে থাক্‌বো, কি উপায় কোর্‌বো, এই সকল ভাব্‌ছি, আর বেড়াচ্চি; এমন সময় একখানা গাড়ী দরজায় এসে লাগ্‌লো;

একটী ভদ্রলোক সেই গাড়ী থেকে নাম্‌লেন। চেনা চেনা বোধ হোলো, কিন্তু স্পষ্ট চিন্‌তে পাল্লেম না। তিনি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন। কোথায় যেন তাঁরে দেখেছি, কিন্তু চিন্তা কোরে স্থির কর্‌বার অবসর হোলো না,—আপনার চিন্তায় মন অত্যন্ত ব্যাকুল, অন্য চিন্তার অবসর কোথা?

এক মনে এক চিন্তায় আমি বারাণ্ডায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় মাণিক বাবু সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে সেইখানে এলেন। এসেই আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! শ্যাম বাবু এসেছেন; চিন্‌তে পারো?" মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেম, চেনা মুখ, কিন্তু স্মরণ কোত্তে পাল্লেম না; বোল্লেম, "এঁকে কোথায় দেখে থাক্‌বো, কিন্তু কোথায় যে দেখেছি, কবে যে দেখেছি, কিছুই মনে হোচ্চে না।" আমার এই উত্তর শুনে একটু হেসে মাণিক বাবু সেই ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন শ্যাম! তুমি হরিদাসকে চিন্‌তে পারো?" তিনি এতক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন, প্রশ্ন শুনে বিস্মিতভাবে বোল্লেন, "না, আমিও স্মরণ কোত্তে পাচ্চি না। চেনা চেনা মুখ বোধ হোচ্চে বটে, কিন্তু অবস্থা স্মরণ হোচ্চে না। কে ইনি, কোন্ হরিদাস?" মাণিক বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "কি আশ্চর্য্য! স্মরণ কোত্তে পাচ্চো না?—দুজনের মধ্যে একজনেরও স্মরণ হোচ্চে না? ভাল কোরে ভেবে দেখ দেখি যদি মনে পড়ে? বর্দ্ধমানে কোথাও দেখা সাক্ষাৎ হোয়েছিল কি না স্মরণ কোরে দেখ দেখি?"

বর্দ্ধমানের নাম শুনেই আমার চমক্ হোলো; তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হোয়ে শ্যাম বাবুকে নমস্কার কোল্লেম। অপ্রতিভ হোয়ে বোল্লেম, "অনেক দিনের দেখা, একটীবারমাত্র দেখা, সেই জন্যে বিস্মরণ হোচ্ছিলেম; ক্ষমা কোর্‌বেন।"

শ্যাম বাবু তখনো আমারে চিন্‌তে পারেন নি; একদৃষ্টে মুখ নিরীক্ষণ কোরে বোল্লেন, "কৈ বাবু, এখনো আমার স্মরণ হোচ্চে না, আমি বড় লজ্জিত হোচ্চি!"

মাণিক বাবু আবার হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পরিচয় দিবার উপক্রম কোচ্ছিলেন, এমন সময় আমি নিজেই বোল্লেম, "বর্দ্ধমানে রামকুমার বাবুর বাসায় আমি থাক্‌তেম, আপনি একদিন—"

আমার কথা শেষ হোতে না হোতেই শ্যাম বাবু একটু অপ্রস্তুত হোয়ে, সস্নেহে আমার হাত ধোল্লেন।—সাদরবাক্যে বোল্লেন, "হরিদাস! কিছু মনে কোরো না। তখন তুমি ছোট ছিলে, আর একটীবার মাত্র দেখেছি, স্মরণ হোচ্ছিল না! ভাল আছো ত? কবে এখানে এসেছো? এখন আছো কোথা?"

মাণিক বাবুর পানে একটু কটাক্ষ কোরে আমি বোল্লেম, "থাক্‌বার নির্দ্দিষ্ট স্থান তখনো যেমন, এখনো তেম্‌নি। যেখানে যখন যাই, সেইখানেই তখন থাকি; নির্দ্দিষ্ট স্থান কোথাও নাই। একটু বিশেষ প্রয়োজনে কল্য অপরাহ্নে এখানে এসেছি। শরীরগতিক কোনো অসুখ নাই, কিন্তু মনের ভিতর অত্যন্ত অসুখ।" শ্যাম বাবুর প্রশ্নের এই উত্তর দিয়ে, আবার আমি মাণিক বাবুর পানে একটু কটাক্ষপাত কোল্লেম। তখন তাঁর মুখে বিরক্তিচিহ্ন সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হোলো!

গল্প কোত্তে কোত্তে আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।—বেলা প্রায় দশটা। পাঠক মহাশয় অনেকদিন যাঁরে দেখেছেন, অনেক-

দিন হোলো, বর্দ্ধমানে রামকুমার বাবুর বাসায় একদিন যাঁরে দেখেছেন,—অনেকদিন হোলো, যে নাম দু একবারমাত্র শ্রবণ কোরেছেন, সেই শ্যাম বাবু আজ মানকরে উপস্থিত।—ইনি রামকুমার বাবুর ছোট জামাই শ্যামসুন্দর মিত্র। রামকুমার বাবুর উইলে এঁরি স্ত্রীর নামে দুইআনা অংশ লেখা ছিল, কিছুদিন বাদে মাণিক বাবু সদয় হোয়ে সমান অর্দ্ধেক অংশ ছেড়ে দিয়েছেন!—এঁরি সঙ্গে কৃষ্ণকিশোর বাবু বর্দ্ধমানে এসে আমার অন্তরঙ্গ মিত্র হন।

ক্রমেই বেলা হোতে লাগ্‌লো, আমরা স্নানাহার কোরে একত্রে বৈঠকখানায় বোস্‌লেম।—মাণিক বাবু তখনও সস্নেহসম্ভাষে বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি যাবে কেন? এইখানেই থাকো, আমি তোমাকে সন্তানের মতন যত্ন কোরে রাখ্‌বো, কোনো কষ্ট হবে না, এইখানেই তুমি থাকো।" এই সব কথা বোলে, অনেক যত্ন, অনেক অনুরোধ কোল্লেন; কিন্তু কিছুতেই আমি সম্মত হোলেম না।—বোল্লেম, "আজ্ঞা, আপনার অনুরোধ আমি এড়াতে পারি না, বারবার আপনার কথা কাটিয়ে দেওয়াও অনুচিত;—কিন্তু কোনো বিশেষ কর্ম্মের অনুরোধ, অতিশয় ব্যস্ত, একস্থানে আবদ্ধ থাক্‌বার সময় নয়।—নানা দেশ বেড়াতে হবে, নানা কার্য্য সাধন কোত্তে হবে, কোনো রকমে এক জায়গায় অপেক্ষা কর্‌বার এ সময় নয়।—উদাসীন পথিকের মতন আমি বিদেশী, বিবিধ কার্য্যে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়, সেইজন্যেই আপনার এত স্নেহে, এত যত্নে, অগত্যা অবহেলা কোরে অপরাধী হোতে হোলো!" মনে ঘৃণা হোয়েছিল, রাগ হোয়েছিল, ভয় হোয়েছিল, অবিশ্বাসও হোয়েছিল; সেইজন্যে, সেই ঘৃণায়, সেই রাগে, সেই ভয়ে, সেই অবিশ্বাসে, মাণিক বাবুর সস্নেহ প্রশ্নে এই রকম কোরে উত্তর দিলেম। দেখ্‌লেম, আমার উত্তর শুনে তাঁর গম্ভীর বদন প্রফুল্ল হোলো,—এ দেশে থাক্‌বো না, নানা দেশ বেড়াতে হবে, এই কথা শুনেই যেন তাঁর গম্ভীর বদন, প্রফুল্ল হোলো। তাঁর মনের ভাব তৎক্ষণাৎ আমি বুঝ্‌লেম, কিন্তু কিছু বোল্লেম না। একটু পরে আমাদের বিশ্রাম কোত্তে বোলে রাজাবাহাদুর অন্দরমহলে চোলে গেলেন।

বিশ্রাম আমার চিন্তা! একটু শয়ন কোল্লেম বটে, কিন্তু চিন্তা পিশাচীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি মধ্যবর্ত্তিনী, নিদ্রাদেবী নিকটে আস্‌তে সাহস কোল্লেন না; শ্যাম বাবুর সঙ্গে নানা রকম গল্প কোত্তে লাগ্‌লেম। মৌন অবসরে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা হরিদাস! মাণিক বাবু তোমারে এতদূর যত্ন কোচ্চেন, তথাপি তুমি থাক্‌তে চাচ্চো না কেন? কি এমন বিশেষ আবশ্যক? যাবে কোথা?"

ঘর নির্জ্জন;—আসে পাশে নিকটে কেউ-ই নাই; তবু চারিদিক চেয়ে, একটু ভেবে ধীরে ধীরে বোল্লেম, "বিরাগ জন্মেছে,—মাণিক বাবুর ব্যবহারে আমার মনে বিরাগ জন্মেছে,—ভয়ও হোয়েছে,—যে সে ভয় নয়, প্রাণের ভয়!"

শ্যামবাবু শিউরে উঠ্‌লেন। চকিত আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে কি? প্রাণের ভয় কি? তোমার সঙ্গে কি এমন ব্যাভার কোরেছেন? তিনি একটু প্যাঁচালো লোক বটেন, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাঁর কি?—প্রাণের ভয়?—এ রকম লোক ত তিনি নন?

"চুপ্ করুন, আস্তে আস্তে কথা কোন্, অত চেঁচিয়ে বোল্‌বেন না। কেন যে আমার ভয় হোয়েছে, সে কথা এখানে বল্‌বার নয়; —আপনাকে আমি বিশ্বাস কোত্তে পারি, আপনি যে রকম সৎ লোক, তাতে আপনাকে সকল কথাই খুলে বোল্‌তে পারি, কিন্তু এখানে নয়।" অতি মৃদুস্বরে আমি এই কটী কথা বোল্লেম।

আরো চমৎকৃত হোয়ে শ্যাম বাবু আমার ন্যায় মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আমার মন অত্যন্ত উতলা হোলো;—সে সব কথা কি, তা আমাকে শুন্‌তেই হবে। এখন বল দেখি, তুমি যাবে কোথা? কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে? আমার মন অত্যন্ত উতলা হোয়ে রইল, সে সব কি কথা, আমারে তা শুন্‌তেই হবে। বল দেখি, কোথায় তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা হোতে পারে?"

"পূর্ব্বেই ত আপনাকে বলা হোয়েছে যে, যাবার স্থান, থাক্‌বার স্থান, নির্দ্দিষ্ট কোথাও নাই। যেখানে যখন যাবার ইচ্ছা, সেইখানেই তখন যাই, সেইখানেই তখন থাকি।" শ্যাম বাবুর প্রশ্নে আমার এইমাত্র উত্তর।

একটু নিস্তব্ধ হোয়ে, একটু ভেবে, বালিশে মাথা তুলে আমার দিকে একটু হেলে, শ্যাম বাবু মৃদুস্বরে বোল্লেন, "যদি নির্দ্দিষ্ট স্থান কোথাও নাই, তবে কেন আমার বাড়ীতেই চল না?"

চারিদিকে চেয়ে একটু চিন্তা কোরে আমি বোল্লেম, "তাতে কোনো আপত্তি নাই, আপনার বাড়ীতে আমি স্বচ্ছন্দে যেতে পারি; কিন্তু একটু সাবধান হোতে হবে, একত্রে যাওয়া হবে না। মাণিক বাবু এ সব জান্‌তে পাল্লে মহা বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা। কবে আপনি এখান থেকে যাবেন?" আজি যাবেন, এই উত্তর শুনে আমি বোল্লেম, "তবে এক কর্ম্ম আছে। আস্‌বার সময় দেখে এসেছি, এখান থেকে খানিক দূরে দক্ষিণ দিকে একটী বাগানের ধারে, সারি সারি দ্বাদশটী শিবের মন্দির। আমি এখান থেকে বিদায় হোয়ে সেইখানে গিয়ে অপেক্ষা কোরবো, সেইখানেই সাক্ষাৎ হবে।" আমার যুক্তিতেই তিনি সায় দিলেন।

পরামর্শ স্থির হোয়েছে, উভয়েই আমরা প্রায় পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ; বেলা অপরাহ্ন, আন্দাজ তিনটে; মাণিক বাবু এলেন। সসম্ভ্রমে আমি বিছানা থেকে উঠে একপাশে সোরে বোস্‌লেম; শ্যাম বাবুও উঠে বোস্‌লেন। দু চার কথার পর আমি বিদায় চাইলেম, তিনি আবার থাক্‌বার জন্যে বিস্তর অনুরোধ, বিস্তর যত্ন কোল্লেন; কিছুতেই আমি সম্মত হোলেম না। শ্যামের অনুরোধ মৌখিক, সেটী পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। সঙ্কেতে শ্যাম বাবুর দিকে চেয়ে উভয়কে অভিবাদন কোরে আমি বিদায় হোলেম।

দ্বিনবতিতম কাণ্ড।

পূর্ব্ব-পরিচিত মিত্র।

চারটে বাজতে দশমিনিট বাকী, আমি সঙ্কেত-স্থানে পৌঁছিলেম। এদিক' ওদিক বেড়িয়ে মন্দিরগুলি দেখ্‌ছি, মাঝে মাঝে লোকজনও যাতায়াত কোচ্চে, কিন্তু শ্যাম বাবুকে দেখ্‌তে পাচ্চি না। একঘণ্টা অতীত। একটী মন্দিরের রকে বোসে পথপানে চেয়ে আছি, শ্যাম বাবু আস্‌চেন না। ছ-টাও বাজ্‌লো; তখনো দেখা নাই। ভাবলেম, মাণিক বাবু হয় ত তাঁরে আজ ছাড়লেন না, কাজের গতিকে হয় ত তিনি আজ আসতেই পাল্লেন না। করি কি?—যাই কোথা? বাড়ী চিনি না যে, আগে গিয়ে উপস্থিত হবো।—বিষম ভাব্‌না,—করি কি?—ভাব্‌চি, সাতটা বাজে বাজে, এমন সময় শ্যাম বাবুর গাড়ী এলো। তিনি উঁকি মেরে আমারে দেখে, গাড়ী থেকে নাম্‌লেন। সাতটা বেজে গেল। গোধূলি,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা। মন্দিরে মন্দিরে শাঁক ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো,—আরতি আরম্ভ হোলো। শ্যাম বাবু আমারে বোল্লেন, "এমন সময় যদি দেবালয়ে আসাই হোলো, তবে আরতিটী দেখে যাওয়া যাক্।"

দুজনেই মন্দিরে প্রবেশ কোল্লেম। অনেক লোক একত্র হোয়েছে, বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দর্শক লোকদের রই রই রবে ঠাকুর বাড়ী প্রতিধ্বনিত হোচ্চে। মন্দিরে মন্দিরে বেড়িয়ে আরতি দেখে প্রায় সাড়েসাতটার সময় আমরা গাড়ীতে উঠ্‌লেম,—অশ্বেরা দ্রুতবেগে ছুট্‌লো। মানকর থেকে বৈঁচি অনেক দূর, সুতরাং মাঝে মাঝে ঘোড়া বদল করা হোলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত স্থান, কত গ্রাম, কত ধান্যক্ষেত্র ছাড়িয়ে, বৈঁচিতে উপস্থিত হোলেম। বৈঁচিতেই শ্যাম বাবুর বাড়ী। যখন পৌঁছিলেম, তখন রাত্রি প্রায় শেষ। যে টুকু রাত ছিল, যথা সম্ভব নিদ্রা ভিন্ন সে রাত্রে বিশেষ কাজ আর কিছুই হোলো না। পরদিন প্রাতঃকালে উঠে শ্যাম বাবুর সঙ্গে বৈঁচি গ্রামখানি একবার ভাল কোরে দেখে এলেম। বেশ গণ্ডগ্রাম, অনেক লোকের বসতি, অনেক ভদ্রলোক, ধনীলোকদের কীর্ত্তিও ঠাঁই ঠাঁই অনেক দেখা যায়। দেখে শুনে যখন ফিরে এলেম, তখন বেলা প্রায় দশটা। নিত্যকর্ম্মে সে বেলা অতীত হোলো। বৈকালে একটী নির্জ্জন ঘরে বোসে শ্যাম বাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা হরিদাস! কাল যে তুমি বোল্লে, মনে বিরাগ জন্মেছে; মাণিক বাবুর বাড়ী থাক্‌বে না; প্রাণের ভয়; ব্যাপারখানা কি?"

যেরূপে অধ্যাপকের গৃহে অবস্থিতি, যে কারণে সে আশ্রম পরিত্যাগ, যে যে ঘটনায় বর্দ্ধমানে গমন, যে রকমে রামকুমার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার পর যে যে ঘটনা, যে যে বিপদ, যে যে অবস্থা, আর তখন যে কারণে মাণিক বাবুর কাছে আসা, তিনি তাতে যে রকম ব্যবহার কোল্লেন, যে কারণে আমার

প্রাণে ভয় হোলো, একে একে সংক্ষেপে সে সব বৃত্তান্ত আমি বোল্লেম। শুনে তিনি চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, "মাণিক বাবু ঐ ধরণের লোকই বটেন।—রামকুমার বাবু তাঁকে বড় ভাল বাস্‌তেন, সেইজন্যেই,—তুমি সকলি জানো, সেইজন্যেই মেজো মেয়ের নামে চৌদ্দআনা বিষয় দিয়ে, আমার স্ত্রীকে প্রায় বঞ্চিত কোরেই উইল কোরে যান। অনেক দিনের পর কি ভেবে চিন্তে মাণিক বাবু হক্ প্রাপ্য সমান অর্দ্ধেক অংশ ছেড়ে দিয়েছেন।—কেন দিয়েছেন, ধর্ম্মই জানেন। উঃ! সে ভয়ঙ্কর দিনের কথা,—যে দিন উইল পড়া হয়, সে ভয়ঙ্কর দিনের কথা মনে হোলে, এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে!—যে নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘোটে গেল, যে নিষ্ঠুর কাণ্ডে রামকুমার বাবু খুন হোলেন, সে সব কথা মনে হোলে, এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে! কিছুতেই সে সন্দেহ ভঞ্জন কোত্তে পাচ্ছি না।—মাঝে মাঝে মাণিক বাবুর কাছে খুনের প্রসঙ্গ পেড়েও দেখেছি, যাতে কোরে খুনীর আস্‌কারা হয়, তার উপায় কোত্তে অনুরোধ কোরেও দেখেছি, বিভিন্ন ভাব!—কোনো কথাই গ্রাহ্য করেন না,—সেদিকে কাণই দেন না! তাঁর মনে যে, সে বিষয়ের কোনো চিন্তা, কি সংশয় আছে, তার কোনো লক্ষণই জান্‌তে পারি না। যখনি ভাবি, তখনি চমৎকার বোলে অনুমান হয়;—বিস্ময়ে, ভয়ে, দারুণ চিন্তায় মন অতিশয় আকুলিত হোয়ে উঠে!"

তাঁর বাক্যের পোষকতা কোরে আমি বোল্লেম, "মাণিক বাবু এক অদ্ভুত স্বভাবের লোক! শ্বশুর,—যাঁর দত্ত সম্পত্তি পেলেন, রাত্রিকালে গুপ্তভাবে কে তাঁরে খুন কোরে গেল, সে বিষয়ের তথ্য লওয়া সর্ব্বাগ্রেই উচিত ছিল! কিন্তু কৈ, তার ত তিনি নামগন্ধও করেন না!—কি আশ্চর্য্য! এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক! খুনের কথা ত বড় কথা, সত্যের তত্ত্ব কোরে সমাজের উপকার করা,—অপরাধীকে দণ্ডমুণ্ডের অধীনে নিয়ে আসা, নিতান্ত পক্ষেই উচিত! কিন্তু দেখুন, ক্ষমতা সত্ত্বেও সে বিষয়ে ঔদাস্যভাব!—সমাজের মঙ্গলে, কি ব্যক্তিবিশেষের উপকারে তাঁর তিলমাত্রও ইচ্ছা নাই! এক অদ্ভুত স্বভাবের লোক! তার আর এক সাক্ষী এই দেখুন, একটা তুচ্ছ কথা,—আমার পরিচয়, আর একটী অসহায়া বালিকার পরিচয় জান্‌বার জন্যে এতদূর ধস্তাধস্তি কোচ্চি, কিছুতেই কিছু ভাংচেন না। তিনি জানেন বোলেই,—বিশেষ সূত্রে জেনেছি, তিনি জানেন বোলেই আমার এত আগ্রহ; কিন্তু কেমন পণ, কিছুতেই কিছু ফোটেন না। বাজে কথায় চাপা দিয়ে ফেলেন।"

আমার এই পর্য্যন্ত কথা শুনেই শ্যামসুন্দর বাবু মধ্যস্থলে ক্ষান্ত কোরে বোল্লেন, "ওঁর স্বভাবই ঐ,—অন্ত পাওয়া ভার!—মনের কথা কাউকেই তিনি প্রকাশ করেন না।—যেমন চাপা, তেমনি কুটিল;—দয়া মায়া আর সরলতা তাঁর অন্তঃকরণে অতি অল্পমাত্রই স্থান পেয়ে থাকে।—তিনি আপনার নিজের সহোদরের সঙ্গে যে রকম কুব্যবহার কোরেছেন, রক্তমাংসের শরীর ধারণ কোরে মানুষে কখনোই তেমন তরো কোত্তে পারে না!—আহা! সে সব কথা স্মরণ হোলে, আমি এত পর, আমারও অন্তরাত্মা কাতর হোয়ে উঠে! বোল্‌বো কি হরিদাস, সহোদরের প্রতি যখন তাদৃশ কুব্যবহার, তখন

অন্য পরে কা কথা? টাকা অনেক আছে বটে, কিন্তু কার্য্যে যেন মূর্ত্তিমান্ চণ্ডাল!” এই পর্য্যন্ত বোলে শ্যাম বাবু একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন।

আমার আগ্রহ আরো বাড়্‌লো।—ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “মানুষে কোত্তে পারে না, সহোদরের প্রতি এমন ব্যবহার কি মহাশয়?—এক ভাব্‌নায় প্রাণ আকুল, তার উপর আরো সন্দেহ বাড়্‌লো।—সহোদরের প্রতি এমন ব্যবহার কি যে, স্মরণ কোত্তেও চিত্ত ব্যাকুল হয়?—অনুগ্রহ কোরে বলুন না মহাশয়, শুনে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করি?”

“সে সব কথা শুনে আর কাজ নাই; শুনে কোনো ফল হবে না, কেবল তাঁর উপরে আরো ঘৃণা, আরো অশ্রদ্ধা, আরো অবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে,—নিজেরও মন উতলা হবে,—তার চেয়ে না শুনাই ভাল।” শ্যাম বাবু দু তিনবার এইরূপ অস্বীকার কোল্লেন, আমিও বারবার পীড়াপীড়ি কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম। এড়াতে না পেরে অবশেষে তিনি বোল্লেন, “যদি একান্তই ছাড়্‌লে না, তবে কাজেই আমারে বোল্‌তে হোলো।—মাণিক বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর কি একখানা দলীল জাল কোরেছিলেন বোলে হুজুগ উঠে!—মাণিক বাবু সেই বাতাস পেয়ে এম্‌নি আচরণ কোল্লেন যে, সে সব কথা মুখে আন্‌তেও ঘৃণা বোধ হয়!—যোগাড়্‌টী এম্‌নি কোরে সাজানো হোয়েছিল যে, যাঁর নামে অভিযোগ, তিনি হাজির থাক্‌লে হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, নয় যাবজ্জীবন কারাযন্ত্রণা ভোগ না কোরে আর বাঁচ্‌তে পাত্তেন না।—যদিও জালটী সত্য বটে, কিন্তু মাণিক বাবুর কি সেই রকম ব্যাভার করা উচিত?—যা হোক্ সহোদর,—সহোদর হোয়ে, সহোদরের প্রতি কি এম্‌নি ব্যাভার করে?—আরো, সেই সময় কাণাঘুষায় শুনেছিলেম, ছোট বাবুরও তাতে নিতান্ত দোষ ছিল না, মাণিক বাবুই এক প্রকার ষড়যন্ত্র কোরে তাঁকে সেই কাজ কোত্তে বাধ্য করেন। সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন,—কিন্তু সহোদরটী যাতে জন্মের মতন নষ্ট হয়, সে চেষ্টা মাণিক বাবু স্বতঃ পরতঃ দফে দফেই কোরেছিলেন!—মহাবিপদ-সমুদ্র সম্মুখে দেখে, ছোট বাবু দেশত্যাগী হোয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেলেন, এ পর্য্যন্ত কেউ-ই তার ঠিকানা কোত্তে পাল্লে না। হয় ত মনের ঘৃণায় আপনা হোতেই জীবনধন বিসর্জ্জন দিয়ে থাক্‌বেন। তা যদি না হবে, তবে এতদিন অবশ্যই তাঁর কিছু না কিছু সংবাদ পাওয়া যেতো!—আহা! সহোদরের কি এই ধর্ম্ম?—সেইজন্যে বোল্‌ছিলেম, রক্ত মাংসের শরীর ধারণ কোরে মানুষে কখনো তেমন কর্ম্ম কোত্তে পারে না!” চুম্বকে চুম্বকে এই কটী কথা বোলে শ্যাম বাবু একটু থেমে আবার বোল্লেন, “কেবল এই একটীমাত্র উদাহরণ নয়, বালককালের পরম হিতৈষী বন্ধু, এই ঐশ্বর্য্যের যিনি প্রধান সহায়,—যাঁর দ্বারা এঁর এই সম্ভ্রান্ত উচ্চপদ,—যে সূত্র থেকে এই রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তি, তাঁর সঙ্গে, আর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পর্য্যন্ত যেরূপ রাক্ষসবৎ দুর্ব্যবহার কোরেছেন, তা আর সবিস্তারে বল্‌বার কথা নয়!—স্মরণমাত্রেই ঘৃণা এসে স্থিরচিত্তকে বিকৃত করে।—বোল্‌বো কি হরিদাস! তাঁর উৎপীড়নের জন্যেই নিকট আত্মীয়ের মধ্যেও দুই একটী স্ত্রীলোক দেশত্যাগিনী হোয়ে বিবাগিনী হোয়েছেন!”

শুনে আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ হোলো,

—থর্ থর্ কোরে কেঁপে উঠ্‌লেম। পরক্ষণেই "রাক্ষস!—রাক্ষস!—মানুষ ত নয়, রাক্ষস!" সভয় কম্পিতস্বরে পুনঃ পুনঃ এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে রসনা যেন আপনা হোতেই বাক্‌শূন্য হোলো,—প্রায় একদণ্ডকাল চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় শ্যাম বাবুর মুখপানে চেয়ে রইলেম।

রাত্রি প্রায় সাড়েদশটা।—সন্ধ্যার আগে গল্প কোত্তে বোসেছিলেম, কথায় কথায় রাত্রি প্রায় সাড়েদশটা হোলো। শ্যাম বাবু বোল্লেন, "আজি এই পর্য্যন্ত থাক্, রাত্রি অনেক হোয়েছে।"

আমি অন্যমনস্ক ছিলেম, সুতরাং তাঁর কথায় দ্বিরুক্তি কোল্লেম না; মৌন দ্বারাই সম্মতি জানালেম। তখনকার সময়োচিতকার্য্য শেষ কোরে শয়ন করা গেল।

যাবজ্জীবন আমার মন বিশ্রামের অপরিচিত সন্ন্যাসী।—আজ রাত্রেও একটী চিন্তা;—নূতন চিন্তা।—নরান্তক রক্তদন্ত যে কথা বলে নি,—কয়েদী দিগম্বর যে কথা বোল্‌তে পারে নি, শ্যামসুন্দর বাবুর মুখে সেই সব অশ্রুতপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব, লোমহর্ষণ অদ্ভুতকথা শুন্‌লেম! সহোদরের প্রতি এমন ব্যবহার? —এই অনিত্য জগতে অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্যে সহোদরের প্রতি এমন ব্যবহার?—বিষয়-তৃষ্ণায় নিতান্ত দগ্ধকণ্ঠ বিষয়ী লোকের কি লঘু অন্তঃকরণ?—কি ঘৃণিত নীচ প্রবৃত্তি? সহোদরের বিড়ম্বনা!—হা ধর্ম্মদেব! এমন কলঙ্কী আত্মাও জগতে সুখী হয়?—এইরূপ দুরূহ চিন্তায় মগ্ন হোয়ে, অধর্ম্মলোভী পাপাচারীর পরিণাম চিন্তা কোত্তে কোত্তে অনেকক্ষণ নিদ্রা হোলো না, ক্রমে ক্রমে পাশের ঘরের ঘড়িতে একটা, দুটো, তিনটে বাজ্‌লো;—প্রায় চারটের সময় অল্পে অল্পে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হোলেম।

প্রাতঃকালে উঠ্‌তে একটু বেলা হোলো।—নিত্যকর্ম্ম সমাধা কোরে সর্ব্বপ্রথমেই কৃষ্ণকিশোর বাবুকে এই মর্ম্মের একখানি পত্র লিখ্‌লেম:—

"প্রিয় কৃষ্ণকিশোর বাবু!"

"আপনাদিগের নিকট বিদায় হইয়া আমি মানকরে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে আমি মানকরে নাই, রাজা মাণিকচাঁদ ঘোষ আমার সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিবেন প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, তিনি তাহার সম্পূর্ণ অন্যথা করিয়াছেন। সুতরাং মনের ঘৃণায়,—আরও কিছু গুপ্ত কারণে—প্রাণের শঙ্কায়, সে স্থান আমারে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে! আমি এক্ষণে আপনার প্রথম পরিচিত মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বৈঁচির বাটীতে অবস্থান করিতেছি। আপনি কেমন আছেন, স্নেহময়ী অম্বিকা কেমন আছে, এই ঠিকানায় শীঘ্র আমারে পত্র দ্বারা সংবাদ জানাইয়া সন্তুষ্ট করিবেন। শ্রীযুক্ত কুমার ভূপতি রাও বাহাদুর আমারে কোন পত্র লিখিয়াছেন কি না, জানাইবেন। যদি লিখিয়া থাকেন, আপনার পত্রের মধ্যে সেই পত্রখানি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। রাজকুমারকেও আমি বৈঁচির ঠিকানা জানাইয়া অদ্য এক পত্র লিখিলাম। আমার শরীর এক্ষণে সুস্থ আছে। ইতি বাং ১৩৫৩ সাল,—তারিখ, ২০এ আষাঢ়।"

"শ্রীহরিদাস।"

পত্র দুখানি ডাকে রওনা কোরে অন্যান্য কাজ কোল্লেম। সেইদিন শ্যাম বাবুর কাছে কৃষ্ণকিশোর বাবুর কথা উঠ্‌লো। তাঁরে আমি পত্র লিখ্‌লেম শুনে, প্রথমেই তিনি

আমারে বোল্লেন, "অনেক দিন কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নাই, শুনেছি বাড়ীতেও নাই, তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হোলো?—শারীরিক ভাল আছেন ত?—এখন আছেন কোথা?" প্রশ্ন শুনে আমি বুঝ্‌লেম, এত কাণ্ড হোয়ে গেছে, ইনি তার বিন্দুমাত্রও শুনেন নি। সুতরাং বীরচন্দ্রের জালিয়াতি অবধি, গুজরাটের মল্লদাস ডাকাতের আড্ডায় কয়েদ অবধি, যে রকম উপায়ে উদ্ধার কোরেছি, সে সব কথা অবধি, বারাণসীতে বাস পর্য্যন্ত একে একে সব ঘটনাগুলি তাঁরে শুনিয়ে দিলেম। শুনে যেন তাঁর মনে পরস্পর বিরুদ্ধ, উভয় ভাবের উদয় হোলো। এক ভাবে জানালেন, পামর বীরচন্দ্রের কুচক্রফাঁদে শিশুকালের হৃদয়বন্ধুর এতদূর বিপদ ঘোটেছিল, তাতে যেন তিনি অতিশয় কাতর হোলেন; আর এক ভাবে জানালেন, সে বিপদ থেকে আমি তাঁরে উদ্ধার কোরেছি, পাপিষ্ঠ দস্যু বীরচন্দ্রকে ডাকাতেরা তপ্ত ঘিয়ে ভেজে মেরেছে, শৈশব-বন্ধুর এখন সুপ্রসন্ন অবস্থা, তাই শুনে যেন তাঁর নেত্র আর বদন প্রফুল্ল হোলো। আমাকেও চিরজীবী হও, মঙ্গল হোক্" বোলে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোল্লেন।

এই প্রসঙ্গে আরো অনেক প্রকার গল্প হোলো, অম্বিকার নাম কোরে, সেই অভাগিনীর অবস্থা পর্য্যন্তও বোল্লেম।—এক কথায় এইটুকু বোল্লেই যথেষ্ট হবে যে, আমার জীবনকালে যখন যেখানে যে যে ঘটনা হোয়েছিল, সামান্য সামান্য কথাও না ছেড়ে, সবগুলিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁরে জানালেম। শুনে তিনি এক একবার নিঃশ্বাস ফেল্লেন, এক একবার অশ্রুপূর্ণনয়নে আমার দিকে চাইলেন, এক একবার প্রসন্নমুখে আমার সৎ-সাহসের প্রশংসা কোল্লেন, এক এক ঘটনায় মুখ টিপে টিপে ঈষৎ ঈষৎ হাস্‌লেন, এক এক সময় তাঁর সহর্ষ মুখ সতেজ গম্ভীরভাবে আনন্দচিহ্ন প্রকাশ কোল্লে।—পাপী, প্রবঞ্চক, দস্যুতস্কর, আর দুরাত্মা পাষণ্ডদের চরমফল যখন বলি, তখনি তাঁর মুখে ঐ শেষচিহ্ন জ্যোতিমান্ হয়। বেলা নয়টার সময় গল্প আরম্ভ কোরেছিলেম, মধ্যাহ্নে কেবল একবার বন্ধ হোয়েছিল, তার পর সমস্ত দিন সমস্ত রাত সেই সব কথাই শুন্‌লেন। এত কৌতূহল যে, সে রাত্রে উভয়ের নিদ্রা পর্য্যন্ত হোলো না।

আমি বৈঁচিতেই থাক্‌লেম। শ্যাম বাবু সন্তানের মত স্নেহ যত্ন করেন, সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখেন, তাঁর সততায় আপ্যায়িত হোয়ে আমি বৈঁচিতেই থাক্‌লেম।—নিকটের যে যে জনপদের কিছু কিছু গৌরব শুনি, অবসরক্রমে সেগুলি এক একবার দেখে আসি।—জন্মাবধিই আমি এক প্রকার উদাসীন পথিক।—বিদেশে বিদেশেই কতদিন কেটে গেল, জন্মভূমির কোথায় কি প্রিয়বস্তু আছে, একটীবারও ভালরূপ প্রকারে তার তত্ত্ব কোরে দেখা হয় নি;—বৈঁচিতে থেকে, সময়মত বেড়িয়ে বেড়িয়ে কতক কতক দেখ্‌তে লাগ্‌লেম।—অন্তঃকরণে একটী বিষম ভাব্‌না অহর্নিশি জাগরূক রয়েছে, তথাপি জননী-পল্লীর নানারূপ শোভা দেখে, মনে মনে আমোদ জন্মাতে লাগ্‌লো।—আমি বৈঁচিতেই থাক্‌লেম।

ত্রিনবতিতম কাণ্ড।

বরদার পত্র।—মাণিক বাবুর অঙ্গীকার।

দশ বারো দিন যায়, একদিন বৈকালে কৃষ্ণকিশোর বাবুর চিঠি পেলেম।—তিনি ২৭এ আষাঢ়ে ঐ চিঠি লিখেছেন।—তাতে লেখা আছে :—

"তোমার ২০এ আষাঢ়ের পত্র পাইলাম। আমি ভাল আছি, স্নেহময়ী অম্বিকাও ভাল আছেন, গত কল্য কুমার ভূপতি রাও বাহাদুরের পত্র পাইয়াছি; তাহা এই পত্রমধ্যে পাঠাইলাম।—প্রিয়মিত্র শ্যামসুন্দর বাবুকেও আমি অদ্য একখানি পত্র লিখিলাম; আমার প্রিয় সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহাকে দিবে। তুমি তাঁহার বাটীতে রহিয়াছ শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

আগে এই পত্রখানি পাঠ কোরে কুমার বাহাদুরের পত্রখানি খুল্‌লেম।—যুবরাজ তাতে এই এই কথা লিখেছেন :—

"বরদারাজ্য।"

"১৯এ আষাঢ়,—১২৫৩ বং অঃ।"

"প্রিয়মিত্র হরিদাস!"

"তুমি এখান হইতে গিয়া অবধি আমাকে একখানিও পত্র লিখহ নাই; অতএব আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন রহিয়াছি, এই পত্র প্রাপ্ত হইবামাত্র উত্তর লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।—মানকরে যাওয়া হইয়াছিল কি না, অগ্রে আমি সেই বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করি। যদি যাওয়া হইয়া থাকে, তবে মাণিক বাবু সেই সব কথা কি বলিয়াছেন, অত্র রাজধানীতেই তাহা লিপিযোগে আমাকে শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞাপন করিবে। মাণিক বাবুর স্বভাব চরিত্রের যেরূপ পরিচয় আমি শুনিয়াছি, তাহাতে তিনি সহজে তোমাকে সকল কথা বলিবেন কি না, সর্ব্বদাই আমার মনে সেই সন্দেহ হইতেছে। যদি তিনি চাতুরী করিয়া কোন কথা না বলেন, তবে কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে জানাইবে। তুমি আমার পরম উপকারী বন্ধু, অতএব প্রিয়মিত্র! তোমার উপকারের নিমিত্ত উচিত মতে সকল কার্য্যই করিতে আমি প্রস্তুত আছি। মাণিক বাবু যদি তোমার সাক্ষাতে সকল কথা না বলেন, কালগৌণ না করিয়া আমাকে তাহা জ্ঞাপন করিবে। আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া যাহাতে তিনি স্বীকার করেন, তাহার উপায় করিব। সহজে যদ্যপি না হয়, আইনানুসারে ইংরাজ বাহাদুরের আদালতে রীতিমত অভি-যোগ করিয়া সকল বিষয় তাঁহাকে স্বীকার করাইতে বাধ্য করিব। যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কয়েদী ডাকাইত দিগম্বর ভট্টাচার্য্যকে জোবানবন্দী দেওয়াইবার নিমিত্ত এখানকার কারাগার হইতে লইয়া যাইব। কয়েদীর জোবানবন্দী গ্রাহ্য হইবে না, ইহা ভাবিয়া তুমি কোন সন্দেহ করিও না, সে নিয়মও আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দিগম্বর যে অপরাধে বন্দী, শ্রীল শ্রীযুক্ত বরদাধিপতি মহারাজ বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার সে অপ-

রাধ ক্ষমা করাইয়া দিব। তাহা হইলে তাহার জোবানবন্দীতে আর কোন বাধা থাকিবেক না। ইহা ব্যতীত আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া জোবানবন্দী দিব। এতদূর করিলেও কি কোন ফল হইবে না? তুমি কি বোধ কর, আমার জোবানবন্দী ব্যর্থ হইয়া যাইবে? কোম্পানি বাহাদুর কি আমার কথা গ্রাহ্য করিবেন না? এতদূর করিলেও কি কোন ফল হইবে না? অবশ্যই হইবে! আর আমি বোধ করি, এতদূর করিতেও হইবে না। মাণিক বাবুকে তুমি একটু পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, অথবা কিঞ্চিৎ ভয় প্রদর্শন করিলে, অবশ্যই তিনি স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, মাণিক বাবুর সহিত সাক্ষাতের ফলাফল শীঘ্র আমাকে জানাইতে কোন মতে অন্যথা করিও না।"

"প্রিয়মিত্র! তোমার সাক্ষাতে বলিয়াছিলাম, জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিব, কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় সেটী ঘটিয়া উঠে নাই। এ মাসেও বোধ করি ঘটিল না। আগামী শ্রাবণমাসে নিশ্চয়ই যাত্রা করা হইবে এইরূপ মানস; তবে শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথজীউর মনে কি আছে বলিতে পারি না। শীঘ্রই তুমি ইহার নিশ্চয়তা জানিতে পারিবে। তুমি এক্ষণে যেখানে আছ, ঠিকানা লিখিয়া বাধিত করিবে।"

"এ [illegible] এক্ষণে সমস্ত মঙ্গল, তোমার শারীরিক শুভসংবাদ শুনিতে নিয়ত অভিলাষী।"

"অভিন্ন হৃদয়"

শ্রীভূপতি রাও।'

পত্রখানি পাঠ কোরে মনে অতিশয় আনন্দ হোলো;—উৎসাহের সঙ্গে অতুল আনন্দ।—এ সময়ে এ আনন্দের অংশী কারে করি?—ত্বরিতপদে শ্যাম বাবুর কাছে গিয়ে পত্রখানি দেখালেম।—পাঠ কোরে তিনিও সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ কোল্লেন। সহর্ষমুখেই বোল্লেন, "তবে তুমি আর একবার মানকরে যাও, বিশেষ পীড়াপীড়ি কোরে মাণিক বাবুকে ধরো, এবারে আর বোধ হয় তিনি অস্বীকার কোত্তে পারবেন না;—আইনের কথা, সাক্ষীর কথা, পত্রে যেমন লেখা আছে, সেইরূপ আইনের কথা, সাক্ষীর কথা বোলে ভয় দেখাইও; তা হোলে বোধ হয়, এবারে আর অস্বীকার কোত্তে সাহস পাবেন না।—আমি গাড়ী দিচ্চি, ঠাঁই ঠাঁই বদলি কর্‌বার ঘোড়াও দিচ্চি, তুমি আর একবার মানকরে যাও।"

"না না মহাশয়! আপনার গাড়ী ঘোড়া নিয়ে যাওয়া হবে না! মাণিক বাবু ফিচেল্ লোক,—ভারি ফিচেল্; দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবেন,—আপনার গাড়ী ঘোড়া দেখ্‌বামাত্রেই তিনি চিন্‌তে পার্‌বেন। তা হোলেই মহা বিভ্রাট;—হিতে বিপরীত হোয়ে দাঁড়াবে;—আপনার গাড়ী ঘোড়া নিয়ে যাওয়া হবে না।—যাওয়া আমার নিশ্চয়ই বটে, তাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু ও রকমে নয়, অন্য কোনো উপায়ে যাবো।" মাধুর্য্যভাবে আমি এই কটী কথা বোল্লেম।

শ্যাম বাবু যেন একটু চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, "সে কথাও ত বটে! তবে পাল্কীর ডাকেই যেও।" আমিও সেই কথায় অনুমোদন কোল্লেম।

যেদিন যুবরাজের পত্রখানি হস্তগত হোলো, সেইদিনেই আমি মানকরে যাত্রা কোত্তেম, কিন্তু আকাশে মেঘাড়ম্বর ছিল, পথে পাছে ঝড় বৃষ্টি হয়, এই আশঙ্কায় সেদিন

আর বেরুলেম না। সমস্ত দিন মন অতিশয় উতলা হোয়ে রইলো।—সন্ধ্যার পর শ্যাম বাবু আমারে প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! প্রাণের সঙ্গে মিলন হোলে বন্ধুতায় বড় সুখ বোধ হয়!—তার সাক্ষীই তুমি! কারণ, সেই বর্দ্ধমানে তোমাকে একদিন মাত্র দেখেছিলেম, আর এই কদিন ধোরে অহরহ দেখা হোচ্চে যা!—এতেই আমি কতখানি যে আনন্দ উপলাভ কোচ্চি,—আমার অন্তর তোমার প্রতি যে কতদূর পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হোয়েছে, তা আর একমুখে বল্‌বার কথা নয়! মিত্রতারত্ন অর্পণ কর্‌বার বাস্তবিক উপযুক্ত পাত্রই তুমি!"

"আপনি অতিমহৎ, আপনার প্রকৃতি অতিনির্ম্মল, আপনি আমারে সুনয়নে দেখেছেন, সেইজন্যেই মহত্বগুণে এত অধিক ভালবাসেন।" বিনীতভাবে এই কথা বোলে আমি শ্যাম বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেম।

এই সময় হঠাৎ আমার একটী কথা স্মরণ হোলো।—কৃষ্ণকিশোর বাবু শ্যামবাবুকে যে পত্র লিখেছেন, রাজকুমারের পত্র পাঠ কোরে মনের উল্লাসে সেখানি তাঁরে দিতে ভুলেই গিয়েছিলেম,—এতক্ষণ সেটী মনেই ছিল না, মিত্রতার প্রসঙ্গে এই সময় সেই কথাটী স্মরণ হোলো।—সঙ্গেই ছিল, বার কোরে দিয়ে বোল্লেম, "মহাশয়! কৃষ্ণকিশোর বাবু আপনাকে পত্র লিখেছেন; যুবরাজের চিঠির সঙ্গেই পেয়েছি, এতক্ষণ মনে ছিল না, রাজপুত্রের চিঠির কথা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেম, মনে ছিল না, ক্ষমা কোর্‌বেন।"

শ্যাম বাবু সেই সময়ের উপযুক্ত শিষ্টাচার জানিয়ে, পত্রখানি খুলে পাঠ কোল্লেন। কৃষ্ণকিশোর বাবুর সম্বন্ধে যে যে ঘটনা হোয়েছে, যে যে কথা আমি বৈঁচিতে এসে শ্যাম বাবুর সাক্ষাতে বোলেছি, চিঠির প্রায় বারোআনা অংশেই সেই সব কথা লেখা। অবশিষ্ট অংশে পূর্ব্ব বন্ধুতা স্মরণ, মিত্রালাপ, আর আমারে যত্ন কোরে রাখ্‌বার অনুরোধ। চিঠি পড়া আর অন্যান্য কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রায় এগারোটা হোলো, শয়ন কোল্লেম। সেরাত্রে আর নিদ্রা হোলো না, অতি প্রত্যূষে মানকরে যাবো, মাণিক বাবুকে এই এই কথা বোল্‌বো, প্রয়োজন হোলে রাজপুত্রের পত্রখানি দেখাবো, হয় ত তিনি এইবারে সব কথা বোল্‌বেন, এইরূপ চিন্তায় চিন্তায় সমস্ত রজনীই কেটে গেল। সুখ-তারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদয়াচলে সুখময়ী উষা হাসিমুখে দেখা দিলেন। আমি গাত্রোত্থান কোল্লেম।

প্রভাতে শ্যাম বাবুকে বোলে কোয়ে পাল্কীর ডাকে মানকরে যাত্রা কোল্লেম। পথে সে দিন গেল,—ডাকের অসুবিধায়, পথে পথেই সেদিনটী কেটে গেল। পর দিন বেলা একটার পর রাজা মাণিকচাঁদ বাহাদুরের বাড়ীতে পৌঁছিলেম।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরেই বরাবর বৈঠকখানায় উঠ্‌লেম।—রাজা মাণিকচাঁদ সেইখানেই শয়ন কোরে ছিলেন, ঘুমোন নি,—জেগেই ছিলেন, আমার পায়ের শব্দে সহসা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন চকিত-গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হরিদাস! হঠাৎ আবার যে? এ কদিন—" অর্দ্ধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে কোত্তে হাই তুলে পাশমোড়া দিয়ে উঠে বোসলেন।

"বোসো!—হঠাৎ আবার যে?—এ কদিন ছিলে কোথা? তখন থাক্‌বার জন্যে এত অনুরোধ কোল্লেম, থাক্‌লে না;—টাকা দিতে

চাইলেম, নিলে না; দেশ বিদেশ বেড়াতে হবে বোলে তাড়াতাড়ি চোলে গেলে, ব্যাপারখানা কি? এরি মধ্যে কি সকল দেশ বিদেশ বেড়ানো হোলো?" এক একবার চক্ষু বুজে, এক একবার একটু মাথা নীচু কোরে, এক একবার চোক নাচিয়ে নাচিয়ে আমার পানে চেয়ে, রাজা মাণিকচাঁদ এই প্রশ্ন কটী জিজ্ঞাসা কোল্লেন। মুখে অল্প অল্প বিরক্তি-চিহ্ন প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো।

আমি বোস্‌লেম।—অতি সংক্ষেপে তাঁর প্রশ্ন কটীর উত্তর দিয়ে বোল্লেম, বিশেষ কাজের অনুরোধেই হঠাৎ আসা হোয়েছে, অনেকদূর থেকে এসেছি একটু বিশ্রামের পর সকল কথাই আপনাকে বোল্‌চি।" আগে আগে আমি তাঁর সঙ্গে যে রকম নম্রভাবে কথা কইতেম, তাঁরে বিরক্ত দেখে এবারে আর ততদূর নম্রতা দেখালেম না, কিছু রুক্ষ রুক্ষ স্বরেই কথা কইলেম।

রাজা মাণিকচাঁদ মৌখিক মিষ্টবাক্যে আমারে পূর্ব্বমত সমাদর কোরে কিছু জলযোগ কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন; ইচ্ছা নাই বোলে তাতে আমি অসম্মত হোলেম। বেলা চারটে বাজ্‌লো। আমারে বোস্‌তে বোলে মাণিক বাবু একবার নীচে নেমে গেলেন। আমি উৎকণ্ঠিতমনে একাকী বারাণ্ডায় বেড়াতে লাগ্‌লেম।—সাম্‌নের ফুল বাগানের বাতাস মাঝে মাঝে সুগন্ধ বহন কোরে বারাণ্ডাটী আমোদিত কোচ্চে, অন্যমনে একাকী আমি এ্কবার এধার একবার ওধার কোরে বেড়াচ্চি।

সন্ধ্যা হোলো,—কুসুম-সৌগন্ধবাহী সন্ধ্যানিল আরো অধিক মিষ্ট বোধ হোতে লাগ্‌লো,—চাকরেরা এক এক কোরে বৈঠকখানার সকল ঘরে আলো দিয়ে গেল; রাজা বাহাদুর গরদের যোড় পোরে, সন্ধ্যা-বন্দনা সেরে বৈঠকখানায় এলেন।—সেই অবসরে আমিও বারাণ্ডা থেকে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।—রাজা মাণিকচাঁদ একটা প্রকাণ্ড তাকিয়ার গায়ে অর্দ্ধশয়ান হোয়ে নিমীলিত নয়নে জপমালা ফিরাতে লাগ্‌লেন; সাম্‌নে একটা মখমল জড়ানো নলশুদ্ধ সোণার সরপোষ ঢাকা নবাব-দস্তুরী আল্‌বোলা পোড়্‌লো। একজন সৌখীন চেহারার খান্‌সামা আল্‌বোলার সুদীর্ঘ নলের শেষভাগটী রাজার মুখের কাছে ধোরে দিল। জপের অবসরে, সেই রকম চক্ষু বুজেই তিনি এক একবার মুখনলটী টান্‌তে লাগ্‌লেন; আমি নিকটে গিয়ে বোস্‌লেম।—এক একবার জপ কোচ্চেন, এক একবার যেন কি ভাব্‌চেন, এক একবার আপনার মনেই ঈষৎ ঈষৎ হাস্‌চেন, থেকে থেকে এক একবার ঢুলে ঢুলে মাথাও নাড়্‌চেন, এই ভঙ্গীতে রাজা বাহাদুর ধূমপান কোত্তে লাগ্‌লেন; আমি বোসেই আছি, উচ্চবাচ্য নাই। ধ্যান ভঙ্গ হোলে মুনি ঋষিদের যেমন ভাবটী হয়, ঠিক্ তেম্‌নি ভাবে হঠাৎ একবার অর্দ্ধদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে বোল্লেন, "তার পর হরিদাস?" এই অসঙ্গত খাপ্‌ছাড়া প্রশ্ন শুনে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হোলো;—বিরাগে চঞ্চল।—অস্থির ভাবেই উত্তর কোল্লেম, "তার পর আজ আপনারে আমি ছাড়্‌চি না;—কোনো মতেই না!—অম্বিকার পরিচয়, আর আমার নিজের বংশের পরিচয় আজ আপনারে বোল্‌তেই হবে; কোনো মতেই আজ আপনি এড়ান্ পাচ্চেন না।"

আমার উত্তর শুনে মাণিক বাবু দুই চক্ষু ঘূর্ণিত কোরে তাকিয়ার উপর ঠেস্ দিয়ে বোসে, নলটা সোরিয়ে রেখে কর্কশস্বরে

বোল্লেন, "ফের্ যদি তুমি ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো, তা হোলে আমি বোল্‌চি, তোমার পক্ষে বড় ভাল হবে না! নিরাশ্রয় পথিক দেখে আদর অবেক্ষা করি, স্নেহমমতা করি, ভালবাসি, তাইতে তোমার এতদূর বুক বোনে গেছে? যা আমি কিছুই জানি না, বারবার বোল্‌চি, যার আমি বিন্দুবিসর্গও অবগত নই; সেই সব কথাই পুনঃ পুনঃ উত্থাপন?—আমাকে উত্যক্ত করাই তোমার অভিপ্রায় বটে? ফের্ যদি ওসব কথা ঠোঁটের আগে আনো, তা হোলে তোমার পক্ষে কখনোই ভাল হবে না!"

"ভালই হোক্ কি মন্দই হোক্, তা আমি গ্রাহ্য করি না!—নিরাশ্রয়ই হই, কি পথিকই হই, তাও আমি গ্রাহ্য করি না! ফল কথা, যা আমি আপনারে জিজ্ঞাসা কোচ্চি, তার উত্তর আজ চা-ই চাই।—আপনি আমারে যখন তখন নিরাশ্রয় বলেন, পথিক বলেন, পাগল বলেন, কত কি বলেন; সব আমি সহ্য কোরে থাকি। কিন্তু যদি ভেবে দেখেন, তা হোলে নিশ্চয় জান্‌বেন, আপনার জন্যেই আমি নিরাশ্রয়, আপনার জন্যেই আমি পথিক, আর আপনার জন্যেই আমি পাগল।—সকল বিষয়ের নিদানই আপনি!—আজ আপনারে সকল রোগের চিকিৎসক হোতে হবে;—হবেই হবে; কোনো ক্রমেই আজ আর এড়ান্ পাবেন না!" অতি উগ্রভাবে উগ্রস্বরে আমার রসনা এই সব কথা ত্বরিত-গতিতে উচ্চারণ কোল্লে।

মাণিক বাবুর উত্তর নাই।—বিকটমুখে, সক্রোধ-বক্রচক্ষে আমার দিকে একবার কট্ মট্ কোরে চেয়ে, প্রক্ষিপ্ত আল্‌বোলার নলটা পুনরায় মুখে দিয়ে, অন্যমনে তামাক খেতে লাগ্‌লেন।

আমি ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাল্লেম না;—সমান উত্তেজিতকণ্ঠে সমান উত্তেজিতভাবে পুনরায় বোল্লেম, "দেখুন, কতবার আপনি আমারে প্রতারণা কোচ্চেন। কত কাকুতি মিনতি কোল্লেম, কত উৎকণ্ঠা, কত উদ্বেগ জানালেম, পায়ে পর্য্যন্ত ধোত্তে উদ্যত হোলেম, কিছুতেই আপনি আমার প্রতি সদয় হোলেন না! আপনি এতবড় মহৎ লোক, আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর কেন?—আমি আপনার কি অপরাধ কোরেছি, আমার প্রতি আপনি এত নিষ্ঠুর কেন?—অর্থ প্রত্যাশী নই, ঐশ্বর্য্যের অংশ প্রত্যাশী নই, কিছুরই প্রত্যাশী নই; কেবল গুটীকতক মুখের কথা শোন্‌বার প্রত্যাশী মাত্র। এতে আপনি অত কৃপণতা কোচ্চেন কেন? পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কোল্লে আমার পক্ষে ভাল হবে না বোলে যে ভয় দেখাচ্চেন, কিন্তু আমি বোধ করি, আপনি যদি আজ সকল কথা না বলেন, তা হোলে আপনার পক্ষেও বড় ভাল হবে না! আপনার মন্ত্রশিষ্য পাষণ্ড দিগম্বর যে সব কথা বোলেছে, বরদার রাজপুত্র ভূপতি বাহাদুর স্বকর্ণে তা শুনেছেন।—রাজকুমার নিজেই বোলেছেন যে, আপনি যদি সহজে সে সব কথা স্বীকার না করেন, তা হোলে তিনি স্বয়ং এখানে এসে আপনারে স্বীকার করাতে বাধ্য কোর্‌বেন। যদি আদালত পর্য্যন্ত যেতে হয়, তাতেও তিনি অপ্রস্তুত নন। রাজপুত্র স্বয়ং সাক্ষী হবেন; আর, যার মুখে আমরা শুনেছি, আবশ্যক হোলে সেই কুয়েদী দিগম্বরকেও তিনি এখানকার আদালতে হাজির কোত্তে কালবিলম্ব কোর্‌বেন না!—দিগম্বরের জোবানবন্দীতে আপনারে ধরা পোড়্‌তে হবেই হবে। ভেবে দেখুন, ততদূর

পর্য্যন্ত হোলে আপনার পক্ষে কত বড় অমঙ্গলের কথা!”

“হাঁ হাঁ বুঝা গেছে!—ভূপতি রাও এ দেশের কে? তার যতদূর বিষয়বুদ্ধি, তা এক আঁচড়েই টের্ পাওয়া গেছে! গুজরাটের জঙ্গলেই সে মস্ত লোক; এখানকার আইন-কানুন কি জানে? কয়েদী সাক্ষী!—হুঁ!—গুজ্‌রাট থেকে কয়েদী এসে আমার বিপক্ষে জোবানবন্দী দিবে!!—হুঁ!—কয়েদীর জোবান-বন্দী কোন্‌কালে আবার গ্রাহ্য হোয়ে থাকে? একে ত সকলি মিথ্যা,—আমার সম্বন্ধে যদি সে কোনো কথা প্রকাশ কোরে থাকে, সে সকলি ত মিথ্যা কথা, তায় আবার কয়েদী!—কয়েদীর আবার জোবানবন্দী কি? তুমিও যেমন ক্ষেপা, তোমার মুরুব্বিও তেম্‌নি পাকা পোখ্‌তো লোক!—কয়েদীর আবার সাক্ষী!—হুঁ!—কয়েদীর আবার জোবানবন্দী!—নিশ্চয়ই তুমি ক্ষেপেছ!” উদাসীনভাবে আমার কথা অগ্রাহ্য কোরে রাজা মাণিকচাঁদ উপ-হাসেই সব উড়িয়ে দিলেন।

“আমি ক্ষেপেছি, না আপনি অন্যায় বোল্‌ছেন?—চলুন দেখি,—দশজন ভদ্র-লোকের কাছে বিচারের জন্যে চলুন দেখি; তাঁরা কি বলেন? আমি ন্যায় বোল্‌চি না আপনি ন্যায় বোল্‌ছেন? এই চিঠিখানা এক-বার দেখুন দেখি, আইন-কানুন জানা আছে কি না আছে, পাঠ কোরে একবার দেখুন দেখি?” এই কথা বোলে কুমার ভূপতি বাহাদুরের পত্রখানি বার্ কোরে দেখালেম। “যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দিগম্বর যে অপরাধে বন্দী, শ্রীল শ্রীযুক্ত বরদাধিপতি মহারাজ বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়া তাহার সে অপরাধ ক্ষমা করাইয়া দিব। তাহা হইলে তাহার জোবানবন্দীতে আর কোন বাধা থাকিবেক না।” পত্রের যে অংশে এই কথা-গুলি লেখা ছিল, সেই অংশটী বিশেষ কোরে দেখিয়ে দিলেম।

ধৈর্য্যেই হোক্, কি অধৈর্য্যেই হোক্, সন্তোষেই হোক্, কি অসন্তোষেই হোক্, রাজা মাণিকচাঁদ, সেই পত্রখানির আদ্যোপান্ত পাঠ কোল্লেন।—মুখ গম্ভীর হোলো। স্বভাবতঃ যে রকম গম্ভীর হয়, এ সে রকম গম্ভীর নয়,—অমাবস্যার অন্ধকারের সঙ্গে ঘনাবলী, সৌদা-মিনী, আর মৃদুগতি প্রভঞ্জন থাক্‌লে যেমন তরো গম্ভীর দেখায়, সেই রকম ভয়ানক গম্ভীর;—সঞ্জয়ের মুখে ভীষ্মদেবের শরশয্যা-শয়ন-সমাচার শুনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মুখ যেমন গম্ভীর হোয়েছিল, সেই রকম ঘোরতর গম্ভীর;—গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বিষাদ, চিন্তা, আর আশঙ্কার আবির্ভাব,—চঞ্চল অন্যমনস্ক,—প্রায় পাঁচমিনিট নিরুত্তর।

উত্তর প্রতীক্ষা করবার আর বিলম্ব সইলো না, বিকৃতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “এখন আপনি কি বলেন? প্রয়োজন হোলে কয়েদীর জোবানবন্দী বলবৎ হবে কি না?

অন্যমনে প্রায় দুমিনিট নিরুত্তর থেকে রাজা মাণিকচাঁদ ব্যস্তভাবে বোল্লেন, “জোবান-বন্দী কি?—মিথ্যা কথার আবার জোবান-বন্দী কি?—জোবানবন্দীতে যা হয় হবে;—আমি তোমাদের কিছুই জানি না!” এই কটী কথা বোল্লেম বটে, কিন্তু অন্তিম-সাহসের সঙ্গে নয়নে বদনে সভয়-চিহ্ন প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো।—তখনো পর্য্যন্ত চাতুরী দেখে আমার আর ধৈর্য্য থাক্‌লো না, “আচ্ছা, বোল্লেন না, আচ্ছা! তবে আমি এখন চোল্লেম; আর একবার আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

হবে! একটীবার সাক্ষাৎ হবে বটে, কিন্তু সেবারে আর বাড়ীতে নয়, আদালতেই দেখা শুনা!” এই কথা বোলে বিরক্তভাবে উঠে দাঁড়ালেম। ঘরের দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছি, এমন সময় মাণিক বাবু চঞ্চলস্বরে,—চঞ্চল অথচ বিনম্রস্বরে আমারে ডাক্‌লেন।—ডেকে, মিষ্টবাক্যে বোল্লেন, “ওহে, শোনো! শোনো! বোসো;—এত ব্যস্তই হও কেন? আদালত কি হে? তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, নিতান্ত অস্থির,—নিতান্ত অবোধ!—একটা সামান্য কথার জন্যে একজন বিদেশী রাজার ছেলেকে মধ্যস্থ মানা কেন?—উপযুক্ত সময়ে আপনা হোতেই সে সব কথা অনায়াসে তুমি জান্‌তে পাত্তে; তার জন্যে এত কাণ্ড করা কেন? তোমার পরিচয় যা কিছু আমি জানি, এত অল্প বয়সে সে সব কথা শুন্‌লে তোমার মনে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হবে, বিধির বিপাকে বিপদ ঘট্‌বারও সম্ভাবনা; সেইজন্যেই এতদিন কৌশল কোরে,—মন্দ অভিপ্রায়ে নয়, তোমার ভালোর জন্যেই এতদিন কৌশল কোরে সেই সব গুপ্তকথা গুপ্ত রাখ্‌তে চেষ্টা পেয়েছিলেম,—তা যখন তোমার মনঃপূত হোলো না, তাতে যখন তুমি ভুল্যই ভাব্‌লে, তখন আমি দোষ হোতে খালাস! এর পর যদি কখনো বিপদে পড়ো, তা হোলে আমার তাতে কিন্তু অপরাধ নাই! তবে কথা এই, সে সব বিষয় এখন আমি তোমারে বোল্‌তে পাচ্চি না; বিশেষতঃ কেবল মুখের কথাতে তোমার হৃৎপ্রত্যয় হবেই বা কি প্রকারে?—অম্বিকার আর তোমার বংশাবলীর যে সকল দলীল দস্তাবেজ আমার নিকট আছে, অন্বেষণ কোরে সেগুলি সংগ্রহ কোত্তে হবে। এখন আমি কার্য্যান্তরে ব্যস্ত, তাদৃশ অবসর নাই, আর সব দলীল আমার হাতেও নাই; অন্বেষণ কোরে একত্র কোত্তে অনেক সময় আবশ্যক। একমাস পরে তুমি আর একবার এখানে এসে সন্ধান নিয়ো, সেই সময় যা হয় স্থির করা যাবে। আর যদি ইচ্ছা করো, একমাসকাল এইখানেই থাকো।” এই পর্য্যন্ত বোলে উত্তর প্রতীক্ষায় রাজা মাণিকচাঁদ আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন।

“অঙ্গীকার কোল্লেন, এ-ই যথেষ্ট,—এ-ই আমার পরম লাভ;—আপনাকে সহস্র প্রকারে ধন্যবাদ।—আপনার ন্যায় আমিও কার্য্যান্তরে ব্যস্ত, একমাসকাল একস্থানে অপেক্ষা কোত্তে কোনো ক্রমেই পারি না। আপনি যেরূপ অনুমতি কোল্লেন, সে-ই ভাল; একমাস বিলম্বে এইখানে এসেই সাক্ষাৎ কোর্‌বো।” সংক্ষেপে আমার এইমাত্র উত্তর।

“ক্ষেপা ছেলে, সর্ব্বদাই ব্যস্ত! যখনি থাক্‌বার জন্যে অনুরোধ করি, তখনি কার্য্যান্তরে ব্যস্ত! এত কার্য্য কি তোমার? একমাস থাক্‌লে ক্ষতি হয়, এত কার্য্য কি তোমার? এইখানেই থাকো, তোমার প্রতি যেমন স্নেহ, যেমন মমতা, তার অন্যথা কিছুই হবে না; বিশেষ যত্নে, বিশেষ সমাদরে রাখ্‌বো; এইখানেই থাকো।” ব্যগ্রভাবে উতলা হোয়ে, রাজা বাহাদুর এইরূপ অনুরোধ কোল্লেন। মনের ভাব স্বরে ব্যক্ত হোলো না বটে, কিন্তু তাঁর মুখের আকৃতিতে সে ভাব অপ্রকাশ থাক্‌লো না। ভাব-ভঙ্গীতে সুপ্রসন্ন বদনে কোনো প্রকার দুরভিসন্ধি পরিষ্কাররূপে প্রস্ফুটিত হোতে লাগ্‌লো।

আমার চিন্তাকাতর-অন্তঃকরণ নিয়তই সন্দেহ-কাতর। মাণিক বাবুর ভাব-ভঙ্গীতে সেই অন্তঃকরণ নিত্য-সন্দেহে চঞ্চল হোলো।

ভাবলেম, একটু আগে যিনি আমার সঙ্গে তত উগ্র ব্যবহার কোল্লেন, বাড়ীতে রাখ্‌বার জন্যে তিনি এখন এত ব্যগ্রতা জানাচ্চেন কেন? মনে কিছু মন্দ অভিসন্ধি আছেই আছে। কি জানি, কবলে পেয়ে পাছে কোনো রকমে আমার অনিষ্ট করেন, সেই চিন্তাই বলবতী হোলো;—আশঙ্কার সঙ্গে চিন্তা। ইচ্ছা কোরে ভাবী বিপদকে আহ্বান করা অপেক্ষা, প্রস্থান করাই উত্তম কল্প। এইরূপ ভেবে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, বড় জরুরী কাজ, থাকা এ যাত্রা কোনো মতেই ঘোটে উঠ্‌ছে না; কল্য প্রত্যূষেই আমারে যেতে হবে। আপনি যেরূপ অনুমতি কোল্লেন, তা-ই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।—এক-মাস পরেই এখানে এসে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।"

আমার উত্তর শুনে রাজা মাণিকচাঁদ আর অধিক অনুরোধ কোল্লেন না। রাত্রের আবশ্যকমত সকল বিষয়ের আজ্ঞা দিয়ে অন্দরে প্রবেশ কোল্লেন।—রাত্রি প্রায় এগারোটা।

প্রায় আধ্‌ঘণ্টার পর একজন চাকর আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে নির্দ্দিষ্ট-ঘরে শয়ন কোত্তে দিলে। মাণিক বাবুর অনুরোধে উত্তর কর্‌বার আগে যে চিন্তা আমার অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন কোরেছিল, এখনো সেই চিন্তা প্রবল। চাকরটা বেরিয়ে গেলে দরজায় চাবী বন্ধ কোল্লেম। যে সকল গবাক্ষের দ্বার মুক্ত ছিল, সেগুলিও বন্ধ কোল্লেম,—তার পর কেউ কোথাও আছে কি না, ঘরের এধার ওধার চার ধার ভাল কোরে দেখে, নির্ভয়ে শয়ন কোল্লেম।—নিদ্রার অগ্রে চিন্তা আমার চির-সহচরী, সুতরাং ভালরূপ-প্রকারে নিদ্রা হোলো না, অগাঢ় নিদ্রা ভোরেই ভঙ্গ হোলো,—প্রাতঃকালে মাণিক বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে বৈঁচিতে যাত্রা কোল্লেম।

চতুর্নবতিতম কাণ্ড

আশা-মরীচিকা

এ যাত্রা সরাসর বৈঁচিতে না গিয়ে পথের ধারের বিখ্যাত বিখ্যাত গণ্ডগ্রামগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাতদিন পরে শ্যাম বাবুর বাড়ীতে উপনীত হোলেম।—যেজন্যে যাওয়া হোয়েছিল, তার কি হোলো, রাজা মাণিকচাঁদ কি বোল্লেন, শ্যামসুন্দর বাবুর এই প্রশ্ন এক একটী কোরে যথোচিত উত্তর দিয়ে দুখানি পত্র লিখ্‌লেম।—কাশীতে কৃষ্ণকিশোর বাবুকে একখানি, আর বরদার রাজপুত্র ভূপতি বাহাদুরকে একখানি। মানকর যাত্রার ফলাফল, ঐ দুই পত্রের নির্ঘণ্ট, পাঠক মহাশয়কে এখন এ কথা বলা পুনরুক্তি।

রাজা মাণিকচাঁদের অঙ্গীকারের দিন থেকে শ্যাম বাবুর বাড়ীতে আসার পর এক-মাস পূর্ণ হোতে যে কদিন বাকী ছিল, সে কদিন বৈঁচিতেই থাক্‌লেম।—শ্রাবণমাস শেষ হোয়ে গেল।—মধ্য-অবসরে কুমার ভূপতি বাহাদুরের এক পত্র পাই। তাতে তিনি লিখেছেন, ১৬ই শ্রাবণে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করা হোয়েছে।—পত্রখানি পাঠ কোরে আমার

হৃদয়ে পূর্ণ আশ্বাস। আমার অদৃষ্টের তখন যেরূপ ঘটনা উপস্থিত, অন্তরের সঙ্গে উপকার করা যাঁর অন্তরের বাসনা, সেই পরম উপকারী রাজকুলবন্ধু, সেই ঘটনার একমাত্র কর্ণধার নিকটে। আশা-মরীচিকার মধ্য-বক্ষে সম্পূর্ণ আশ্বাস!—রাজপুত্র দূরে ছিলেন, এখন অনেক নিকটে।—আমার চিন্তাদগ্ধ-হৃদয়ে আনন্দসলিলের প্রবাহ;—বিপুল আনন্দের বিপুল উৎস।

একমাস অতীত হোয়ে গেছে, ভাদ্রমাসের পাঁচদিনও অতীত, আমি শ্যাম বাবুকে বোলে পুনরায় মানকরে যাত্রা কোল্লেম।—আমাদের শাস্ত্রে ভাদ্রমাসকে অলক্ষণা বাধক-মাস বলে, সে মাসে কোনো অভীষ্ট সুকার্য্য কোত্তে লোকের মনে ইচ্ছাই হয় না, যদি করে, নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে নিতান্তই সন্দেহ; এটী এদেশের দৃঢ় সংস্কার। আমার তাতে কিন্তু বিশ্বাস অনধিক, সুতরাং আশাকে সহচরী কোরে, উৎকণ্ঠিতচিত্তে হৃদয়ের উৎসাহে মানকরে যাত্রা কোল্লেম। পথে দুদিন অতিবাহিত হোলো।

৭ই ভাদ্র রাত্রি যখন প্রায় নয়টা, সেই সময় আমি রাজা মাণিকচাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম।—বৈঠকখানায় হৈ হৈ শব্দ, সেতুবন্ধ স্রোতস্বতীর বর্ষাকালীন কল কল ধ্বনির মতন থেকে থেকে হাসির কলরব উঠচে, আমি প্রবেশ কোল্লেম। রাজা মাণিকচাঁদের সে দিন নূতন শ্রী।—ঘাড়পর্য্যন্ত লতানো ঝাঁকড়া চুল স্তবকে স্তবকে চুনাট করা, তার উপর পশমী কাজ করা একটী মৌলবী তাজ, গায়ে ঢাকাই মল্‌মলের ছোট ছোট বুটাদার আজানু আল্‌খাল্লা, তার উপর গোটাদার ঢাকাই একলাই,—ট্যার্চ্চা ফুলকাটা হাজারে বুটী ঢাকাই এক্‌লাই,—ঔদাস্যভাবে তরঙ্গাকুল ফেন-রাশির মত দুপাশে ছোড়িয়ে রয়েছে। পরিধান চওড়া পেড়ে কল্কাদার ফিন্‌ফিনে ধুতি, সাম্‌নে সট্‌কা।—আসে পাশে পারিষদেরা ঘিরে বোসে নানাবিধ রস-কৌতুকের গল্প কোচ্চে, হৈ হৈ চীৎকারে এক একবার বৈঠকখানা কেঁপে উঠচে। প্রায় দশ বারোজন লোক বৈঠকখানায় উপস্থিত। আমি রাজা বাহাদুরের সম্মুখে গিয়ে অভিবাদন কোল্লেম।—এতক্ষণ রাজমুখে সদম্ভ-হাস্যের প্রতিধ্বনি হোচ্ছিল, মাথা তুলে আমারে দেখে সেই মুখ যেন বিমর্ষ হোলো।—ধীরে ধীরে বোল্লেন, "এসেছ হরিদাস, বোসো। ভাল আছো ত?" আমার উত্তর না শুনেই তখনি মাথা হেঁট কোরে অন্যমনস্ক হোলেন।—পারিষদ লোকদের সঙ্গে এক একটী সৌখীন গল্প চোল্‌তে লাগ্‌লো।—আমি অদূরে বোস্‌লেম। একটু পরে আবার আমার পানে চেয়ে বোল্লেন, "এত রাত হোলো যে?—আচ্ছা,—তামাক দে রে!—একটু বোসো, আমি এখন কিছু ব্যস্ত আছি, পাঁচ দশজনে এসেছেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো, শুন্‌ছি।" সেবারেও আমার উত্তর শোন্‌বার অবসর হোলো না, অন্য লোকের সঙ্গে অন্য গল্প আরম্ভ কোল্লেন।—আমি বোসে বোসে তাদের অশ্রুতপূর্ব্ব, অদ্ভুত নতুন কৌতুক ঔদাস্যভাবে শুন্‌তে লাগ্‌লেম।

একজন মোসায়েব অনবরত হো হো রবে হাস্‌চে, আপনা আপনি হেসে হেসেই মজ্‌লিস্ সর্‌গরম্ কোচ্চে। পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল চরিতার্থ কর্‌বার জন্যে তার চেহারাখানি নিম্নভাগে চিত্রিত কোরে দিলেম।

গড়ন ঢেঙা, দোহারা, মাথায় চুল ছোট

ছোট, কতক পাকা, কতক কাঁচা, ঠিক যেন শান্তিপুরে নীলাম্বরী শাড়ীর উপর শাদা শাদা মাছি কাটা।—কটা রঙের বৈনাপাতি গোঁফ, তাতে তা দেওয়া, গাল পুরন্ত, টোবো টোবো, টানা চোক, কিন্তু কোল্‌বসা, ঘোলাটে চাউনি; ঠোঁট পাত্‌লা, ভিতরে ঠাঁই ঠাঁই গোলাপী রেখা,—ফিকে গোলাপী। শরীর ঢিলে, হাত লম্বা, পাঁচ আঙুলে পাঁচটী আংটী সাজানো, ট্যাকে চাবী বাঁধা মোহর ঝুলানো মোটা ঘড়ির চেইন, শান্তিপুরে মিহি ধুতি পরা, ঢাকাই গুল্‌-বাহারের চাদর গায়, কোমর সরু, তাতে হেলে হারের মতন সোণার মোটা গোট কাপড়ের উপর বার্ করা; ডান হাতে একখানি ঢাকাই রুমাল মুটো করা। অল্প অল্প ভুঁড়ি আছে, হাস্‌বার সময় ত্রিবলী শুদ্ধ সেইটী থল্‌থল্ কোরে নেচে উঠে।—বয়স আন্দাজ ৭০।৭৫ বৎসর, কিন্তু সাজগোজ দেখে বোধ হয়, ঠিক যেন একটী নবীন ছোক্‌রা,—সকের যাত্রার নকীব!

অন্য গল্পে ভঙ্গ দিয়ে সেই লোক অকস্মাৎ জোর-গলায় বোলে উঠ্‌লো, "রাজা ত রাজা, —রাজা যাকে বোল্‌তে হয়;—রাজার বেটা রাজা!—হাঃ হাঃ হাঃ!—যেমন চেহারা, তেম্‌নি পছন্দ।—দেখেছ, কি সুন্দর খুলেছে? —যখন বাবু ছিলেন, তখনো দশজনে দেখেছো, এখনো দেখ্‌চো, আমরা বালককাল অবধিই দেখে আস্‌চি, আগে আগে একটু লম্বা ছে ছিলেন, এখন গা পুরন্ত হোয়ে কেমন গণেশ ঠুটুনীর মতন বেঁটে খেঁটে দেখাচ্চে? বর্ণটীও একটু ময়লা ছিল, খুব ময়লা নয়, একটু একটু ময়লা, তপ্তকাঞ্চনের মতন শ্যামবর্ণ! এখন রাজা হোয়ে অবধি সেই বর্ণখানি কেমন ফুটেছে? যেন দুধ উথ্‌লে পোড়্‌চে, সোণার নদী ঢেউ দিচ্চে!—আর তাও ছ্যাখো, আহা! যেমন রং, তেম্‌নি গড়ন; টুপিটীও তেম্‌নি মানিয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ! ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ!—হাঃ হাঃ হাঃ!"

লোকটা আপনা আপনি এই রকম কথা কোচ্চে, আপনা আপ্‌নিই চেঁচিয়ে হেসে মাত্ কোচ্চে, কত রকম মুখভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী কোচ্চে, গা-ঘেঁসা গাড়লের মত গোড়িয়ে গোড়িয়ে পোড়্‌চে, কিন্তু শ্রোতারা কেউ-ই হাস্‌চে না। রাজা মাণিকচাঁদ তার কথা শুনে ঈষৎ ঈষৎ হেসে অপর পার্শ্বচরদের দিকে ফিরে বোল্লেন, "বাবাজী আমাদের বর্ত্তমান যুগের বৃহস্পতি!—আর বছর আমার বাড়ীর দুর্গা প্রতিমার কাঠামো হোয়ে সবে প্রতিমাখানি একমেটে হোয়েছে, আমি সেই কাটামো ওঁকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেমন বাবাজী! ঠাকুর কেমন হোচ্চে?" উনি তখুনি কাঠামোর সাম্‌নে ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণাম কোরে বোল্লেন, 'অতি পরিপাটি হোয়েছে, মা যেন হাস্‌ছেন!' একে একমেটে ঠাকুর, তায় আবার কাঁচা, মুখ পর্য্যন্ত বসে নি, অথচ ওঁর মা, মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌লেন! হাঃ হাঃ হাঃ!"

কথা শুনে ঘরশুদ্ধ লোক উচ্চরবে হেসে উঠ্‌লো;—রাজার তামাসা, সুতরাং কেউ-ই আর না হেসে থাক্‌তে পাল্লে না, উচ্চরবেই হেসে উঠ্‌লো। রাজাও একবার উরুদেশ চাপ্‌ড়ে, একবার করতালি দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন; আমার বিরক্তি বোধ হোলো।

যে লোকের প্রসঙ্গে এতদূর কৌতুক, সেই লোক একটুও অপ্রস্তুত হোলো না, বৃহন্নলার ন্যায় আস্ফালন কোরে হাত বাড়িয়ে বোল্লে, "মাইরি বোল্‌চি, গড়নের এম্‌নি কস্‌লত্ হোয়েছিল, খড়ের ভিতর থেকে মা

ভগবতী যেন উঁকি মেরে হাস্‌ছিলেন!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে চোক টিপে টিপে হেসে, একটা বড় তাকিয়ার গায়ে ঠেস্ দিয়ে আড় হোয়ে পোড়্‌লো। আমি তার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছি, এমন সময় সেই লোক চীৎকার-রবে বোলে উঠ্‌লো, "সে কথা বোল্‌ছেন কি মহারাজ! আপনি লোকটা কে? আপনার সক্‌টা কতদূর?—এই সেদিন সাড়েতিনলাখ টাকা দিয়ে একটা ঘোড়ার জীন কিনেছেন! —সক্‌টা কি?—একটাকা পাঁচটাকা নয়, একহাজার পাঁচহাজার নয়, সাড়েতিনলাখ-টাকা!—লোকটা কে?" বারবার এই কথা বোলে সোর্‌গোল কোত্তে লাগ্‌লো। আমার আর সহ্য হোলো না;—ধীরে ধীরে বোল্লেম, "সাড়েতিন্‌লাখ্ টাকায় একটা জীন্? এ অতি অসম্ভব কথা!—তবে বোধ হয়, তাতে হীরে জহরত ছিল!" সবেমাত্র এই কথা বোলেছি, এমন সময় সেই লোক তাকিয়া ছেড়ে উঁচু হোয়ে বোসে, ডান হাতের দুটী আঙুল যোড় কোরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোল্লে, "না না, না, চাম্‌ড়া,—শুদ্ধ চাম্‌ড়া! হীরে জহরত নয়, শুদ্ধ চাম্‌ড়া!" শুনেই ত আমি অবাক্!

রাজা মাণিকচাঁদ তার কথায় আমোদ কোরে বোল্লেন, "তা যা হোক্ দেওয়ানজী! (বিষ্ণু)—বাবাজী! আজ এখানে আহার হবে ত?" বাবাজী হেলে দুলে উত্তর কোল্লে, "আজ্ঞা না মহারাজ! আজ আর আহার হোচ্চে না। আহারের কথা যদি বলেন মহা-রাজ, তবে আর বছর আশ্বিনমাসে যেমন সেই ডালিম খাইয়েছিলেন, সেই রকম ডালিম একটী!" এই পর্য্যন্ত বোলে পারিষদদের দিকে চেয়ে চোক মোট্‌কে মোট্‌কে আবার বোল্লে, "ওহে বোল্‌বো কি, আর বছর বিস্তর টাকা ব্যয় কোরে হুজুর একটী ডালিম আনিয়েছিলেন, ম—স্ত ডালিম,—ভবানীপুরী ডালিম, অখণ্ড সমুদ্রবিশেষ বোল্লেই হয়!—রস ফেটে পোড়্‌চে, গা বোয়ে চারদিক দিয়ে টস্ টস্ কোরে রস পোড়্‌চে। দৈবাৎ তার একটী রোয়া ঠীক্‌রে বারাণ্ডায় পোড়েছিল, হঠাৎ আমি সেটী পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলে-ছিলেম। ওহে বোল্‌বো কি, তার রসে দেড়্‌হাত জমী ভিজে গেল। সেই একটী রোয়ার রসে দেড়্‌হাত মাটী ভিজে জবজোবে হোয়ে গেল!—বিবেচনা করো, কত বড় চিজ্!" সকলে হেসে উঠ্‌লো, রাজা বাহাদুর গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "যা হোক বাবাজী, আমি বৃদ্ধ হোলেম, আমোদ আহ্লাদ কোরে যে কদিন যায়, তা-ই ভাল!" বাবাজী জিব কেটে "ষাট্ ষাট্" বোলে আঙুল ঘুরিয়ে বোল্লে, "আপনার কিসের বয়স?—আপনি কেন বৃদ্ধ হবেন? এই—সেদিন ইন্দ্রজাল খেলায় আপনি কি সামান্য টাকাটা ব্যয় কোরেছেন? আপনার বয়স কি?—আপনি কেন বৃদ্ধ হবেন? বালাই বৃদ্ধ হোক, শত্রু বৃদ্ধ হোক্,—আপনি কেন হবেন? হাঃ হাঃ হাঃ!—এবার আপনার জন্মতিথি পূজোর রাত্রে আমি একটী গ্রহযাগ কোর্‌বো।—লোকে মাছ ছেড়ে দেয়, আমি একটী হনুমান ছাড়্‌বো। মাছ ছাড়ে কেন, মাছটী যতদিন বাঁচবে, যাঁর জন্মতিথি তিনিও ততদিন বাঁচ্‌বেন! হনুমান ছাড়্‌বো কেন, সীতাদেবীর বরে হনুমান যেমন অমর, আপনিও তেম্‌নি হনুমানের বরে এ পৃথিবীতে অমর হোয়ে থাক্‌বেন! হাঃ হাঃ হাঃ।" শেষ কথায় রাজা অবধি পারিষদ পর্য্যন্ত কেউ-ই আর হাসি রাখ্‌তে পাল্লেন না; বিরক্তমনে আমিও মুখ ফিরিয়ে একটু হাস্‌লেম।

সেই রাত্রে রাজভবনে মিত্র-ভোজনের আয়োজন ছিল। ঘড়িতে এগারোটা বাজ্‌বার পর রাজা বাহাদুর চাকরদের ডেকে আহারের উদ্যোগ কোত্তে আজ্ঞা দিলেন, সেই সঙ্গে আমারেও আহার কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন; একত্রে সকলে ভোজন করা গেল। রাত্রি যখন দুইপ্রহর অতীত, তখন মিত্রভোজকার্য্য পরিসমাপ্ত হোলো। একে একে সকলে বিদায় নিয়ে বিদায় হোলেন, আমার শয়নঘর নির্দ্দিষ্ট কোরে দিয়ে রাজা বাহাদুর অন্দর-মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।—অধিক রাত্রি হোলো বোলে আমিও আর অন্য কথা পাড়্‌লেম না,—গৃহ নিস্তব্ধ। পূর্ব্ববৎ সতর্ক হোয়ে ঘরের জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ কোরে আমি শয়ন কোল্লেম।

পরদিন প্রাতঃকালে বেলা আট্‌টার পর, রাজা মাণিকচাঁদ বৈঠকখানায় এসে বোস্‌লেন। চাকরেরা ব্যস্তসমস্ত হোয়ে সেবা শুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌লো। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবসরে একমাস পূর্ব্বের উদার প্রতিজ্ঞা স্মরণ কোরিয়ে আমি বোল্লেম, "যেরূপ অনুমতি ছিল, তদনুসারে একমাস পরেই আমি এসেছি। কৃপা কোরে এইবার আমার আশা পূর্ণ কোরুন। অম্বিকার আর আমার বংশাবলীর নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত কোরে আমারে আজীবন চিন্তাদায় থেকে মুক্ত কোরুন।"

"ওহো হো! কাল রাত্রে ব্যস্ত ছিলেম বোলে আগে তোমাকে সে কথা বলা হয় নি; এখানে সে কাজটী সিদ্ধ হোলো না। পূর্ব্বেই তোমারে বোলেছি, বহু আয়াসে দলীলপত্র অন্বেষণ কোরে সংগ্রহ কোত্তে হবে। আর সকল দলীল আমার হাতেও নাই; আমার বালককালের এক বন্ধু এখন পাটনায় আছেন, তাঁকে আমি ইতিমধ্যে এক পত্র লিখেছিলেম, তিনি উত্তর দিয়েছেন, সেখানে না গেলে অভীষ্টকার্য্য উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট। তা ছাড়া, বিশেষ কাজের অনুরোধে আমাকেও সেখানে যেতে হোচ্চে; বোধ হয় দু এক-দিনের মধ্যেই যাওয়া হবে। যোগাযোগ এক প্রকার হোলো ভাল; আমার অনুরোধপত্র নিয়ে তুমি একাকী গেলেও কার্য্যসিদ্ধ হোতো, কিন্তু যখন আমার নিজের যাওয়ার প্রয়োজন হোচ্চে, তখন আরো হোলো ভাল।—অন্যূন একমাস আমাকে সেখানে থাক্‌তে হবে। ইতিমধ্যে সুবিধামত তুমি একদিন পাটনায় যেয়ো, গোলাপলাল মঙ্গলদাসের বণিকছত্রে আমার ঠিকানা, গেলেই সাক্ষাৎ হবে, তোমার বাসনাও পূর্ণ হবে।" এইরূপ উপদেশ দিয়ে রাজা মাণিকচাঁদ প্রফুল্লমনে অন্য অন্য গল্প আরম্ভ কোল্লেন; চাকরেরা স্নানের আয়োজন কোল্লে;—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা দশটা। আমরা স্নান আহার কোরে বৈঠকখানায় বিশ্রাম কোত্তে লাগ্‌লেম। রাজা মাণিকচাঁদ সে যাত্রায় আমারে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক স্নেহ যত্ন কোল্লেন।

বৈকালে রাজা বাহাদুরের কাছে বিদায় নিয়ে আমি বৈঁচিতে এলেম।—থাক্‌বার জন্যে অনুরোধ কোরেছিলেন, বিশেষ আকিঞ্চনও জানিয়েছিলেন, পূর্ব্বমত আপত্তি কোরে অসম্মত হোয়ে বৈঁচিতে এলেম।—সেবারে কি হোলো, শ্যামসুন্দর বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন কোল্লেন, আমি সংক্ষিপ্ত ফল সংক্ষেপে তাঁরে জানিয়ে বন্ধুর উচিতমত প্রবোধ দিলেন। সুখ দুঃখের সম অংশী যিনি হন, তিনিই নশ্বর জগতে অকৃত্রিম মিত্র। যিনি উৎসবে, ব্যসনে,

দুর্ভিক্ষে, শত্রুবিগ্রহে, রাজদ্বারে আর শ্মশানে বন্ধু হন, তিনিই অকপট বন্ধু।—ভাগ্যগুণে শ্যামসুন্দর বাবুও আমার পক্ষে তাই;—তিনিও আমার সেইরূপ অসাধারণ বন্ধু। অদৃষ্ট আমার সর্ব্ব প্রকারেই বিকারকে নিমন্ত্রণ করে, কেবল একটী বিষয়ে সুকর। যে কোনো সৎ আত্মার সঙ্গে একটীবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়,—যাঁর সঙ্গে একবারমাত্র সুখ দুঃখের অন্যতর অবস্থার আলাপ সম্ভাষণ করি, সেই মহাত্মাই অন্তরে অন্তরে আমারে অতিশয় ভাল বাসেন।—পাত্র হই, কি না-ই হই, উদারতাগুণে স্নেহ মমতা কোত্তে ক্ষান্ত থাকেন না,—অকপটে প্রিয় কামনায় অনুগ্রহ কোরে থাকেন,—হিতাকাঙ্ক্ষী হোয়ে সমাদরে বন্ধু বোলে সম্বোধন করেন।—বৈচিতে শ্যামসুন্দর বাবুও আমার পক্ষে সেইরূপ অকপট মিত্র।

পাঁচদিন বৈচিতে থেকে, কাশীতে কৃষ্ণকিশোর বাবুকে মানকরের অষ্টমফলাফলজ্ঞাপক একখানি পত্র লিখে, শ্যাম বাবুকে বোলে কোয়ে পাটনায় যাত্রা কোল্লেম।

পঞ্চনবতিতম কাণ্ড

অঙ্গীকারের পরিণাম।

ভাদ্রমাসের ২১এ,—আমি পাটনায় উপস্থিত। মেওয়াগঞ্জের পশ্চিমপ্রান্তে একটী বাসা ভাড়া কোরে সেইখানে থাক্লেম। গোলাপলাল মঙ্গলদাসের গদীতে রাজা মাণিকচাঁদ থাক্বেন কথা আছে; অনুসন্ধান কোরে শীঘ্রই আমি সেই স্থানের ঠিকানা কোত্তে পাত্তেম, কিন্তু ক্রমাগত কয়েকদিন পথে পথে অত্যন্ত কষ্ট হোয়েছিল, সুতরাং সেদিন আর তাঁর ঠিকানার সন্ধান না কোরে বাসাতেই বিশ্রাম কোল্লেম।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠ্তে একটু বেলা হোলো।—তখনো সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,—অবিচ্ছেদ আলস্য; সুতরাং রাজা বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাওয়া হোলো না। বিশেষ আরো এক কারণ, তিনি এখানে এসেছেন কি না সন্দেহ। সেই সন্দেহ ভঞ্জন কর্বার জন্যে সেই বাড়ীর একজন লোককে ডাক্লেম। ডেকে, জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মানকরের রাজা মাণিকচাঁদ ঘোষ এখানে এসেছেন কি?" উত্তর পেলেম, "জানি না।" একটু ভেবে তারে আবার বোল্লেম, "দেখ বাপু! তিনি এসেছেন কি না, সেই সংবাদটী যদি আমারে এনে দিতে পারো, তা হোলে আমার যথেষ্ট উপকার হয়। গোলাপলাল মঙ্গলদাসের গদীতে তত্ত্ব কোল্লেই জান্তে পার্বে।" "আচ্ছা মশাই, জান্ছি।" এই কথা বোলে তখনি সে চোলে গেল। যখন গেল, তখন বেলা প্রায় নয়টা। আন্দাজ দেড়ঘণ্টা পরে ফিরে এসে সংবাদ দিলে, "আজ চার্ পাঁচদিন হোলো, রাজা মাণিকচাঁদ এখানে এসেছেন।" বার্ত্তাবহকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়ে মিষ্টবাক্যে বোল্লেম, "দেখ বাপু! আর একটী কর্ম্ম আছে। একখানি চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেইখানি তাঁকে দিয়ে আস্তে হবে। যদি

কিছু জবাব দেন, একটু অপেক্ষা কোরে সেইটী নিয়ে এসো।" এই কথা বোলে রাজা মাণিকচাঁদকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখ্‌লেম। "গত কল্য সন্ধ্যার অগ্রে আমি পাটনায় এসেছি, শরীর অসুস্থ বোলে আজ সাক্ষাৎ কোত্তে অক্ষম হোলেম, কল্য প্রাতে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ কোর্‌বো।" পত্রখানি মোড়ক কোরে শিরোনাম লিখে বাহকের হাতে দিলেম; সে বিদায় হোলো। অপরাহ্ণে ফিরে এসে বোল্লে, "রাজা বাহাদুর জবাব দিলেন না, কেবল বোল্লেন, "আচ্ছা।" তার কথা শুনে আমি মনে কোল্লেম, তবে কাল সকালে যাবো বোলেই প্রত্যুত্তর লিখ্‌লেন না। প্রত্যূষেই যাওয়া স্থির কোরে বাহককে বিদায় দিলেম। অন্য অন্য কাজে দিবামান কেটে গেল, প্রত্যূষেই উঠ্‌তে হবে বোলে সকাল সকাল শয়ন কোত্তে যাচ্ছি, এমন সময় একজন লোক এসে একখানা পত্র দিলে। খুলে দেখি, রাজা মাণিকচাঁদ বাহাদুরের পত্র। তাতে তিনি লিখেছেন, "এসেছ? আপ্যায়িত হোলেম! আমার গদীতে আস্‌বার প্রয়োজন করে না, কল্য সময়ক্রমে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ কোর্‌বো। স্বয়ং যদি একান্ত যেতে না-ই পারি, একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে পাঠিয়ে দিব। আবশ্যক বিষয়ের শেষ-মীমাংসা কালই হোয়ে যাবে।" পাঠ কোরে আমার চিন্তাকুল অন্তরে কিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মালো; সন্দেহ-সহচরকে আনন্দ-সহচরে পরিণত কোরে আমি শয্যায় গিয়ে শয়ন কোল্লেম। নিদ্রার অগ্রে কত প্রকার চিন্তা আর হর্ষ, আমার হৃদয়ে ক্রীড়া কোত্তে লাগ্‌লো। ভাব্‌তে ভাব্‌তে নিদ্রা আকর্ষণ হোলো, ঘুমুলেম।

ষণ্ণবতিতম কাণ্ড।

উভয় আগন্তুক

ঊষা আগমনের অগ্রেই নিদ্রা ভঙ্গ হোলো,—আগ্রহে আগ্রহে উৎসাহে উৎসাহে শয্যা থেকে উঠ্‌লেম। অন্তঃকরণ অখণ্ড আশ্বাসে পরিপূর্ণ! দরজার কাছে এসে প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবনীয় দর্শকের প্রতীক্ষা কোচ্ছি, ক্রমে সূর্য্যদেব উদয় হোলেন; কারো দেখা নাই। বেলা আট্‌টা,—ক্রমে নয়টা, তখনো কারো দেখা নাই।—না মাণিক বাবু, না বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, একজনেরও দেখা নাই।—দশটা বাজ্‌লো। এই দু তিনঘণ্টা আমার পক্ষে যেন শত শত বর্ষ বোলে জ্ঞান হোতে লাগ্‌লো। সূর্য্যের কর যতই প্রখর হোচ্ছে,—তাঁর রথ-চক্র প্রতি আবর্ত্তনে যতই অগ্রসর হোচ্ছে, আমার চিত্তও মুহুর্মুহু ততই অস্থির হোচ্ছে। —অধৈর্য্যভাবে একবার ঘরে, একবার সদর দরজায়, একবার রাস্তায়,—রণ-বার্ত্তা-শ্রবণ-লোলুপ সঞ্জয়-প্রমুখ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায়, আশা-বাক্যের প্রতীক্ষায় অস্থির হোতে লাগ্‌লেম। এই অবস্থায়, এইরূপ অস্থির চিত্তে, এইরূপ অধৈর্য্যে, অনেকক্ষণ অতীত হোলো; আরো যে কতক্ষণ সেই অবস্থায় থাক্‌তেম, সেটী চিন্তার অগোচর। অস্থির চিত্তে নানা

রকম ভাব্‌চি, এই অবসরে আমার সহচর আহার কোত্তে ডাক্‌লে। তখন জান্‌লেম, বেলা দুইপ্রহর অতীত। ব্যস্তসমস্ত হোয়ে অন্যমনেই স্নান আহার কোল্লেম। আহারান্তে পূর্ব্ববৎ আশায় আশায়, আগ্রহে আগ্রহে একটী ঘরে বোসে আছি, এমন সময় আমার সহচারী ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে, "একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে দরজায় অপেক্ষা কোচ্চেন।" ব্যগ্র হোয়ে আমি তারে ডাকৃতে বোল্লেম; আগন্তুক দর্শক তিন্‌মিনিট পরে প্রবেশ কোল্লেন।—প্রথম সংবাদে আমি ভেবেছিলেম, হয় ত রাজা মাণিকচাঁদই এসেছেন; কিন্তু দেখ্‌লেম, তিনি নন, নূতন লোক। তাঁর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, সম্পূর্ণ অবয়বে প্রফুল্লভাব পরিলক্ষিত হোলো। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, গড়ন দীর্ঘ, শরীর দোহারা; মাথায় খাটো খাটো চুল, অল্প অল্প কোঁকড়ানো; গোঁফ্ অযত্ন খেদে ওষ্ঠের দুইপাশে শুষ্ক ফুলের পাপ্‌ড়ির মতন পোড়ে আছে; ঠোঁট বড় পুরু নয়, মুখ শোভন্ত; সর্ব্বদাই হাসি হাসি; দাড়ী একটু ছোট, নাক মানান্‌সই, চোক্ উজ্জ্বল, ঘন ঘন পলক্ পোড়্‌চে; হাত দুখানি বেশ সুডৌল, কিন্তু কিছু লম্বা; পা দুটী একটু মোটা মোটা, কোমর খুব সরু নয়, উদরে ত্রিবলী, ভুঁড়ি নাই; বয়স অনুমান ৪৭।৪৮ বৎসর। মূর্ত্তিখানি গম্ভীর,—শান্ত, সুস্নিগ্ধ গম্ভীর। দেখ্‌লেই ভক্তিরসের উদয় হয়। আমি আসন থেকে উঠে সমাদরে অভ্যর্থনা কোরে তাঁরে বসালেম।—বোসিয়ে, সাগ্রহে স-উৎসাহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়ের কোথা থেকে আসা হোচ্চে? রাজা মাণিকচাঁদ বাহাদুর কি পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

আগন্তুক প্রফুল্লমুখে উত্তর কোল্লেন, "হাঁ বাপু! ঠিক অনুমান কোরেছ, সেইখান থেকেই আসা হোচ্চে বটে! তোমাকে দেখে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হোলেম। নাম শুনা ছিল, পরিচিত হবার নিমিত্ত নিতান্ত বাসনাও ছিল, চাক্ষুষ হোয়ে আজ সে মনোরথ পূর্ণ হোলো। আমার নাম শ্রীআমীরচাঁদ বসু, মানকরের রাজা মাণিকচাঁদ ঘোষ বাহাদুর আমার অতি অন্তরঙ্গ মিত্র।"

আমার হৃদয়ে আনন্দ-উৎস প্রবাহিত হোলো।—আগন্তুক যেরূপ সরল বিনম্রভাবে আত্মপরিচয় প্রদান কোল্লেন, যেরূপ বিশেষ শিষ্টাচার দেখালেন, তাতেও আনন্দ, আর রাজা মাণিকচাঁদ মানকরে যে অঙ্গীকার কোরেছিলেন, উদারহৃদয়ে সেইটী পালন কোত্তে সযত্ন আছেন, তাই ভেবেও আনন্দ। —সুতরাং আনন্দে আনন্দেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রাজা বাহাদুরের কাছে নিয়ে যাবার জন্যেই কি আপনি এখানে এসেছেন?"

"দেখা সাক্ষাৎ শীঘ্রই ঘোট্‌বে বটে, কিন্তু প্রিয়মিত্র হরিদাস! কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করো, উতলা হোয়ো না, শীঘ্রই কার্য্যসিদ্ধ হবে। আমি রাজা বাহাদুরের বন্ধু, আপদ বিপদ হোলে তিনি আমারি পরামর্শ গ্রহণ করেন, আমারি মতে চলেন,—আর তাঁরি দ্বারা নিযুক্ত হোয়েই তোমার কাছে—"

আমীরচাঁদ বাবু এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তেই সহর্ষে বিস্মিত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে কি আপনি রাজা বাহাদুরের উকীল?"

আমীর বাবু আমার কথার প্রকৃত উত্তর না দিয়ে প্রশান্তভাবে বোল্লেন, "আজ পাঁচ-

দিন হোলো, রাজা বাহাদুর পাটনায় এসেছেন, কাল রাত্রেই তোমার এখানে আস্তে অনুরোধ কোরেছিলেন, কিন্তু একজন আত্মীয়ের বিপদ-সংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়ীতে যেতে হোয়েছিল, সমস্ত রাত্রি সেইখানেই বদ্ধ ছিলেম, রাত্রে আস্বার সুযোগ ঘটে নি; সুতরাং আজ প্রাতঃকালে সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ কোরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছি।"

আমীর বাবু যদিও আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিলেন না, তথাচ আমি সমান আগ্রহে, সমান উৎসাহে পুনরায় বোল্লেম, "যখন আপনি রাজা বাহাদুরের অন্তরঙ্গ মিত্র, তখন তিনি অবশ্যই সকল কথা আপনাকে খুলে বোলেছেন,—সকল কথাই আপনি শুনে এসেছেন,—সকল বৃত্তান্তই আপনার জানা হোয়েছে। বোধ হয় সেই সব কথা বলবার জন্যেই আপনাকে আমার কাছে—"

শেষ পর্য্যন্ত শুনতে না শুনতেই বাধা দিয়ে তিনি বোল্লেন, "সমস্তই আমি শুনেছি, সমস্তই তিনি বোলেছেন, সমস্তই আমার জানা হোয়েছে, সেইজন্যেই আমার আসা। মানকরে তিনি তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা, যে অঙ্গীকার কোরেছিলেন, সেইটী পালন কর্‌বার উদ্দেশেই আমাকে পাঠিয়েছেন; সেইজন্যেই আমার আসা।" এই পর্য্যন্ত বোলে একটু থেমে বাবু আমীরচাঁদ গম্ভীরভাবে আবার বোল্লেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি, প্রিয়বন্ধু হরিদাস! আমি অত্যন্তই দুঃখিত আছি! রাজা মাণিকচাঁদ তোমাকে নানা প্রকারে বিস্তর কষ্ট দিয়েছেন,—বুঝ্‌তেই পাচ্চো, আমি কি বোল্‌ছি, কোন্ কোন্ কষ্টের কথা আমি বোল্‌ছি, মনের কথা বুঝ্‌তেই পাচ্চো!—আহা! তুমি বিস্তর কষ্ট পেয়েছ!" এই কথা বোলে তীক্ষ্ণ-বক্র-দৃষ্টিতে আমার দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন।

"কষ্টের কথা যদি তোলেন, সে অপার সমুদ্র!—সে সব কথা ছেড়ে দিন; আসল কথাগুলি কি, সেইটী আগে বলুন।—তাই শোন্‌বার জন্যে, তাই জান্‌বার জন্যেই আমার চিত্ত অতিশয় আকুল; অধৈর্য্য আমারে অত্যন্ত আকুল কোচ্চে।"

"আহা! অধৈর্য্য হবারি ত কথা! তুমি অনেক কষ্ট—"

আমীর বাবুকে বাধা দিয়ে আমি ব্যগ্রভাবে বোল্লেম, "সে কথার আন্দোলন আর কেন? গত শোচনায় প্রয়োজন কি? এখন যে জন্যে আসা হোয়েছে, সেই কথাই আগে বলুন।"

সে কথার উত্তর না কোরে বাবু আমীরচাঁদ বসু চমৎকৃতভাবে সবিস্ময়ে বোল্লেন, "এত অল্প বয়স তোমার; বোধ করি, বাইশ বৎসরের অধিক হবে না; ছেলেবেলা অবধিই কি তোমার দুঃসাহসিককার্য্যে অনুরাগ?"

আমি বিস্মিত হোয়ে বোল্লেম, "বিলক্ষণ মহাশয়! দুঃসাহসিককার্য্যে আমার অনুরাগ? আমি কি ইচ্ছা কোরে বিপদকে আহ্বান কোরেছি?—অদৃষ্টের ফেরে দুঃসাহসিক কার্য্য কোত্তে বাধ্য হোয়েছিলেম।—সে যা হোক্, এখন—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে আমীর বাবু বিনম্রস্বরে বোল্লেন, "হাঁ হাঁ, বটে বটে!—আমিও সেই কথা বোল্‌ছি! তোমার অদৃষ্টই তোমাকে ফিরিয়ে ঘুরিয়ে বিপদে ফেলেছিল বটে! তা যা হোক্, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করো, খানিকক্ষণ এসো অন্য কথার আলাপন করি, তার পর মূল বিষয় উত্থাপন করা যাবে!"

"কাজেই আমারে ধৈর্য্যধারণ কোত্তে হোলো,—যদিও অভীষ্ট কথা শোন্‌বার জন্যে পূর্ব্বাবধিই আমি অধৈর্য্য আছি, তথাপি আপনি যখন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন কোত্তে ইচ্ছুক, তখন কাজেই আমারে ধৈর্য্যধারণ কোত্তে হোলো। আর আপনি যখন ধৈর্য্যধারণ কোত্তে বোল্‌ছেন, তখন অবশ্য আমার ভালোর জন্যেই বোল্‌ছেন; নিঃসন্দেহই এ প্রসঙ্গের উৎকৃষ্ট হেতু আছে।" হৃদয়ের উত্তেজনাকে দমন কোরে ধীরভাবে আমি এই ক'টী কথা বোল্লেম।

"নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট হেতু! প্রিয় হরিদাস! নিশ্চয়ই তোমার ভালোর জন্যে আমি এ কথা বোল্‌ছি। আশৈশব যত কষ্ট, যত যন্ত্রণা, যত দুঃখ তুমি উপভোগ কোরেছ,—রাজা মাণিকচাঁদ যত বিপদের মুখে ক্রমাগত তোমাকে নিক্ষেপ কোরেছেন, আহা! সে সব কথা এখন স্মরণ কোত্তেও মহাকষ্ট বোধ হয়!—রাজাবাহাদুর অতি অন্যায় কাজ কোরেছেন! যা হোক্, তুমি যে ভগবানের কৃপায় সে সকল বিপদ আপদ অতিক্রম কোরেছ, এ-ই মঙ্গল!" এই ক'টী কথা বোলে, আমি কি উত্তর দিই, শোন্‌বার আশায় বাবু আমীরচাঁদ আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন।

"আপনি যে কথা বোল্লেন, সবই সত্য; রাজা বাহাদুর আমারে বিস্তর কষ্ট, বিস্তর যন্ত্রণা, বিস্তর মনোদুঃখ প্রদান কোরেছেন। বারবার আমি তাঁর কাছে কাকুতি মিনতি কোরে স্থূল তাৎপর্য্য জান্‌তে অভিলাষী হোয়েছি, বারবারই তিনি প্রবঞ্চনা প্রতারণায় অস্বীকার কোরেছেন। বোলেছেন, 'কিছুই আমি জানি না।' কিন্তু চক্ষের অন্তর হোলেই দেখিছি, যে রাজা বাহাদুর, সেই রাজা বাহাদুরই তিনি,—যে কুচক্রী, সেই কুচক্রীই মূর্ত্তিমন্ত!—তা যাই হোক্, অদৃষ্টবশে যা কিছু আপদ বিপদ আমার ভোগ হোয়েছে, কিম্বা তাঁর দ্বারা যা কিছু উপভোগ কোরেছি, আজীবন যদিও সেগুলি বিস্মৃত হোতে পার্‌বো না,—জীবনের সঙ্গে যদিও সেগুলি আমার অন্তরাত্মার সহচর হোয়ে থাক্‌বে, তথাচ কায়মনোবাক্যে তাঁকে আমি সর্ব্বপ্রকারে ক্ষমা কোত্তে প্রস্তুত আছি! এখন আপনি সে সব কথা ছেড়ে দিয়ে, আমার চির-অভিলষিত নিগূঢ়তত্ত্ব পরিব্যক্ত করুন;—মিনতি কোরে বোল্‌চি, সেই কথাগুলি বোলে, আমার চির-উৎকণ্ঠিত চিত্তকে সুস্থির করুন।" উত্তেজিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে এই ক'টী কথা বোলে, একটু থেমে, আরো উত্তেজিত হোয়ে, আরো উচ্চকণ্ঠে আবার বোল্লেম, "আমার পরিচয়, অম্বিকার পরিচয়, রাজা বাহাদুর আপনাকে কি বোলে দিয়েছেন, অনুগ্রহ কোরে সেইটী বোলে, আমার চির-উৎকণ্ঠিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।"

"অত উতলা হোচ্চো কেন? একটু স্থির হও! সেই সব কথা বল্‌বার জন্যেই ত আমার আসা? কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করো, একে একে সকল কথাই বোল্‌চি।—রাজা বাহাদুর তোমাকে পূর্ব্বাপর যে সকল বিপদে ফেলেছিলেন, সেই সব কথা, সেই সব তত্ত্ব, এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করবার কারণ, কেবল তোমার হিতবাসনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই কারণটী যখন তুমি জান্‌তে পার্‌বে,—সেই বিশেষ নিগূঢ় কারণটী যখন আমি তোমায় ভেঙে বোল্‌বো, তখন তুমি নিশ্চয়ই বুঝ্‌বে, আমি তোমার কেমন অকপট পরম হিতৈষী বন্ধু!" যেন একটু ক্ষুণ্ণ হোয়ে

নম্রভাবে বাবু আমীরচাঁদ এই কটী কথা বোল্লেন।

তাঁর মনের ক্ষুণ্ণ ভাব দেখে আমিও একটু ক্ষুণ্ণ হোলেম;—ভাব্‌লেম, বোধ হয় আমারি উত্তেজিতবাক্যে ইনি কিছু ক্ষুব্ধ হোয়ে থাক্‌বেন। এই ভেবে বিনীত ব্যগ্র-স্বরে বোল্লেম, "মহাশয়! এখন আমার বিশেষ প্রতীতি হোচ্চে, আপনি যথার্থই আমার পরম হিতৈষী বন্ধু;—আপনারে নমস্কার! ক্ষুণ্ণমনে বিমনস্কে যদি আমি কোনো অযথা কথা ব্যবহার কোরে থাকি, ক্ষমা কোর্‌বেন।—ভেবে দেখুন, আমার চিত্ত কিরূপ বিকার প্রাপ্ত; আমি কে, অম্বিকা কে, এই দুটী বিষয় জান্‌বার জন্যে আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল, সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত। সেই ব্যাকুলতায়, সেই উৎকণ্ঠায় যদি কোনো অযোগ্যবাক্য উচ্চারণ কোরে থাকি, ক্ষমা—"

নিকটে একটু সোরে বোসে অসমাপ্ত-বাক্যে বাধা দিয়ে আমীর বাবু গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "এ বিষয়ের আবার ক্ষমা প্রার্থনা কি? তোমার চিত্ত যে রকম অস্থির রয়েছে, এ অবস্থায় যখন তুমি যে কথা বলো, সবই শোভা পায়,—সব কথাই স্থির হোয়ে শুনতে হয়, ক্ষমা ত পদে পদে ধরাই আছে!—সে জন্যে আবার ক্ষমা প্রার্থনা কি?" এই পর্য্যন্ত বোলে, একটু থেমে, হাসি হাসি মুখে আবার বোল্লেন, "যা হোক্‌ হরিদাস, ভারি সাহস কিন্তু তোমার! অতুল বীরত্ব! সেই—বরদারাজ্যে ডাকাতের দলকে ঠেকিয়ে একজন স্বদেশী বন্ধুকে কেমন উদ্ধার কোরে-ছিলে? ডাকাতেরা তোমাকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে আড্ডাতে ধোরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুই কোত্তে পাল্লে না, উল্‌টে তুমিই তাদের সরদারকে বেঁধে ঘোড়ায় চোড়িয়ে নিয়ে এলে?—যা হোক্‌, ধন্য সাহস কিন্তু তোমার!—আচ্ছা ফাঁকিই দিয়েছিলে!" আমীর বাবু এই সব কথা বোলে উচ্চরবে হেসে উঠ্‌লেন।

তাঁর প্রমোদ-চিত্ত দেখে, তুষ্টিবর্দ্ধনের জন্যে বিনম্রভাবে আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, সে সব সত্য বটে, আমার দ্বারাই ডাকাতেরা ধরা পড়ে;—আমিই তাদের দলকে লণ্ড ভণ্ড কোরে শাস্তি দিবার হেতু হোয়ে-ছিলেম। কিন্তু আমার তাতে সাহস, বীরত্ব কিছুই নাই। পরমেশ্বরের কৃপায়, বরদার রাজকুমারের প্রসাদেই কৃতকার্য্য হোয়েছি; সেই রাজকুমারের অনুগ্রহেই স্বদেশী বন্ধু কৃষ্ণকিশোর বাবুকে উদ্ধার কোত্তে সমর্থ হোয়েছি। এতে আমার সাহস, বীরত্ব অথবা বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই নাই।"

আমার উত্তর শুনে আগন্তুক বন্ধু হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "হাঁ, তা বটে! বরদার রাজকুমার ডাকাতের দলে ছিলেন বোলেই সে বিপদে তোমার অনেক সাহায্য হোয়েছে! রাজপুত্র কেমন ছদ্মবেশে ডাকাতের দলে মিশে ছিলেন? কি চমৎকার ব্যাপার!" এই পর্য্যন্ত বোলে একটু চুপ্‌ কোরে, তার পর গম্ভীরভাবে আবার বোল্লেন, "স্বদেশী বন্ধুর উদ্ধারের কথা যা তুমি বোল্‌চো, তা, শুধু বন্ধু কেন? যিনি তোমার জন্মাবধি সমস্ত বিপদের মূলীভূত কারণ,—আমি আমাদের রাজা বাহাদুরের কথাই বোল্‌চি, যিনি তোমার জন্মাবধি সমস্ত বিপদের মূলীভূত কারণ, তাঁর স্ত্রী যখন কাল্‌নায় জলন্ত-অনলে দগ্ধ হোচ্ছিলেন, সেই সময় তুমি কেমন অলৌকিক সাহসে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ

কোরে তাঁর প্রাণরক্ষা কোরেছিলে? একি তোমার সামান্য সৎসাহস, আর সামান্য সৎস্বভাবের দৃষ্টান্ত? নিজের মুখে না-ই বলো, কিন্তু দেশ বিদেশে সকলেই এই কথা বলাবলি করে!"

"আজ্ঞা হাঁ, ভগবানের কৃপাতেই তিনি রক্ষা পেয়েছেন, আমার কি সাধ্য? পূর্ব্বেই ত আপনাকে বোলেছি, পরমেশ্বরই সকল বিপদের একমাত্র নিস্তারকর্ত্তা! তাঁরি কৃপায় সমস্ত বিপদ থেকে আমি নিস্তার পেয়েছি। যা হোক্ মহাশয়, বারবার সে সব কথা উত্থাপন কোরে আর আমারে লজ্জা দেন কেন?" শেষ কথা উচ্চারণ কোরে সলজ্জভাবে আমি মস্তক নত কোল্লেম।

"বিলক্ষণ! এতে আর লজ্জা শরম কি? তোমার বীরত্ব, দুঃসাহসিক কার্য্য দেশ রাষ্ট্র! সকলেই জানে, নিজের মুখে না-ই বলো, অপরে বোল্‌বে, তাতে আর লজ্জা কি?—এই যে বড় বড় লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজা রাজ্‌ড়ার সঙ্গেই তোমার বন্ধুত্ব, এ কথা কে না জানে? এতে আর লজ্জা কি?" মাধুর্য্যভাবে এই কথা বোলে আমার উত্তর প্রতীক্ষায় আমীর বাবু আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন।

আমি অধৈর্য্যভাবে বোল্লেম, "অগ্রেই ত আপনাকে নিবেদন কোরেছি, বরদার রাজকুমার ভূপতি রাও আমারে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, অত্যন্ত ভালবাসেন, তাঁরি অনুগ্রহে স্বদেশের অনেকগুলি প্রধান প্রধান লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হোয়েছে। তা যা হোক্, এ সব কথা ত অনেক হোলো, আমার অদৃষ্টের ভোগাভোগ, যত কিছু বিপদ, যন্ত্রণা, কষ্ট, দুর্ঘটনা, যা আপনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সব কথারি ত আমি প্রকৃত উত্তর দিলেম, এখন আপনি কাজের কথাটী বলুন; —রাজা বাহাদুর যেজন্যে আপনাকে পাঠিয়েছেন, এখন সেই কাজের কথাগুলি বলুন।"

"সেই সব কথাই ত আমি বোল্‌ছি, ব্যস্ত হও কেন? কাজের কথা বোল্‌বো বোলেই ত এই সব কথা আমি পাড়্‌ছি, আগাগোড়া না শুন্‌লে, স্থির মীমাংসা কি প্রকারে হবে? এত ব্যস্তই হোচ্চো কেন? আর তুমি যে বোল্লে সকল কথারি প্রকৃত উত্তর দিলেম, সে কি? সকল কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসাই বা কোরেছি কৈ? তোমার ভাগ্যের ফলাফলের শতাংশের একাংশ কথাও এখনো পাড়া হয় নি! রাজা বাহাদুর সমস্তই আমাকে বোলেছেন, তোমার অতুল সাহস, সুমহৎ গুণ, সরল স্বভাব, মহাবিপদে অব্যাহতি, সমস্তই আমি তাঁর মুখে শুনেছি। সব কথা কি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছি? রোসো, থামো, বলি শুন!—এই দেখ, কাল্‌নার গঙ্গায় ঝড়ে নৌকা-ডুবী, সেটা কি সামান্য বিপদ?—জোচ্চোর দিগম্বর দফা দফা তোমারে ফাঁকি দিলে,—গিরি-গুহায় আবদ্ধ কোরে ডাকাতের হাতে ধোরিয়ে দিলে, সেটা কি সামান্য বিপদ?—এক রাত্রে বারাণসীর গুণ্ডারা ষড়যন্ত্র কোরে তোমাকে প্রাণে মারতে বাড়ী চড়াও হোয়েছিল, সেটীও কি সামান্য বিপদ? আরো দেখ—"

অধৈর্য্য অপেক্ষাও অধৈর্য্য হোয়ে বাবু আমীরচাঁদের এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা আমি শুন্‌লেম। মাঝে মাঝে অধীরভাবে বাধা দিতে উদ্যত হোয়েছিলেম, স্রোত-মুখে তিনি তাতে ক্ষান্ত হন নি; অবশেষে কোনোক্রমে ধৈর্য্যধারণ কোত্তে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর

কথা চাপা দিয়ে বিরসভাবে বোল্লেম, "ও সব কথা আর কেন?—ঈশ্বরের করুণায় যখন সমস্ত বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, তখন আর ও সব কথার উত্থাপন কেন? এখন মহাশয় কাজের কথা পাড়ুন। আমি কে, অম্বিকা কে, সেই বিষয়ে রাজা বাহাদুর যা আপনাকে বোলে দিয়েছেন, অনুগ্রহ কোরে সেই কথাগুলি বলুন। মিনতি কোচ্চি, বাজে কথা পেড়ে আর আমাকে ত্যক্ত কোর্‌বেন না।"

তড়িতগতিতে স্তম্ভিতভাবে যেন একটু শিউরে উঠে আগন্তুক মহাশয় বিক্রতস্বরে বোল্লেন, "বলো কি? এ সব কি বাজেকথা? ঘোর বিপদ, যাতে তোমার প্রাণপর্য্যন্ত নাশ হোতো, সে সব হোলো বাজে কথা? তুমি দুর্জ্জয় সাহসী, ও সব বিপদে ভ্রূক্ষেপ না কোত্তে পারো, কিন্তু এক একটী কোরে বোল্‌তে গেলেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে, সর্ব্ব শরীর থর্ থর্ কোরে কাঁপে! আচ্ছা, আমি এখন বিদায় হোলেম।"

"বলেন কি মহাশয়? এরি মধ্যে বিদায়? এইজন্যেই কি আপনার আসা হোয়েছিল? এই সব কথা জিজ্ঞাসা কোত্তেই কি আপনি এসেছিলেন? এতক্ষণের আলাপের কি এ-ই পরিণাম?—কাজের কথা কি কিছুই হবে না? বাগাড়ম্বরমাত্রই সার হোলো? এখনি বিদায়?" অর্দ্ধেক নৈরাশে, অর্দ্ধেক সক্রোধ-ঘৃণায় আমি এই কথাগুলি উচ্চারণ কোল্লেম।

"ধৈর্য্য হও, স্থির হও, উতলা হোয়ো না, শীঘ্রই তোমার অভীষ্ট বিষয়ের মীমাংসা হবে! আমি তোমার চিত্ত পরীক্ষা কোত্তে এসেছিলেম; ধৈর্য্যধারণ কেমন কোরে করে, সেই উপদেশটী তোমারে শিক্ষা দিয়ে গেলেম! —কাল তুমি মূলতত্ত্ব সমুদয় জানতে পার্‌বে; —এখন আমি বিদায় হই। আজ যেমন সময় এসেছিলেম, কাল ঠিক তেম্‌নি সময়, হয় আমিই আসি, কিম্বা আমার তুল্য আর একজন রাজবন্ধুই আসুন, যার মুখে হোক্, কাল নিশ্চয়ই সমস্ত তত্ত্ব জান্‌তে পার্‌বে। হঠাৎ বহুদিনের অজ্ঞাত বাঞ্ছিত কথা শুন্‌লে, অতি আনন্দে পাছে তোমার চিত্ত বা শরীর অবসন্ন হয়, সেই শঙ্কায় আজ আমি তোমার সাক্ষাতে প্রকৃত কথা প্রকাশ কোল্লেম না। কাল নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হোতে পার্‌বে। স্থির হও, উতলা হোয়ো না, কোনো চিন্তা নাই।" আশ্বাসবাক্যে এই সব কথা বোলে মিত্রব্যবহারে আমারে আলিঙ্গন কোরে বাবু আমীরচাঁদ আমার নিকট হোতে বিদায় হোলেন।—সূর্য্যদেব অস্তাচলের চূড়ায় আরোহণ কোল্লেন,—গোধূলি অতীত,—সন্ধ্যা। চিন্তায় চিন্তায় সমস্ত যামিনী অতিবাহিত হোলো।

রজনী প্রভাত।—প্রভাতেই শয্যা থেকে গাত্রোত্থান কোরে, একটী ঘরে গিয়ে বোস্‌লেম;—বাসা ছেড়ে কোথাও গেলেম না। এই জন্যে গেলেম না, দর্শনাকাঙ্ক্ষী আমীর বাবু, অথবা তাঁর আত্মীয় এসে দেখা না পেয়ে যদি ফিরে যান। যদিও জান্‌তেম, আমীর বাবু কাল যে সময়ে এসেছিলেন, তখন অপরাহ্ন, আজও সেই সময় আস্‌বার কথা, তথাচ উৎসাহবশে মুহূর্ত্তকে দিন, দণ্ডকে বর্ষ, আর প্রহরকে যুগের ন্যায় বোধ হোতে লাগ্‌লো। বেলা যখন দুইপ্রহর, একজনও এলেন না, তখন উৎসাহে উৎসাহে আরো অধিক অস্থির হোতে লাগ্‌লেম। চিন্তামগ্ন-চিত্তে উৎকণ্ঠিত আছি, দুইপ্রহর অতীত হোয়ে

গেল; সহচর ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে, "জানকী সেন নামে একজন ভদ্রলোক দরজায় উপস্থিত, সাক্ষাৎ কোত্তে অভিলাষ করেন।" নাম যদিও অশ্রুতপূর্ব্ব, তথাপি পূর্ব্বউৎসাহে পরিচিত অপরিচিত বিচার না কোরেই অবিলম্বে তাঁরে ডেকে আন্‌তে বোল্লেম।

অভিনব আগন্তুক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। তাঁর আকার নাতিদীর্ঘ, গড়ন রোগা রোগা; বর্ণ, শ্যাম উজ্জ্বল; গাল চড়ানো; চক্ষু ছোট, কোটরে বসা; নাক টিকোলো, মুখ বিমর্ষ, সদাই যেন চিন্তাযুক্ত; উদর আর বক্ষের আয়তনে প্রায় অভেদ; বুক খালা, খালা, হাত সরু, পা দুখানি দীর্ঘ; মাথায় চুল অল্প, কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত, পাত্‌লা পাত্‌লা; গোঁফ নাই, কামানো; দাড়ীর আয়তন কিছু লম্বা; বয়স আন্দাজ ৪৪।৪৫ বৎসর। পরিধান একখানি শুক্ল ধুতি, দোছোট্, এক চাদর মাত্র। আকারে কর্কশ ও গাম্ভীর্য্য মূর্ত্তিমান; দর্শনে শান্তিভাব অতি অল্প, অথচ যেন বহুযত্নে সাধ্যমত সুস্থির।

ধীরে ধীরে আমার নিকটে এসে মিত্রভাবে অভিবাদন কোরে তিনি বোল্লেন, "প্রিয় বন্ধু হরিদাস! আমি রাজা মাণিকচাঁদ ঘোষ বাহাদুরের পরম বিশ্বাসী বন্ধু। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত তিনি আমারে পাঠিয়ে দিয়েছেন!" যথোচিত অভ্যর্থনা কোরে আমি তাঁরে বসালেম। বোল্লেম, "বাবু আমীরচাঁদ বসু কাল এখানে এসেছিলেন। তিনি যে রকম রাজা বাহাদুরের উকিল, আপনিও বোধ হয় সেইরূপ পদস্থ হবেন; অনুমান হয়, এক ব্যবসায়েরি অংশী।"

"যদিও আমি তাঁর অংশী নই বটে, কিন্তু বিশেষ আবশ্যক হোলে, আমরা উভয়েই একত্রে পরামর্শ কোরে থাকি। ভাগ্যক্রমে উভয়েই আমরা রাজা মাণিকচাঁদ বাহাদুরের বিশ্বাসভাজন বান্ধব! রাজা বাহাদুর তোমার ইষ্টসিদ্ধি কোত্তে বিশেষ আগ্রহবান্; আমরা উভয়েই সেই বিষয়ের সহায়তা কোত্তে আন্তরিক অভিলাষী! প্রহর্ষমুখে জানকী বাবুর এই পর্য্যন্ত উত্তর।

আহ্লাদচিত্তে আমি তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে আপনি সেই জন্যেই এসেছেন? আমারে—"

"হাঁ, সেইজন্যেই আমার আসা হোয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতিবশে সেই সকল কথা শুন্‌তে তুমি কতদূর উৎসুক, আর সমস্ত মূলতত্ত্ব শুনে তোমার কতখানি আনন্দ হবে, সেইটী জান্‌বার জন্যে সর্ব্ব প্রথমে তোমার সঙ্গে আমি অন্য কথায় দু চারটী আলাপ কোত্তে ইচ্ছা করি। তার পরেই সমুদয় নিগূঢ় কথা একে একে ভেঙে বোল্‌বো।" নীরস নম্রস্বরে আগন্তুক এই কটী কথা বোলে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চাইলেন।

"আবার কথা?" অধৈর্য্যে কম্পিত হোয়ে, দারুণ মানসিক সন্দেহে এই দুটী শব্দ উচ্চারণ কোরে, ব্যগ্রস্বরে আবার বোল্লেম, "বিনয় কোচ্চি, মিনতি কোরে বোল্‌চি, আপনি আমারে সেই কথাগুলি বলুন। তাতে আমার অসহ্য হর্ষ বিষাদ কিছুই হবে না, বরং অন্তরাত্মা শীতল হবে।"

"একটু ঠাণ্ডা হও,—হরিদাস! একটু ঠাণ্ডা হও! সব কথাই আমি বোল্‌চি, উতলা হোয়ো না, তোমার চেয়ে আমার বয়স অধিক, অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, জগতের গতি আমার যতদূর জানা আছে, তত কখনোই তোমাতে সম্ভবে না! শিশুকাল

থেকে নানা আপদ বিপদে জড়ীভূত হোয়ে, তোমার মন অতি চঞ্চল হোয়েছে; তুমি—"

জানকী বাবু এই ভাবের কথা বোল্‌ছেন, মধ্যস্থলে বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "যে সব কথা নিয়ে আমীর বাবু কাল এক বেলা তর্কবিতর্ক কোরে গেছেন, আপনি আবার সেই সব কথা বৃথা বৃথা তোলেন কেন? মূল কথার কি হোলো?"

নূতন আগন্তুক যেন চমকিত হোয়ে বোল্লেন, "আমীর বাবুর সঙ্গে তোমার যে, কি কি কথা হোয়েছে, তার আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না,—দুদিন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই!—রাজা মাণিকচাঁদ বিশেষ অনুরোধ কোরে আজ আমায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

সচঞ্চলভাবে জানকী বাবুর মুখপানে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যখন আপনি কাজের কথা কিছুই বোল্‌ছেন না, আমীর বাবু এসেছিলেন, কেন এসেছিলেন? তা পর্য্যন্ত যখন আপনি বোল্‌তে পাচ্চেন না, তখন আপনার এখানে আস্‌বার সবিশেষ হেতু কি? আলাত্ পালাত্ গল্প কোত্তেই কি আপনার আসা হোয়েছে?"

"তা নয়, তা নয়, স্থির হও! তুমি আমার অভিনব বন্ধু, সেইজন্যে দু একটী মিত্রালাপ কোচ্চি মাত্র! তুমি জানো—"

বক্তার কথায় বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "অভিনব বন্ধু? সে কথা সত্য! বন্ধু ভিন্ন অন্য লোককে রাজা বাহাদুর আমার কাছে পাঠাবেনই বা কেন? সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—এক প্রকার স্থির নিশ্চয়!"

"বটেই ত!—বটেই ত! বন্ধু ছাড়া কোনো লোককেই তিনি পাঠাবেন না!—কখনোই না!—রাজা বাহাদুর তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, অনেক বিপদ আপদের মুখে ফেলেছেন, তোমার সরলতাগুণে অবশেষে সদয় হোয়েছেন। এ সময় বন্ধুছাড়া অপর লোককে কি তিনি পাঠান? কেমন, যে সব কথা আমি বোলেছি, এ সব তোমার মনের সঙ্গে মিল্ খাচ্চে কি না?" আগন্তুক প্রশ্নকারের সহসা এই অসম্বন্ধ প্রশ্ন।

ব্যস্তভাবে আমি বোল্লেম, "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন! বারবার এরূপ প্রশ্ন কোরে আমার উৎকণ্ঠিত হৃদয়কে আর অধিক উৎকণ্ঠিত কোর্‌বেন না। দেহধারণে যতদূর কষ্ট ভোগ কোত্তে হোয়েছে, আমি ভুক্তভুগী, আমি ত জানিই, রাজা বাহাদুরও কিছু কিছু জানেন, আমীর বাবুকেও কাল সব খুলে বোলেছি; তবে আর বারম্বার সে সব কথার আন্দোলন কেন? আপনি কি ভাবেন, পুনঃ পুনঃ স্মরণ কোল্লে তাতে আমার আমোদ হবে? রাজা বাহাদুর বাল্যাবধি আমারে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, অনেক বিপদে ফেলেছেন, সব সত্য;—বিপদসমুদ্র অপার! কিন্তু সে সব যখন আমি অকপট অন্তরে ক্ষমা কোত্তে প্রস্তুত আছি, তখন আর সে সব কথা কেন? আপনি এখন কাজের—"

অর্দ্ধ উক্তি স্থগিত কোরে জানকী বাবু মাধুর্য্যস্বরে বোল্লেন, "বৃথা তুমি উতলা হোচ্চো হরিদাস! একটু স্থির হও, পুনঃ পুনঃ বোল্‌ছি, একটু স্থির হও, কাজের কথা এখুনি আমি তোমারে বোল্‌বো। সেই কথা বল্‌বার জন্যেই যখন আমি এসেছি, তখন তুমি আপনা আপনি ব্যস্ত হোয়ে, বৃথা আমাকে বাধা দিচ্চো কেন?"

একটু অপ্রস্তুত হোয়ে আমি বিনম্রভাবে

বোল্লেম, "আপনার আশ্বাসবাক্যে আমার অস্থির অন্তঃকরণ অনেক পরিমাণে সুস্থির হোলো। যখন আপনি আমার ইষ্ট-কথা বল্‌বার আশ্বাস দিচ্ছেন; তখন উতলা হবার আর কিছুমাত্র কারণ নাই;—হৃদয় সম্পূর্ণ-রূপে প্রবুদ্ধ হোলো! এখন আপনি কি বোল্‌তে চান বলুন।"

"যে কথা জান্‌বার জন্যে তুমি রাজা বাহাদুরের কাছে মানকরে গিয়েছিলে, সেই সময় তিনি যে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেন, সমস্ত তত্ত্ব জানা ছিল না বোলেই তিনি তখন বোল্‌তে পারেন্ নি। এখন সেই সব কথা তোমাকে নিশ্চয় কোরে বল্‌বার জন্যেই আমাকে—"

জানকী বাবুর কথার ভাবে শেষকালে তিনি যে কি বোল্‌বেন, সাগ্রহমনে সেইটী সিদ্ধান্ত কোরে তাঁকে বাধা দিয়ে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে কি আপনি সেই সকল দলীলপত্র সঙ্গে কোরে এনেছেন?"

"স্থির হও, স্থির হও, হরিদাস! স্থির হও! যে সব কথা আমি বোল্‌ছি, স্থির হোয়ে শোনো! যা আমি জিজ্ঞাসা করি, এত উতলা না হোয়ে তারি প্রকৃত উত্তর দাও! এই বয়সে তুমি কত রকম দুর্জ্জয় সাহসের কাজ কোরেছ, সরল সৎস্বভাবে কত লোকের হিত-সাধন কোরেছ, সে সময় তুমি কেমন স্থির, শান্ত, আর ধৈর্য্যগুণে যশস্বী হোয়েছিলে?—দারুণ সঙ্কটে তোমার কেশাগ্রপর্য্যন্তও প্রকম্পিত হয় নি, আর এখন এই একটা যৎ-সামান্য কথায় ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাচ্চো না? ধন্য তোমার সাহস! কত লোকে কত সময়ে তোমাকে ভীষণ বিপদের মুখে নিক্ষেপ কোত্তে চেষ্টা কোরেছে, অসমসাহসী বীর পুরুষের ন্যায় তা থেকে তুমি নির্ব্বিঘ্নে নিস্তার পেয়েছ, প্রাণান্তকর মহা মহা বিপদে কত লোকের প্রাণ রক্ষা কোরেছ, পাষণ্ড দুষ্ট লোকদের ষড়চক্র ভেদ কোরে রাজবিচারে তাদের যথোচিত শাস্তি দিয়েছ, লোকের হিত কামনায়, মঙ্গল বাসনায়, জীবন পর্য্যন্ত পণ কোরেছ! ধন্য তোমার সাহস! ধন্য তোমার দয়া! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা!" উচ্চ উচ্চ স্বরে জানকী বাবু এই শেষ কথা-গুলি উচ্চারণ কোল্লেন।

"আবার আপনি সেই সব কথা তুল্‌ছেন? এইমাত্র আপনাকে বোল্লেম, আমীর বাবু এই সকল কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কোরে আমার মুখ থেকে শুনে গিয়েছেন; আবার আপনি সেই সব কথা তুল্‌ছেন? ছেড়ে দিন,—বাজে কথা ছেড়ে দিন! এ সব কথার সঙ্গে আমার ইষ্টকথার সম্বন্ধ কি? আমার পরিচয় বলুন, অনাথা অম্বিকার পরিচয় বলুন, আমার চির আশাকে আশ্বাসিত করুন! আমাদের বংশপত্র, আর যাতে কোরে আমাদের বংশপরিচয় প্রকৃতরূপে সপ্রমাণ হবে, সে সকল দলীলপত্র রাজা বাহাদুর আপনাকে দিয়েছেন কি না, তাই বলুন——সঙ্গে কোরে এনেছেন কি না, তা-ই বলুন, এই সব কাজের কথাই আমি শুন্‌তে চাই, বাজে কথা ছেড়ে দিন! বারবার আমি জিজ্ঞাসা কোচ্চি, বারবার আপনি বাজে কথা পেড়ে আসল কথা চাপা দিচ্ছেন!—মিনতি কোরে বোল্‌ছি, কাজের কথা পাড়ুন; পুনঃ পুনঃ অন্য কথা আর উত্থাপন কোর্‌বেন না।" ত্যক্ত বিরক্তভাবে দুই তিনবার আমি এইরূপ উক্তি কোল্লেম।

"আমি না কি রাজা বাহাদুরের বন্ধু, তিনি এখন তোমার হিতাভিলাষী, আমিও সেইরূপ

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সেইজন্যে তোমার সম্বন্ধে যা যা ঘোটেছে, শুন্‌তে ইচ্ছা করি! আহা! রাজা বাহাদুরের দ্বারা তুমি যে সকল বিপদে—”

অর্দ্ধ উক্তিতে প্রশ্নকর্ত্তাকে ক্ষান্ত কোরে, অত্যন্ত উত্যক্ত হোয়ে তীব্রস্বরে আমি বোল্লেম, “বিপদের কথা আবার? পুনঃ পুনঃ যা শুন্‌ছি, যা বোল্‌ছি, সেই সব কথা আবার? যথেষ্ট হোয়েছে, আর নয়, ক্ষমা করুন, আর আমি ধৈর্য্যধারণ কোত্তে পাচ্চি না!”

“আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার যদি ত্যক্তই বোধ হয়, সে সব কথা যদি আমাকে না-ই বলো, তবে আর আমি তোমাকে বিরক্ত কোত্তে চাই না। বোসো, আমি চোল্লেম।” এই কথা বোলে অস্থিরভাবে জানকী বাবু উঠে দাঁড়ালেন।

তাড়াতাড়ি আমি তাঁর হাত ধোরে বোসিয়ে ব্যস্তভাবে বোল্লেম, “সে কি মহাশয়! চোল্লেন কি বলেন? বসুন বসুন! রাজা বাহাদুরের হাতে যে সব যন্ত্রণা আমি ভোগ কোরেছি, শুনে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তা না হয় আবার আমি বোল্‌ছি! বসুন, ত্যক্ত হবেন না, ব্যস্ত হবেন না, বোল্‌ছি। তাঁর দ্বারা আমি অনেক যন্ত্রণা উপভোগ কোরেছি। এত যন্ত্রণা, এত বিপদ যে, পৃথিবীতে মানবদেহ ধারণ কোরে কেউ কথনো তত যন্ত্রণা, তত বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও করে নি! কেমন, এখন আপনি সন্তুষ্ট হোলেন ত?”

“যথেষ্ট! যথেষ্ট! তবে হরিদাস! এখন তুমি বোসো, আমি বিদায় হোই!” শশব্যস্তে এই সংক্ষিপ্ত কথা বোলে জানকী বাবু আবার উঠে দাঁড়ালেন।

“সে কি মহাশয়! বিদায় হোই কি? যে জন্যে এসেছেন, তার কিছুই বোল্লেন না, এখনি বিদায়?” এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আমিও তাঁর ন্যায় শশব্যস্ত হোয়ে উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেম।

“হাঁ হাঁ, স্মরণ ছিল না, বোল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম! আজ সন্ধ্যার পর আমি আবার এসে তোমাকে সঙ্গে কোরে রাজা বাহাদুরের কাছে নিয়ে যাবো। একান্ত যদি নিজে আস্‌তে না-ই পারি, সম-বিশ্বাসী আর একজন কর্ম্মচারী এসে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবেন। আজ রাত্রে সকল বিষয়েরি স্থির মীমাংসা হবে,—দলীলপত্র সকলি সেই খানে দেখ্‌তে পাবে।” এইরূপ আশ্বাসবাক্যে আমারে যথোচিত প্রবোধ দিয়ে তিনি বেরিয়ে যেতে উদ্যত হোলেন; অনুকূল অনুরাগে তাঁরে আর আমি বাধা দিলেম না; প্রিয় সম্ভাষণ কোরে জানকী বাবু বিদায় হোলেন।

এলোমেলো বাতাসে বেগবতী নদীর যেমনতরো অবস্থা হয়, জানকী বাবু চোলে গেলে, উৎকণ্ঠায়, চিন্তায়, উৎসাহে, আমার চিন্তাশীল হৃদয়েরও অবিকল সেইরূপ অবস্থা। —এঁরা দুদিন দুজনে এলেন, মিথ্যা মিথ্যা কতকগুলি পূর্ব্বঘটনা স্মরণ কোরিয়ে, মিথ্যা মিথ্যা কতকগুলি বাজে গল্প কোরেই চোলে গেলেন;—কাজের কথা কিছুই বোল্লেন না, এর ভাব কি?—আবার একজন লোক এসে আমারে রাজা বাহাদুরের কাছে নিয়ে যাবে, এই আশ্বাসেই এখন আমি ভাবী আশার প্রথম দ্বারে উপস্থিত! আশ্বাসের সঙ্গে একটী ভাবনা,—প্রবল ভাবনা! আমীর বাবু আর জানকী বাবু আমার পূর্ব্ব বিপদের কথা তত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা

কোল্লেন কেন? দুজনেরি এক রকম জেদ!—ভাব কি?—রাজা বাহাদুরের প্রতি এখন আমার মনের ভাব কিরূপ, পূর্ব্ব অত্যহিত বিস্মৃত হোয়ে আমি তাঁরে সত্য সত্য ক্ষমা কোত্তে পারি কি না, বোধ করি, সেইটী জান্‌বার জন্যেই তাঁরা তত সমুৎসুক হোয়েছিলেন। তা যদি হয়, তবে ত তাঁদের প্রশ্নে উত্তর দিবার সময় আমার সে রকম অধৈর্য্য হওয়া ভাল হয় নি?—তবে ত অতি অন্যায় কাজই করা হোয়েছে?—ভাব্‌ছি, সন্ধ্যা হোলো।

সন্ধ্যার পর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো, দর্শকের আসার আশায় অধৈর্য্য হোলেম। চার পাঁচদণ্ডের মধ্যে পাঁচ সাতবার অস্থিরভাবে ঘর বার্ কোল্লেম। রাত্রি নয়টা বাজ্‌লো।—চঞ্চলমনে অভিনব বন্ধুর আগমন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা কোচ্চি, এমন সময় চাকর এসে সংবাদ দিলে, "আর একজন ভদ্রলোক দরজায়;—নাম নবকৃষ্ণ বসু; দেখা কোত্তে চান।" চমকিত আগ্রহে তখনি তাঁকে পাঠিয়ে দিতে বোল্লেম।

নবীন আগন্তুক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। গড়ন মাফিক-সই, এক-হারা; বর্ণ গৌর, কিছু ফ্যাক্‌ফেকে; মুখ কিছু বেঁটে, গাল চড়ানো, আয়তনে চওড়া; দাড়ীর গড়ন ছোট; চোক বড়, ভিতরে ঠাঁই ঠাঁই রাঙা রাঙা ছড়া, কোল্ বসা, চাউনি বুরোণো; নাক বড়, মাঝে মাঝে গাঁট্; হাঁ ডাগর, ঠোঁট পুরু; গোঁফ্ চোম্‌রা, তা দেওয়া; নবীন গোঁফে তা দিলে যেমন হয়, তেম্‌নি তা দেওয়া; চুল কিছু কটা, ঘাড় পর্য্যন্ত লতানো; বুক চ্যাপ্‌টা, হাড়্ বেরোনো, কালো কালো লোমে ঢাকা; হাত লম্বা, আঙুলও লম্বা লম্বা, ফাঁক ফাঁক; পা লম্বা লম্বা; হেলে দুলে চলন; বয়স আন্দাজ ৩৫।৩৬ বৎসর।

নবীন আগন্তুক এসেই আমারে রীতিমত অভিবাদন কোরে নম্রভাবে বোল্লেন, "মহাশয়! জানকী বাবু আমায় পাঠালেন। হরিদাস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন, বিশেষ আবশ্যক আছে; তিনি কোথা?"

উল্লাসে আমি তাঁরে অভ্যর্থনা কোরে বোসিয়ে ব্যস্তভাবে বোল্লেম, "আজ্ঞা, আমারি নাম হরিদাস;—সংবাদ কি বলুন। আপনি কি আমারে রাজা বাহাদুরের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছেন?"

"হাঁ, সেইজন্যেই আমি এসেছি; গাড়ীও প্রস্তুত আছে, যদি অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত না থাকো, তবে আমার সঙ্গে—"

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উল্লাসে বার্ত্তাবহকে বাধা দিয়ে আমি সোৎসুকে বোল্লেম, "এখনি—এখনি! আমার আর অন্য কোনো কার্য্য নাই,—এখুনি চলুন!"

বাড়ী থেকে বেরিয়েই দেখি, দরজায় একখানি সুসজ্জিত গাড়ী অবস্থিত।—আগন্তুক আমারে আগে উঠ্‌তে বোল্লেন; আমি আরোহণ কোল্লেম। দেখি, ভিতরে একজন লোক।—খুব মোটাসোটা, পাকাটে পাকাটে গড়নের একজন লোক।—দিব্বি ফর্সা কাপড় পরা, ভদ্রলোকের মতই পরিচ্ছদ বটে, কিন্তু চেহারাখানা যেন চোয়াড়ে চোয়াড়ে;—ভদ্রলোক বোলেই বোধ হয় না।—তারে দেখেই আমি একটু থোম্‌কে দাঁড়িয়ে, নব বাবুর মুখপানে চাইলেম। তিনি আমার মনোগত ভাব বুঝে, একটু ঈষৎ হেসে বোল্লেন, "উনি

আর কেউ নন হরিদাস, আমারি একজন আত্মীয় লোক, অপর কেউ-ই নন!" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে নিজেও গাড়ীতে উঠ্‌লেন, গাড়ী দ্রুতবেগে চোল্‌লো।

গাড়ীর ভিতর নবকৃষ্ণ বাবু প্রমোদমনে পাঁচ রকম গল্প আরম্ভ কোল্লেন, আমার মন চির-নিয়ত নিত্য চিন্তাতেই নিমগ্ন, তাঁর কথায় কাণও দিলেম না; সহগামী দ্বিতীয় লোক মাঝে মাঝে—থেকে থেকে, এক একটা উত্তর কোত্তে লাগ্‌লো। তার উত্তর শুনে আমার উত্যক্ত-হৃদয়ে আরো অধিক ত্যক্ত বোধ হোলো।—কথা যেমন রূঢ়, তেম্‌নি কর্কশ।—এ দেশের ইতর লোকেরা যেমন আলাত্‌ পালাত্‌ বৃথা বৃথা অসম্বন্ধ অশ্লীল কথা ব্যবহার করে, সেই লোকটার কথা তার চেয়েও অশ্লীল, তার চেয়েও অভদ্র।—যেমন চোয়াড়ে আকার তেম্‌নি উগ্র স্বর,—তেমনি কর্কশ কথা। নব বাবু আপনার কথায় আপনি হাস্‌চেন, লোকটাও হো হো রবে হাস্‌চে, আমার দিকে এক একবার রুক্ষ-কটাক্ষে চাচ্চে, আমি ভ্রূক্ষেপ কোচ্চি না; চিত্তকে সাম্য রেখে চুপ্‌ কোরেই আছি। শেষে যখন গাড়ীখানা লক্ষ্যপথ ছেড়ে, অন্য পথে চোল্‌লো, তখন অগত্যা মৌনভঙ্গ কোরে তাঁদের গল্পে বাধা দিতে হোলো।—ব্যগ্রভাবে নব বাবুকে বোল্লেম, "মহাশয়! আপনারা গল্প কোচ্চেন, দেখ্‌ছেন না, গাড়ীখানা কোন্‌দিকে যাচ্ছে? গোলাপলাল মঙ্গলদাসের গদীতে রাজা মাণিকচাঁদ আছেন, ইতিমধ্যে একবার আমি সহর দর্শন কোত্তে গিয়ে দেখে এসেছি; সে দিকে যাবার ত এ পথ নয়? গাড়ী ফিরাতে বলুন, পথ ভুল হোচ্চে!"

আমার কথা শুনে নব বাবুর যেন চমক্‌ ভাঙ্‌লো; তিনি বিদ্রুতস্বরে ব্যস্ত হোয়ে বোল্লেন, "ও হো হো! আমি বিস্মৃত হোয়েছিলেম,—বোল্‌তে ভুল হোয়েছিল! আজ রাত্রের মজ্‌লিস্‌ সে বাড়ীতে হোচ্চে না, আমার বাড়ীতেই সকলে একত্র হবেন, রাজা বাহাদুরও সেইখানে থাক্‌বেন, আমার বাড়ীতেই তোমার সকল বিষয়ের মীমাংসা হবে!—গাড়ী এখন যেদিকে চোলেছে, সেইদিকেই আমার বাড়ী!"

উত্তর শুনে মুহূর্তমাত্র আমার সংশয় হোলো; কিন্তু সে সংশয় অধিকক্ষণ স্থায়ী হোলো না; অচিরাৎ লয়প্রাপ্ত হোলো। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এখান থেকে আপনার বাড়ী কতদূর?—অনেক দূর হবে কি?"

"না না, অনেক দূর নয়; এই নিকটেই আমার বাড়ী।" এই পর্য্যন্ত বোলে নব বাবু নিস্তব্ধ হোলেন; আগে তাঁদের যে সকল গল্প হোচ্ছিল, সে গল্পও থাম্‌লো।—একটু পরেই গাড়ীখানা একটা বাড়ীর ফটকে গিয়ে দাঁড়ালো। আকাশে জোৎস্না ছিল, ফটকেও আলো ছিল, তাইতে দেখ্‌লেম, দিব্বি প্রশস্ত বাড়ী; চারিদিকে বাগান, উচ্চ উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। বাগানের মধ্যস্থলেই বাড়ী, ঘরগুলি তেতালা।—বাড়ী দেখেই বুঝ্‌তে পাল্লেম, নব বাবু এ সহরের একজন প্রসিদ্ধ ধনী লোক। মনে মনে হর্ষ হোলো। এত বড় লোক যখন মধ্যবর্ত্তী,—তিনি যখন স্বয়ং আমায় নিয়ে এলেন, তখন অবশ্যই আজ রাত্রে চির-আশা পূর্ণ হবে।

বাগান পার্‌ হোয়ে ধীরগতিতে গাড়ীখানা বাড়ীর দরজার সম্মুখে গাড়ী-বারাণ্ডায়

থাম্‌লো। আমরা নেমে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম।

নবকৃষ্ণ বাবু অগ্রসর হোয়ে একটী নিভৃত ঘরে আমারে নিয়ে গেলেন। একখানি চৌকীতে আমারে বোসিয়ে স্বতন্ত্র এক আসনে আপনি গিয়ে বোস্‌লেন। যে দ্বিতীয় লোক গাড়ীতে ছিল, সে সেই ঘরের দরজার ধার্ ঘেঁসে দাঁড়ালো। রাজা মাণিকচাঁদ কি তাঁর পারিষদ-মধ্যস্থ একজনকেও সে ঘরে দেখ্‌লেম না। উত্তেজিত ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন কোল্লেম, "কৈ,—রাজা বাহাদুর কৈ? কোন্ ঘরে তিনি?"

আমার এই প্রশ্নে নব বাবু মিত্রভাবে প্রফুল্লমুখে বোল্লেন, "দেখ প্রিয়বন্ধু হরিদাস! তোমার হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, এমন অনেক হিতৈষীমিত্র এখানে—"

"সে আপনারি অনুগ্রহ! আপনি যখন এতদূর কষ্ট স্বীকার কোরে আমারে এখানে এনেছেন, তখন আমার প্রতি আপনার যে যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে, তা আমি স্পষ্টরূপই জান্‌তে পাচ্ছি;—আর বিশেষতঃ রাজা বাহাদুরও এখন আমার প্রতি বিশেষ অনুকূল, সেটীও আমি বিলক্ষণ রকমে বুঝ্‌তে পাচ্ছি।" উৎসাহিতমনে নব বাবুর কথায় বাধা দিয়ে আমি এই কয়েকটী বাক্য উচ্চারণ কোল্লেম।

"এতে আর কষ্ট স্বীকার কি? আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম যা, তা-ই আমি পালন কোরেছি!"

নব বাবুর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে মনের উল্লাসে আমি বিনীতভাবে বোল্লেম, "আপনি যখন রাজা বাহাদুরের বন্ধু, তখন অবশ্যই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হবেন, তাতে আর সন্দেহমাত্র কি? বন্ধুর মঙ্গলকামনা করাই অকৃত্রিম বন্ধুর উচিত কার্য্য!"

"শুধু রাজা বাহাদুরের বন্ধু বোলে নয়, তুমিও আমাকে বন্ধু বোলে ভেবো,—অকপট মিত্র বোলেই জেনো। বন্ধু বোলেই কিছুদিন একত্রে এক বাড়ীতে থাক্‌বার জন্যেই তোমাকে আজ সঙ্গে কোরে এনেছি। এখানে তোমার কোনো কষ্ট হবে না, যা যখন আবশ্যক, সকলি তৎক্ষণাৎ পেতে পার্‌বে;—আমোদ প্রমোদ যা যখন ইচ্ছা, আবশ্যকমত সকলি এখানে কোত্তে পাবে।" তীক্ষ্ণ-প্রফুল্ল-দৃষ্টিতে আমার মুখ পানে চেয়ে নব বাবু এই সব কথা বোলে, সেই দৃষ্টিতেই বারবার আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লেন।

"কিছুকাল আপনার বাড়ীতেই আমারে থাক্‌তে হবে? এ-ই কি রাজা বাহাদুরের ইচ্ছা? যে তত্ত্ব আমি বারম্বার তাঁর কাছে জান্‌তে অভিলাষী হোচ্চি, সেইগুলি জানিয়ে আমারে সন্তুষ্ট কোরে কিছুদিন এইখানে রাখাই কি তাঁর মনোগত ইচ্ছা?" উৎসাহিত-অধৈর্য্যে হৃদয়বেগ সম্বরণ কোত্তে না পেরে দু দুবার আমি এই প্রশ্ন বিনিয়োগ কোল্লেম।

"হাঁ, এ-ই তাঁর ইচ্ছা! তাঁর ইচ্ছাতেই,—তাঁরি অনুরোধেই এত যত্ন কোরে তোমাকে আমি এখানে এনেছি। উতলা হোয়ো না, অল্পদিনের মধ্যেই রাজা বাহাদুর আমার বাড়ীতে এসে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন! সেইদিনেই তোমার সকল আশা, সকল মনোরথ সুসিদ্ধ হবে! যে সব কথা তুমি এখন বোল্‌ছো, সেইদিনেই,—যে দিন তিনি আস্‌বেন, সেইদিনেই সেই সব কথা, সেই সব তত্ত্ব সমস্তই তুমি জান্‌তে পার্‌বে।" এতক্ষণ মিত্রালাপ কোরে আমার নবীন বন্ধু অবশেষে এই কথাগুলি বোল্লেন।

"কিছুদিন এখানে থাক্‌তে হবে? আজ

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না? তবে তিনি এখানে নাই? তবে তিনি এখানে আসেন নি?" মহা উত্তেজিতস্বরে মানসিক দারুণ সংশয়ে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে অধীরভাবে তড়িতগতিতে আমি উঠে দাঁড়ালেম।

সবে মাত্র দাঁড়িয়েছি, এমন সময় সেই বাড়ীর অপর পাশ থেকে ভয়ানক চীৎকার-ধ্বনি সহসা সমুত্থিত হোলো। শত শত লোক যেন একত্রে মিলে বিজাতীয় কোলাহল কোরে কেঁদে উঠ্‌লো! কথা বুঝা গেল না, কিন্তু সমস্ত শরীর কাঁপ্‌লো, আকস্মিক মহা ভয়ে শিউরে উঠ্‌লেম;—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হোলো। বোধ হোলো যেন, প্রাচীর বিদীর্ণ হোয়ে গেল। ব্যাপার কি জান্‌বার জন্যে নব বাবুকে শশব্যস্তে কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তিনি সম সুস্থির চিত্তে মৃদুমন্দ ভাবে হাস্‌লেন; আমার প্রশ্নে একটীও উত্তর দিলেন না। তাঁর সঙ্গী লোক, দরজার ধারে যেমন দাঁড়িয়েছিল, সেইভাবেই দাঁড়িয়ে উদাসভাবে হাস্‌তে লাগ্‌লো। যে শব্দে আমার হৃদয় সভয়ে কাঁপ্‌লো, তাতে তাঁদের একজনেরও মন চঞ্চল হোলো না যেন কোনো রকম অসম্ভব কি অস্বাভাবিক ঘটনা হয় নি, ঠিক সেইভাবে নবকৃষ্ণ বাবু, আর তাঁর সহচর সুস্থির অসংশয় মনে অন্যান্য কথার আলাপন কোত্তে লাগ্‌লেন।

আমি আড়ষ্ট, অবাক্‌, অস্পন্দ!—কে ওরা চীৎকার কোচ্চে,—কোথা থেকে চীৎকার শব্দ আস্‌চে, মনে মনে এই সকল তোলাপাড়া কোচ্চি, এমন সময় নবকৃষ্ণ বাবু গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "বোসো হরিদাস, বোসো! গোলমাল যা শুন্‌চো, সে আর কিছুই নয়, আমার বাড়ীতে জনকতক রোগী আছে, তারাই থেকে থেকে ঐ রকম কোরে কাঁদে,—থেকে থেকে ঐ রকম কোরেই চেঁচায়!—তারা—"

কথা সমাপ্ত কোত্তে না দিয়ে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে আমি বোল্লেম, "রাজা মাণিকচাঁদ বাহাদুর তবে এখানে নাই?—আপনি তবে আমাকে—"

অর্দ্ধেক কথায় বাধা দিয়ে নব বাবু বোল্লেন, "পূর্ব্বেই ত ইঙ্গিত করা হোয়েছে, তিনি এখানে নাই? কিছুদিন বাদে—"

আমি বিরক্ত হোলেম;—শেষ পর্য্যন্ত না শুনেই বিরক্তস্বরে বোল্লেম, যদি তিনি এখানে নাই, এ কথা আমাকে তবে আগে বলেন নি কেন? বৃথা কেন কষ্ট দিয়ে এতদূর আন্‌লেন? সেইখানে বোল্লেই ত ভাল হোতো, তা হোলে আর এত কষ্ট পেতে হোতো না। যা হোক্‌, এখন আমি চোল্লেম, সুবিধামতে এর পর যা হয়, তা-ই হবে।" এই কথা বোলে তাড়াতাড়ি আমি দরজা পর্য্যন্ত গেলেম। সবে গেছি, হঠাৎ নব বাবুর সেই সহচর অগ্রবর্ত্তী হোয়ে দরজা আট্‌কে দাঁড়ালো। "সোরে যাও, পথ ছেড়ে দাও,—বাধা দিয়ো না।" সক্রোধে পুনঃ পুনঃ এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে সবলে তার হাত ধোরে টান্‌লেম।

টানাটানি কোচ্চি, নব বাবু উত্তেজিত হোয়ে আসন থেকে উঠে নিকটে এসে, উত্তেজিতস্বরে,—উত্তেজিত, অথচ বিনম্রস্বরে আমারে বোল্লেন, "আরে যাবে কোথা? বোসোই না! বৃথা এত উতলাই হোচ্চো কেন? যেখানে তুমি এসেছ, কিছুদিন এখানে থাক্‌তে হবে; থাক্‌লে তোমার ভালই হবে। যদি বল প্রকাশ করো—"

"আপনি বলেন কি?—কোথায় আমারে

আন্লেন?—আটক্ করেন কেন?—যেতে দিন,—পথ ছেড়ে দিন,—বৃথা বৃথা কেন আমারে বাধা দেন?”

“আরে এ কি?—বোসো, বোসো!—যাবে কোথা?—ভাল জায়গাতেই তোমাকে এনেছি!—যেখানে তোমার বন্ধুরা তোমাকে সবিশেষ যত্ন কোরে রাখ্‌বেন, সেইখানেই তুমি এসেছ!—যেখানে তোমার মানসিক বৃত্তি, মানসিক প্রকৃতির সমতা হবে, সেই-খানেই তুমি এসেছ!—যেখানে থাক্‌লে তোমার সকল কষ্ট দূর হবে, সকল যন্ত্রণার অবসান হবে,—যেখানে তুমি সকল রকমেই সুখে থাক্‌বে, সেইখানেই তোমাকে আনা হোয়েছে!” ঈষৎ হাস্যমুখে নবকৃষ্ণ বাবু এইরূপ কুটিল উত্তর সংক্ষেপে প্রদান কোল্লেন।

আমার চক্ষে জল এলো,—অবশ হোয়ে বোসে পোড়্‌লেম।—বাঁ-হাতে মাথা রেখে, হেঁট হোয়ে বোসে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে লাগ্‌লেম।—উদাস মনে কেবল এ-ই চিন্তা, কোথায় আমি? কোথায় আমি?

সপ্তনবতিতম কাণ্ড।

বাতুলালয়।

সিংহের গুহায় মৃগশিশু যেমন আকুল হয়, এই অনাগত নিবাসে আমিও আজ সেই রকম আকুল! স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেম, দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা-চক্রে অবরুদ্ধ হোয়েছি! যেখানে উপস্থিত, এটা কোনো লোকের ভদ্রাসন নয়, বাতুলাশ্রম;—লক্ষণে নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, বাতুলাশ্রম! আমীরচাঁদ আর জানকী সেন, দুদিন আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়েছিলেন, সরল মনে আমি তাঁদের উকীল মনে কোরেছিলেম, বাস্তবিক তাঁরা তা নন! নিশ্চয় বোধ হোচ্চে, দুজনেই তাঁরা ডাক্তার!—রাজা মাণিকচাঁদ সেই দুজন ডাক্তারকে বোধ হয়, এই কর্ম্ম কোত্তেই শিখিয়ে দিয়ে-ছিলেন;—তাঁরি মন্ত্রণাতেই এই কাণ্ড ঘোটেছে। তিনিই বোধ হয়, এই কথা বোল্লে সেই দুজন ডাক্তারের হৃৎপ্রত্যয় জন্মে দিয়ে-ছিলেন যে, বিনা কারণে তিনি আমারে নানা যন্ত্রণার মুখে নিক্ষেপ কোরেছেন,—হয় ত এই দৃঢ় সংস্কারেই তাঁর উপর আমার জন্মাবধি বিরুদ্ধ-ভাব দাঁড়িয়েছে!—তাই আমি উন্মত্তের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ কোরে কত অসম্ভব অসমসাহসীক কর্ম্ম কোরেছি, দুষ্ট-দলন পরশুরামের ন্যায় আপনাকেই দুর্জ্জয় মহাবীর বোলে জ্ঞান কোরেছি! এত বিপদে, এত দুঃসাহসের কাজ কোরেছি, যে, তা থেকে প্রাণে বেঁচে আসাও অসম্ভব! রাজা বাহাদুরের কাছে আগে থেকে সেই সব কথা শুনে, আমীর বাবু আর জানকী বাবু সেই সব কথাই বারবার আমারে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন।—আমার মন তখন অস্থির ছিল, চিত্ত উৎকণ্ঠিত ছিল, যদিও সরলভাবে,—উত্তেজিত সরলভাবে উত্তর দিয়েছি; তাতে কোরেই হয় ত তাঁরা উপদিষ্ট-সংস্কারে স্থির কোরে গেছেন যে, সে সব পাগলেরি কথা।—আমার চিত্ত প্রকৃতি-

হারা, আর আমিও চৈতন্য-হারা! নিশ্চয় এইটী ভেবেই,—আমি পাগল, এই মর্ম্মে তাঁরা দুজনেই নিদর্শনপত্র লিখে দিয়েছেন! ওঃ! আমি পাগল! আজ আমি বাতুলালয়ের আসামী! ওঃ! রাজা মাণিকচাঁদের কি চতুরতা! অভিনব রাজবন্ধু নব বাবুর কি ধূর্ত্ততা! কি ভয়ানক কুচক্র! কোনো দোষের দোষী নই, তথাপি জন্মাবধি যার পর নাই যন্ত্রণা দিলেন, তাঁরি চক্রে শিশুকালে উদাসীন হোয়ে, জন্মভূমি ছেড়ে দেশে দেশে ভ্রমণ কোরে, শত সহস্র বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম।—তথাপি আমি জেনে শুনে কখনো তাঁর, কিম্বা অপর কোনো লোকের বিন্দুমাত্র অপকার করি নি। বরং যারা দেহ সঙ্কট, জীবন-সঙ্কট বিপদে পোড়েছে, প্রাণপণে তাদের আমি উদ্ধার কোত্তে প্রয়াস পেয়েছি, তথাচ আজ আমার এই বিপদ!—এখন আমি একজন বাতুলালয়ের আসামী! দুরাত্মা দুষ্ট লোকেদের শাস্তি দিতে কায়মনোবাক্যে যত্ন কোরেছি, রাজ-বিচারে পাপী অপরাধীর দমন কোরেছি, এখন আমি নিজে উন্মত্ত অপরাধী, —বাতুলালয়ে বন্দী!—ভাগ্যদোষে আজ আমার এই দশা!—ওঃ! যথার্থ-ই আমি পাগল! যে ব্যক্তি আমারে জীবনাবধি বিপদ সমুদ্রের মহাতরঙ্গে নিক্ষেপ কোরে আস্‌ছেন, সেই রাজা মাণিকচাঁদের কুচক্র, কৌশল-চক্র না ভেবে, সরলভাবে তাঁরে যে আমি বিশ্বাস কোরেছি, সেইটীই আমার পাগ্‌লামী হোয়েছে! আমার আত্মাই আমারে ডেকে ডেকে বোল্‌ছে, সেই কাজটাই যথার্থ আমার পাগ্‌লামীর কাজ,—সেইজন্যেই যথার্থ আমি পাগল!

ভাব্‌চি, পাঁচ সাত মিনিট পরে নবকৃষ্ণ বাবু গম্ভীরস্বরে আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি যেমন প্রকৃতির লোক, এখানে তোমার তদুপযুক্ত সেবা শুশ্রূষাই হবে, কোনো রকমেই সে বিষয়ে কোনো ত্রুটি হবে না। এখানে তোমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, তারা সকলেই তোমার প্রতি সদয়, যাতে তুমি সুখী হও, তা তারা অবশ্য অবশ্যই কোর্‌বে।—অবস্থিতির জন্যে স্বতন্ত্র একটী ঘর পাবে, আমি নিজেই প্রত্যহ তোমার উপযুক্ত ভোজনের আয়োজন কোরে দিব! স্থানও প্রশস্ত, ইচ্ছামত ভ্রমণ কোরে বায়ুসেবন কোত্তেও পার্‌বে!—কোনো চিন্তা নাই,—কোনো কষ্ট নাই,—জগতের সুখী লোকেরা যেমন সুখী, তুমিও এখানে তেম্‌নি সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কোত্তে পার্‌বে!"

মহা উতলা হোয়ে আমি বোল্লেম, "যা যা আপনি বোল্‌ছেন, সকলি আমি মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেম, সকলি আমি উত্তমরূপে বুঝ্‌লেম, কিন্তু এটী আপনি ঠিক জান্‌বেন, আপনার মন, আপনার চিত্ত, আপনি যেমন জানেন, আমার চিত্ত, আমিও তেম্‌নি জানি। কখনোই আমি—"

"থাক্ থাক্, ও সব কথা বোলো না; এ রকম উদাসবাক্য শুন্‌তেও আমার ইচ্ছা নাই।" এই কটী কথা বোলে নবকৃষ্ণ বাবু আরো যেন কিছু বল্‌বার জন্যে উৎসুক হোচ্ছিলেন, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে পুনর্ব্বার ভীষণ কিচিমিচি চীৎকার শব্দ সমুত্থিত হোলো।—আগে যে রকম চীৎকার শুনেছিলেম, তার চেয়েও এই শব্দ অতি বিকট,—অতি ভীষণ!—হঠাৎ চোম্‌কে উঠ্‌লেম,—সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌লো।

নব বাবু পূর্ব্ববৎ সুস্থির গম্ভীরভাবে, পূর্ব্ববৎ আমারে প্রবোধ দিতে চেষ্টা কোল্লেন, কিন্তু আমার মন কিছুতেই স্থির হোলো না। অদৃষ্টের দুর্গতি আন্দোলন কোচ্চি, এমন সময় নব বাবু "তপস্বী তপস্বী" বোলে ডাক্‌লেন।—ঘরে একজন লোক এলো।—গড়ন বেঁটে, দোহারা, হাত পা পাকানো; বুকের হাড় উঁচু উঁচু, মাঝখানে খালা; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গোঁফ নাই, অর্দ্ধেক মাথায় টাক্; বাকী চুল খুব খাটো, তার কতক কতক পাকা; নাক চেপ্টা, গালের দুইপাশ উঁচু উঁচু; গলায় তিনহালি তুলসীর মালা, কপালে গঙ্গামৃত্তিকার অর্দ্ধচন্দ্র। গলা আর কপাল দেখ্‌লে, তপস্বী নামের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরিচয়ে জান্‌লেম, সে ব্যক্তি ঐ আশ্রমের রসদদার। সেই লোক বিকটমুখে, বিকটস্বরে বোল্লে, "খাবার প্রস্তুত! হরিদাস! খাবে এসো।"

আমি বিনয় কোরে বোল্লেম, "ক্ষুধা নাই, শয়ন-ঘরটী দেখিয়ে দাও।"

তপস্বী ব্যঙ্গস্বরে বোল্লে, "ক্ষুধা নাই কি? —খাবে না কি? তুমি আস্‌বে বোলে আমার স্ত্রী সকাল সকাল সব আয়োজন কোরে রেখেছে! চলো, ঐ ঘরে আমার স্ত্রী আছে, তোমাকে দেখ্‌বে বোলে সন্ধ্যা অবধি সে বোসে আছে। চলো, তাকে তোমায় দেখাই গে চলো।" এই সব কথা বোলে আমার হাত ধোরে একটা পাশের ঘরে নিয়ে চোল্‌লো, সে যখন আসে, তখন সেই ঘরের দরজা খুলেই এসেছিল; আমি আর তখন দ্বিরুক্তি কোল্লেম না।— জানি, এখানে বলপ্রকাশ করা বৃথা হবে,— এখন এদের কবলে পোড়েছি, বলপ্রকাশ করা বৃথা;—অগত্যা তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হোলো।

"ভেবো না, ভেবো না, আমোদ প্রমোদ করো, চিন্তা ত্যাগ করো, ঐ দেখ আমার স্ত্রী!" অগ্রসর হোতে হোতে তিন চার্‌বার এই কথা বোলে আঙুল হেলিয়ে তপস্বী একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়ে দিলে।

নবকৃষ্ণ বাবুও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনিও তপস্বীর এক এক কথায় সায় দিতে লাগ্‌লেন। আমার মনের বিরাগ আর অস্থিরতা ক্রমেই বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো। তপস্বী ব্যস্ত সমস্ত হোয়ে একটা বাতি জ্বেলে আন্‌লে। সেই আলোতে দেখ্‌লেম, যে স্ত্রীলোককে তপস্বী আমায় দেখালে, সে যেন আমার বালককালের চেনা,—বিশেষ চেনা! —নীলবর্ণের পোষাক পোরে একখানি কৌচের উপর বোসেছিল, আমারে দেখে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগ্‌লো,—উঠ্‌লো না।—বোধ হয়, আমি কি বলি, শোন্‌বার আশায় আগে একটী কথাও কইলে না। হিন্দুস্থানী মেয়েরা সচরাচর যে রকম বস্ত্র পরিধান করে, তপস্বীর স্ত্রীরও ঠিক সেই রকম পরিচ্ছদ; কেবল মুখখানি জাগ্‌ছে। সেই মুখ দেখেই আমি অনুমান কোল্লেম, সে মূর্ত্তি আমার বালককালের চেনা। পোষাক হিন্দুস্থানীর মতন বটে, কিন্তু যার অঙ্গে শোভা পাচ্চে, সে রমণী হিন্দুস্থানী নয়,—বাঙালী। খানিকক্ষণ আমি তার মুখপানে চেয়ে রইলেম, সে কেবল ফিক্ ফিক্ কোরে হাস্‌তে লাগ্‌লো,—কথা কইলে না। যে আসনে সে বোসেছিল, নব বাবু আর তপস্বী আমার হাত ধোরে নিয়ে গিয়ে তারি নিকটে এক স্বতন্ত্র আসনে আমারে বসালে। এ কথা সে কথা পাঁচ কথা হোচ্চে, তপস্বীর স্ত্রী একদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়েই আড়ে আড়ে এক একবার যখন আমার চক্ষু

তার চক্ষের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সময় কেবল মুখভঙ্গী কোরে মৃদু মৃদু হাসে।

গল্পের অবসরে তপস্বী আমারে বোল্লে, "যে সব কথা শোন্‌বার জন্যে তুমি এত ব্যগ্র হরিদাস, আমার এই স্ত্রী তার অনেক কথা জানেন;—দু চারটী কথা কোয়ে আলাপ কোরে দেখ, এঁরি মুখে তোমার অর্দ্ধেক আশা সফল হবে! এঁর নাম মোহিনী!—বড় মজার মানুষ!—কত রকম মজার মজার গল্প জানেন,—বেশ গাইতেও পারেন।" এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে একটু থেমে নবকৃষ্ণ বাবুকে সম্বোধন কোরে আবার বোল্লে, "কেমন বাবু! আপনিও ত এঁর গল্প, এঁর গান শুনেছেন; কেমন, চমৎকার নয়?"

নবকৃষ্ণ বাবু ঈষৎ হাস্য কোরে বোল্লেন, "হাঁ! তোমার স্ত্রীর গুণের পরিচয় আমি বিলক্ষণ জানি! চমৎকার চমৎকার গল্প করে, আর দিব্বি গলা! আহা! সে রাত্রের সেই গানটী—'এত যতন কোরিয়ে তবু পেলেম না তার মন।' সেই গীতটী একবার গাও ত মোহিনী?"

মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে সেই ঘরের মোহিনী মাথা নেড়ে বোল্লে, "না না না,—সে এখন থাক্, আর এক সময়—"

সতৃষ্ণ-কটাক্ষে নব বাবু তারে বাধা দিয়ে বোল্লেন, "তবে সেই গানটী—সেই—'কেন এলি মা—লি—নী লো—ও এত বেলা—আ—আয়।'—আহা! দিব্বি সুর·সেটীর!—সেদিন যখন সেতারের সঙ্গে সেইটী গাইলে, তখন কেমন মিষ্টি লাগ্‌লো; যেন স্বর্গের অপ্সরার মুখের অমৃত! সেইটী একবার গাও ত ভাই!—গাইতেই হবে! আহা! তুমি—"

কতক বিরক্ত, কতক উত্তেজিত হোয়ে নব বাবুর কথায় বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "মহাশয়! ক্ষমা করুন, এ সময় কিছুই আমার ভাল লাগ্‌চে না। খেতেও ইচ্ছা নাই, গান বাজনা শুনতেও ইচ্ছা নাই, এখন—"

"আরে স্থির হও, একটু শোনোই না! মোহিনী আমাদের যে রকম গায়, তা শুন্‌লে তোমার সব অসুখ ভাল হোয়ে যাবে শুধু গাওনা নয়, তোফা নাচে;—আর দিব্বি সিঁতি কেটে দেয়!" প্রফুল্লমুখে স-উৎসাহে আমারে উৎসাহ দিয়ে নব বাবু এই কটী কথা বোল্লেন।

দ্বিতীয়বার আমি উত্তর করবার অগ্রেই তপস্বী হর্ষ-গম্ভীরমুখে উজ্জ্বলচক্ষে আমার দিকে চেয়ে বোল্লে, 'নবকৃষ্ণ বাবু যা বোল্‌ছেন, সবই সত্য; তিনি ঠিক্‌ই বোলছেন। দুদিন চার্‌দিন মোহিনীর কাছে থেকে যদি তুমি ওর গান শোনো, আর গল্প শোনো, আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পারি, তোমার কোনো অসুখ মোটেই থাক্‌বে না,—সব রোগই ভাল হোয়ে যাবে,—খুব আমোদেই থাক্‌তে পার্‌বে!—তোমাকে আমি যথেষ্ট ভালবাসি, ভালবেসেছি বোলেই;—রাজা মাণিকচাঁদ আর নবকৃষ্ণ বাবুর অনুরোধে তোমাকে আমি যথেষ্ট ভালবেসেছি বোলেই এতদূর খাতির যত্ন কোচ্চি, অন্দরে স্ত্রীর কাছে পর্য্যন্ত এনে দিয়েছি! এত যত্নেও তুমি বিরক্ত হোচ্চো? আমোদ করো, আলাপ করো, সুখী হবে! মোহিনী আমার বড় আমুদে-মানুষ।"

যত তারা উত্তেজনা কোত্তে লাগ্‌লো, ততই আমি বিরক্ত হোতে লাগ্‌লেম। বিশেষ, যার নাম তপস্বী, তার স্বর যেন জানা শুনা! কোথায় শুনেছি, এই সন্দেহ ক্রমে ক্রমে প্রবল হোয়ে, ক্রমশই আরো বিরক্ত হোতে লাগ্‌লেম। উৎকণ্ঠিত মনে নব বাবুকে বোল্লেম,

"মহাশয়! রাত্রি অনেক হোলো, আহারে আমার প্রবৃত্তি নাই, অত্যন্ত ক্লান্ত হোয়েছি, অনুগ্রহ কোরে শয়ন-ঘরটী দেখিয়ে দিতে বলুন।"

নিতান্ত উন্মনা দেখে নব বাবু তথন আর আমারে সে ঘরে বস্‌বার জন্যে অধিক জেদ কোল্লেন না, একজন চাকরকে ডেকে নির্দ্দিষ্ট ঘরে বিছানা কোত্তে বোল্লেন। একটু পরে সেই চাকর এসে আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেল। আমি শয়ন কোল্লেম, রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত।

যে চিত্তের সহচরী চিন্তা, সে চিত্তের ক্ষুধা নাই, বিরাম নাই, নিদ্রা নাই, কিছুই নাই! আমার চিত্ত সেই চিন্তার নিত্য-বিহারের আশ্রয়। আজ রজনীতে সেই চিন্তাই আমার হৃদয়রোধিকা নিদ্রাহারিণী। প্রথম চিন্তা,—কোথায় এলেম?—পাটনা সহরের কোন্ পল্লীতে এই আশ্রম?—লক্ষণে যে রকম দেখ্‌ছি,—ভাব দেখে পূর্ব্বেও বুঝেছি,—এখনো জান্‌ছি,—এটী কোনো লোকের বাড়ী নয়, উন্মত্ত রোগীর আশ্রয়-নিবাস,—বাতুলালয়। আমি এখন কুচক্রীদের কুচক্রে অজ্ঞাত বাতুলালয়ে বন্দী! যিনি সঙ্গে কোরে আন্‌লেন, তাঁর সঙ্গে ত কস্মিন্‌কালেও আলাপ পরিচয় নাই, অথচ প্রথম-দর্শনে যথোচিত মিত্রব্যবহার কোরেছেন,—এখন তাঁরি হাতে আমার এই দুর্দ্দশা! নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্চি, এ সকল আর কিছুই নয়, রাজা মাণিকচাঁদের কূট-কুচক্র!—আমার অদৃষ্ট সেই চক্রেই অনবরত ঘুর্‌চে!

দ্বিতীয় চিন্তা,—যে লোকের নাম তপস্বী, সে লোকটা কে? যে রকম স্বর শুন্‌লেম, তাতে বোধ হোলো চেনা। কিন্তু সে চেহারার লোক কোথাও কথনো যে দেখেছি, এমনটী ত স্মরণ হোচ্চে না। বোধ হয়, কোনো জায়গায় কেবল তার অদৃশ্যস্বরই শুনে থাক্‌বো, কিন্তু সেই স্থানটী যে কোথা, আর কি অবস্থায় শোনা হোয়েছে কিছুতেই তা স্মরণ হোচ্চে না।

তৃতীয় চিন্তা,—তপস্বী যারে আপনার স্ত্রী বোলে পরিচয় দিলে, মোহিনী নামে যারে কয়েকবার সম্বোধন কোল্লে; বস্তুতঃ সে মোহিনীই বটে! আমার বিলক্ষণ চেনা। কোথায় চেনা, কে সেই মোহিনী?—তপস্বীর স্ত্রী নয়, নাম মোহিনী নয়, ফলাগড়াঙ্গার সুবল বাবুর চতুর্থ কন্যা,—জনৈক দস্যু বীর চন্দ্রের ছোট ভগিনী,— উদয়মণি;—পূর্ব্বে যারে "আঠারো বনের ঠাকরুণ" বোলে শুনেছিলেম, এই সেই উদয়মণি!—বসদ্দার তপস্বীর মোহিনীই সেই পররম্যা উদয়মণি!

চতুর্থ চিন্তা,—উদয়মণি এখানে কেন? কেমন কোরে এলো?—তপস্বীই কি তারে এনেছে?—হোতেও পারে!—চিত্ত যাদের চপল,—চরিত্র যাদের কলঙ্কী,—যার তার সঙ্গে তাদের ঘরের বার হওয়া কিছু বিচিত্র কথা নয়!—নব বাবুর সঙ্গেও উদয়মণির,—ওরফে মোহিনীর, বিলক্ষণ আলাপ দেখ্‌লেম! যে রকম কথাবার্ত্তা চোল্‌লো, যে রকম সতৃষ্ণ-কটাক্ষে চাইলে, তাতে বোধ হোলো, তাঁর কাছেও মোহিনীর কিছুমাত্র লুকোচুরি নাই!

অনেক ভাব্‌লেম, কিন্তু একটীরও মীমাংসা কোত্তে পাল্লেম না। ভাব্‌নায় ভাব্‌নায় নিদ্রাও হোলো না, সমস্ত রাত্রিই আসে পাশে অদ্ভুত অদ্ভুত কলরব শুনা গেল। সমস্ত রাত্রি জাগরণ কোরে প্রত্যুষেই বিছানা থেকে উঠ্‌লেম।

প্রাতঃকালে নবকৃষ্ণ বাবু আমার কাছে

এলেন।—পূর্ব্বদিন যে রকম নানা ছাঁদে প্রবোধ দিতে চেষ্টা কোরেছিলেন, আজও সেই রকম ভূমিকা কোত্তে লাগ্‌লেন। "কোনো কষ্ট হয় নি ত,—রাত্রে এত জেদ করা গেল, আহার কোল্লে না কেন,—এখানে তোমার কোনো ভাব্‌না নাই,—কোনো লজ্জা নাই,—যা যখন ইচ্ছা হবে, স্বচ্ছন্দে বোলো; সকলেই তোমাকে যত্ন কোরে আবশ্যকমত আয়োজন কোরে দেবে, কোনো কষ্ট হবে না, কোনো চিন্তা নাই, এ তোমার বন্ধুর বাড়ী, নিজের বাড়ী মনে কোরে মনের সুখেই এখানে বাস করো!" এই রকম অনেক প্রবোধবাক্যে, প্রিয় ব্যবহারে সৌজন্য জানালেন; আমার মন দ্বিগুণ চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো।—যতগুলি কথা তিনি বোল্লেন, হেঁট হোয়ে শুন্‌লেম, একটীরও উত্তর দিলেম না। তাঁর কথা শেষ হোলে, বিমর্ষভাবে চিন্তাকুল-চক্ষে মুখপানে একবার চেয়ে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লেম।

এই অবসরে তপস্বী সেই ঘরে এলো।—সে এসেই হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "কি গো হরিদাস! কাল যে বড় তাড়াতাড়ি আমার ঘর থেকে চোলে এলে?—রাত্রে কেমন ছিলে?—মোহিনী তোমাকে দেখে বড় তুষ্ট হোয়েছে। দুটী একটী গল্প কোরে, এক আধ্‌টী গান গেয়ে, তোমার অসুস্থ মনকে সুস্থ কোত্তে তার বড় সাধ!—কেন তুমি তার সঙ্গে আলাপ কোত্তে চাচ্চো না?—এ বাড়ীতে যারা যারা আসে, সুগন্ধী ফুল শুঁকিয়ে, আর সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখিয়ে, আমরা তাদের মনকে অনেক পরিমাণে প্রফুল্ল করি। তুমি নেহাত ছেলেমানুষ, ভাল মন্দ [illegible] কিছুই বুঝতে পারো না!—যা হোক্, এখন এসো, মোহিনী ডাক্‌চে! আহা! বেচারা তোমার সঙ্গে গল্প কোর্‌বে ভেবেছিল, আশাভঙ্গ হোলো বোলে সারাটী রাত ঘুমোয় নি!—এখন এসো,—আমার সঙ্গে এসো,—নব বাবু! আপনিও আসুন!—কাল রাত্রে মোটে খাওয়া হয় নি, কিছু আহার কোর্‌বে চলো। আমি—"

ঘৃণা প্রকাশ কোরে, তার কথায় বাধা দিয়ে, বিরক্তভাবে আমি বোল্লেম, "তোমরা যাও, আমি যাবো না,—কিছুই খাবো না, যদি সত্য সত্য হিত বাসনা থাকে, বিদায় দাও,—আপনার বাসায় চোলে যাই।"

নব বাবু আর তপস্বী, উভয়ের মুখেই বিস্ময়চিহ্ন প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো।—পরস্পর খানিকক্ষণ মুখ চাওয়া চাউই কোরে নব বাবু আমারে বোল্লেন, "আমি বুঝ্‌তে পেরেছি হরিদাস! এই সব কারণেই তোমার মন অসুস্থ হোয়েছে। আহারে অরুচি, আমোদ আহ্লাদে মন নাই, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, এ সকল ত ভাল নয়? এ রকম কোল্লে ক্রমে আরো অসুস্থ হবে। আমোদ প্রমোদ করো খাম্‌খেয়ালি ছাড়ো, তা হোলেই মন সর্ব্বদা সুস্থির থাক্‌বে!"

তাঁর কথায় আমি কিছু লজ্জিত হোলেম, কিন্তু কোনো উত্তর কোল্লেম না। কেবল এই কথাটী বোল্লেম যে, "আপনি দয়া কোরে আমায় বিদায় দিন;—যথেষ্ট হোয়েছে, আর আমি এ বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌বো না।"

"রাজা বাহাদুরের সে রকম আজ্ঞা নাই।—তোমাকে আমরা কোনোমতেই ছাড়্‌তে পারি না! যদি তুমি ইচ্ছা কোরে সুখী হোতে না চাও, আমরা জোর কোরে তোমাকে সুখী কোত্তে চেষ্টা কোর্‌বো!

যদি আপন ইচ্ছায় না খাও, জোর কোরে ধোরে খাওয়াবো!—যাতে তোমার শরীর মন ভাল থাকে, সে চেষ্টা আমাদের অবশ্য অবশ্যই কোত্তে হবে। রাজা বাহাদুরের আজ্ঞাই এই! তুমি তাঁকে শত্রু ভাব্‌তে পারো, কিন্তু তিনি তোমার পরম হিতাভিলাষী বন্ধু।—আর এই বাড়ীতে যারা যারা আছে, সকলেই তোমার অন্তরঙ্গ মিত্র! তবু তুমি এখানে থাক্‌তে নারাজ্‌ হোচ্চো? ব্যাপার কি?" কিছু রুক্ষস্বরে নব বাবু এই কটী কথা বোলে ঘাড়্‌ ফিরিয়ে অন্যদিকে চাইলেন।

স্থিরমনে কথাগুলি সব শুন্‌লেম। শুনে ভাব্‌লেম, বারবার যদি আমি তাঁদের কথায় অবহেলা করি, যদি কিছু না-ই খাই, মনের প্রফুল্লতা যদি কিছু না-ই দেখাই, তা হোলে এঁরা যথার্থই ভাব্‌বেন, সত্য সত্যই আমি পাগল। এই ভেবে, খাবার আয়োজন হোলে যৎকিঞ্চিৎ আহার কোল্লেম; গল্পের সময় দুই একটী কথার উত্তর প্রত্যুত্তরও কোত্তে লাগ্‌লেম,—মনে যেন কোনো চিন্তা নাই, কোনো বিষাদ নাই, পরস্পর সাক্ষাতের সময় সেই ভাবই জানাতে লাগ্‌লেম। পাঁচ সাত-দিন এই রকমে গেল। ভাবভঙ্গি দেখে তাঁরা মনে মনে কি ভাব্‌লেন, বোল্‌তে পারি না; কিন্তু যখন আমার ঐ রকম ভাব দেখেন, তখন নব বাবুর মুখ কিছু বিমর্ষ হয়, তপস্বীও ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে চেয়ে যেন কি ভাবে। লোকের মনের ভাব, অবয়ব দেখে অনেক বুঝা যায় বটে, কিন্তু ঠিক বুঝা যায় না। তাঁদের ভাব দেখে আমার অন্তঃকরণে সংশয় হোতো, বিস্ময় হোতো, কিন্তু ঠিক বুঝ্‌তে পাত্তেম না।

অষ্টনবতিতম কাণ্ড

গুপ্ত-মন্ত্রণা,—কৌশল অবলম্বন

কিছুদিন যায়,—এই রকমে কিছুদিন যায়; একরাত্রে আমি নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুয়ে আছি, রাত্রি আন্দাজ দুইপ্রহর কি আড়াই প্রহর; শুয়ে শুয়ে অতীত বৃত্তান্ত চিন্তা কোচ্চি, এমন সময় হঠাৎ একটা বাতাস উঠ্‌লো। এলোমেলো হাওয়াতে ঘরের জানালা দরজা ঝন্‌ ঝন্‌ কোত্তে লাগ্‌লো, চকিত হোয়ে বিছানা থেকে আমি উঠ্‌লেম। ঘরের যেদিকে বাগান, সেইদিকের একটী জানালায় দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে দেখ্‌লেম, আকাশে মেঘ;—শরতের মেঘ, ঠাঁই ঠাঁই শাদা, ঠাঁই ঠাঁই নীল। থেকে থেকে ঈশানে বিদ্যুৎ ঝল্‌পাচ্চে, বায়ু শীতল, পৃথিবী অন্ধকার,—ঘোর অন্ধকার! জোনাকিরা নিবিড় অন্ধকারে অদৃষ্ট চন্দ্রমাকে উপহাস কোরে দপ্‌ দপ্‌ কোরে জ্বোল্‌চে,—বাগানের এক একটা ঝাঁকড়া গাছের চারিদিকে ফিরে ঘুরে আপনা আপনি হার গাঁথ্‌চে।—আমাদের দেশে মণি-অমাবস্যার রাত্রে শ্যামাপূজার সময় ভক্তেরা যেমন দীপমালা সাজায়, জোনাকি-মালায় গাছেরাও ঠিক যেন সেই রকম সেজেছে, চপলার আলো দেখে, থমকে থমকে

পবনের নৃত্য দেখে, শারদীয়া মেঘেরা আহ্লাদে গুড়্ গুড়্ কোরে ডাক্‌চে।—বৃষ্টি এলো;—বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি।—ঝাপটাতে গবাক্ষ ভেদ কোরে ঘরের ভিতর জল আস্‌তে লাগ্‌লো;—জানালা বন্ধ কোল্লেম। সেই তমোময়ী গভীরা বর্ষাগামিনীতে নির্জ্জন গৃহে আমি একা।—জনমানবের সমাগম নাই, সাড়াশব্দও নাই।—থেকে থেকে পাখীদের পালকের ঝটাপট্ শব্দ, গাছের পাতায় বৃষ্টিপাতের শব্দ, বৃক্ষতলায় সিক্তপত্রে পশুদের বিচরণ পদশব্দ, মাঝে মাঝে ভয়ার্ত্ত পেচকের কর্কশ স্বর ভিন্ন আর কোনো স্বরই শ্রবণ গোচর হোচ্চে না। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি,—বর্ষাকালের ঝঞ্ঝা, সেই শব্দ অবিরামে আমার কর্ণকে আকুলিত কোচ্চে।—ঝিঁঝিঁপোকা উভরায়ে চেঁচাচ্চে;—বোধ হোচ্চে যেন, বর্ষারাজ আর শরৎরাজের গুণ একমনে পরিকীর্ত্তন কোচ্চে; সুস্থিরমনে কাণপেতে না শুন্‌লে, সে স্বর বড় একটা শোনা যায় না। এই সময় তমোময় নির্জ্জন-গৃহে আমি একা। ভয় হোচ্চে না, সংশয় হোচ্চে না, চিন্তা হোচ্চে।—যে চিন্তা সর্ব্বদা আমার চিত্তকে আকুলিত করে, এই দুর্যোগ রজনীতে নিয়ত আমার কেবল সেই চিন্তাই হোচ্চে।—অবিশ্রাম চিন্তা।

রাত্রে আমার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ থাক্‌তো না,—খোলাই থাক্‌তো।—সদরদরজা বন্ধ হোতো, পালাবার সম্ভাবনা ছিল না, এই জন্যে ঘরের দরজা প্রতিরাত্রে খোলাই থাক্‌তো।—ঝড়বৃষ্টির সময় নানা রকম চিন্তা কোত্তে কোত্তে মন অতিশয় উতলা হোলো।—ভাব্‌লেম, বারাণ্ডায় একটু বেড়াই, মন সুস্থ হোলেও হোতে পারে। এই ভেবে ধীরে ধীরে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেম। সবে গেছি, সহসা মনুষ্যের কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরমধ্যে সংপ্রবিষ্ট হোলো;—চমকিতভাবে স্থির হোয়ে দাঁড়ালেম!—বায়ু-বারি বিমিশ্রিত কণ্ঠস্বর,—স্পষ্ট বুঝা গেল না। আরো স্থির হোয়ে কাণপেতে শুন্‌লেম, সেই অস্পষ্টস্বরে "হরিদাস হরিদাস" শব্দ হোচ্চে।—ভ্রম হোলেও হোতে পারে,—জাগ্রতে স্বপ্ন সম্ভব নয়,—ভ্রম হোলেও হোতে পারে; এই ভেবে, অন্যদিকে মন না দিয়ে, যেদিক থেকে শব্দ আস্‌ছিল, সুস্থিরমনে সেইদিকে কাণপেতে থাক্‌লেম। স্পষ্ট শোনা গেল, মনুষ্যেরি কণ্ঠস্বর; "হরিদাস হরিদাস" বোলে আপনা আপনি সেই স্বর আলাপচারি কোচ্চে,—আরো কত কি বোল্‌চে, বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

দেশে বিদেশে যখন আমি যে বিপদে পোড়েছি, সেই সময় এক একজন অভাবনীয় বন্ধু এসে সে বিপদ থেকে আমারে মুক্ত কোরেছেন।—আজ রজনীতেও আমার সেই আশা। ভাব্‌লেম, আমি বাতুলালয়ে আছি, কোনো সূত্রে কোনো গতিকে জান্‌তে পেরে, হয় ত আমার কোনো জীবনবন্ধু উদ্ধারের বাসনায় আগমন কোরে থাক্‌বেন।—উৎসাহে উৎসাহে অগ্রসর হোলেম;—স্বর, ক্রমে কর্ণবর্ত্তী হোয়ে স্পষ্ট স্পষ্ট শোনা যেতে লাগ্‌লো। আগে যা ভেবেছিলেম, সে ভাব অন্তর্হিত হোলো। শুন্‌লেম, দুজনের কণ্ঠস্বর।—এক স্বর বোল্‌চে, "নব বাবু হরিদাসকে পাগল পাগল বলেন, কিন্তু আমরা ত পাগলের কিছুই লক্ষণ দেখ্‌ছি না। যখন আলাপ করি, আমাদের সঙ্গে বেশ কথা কয়; সব জ্ঞানের কথা, অজ্ঞানের লক্ষণ কিছুই ত দেখা যায় না। তবে তিনি কেন একে

পাগল বলেন ?—কেনই বা এখানে এনে কয়েদ কোরে রেখেছেন ?—ভাব ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না! তবে যদি বল, ভাল কোরে খায় না কেন, হাসে না কেন, মন খুলে আমোদ করে না কেন, সে কথা এক আলাদা। বোধ করো, তুমি সহজলোক। তোমাকে যদি কেউ কোনো অজানা জায়গায়,—ঠিক পাগ্‌লা-গারদ আমি বোল্‌চি না,—কোনো অজানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে আটক্ করে, তা হোলে তোমার মন কেমন থাকে? আমি বোধ করি, সে সময় তুমি খেতেও পারো না, ঘুমুতেও পারো না, আমোদ আহ্লাদ কোত্তেও পারো না; ভেবে ভেবে এক রকম জবুথবু হোয়ে থাক্‌তে হয়। তাই বোল্‌ছি, হয় ত হরিদাসেরও এখানে সেই অবস্থা।"

যে স্বর এই কটী কথা বোল্লে, সে স্বর আমার চেনা;—যে বোল্লে, সে লোকটীও আমার চেনা।—স্বর রমণীর। রসদ্দার তপস্বী যারে মোহিনী বোলে পরিচয় দিয়েছে,—যারে আমি কয়েকদিন পূর্ব্বে উদয়মণি বোলে পরিচয় দিয়েছি, তারি এই স্বর।—সেই উদয়মণি কোনো লোককে এই সব কথা বোল্লে। কিন্তু কারে বোল্লে, সেটী আমি তখন নিশ্চয় কোত্তে পাল্লেম না। সেই স্বর থাম্‌লে, একটু পরে দ্বিতীয় স্বর আরম্ভ হোলো।—সেই স্বর বোল্লে, "এর ভিতর অনেক কাণ্ড আছে, তুই তার কি জান্‌বি? রাজা বাহাদুর বোলেছেন হরিদাস পাগল, কাজে কাজেই নবকৃষ্ণ বাবুকে সেই রকম তদ্বির কোত্তে হয়। হরিদাসকে পাগল বোলে, এখানে রাখ্‌তে পাল্লে, বিলক্ষণ দশ টাকা লাভও আছে। আমি জানি হরিদাস পাগল নয়;—হরিদাসকে আমি চিনি। একবার—"

"ও মা! পাগল নয়?—তবে আমি ওর সাম্‌নে সেদিন সে রকম বেশে বেরুলেম কেন?—পাগল মনে কোরেই ত বেরিয়েছিলেম?—আমিও যে ওরে চিনি—ও ছোঁড়াও যে আমারে চেনে? প্রায় ছ ছমাস আমাদের বাড়ীতে ছিল, যখন ছিল, তখন বেশ শিষ্ট শান্ত, ছেলেমানুষ, সকলেই ভাল বাস্‌তো, তার পর যখন সেখান থেকে বেরুলো, তখন সে ড্যাক্‌রা আর সে হরিদাস নয়।—আহা! বোল্‌তে গেলে আমার কান্না পায়, আমার সেই মেজ্‌দিদি,—সেই আমোদিনী; দেশ ছেড়ে গেল, সেখানে তার একটী মেয়ে হোলো, ঐ ছোঁড়া পাকচক্র কোরে দিদিকেও মাল্লে, আর সেই সঙ্গে সেই মেয়েটীও মারা গেল! ওরি বাড়ীতে ডাকাত পোড়ে সেই মেয়েটীরে মেরে ফেল্লে!—আরো দেখ, আমার সেই দাদা বীরচন্দ্র,—আহা হা! কি বীরপুরুষই না ছিলেন তিনি! কি অমায়িক গুণই না তাঁর ছিল! আহা-হা! ওরি বাড়ীতে ডাকাতেরা তাঁরে ঘিয়ে চোড়িয়ে ভেজে ভেজে মেরেছে!—হুঁঃ! ও কি সামান্যি পাত্র? ছোঁড়া যাতে জব্দ হয়, তার উপায় তোমাদের কোত্তেই হবে।—রাজা মাণিকচাঁদ সুখে থাকুন,—তাঁর মঙ্গল হোক্,—আচ্ছা ফিকির এঁটেছেন! এই দেখ, আমি—"

প্রথম স্বর এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তে দ্বিতীয় স্বর তাতে বাধা দিলে। দ্বিতীয় স্বর কার?—এ উত্তর সম্মুখে!—যে লোক প্রথমে আমারে প্রথম ঘরে আহার কোত্তে ডাকে,—যে লোক প্রথমে আমারে মোহিনীর ঘরে সঙ্গে কোরে নিয়ে যায়,—যে লোক আমারে

মোহিনীর সঙ্গে কৌতুক রঙ্গ কোত্তে বারবার অনুরোধ করে, তারি এই স্বর;—আশ্রমের রসদ্‌দার তপস্বীরই এই দ্বিতীয় স্বর!

ভয়ে, উৎকণ্ঠায়, উৎসাহে, দু তিন-পা আমি এগিয়ে গেলেম;—এঁরা আরো কি বলে, শোন্‌বার জন্যে আরো দু তিন-পা আমি এগিয়ে গেলেম।—বৃষ্টি হোচ্চে, বাতাস হোচ্চে, পদসঞ্চার, জনসঞ্চার, কেউ জান্‌তে পাচ্চে না, আমি অন্তরালে।

দ্বিতীয় স্বর হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্‌চে, "জব্দ কোত্তে হবে তার আর কথা?—জব্দ কোত্তে হবে বোলেই ত ফুস্‌লে ফাস্‌লে এখানে আনা হোয়েছে!—ছোঁড়া যেমন ধড়ীবাজ, তার মতন বিলক্ষণ শিক্ষাই এখানে পাবে!" থেমে থেমে, দম্ভ কোরে, এই রকম কথা কোচ্চে, আর হাস্‌চে।—হাসির স্বরে বোধ হোলো, দুই ভাব ব্যক্ত কোচ্চে।—এক ভাবে বিকট হাসি,—হিংসা, দ্বেষ, রাগ, আর ঈর্ষা মাখা বিকট হাসি। আর এক ভাবে রঙ্গরস।—এক বাতাস যেমন এক সময়ে গায়ে আগুন ঢেলে দেয়, আর এক সময়ে সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল করে; তপস্বীর হাসিও ঠিক সেই প্রকারের! তার সরল হাসি আমার অঙ্গ শীতল কোচ্চে না, কিন্তু যার সঙ্গে আলাপ, তার শরীর সুশীতল কোচ্চে সম্পূর্ণ।

একটু থাম্‌লো,—দুজনেই একটু থাম্‌লো। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে, পাছে সেই দিকে আসে, এই শঙ্কায়, এই সন্দেহে, আমি অন্ধকারে আরো সাবধান হোয়ে একটা দরজার পাশে গিয়ে লুকুলেম। প্রায় পাঁচ মিনিট আছি, নিকটে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম না,—সন্দেহ কতক দূর হোলো।

তপস্বীর স্বর আরো গভীর শব্দে কর্ণমধ্যে প্রবেশ কোল্লে;—আমি কেঁপে উঠ্‌লেম। একটু পরেই সেই স্বর যেন হঠাৎ নীচু হোয়ে শান্তভাবে নত হোলো। স্বর অনুরাগের,—অনুরাগের সঙ্গে ঈর্ষা। স্বর বোল্‌চে, "আমি সব শুনেছি, সব জানি, ছোঁড়া ভারি পাজী, সকল লোককেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে!—তা তুই দেখ্ মোহিনী! তোর জন্য আমি সব কোত্তে পারি,—তোর ভাই বোন্‌কে যখন ঐ ছোঁড়া ষড়যন্ত্র কোরে প্রাণে মেরেছে, তখন ওকে আমি বিধিমতে জব্দ কোত্তে ক্ষান্ত হবো না!—তোর জন্যে আমি কি না কোত্তে পারি?—বাঘের মুখে যেতে পারি, সাপ গলায় বাঁধ্‌তে পারি!—তুই আমার প্রাণদাঁড়ের টক্‌টোকে হীরেমন!—মন্মোহিনী মোহিনী!" এই পর্য্যন্ত বোলে তার পর টানাসুরে যেন গান গেয়ে আবার বোল্লে, "সর্ব্বস্ব ধন দিতে পা—আ-রি, মোহিনী লো তোরি ত—অ—অ—রে!"

"তবে তুমি ওরে মেরে ফ্যালো,—ও পাপ আর বাঁচিয়ে রেখো না। রাখ্‌লে, আমাদেরি সর্ব্বনাশ!—যদি কোনো রকমে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে, কি কোনো গতিকে খালাস পেয়ে যায়, তা হোলে আমার মাথাটাই আগে খাবে।—আমারে যখন দেখেছে,—তোমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছি তা যখন জেনেছে, তখন আর ঢাকা চাপা, কিছুই রাখ্‌বে না;—দেশে দেশে ঢেঁড়া পিটে দেবে,—লজ্জায় আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাতে পার্‌বো না,—বিষ খেয়ে প্রাণ বার্ কোর্‌বো!" এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মোহিনীর স্বর যেন জোড়িয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো।—ভাবে বোধ হোলো, অভিমান জানিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌লে।

তপস্বী যেন অস্থির হোয়ে বোল্লে, "আরে পাগ্‌লি! কাঁদিস্ কেন?—ভাবিস্ কেন?—বারবার বোল্‌ছি, তোর জন্যে আমি সব কোত্তে পারি; একটা ছোঁড়াকে মেরে ফেলা ত তুচ্ছেরি কথা!—রাজা মাণিকচাঁদ যখন সহায় আছেন, তখন আর কারে ভয়? এক দণ্ডের মধ্যেই সে কাজ হাঁসিল করা যেতে পারে। কিন্তু বুঝে দেখ্ দেখি, তাতে আর বিশেষ ফল কি?—মেরে ফেল্লেই ত ফুরিয়ে গেল,—প্রাণ গেলে আর জব্দ হোলো কৈ?—শত্রু বেঁচে থাক্‌বে, অথচ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা উপভোগ কোর্‌বে, তবেই ত তার পাপের উচিত শাস্তি হয়! তা না হোলে, রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত আর হোলো কোথায়?—আমরা যখন সাপকে এনে হড়্‌পীতে পূরেছি,—দেখ্ ভাই মোহিনি! আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌ছে;—আমরা যখন তাকে এনে হড়্‌পীতে পূরেছি, তখন তার পাপের উচিত শাস্তি হবেই হবে!—ছোঁড়া ভারি ধূর্‌বাজ,—আমাকেও একবার ফাঁদে ফেল্‌বার যোগাড় কোরেছিল।—সামান্য ফাঁদ নয়, প্রাণে মারা ফাঁদ!—ভাগ্যে তা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি। আমার একজন সমব্যবসায়ী বন্ধু, আর কাশীর একজন বড় লোক, সেই চক্র থেকে নিস্তার পাবার জন্যে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হোয়েছেন! ভাগ্যে ভাগ্যে আমি পালিয়ে এসে, বেশ বোদ্‌লে, দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে এইখানে শেষে আশ্রয় পেয়েছি!—সেই অবধি ছোঁড়ার উপর আমার ভারি জাতক্রোধ হোয়ে রয়েছে!—রাজা মাণিকচাঁদের কেরামতে এইবারে তারে হাতে পেয়েছি, এইবারে সেই দুষ্কর্ম্মের পরিশোধ নেবোই নেবো। আর দেখ্—"

"না, না, তুমি ওরে মেরে ফ্যালো! ও বেঁচে থাক্‌লে আমি গলায় দড়ী দিয়ে মোর্‌বো; ও আমার পরম শত্রু, এখান থেকে খালাস হোলেই আমার মুখে চূণকালী দেবে! তুমি ওরে মেরে ফ্যালো! নববাবুকে বোলে আজ রাত্রেই কাজ নিকেশ করো;—একদণ্ডও আর বাঁচিয়ে রেখো না! এই মেঘ আঁধারে দুর্য্যোগের রাত্রে বেশ সুযোগ আছে; চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

মোহিনীর এই সব কথা শুনে আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ হোয়ে কেঁপে উঠ্‌লো। পাপীয়সী রাক্ষসী বলে কি? আমারে খুন কোত্তে খুনেদের সঙ্গে আপনিই এগুতে চায়! মেয়েমানুষ হোয়ে এতদূর বুকের পাটা?—আর তারি বা বিচিত্র কি? কুলের মেয়ে হোয়ে যখন কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে বেরুতে পেরেছে, তখন তার আর অসাধ্য কার্য্য কি আছে? নষ্ট-মেয়েরা না কোত্তে পারে, এমন কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই! স্বদেশে বাড়ীতে থেকে কি ঢলান্‌টাই না ঢোলিয়েছে! শুনেছি, রেতের বেলা, নিশুতি সময়, বাড়ী থেকে বেরিয়ে আর একজনের বাড়ী "ভিক্ষা" কোত্তে যেতো;—এলাহাবাদের কয়েদী খাজাঞ্চি পার্ব্বতী রায়, তিনিই এই দাতা!—রোজ রাত্রে তাঁরি কাছে "ভিক্ষা" চাইতে যেতো! কেবল একটী দাতাই পর্য্যাপ্ত নয়, নিজের বড়দাদাও আর একজন দাতা ছিল! কোটা ছাড়ে নি, চাল্ বেগ্‌ড়ায় নি, এক কোটাতে থেকেই দুইদিক্ বজায় রেখেছে! যে কোটায় দাতা, সেই কোটাতেই দাদা! দাদা বীরচন্দ্র এক কোটাতেই উদয়মণির নির্জ্জন-ঘরের "ভিক্ষাদাতা!" যে ডাকিনী, যে সাপিনী, এত কাণ্ড কোত্তে পেরেছে, তার পক্ষে মানুষ মারা আর বিচিত্র কথা কি? জগতে তার

অসাধ্য কর্ম্মই বা কি আছে? নায়কদের সঙ্গে সেই ডাকিনী যে আমারে খুন কোত্তে অগ্রসর হোতে পারে না, সে সন্দেহ করাই আমার ভুল!

ভাবছি, এমন সময় তপস্বী আবার বোল্লে, "মোহিনি! তুই বোল্‌চিস্ বটে, কিন্তু মেরে ফেল্‌তে আমার মন হোচ্চে না। মনে কোল্লে, এখুনি তা পারা যায় বটে, যে ঔষধ আমার কাছে আছে,—যে ঔষধ চেলে কাশীতে আমার তত বড় বিপদ ঘোটেছিল, সেই ঔষধ চালালেই একদণ্ডে কর্ম্ম রফা হয়, বাছাকে আর চক্ষু পাল্‌টাতে হয় না; কিন্তু আমি বলি, একেবারে মারার চেয়ে দগ্ধে দগ্ধে মারাই ভাল!"

ক্রমেই আমার ভয় বাড়্‌তে লাগ্‌লো। তপস্বী কোথাকার লোক? ঔষধ চেলে বিপদে পোড়েছিল বোল্‌চে, সেই বিপদে দুজন আত্মঘাতী হোয়েছে, এ কথাও বোল্‌চে; কাশীতে ঘটনা হোয়েছিল, তাও বোল্‌চে; স্বরও বেশ জানা শোনা বোধ হোচ্চে, কিন্তু লোকটা কে?—খানিকক্ষণ চিন্তা কোল্লে বোধ হয় স্মরণ হোতে পাত্তো, কিন্তু তখন সে চিন্তার অবসর ছিল না;—একে গারদের বন্দী, তাতে হঠাৎ প্রাণের ভয়; সে চিন্তার অবসর ছিল না। অবশ অস্পন্দ হোয়ে অন্ধকারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সভয়ে আমি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম।

তপস্বী চুপ্ কোরেছে, মোহিনীও কথা কোচ্চে না, বাতাস হু হু কোরে বোচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টিও আছে, তারা দুজনে প্রায় দু তিনমিনিট নিস্তব্ধ। সে ভয়ঙ্কর রাত্রে আকাশ পানে চাইলেই ভয় হয়,—তমস্বিনী রজনী আপনিই ভয় দেখায়, তাতে আবার দু দুজনলোক আমার প্রাণনাশের পরামর্শ কোচ্চে।—সে সময় আমার কতদূর উৎকণ্ঠা, সে কথা আর বল্‌বার অপেক্ষা নাই।

আড়ষ্ট হোয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, হঠাৎ তপস্বীর স্বর গম্ভীর হোলো।—মোহিনীকে বোল্লে, "তুই ছেলেমানুষ, মেয়েমানুষ, বোধ শোধ কম, ছোঁড়া ভারি ফাজিল, মেরে ফেল্লে একমুহূর্ত্তেই ফুরিয়ে যাবে, যাতে জব্দ হয়, সেই চেষ্টাই কোত্তে হোচ্চে; রাজা বাহাদুরেরও সেই মত। প্রাণে মাল্লে ত সব চুকে গেল;—রাজা বাহাদুরেরও তাতে নিষেধ আছে। যে ছল কোরে হরিদাসকে আমরা এখানে এনেছি, বাস্তবিক সে ছল মিথ্যা; হরিদাস পাগল নয়, কিন্তু কৌশলে পাগল কোরে কিছুদিন এখানে রাখ্‌তে হবে;—রাখ্‌তে পাল্লে বিলক্ষণ লাভও আছে!"

মোহিনী খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লো। হাস্‌তে হাস্‌তেই বোল্লে, "তবে তা-ই করো, তা-ই ভাল। কিন্তু কেমন কোরে হবে?"

"সেজন্যে কিছু ভাব্‌তে হবে না। কিন্তু সে কাজ একদিনের নয়,—ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হবে। আমি এক রকম ঔষধ জানি, জলের সঙ্গে সেই ঔষধ মিশিয়ে দিলে তার কোনো আস্বাদন পাওয়া যায় না, চেনাও যায় না, জলের রং যেমন, তেম্‌নিই থাকে; অথচ তা খেলে, মানুষ ক্রমে ক্রমে পাগল হয়। রোজ রাত্রে হরিদাসকে সেই জল আমি খেতে দিব; আর আমি হোচ্চি এখানকার রসদ্‌দার, আমি হাতে কোরে যা দিব, তাতে কখনোই সন্দেহ কোর্‌বে না; কৌশলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হবে।"

এই যুক্তি শুনে মোহিনী বোল্লে, "তা কেন?—কেবল রাত্রেই কেন?—দিনের

বেলাও ত দিলে হয় ?—আর একেবারে বেশী কোরে দিলেও ত কাজ চোল্‌তে পারে ? তা হোলে শীঘ্রই ত পাগল হোয়ে যাবে ?”

“সাধে কি বলি মোহিনী তোর বুদ্ধি শুদ্ধি নাই ? দিনের বেলা যে ছোঁড়াটা নব বাবুর সঙ্গে একত্রে বোসে আহার করে ? সে সময় এ কাজ কেমন কোরে হবে ?—নব বাবু যাতে জান্‌তে না পারেন, এম্‌নি কৌশলে, লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ হাঁসিল্ কোর্‌বো !—হাঁসিল্ হোয়ে গেলে যদি তিনি শোনেন, তা হোলে বরং খুব খুসীই হবেন। তাঁরও মনে মনে ইচ্ছা যে, হরিদাস পাগল হয়। আর তুমি যে বোল্‌চো, একেবারে বেশীমাত্রায় দিলে শীঘ্র শীঘ্র পাগল হবে ; তা সত্য, কিন্তু তা হোলে কি জানি, ঔষধের গুণে পাগল না হোয়ে তৎক্ষণাৎ যদি মোরেই যায়, তখন তার উপায় কি ?—দোগ্নে মার্‌বার মত্‌লব, তখন আমাদের সিদ্ধ হবে কি রকমে ? তাই বোল্‌ছি, একবারে দেওয়া হবে না ; ক্রমে ক্রমে দিতে হবে !” তপস্বীর এই পর্য্যন্ত চাতুরী,—এই পর্য্যন্ত তার বিদ্যা বুদ্ধির কূট কৌশল !

ফিকির শুনে মোহিনী তারে সোহাগের স্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, “ঐ গুণেই ত আমি মোরে আছি ! এত গুণ না হোলে কি আমি কুলে কালি দিয়ে তোমার সঙ্গে মোজি ?” তারা এই রকম বলাবলি কোল্লে বটে, কিন্তু আমার বুক কেঁপে উঠ্‌লো,—ভয়ে কণ্ঠরোধ হোলো।—আরো কি বলে, শোন্‌বার জন্যে কাণপেতে রইলেম, কিন্তু আর তাদের একটী কথাও শুন্‌তে পেলেম না। উঁকি মেরে আকাশ পানে চেয়ে দেখি, পূর্ব্বদিক প্রায় ফর্‌সা। আর রাত নাই, বৃষ্টি ধোরে গেছে, ঝড়ও থেমেছে, আমি আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে দ্রুতগতি আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম।

রাত্রিকালে অন্তরালে দাঁড়িয়ে যা যা শুন্‌লেম, মনে মনে সেই সব আন্দোলনা কোরে মুহুর্মুহু হৃদ্‌কম্প হোতে লাগ্‌লো,—পিপাসায় কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক হোয়ে উঠ্‌লো ; কিন্তু জল চাইতে প্রবৃত্তি হোলো না। দারুণ পিপাসা অতি কষ্টে দমন কোল্লেম। প্রত্যহ প্রত্যূষে যেমন উঠি, সেদিনও তেম্‌নি বিছানা থেকে উঠে বারাণ্ডায় এলেম। অর্দ্ধেক রাত নিদ্রা হয় নি, সে ক্লেশ অনুভব কোচ্চি না, অন্তরে যে অসহ্য ক্লেশ, তার কাছে অন্য ক্লেশ অসামান্য !

বেলা যখন আন্দাজ আট্‌টা, তপস্বী এলো। প্রতিদিন যেমন জলখাবার দিয়ে যায়, সে দিনও তেম্‌নি দিলে ; কিন্তু সে জল আমি স্পর্শ কোল্লেম না। যদিও শুনেছিলেম, রাত্রের জলে ঔষধ মিশানো থাক্‌বে, তথাপি দিনের বেলাও সন্দেহ ঘুচ্‌লো না। তপস্বী অন্য অন্য কর্ম্মে চোলে গেলে পর, আশ্রমের আর একজন চাকরকে ডেকে বোল্লেম, “রসদ্‌দার যে জল দিয়ে যায়, তাতে আমার তৃষ্ণা ভাঙে না ; বেশী জল দিতেও বারণ আছে ; তুমি যদি চুপি চুপি আমায় এক কুঁজো কোরে জল দাও, চির-বাধিত হোয়ে থাকি। কিন্তু কথা এই, তপস্বী যেন সে বিন্দু বিসর্গও জান্‌তে না পারে ! সময়ক্রমে চুপি চুপি তুমি আমারে জল দিয়ে যেয়ো।” এই কথা বোলে সঙ্গে যে টাকা ছিল, তাই থেকে দুটী টাকা তার হাতে দিলেম।

লোকটা ভালমানুষ ছিল, আমার আসা অবধি প্রায় সকল কাজেই সে আমার কাছে এসে ঘনিষ্ঠতা কোত্তো ; সুতরাং রসদ্‌দার যেন জান্‌তে না পারে, এ কথার হেতু

জিজ্ঞাসা না কোরেই সে সম্মত হোয়ে গেল; আর টাকা পেলে বোলে খুসীও হোলো।

গারদে যেমন সম্ভব, প্রতিদিন যে রকম হয়, সেই রকমে দিবামান কেটে গেল। বেশীর ভাগে রাত্রের গুপ্ত-মন্ত্রণার দুশ্চিন্তা!—ফলাফল কিরূপ দাঁড়ায়, সেইটীই সকলের উপর প্রধান। তা ছাড়া অন্য চিন্তা আমার নিত্য সহচরী।

সন্ধ্যার পর দুজন চাকর এসে নিয়মমত আমার খাবার সামগ্রী দিয়ে গেল।—তপস্বী নিজে এক গেলাস জল হাতে কোরে নিয়ে এসে বোল্লে, "দেখ দেখি, কেমন সুগন্ধ জল!—কেমন গোলাপের গন্ধ বেরুচ্চে এতে! আমি আপনার জন্যে আনিয়ে ছিলেম, কিন্তু তোমারে বড় ভালবাসি কি না, সেই জন্যে আগেভাগেই তোমার কাছে নিয়ে এসেছি; রোজ রাত্রেই এই রকম তোমারে আমি দিয়ে যাবো।—দেখ দেখি হরিদাস! কতদূর পর্য্যন্ত ভালবাসা আমার! কতদূর পর্য্যন্ত খাতিরযত্ন করি তোমারে!—তুমি ত্যক্ত হও, কিন্তু দেখ দেখি, আমি তোমার কি রকম অকপট বন্ধু?"

মনটা আমার ছাঁৎ কোরে উঠ্‌লো। সে বেরিয়ে গেলে, খাবার আগেই আমি জলের গেলাসটী প্রদীপের আলোর কাছে ধোরে স্থিরনেত্রে পরীক্ষা কোল্লেম। হৃদয় কাঁপ্‌ছে, হাত ঠিক রাখ্‌তে পাচ্চি না,—অনবরত ভাব্‌ছি। উঃ!—এরা আমায় ঔষধ খাইয়ে পাগল কোত্তে চায়!—এদের আমি কোনো অপরাধ করি নি, কেন তবে এরা আমারে নষ্ট কোত্তে উৎসুক?—আমারে পাগল কোর্‌বে!—এই জলে পাগ্‌লা-গুঁড়ো মিশিয়েচে,—কাল রাত্রে যে ঔষধের কথা বোলেছিল, এই জলে তা-ই আছে! ওঃ! এই জল খেলে আমি পাগল হবো!—খাবো না,—ফেলে দিই;—জেনে শুনে কখনোই আমি এ জল স্পর্শ কোর্‌বো না।—এরা আমার সঙ্গে এত শত্রুতাবাদ কেন সাধ্‌চে?—কাশীতে একবার দুরাত্মা পাপিষ্ঠ কৃষ্ণপদ বাবু কৌশল-চক্রে আমারে পাগল কর্‌বার চেষ্টা কোরেছিল, ভগবান সে বিপদ থেকে অভাবনীয়রূপে রক্ষা কোরেছেন!—আগে আমি কিছুই জান্‌তে পারি নি, রামফল অবশেষে দায়ে পোড়ে সেই সব কথা আমারে বলে।—যা হোক্, অতীত বৃত্তান্ত,—যেগুলি ভোল্‌বার উপযুক্ত, সেই সকল অতীত বৃত্তান্ত একে একে অযত্নে আমি ভুলেছি। এখন এ আবার কি বিষম বিভ্রাট? অকারণে ছলনা কোরে রাজা মাণিকচাঁদ আমারে পাগ্‌লা-গারদে রেখেছেন।—তাঁর চরেরা,—আমি পাগল নই দেখে তাঁর চরেরা, ঔষধ খাইয়ে সত্য সত্যই আমারে পাগল কোত্তে চেষ্টা কোচ্চে! ওঃ! ধূর্ত্তের কি চতুরতা? আমি এদের কোনো অনিষ্ট করি নি, অনিষ্ট কোত্তে চেষ্টাও করি নি, জন্মাবচ্ছিন্নে আলাপ পর্য্যন্তও নাই, তথাপি এরা আমার অনিষ্ট কোত্তে প্রাণপণে দৃঢ়ব্রত!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে জলের গ্লাস্‌টী এপাশ ওপাশ নেড়ে, ভাল কোরে পরীক্ষা কোল্লেম; তাতে যে আর কিছু নিশানা আছে, এমন তরো বোধ হোলো না। সেই জলের অর্দ্ধেকটা ফেলে দিলেম। এইজন্যে ফেলে দিলেম যে, দুষ্টেরা মনে করুক, অর্দ্ধেক আমি পান কোরেছি! অপর লোকের সাহায্যে যে জল আহরণ কোরেছিলেম, সেই জল পান কোরে শয্যার উপর শয়ন কোল্লেম! রজনীতে অনিদ্রায় বিবিধ চিন্তা মূর্ত্তিমতী। প্রত্যূষে

উঠে নিত্য যেমন কোরে থাকি, সেই ভাবে বারাণ্ডায় গিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেম। নবকৃষ্ণ বাবু এলেন, তপস্বী এলো, অন্য কোনো লক্ষণ কেউ কিছু জান্‌তে পাল্লে না।

নবনবতিতম কাণ্ড।

নিষ্ফল-মনোরথ!

একমাস অতীত হোয়ে গেল।—শীতকাল উপস্থিত। অগ্রহায়ণ মাসের পাঁচ সাতদিন অতিক্রান্ত হোলো। প্রতি রজনীতেই রসদ্‌দারের অজ্ঞাতে জল ফেলে দিই, কিন্তু কেউই তা জান্‌তে পারে না। যে উদ্দেশ্যে তারা জল দিচ্চে, সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হোচ্চে, আকার ইঙ্গিতে কতক কতক সেই লক্ষণ মধ্যে মধ্যে আমি জানাতে লাগ্‌লেম;—তাতেই তপস্বীর মুখ, বিকটরূপে প্রফুল্ল হোতে লাগ্‌লো!

একদিন প্রাতঃকালে প্রভাত-সমীরণ সেবনের বাসনায় আমি উপর থেকে নাম্‌লেম।—আগেই বলা হোয়েছে, আশ্রমের চারিদিকে বাগান।—বেড়াতে বেড়াতে বাগানের প্রান্তভাগে উপস্থিত হোলেম। দেখি, ঠাঁই ঠাঁই মালীরা কাজ কর্ম্ম কোচ্চে। তাদের নিকট দিয়েই আমি চোলে গেলেম, জনপ্রাণী একটী কথাও কইলে না; সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত।

বেড়াচ্চি, অন্য লোক কেউই নাই, মালীরা ছাড়া অন্য লোক কেউই নাই;—বেলা আন্দাজ আটটা। এমন সময়, দূরে একজন ভদ্রলোককে দেখ্‌তে পেলেম। ক্রমে ক্রমে ধীরপদে তিনি আমার নিকটে এলেন। তাঁর আকার দীর্ঘ, বর্ণ শ্যাম, কোল্‌-কুঁজো,—বয়সের ধর্ম্মে কিঞ্চিৎ কোল্‌ কুঁজো। বুক চ্যাপ্‌টা,—কাঁচা পাকা লোমে ঢাকা। কোমরের নীচে দুধারে হাড়্‌ বেরোনো। সমস্ত শরীরের মাংস লোল, কপালের দুপাশ উঁচু উঁচু, চুল অতি অল্প, পাত্‌লা পাত্‌লা, বেশীর ভাগ শাদা। লোটা কাণ, নাক লম্বা, ঈষৎ বাঁকা। চক্ষু গোল, কোল্‌বসা কোলে কালি পড়া, ভিতর স্বাভাবিক শাদা নয়, অল্প অল্প হরিদ্রাবর্ণ। দাঁত গোড়ে গেছে বোলে নীচের ঠোঁট মুখের ভিতর ঢোকা; গাল তোব্‌ড়ানো, হনু উঁচু উঁচু, বয়স আন্দাজ ৫০।৫৫ বৎসর। পরিচ্ছদ শুভ্র, গাত্রে আবরণ নাই, বামস্কন্ধে একখানি চাদর মাত্র।

তিনি ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি গো! বেড়ানো হোচ্চে? সকাল বেলার হাওয়া কেমন লাগ্‌চে? মনের স্ফূর্ত্তি হোচ্চে ত?"

বিষণ্ণমুখে আমি উত্তর কোল্লেম, "হাঁ, বায়ুসেবন করা হোচ্চে বটে, কিন্তু মনের স্ফূর্ত্তি কিরূপে হবে? আমি বন্দী;—মিথ্যা মিথ্যা পাগল বোলে জোর কোরে আমায় কয়েদ রেখেছে। বন্দীর আর স্ফূর্ত্তি কোথা? কিছুই আমার ভাল লাগ্‌ছে না।"

চকিত হোয়ে, সবিস্ময়ে প্রাচীন আগন্তুক আমারে বোল্লেন, "কি! তুমি বন্দী? অনিচ্ছায় এখানে বন্দী? ধোরে বেঁধে তোমারে এরা কয়েদ কোরে রেখেছে?"

"হাঁ মহাশয়! আমার ভাগ্যদোষে—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি বোল্লেন, "সে কি?—তোমাকে ত পাগল বোলে বোধ হোচ্চে না? নব বাবু কি বিশেস কোরে কিছুরই অনুসন্ধান লন নি? আর—"

"আজ্ঞা, তিনি সকলি জানেন, তাঁরে আমি অনেক কাকুতি মিনতি কোরে বোলেছি, কিছুতেই তিনি—"

"না—না—না! তিনি ও রকমের লোকই নন!—অতি সৎস্বভাবই তাঁর! কারকোপ্ বড় একটা বোঝেন না! কিন্তু কি করেন, দু দুজন ডাক্তারের যখন নিদর্শনপত্র পান, তখন কাজেই তাঁরে সেই রকম ব্যাভার কোত্তে হয়।—এদিকে অতি অমায়িক লোক!—দেখ বাপু!" এই পর্য্যন্ত বোলে কাণের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে আবার বোল্লেন, "দেখ বাপু! মাঝে মাঝে আমি এখানে আসি! যে সব সহজ লোককে এরা এখানে এনে পাগল বোলে কয়েদ করে,—তোমার মতন সহজ লোক যারা যারা এখানে এসে কয়েদ হয়, তাদের খালাস কর্‌বার জন্যে মাঝে মাঝে আমি এখানে এসে বার দিয়ে থাকি! এই রকমে কতবার কত লোককে যে আমি খালাস কোরে দিয়েছি, তা আর বল্‌বার কথা নয়! এবারে এখানে বেশী দিন থাক্‌বার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বেড়াতে বেড়াতে আন্‌মনেই তা ঘোটে গেল!—অতি কম দুমাস ধোরেই এখানে আমি আছি। এবারে কোনো রকম নূতন ঘটনা কিছুই হোতে দেখি নি!—এতদিন কবে আমি এখান থেকে চোলে যেতেম, কিন্তু গয়ংগচ্ছ কোরে পাঁচ সাতদিন বিলম্ব করাতেই এই শুভ ঘটনাটী উপস্থিত হোলো, একজনের উপকারে এলেম।—যা হোক্, নব বাবুকে বোলে এর একটা হেস্তনেস্ত আজি আমারে কোত্তে হবে;—কারো কথা শুন্‌বো না, কোর্‌বোই কোর্‌বো!

সংশয়ে, আনন্দে, কৌতূহলে, বাধা দিয়ে তাঁর হাত ধোরে আমি বোল্লেম, "মহাশয়! তা যদি পারেন, তবে চির-জীবন আমি আপনার কাছে বিক্রীত হোয়ে থাক্‌বো; দোহাই আপনার! আমাকে আপনি ভুল্‌বেন না। কখন্ আপনি নব বাবুকে অনুরোধ কোরে আমাকে খালাস কোরে দিবেন?" এই সব কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আমার দুটী চক্ষু দিয়ে টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো!

"কেঁদো না, বাবা কেঁদো না!—ছিঃ! কেঁদো না!—এসো, আমার সঙ্গে এসো; এখুনি তোমারে আমি খালাস কোরে দিব! নব বাবু আমার পরম বন্ধু, তাঁকে অনুরোধ কোরে পাঁচমিনিটের মধ্যেই তোমারে আমি খালাস কোরে দিব। আমার কথা তাঁকে শুনতেই হবে, কখনোই তিনি এড়াতে পার্‌বেন না!—সৎপরামর্শ যদি না শুনেন, ভাল কথায় যদি কাণ না-ই দেন, একান্ত যদি উপরোধ অনুরোধ না-ই রাখেন, তা হোলে—"

"তা হোলে কি হবে মহাশয়? নব বাবু যদি আপনার সৎপরামর্শ না শুনেন, তা হোলে কি হবে মহাশয়?" অতি আগ্রহে অতি চঞ্চলভাবে দু দুবার আমি এই প্রশ্ন বিনিয়োগ কোল্লেম।

উজ্জ্বলদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে কাণের

কাছে মুখ এনে আশ্বাসদাতা গম্ভীরভাবে বোল্লেন, "তা হোলে, দেখ বাপু! নব বাবু যদি আমার কথা না-ই শুনেন, তা হোলে দেড়ে-মোগল রাজাকে চিঠি লিখে, এখুনি আমি চার্‌দল ফৌজ আনিয়ে তোমাকে নিশ্চয় খালাস কোরে নিয়ে যাবো। ঘোরতর যুদ্ধ বাধাবো, তবে ছাড়্‌বো! চালাকী?"

প্রথম থেকে এতক্ষণ প্রাচীন আগন্তুকের কথা শুনে মনে যা কিছু আশ্বাস জন্মেছিল, শেষ কথায় সে আশ্বাস একেবারে নির্ম্মূল হোয়ে গেল,—সমস্ত আশা ভরসা একেবারে রসাতলে প্রবেশ কোল্লে;—হতাশ হোয়ে পোড়্‌লেম।—দেখ্‌লেম একটা পাগল! এতক্ষণ একটা পাগলের সঙ্গে অনর্থক বকাবকি কোরে বৃথা বৃথা সময় নষ্ট কোল্লেম।

হতাশ্বাসে তার সঙ্গে আর অন্য কথা না কোয়ে দ্রুতপদে আমি সেখানে থেকে সোরে গেলেম। প্রায় বিশ পঁচিশ পা গেছি;—দেখি, একজন লোক একটা গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ ফর্‌সা কাপড় পরা, বড় মানুষের ছেলের মতন সাজগোজ, চেহারা খানিও মন্দ নয়, বয়সও অল্প; বড় জোর ২৩।২৪ বৎসর।—গাছে হেলান দিয়ে আমার পানে চেয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌চে। সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না; তারে পাশ্‌-কাটিয়ে যাবো বোলে আপনার মনে হন্‌ হন্‌ কোরে চোলে যেতে লাগ্‌লেম। কাছাকাছি হোয়েছি, এমন সময় সেই লোক হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "মুক্তকেশ বুঝি আপনার সঙ্গে পাগ্‌লামী কোচ্ছিল? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখেছি;—হেসে আর বাঁচি নি!—কত রকমই কথা কয়! যা হোক, লোকটী কিন্তু নিরীহ ভাল মানুষ,—তবে ঐ রকম, কিছু পাগ্‌লাটে; কি বোল্‌তে কি বলে, ঠিক রাখ্‌তে পারে না। কিন্তু বেশ শাদাশিদে লোক, বেশ মজার মজার কথা কয়! শরীরে কোনো দোষ নাই, নিরীহ ভালমানুষ! এক একটা কথা কোয়ে মানুষকে একেবারে হাসিয়ে মারে! ঐ জন্যে নবু কাকা ওরে বড় ভাল বাসেন!"

আমি একটু থোম্‌কে দাঁড়ালেম;—একজন মানুষ কথা কইলে উত্তর না কোরে চোলে যাওয়া ভাল দেখায় না বোলে, একটু থোম্‌কে দাঁড়ালেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তবে আপনি নবকৃষ্ণ বাবুর ভাইপো?" জিজ্ঞাসা কোরেই একটু থাম্‌লেম।—ভাব্‌লেম, এ ব্যক্তি নবকৃষ্ণের ভাইপো; এর কাছে আমি আর কি শুভ প্রত্যাশা কোত্তে পারি? নবকৃষ্ণ বাবু রাজা মাণিকচাঁদের লোক, তিনিই আমার এই যন্ত্রণার দ্বিতীয় হেতু, তাঁর ভাইপোর কাছে আমি আর কি এমন শুভ প্রত্যাশা কোত্তে পারি?—চকিতের ন্যায় এই ভাব্‌না আমার অন্তরে উদয় হোলো।

"হাঁ, আমি নবকৃষ্ণ বাবুর ভাইপো বটে, তিনি আমার পিতার সহোদর, তাঁকে আমি বিশেষরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করি, তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহানুগ্রহ করেন। আমার নাম অতুলকৃষ্ণ।—মুক্তকেশের সঙ্গে তুমি গল্প কোচ্ছিলে, জানালা থেকে কাকা তা দেখেছেন, পাছে সে তোমায় ত্যক্ত বিরক্ত করে,—তার স্বভাব তিনি জানেন কি না,—কাকা তোমায় বড় ভালবাসেন কি না, এলোমেলো বোকে পাছে মুক্তকেশ তোমায় ত্যক্ত বিরক্ত করে, এই ভেবে তিনি আমারে ডেকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অনেকক্ষণ আমি এসেছি, তুমি না কি একমনে

মুক্তকেশের সঙ্গে গল্প কোচ্ছিলে, হঠাৎ আমি গিয়ে বাধা দিলে, কি জানি, মুক্তকেশ যদি কিছু ক্ষুণ্ণ হয়, এই সন্দেহে তখন তোমার নিকটে যাই নি ; এইখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা কোচ্চি। মুক্তকেশের তামাসা দেখে শুনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছিলেম ; হাস্‌বারই কথা! আপনি যখন এদিকে আসেন, তখনও আমি হাস্‌চি, কিন্তু তাতে আপনি কিছু মনে কোর্‌বেন না,—ক্ষমা কোর্‌বেন।" গম্ভীরভাবে নূতন পরিচিত অতুলকৃষ্ণ এই শেষ কটী কথা উচ্চারণ কোল্লেন।

মুক্তকেশের প্রলাপ-কথা শুনে অবধি আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল, ঔদাস্যভাবে অতুলকৃষ্ণের কথাগুলি শুন্‌লেম, কিন্তু উত্তর কোত্তে ইচ্ছা হোলো না। চিন্তাকুলমনে চোলে যাবার উপক্রম কোচ্চি, ভাব বুঝ্‌তে পেরে অতুল বাবু প্রসন্নমুখে বোল্লেন, "দেখ ভাই! আমার সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল না বটে, কিন্তু অকারণে তোমাকে এখানে এনে এরা যে নাহক্ কষ্ট দিচ্চে, তা শুনে মনে মনে আমি অত্যন্ত কাতর আছি। আজি আমি নবু কাকাকে বোলে, তোমাকে আজি মুক্ত কোরে দিব। আহা! তুমি এমন ভাল মানুষ, এমন ঠাণ্ডা, তোমাকে পাগল বোলে আট্‌কে রেখেছে? কি অবিচার! কি অন্যায়! আজি আমি তোমাকে মুক্ত কোরে দিচ্চি!"

চেহারা যে রকম দেখ্‌লেম, কথাও যে রকম শুন্‌লেম, তাতে কোরে লোকটীর প্রতি আমার কিছু শ্রদ্ধা ভক্তি হোলো,—বিশ্বাসও হোলো,—সততাও বিলক্ষণ জানালে,—কিছু আশ্বস্ত হোলেম।—আমার তখন যেরূপ অবস্থা, তাতে যে কোনো লোক একটী ভাল কথা বলে,—দুঃখে দুঃখী হোয়ে দয়া মমতা জানায়, হৃদয় তারি প্রতি অনুরক্ত হোয়ে বিশ্বস্ত হয়। বিশেষতঃ এই লোকটী নবকৃষ্ণ বাবুর ভাইপো, যথেষ্ট ক্ষমতাও আছে বোধ হোচ্চে, ইনি সদয় হোলে অবশ্যই আমারে খালাস কোরে দিতে পারেন। এই ভেবে কৃতজ্ঞতা জানাবার উপক্রম কোচ্চি, এমন সময় অতুলকৃষ্ণ আমার মুখপানে চেয়ে খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লেন।—বোল্লেন, "থেকে থেকে সেই কথাই কেবল মনে পোড়্‌চে, হাসি আর চেপে রাখ্‌তে পাচ্চি না!" এই কথা বোলে আবার খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লেন। আমি বিরক্ত হোলেম। সেই বিরক্ত ভাব বুঝ্‌তে পেরেই যেন অতুলকৃষ্ণ একটু অপ্রস্তুত হোয়ে গম্ভীরভাবে পুনরায় বোল্লেন, "দেখ ভাই! আজি আমি তোমাকে খালাস কোরে দিব!" বোল্‌তে বোল্‌তে যেন হঠাৎ উন্মনা হোয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে বোল্লেন, "ওহে ভাই! অনেক বেলা হোয়েছে, চলো, খাবার চেষ্টা দেখি গে। আর দেখ! আমি তোমারি কাছে খেতে বোস্‌বো,—খুব ঘেঁসে ঘেঁসেই বোস্‌বো;—কিন্তু দেখো ভাই! আমাকে যেন খেয়ো না,—যদি খাও, ভেজো টেজো না, সিদ্ধ কোরো না, আস্ত আস্ত টাট্‌কা টাট্‌কা খেয়ো! যদি আমি কিছু আলুনি হই, অল্প কোরে নুণ্ মিশিয়ে খেয়ো!—নেহাত আগুনের কাছে নিয়ে যেয়ো না; তা হোলেই বিস্বাদ হোয়ে যাবো, খেতেও ভাল লাগ্‌বে না, আমিও বাঁচ্‌বো না, একেবারে গোলে দ্রব হোয়ে যাবো!" এই সব কথা বোলে ব্যগ্রভাবে দুই হাত দিয়ে আমার দুই হাত জোড়িয়ে ধোল্লে,—সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার আমার মুখপানে

চাইতে লাগ্‌লো। বিরক্ত হোয়ে তার হাত ছাড়িয়ে দ্রুতবেগে আমি চোলে যেতে লাগ্‌লেম।

বিরক্ত-হৃদয়ে নানা ভাবনা উপস্থিত হোতে লাগ্‌লো। আরে এটাও পাগল!—পাগলের আশ্রমে সকলেই পাগল!—ক্ষণমাত্র সেখানে না দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিতমনে আপনার ঘরে এসে শয়ন কোল্লেম। দরজা খোলা থাক্‌লে পাছে কেউ এসে বিরক্ত করে, এই ভেবে সেদিন দরজা বন্ধ কোরে দিলেম। অনাহার, অনিদ্রা, আর অবিশ্রান্ত চিন্তা যে মানুষকে ভগ্নচিত্ত, ভ্রান্তচিত্ত না করে, এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কি না, আমার জানা নাই। পূর্ব্বাপর অদৃষ্টের ফলাফল ভাব্‌তে ভাব্‌তে দিবসে জাগ্রতাবস্থায় আমার অন্তঃকরণে ভাবনার তরঙ্গ উঠ্‌তে লাগ্‌লো। চার্‌টে বাজ্‌লো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলাটুকু কেটে গেল। দুঃখের সময়েও মহৎ লোকে বিবর্ণ হন্ না, এইটী জানাবার জন্যে ভগবান নলিনী-নায়ক এ সময়েও লোহিতমূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন। কমলিনী অভিমানে ঘোম্‌টা টান্‌লেন। ঘোম্‌টা টান্‌লেন বটে, কিন্তু প্রাণেশ্বর একবারে পরিত্যাগ কোরে যান, কি আবার ফিরে আসেন, তাই দেখ্‌বার জন্যেই যেন এক একবার আড়ে আড়ে চাইতে লাগ্‌লেন। দুরবস্থার সময় বিপক্ষের আর অভাব থাকে না। মধুলোভা মধুকরেরা সময় পেয়ে মধুমতী পদ্মিনীকে উপহাস কোত্তে লাগ্‌লো। কুমুদিনী একটু একটু ফুটে উঠ্‌লো। আর একটু পরে রজনীকান্ত আস্‌বেন বোলে, প্রকৃতিসতী রজনীকে সাজাবার জন্যে মল্লিকা, জুঁই, রজনীগন্ধা, যোজনগন্ধা, গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুমরত্নগুলি ক্রমে ক্রমে ফোটাতে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সূর্য্যের আধ্‌খানি ডুবে গেল। —ক্রমে আরো ডুব্‌লো;—একটুমাত্র দেখা যাচ্চে। বোধ হোলো যেন, আমি গেলে জগতের লোকেরা কি করে, তাই দেখ্‌বার জন্যে দিবাকর আড়াল থেকে উঁকি মাচ্চেন। ক্রমে সমস্তই অদৃশ্য। পদ্মিনীও নিরাশ হোয়ে চোক্ বুজ্‌লেন! পাখীরা যেন দিনকরকে যেতে বারণ কর্‌বার জন্যেই "না—না—না" রবে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। পেঁচারা বেরুলো,—বাদুড়েরা মনের আনন্দে উড়ে উড়ে ভাল ভাল ফলের গাছ আশ্রয় কোল্লে। দিবাপতি বিদায় হোলেন কি না, দেখ্‌বার জন্যেই যেন দুটী একটী নক্ষত্র নীল আকাশে উদয় হোলো। মৃদুমন্দ মারুত যেন রজনীর সঙ্গে বিহার কর্‌বার ইচ্ছাতেই সর্ব্বাঙ্গে পরিমল মেখে নিশাপতির আগে আগে এসে হেল্‌তে দুল্‌তে লাগ্‌লো। গাছের পাতাগুলি একটু একটু নোড়্‌চে, বোধ হোচ্চে যেন, প্রকৃতিসতী পবনের দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে, হাত নেড়ে তারে বারণ কোচ্চেন। ক্রমে ক্রমে নিশানাথ মোহন সাজে সুশোভিত হোয়ে রজনীকে আলিঙ্গন কোল্লেন। রজনীদেবী আহ্লাদে আর হাসি রাখ্‌তে পাল্লেম না,—মধুর নিক্কণে আপনা আপনি যেন হেসে উঠ্‌লেন! রাত্রি চারিদণ্ড অতীত।

নির্জ্জনঘরে একাকী বোসে আমি অদৃষ্টের ভোগাভোগ, ফলাফল, চিন্তা কোচ্চি। শীতকালের রাত্রি, আকাশে মেঘ নাই, অথচ তারাবলীরও দীপ্তি নাই। শীতল বায়ু উদ্যানের বৃক্ষতলায় বহন হোচ্চে, গবাক্ষের দ্বারে মুহুর্মুহু প্রতিঘাত হোচ্চে, জীবমাত্রেই শীতার্ত্ত। প্রকৃতির লীলা,—শীতল সমীরণে প্রকৃতির

লীলা, আমার হৃদয়কে শীতল কোত্তে পাচ্চে না। অবিরত সমভাবেই আমি ভাব্‌চি।

যে অদৃষ্ট আমারে শিশুকালে নিরাশ্রয় কোরে আচার্য্যের আশ্রমে রেখেছিল,—যে অদৃষ্ট আমারে আশ্রয়দাতা রামকুমার বাবুর খুনের পর দেশত্যাগী কোরে নানা বিপদে ফেলেচে,—যে অদৃষ্ট আমারে বরদারাজ্যে ডাকাতের হাতে সাংঘাতিক শঙ্কটাপন্ন কোরেছে, আর যে অদৃষ্ট আমারে পদে পদে জন্মাবধি প্রতারণা কোচ্চে, পাটনার বাতুলালয়ে সেই অদৃষ্টই আমার সঙ্গে! বিপদকে বিপদ জ্ঞান করি নি,—শঙ্কটকে শঙ্কট বোধ করি নি,—দুরদৃষ্টকে কথনো ঘৃণাক্ষরেও তিরস্কার করি নি,—অধৈর্য্যকে কথনো হৃদয়মধ্যে আশ্রয় দান করি নি,—প্রতারক লোকের প্রতারণাকে কথনো গুরু বোলে অনুমান করি নি,—দুরদৃষ্টের ফলে কথনো ভ্রূক্ষেপ করি নি, এখন বাতুলালয়ে সেই সকল ফল একত্রেই মূর্ত্তিমান! দণ্ডীপর্ব্বে যেমন অষ্টবজ্র একত্র হোয়েছিল, এই বাতুলাশ্রমে আমার অদৃষ্টপর্ব্বে সেইরূপ অষ্টবজ্র একত্র! আমি জন্মাবধি হতভাগ্য! কে মাতা, কে পিতা, কিছুই জানি না; কোথায় জন্মভূমি, তাও জানি না; লোকে মাতৃভূমির মায়ায় অনুরক্ত থাকে, আমার অদৃষ্ট অজ্ঞাতে সে আনুরক্তি অজ্ঞাত! বন্ধুবান্ধব ভাগ্যবলে অনেক লাভ হোয়েছে বটে, কিন্তু বৈরী যে কত, সেটী আমি তিলমাত্র জানি না। বৈরী সংগ্রহ কোত্তে যে যে ছলনা আবশ্যক, সেটীও আমি অবগত নহি। ফল কথা, যে যে কারণে লোকের শত্রুবৃদ্ধি হয়, সে রকম কাজ অজ্ঞানেও আমি কোরেছি কি না সন্দেহ।—রাজা মাণিকচাঁদ, 'মুখে যা হোক্, অন্তরে শত্রুব্যবহার কোচ্চেন। কেন কোচ্চেন, তিনি ভিন্ন বোধ হয়, অপর কেউই তা পরিজ্ঞাত নহে।—রক্তদন্ত শত্রু হোয়েছিল, দিগম্বর শত্রু হোয়েছিল, বীরচন্দ্র শত্রু হোয়েছিল। কেন হোয়েছিল, তারাই তা জান্‌তো। তা ছাড়া, এখন যারা যারা শত্রুতাচরণ কোচ্চে, তাদের সঙ্গে আমার অদৃষ্টের ঘনিষ্ঠতা কতদূর, অদৃষ্টই তা প্রকাশ কোত্তে পারে!—নিদারুণ মনোবেদনায় কেবল এই ভাব্‌না যে, দেশে বিদেশে ভ্রমণ কোরে যত মিত্র সংগ্রহ কোল্লেম, তার ফল জ্ঞাত হবার আগেই অকারণে বিপক্ষের ষড়যন্ত্রে এখন স্বীয় প্রাণ কণ্ঠাগতপ্রায়! রাজা মাণিকচাঁদ একাকী এক পক্ষ হোয়ে আমার প্রতিকূল আচরণ কোচ্চেন, তাঁর কুচক্রেই অহরহ আমি দারুণ যন্ত্রণা উপভোগ কোচ্চি, তাঁর ইষ্টকার্য্যে সর্ব্বত্রই জয়লাভ হোচ্চে, অসংখ্য বন্ধুবান্ধব সর্ব্বত্রই পরাজয় মান্‌ছেন; এ সকল বিধাতার বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। একজন মানুষ অদ্বিতীয় ইচ্ছায় মনোরথ সুসিদ্ধ কোচ্চেন, অপর পক্ষের সহায় সম্পদ, সকল উপায়ই তাঁর ছলনা-হ্রদে ভেসে যাচ্চে, আমি নিরুপায়!

বিপক্ষের চক্রান্তে এখন আমি বাতুলালয়ে বন্দী! কার শরণাপন্ন হই?—বিপদে কে আমারে রক্ষা করে?—কি উপায়ে এ শঙ্কট হোতে পরিত্রাণ পাই?—কি উপায়ে এই শত্রুবেষ্টিত কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করি?—ভেবে চিন্তে এই অপার সাগরে কিছুই কূল কিনারা কোত্তে পাচ্চি না! উঃ! আমি বাতুলালয়ে বন্দী! নিজে উন্মত্ত না হই, এখানকার লোকেরা ছলনা কোরে দ্রব্যগুণেও আমারে পাগল কোত্তে চেষ্টা কোচ্চে।

অন্তরঙ্গ কোনো লোক আমার এ

বিপদ জান্‌লে না,—দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী, বিপদের সাথী, কেউ-ই আমার এ বিপদ শুন্‌লে না!—কেন?—আমার কি কেউ নাই?—কেন, অম্বিকা?—আমার চির-দুঃখিনী ভগিনী অম্বিকা?—আমার সামান্য কষ্টে যার চক্ষে জল পড়ে,—যারে আমি পিশাচের হাত থেকে উদ্ধার কোরেছি, সেই অভাগিনী ভগিনী আমার এই মহাবিপদ কি জান্‌তে পাচ্চে না?—শীঘ্রই আস্‌ছি বোলে তারে আমি বারাণসীতে রেখে এসেছি, কেন শীঘ্র যাচ্চি না,—কেন বিলম্বেও যাচ্চি না,—দয়াবতী অম্বিকা এর তত্ত্ব তবে এতদিন পর্য্যন্ত না নিচ্চে কেন?—নিয়েছে,—আমার প্রতি তার যে রকম মায়া তাতে বোধ হয় তত্ত্ব নিয়ে থাক্‌বে,—ঘরে বোসে যতদুর সাধ্য বোধ হয় সে রকম তত্ত্ব অবশ্য অবশ্যই নিয়ে থাক্‌বে! কুলস্ত্রী, বাইরে আস্‌তে পারে না, জানা শুনা লোকজনকে জিজ্ঞাসা কোরে কোনো সন্ধান না পেয়ে বোধ হয় হতাশ হোয়েছে! আচ্ছা, সে-ই যেন কুলস্ত্রী, তারি যেন অন্য উপায় নাই, কৃষ্ণকিশোর বাবু ত আছেন, তিনি ত আমার অন্তরের মিত্র, তাঁর সঙ্গে ত আমার অভেদ প্রণয়, বরদারাজ্যে যে বিপদ থেকে তাঁরে আমি মুক্ত কোরেছি সেটীও ত তাঁর স্মরণ আছে? তাও যদি মনে না করি, তথাপি তাঁর যেমন সরল সৎঅন্তঃকরণ, তাতে কোরে বন্ধুর বিপদে অবশ্যই কাতর হোয়ে থাক্‌বেন; তবে তিনিও আমার তত্ত্ব নিচ্চেন না কেন? বরদায় তাঁর যেমন বিপদ হোয়েছিল, তার চেয়ে শতগুণ অধিক বিপদে আমি পতিত হোয়েছি, এ সময়ে প্রিয় বন্ধুর উচিত, হৃদয়-বন্ধুকে রক্ষা করা,—অন্ততঃ তার সন্ধান লওয়া। কৃষ্ণকিশোর বাবু আপনার প্রাণের চেয়েও আমার প্রাণকে বহুমূল্য বোলে জ্ঞান করেন, তবে এতদিন আমার অনুসন্ধান না কোচ্চেন কেন? বোধ হয়, অবশ্যই সন্ধান নিয়ে থাক্‌বেন, কিন্তু মাণিক বাবুর যে চক্রে বাতুলালয়ে আমি আবদ্ধ, বোধ হয় সে চক্র চারিদিক ব্যাপ্ত হোয়ে থাক্‌বে; কৃষ্ণকিশোর বাবুও হয় ত সেই কুহকচক্রে জড়ীভূত হোয়ে থাক্‌বেন, তাতেই হয় ত তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়ে থাক্‌বে, হয় ত তাঁরি প্ররোচনাবাক্যে বিমোহিত হোয়ে ঘরে বোসে নিশ্চিন্ত আছেন। সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ! হা আমার অদৃষ্ট!

একাকী নির্জ্জনে এইরূপ অদৃষ্টের ফলাফল চিন্তা কোত্তে কোত্তে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হোলেম; মৌন অবস্থায় চিন্তাকুল-হৃদয় সংসার-মায়ায় আচ্ছন্ন হোলো; জীবনের অদ্বিতীয় হিতৈষী, অসীম ক্ষমতাবান প্রিয়বন্ধুকে মনে পোড়্‌লো! জীবনচক্রের বিঘূর্ণনে কোনো ব্যক্তিকে যদি আমি প্রকৃত মিত্র বোলে সম্বোধন কোত্তে পারি,—তত বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বন্ধু বোলে সম্বোধন কোত্তে যদি আমি সাহসী হোতে পারি, তা হোলে সেই অতুল ক্ষমতাশীল শুইকুমার বংশীয় রাজকুমার ভূপতিরাওই আমার সেই অন্তরঙ্গ মিত্র!—গুজরাটের দুর্দ্দান্ত দস্যু মল্লদাসের ব্যূহ ভেদ কোরে তিনি তিন বার যিনি আমার জীবনরক্ষা কোরেছেন,—কৌশল-ধূর্ত্ত ডাকাতেরা যাঁর কৌশলচক্র বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পারে নি,—দলে মিশে যিনি সেই দলকে ছেন,—তাঁর কৌশল-চক্রে কি রাজা মাণিক-চাঁদের সামান্য চক্রব্যূহ ভেদ হবে না?—কুমার ভূপতিরাও কি আমারে বিস্মৃত হোয়েছেন? আমার কোনো সংবাদ না পেয়েও

এতদিন কি তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে আছেন? এমন ত কখনোই বিশ্বাস হয় না, —অবশ্যই সন্ধান নিয়ে থাক্‌বেন। যেরূপ চক্রে অজ্ঞাত-নির্জ্জন-বাসে আমি বন্দী সহস্র-গুণে ক্ষমতাবান হোলেও, সহস্র চেষ্টা কোরেও এ সন্ধান পাওয়া কারো পক্ষে বড় একটা সুলভ ব্যাপার নয়! এ অবস্থায় নিশ্চয়ই তাঁর সমস্ত চেষ্টা বিফল হোয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর স্বভাবচরিত্র, বুদ্ধিনৈপুণ্য যতদূর আমার জানা আছে, তাতে তাঁর বুদ্ধিকৌশল কখনোই বিফল হবার নয়!—রাজা মাণিকচাঁদের যে প্রকার চাতুরী-চক্র, তাতে তাঁর প্রথম উদ্যম স্বভাবতই বিফল হওয়া সম্ভব, কিন্তু বুদ্ধি-কৌশল কখনোই বিফল হবার নয়!—অবশ্যই একদিন না একদিন এ চক্র ভেদ কোরে আমারে উদ্ধার কোরে নিয়ে যাবেনই যাবেন। তবে যদি চক্রীদের চক্রে তিনি ভ্রমে পতিত হোয়ে এমন ভেবে থাকেন যে, হরিদাস নাই, —তাঁর প্রিয়মিত্র হরিদাসের নাম ছাড়া কোনো চিহ্নই এ জগতে নাই; তা হোলে অগত্যাই নিরাশায় বিরুদ্ধচেষ্ট হোয়ে থাক্‌বেন। আমার অদৃষ্ট যে পথের পান্থ, তাতে কেবল অশুভ কল্পনার সূচনাই সম্ভব।

বিপৎকালে আত্ম-স্বজনকে অগ্রেই মনে পড়ে।—পৃথিবীর সর্ব্ব উচ্চ স্বজন পিতা মাতাকে স্মরণ হোলো,—উদ্দেশে ডাক্‌লেম। "হা অজ্ঞাত জনকজননী! জন্মাবধি তোমা-দের আমি দেখি নি,—কে তোমরা, তাও আমি জানি নি,—উদ্দেশে চরণতলে প্রণি-পাত করি।—তোমাদের হতভাগ্য পুত্র হরি-দাস, বিনা দোষে, বিনা পাপে, অকারণে পাটনার বাতুলালয়ে বন্দী! কুচক্রী দুষ্টলোকে ঔষধ খাইয়ে পাগল কর্‌বার চেষ্টা কোচ্চে,—তা না কোল্লেও আর কিছুদিন এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে আপনা আপনিই পাগল হোতে হবে, —আর শেষকালে কারাগারেই অপমৃত্যু ঘোট্‌বে! অনেক যন্ত্রণা ভোগ কোল্লেম তোমরা কোথায় আছ, কিছুই জান্‌লেম না, আমি কোথায়, তোমরাও তা জান্‌লে না। কোথায় তোমরা?"

ভাব্‌তে ভাব্‌তে কিঞ্চিৎ চৈতন্য হোলো। সেই চৈতন্য যেন এই কথা বোল্লে, "এ প্রাণ আর রেখো না!" আবার যেন পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ কোরিয়ে কোমলস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এ প্রাণ যাবার নয়! কুচক্রী রক্তদন্ত যখন মামা হোয়ে বর্দ্ধমান থেকে আপনার বাড়ীতে এনে খুন কর্‌বার চেষ্টা করে, হিতৈষিণী ভগিনী অম্বিকার হিতৈষিণী বুদ্ধিপ্রভাবে যখন স্ত্রীলোকের বেশ ধোত্তে হয়, তখন যে প্রাণ যায় নি, সে প্রাণ কি এখন যাবে?—কাল্‌নার গঙ্গায় ভীষণ ঝড়ে নৌকা ডুবী হোয়ে যে প্রাণ যায় নি, সে প্রাণ কি এখন যাবে?—রাজা মাণিকচাঁদের পরিবারকে উদ্ধার কর্‌বার সময় জলন্ত অনলে প্রবেশ কোরে যে দেহ দগ্ধীভূত হয় নি, সে প্রাণ কি এখন যাবে?—বরদার গিরিগুহায় অবরুদ্ধ হোয়ে দস্যু-অস্ত্রে যে প্রাণ বিনষ্ট হয় নি, সে প্রাণ কি এখন যাবে?—মল্লদাসের দস্যুচক্রে ফাঁস-রজ্জুতে যে প্রাণ পরিত্রাণ পেয়েছে, সে প্রাণ কি এখন যাবে? —কাশীর গুণ্ডারা যে প্রাণ হনন কোত্তে অকৃতকার্য্য হোয়েছে, সে প্রাণ কি এখন যাবে?" নিশ্চয় জান্‌ছি, এ পাষাণ প্রাণ, এ পাপ প্রাণ, সহজে এ কষ্টময় দেহের মায়া পরিত্যাগ কোত্তে পার্‌বে না;—অদৃষ্টে অনন্ত ক্লেশ, অনন্ত দুঃখ আছে বোলে, এ ভারবহ দেহ কখনোই পরিত্যাগ কোত্তে পার্‌বে না।

নানাখানা ভাব্‌ছি, হঠাৎ মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কর্ণমধ্যে প্রবেশ কোল্লে।—একটু স্থির হোয়ে শুনলেম। স্পষ্ট মনুষ্যের কণ্ঠস্বর, দুজন লোকে বাক্যালাপ কোচ্চে, কিন্তু কি যে সেই বাক্যালাপ, সেগুলি আমি শুন্‌তে পেলেম না। পশ্চিমের বারাণ্ডা থেকে শব্দ আস্‌ছে, কিঞ্চিৎ দূরে বোলে শব্দগুলি বুঝতে পাল্লেম না। স্থির হোয়ে সেইদিকে কাণপেতে শুয়ে আছি, আমার ঘরের দরজার ধারে মানুষের পায়ের শব্দ হোলো, একদৃষ্টে দরজার দিকে চাইলেম।—চেয়ে আছি, বোধ হোলো কে যেন হঠাৎ পাশ থেকে উঁকি মাল্লে।—সন্দেহ হোলো, লোকটা কে, কেন উঁকি মাল্লে, এর পরেই বা কি করে, ভাল কোরে জান্‌বার জন্যে চক্ষু বুজে নাক ডাকাতে লাগ্‌লেম। অভিপ্রায়, যে লোক উঁকি মাল্লে, সে জানুক্‌, আমি অকাতরে নিদ্রা যাচ্চি। মুহূর্ত্তকাল এই ভাবে আছি, পায়ের শব্দ ঘরের ভিতর শুন্‌তে পেলেম,—খালি পায়ের খস্‌ খস্‌ শব্দ,—ধীরে ধীরে আস্‌ছে। চলনের গতি বুঝে বোধ হোলো, আগন্তুকের কোনো কু-অভিসন্ধি থাকৃতে পারে, কিন্তু সাংঘাতিক অভিসন্ধি নয়। তা যদি হোতো, তবে এত সাবধান হোয়ে ধীরে ধীরে আস্‌তো না;—উঁকি মেরেও দেখ্‌তো না। সাংঘাতিক অভিসন্ধি হোলে, সবেগে সবলে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোত্তো। এ চলনে ভয়ের লক্ষণ জানাচ্চে। নতুবা ধীরে ধীরে আস্‌বে কেন? এই ভেবে আরো নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেম;—যেন ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সেই ধীর-পদশব্দ ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হোয়ে শয্যার সাম্‌নে এসে থাম্‌লো। বোধ হোলো যেন, সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ কোচ্চে। নাকের কাছে হাত আন্‌লে,—ঘুমুচ্চি কি না জান্‌বার জন্যে নাকের কাছে হাত আন্‌লে। আবার একটু থাম্‌লো, বিছানার এক পাশ ধোরে অল্প অল্প নাড়া দিলে, দু একবার আস্তে আস্তে গুম্‌ গুম্‌ কোরে পায়ের শব্দ কোল্লে, অতি মৃদুস্বরে একবার আমার নাম ধোরে ডাক্‌লে।—পরীক্ষা কোল্লে, যথার্থ আমি ঘুমিয়েছি কি না, জাগ্রতের কোনো লক্ষণ দেখাই কি না, এইগুলি জান্‌বার জন্যে দুই তিন প্রকার সঙ্কেতে আমারে পরীক্ষা কোল্লে;—এটী আমি নিশ্চয় বুঝতে পাল্লেম। একটু পরেই আবার সেই পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে হোতে লাগ্‌লো। বুঝলেম, পরীক্ষাকারী চোলে যাচ্চে,—জাগ্রতের কোনো লক্ষণ না দেখ্‌তে পেয়ে পরিতৃপ্তমনে পরীক্ষাকারী ফিরে যাচ্চে। আড়ে আড়ে একটু চাইলেম। দেখ্‌লেম, অনুমান ঠিক।—ঘরে আলো ছিল, স্পষ্ট দেখ্‌লেম, একটী স্ত্রীলোক! কে সে, ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না,—ত্বরিতগতিতে দরজা ভেজিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না; সুতরাং চিন্‌তেও পাল্লেম না।

এ নিশাদূতী কে? কেন এসেছিল? আমার নিদ্রা অনিদ্রা পরীক্ষা কোরে গেল কেন? কোথা থেকে এসেছিল, আর কোথাই বা গেল? মনে কিছু দুরভিসন্ধি আছেই আছে। চকিতের ন্যায় এইটুকু ভেবে তড়িৎগতিতে বিছানা থেকে উঠ্‌লেম। নিশাদূতী কোথায় যায়, দেখ্‌বার জন্যে ঘরের আলো নিবিয়ে ধীরে ধীরে দরজা খুলে বারাণ্ডায় এলেম;—এসেই দেখি, সেই মূর্ত্তি পশ্চিমের বারাণ্ডা পার হোয়ে দ্রুতপদে চোলে

যাচ্চে, অলক্ষিতভাবে আমিও তার অনুসরণ কোল্লেম।

নিশাদূতী একটী ঘরে প্রবেশ কোল্লে। ত্বরিতগমনে আমিও সেই ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। ঘরের ভিতর দুই কণ্ঠস্বর পরস্পর আলাপ কোচ্চে, স্পষ্ট স্পষ্ট শুনতে পেলেম।

"ওগো তা সত্য বটে, মিথ্যা মিথ্যা কষ্ট পেলেম যথার্থ, কিন্তু সব দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়, আগাগোড়া আট্‌ঘাট্‌ বেঁধে কাজ কোত্তে হয়। ছোঁড়া ভারি দুষ্ট, ভারি ধুর্‌বাজ, ভারি সেয়ানা! দেখ্‌লে না, এত ঔষধ দিলে, কিছুই কোত্তে পাল্লে না? আমার জ্ঞান হোচ্চে, ছোঁড়া সব শুনেছে,—সে রাত্রের সব কথাই ছোঁড়া শুনেছে। তা নৈলে পাগল হোলো না কেন? হয় ত সে জল খায় নি।" এই কটী কথা কোয়ে প্রথম স্বর থাম্‌লো। স্বরে বুঝ্‌লেম, সে স্বর মোহিনীর,—ওরফে পাঠক মহাশয়ের সুপরিচিতা ফরাস্‌ডাঙ্গার উদয়-মণির।—আজ রাত্রে আমার নিদ্রা পরীক্ষা-কারিণী নিশাদূতীই সেই মোহিনী।

"খায় নি, এও কি একটা কথা? শুনেছে! কোথা থেকে শুনবে? তোর যেমন বুদ্ধি, তুই তেম্‌নি মনে কোরিস্‌! হুঁ! শুনেছে! আজো যেমন শুনছে, সে দিনও তেম্‌নি শুনেছে! এই ত তুই কষ্ট পেয়ে দেখে এলি, এত মানা কোল্লেম, শুন্‌লি নি; অকাতরে ঘুমুচ্চে দেখে এলি! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনেছে! আজো যেমন শুন্‌ছে!—জল না খেয়ে কি মানুষ বাঁচে? জলের সঙ্গে ঔষধ দিচ্ছি, খেতেই হোয়েছে; অবশ্যই খেয়েছে। রোজ রোজ বোধ হয় খায় নি, এ কথা বরং সম্ভব হোতে পারে। রোজ খায় নি বোল্লেই হয় ত ঔষধ ধরে নি। তুই কেমন ক্ষেপী, জল খায় নি, শুনেছে। হুঁ!" দ্বিতীয় স্বরের এই পর্য্যন্ত উত্তর। পাঠক মহাশয় বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বেন, এই দ্বিতীয় স্বর কার।—বোধ হয় জেনেছেন, এই বাতুলাশ্রমের রসদ্‌দার তপস্বীর।—যে আগে একবার ষড়যন্ত্র কোরে আমারে পাগল কর্‌বার চেষ্টা কোরে-ছিল, এই দ্বিতীয় স্বর সেই দুরাত্মার রসদ্‌দার তপস্বীর।

"ও ভাই! তবে বুঝি ছোঁড়া হজম কোরে ফেলেছে! ঔষধটা কিছু নরম যতের ছিল, তাই বুঝি ছোঁড়া হজম কোরে ফেলেছে! এইবার একটু কড়া রকম ঠুসে দাও; সব ভয়, সব ভাব্‌না ঘুচে যাবে। তোমায় রোজ রোজ বলি, শক্ত ঔষধ খাওয়াও, শক্ত ঔষধ খাওয়াও, খাতিরেই আনো না! কাজে ব্যস্ত, কাজে ব্যস্ত বোলে, সকল কথাই আমার তাচ্ছিল্যি কোরে উড়িয়ে দাও। আজ নয় কাল, আজ নয় কাল, কোরে কোরে শেষে এম্‌নি ডুবী হোলো যে সাত আট্‌দিন আর দেখাই নাই। কবে ওটাকে মেরে ফেল্‌বে? কতদিন আর তুমি ব্যস্ত থাক্‌বে? কবে ওটাকে মেরে ফেল্‌বে? কালি কেন কর্ম্ম শেষ কর্‌লে না?"—অতি উতলা হোয়ে মোহিনী এই কটী শেষ প্রশ্ন কোরে যেন উত্তর পাবার আশায় আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লো।

তপস্বীর স্বর কিছু গম্ভীর হোলো। গম্ভীর-ভাবেই উত্তর কোল্লে, "কালও হবে না। কাল আর একবার আমাকে মাণিক বাবুর কাছে যেতে হবে। সব কাজ শেষ হোয়ে গেছে, কেবল কাল একবার গেলেই হয়। সকল কথা শেষ কোরে এসেই ও ছোঁড়াকে মেরে ফেল্‌বো।"

সাগ্রহে চপল হোয়ে মোহিনী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তা হ্যাঁ গা! মাণিক বাবুর কাছে কেন যাবে? তাঁর সঙ্গে কি কথা? তিনিই ত ষড়যন্ত্র কোরে ছোঁড়াটাকে পাগলা-গারদে রেখেছেন, তা ত শুনেছি। ওকে মেরে ফেল্‌বার জন্যেই কি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কোত্তে যাবে? তিনি কি ওকে মেরে ফেল্‌তে বোল্‌ছেন?—তবে ত ভালই হোয়েছে! বড় লোক একটা সহায় রইলো, আমাদের আর কোনো ভাব্‌না থাক্‌লো না!—হ্যাঁ গা! তিনি কি ওকে মেরে ফেল্‌তে বোল্‌ছেন?"

"মেরে ফেল্‌বার জন্যে নয়, তবে এক রকমে ওরি জন্যেই বটে। সে এক বড় মজা হোয়েছে। আমি—"

তপস্বী এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে বোল্‌তেই তারে বাধা দিয়ে মোহিনী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "মেরে ফেল্‌বার জন্যে নয়?—তবে আবার কি মজা?"

"সে ভারি মজা! ঐ ছোঁড়ার একজন পৃষ্ঠপোষক লোক কাশীতে ছিল, সে রাজা মাণিকচাঁদের একজন আত্মীয়কে গুম্ কোরেছে, আর একটী কুলস্ত্রীকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে কুলের বার্ কোরেছে, এই মর্ম্মে তার নামে আদালতে রাজা বাহাদুর এক নালিস রুজু করেন! সেই মকদ্দমায় আমি একজন সাক্ষী। তোকে আর বোল্‌বো কি মোহিনী, হাস্‌তে হাস্‌তে পেট ফেটে যায়! নালিসের কিছুই আমি জান্‌তেম না, অথচ মাণিক বাবু যে রকম বোলে দিয়েছেন, সেই রকম স্পষ্ট স্পষ্ট জোবানবন্দী দিয়ে এসেছি। আমার জোবানবন্দীতেই আসামীটার মেয়াদ হোয়ে গেছে! কাল একবার গেলেই সব কথা শেষ হোয়ে যাবে। সেখান থেকে ফিরে এসেই ও ছোঁড়াকে আমি মেরে ফেল্‌বো।" এই কথাগুলি বোলেই তপস্বী নিস্তব্ধ হোলো।

"আর একটী কাজ কোত্তে হবে। কড়া ঔষধ ত দিবেই, কিন্তু জলের সঙ্গে আর মিশিয়ে দিয়ো না। দেখ্‌লে ত, জলের সঙ্গে দিয়ে সব ঔষধই তল্ পেয়ে গেল, কোনো কিছুই ফল হোলো না, হজম কোরে ফেল্লে। এবারে খাবার সামগ্রীর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।"

মোহিনীর এই পরামর্শ শুনে তপস্বী তারে বিস্তর তারিফ্ কোল্লে।—হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, "তোমার বুদ্ধি কি চমৎকার মোহিনী! আমিও তাই ভেবেছি। একটু বেশী মাত্রার ঔষধ; খাবার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই পাগল হোতে হবে। আর যদি ক্রম ধরে, তা হোলে এককালে কর্ম্ম রফাও হোতে পারে!"

"তবে তা-ই করো! কণ্টক আর রাখা নয়, যে রকমে হোক্, নিপাত হোলেই আমি বাঁচি!" মোহিনী সংক্ষেপে এই কটী কথা বোলে চুপ্ কোল্লে।

আর উচ্চবাচ্য শুন্‌তে পেলেম না। যা শোন্‌বার, তা শুন্‌লেম, এখন এখান থেকে সোরে যাওয়াই সুপরামর্শ। কি জানি, যদি এরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, সম্মুখেই আমারে দেখ্‌বে, তা হোলেই বিষম বিভ্রাট!—সোরে যাওয়াই সুপরামর্শ। এই ভেবে সত্বর গমনে বারাণ্ডা পার হোয়ে আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম।

মনে বিবিধ দুশ্চিন্তা উদয় হোতে লাগ্‌লো।—এইবারেই এরা আমারে মেরে ফেল্‌বে, আর এখানে থাক্‌বো না, যে রকমে পারি, পালাবোই পালাবো। আর এক চিন্তা থেকে থেকে প্রবল হোচ্চে। আমার একজন

আত্মীয়ের নামে ফেরেবি মকদ্দমা তুলে রাজা মাণিকচাঁদ তাঁরে কয়েদ কোরিয়েছেন। কে সে আত্মীয়? ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। যা হোক্, এখান থেকে পলানোই শ্রেয়।—আর এখানে থাকা নয়।—ভাব্তে ভাব্তে রজনী অবসান।

উষা!—শীতকালের উষাকাল কুয়াসায় আচ্ছন্ন। ভোরের সময় আকাশে দুটী চার্টী নক্ষত্র দেখা যায়, কিন্তু সেদিন একটীও নাই। হেমন্তমেঘে গগন আবৃত,—কুয়াসা।—আমি বিছানা থেকে উঠে একাকী বারাণ্ডায় বেড়াচ্ছি, আর রাত্রের দুশ্চিন্তা মনে মনে তোলাপাড়া কোচ্চি, একটু পরে চাকরেরা সিঁড়ীর দরজা খুল্‌চে শব্দ পেলেম। যখন পালানোই স্থির সঙ্কল্প, তখন এ-ই তার শুভ অবসর,—এই অবসরেই পালাবার পন্থা দেখা যাক্। দু এক-জন চাকর নফর ছাড়া বাড়ীর অপর লোকজন কেউই এখনো উঠে নি,—কেউই এখনো জাগে নি, এ-ই শুভ অবসর, এই অবসরেই পালাবার পন্থা দেখা যাক্।

ধীরে ধীরে নীচে নাম্‌লেম।—যে চাকর সাম্‌নের দরজা খুল্‌ছিল, সে আমারে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "এত ভোর, এত শীত, এখন আপনি যাচ্চেন কোথা? কুয়াসায় যেন বৃষ্টি হোচ্চে; এ সময় বেরুলে হিম লেগে অসুখ হবে। ঘরে যান্।"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার আভ্যাস। সকালে যদি না বেড়াই, তা হোলেই অসুখ হবে, কোনোমতেই শরীর সুস্থ থাক্‌বে না। জানোই ত, বর্ষাকালেও আমি এম্‌নি কোরে বেড়িয়ে থাকি; আমার অভ্যাস।"

চাকরটা আর কোনো আপত্তি কোল্লে না; দরজা পার হোয়ে আমি বেরুলেম। যদিও অল্প অল্প অন্ধকার, তথাচ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, দুজন মালী বাগানে কাজ কোচ্চে। তাদের মুখ অন্যদিকে ছিল, আমারে দেখ্‌তে পেলে না। যদিও দেখ্‌তো, প্রত্যহ প্রত্যুষে আমি ভ্রমণ করি, জানে, সে দিনের মনোভাব জানে না; সুতরাং কোনো সন্দেহ কোত্তেও পাত্তো না!—পাত্তো না বটে, তথাপি সভয় অন্তঃকরণে সংশয়ই প্রবল।—থোম্‌কে দাঁড়ালেম। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে, তার প্রায় বিশহাত তফাতে প্রহরীর ঘর। সেই ঘরের সম্মুখ দিয়ে ফটকের কাছে যেতে হয়। অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই ঘরের দিকে আমি অগ্রসর হোলেম। কাছে গিয়ে দেখি, প্রহরী একটা হুঁকো হাতে কোরে আগুনে ফুঁদিচ্চে। ঘরের ভিতর আমি গেলেম, টের পেলে না। হঠাৎ গিয়েই পেছোন দিক থেকে তার গলা ধোরে চিৎ কোরে ফেল্লেম,—বুকে হাঁটু দিয়ে বাঁ-হাতে তার গলা টিপে রাখ্‌লেম। সে চেঁচাবার উপক্রম কোল্লে, সবলে আমার হাত ছাড়াতে চেষ্টা পেলে, ডান্-হাতে তার মুখ চেপে ধোল্লেম; মুখ বিবর্ণ হোয়ে উঠ্‌লো।—স্থির-প্রতিজ্ঞস্বরে বোল্লেম, "যদি চেঁচাস্, তা হোলে এখুনি তোরে মেরে ফেল্‌বো।" সে আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ কোল্লে না,—ঠেলে ফেল্লে উঠ্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লো। এক হাঁটু মাটিতে, এক হাঁটু তার বুকে, এক হাত তার গলায়, আমি এক হাতে তার মুখ চাপা।—সে সময় এম্‌নি বোধ হোলো, যেন সহসা আমি হাজার লোকের বল পেয়েছি।—নিশ্চয় জান্‌ছি, তারে আমি হতবল কোল্লেম। কিন্তু একটা নির্বুদ্ধির কাজ হোয়েছে,—ঘরের দরজা খুলে রেখে এসেছি।

উত্তেজিত সাহসে সেই অবস্থায় প্রহরীকে বোল্লেম, "যদি তুই শপথ কোরিস্, আমি যে কাজ কোর্‌বো, তাতে কোনো কথা কোবি নি, বরং সহায়তা কোর্বি, তবেই তোর নিস্তার; তা নইলে এখুনি আমি তোরে খুন কোর্‌বো।" এই কথা বোলে গলার চাপ্ কিছু আল্‌গা দিলেম।—অভিপ্রায়, প্রহরীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হোক্।

"দোহাই তোমার! দোহাই ধর্ম্মের! তোমার যা ইচ্ছা, তা-ই করো! আমাকে ছেড়ে দাও।" গোঁ গোঁ স্বরে দরোয়ান এই চার্‌টী কথা বোল্লে।

"তুই দিব্বি কোচ্ছিস্?"

"দোহাই ধর্ম্মের! আমি দিব্বি কোচ্চি। কিছুই আমি বোল্‌বো না,—কোনো বাধা দিব না,—তোমার যা প্রাণ চায়, তা-ই করো।" আমার চঞ্চল প্রশ্নে কম্পিতস্বরে কাকুতি মিনতি কোরে প্রহরী এইরূপ উত্তর দান কোল্লে।—বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগতিতে আমি তারে ছেড়ে দিয়ে তড়াক্ কোরে উঠে দাড়ালেম।

ঘর থেকে যখন বেরুই, তখন দেখি, তাকের উপর ফটকের চাবী; বাঁ-হাতে তাড়াতাড়ি সেইটী নিলেম; একটা পিস্তল সেইখানে ছিল, সাহসে প্রফুল্ল হোয়ে সেটীও সংগ্রহ কোল্লেম। তড়িতগতিতে পরীক্ষা কোরে দেখ্‌লেম, গুলি পোরা প্রস্তুত। যে সাহসে আমি প্রহরীকে আক্রমণ কোরেছিলেম, পিস্তল পেয়ে সেই সাহসের পাঁচগুণ বৃদ্ধি হোলো।—স্থানের, সময়ের অবস্থা বুঝে সম্ভবমত উচ্চস্বরে বোল্লেম, "যদি চীৎকার কোরিস্,—যদি আমারে ধোত্তে আসিস্ তা হোলে এখুনি মারা যাবি।"

প্রহরী ধীরে ধীরে মলিনমুখে মাটি থেকে উঠে বোস্‌লো।—মুখে একটীও বাক্য নাই। তার দিকে চাইতে চাইতে দরজা পার হোয়ে দ্রুতপদে আমি ফটকের কাছে গেলেম।

চক্ষের পলক যেমন দ্রুত, গগনের চঞ্চলা চপলা যেমন দ্রুত, তেম্‌নি দ্রুতগতিতে কে একজন পশ্চাৎ দিক থেকে এসে সবলে আমারে জোড়িয়ে ধোল্লে;—যেমন ধরা, অম্‌নি জোরে ধাক্কা মেরে তারে ফেলে, চাবী খুল্‌তে গেলেম। খুল্‌চি, এমন সময় সেই লোক আবার আমায় জাপ্‌টে ধোল্লে;—যে হাতে পিস্তল ছিল, সেই হাতের বাহুতে আর একজন সজোরে আঘাত কোল্লে; পিস্তলটা পোড়ে গেল। পেছোন ফিরে চেয়ে দেখি, সেই প্রহরী বিকট চীৎকার কোরে একগাছা রুল হাতে আমার দিকে ঝাঁপিয়ে আস্‌ছে।—যে লোকটা জাপ্‌টে ধোরেছে, সে ঐ আশ্রমের রসদ্‌দার তপস্বী। অনেক ধস্তাধস্তিতে তার হাত ছাড়িয়ে ফটকের দরজা খুল্‌লেম। চাবী খোলা হোয়েছিল, কেবল ভেজানো ছিল, দরজা খুলে বেরুতে যাচ্চি, প্রহরীর রুল আবার আমার হাঁটুর উল্টোদিকে পোড়্‌লো, আমি অম্‌নি উবুড় হোয়ে পোড়ে গেলেম। তপস্বী আর প্রহরী উভয়েই আমারে চেপে ধোল্লে।—চেঁচাতে লাগ্‌লো,—উভয়ায় চেঁচাতে লাগ্‌লো।—দেখ্‌লেম, দূরে জনকতক লোক ছুটে আস্‌ছে। এসে পোঁড়্‌লে আর আমার পালাবার কোনো উপায় থাক্‌বে না, অত লোকের বলে কখনোই আমি পেরে উঠ্‌বো না, অবশ্যই হতবল হোতেই হবে, ওরা আমারে ধোর্‌বেই ধোর্‌বে। গতিক দেখে, অনেক কষ্টে প্রহরীর হাত থেকে রুল্‌গাছটা কেড়ে নিলেম। সেই রুলের বাড়ী তাদের দুজন-

কেই অবিরত প্রহার কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম; তারা নিস্তেজ হোয়ে পোড়্‌লো। যত জোরে আমারে চেপে ধোরেছিল, সে জোর ক্রমে শিথিল হোয়ে এলো, হস্তবন্ধন শ্লথ হোলো। অবসর বুঝে, অন্তিম সাহসে ভর কোরে, অসীম পরাক্রমে এক এক ধাক্কায় তাদের ঠেলে ফেলে, রাস্তায় এসে পোড়্‌লেম। এই মল্লযুদ্ধের ব্যাপার বোল্‌তে যতক্ষণ লাগ্‌লো, কার্য্যকালে তার শতাংশের এক অংশও সময় লাগে নি।—একমুহূর্ত্তমধ্যেই তাদের পরাস্ত কোরে আমি রাস্তায় এসে পোড়্‌লেম। পাঁচ সাত-পা গেছি, সেই ভূমিশায়ী প্রহরী চকিতমধ্যে উঠে আমার কাপড় ধোরে ঝুলে পোড়্‌লো। আত্মমোচনের উপায় কর্‌বার আর সময় পেলেম না, রুলের বাড়ী দু এক ঘা বোসিয়ে, হাত ছাড়িয়ে যে পালাবো, তারো আর সময় হোলো না। দূরে যে সকল লোক ছুটে আস্‌ছিল, তারা এসে আমার চারিদিক ঘিরে ফেল্‌লে, প্রহরীর হাত ছাড়িয়ে পালাবার আর সময় পেলেম না। লহমামাত্র ঝটাপটী কোল্লেম বটে, কিন্তু বহুলোকের বাহুবলে পরাস্ত হোলেম,—নিস্তেজ হোয়ে পোড়্‌লেম। তারা আমারে হিড়্‌হিড়্ কোরে টেনে, রাস্তা থেকে বাগানে আন্‌লে; সদর-ফটকে চাবী পোড়্‌লো।

হতাশে, বিষাদে, শঙ্কায়, আকুলিত হোলেম; ঘন ঘন নিঃশ্বাস পোড়্‌তে লাগ্‌লো। মাথায় হাত দিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। প্রাণপণ যত্নে যে নরক থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কোরেছিলেম, বিধির বিপাকে আবার সেই নরকের, সেই নরকাগ্নিতে প্রবেশ কোত্তে হোলো। এবার শুধু নরকবাস নয়, নরকযন্ত্রণা! সহজবন্দী ছিলেম, এখন খুনী আসামীর ন্যায় বন্দী। চতুর্দ্দিকে প্রহরী বেষ্টিত,—গারদের সেই সিঁড়ীর ঘরে চতুর্দ্দিকে প্রহরী বেষ্টিত আমি বন্দী। দুজনলোক দুটী বাহু ধোরে যমদূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় হাত দিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। ক্ষণকাল এইরূপ ভাব্‌ছি, নবকৃষ্ণ বাবু এলেন; তাঁর হাত ধোরে হেল্‌তে দুল্‌তে সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীও এলো।

নব বাবুকে দেখে, নিরাশ, সরোষবাক্যে আমি বোল্লেম, "যদিও আপনার লোকবলে আমি পরাজিত হোলেম বটে, কিন্তু আপনি এটী জান্‌বেন,—নিশ্চয়ই জান্‌বেন, সময়ে এর প্রতিফল আপনাকে পেতে হবেই হবে।—এমন সময় অবশ্যই আস্‌বে, যে সময় আপনাকে এর প্রতিফল পেতে হবেই হবে!"

এই পর্য্যন্ত বোলেছি, আরো কিছু শক্ত শক্ত কথা বল্‌বার ইচ্ছা কোচ্চি, এমন সময় বাধা দিয়ে মোহিনী নাক চোক ঘুরিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বোল্লে, "ওমা! ছোঁড়া বলে কি গো? রাজার হালে রেখেছে, রাজভোগ খাওয়াচ্চে, ভাল বিছানায় শোয়াচ্চে, ওমা! ছোঁড়া বলে কি গো? পাগল এক জাতই আলাদা!"

মোহিনীর কথায় ভ্রূক্ষেপ না কোরে, সক্রোধে নবকৃষ্ণ বাবুকে বোল্লেম, "আমি পাগল নই, নিশ্চয়ই আপনি জানেন, আমি পাগল নই। যেজন্যে আমারে পাগল বোলে বন্দী কোরেছেন, তাও আমি জানি। আমি পাগল নই, কিন্তু এখন অবধি আমি ইচ্ছা কোরে পাগলের মতন ব্যাভার কোর্‌বো। এমন পাগলামী দেখাবো যে, তাতে আপনাদের সকলকেই সদাসর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকৃতে হবে। ছেড়ে দে আমাকে! পাজী হত-

ভাগারা, আমার হাত ছেড়ে দে!” যারা ধোরেছিল, ঘৃণার স্বরে বারবার উচ্চকণ্ঠে তাদের এই কথা বোল্লেম।

“খবর্দার ছাড়িস্ নি, আরো জোর কোরে ধর্! ওটা বদ্ধ পাগল, হেঙ্গামে পাগল, লোকজনকে মারে, জোর কোরে ধর্!” ভীষণ ক্রোধে নব বাবুর তৎকালে এইরূপ আজ্ঞা।

অনুচরেরা বিকট মুখভঙ্গী কোরে আমায়ে ভয় দেখাতে লাগ্‌লো। ভারি রাগ হোলো। সজোরে তাদের হাত ছাড়িয়ে, একজনের মুখে এক কীল মাল্লেম। লোকটা ধড়াস্ কোরে পোড়ে গেল। মোহিনী চেঁচিয়ে উঠ্‌লো।

“ধর্! ধর্! ওটাকে জোর কোরে ধর্! আবার কাকে মারবে, শীঘ্র ধর্! বেঁধে ফ্যাল্!” নব বাবুর এই হুকুম শুনে পাঁচ সাতজনলোক চার্‌দিক থেকে আমারে শক্ত কোরে ধোল্লে,—দড়ী দিয়ে বাঁধ্‌লে,—পিছ্‌মোড়া কোরে বাঁধ্‌লে।

আমি নিরাশস্বরে বোল্লেম, “তোমাদের যা ইচ্ছা, আমারে তা-ই করো। আমি এখন বন্দী, সকল কর্ত্তৃত্বই এখন আমার উপর চলে। কিন্তু বেশ জেনো,—নব বাবু! তুমি এটী মনে মনে বেশ জেনো, সময়ে এর প্রতিফল পাবেই পাবে;—ফলভোগ কোত্তে হবেই হবে।”

আমার কথায় উত্তর না কোরে নবকৃষ্ণ বাবু হাতকড়ি বেড়ী আন্‌তে তাঁর অনুচরদের অনুজ্ঞা দিলেন। তখনি একজন লোক খুনী আসামীদের শৃঙ্খল এনে আমার হাতে পায়ে পোরিয়ে দিলে।

নিয়ে চোল্লো,—শৃঙ্খলবদ্ধ কোরে তারা আমারে নিয়ে চোল্লো।—চারজনলোক আমার দুপাশে পাহারা,—পশ্চাতে নবকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে মোহিনী।

একটু এগিয়ে এসে মুখের কাছে হাত নেড়ে মোহিনী বিদ্রূপস্বরে,—ঈর্ষা-মিশ্রিত বিদ্রূপস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, “কেমন, এখন হোলো ত? ভাল খাচ্ছিলি, সুখে থাক্‌ছিলি, সকলে ভাল বাস্‌ছিল, তাতে মন উঠ্‌লো না; এখন হোলো ত? বেশ হোয়েছে!—খুব হোয়েছে!—মারো? লোকজনকে মারো?—আর মারবে?” এই পর্য্যন্ত বোলে নব বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বোল্লে, “আহা হা! তারে যে মেরেছে গো!—দেখে আমার বুক ফেটে যায়!—নাক মুখ একেবারে ছিঁড়ে দিয়েছে!—বোক্কোসের মতন নাক মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরুচ্চে,—আধ্‌মারা কোরেছে, আর উঠ্‌তে পারে না;—তপস্বী বোলে আর চেনাই যায় না!—ছোঁড়া যেমন বজ্জাত, তেমনি হোয়েছে, খুব হোয়েছে!”

আমি কোনো কথায় কাণ দিলেম না।—লোকেরা আমারে একটা ঘরে পূরে আবদ্ধ কোল্লে। ঘরটার চারিদিক দৃঢ়বদ্ধ,—ঘোর অন্ধকার!

আর নিস্তার নাই!—এইবারেই প্রাণ যাবে!—বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আর দেখা হোলো না, বিদেশে তাঁরা কে কোথায় থাক্‌লেন, আমি তা জান্‌তে পাল্লেম না, আমার বিপদ তাঁরাও জান্‌তে পাল্লেন না, উদ্দেশে তাঁদের কাছে জন্মশোধ বিদায় নিলেম।

আধ্‌ঘণ্টা অতীত হোয়ে গেল। বন্দী-দশায় কত ভাব্‌নাই ভাব্‌ছি, এমন সময় দরজা খুলে একজন চাকর খাবার সামগ্রী দিতে এলো। রোজ রোজ যে লোক খাবার দিয়ে যেতো, সে লোক নয়, আর কৃষ্ণবর্ণ, মোটা-সোটা আর একজন নূতন চাকর।—আমি তারে কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বোল্লেম, “কিছুই

খাবো না, তুমি এ সব নিয়ে যাও, আমার এখন কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।" চাকর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "খেতেই হবে,—বাবু বোলে দিয়েছেন, তোমায় খেতেই হবে।" আমি পুনঃ পুনঃ অস্বীকার কোরে, মিষ্টবাক্যে তারে নিকটে ডাক্‌লেম। মৃদু-কোমলস্বরে বোল্লেম, "দেখ, আমি পাগল নই! এ কষ্ট, এ যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হয় না। কোনো রকমে যদি তুমি আমারে উদ্ধার কোরে দাও, তা হোলে তোমাকে আমি অনেক টাকা পুরস্কার দিব।—সময়ে অনেক উপকারে আস্‌বো

"আর উপকারে এসে কাজ নাই! আমি পাগল ছেড়ে দিয়ে আবার ফ্যাসাতে পোড়ি আর কি? ও সব কাজ আমার নয়। খেতে হয় খাও, নয় ত আমি চোল্লেম; যখন খিদে পাবে, তখন আমায় ডেকো।"

আমি বিরক্ত হোয়ে বোল্লেম, "যাও যাও যাও, আমি কিছুই খাবো না।" শেষ উত্তর শুনে আহারপাত্র হাতে কোরে নিয়ে চাকরটা বিড়্ বিড়্ কোরে বোক্‌তে বোক্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর একঘণ্টা অতীত। সিঁড়ীতে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। কারাগারের দরজা খোলা ছিল, দেখ্‌লেম, একজন অপরিচিত লোক, পশ্চাতে নবকৃষ্ণ বাবু।—আগন্তুকের বর্ণ গৌর, গড়ন দোহারা, চুলগুলি বেশ আঁচ্‌ড়ানো, ঘোরি কৃষ্ণবর্ণ, মাথার সাম্‌নে পেছোনে টেরি-কাটা; মুখ ঈষৎ লম্বা, দিব্বি নাক, দিব্বি গোঁফ, আকার ঈষৎ দীর্ঘ, বয়স আন্দাজ ৪০।৪৫ বৎসর। তিনি নবকৃষ্ণ বাবুকে সম্বোধন কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এর কথা তখন তুমি বোল্‌ছিলে বটে? এই ছোক্‌রা আজ সকালে আশ্রম থেকে পালাবার চেষ্টা কোরেছিল?"

নব বাবু উত্তর কোল্লেন, "হাঁ মহাশয়! এ-ই সেই! ভারি দুষ্ট! কেবল পালাবার চেষ্টা নয়, লোকজনকে মেরে ধোরে ঘোরতর হাঙ্গাম বাধিয়েছিল!"

"এর নাম কি বোল্‌ছিলে নব বাবু?" তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আগন্তুক এই প্রশ্ন কোল্লেন। আকারে আর প্রশ্নের ভাবে নিশ্চয় বুঝ্‌লেম, সেই ব্যক্তি বাতুলালয়ের প্রধান পরিদর্শক।

"আজ্ঞা, এর নাম হরিদাস।" যদিও তাঁরা উভয়েই আপনা আপনি কথা কইলেন, তথাপি প্রশ্ন উত্তর স্পষ্ট স্পষ্ট আমি শুন্‌তে পেলেম। আমারে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আগেই আমি বোল্লেম, "আজ প্রাতঃকালে আমি যে অপরাধে অপরাধী হোয়েছি আপনারা বোলেছেন, তাতে কোনো রকম মন্দ অভিসন্ধি ছিল না। শুদ্ধ এখান থেকে পালাবার চেষ্টা কোরেছিলেম মাত্র!"

"পালাবার চেষ্টা কেন? আশ্রমে থাক্‌তে তোমার কষ্ট কি? কেউ কি কোনো দুর্ব্যবহার—"

পরিদর্শক বাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে এই কথা জিজ্ঞাসা কোচ্চেন, আমি বাধা দিয়ে বোল্লেম, "না মহাশয়, অন্য কষ্ট কিছুই পাই নি, কেবল আমার স্বাধীনতা হরণ কোরেছে,—মিথ্যা মিথ্যা ছলনা কোরে আমারে এখানে আট্‌কে রেখেছে,—আমার শত্রুপক্ষের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করবার জন্যে মিথ্যা মিথ্যা পাগল বোলে আমারে এখানে এনেছে,—স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাতেই আমি মুক্তি লাভের প্রত্যাশা কোরেছিলেম।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তুমি আপনার মুখেই বোল্‌চো, তোমার অন্য কোনো কষ্ট হয় নি, সকলেই তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কোরেছে, তবে তুমি পালাবার চেষ্টা কোল্লে কেন? বল-প্রকাশ কোরে, চাবী ভেঙে লোকজনকে মেরে, অতি অন্যায় কাজ কোরেছ।"

পরিদর্শকের এই বাক্যে আমি চমকিত হোয়ে সবিস্ময়ে বোলে উঠ্‌লেম, "হা ভাগ্য! আপনিও আমারে 'পাগল মনে কোল্লেন?"

"স্থির হও বাপু, স্থির হও! ভেবো না, ঠাণ্ডা হও! এখুনি আমি তোমার বেড়ী খুলে দিচ্চি।—এই বাবুটীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কোরো,—এঁকে তুমি বন্ধু বোলে ভেবো,—যখন কিছু অসুখ বোধ হবে, এঁর সঙ্গে পরামর্শ কোরো; ইনি যা বোল্‌বেন, সে কথাগুলি শুনো। আমি নিশ্চয় বোল্‌ছি, ইনি কখনোই তোমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার কোর্‌বেন না!" বালকের ন্যায় আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে, মধুরস্বরে পরিদর্শক বাবু এই কথাগুলি বোলে নবকৃষ্ণ বাবুর দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন।

আমি দেখ্‌লেম, আগন্তুক আমারে নিতান্ত শিশুর ন্যায় মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দিতে চেষ্টা কোচ্চেন! হয় ত ভাব্‌ছেন, যথার্থই যেন আমার শিশুবুদ্ধি, যথার্থই আমি পাগল; সুতরাং এইরূপ প্রবোধই আবশ্যক। মুহূর্ত্তমাত্র আমি অধৈর্য্যে আকুল হোলেম; পর মুহূর্ত্তেই আবার ক্ষোভ উদয় হোয়ে অবিরল অশ্রুপাত হোতে লাগ্‌লো,—চক্ষের জলে দুটী গাল জব্‌জোবে হোয়ে ভেসে গেল।—হা অদৃষ্ট! সকলেই আমারে উন্মত্ত জ্ঞান কোরেছে!

পরিদর্শক বাবু পুনরায় আমার কাঁধে হাত দিয়ে গুটীকতক মিষ্ট মিষ্ট স্তোকবাক্য বোলে নবকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম কোচ্চেন,—দরজায় চৌকাঠে সবেমাত্র পা দিয়েছেন, এমন সময় একজন চাপ্‌রাসী এসে নবকৃষ্ণ বাবুকে বোল্লে, "একটী ভদ্রলোক এসেছেন, অবিলম্বেই সাক্ষাৎ কোত্তে চান। চেহারা আর সাজগোজ দেখে বোধ হয়, কোনো দেশের আমীর হবেন। সঙ্গে লোকজন অনেক। এই দেখুন, তাঁর নাম লিখে দিয়েছেন।" চাপ্‌রাসী এই কটী কথা বোলে নব বাবুর হাতে একখানা কাগজ দিলে। নবকৃষ্ণ সেই কাগজখানি দেখ্‌ছেন, এমন সময় সিঁড়ীতে পদশব্দ শুন্‌তে পেলেম। "এই যে তিনি!" বোলেই চাপ্‌রাসী পাশকাটিয়ে সোরে দাঁড়ালো।

পরিদর্শক আর নবকৃষ্ণ বাবু উভয়েই শশব্যস্তে সসম্ভ্রমে অভিবাদন কোল্লেন; তিনি ঔদাস্যভাবে প্রতিনমস্কার কোরে ঘরের ভিতর এলেন। আমার হৃদয় আর আনন্দবেগ ধারণ কোত্তে পাল্লে না, আহ্লাদে মত্ত হোয়ে উঠে দাঁড়ালেম।—যে মহাত্মার বাহুপুটে অনেক সময়ে আমি বিমল আনন্দ উপভোগ কোরেছি, বন্দীশালায় সেই সুকোমল মিত্রবাহু আমারে আলিঙ্গন কোল্লে।—সুকোমল আশ্রয়কর তাপিত হৃদয়ে স্পর্শ হোলো।—যে সুখস্পর্শ আমার অনলদগ্ধ, চিন্তাদগ্ধ চিত্তকে, অন্তরকে, হৃদয়কে, সুশীতল করে; সেই সুখস্পর্শ অভাবনীয় অচিন্তনীয়রূপে কারা-নিরয়ে আমার হৃদয়ে স্পর্শ হোলো। মুহূর্ত্ত-মধ্যে আমি জীবনদাতা, আশ্রয়দাতা, পরম প্রিয় মিত্রের ক্রোড়ে!—সেই পরম প্রিয় মিত্র কে? এ প্রশ্নের অপেক্ষা নাই, অবসর নাই,

উত্তর, অগ্রগামী!—মহাপুরুষ!—জীবনের অদ্বিতীয় সহায়, জগতের অদ্বিতীয় সম্পদ, গুজ্-রাটের গুইকুমারবংশীয় মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার ভূপতি রাও!!!

শততম কাণ্ড।

মুক্তিলাভ

প্রিয় মিত্র রাজপুত্রের বক্ষঃস্থল আমার নয়নাশ্রুতে প্লাবিত হোলো।—শোকনিঃশ্বাস আনন্দনিঃশ্বাসে পরিণত, কণ্ঠ স্তম্ভিত,—সেই সুপ্রসন্নবদনে আমার উভয়নেত্রে অচঞ্চল। হৃদয়ে পূর্ণানন্দ,—প্রিয় মিত্রের সমাগমে, মিত্র-বাহুর কোমল আশ্রয়ে, হৃদয়ে পূর্ণানন্দ।

যে সকল লোক আমারে ঘিরে চতুর্দ্দিকে দাঁড়িয়েছিল, রাজকুমার আমার কাছ থেকে একটু সোরে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন কোল্লেন, "কার নাম নবকৃষ্ণ? এখানকার জেল-দারোগা কে?"

সসম্ভ্রমে সম্মুখবর্ত্তী হোয়ে নত-শিরে, বিনয়-কণ্ঠে নবকৃষ্ণ বাবু আপনিই উত্তর কোল্লেন, "আজ্ঞা, আমিই দারোগা, আমারি নাম নব-কৃষ্ণ বসু!"

উচ্চস্বরে,—উচ্চ অথচ সরোষ-ঘৃণার স্বরে রাজকুমার নবকৃষ্ণ বাবুকে বোল্লেন, "এখুনি এই সুশীল ভদ্রসন্তানের বেড়ী খুলে দাও, তিল মাত্র বিলম্ব কোরো না!"

নবকৃষ্ণ স্তব্ধ!—ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ।

"ভাব্‌ছো কি? এখুনি বেড়ী খুলে দাও!—দেখ্‌ছো কি?—ভাব্‌ছো কি?—খোলো, এখুনি খোলো!" কুমার বাহাদুরের এই কটী বাক্য যেন বজ্রনিনাদের তুল্য ধ্বনিত হোলো। সকলেই সভয়ে জড়সড়। "আজ্ঞা রাজ-কুমার!—আজ্ঞা মহারাজ!—আমি—আমি—" এইরূপ অর্দ্ধ উক্তিতে থতমত খেয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নবকৃষ্ণ বাবু আবার নিস্তব্ধ হোলেন। যে রকম আব্দার করা মনে মনে তাঁর অভিলাষ ছিল, সেটী সমাপ্ত কোত্তে পাল্লেন না, স্পষ্ট কোরে বুঝিয়ে বোল্‌তে সমর্থ হোলেন না; যুবরাজের ভাবভঙ্গী দেখে বোধ হয় ভয়ে অভিভূত হোয়ে পোড়্‌লেন।

"হাঁ, বুঝেছি বুঝেছি! একখানা খালাসী-পরোয়ানা চাও; এই নাও।" চঞ্চলস্বরে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে একজন অনুচরের হাত থেকে একখানা কাগজ নিয়ে তাচ্ছিল্য-ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন,—নবকৃষ্ণের হাতে না দিয়ে, লুটি পাকিয়ে তাঁর মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

পরিদর্শক বাবু পার্শ্বচরদের সঙ্কেত কোল্লেন, তৎক্ষণাৎ তারা আমার হাতের হাত-কড়ি, পায়ের বেড়ী খুলে দিলে।—আমি বন্ধন মুক্ত!—মহানন্দে উন্মত্ত হোয়ে আবার আমি রাজকুমারকে আলিঙ্গন কোল্লেম। সে সময়ে আমার অন্তরে যেরূপ বিমল আনন্দ অনুভূত হোয়েছিল, সে আনন্দ মুখে ব্যক্ত করা অস-ম্ভব,—সঙ্কেতে ব্যক্ত কোত্তেও অসমর্থ

হোলেম ;—কৃতজ্ঞতাবাক্যও মুখ হোতে বিনিস্থত হোলো না ;—প্রগাঢ় আহ্লাদে মুক্তিদাতার মুখপানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌লেম।

নবকৃষ্ণ বাবু সেই কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে যোড়হাত কোরে দাঁড়ালেন। রাজপুত্রকে কিছু বোল্‌তে সাহস না কোরে পরিদর্শকের মুখপানে চেয়ে জড়িতস্বরে বোল্লেন, "আপনি এখানে আছেন, বিবেচনা করুন, এই মহারাজ বাহাদুর মনে কোচ্চেন, আমি বে-আইনী কোরে হরিদাস মহাশয়কে এ বাটীতে কয়েদ রেখেছি। কিন্তু আপনিই বলুন, যে রকম ঘটনা, তাতে আমি আইনমতে কয়েদ রাখ্‌তে পারি কি না? আরো দেখুন—"

"যথেষ্ট যথেষ্ট! আর আমি কিছু শুন্‌তে চাই না! আইনমতে কাজ কোরেছ তা সত্য বটে; দু দুজন ডাক্তার যখন নিদর্শনপত্র দিয়েছে, তখন তুমি অবশ্যই আইনমতে বন্দী কোত্তে পারো সত্য, কিন্তু যখন ছ ছমাস দেখ্‌লে, হরিদাস যখন ছ ছমাস,—একদিন নয়, দুদিন নয়, ছ ছমাস যখন তোমাদের আশ্রমে রইলেন, তখনো কি তোমাদের বোধগম্য হোলো না যে, হরিদাস নিরোগী, কি যথার্থ পাগল? ও কথা তুমি কারে বুঝাচ্চো? অবশ্যই জেনেছিলে ইনি পাগল নন। সামান্য টাকার লোভে, স্বার্থপরতায় অন্ধ হোয়ে, এই নির্দ্দোষ ভদ্রসন্তানকে তুমি বাতুলাশ্রমে বন্দী কোরে রেখেছো। সব আমি বুঝেছি!" ক্রোধে কম্পিত হোয়ে অধিকতর ঘৃণার স্বরে কুমার বাহাদুর নবকৃষ্ণ বাবুকে এইরূপ ভর্ৎসনা কোল্লেন।

নবকৃষ্ণ বাবু উত্তর কোত্তে পাল্লেন না। পরিদর্শক বাবু কিঞ্চিৎ সাহসে ভর কোরে সবিনয় করপুটে বোল্লেন, "মহারাজ! বিনা দোষে নবকৃষ্ণ বাবুকে আপনি তিরস্কার কোচ্চেন। এঁর কোনো দোষ নাই, আপনিই কেন বিবেচনা করুন না—"

"যাও যাও, আর বোকো না! লোকের মুখে আমি শুনেছি, নবকৃষ্ণ জেলের ভিতর একজন পরিদর্শকের সঙ্গে কাজকর্ম্মে লিপ্ত আছেন। বোধ হোচ্চে, তুমিই সেই পরিদর্শক। জেলের তদারক ভার তোমারি হাতে, তুমিই তদারক কোত্তে এসেছ। বেশ তদারক কোল্লে! আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পাদন কোল্লে! কিন্তু তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; যখন তুমি এখানে এসেছিলে, হরিদাসের সঙ্গে যখন তোমার দেখা হোয়েছিল, তখন অবশ্যই হরিদাস আপন অবস্থা, বিশেষ ঘটনা, বিশেষ কোরেই তোমারে জানিয়েছিলেন। সে কথায় কি তুমি কাণ দিয়েছিলে? তাঁর উদ্ধারের কি কোনো উপায় কোরেছিলে? কৈ? কি কোরেছ? এই ত বেরিয়ে যাচ্ছিলে,—আমি না এলে এই অবস্থায় এঁকে রেখে এখনি ত চোলে যেতে?— বোধ হয়, তুমি এই রকম তদারক কোরে থাকো। তোমার তত্ত্বাবধান বিড়ম্বনা,—পরিদর্শক নাম মাত্র সার!—ব্যবহার দেখে আমি চমৎকৃত হোয়েছি! আর কিছু বোল্‌তে হবে না, আর কিছু শুন্‌তে চাই না!—এসো হরিদাস, এসো; এই নরকনিবাস থেকে এখুনি তুমি বেরিয়ে এসো!" উত্তেজিতস্বরে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে রাজকুমার আমার হাত ধোরে কারাগার থেকে বেরুতে উদ্যত হোলেন। এই অবসরে দারোগা আর পরিদর্শক অগ্রবর্ত্তী হোয়ে সম্মুখে দাঁড়ালো। অগ্রে পরিদর্শক, পশ্চাতে নবকৃষ্ণ। যোড় হাতে কাকুতি মিনতি কোরে পরিদর্শক

মহাশয় বোল্লেন, "মহারাজ! ক্ষমা করুন! আমাদের একটা নিবেদন শুনুন! আমরা কোনো দোষের দুষী নই, এই দেখুন—"

"হাঁ, আমি তা বুঝেছি, তোমারা কেউ কোনো দোষের দোষী নও! যে রকম সদ্ব্যবহার তোমরা কোরেছ, তার উপযুক্ত পুরস্কার অবশ্য অবশ্যই পেতে পারো। কিন্তু মনে মনে বড় ক্ষোভ থাক্‌লো, আমার সঙ্গে চাবুক নাই; উচিত পুরস্কার দিতে পাল্লেম না!" দুটী চক্ষু পাকল কোরে সরোষে তাদের পানে চেয়ে কুমার বাহাদুর এই কটী কথা বোল্লেন তারা "থ" হোয়ে গেল;—কাষ্ঠের পুত্তলিকা যেমন অস্পন্দ, তেম্‌নি অস্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

"এসো হরিদাস, আমার সঙ্গে এসো!" উগ্র, নম্র-মিশ্রিতস্বরে এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে কুমার ভূপতিরাও আমার হাত ধোরে বেরুলেন;—অনুযাত্রিরা সঙ্গে সঙ্গে এলো। আশ্রমের যত লোক আমারে ঘিরে ছিল, তারাও নিঃশব্দে অনুগামী।

দরজার সম্মুখে গাড়ী ছিল, রাজপুত্রের সঙ্গে সেই গাড়ীতে আমি আরোহণ কোল্লেম। যথার্থ মুক্ত হোলেম কি না, তখনো সে সন্দেহ আমার ঘোচে নি। আসে পাশে দৃষ্টিপাত কোচ্চি, লোকেরা সার গেঁথে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে গাড়ীর দিকে চেয়ে আছে; সকলেরি মুখ পাণ্ডুবর্ণ, রসনা নিরুত্তর। উদাস-দর্শনে সকলের দিকে আমি একবার চাইলেম। —জনতামধ্যে দেখি, একপাশে তপস্বী দাঁড়িয়ে।—তার মুখে রক্তধারা ত্রিধারায় চিহ্নিত, কপাল অবধি গলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন আঁচড়, রক্তমুখী আঁচড়। কাণ ছেঁড়া,—নাকে কাল্‌সিটে পড়া,—ভুরু কাটা,—মাথার চুল মাটিমাথা, উস্কো খুস্কো। মূর্ত্তি দেখে আমার হাসি এলো,—ছমাসের পর, আজ আমি হাস্‌লেম। "যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল।" আমাদের দেশে এই যে এক প্রবাদ আছে, আজ তার সাক্ষী তপস্বী।—মোহিনী কারাগারে যে কথা বোলেছিল, তা সত্য কথা; তপস্বী বোলে চেনাই যায় না।—সে পিঙ্গল-চক্ষে আমাদের গাড়ীর দিকে অপলকে চেয়ে!

শকট ধীরে ধীরে চোল্লো,—পায় পায় অশ্বগতিতে শকট ধীরে ধীরে চোল্লো। বেগ ক্রমেই দ্রুত।—বাগান পার হোয়ে সদর-ফটকের কাছে গাড়ী পৌঁছিল,—প্রাতঃকালে যে ফটকের চাবী খুলে পালাবার উপক্রম কোরেছিলেম,—যে উপক্রমে মহা সঙ্কট উপস্থিত হোয়েছিল, সেই সদর-ফটকের কাছে গাড়ী পৌঁছিল। চারিদিক চাইলেম, বন্দী-আবাসের বায়ুর কাছে জন্মশোধ বিদায় নিলেম।

ফটক ছাড়িয়ে গাড়ীখানা রাস্তায় এলো। আমি মুক্ত,—কারাবন্ধন আর আমারে যন্ত্রণা দিচ্চে না,—প্রহরীরা আর আমারে তাড়না কোচ্চে না,—প্রিয় মিত্রের পাশে বোসে এখন আমি স্বাধীন,—প্রকৃতির ক্রোড়ে এখন আমি প্রকৃত স্বাধীন। উল্লাসে রাজকুমারকে আর একবার আলিঙ্গন কোল্লেম,—কৃতজ্ঞতা ঘন ঘন বর্ষণ হোতে লাগ্‌লো। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেম, "রাজকুমার! আমার বন্ধন মোচন হোলো,—স্বাধীনতা লাভ হোলো, কিন্তু একটী সন্দেহ,—কৌতূহল-আনন্দ-মিশ্রিত একটী সন্দেহ।—আপনি কিরূপে সন্ধান পেলেন?—কিরূপে এ সমস্ত তত্ত্ব জেনে আপনি এখানে এলেন?"

"শান্ত হও! প্রিয়মিত্র হরিদাস! শান্ত হও! অধৈর্য্য হোয়ে প্রশ্ন কোরো না।

অনেকগুলি কথা আমার বল্‌বার আছে, সে গুলি আগে বলি, স্থির হোয়ে শোনো, তার পর যা জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়, কোরো।"

রাজপুত্রের এই কথাতে কৌতুহলী হোয়ে আমি বোল্লেম, "কি আজ্ঞা কোত্তে চান করুন; আমি অতিশয় অধৈর্য্য হোয়েছি।"

"স্থির হও! প্রিয় মিত্র! একটু স্থির হও! এত উতলা হোয়ো না! আমরা এখন গোলাপলাল মঙ্গলদাসের গদীতে যাচ্চি, সেখানে একজনের আসন্নকাল উপস্থিত!" গম্ভীরভাবে রাজকুমার এই শেষ কটী কথা উচ্চারণ কোল্লেন।

মহাবিস্ময়াপন্ন হোয়ে আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম।—বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আসন্নকাল?—কার যুবরাজ? রাজা মাণিকচাঁদের কোনো আত্মীয়ের?"

"না, কোনো আত্মীয়ের নয়, তাঁর নিজেরই;—তিনি নিজেই মৃত্যুশয্যায় শয়ন কোরে ছট্‌ ফট্‌ কোচ্চেন!—বোধ হয়, প্রাণ আর সে দেহে অধিকক্ষণ অবস্থান কোর্‌বে না; মৃত্যু নিকট!" আমার ব্যাকুল প্রশ্নে যুবরাজের এইরূপ উত্তর।

"সে কি রাজকুমার? বলেন কি?—রাজা মাণিকচাঁদ মরেন?—তাঁর আসন্নকাল? —কেন?—কেন?—কি ব্যাধি হোয়েছিল? —অকস্মাৎ তাঁর আসন্নকাল?—আপনি কেমন কোরে জান্‌লেন?"

"দুদিন আমি সে বাড়ীতে গিয়েছিলেম।— তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে, আমি তোমারে ভুলে রয়েছি। কিন্তু তা নয়! পাঁচ ছয় মাস কোনো সংবাদ না পেয়ে, শ্রীবৃন্দাবন থেকে এককালে আমি বারাণসী যাত্রা করি। যে বাড়ীতে তুমি থাক্‌তে, তোমার পত্রের নিদর্শন মত অন্বেষণ কোরে ছদ্মবেশে সেই বাড়ীতে আমি যাই। গিয়ে দেখি, বাড়ী শূন্য,—কেউ নাই! তুমিও নাই, আর শুনেছিলেম, কৃষ্ণকিশোর বাবু আর অম্বিকাকালী সেইখানে থাক্‌তেন, তাঁরাও নাই!—বাড়ী শূন্য! হতাশ্বাসে বেরিয়ে আস্‌ছি, দেখি, একটী স্ত্রীলোক বিষণ্ণ মুখে সদরদরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুক্‌ছে। আকার প্রকারে বোধ হোলো, পরিচারিকা। সম্মুখে আমারে দেখেই সেই স্ত্রীলোকটী থোম্‌কে দাঁড়ালো,—অবাক হোয়ে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো। অন্য কথার আগেই আমি তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'হরিদাস নামে একজন ভদ্রলোক এই বাড়ীতে থাক্‌তেন শুনেছি, তিনি এখন কোথায়? একবার শুনেছিলেম, মানকরে গিয়েছেন, তার পর আর কোনো সংবাদ পাই নি, এখানে ফিরে এসেছেন কি না, সে কথাও কিছু আমারে লেখেন নি, এখন তিনি কোথায়? একটী বাবু আর একটী স্ত্রীলোক হরিদাসের সঙ্গে একত্রে এই বাড়ীতে থাক্‌তেন, তাঁরাই বা কোথা?' স্ত্রীলোকটীর চক্ষে জল এলো, কেঁদে ফেল্লে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, 'সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কোচ্চেন?—পরমেশ্বর সব নষ্ট কোরেছেন! আমাদের কপালে 'দ' পোড়ে গেছে! হরিদাস বাবু সেই যে মানকরে গেছেন, সাত আটমাস হোতে গেল, এ পর্য্যন্ত আর ফিরে এলেন না। এদিকে আর এক সর্ব্বনাশ ঘোটেছে! কে একজন রাজা এক ফাসাত বাঁধিয়ে কৃষ্ণকিশোর বাবুকে কয়েদ কোরিয়ে দিয়েছে! এখানকার আদালতে এই কথা বোলে নালীশ কোরেছিল যে, কৃষ্ণকিশোর বাবু একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে কোথায় লুকিয়ে

রেখেছে, আর একজন গৃহস্থ ঘরের মেয়েকে বাড়ী থেকে বার্ কোরেছে; সেই দায়ে তিনি জেলে গেছেন! আহা! এমন মতি তাঁর কেন হোলো? কেন এ রকম কাজ কোল্লেন? অতি ভালমানুষ ছিলেন, কোনো দোষ ছিল না, এমন মতি তাঁর কেন হোলো?' শুনেই আমি অবাক্! নিশ্চয় বুঝ্লেম, সে রাজা আর কেউই নয়, সেই মাণিক,—ধূর্ত্ত মাণিকেরই এই চক্র!" এই পর্য্যন্ত বোলে আমার মনোভাব জান্‌বার জন্যে,—ঘটনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমি বুঝ্তে পেরেছি কি না, সেইটী জান্‌বার জন্যে, কুমার বাহাদুর আমার ——— চাইলেন।

চমৎকৃত হোয়ে আমি বোল্লেম, "তাঁরি চক্র, এতে আর কোনো সন্দেহ নাই! কৃষ্ণকিশোর বাবু যে রকমের লোক, তা আমি বেশ জানি; তাঁর দ্বারা কখনোই কোনো দুষ্কর্ম্ম হওয়া সম্ভবপর নয়! এ কেবল সেই কুচক্রী রাজা মাণিকচাঁদেরই কুচক্র। কৃষ্ণবাবু পাছে আমার অনুসন্ধান লন, বোধ হয় এই শঙ্কাতেই ষড়যন্ত্র কোরে তিনিই তাঁকে কয়েদ কোরিয়ে থাক্‌বেন। তা নইলে—"

হাস্‌তে হাস্‌তে আমারে বাধা দিয়ে কুমার বাহাদুর প্রশান্তবদনে বোল্লেন, "যথার্থ অনুমান কোরেছ, ঠিক কথাই বোলেছ, মাণিকচাঁদই তাঁরে কয়েদ কোরিয়েছে বটে। শুধু তা নয়, শুধু তাঁরে কয়েদ কোরিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, আরো শোনো!—দাসীর মুখে শুন্‌লেম, 'যেদিন কৃষ্ণ বাবু কয়েদ হন, সেইরাত্রে জনকতক পুলিসের লোক বাড়ী চড়াও হোয়ে অম্বিকাকালীকে ধোরে নিয়ে গেছে। শুনেই বুঝ্লেম, পুলিসের লোক এমন বে-আইনী কাজ কখনোই কোর্‌বে না। নিশ্চয়ই বুঝ্লেম, তারা মাণিকেরই লোক; ছদ্মবেশ কোরে অম্বিকাকালীকে ধোরে নিয়ে গেছে।"

রাজপুত্রের বাক্যে চঞ্চল হোয়ে, সকাতরে চঞ্চল-আগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অম্বিকারেও ধোরে নিয়ে গেছে? কোথায় নিয়ে গেছে? সে কথা কি দাইমণি কিছু বোল্‌তে পাল্লে? আপনি তার কোনো সন্ধান পেয়েছেন কি?"

"স্থির হও, স্থির হও, সব সন্ধান আমি পেয়েছি, সব তত্ত্বই আমি জেনেছি, ক্রমে ক্রমে তুমিও সব জান্‌তে পার্‌বে। স্থির হও, যা বলি তা শোনো। পরিচারিকাকে সান্ত্বনা কোরে সেইদিনেই আমি বারাণসী থেকে বেরুই। তুমি মানকরে আছ, এই ভেবে মানকরেই আমি যাত্রা করি। সেখানে মাণিকচাঁদের বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌লেম, মাণিকচাঁদ অনেকদিন হোলো পাটনায় এসেছে, পাটনাতেই আছে, তুমি তার বাড়ীতে কয়েকবার গিয়েছিলে বটে, কিন্তু সেখানে থাক্‌তে না। কেবল এই পর্য্যন্ত জান্‌লেম, বিশেষ অনুসন্ধান কিছুই পেলেম না। জান্‌বার জন্যে অনেক চেষ্টা কোল্লেম, কোথায় আছ, কোথায় থাকো, জান্‌বার জন্যে বিশেষ চেষ্টা কোল্লেম, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান কিছুই পেলেম না। হঠাৎ একটা কথা স্মরণ হোলো। এক পত্রে তুমি আমাকে লিখেছিলে, বৈঁচির শ্যামসুন্দর বাবুর বাড়ীতে তুমি আছ। শুন্‌লেম, বৈঁচিও নিকটে, সেইখানেই হয় ত তুমি রয়েছ। এই ভেবে, সন্ধান কোরে কোরে সে পর্য্যন্তও গেলেম। শ্যামসুন্দর বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো। তাঁর মুখে শুন্‌লেম, তুমি পাটনায় —তিনি আমার পরিচয় পেয়ে, আর তোমারে আমি যতদূর ভালবাসি, তা শুনে, যথোচিত

সমাদর কোল্লেন। মাণিকচাঁদের সঙ্গে তোমার যে যে কথা হোয়েছিল, তিনি তা জান্‌তেন, পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় সে সব কথাও তিনি আমারে বোল্লেন।—কতক চিন্তা দূর হোলো, অতিরিক্ত কতক চিন্তা নূতন!"

"তুমি পাটনায়, মাণিকচাঁদও পাটনায়, না জানি সে পাপিষ্ঠ তোমাকে আরো বা কোনো বিপাকে ফেলে; এই আশঙ্কায় বৈঁচিতে আর কালবিলম্ব কোল্লেম না;—শীঘ্রই পাটনায় আসা যুক্তিসিদ্ধ মনে কোরে শ্যাম বাবুকে আমার সহগামী হোতে অনুরোধ কোল্লেম।—তিনি সম্মত হোলেন।"

"পাটনায় তত্ত্ব কোরে প্রথম-উদ্যম নিরাশ হোতে হোলো; তোমার সন্ধান কিছুই পেলেম না।—মাণিকচাঁদের ঠিকানা জান্‌তে পাল্লেম।—কতক আশ্বাসে, কতক বিশ্বাসে, গোলাপ-লাল মঙ্গলদাসের গদীতে মাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। 'হরিদাস কোথায়?' প্রথমেই আমার এই প্রশ্ন।"

"আমার দিকে তীব্র-দৃষ্টিপাত কোরে মাণিকচাঁদ উত্তর কোল্লে 'হরিদাস ত এখানে নাই? এসেছিল বটে,—আমিই আস্‌তে বোলেছিলেম, কিন্তু প্রায় একমাস হোলো, বরদারাজ্যে চোলে গিয়েছে। সেখানকার রাজকুমারের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় আছে, তাঁরি সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে বরদায় গিয়েছে।' যে ভাবে মাণিকচাঁদ এই কটী কথা বোল্লে, তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হোলো। সে যখন আমারে চেনে না, অথচ প্রশ্নমাত্রেই উত্তর দিলে, তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হোলো, সত্যই তুমি বরদায় গিয়েছ। এই ভেবে সেখান থেকে চোলে এলেম। কি করা কর্ত্তব্য, শ্যামসুন্দর বাবুর সঙ্গে পরামর্শ কোরে আবার কাশীতে যাত্রা কোল্লেম।—কৃষ্ণ-কিশোর বাবুর মকদ্দমার বৃত্তান্ত কি, অগ্রে সেইটী জানা পরামর্শ স্থির কোরে কাশীতে যাত্রা কোল্লেম।"

"যথা সময়ে উভয়েই আমরা বারাণসীতে উপস্থিত। সেখানকার আদালতে সন্ধান নিয়ে জানা হোলো একটা গুমী-মকদ্দমা দায়ের হোয়েছিল বটে, কিন্তু পাটনার অকু বোলে, পাটনার মাজিষ্ট্রেটীতে চালান করা হোয়েছে।—সেখানে আর কোনো তত্ত্ব পাওয়া গেল না।"

যে সব লোকজন আমার সঙ্গে ছিল, কাশীর ছাউনিতে তাদের রেখে এ কদিন একাই আমি ছদ্মবেশে বেড়াচ্ছিলেম, এখন আর সেখানে তাদের রাখ্‌বার প্রয়োজন নাই ভেবে, ছাউনি ভেঙে পুনর্ব্বার পাটনায় এলেম।—এসেই এখানকার ফৌজ্‌দারী আদালতে কৃষ্ণ-কিশোরের মকদ্দমার সন্ধান জানতে যাই। সন্ধানে জান্‌লেম, ফরিয়াদী রাজা মাণিকচাঁদ, আসামী কৃষ্ণকিশোর মিত্র।—মকদ্দমা, গুমী ও স্ত্রী-বাহির করা। সাক্ষী, নবকৃষ্ণ আর তপস্বী!

এই পর্য্যন্ত শুনেই আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম।—রাত্রের গুপ্ত-মন্ত্রণা মনে পোড়্‌লো। নিশাদূতী মোহিনী, আর রসদদার তপস্বী সঙ্কেতে যে সব কথা বলাবলি কোরেছিল, এই বর্ণনার সঙ্গে সেই সব কথা ঠিক ঠিক মিল্‌লো।—সকৌতুকে যুবরাজকে বোল্লেম, "রাজকুমার! কাল রাত্রে এই ভাবের অনেক-গুলি কথাবার্ত্তাই আমি শুনেছি।—নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি নি বটে, কিন্তু এখন আর কিছুই বাকী থাকচে না। রাজা মাণিকচাঁদের চক্র-ফাঁদে কৃষ্ণকিশোর বাবু কারারুদ্ধ হোয়েছেন,

সেই ফাঁদেই অভাগিনী অম্বিকা ধরা পোড়েছে। সে যা-ই হোক্, তার পর কি হোলো যুবরাজ?"

"তার পর আমি নথীর কাগজপত্রের নকল নিলেম। মকদ্দমায় উভয় পক্ষ ছাড়া, অপর পক্ষকে নকল দিবার আইন নাই; কিন্তু শ্যাম বাবু কৃষ্ণকিশোরের আত্মীয় বোলে, আপীলের প্রার্থনায় নকল পাবার দরখাস্ত কোল্লেন; আদালত তাতেই বিনা আপত্তিতে নকল দিলেন। কাগজপত্র পোড়ে দেখ্‌লেম, তোমাকেই গুম্ করা, আর অম্বিকাকালীকে কুলের বার্ করা অভিযোগে কৃষ্ণকিশোর বাবু অভিযুক্ত। মাণিকের চক্র বুঝতে তখন আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাক্‌লো না;—গোলাপলাল মঙ্গলদাসের গদীতে অবিলম্বে ফিরে গেলেম। —সেই সময় মাণিকচাঁদকে সট্টেপট্টে ধোরে বোস্‌লেম। তোমার আর অম্বিকাকালীর তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হবার নিমিত্ত নানা রকম ভয় প্রদর্শন কোল্লেম, আদালতে নালিস কর্‌বার ভয়ও দেখালেম, কিছুতেই কিন্তু বর্গ মান্‌লে না,—আমারে সামান্য লোক বিবেচনা কোরে কোনো কথাই আমোলে আন্‌লে না। অবশেষে শ্যাম বাবু যখন আমার পদ-মর্য্যাদার পরিচয় দিয়ে দিলেন, তখন ভয়ে জড়সড় হোয়ে থতমত খেয়ে বোল্লে, 'তার রক্ত গরম হোয়েছিল, এলোমেলো বোক্‌তো, আরাম হবার জন্যে পাগ্‌লা-গারদে গেছে, আর আমি কিছুই জানি না।"

"অনেক পীড়াপীড়ি কোল্লেম, অপরাপর কথা জান্‌বার জন্যে বিস্তর জেদ্ কোল্লেম, কিছুতেই কিছু স্বীকার কোল্লে না;—মুখ চক্ষু যেন বিবর্ণ হোয়ে গেল।—নানা প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে তারে প্রবোধ দিয়ে একে একে সকল কথাই আমি নিয়েছি,—প্রবোধচক্রে চাতুরীচক্র কৌশলেই ভেদ হোয়েছে; সমস্ত তত্ত্বই আমি অবগত হোয়েছি। যখন উঠে আসি, তখন তারে বোল্লেম, কাল সকালেই আমি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছ থেকে খালাসী পরোয়ানা নিয়ে তোমার কাছে আস্‌বো। আমার সঙ্গে গিয়ে, বাতুলালয় থেকে হরিদাসকে তোমায় খালাস কোরে দিতে হবে,—সেখানে তোমাকে যেতেই হবে। পাপবুদ্ধিতে যে সকল পাপাচরণ কোরেছ,—যে মহাপাতক তুমি সংগ্রহ কোরেছ,—নিরপরাধ হরিদাসকে মুক্ত কোল্লে, সে পাতকের যা হয় যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তও হবে। তুমিই তাকে বিনা দোষে যাবজ্জীবন যন্ত্রণা দিয়েছ,—তুমিই তারে বিনা দোষে বাতুলাশ্রমে বন্দী কোরে রেখেছ; তুমি স্বয়ং গিয়ে উদ্ধার কোল্লে, সে পাতকের যা হয় যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হবে!"

এই পর্য্যন্ত শুনেই আমি উৎকণ্ঠিত আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি বোল্‌ছেন, রাজা মাণিকচাঁদের আসন্নকাল,—তিনি বাঁচেন না;—কেন?—তাঁর হোয়েছে কি?—সে কথা ত কিছুই বোলছেন না? তাঁর হোয়েছে কি?—শোন্‌বার জন্যে আমার অন্তঃকরণ বড় ব্যাকুল হোচ্চে।"

"স্থির হও, হরিদাস! স্থির হও! উতলা হোয়ো না, ক্রমে সকলি জান্‌বে।" এই বাক্যে আমারে প্রবোধ দিয়ে যুবরাজ বাহাদুর আবার বোল্লেন, 'তুমি স্বয়ং গিয়ে হরিদাসকে উদ্ধার কোল্লে, যা হয় যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তও হবে।' উগ্রস্বরে দু তিনবার এই কথা বলাতে মাণিকচাঁদ অগত্যাই তাতে সম্মত হোলো। শ্যামসুন্দরকে সঙ্গে কোরে আমি চোলে এলেম। আজ সকালে মাজিষ্ট্রেটের কাছা-

রীতে গিয়ে দস্তুরমত সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁরে জানালেম; যে ঘটনা উপস্থিত, আগাগোড়া সমস্তই তাঁকে বোল্লেম। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি যথারীতি সমাদর কোরে তৎক্ষণাৎ জেল-দারোগার নামে খালাসী পরোয়ানা দিলেন। আরো বোল্লেন, 'যারা যারা এই বে-আইনী কাজে লিপ্ত, আপনি তাদের নামে অভিযোগ করুন, উচিতমত শাস্তি হবে।' রীতিমত সম্ভাষণ কোরে, পরোয়ানাখানি নিয়ে সরাসর আমি মাণিকচাঁদের বাসায় যাই। গিয়ে দেখি, দৈব দুর্ঘটনা!—মাণিকচাঁদ শয্যাগত!—থেকে থেকে পরিত্রাহি চীৎকার কোচ্চে,—থেকে থেকে সংজ্ঞাশূন্য,—অস্পন্দ, নীরব।—আসে পাশে বিস্তর লোকের জনতা; সকলের মুখেই বিষাদচিহ্ন, সকলের মুখেই হতাশ বাক্য,—সকলেই হা হুতাশ কোচ্চে।—রাত্রের মধ্যে এমন ঘটনা কি হোলো, বিস্মিত হোয়ে জনতার মধ্যে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম। একজন ভদ্রলোক সংক্ষেপে উত্তর কোল্লেন, 'মহারাজ বাহাদুর এই কতক্ষণ ছাতের উপর পায়চারী কোচ্ছিলেন, ছাতের যে ধারে আল্‌সে নাই, সেই দিকেই এগুচ্ছিলেন, হাত মুখ নেড়ে আপনা আপনি কি বোক্‌ছিলেন, ক্রমেই ধারের দিকে আস্‌তে লাগ্‌লেন। নীচে থেকে আমরা "হাঁ হাঁ" কোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম, শুনেও শুন্‌তে পেলেন না;—যেন কত অন্যমনস্ক। মুহূর্ত্তমধ্যেই নীচে পোড়ে গেলেন!—হাড়্‌গোড়্ সব চূর্ণ হোয়ে গেছে!—ডাক্তারেরা বোল্লে, জীবনে আর আশা নাই,—বাঁচ্‌বেন না!' এই পর্য্যন্ত বোলেই সেই লোকটী ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌লেন।"

"কি ভয়ানক ঘটনা! কি আশ্চর্য্য সংযোগ!—কি নিদারুণ সংঘটন!" চকিত-শোক-বিস্ময়ে এই কথা আমি বোলছি, রাজকুমার আমারে বাধা দিয়ে ব্যগ্রস্বরে বোল্লেন, "হাঁ হরিদাস, ঘটনা অতি অদ্ভুত বটে, সংযোগও আশ্চর্য্য, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, এ ঘটনা, এ সংযোগ, মানুষিক নয়, ঐশ্বরিক ইচ্ছা! পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই রকমেই হয়, পাপীরা এই রকমেই আত্মকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করে, এই রকমেই বিধাতা মহাপাতকীর দণ্ডবিধান করেন। এই দেখ, রাজা মাণিকচাঁদই তার সাক্ষী। সে যা হোক্, জনতা ভেদ কোরে নিকটে গিয়ে দেখি, যা শুন্‌লেম, তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।—মাণিকচাঁদ শয্যাগত।—বাক্‌শক্তি আছে, তাও অল্প।—নিকটবর্ত্তী হোলেম।—আমাকে দেখেই সে চিন্‌তে পাল্লে, ভাবভঙ্গীতে জানালে, যেন আমার সঙ্গে নির্জ্জনে কিছু কথা কবার ইচ্ছা।—জনতা অন্তর হোতে আমি অনুরোধ কোল্লেম। লোকেরা প্রথমে সম্মত হোলো না। মাণিকচাঁদ শেষে অতি কষ্টে ইঙ্গিতে আমার বাক্যের পোষকতা কোল্লে, সকলে সেখান থেকে সোরে গেল। দুই একজন ভদ্রলোক আর ডাক্তারকে উপস্থিত রেখে, সেই ঘরের দরজায় পর্দ্দা টেনে দিতে ইঙ্গিত কোল্লেম,—ঘর নিঃশব্দ।"

"জোড়িয়ে জোড়িয়ে, গেঙিয়ে গেঙিয়ে, থেমে থেমে মাণিকচাঁদ আমাকে বোল্লে, 'চি—নে—ছি,—চি—নে—ছি,—মহা—রাজ!—হরি—দাসকে—তাকে—শীঘ্র—' এই পর্য্যন্ত বোলে একটু চুপ্ কোল্লে। এই অবসরে ডাক্তারকে আমি বোল্লেম, 'এঁকে একটু বলকারক ঔষধ দিন। যাতে এঁর শান্তিসান্ত্বনা—উভয়ই লাভ হয়,—যাতে ইনি একটু শারীরিক বল পান,—যাতে কোরে সহজে কিছুক্ষণ কথা

কইতে পারেন, এমন একটু বলকারক ঔষধ এঁরে দিন।' আমার পরিচয় পেয়ে ডাক্তার মহাশয় মৃদুস্বরে আমারে বোল্লেন, 'যে ঔষধ আপনি আমারে দিতে বোল্‌ছেন, তাতে আপাততঃ অল্পক্ষণ ইনি সবল, সচেতন থাক্‌তে পারেন, কিন্তু ঔষধের ক্রম যখন শেষ হবে, তখন অতি ভয়ানক অবস্থা হোয়ে দাঁড়াবে;—নিতান্ত অন্তিম অবস্থা!—যা হোক্‌, আপনার সঙ্গে এঁর নিজের কিছু গুপ্তকথা বল্‌বার অভিপ্রায় আছে, কিন্তু পাচ্চেন না। অথচ দেখ্‌ছি, জীবনের আশা তিলমাত্রও নাই, উর্দ্ধসংখ্যা পাঁচ সাত দণ্ডমাত্র! তখন এ অবস্থায় সে ঔষধ সেবন করানোতে কোনো ক্ষতিই দেখ্‌তে পাই না, অনায়াসেই তা দেওয়া যেতে পারে।' এই কথা বোলে পার্শ্বস্থ বন্ধুবর্গের সঙ্গে যুক্তি কোরে, ডাক্তার বাবু, মাণিকচাঁদকে সেই ঔষধ খাওয়ালেন। অচেতন অবস্থায় একটু চৈতন্য হোলো, শরীরে যেন কিছু বল পেলে; ক্ষণকাল পরেই সম্ভবমত, অবস্থামত, স্পষ্ট স্পষ্ট কথা কইতে লাগ্‌লো। চার্ পাঁচটা নিগূঢ় কথা আমি শুন্‌লেম, কিন্তু আর অপেক্ষা কোত্তে পাল্লেম না। তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে,—তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বার জন্যে, তার আন্তরিক অভিলাষ। তাই দেখে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত কোরে আমি তারে বোল্লেম, যা তোমার কিছু বল্‌বার অভিপ্রায় থাকে, শ্যামসুন্দর বাবুকে বলো, উনি তা লিখে রাখবেন।—ডাক্তার বাবু রইলেন, এই ভদ্রলোকেরাও উপস্থিত থাক্‌লেন, তোমার যা ইচ্ছা, তোমার মনের যা কিছু কথা, মুক্তকণ্ঠে বলো, এঁরা সব সাক্ষী থাক্‌বেন।' মাণিকচাঁদকে এই কথা বোলে, শ্যাম বাবুকে সেখানে বোসিয়ে, ডাক্তার আর ভদ্রলোকদের উপস্থিত রেখে, তোমাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে আমি বাতুলালয়ে এলেম।"

আমার দুই চক্ষে জল এলো।—ধারাবাহী অশ্রুধারা মুখ বোয়ে বক্ষঃস্থলে গোড়িয়ে পোড়্‌লো। "আহা-হা! এমন ঘটনা হোয়েছে? রাজা মাণিকচাঁদ অপঘাতে মারা যান? যা হোক্‌, যে সময়ের যে প্রায়শ্চিত্ত,—যে পাপের যে প্রতিফল, এ অবস্থায় সেটী যে তাঁর অনুতাপী অন্তরে উদয় হোয়েছে, এ-ও এক আশু প্রবোধ।" বোল্‌তে বোল্‌তে কণ্ঠস্বর স্তম্ভিত হোলো, স্থিরদৃষ্টিতে যুবরাজের অর্দ্ধপ্রসন্ন, অর্দ্ধবিষণ্ণ-বদন দর্শন কোত্তে লাগ্‌লেম।

অবসর ক্ষণিক, সময় ক্ষণিক, সংসারের গতিও ক্ষণিক! শোক, হর্ষ, বিষাদ, আর চিন্তাকে সম্মুখে রেখে, দ্রুতগামী শকট, গোলাপলাল মঙ্গলদাসের গদীতে পৌঁছিল। যে ঘরে রাজা মাণিকচাঁদ মৃত্যুশয্যায় লুণ্ঠিত, গাড়ী থেকে নেমে সেই ঘরে আগেই আমরা প্রবেশ কোল্লেম।—শ্যামসুন্দর বাবু বিষণ্ণ-উজ্জ্বল-দর্শনে আমার পানে চাইলেন।—সে দর্শন, বিষাদের সঙ্গে প্রফুল্ল।—সম্মুখে বড় বড় খানকতক লেখা কাগজ, হস্তে লেখনী,—লেখনী অবশ। ইঙ্গিতে তাঁরে সম্ভাষণ কোরে শয্যা পানে চাইলেম।—ঘর ভয়ানক নিস্তব্ধ! আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হোলো, অগ্রসর হোলেম। রাজা মাণিকচাঁদের চক্ষে চক্ষু পোড়্‌লো, শোকাশ্রু আর সংবরণ কোত্তে পাল্লেম না।

রাজা মাণিকচাঁদ কপালে হাত দিলেন, প্রায় বাক্যরোধ; নেত্রে অনর্গল অশ্রুধারা। অতি কষ্টে, ধীরে ধীরে, থেমে থেমে বোল্লেন, "ক্ষ—মা,—ক্ষ—মা,—আ—মি—আ—মি—

তো—সব—তো—মা—শ্যা—ম শ্যা—ম—ক্ষ—মা—ক্ষ—মা!” আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হোলো না;—নিরুক্তি, নীরব। আমি স্থিরদৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে আছি, চক্ষু অন্যদিকে ঘুর্‌চে না, রাজকুমার বাহাদুর পাশে বোসে তাঁরেও একটী কথা বোল্‌ছি না।—ক্ষণকাল পরে মৃত্যুতীর্থযাত্রীর মুদিত নেত্র উন্মীলিত হোলো।—ডাক্তার মহাশয় সেই সময় আর একমাত্রা বলকারক ঔষধ প্রদান কোল্লেন, মাণিকচাঁদ যথাসম্ভব স্পষ্ট বাক্যে বোল্লেন, “আমাকে ক্ষমা করো হরিদাস, আমি চোল্লেম,—জন্মের মত চোল্লেম। জন্মাবধি আমি তোমার যা কিছু অহিত চেষ্টা কোরেছি, অন্তকালে সে সকল বিস্মৃত হোয়ে তুমি আমারে ক্ষমা করো। আমি পাপবুদ্ধিতে তোমার অনেক অনিষ্ট কোরেছি, যা কিছু কোরেছি, এই অন্তকালে সকলি আমি শ্যামসুন্দর বাবুকে বোল্লেম, সমস্তই তিনি লিখে নিয়েছেন, এখন তুমি সদয় হোয়ে আমাকে ক্ষমা করো। অম্বিকাও আমাকে যেন ক্ষমা করে, সে কথাও তারে বোলো।”

আমি কাতরহৃদয়ে সজলনয়নে বোল্লেম, “অন্তঃকরণের সঙ্গে সমস্তই আমি বিস্মৃত হোলেম; আপনার সমস্ত দোষ আমি ক্ষমা কোল্লেম। আপনার অকাল-মৃত্যুতে আমি অতিশয় দুঃখিত; প্রার্থনা করি, জগদীশ্বরও যেন আপনাকে ক্ষমা করেন।”

অন্তরের উদ্বেগ দূর হোলে লোকের মন যেমন উৎফুল্ল হয়, আর সেই ভাব যেমন তার বদনমণ্ডলে প্রকাশ পেতে থাকে, আমার এই সব কথা শুনে রাজা বাহাদুরের মুখেও অবিকল সেইভাব পরিলক্ষিত হোতে লাগ্‌লো। তিনি অনিমিষনেত্রে আমার মুখপানে চেয়ে স্থিরকণ্ঠে বোল্লেন, “এতদিনের পর আমার জীবনের গুরুভার লাঘব হোয়ে গেল,—পাপের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এতদিনের পর প্রশান্তভাব ধারণ কোল্লে;—এখন আমি নিষ্পাপী বোলে ঈশ্বরসমীপে উপস্থিত হোতে পার্‌বো!” শুন্‌ছি হঠাৎ বাক্‌শূন্য,—রাজা মাণিকচাঁদ হঠাৎ বাক্‌শূন্য হোলেন; প্রাণবায়ু বহির্গত!—যিনি আমার জীবনবৈরী,—যাঁর জন্যে আমি আশৈশব উদাসীন, সেই রাজা মাণিকচাঁদ আজ আমার সাক্ষাতে জীবনত্যাগ কোল্লেন!—শোকাশ্রু সেই শব-শরীরকে উত্তমরূপে অভিষিক্ত কোল্লে;—আমি নীরবে কাঁদ্‌লেম।

মৃত্যুশয্যা স্তব্ধ,—লোকেরা স্তব্ধ, ঘর নিস্তব্ধ,—ঘরশুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ,—বোধ হোলো যেন, সে ঘরের বায়ুও স্তম্ভিত!

যিনি আমার অহিতে সুখী, তাঁর অপঘাত মৃত্যুতে আমার অন্তঃকরণ শোচনীয় অসুখী। মৃতদেহে চক্ষু নিঃক্ষেপ কোরে কাঁদ্‌লেম। অন্তঃকরণে স্বাভাবিক শোক-সমুদ্র উথ্‌লে উঠ্‌লো। অধীরভাবে বোল্লেম, “আপনি মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন, স্বকৃতসাধ্যে “রাজা বাহাদুর” উপাধি পেয়েছিলেন, আপনার এই অকালমৃত্যু আমারে অতিশয় ব্যাকুল কোচ্চে। আপনি অশেষ বিশেষে আমার অমঙ্গল সাধনে চেষ্টা কোরেছেন, সাধ্যমতে যতদূর পেরেছেন, অনিষ্ট কোত্তে ত্রুটি করেন নি, জীবনপর্য্যন্ত হনন কোত্তে উদ্যোগী হোয়েছিলেন, তথাপি আপনার মৃত্যু আমারে অতিশয় ব্যাকুল কোচ্চে। অকারণে আপনি আমার শত্রু হোয়েছিলেন, তথাপি আপনার বিয়োগ-শোক আমার হৃদয়ে অসহ্য। আপনি রাজা, অনেক লোক আপনার অধীন, আপনার ঐশ্বর্য্য অনেকেই ভোগ কোরেছে,

কেবল আমিই বঞ্চিত। কেন আপনি আমারে বঞ্চনা কোরেছিলেন?—কেন আপনি দুষ্টলোকের কুমন্ত্রণায় দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হোয়েছিলেন? কেনই বা আপনি আমারে নষ্ট কর্‌বার জন্যে দেশ বিদেশে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র কোরে, কুচক্রজাল বিস্তার কোরেছিলেন? তা যদি না কোত্তেন, তবে কখনোই আপনার অকালে অপঘাতে মৃত্যু হোতো না;—আমার সঙ্গে শঠতা না কোল্লে, কখনোই আপনার অন্তরে নির্ব্বেদ-চিন্তা উপস্থিত হোতো না,—কখনোই আজ আপনি এত অন্যমনস্ক থাকতেন না; যে চিন্তায়, যে অন্তমনে আপনার এই দুর্দ্দশা—অপমৃত্যু ঘোট্‌লো, সেটী কখনোই ঘোট্‌তে পেতো না।"

এই প্রকার অনেক খেদ উক্তি কোচ্চি, সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়ে যুবরাজ বোল্লেন, "যা তুমি বোল্‌চো হরিদাস, সকলি সত্য বটে, কিন্তু ফলদাতা বিধাতা! যিনি জগতের সাক্ষী!—পুণ্যের সাক্ষী, পাপেরও সাক্ষী! একমাত্র তিনিই পুণ্যের ফল প্রদান করেন, পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধি দেন। তার সাক্ষী এই দেখ, রাজা মাণিকচাঁদ! এ উক্তি নিতান্ত অজ্ঞান ছিল না,—জগতে কোন্ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কি রকমে চোল্‌তে হয়, সে সমস্তই বোধ হয় এর অনেকদূর জানা ছিল। তা না হোলে আপনার চেষ্টায় স্বনামখ্যাত এত বড় লোক কখনোই হোতে পাত্তো না। কিন্তু বিধাতার লিপি, কুকর্ম্ম কোল্লেই ফলভোগ কোত্তে হয়; সে লিপি খণ্ডন করা কার সাধ্য? পাপের উচিত ফল পেতেই হবে। সেই ফলে, বিখোরে বিদেশে অপঘাতে এর প্রাণ গেল। আত্মীয় স্বজন হারা হোয়ে বিখোরে আজ প্রাণ হারালে! এ মৃত্যু কেউ দেখ্‌লে না,—শুনলে না,—অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী হোয়ে, সকলের অজ্ঞাতে পথের ভিখারীর ন্যায় অনাথ অসহায় হোয়ে অজ্ঞাতবাসে মহাপ্রস্থান কোল্লে! বন্ধুবান্ধব কারো কাছে বিদায় না নিয়ে, জন্মভূমি থেকে জন্মশোধ বিদায় হোলো! বিধিলিপি আর ভবিতব্য,—খেদ করা বৃথা!" এই কথা বোলে রাজকুমার নিস্তব্ধ হোলেন। আমারও প্রবোধ, বিধিলিপি আর ভবিতব্য,—খেদ করা বৃথা!

একাধিক শততম কাণ্ড।

শুভ সংযোগ।—অনুদ্দেশ নটের উদ্দেশ প্রাপ্তি।

পাটনার ভাগীরথী-তীরে রাজা মাণিকচাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করা হোলো। যে বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্যে অন্তঃকরণ নিয়ত ব্যাকুল,—রাজা মাণিকচাঁদ অন্তিম-স্বীকারপত্রে যে সব কথা ব্যক্ত কোরে গেলেন, সেগুলি কি, সম্ভবমত সকৌতূহল-অন্তরে কুমার বাহাদুরকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কোল্লেম, উত্তর অভেদ।—পূর্ব্বেও যা বোলেছিলেন, এখনও তাই। আত্ম-কর্ত্তব্য সমাধার পর কিছুই আর অপ্রকাশ থাকবে না, পূর্ব্বমত এখনও সেই ।,—উত্তর অভেদ।

চিন্তায়, বিষাদে, উৎকণ্ঠায় উত্তেজিত

হোয়ে, কৃষ্ণকিশোর বাবুর আর অম্বিকার উদ্দেশের প্রশ্ন কোল্লেম। শ্যাম বাবুর প্রফুল্ল মুখ একটু যেন বিষণ্ণ হোলো,—আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বোল্লেন, "উদ্বেগ ত্যাগ করো, উদ্দেশের উপায় আমাদেরি হাতে।—রাইমণি রাজকুমারকে বোলেছিল বটে, কৃষ্ণকিশোর বাবু কাশীতে কয়েদ আছেন; কিন্তু তা নয়! বিশেষ ঘটনা তার জানা ছিল না। কৃষ্ণ বাবু পাটনার কারাগারেই বন্দী। কাশীতে নালিশ হোয়েছিল, পাটনার অপরাধী বোলে সে মকদ্দমা এইখানে চালান হয়, এইখানেই তিনি কয়েদ আছেন। তুমি বল্‌বার আগেই যুবরাজ আমাকে বোলেছেন, কৃষ্ণকিশোরকে খালাস কোরে মানকরে যেতে হবে। সেখানে—"

"কেন?—মানকরে আবার কেন?—যার সম্বন্ধে মানকর, তার পরিণাম পাটনাতেই ত হোয়ে গেল, তবে আবার মানকরে কেন?" শ্যাম বাবুকে বাধা দিয়ে উৎকণ্ঠিতস্বরে আমি এই প্রশ্ন বিনিয়োগ কোল্লেম।

যাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তিনি উত্তর কোত্তে না কোত্তে কুমার ভূপতিরাও প্রশান্তনেত্রে আমার পানে চেয়ে বোল্লেন, "প্রশ্ন ত্যাগ করো, যে কার্য্য উপস্থিত, সেটী সমাপ্ত কোরে, যা কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার থাকে, জিজ্ঞাসা কোরো।"

কথার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না, মনে মনে কিছু সন্দেহ হোলো; সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে শঙ্কাই অগ্রগামী হয়, একটু শঙ্কাও হোলো; কিন্তু যুবরাজের প্রফুল্লমুখ দেখে সে শঙ্কা ক্ষণস্থায়ী। তথাপি কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠায়, সমান আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অম্বিকাও কি তবে পাটনার কারাগারে বন্দী?"

"শান্ত হও, সর্ব্বক্ষণ এ রকম উত্তেজিত থাকা ভাল নয়। কৃষ্ণকিশোরকে উদ্ধার কোরে একে একে তোমার সকল কথার উত্তর দিব। এখন চলো, এখানকার ফৌজদারী আদালতে একত্রেই যাওয়া যাক্।"

আমি নিরুত্তর।—শকটে আরোহণ কোরে তিনজনেই আমরা আদালতে চোল্লেম; যুবরাজ ছদ্মবেশী।—তাঁর অনুচরেরা তখন গদীতেই থাক্‌লো। বেলা প্রায় এগারোটা অতীত।

কাছারীর ফটকে আমাদের গাড়ী পৌঁছিল।—উকীল মোক্তারেরা যেখানে বসেন, প্রথমে সেইখানে গিয়ে একজন উকীল নিযুক্ত কোল্লেম। একখানি দরখাস্ত লিখানো হোলো। দরখাস্তের মর্ম্ম এই যে, "হরিদাসকে গুম্ করা অপরাধে কৃষ্ণকিশোর মিত্র কয়েদ হোয়েছেন, সে অভিযোগ মিথ্যা। যার নামে গুম্ করা অপরাধ, সে নির্দ্দোষ। যাকে গুম্ করা হেতুবাদ, সে স্বয়ং হাজির। দুষ্টলোকের বানিকারীতে সেই মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত হোয়েছিল।" ইত্যাদি বিবরণে প্রার্থনা, আসামীকে খালাস দেওয়া হয়।

আমারে জোবানবন্দী দিতে হোলো, এক জন উকীল আর শ্যামসুন্দর বাবু সনাক্ত কোল্লেন। বিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণনা কোত্তে হোলে পাঠক মহাশয় পাছে বিরক্ত হন, এই আশঙ্কায় চুম্বকে চুম্বকে পরিব্যক্ত কোল্লেম। ফল কথা, কৃষ্ণকিশোর বাবু সেইদিনেই খালাস পেলেন। আনুষঙ্গিক অল্প অল্প অভিযোগেরও সূত্রপাত হোচ্চে থাক্‌লো।

পরস্পরের সাদর সম্ভাষণ আর সময়োচিত সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে প্রায় একঘণ্টা অতিবাহিত হোলো। শ্যাম বাবু বহুদিনের পর

প্রিয় বন্ধুর দর্শন পেয়ে পরম পুলকিত, রাজকুমার বাহাদুরের অতুল আনন্দ। চারিজনে একত্রে আমরা গোলাপলাল মঙ্গলদাসের গদীতে গেলেম; তখন প্রায় সন্ধ্যা।

আনন্দে, বিষাদে, আর উপস্থিত ঘটনার গল্পে, রজনী অবসান। আদালতের সূত্র আর রাত্রের পরামর্শে যা কিছু স্থির করা হোয়েছিল, তদনুসারে প্রাতঃকালে কুমার বাহাদুর বোল্লেন, "পাপিষ্ঠদের উচিত শাস্তি দিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। কি জানি, পাছে তারা কোনো সূত্রে কিছু জান্‌তে পেরে সাবধান হয়, কি দেশ ছেড়ে পালায়, আজই নালিশ করা আবশ্যক। কৃষ্ণকিশোর বাবুর মকদ্দমার বানিকারেদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছে, অবশ্যই সুবিচার হবে। মূল ফরিয়াদী যদিও এখন পৃথিবী ছাড়া, কিন্তু সাক্ষী সাবুদ আর যোগাড়েরা অবশ্যই উচিত দণ্ড পাবে। মাণিকচাঁদের প্ররোচনায় যারা যারা তোমারে বাতুলালয়ে বন্দী কোরে ছিল, তাদের নামে আজই নালিশ করা আবশ্যক।"

এতে আর তর্ক বিতর্ক নাই, যথা সময়ে যথা স্থানে নালিশ হোলো।—একদিনেই উভয় কুচক্রীদলের বিচার।—আশ্চর্য্য ঘটনা! উভয় পক্ষেই এক আসামী;—বাতুলালয়ের রসদ্‌দার তপস্বী, আর দারোগা নবকৃষ্ণ, একে একে উভয় মকদ্দমার আসামী। আমি পাগল নই, এটী জেনে শুনেও আমারে খালাস না দেওয়া অপরাধে নবকৃষ্ণ আসামী, আর ঔষধ খাইয়ে পাগল কর্‌বার,—ঔষধের ক্রমে প্রাণনাশ কর্‌বার ষড়যন্ত্রে, তপস্বী আর তার কল্পিত স্ত্রী, মোহিনী আসামী;—কৃষ্ণ বাবুর মকদ্দমায় বানিকার সাক্ষী নবকৃষ্ণ আর তপস্বী, উভয়েই আসামী।

মোহিনী কোথায়?—মোহিনী অদৃশ্য! দুষ্ট কুলটা মেয়েদের বুদ্ধি অতি প্রখরা!—চতুরতা, ধূর্ত্ততা, নিপুণতা, সে বুদ্ধির সহচরী। যারা কুলে কালি দিতে জানে,—সংসারে কলঙ্ক অর্পণ কোত্তে পারে, তাদের অসাধ্য এ জগতে কিছুই নাই!—প্রত্যুৎপন্নমতি কুলকলঙ্কিনীদের স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি।—মোহিনী সে বৃত্তির অপরিচিতা নয়।—প্রধান প্রধান লোক আমার পৃষ্ঠপোষক, প্রধান প্রধান লোকে সকল বিষয়ে আমার সহায়তা কোচ্চেন, এক জন প্রধান রাজবংশোদ্ভব রাজকুমার বাতুলালয় থেকে আমারে উদ্ধার কোল্লেন; মোহিনী তা জান্‌তে পেরেছে, তার নামে নালিশ হোয়েছে, সে কথাও সে জান্‌তে পেরেছে;—পাছে ধরা পড়ে, পাছে কোনো ভয়ানক দায় দড়া পড়ে, এই ভয়ে আগেভাগেই মোহিনী দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।—বনে দাবাগ্নি জোল্লে কুরঙ্গিণী যেমন বন থেকে পালায়, কুলকণ্টকী পাপীয়সী মোহিনী, ওরফে উদয়মণি, সেই রকমে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।—কদাচার, পাপাচার, কলঙ্ক, পাছে আদালতে প্রকাশ হয়, এই ভয়ে মোহিনী অদৃশ্য! নবকৃষ্ণ আর তপস্বী বিচারালয়ে উপস্থিত।

ক্রমাগত তিনদিন বিচার হয়। দায়রার জজ সাহেব বোল্লেন, "তোমরা দুজনে যে অপরাধে অপরাধী, তাতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করাই আদালতের কর্ত্তব্য, কিন্তু নবকৃষ্ণ! তোমার অপরাধ আপাততঃ কিছু লঘু বোধ হোচ্চে; তুমি যদি ষড়যন্ত্রের সকল নিগূঢ় কথা অসঙ্কোচে ব্যক্ত করো, তা হোলে আদালত তোমারে দয়া কোরে কতক পরিমাণে দণ্ড লাঘব কোত্তে পারেন।"

নবকৃষ্ণ সভয়ে কম্পিত হোয়ে, জজ সাহেবের আশ্বাসে মনের কথা খুল্লে।—কাঁপ্তে কাঁপ্তে বোল্লে, "ধর্ম্মাবতার! আমি ডাক্তারের নিদর্শনপত্র পেয়ে হরিদাসকে বাতুলালয়ে রেখেছিলেম, তারে পাগল কর্‌বার, কি প্রাণে মার্‌বার কোনো চেষ্টাই আমি করি নি। রসদ্দার তপস্বী আমারে যা যা বোলেছে, আমি কেবল তা-ই শুনেছি। কৃষ্ণকিশোর বাবুকে খুনী-মকদ্দমায় কয়েদ করাবার সাক্ষী হোয়েছিলেম বটে, কিন্তু তাও রাজা মাণিকচাঁদের প্ররোচনাবাক্যে!—তাঁর কৌশল, তাঁর দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পারি নি। যখন সব চুকে গেল, তখন জান্‌তে পাল্লেম, তপস্বীর নাম তপস্বী নয়, সে একজন কবিরাজ, তার নাম গোলোক।—কাশীধামে কৃষ্ণপদ বাবুর বাড়ীতে দুলাল বৈদ্যের সঙ্গে যোগ কোরে ঐ ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোককে বিষ খাইয়ে হত্যা কোরেছে!—শুনে অবধি আমি অত্যন্ত ভীত হোয়েছি ধর্ম্মাবতার!—দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার কোনো দোষ নাই, সকল নাটের গুরুই ঐ দুরাচার তপস্বী!"

আদালতের সকলের মুখেই বিস্ময়চিহ্ন। আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম।—অকস্মাৎ একটা পূর্ব্বকথা মনে পোড়্‌লো।—তপস্বীর নাম গোলোক!—প্রথম রাত্রে বাতুলালয়ে যে স্বর শুনে আমার সংশয় হোয়েছিল,—প্রথম শুনেই যে স্বর পূর্ব্বশ্রুত বোলে বোধ হোয়েছিল; সে সংশয়, সে অনুমান, মিথ্যা হোলো না।—মহাপাতকী কৃষ্ণপদের টাকা খেয়ে যে দুজন কবিরাজ তার ভ্রাতৃবধূকে খুন করে, গোলোক, ওরফে তপস্বী, সেই দলেরি একজন!—পাপিষ্ঠ দুলাল সেই সময়েই ষড়যন্ত্রকর্ত্তা কৃষ্ণপদের সঙ্গে প্রচ্ছন্নে বিষ খেয়ে মোরেছে, এই পাষণ্ড নারীহন্তা এতদিন ধর্ম্মাধিকরণকে বঞ্চনা কোরে পাটনার পাগ্‌লা-গারদে লুকিয়ে ছিল, এতদিনের পর এখন সে ফল ফোল্‌লো। পাপকর্ম্ম ঢাকা থাকে না, ছাপা থাকে না, কখনোই লুকানো থাকে না। তার আর এক সাক্ষী তপস্বী।—এই নরাধম পাষণ্ড পামর ছদ্মবেশে নাম ভাঁড়িয়ে পাগ্‌লা গারদে লুকিয়েছিল। বিচারের চক্ষে—ধর্ম্মের চক্ষে কোনো পাপী, কোনো পাপ, কোনো গুপ্ত-অধর্ম্ম, অপ্রকাশ থাকে না,—সুতরাং স্ত্রীহন্তা পাপাত্মা তপস্বীর মহাপাপ এতদিনের পর প্রকাশ হোলো। "অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে খণ্ডে, জ্ঞানের পাপ তীর্থে খণ্ডে, তীর্থের পাপ কুত্রাপি খণ্ডে না!" এই প্রবাদ, কর্ম্মভূমে অহরহই সপ্রমাণ হয়। কাশীর পাপী স্ত্রী-হত্যাকারী তপস্বীর পাটনার দায়রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা হোলো। নবকৃষ্ণ আপনার দোষ স্বীকার কোরে বানিকারদের দুষ্টাভিসন্ধি প্রকাশ কোল্লে বোলে, আদালতের দয়ায় তার বিনাশ্রমে তিন বৎসর মাত্র মিয়াদ।

দ্ব্যধিক শততম কাণ্ড।

বরদা,—মিলন।

অম্বিকা কোথায়?—কৃষ্ণকিশোর বাবু খালাস হোলেন,—কুচক্রীরা প্রতিফল পেলে, কিন্তু অম্বিকা?—অভাগিনী, অসহায়িনী অম্বিকা?—জানা হোলো, অম্বিকা পাটনার জেলে বন্দী নয়,—দুঃখিনী মানকরে।—মানকরেই,—মানকরের গৃহ-পিঞ্জরেই চিরদুঃখিনী বিহঙ্গিনী বন্দী।

বিচারের পরদিন পরামর্শ কোরে অম্বিকারে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে কৃষ্ণকিশোর আর শ্যামসুন্দর বাবুকে মানকরে পাঠানো হোলো।

তাঁরা প্রস্থান কোল্লে, আমি কৌতূহলে, সাগ্রহে যুবরাজকে বোল্লেম, "রাজকুমার! রাজা মাণিকচাঁদের অন্তিম-স্বীকারপত্র দেখ্‌বার জন্যে আমার চির-চিন্তাকুল অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হোচ্চে।"

"এত উতলা হও কেন? পুনঃ পুনঃ বোল্‌ছি, ক্রমে সকলি জান্‌বে। যে বিষয় জান্‌বার জন্যে তুমি এতদূর ব্যাকুল, সেটী যে এখন জান্‌তে পেলে না, সে দোষ অন্যের নয়, তোমারি সে দোষ। স্বীকারপত্র এখন আমি পাবো কোথা? শ্যাম বাবুর কাছে ছিল, তিনি সঙ্গে কোরে নিয়ে গেছেন। উপযুক্ত সময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, অবশ্যই দেখ্‌তে পেতে। অত্যন্ত উতলা হোয়েছিলে বোলেই এই দণ্ড পেলে; সময়ে! দেখ্‌তে পেলে না; শ্যাম বাবুর আসা পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ কোরে অপেক্ষা কোত্তে হোলো।" এই পর্য্যন্ত বোলে, মৃদু মৃদু হেসে আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে কুমার বাহাদুর আবার বোল্লেন, "ব্যস্ত হোচ্চো কেন? রাজা মাণিকচাঁদ নাই, রক্তদন্ত নাই, দিগম্বরেরও ভয় নাই, দলীল আমাদেরি হাতে, তবে এত ব্যস্ত হোচ্চো কেন? তোমার ইষ্ট-সিদ্ধি হোয়েছে, যন্ত্রণারও শেষ হোয়েছে, গ্রহ সুপ্রসন্ন, বিধাতা সদয়; অতি অল্প সময় মধ্যে সকলি তুমি জান্‌তে পার্‌বে।"

শীতকাল অতীত,—বসন্তের অঙ্কুর,—মাঘমাস আগত। কৃষ্ণকিশোর বাবু, আর শ্যামসুন্দর বাবু, অম্বিকারে উদ্ধার কোরে মানকর থেকে পাটনায় ফিরে এলেন। আনন্দের সীমা নাই, সকলের মুখেই অতুল আনন্দ চিহ্ন! বহুদিন পরে অম্বিকারে দেখে, অনর্গল আমার আনন্দাশ্রু বিগলিত হোতে লাগ্‌লো। স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে, প্রায় একঘণ্টা সাদর সম্ভাষণের পর, কুমার বাহাদুরের প্রতি আমি সৌৎসুক নয়নে কটাক্ষপাত কোল্লেম। মনের অভিলাষ সঙ্কেতেই বুঝ্‌তে পেরে তিনি আমারে সুমিষ্টবাক্যে বোল্লেন, "আর কেন ব্যস্ত হও? শুভ অবসর উপস্থিত, উতলা হোয়ো না, চলো,—কালবিলম্ব না কোরে একত্রে সকলেই বরদারাজধানীতে যাত্রা করি।"

দ্বিরুক্তির অবসর অল্প,—আনন্দে বদন প্রফুল্ল,—শুভক্ষণে সকলে মিলে কুমার বাহাদুরের অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হোয়ে, বরদানগরে যাত্রা কোল্লেম।

যদিও পথে অধিক বিলম্ব হোলো না, তথাপি বসন্তের প্রায় অবসানে, চৈত্রমাসের শেষে, আমরা গুর্জ্জররাজ্যের সীমায় উপস্থিত হোলেম।—একদিন পরে বরদায় উপনীত।—যখন রাজবাড়ীতে পৌছিলেম, তখন সন্ধ্যা। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর মহারাজ গুইকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। তিনি সস্নেহবাক্যে আমারে যথোচিত সাদর সম্ভাষণ কোল্লেন।—বরদা থেকে বিদায় হবার পরে যেখানে যা যা ঘোটেছিল, রাজপ্রশ্নে সংক্ষেপে তার স্থূল স্থূল পরিচয় দিলেম।—মহারাজ সেই সমস্ত অতীত বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরে বিষাদে বিষাদ, হর্ষে হর্ষ সূচন কোল্লেন।

মহারাজের নিকট বিদায় হোয়ে কুমার বাহাদুরের বৈঠকখানায় এলেম। খানিকক্ষণ সেখানে থেকে, রাত্রি প্রায় দশটার সময়, শ্যাম বাবু, কৃষ্ণ বাবু, আর অম্বিকাকে সঙ্গে নিয়ে মহানন্দ সামন্তের বাড়ীতে যাওয়া হোলো। সামন্ত আমারে বহুদিনের পর দেখে পুলকিত হোলেন,—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা প্রকার গল্প চোল্‌লো,—অম্বিকারে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন,—আমরা বাইরে থাক্‌লেম।

অবসর পেয়ে শ্যামসুন্দর বাবুকে বোল্লেম, "রাজপুত্র বোলেছেন, রাজা মাণিকচাঁদের স্বীকারপত্র আপনার কাছে। আমার মন বড় বিচলিত, অনুগ্রহ কোরে সেইখানি একবার পাঠ করুন, অন্তরের চিরন্তন-উদ্বেগ দূর হোয়ে যাক্।"

"সে কি?—আমার কাছে?—রাজপুত্র তোমাকে স্তোক দিয়েছেন!—তাঁরি কাছে সব!—এতদিন তোমাকে বলেন নি কেন, তার একটী বিশেষ কারণ আছে। অধিক উৎকণ্ঠার উপর সহসা অধিক আনন্দ হোলে, কোনোরূপ অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা; এই ভেবে এতদিন তোমাকে গুপ্ততত্ত্ব শুন্‌তে দিচ্চেন না,—স্তোক দিয়ে রেখেছেন। এখন সে সন্দেহ আর নাই, এখন তোমার হৃদয় সে আনন্দবেগ ধারণ কোত্তে সমর্থ হবে বোধ হোচ্চে; পূর্ব্বসন্দেহ আর নাই। কাল সমস্তই শুন্‌তে পাবে;—রাজকুমারও এই কথা আজ আমারে বোলেছেন,—কাল সমস্তই শুন্‌তে পাবে।"

শ্যাম বাবুর বাক্যে রাহুগ্রস্তের মত আমি হতাশ হোলেম।—উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় রজনী প্রভাত হোলো।—ঊষাদেবী পাখীদের মুখে আশা আর আশ্বাস ঘোষণা কোরে ধীরে ধীরে বিদায় হোলেন।—সাক্ষী থাক্‌বেন বোলেই যেন দিবাকর রক্তবাস গায়ে দিয়ে পূর্ব্বাচলের আড়াল থেকে অল্প অল্প উঁকী মাত্তে লাগ্‌লেন;—গবাক্ষদ্বারে প্রভাত সমীরণ মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হোয়ে, নব প্রস্ফুটিত কমলকলিকার সুবাস, আর সুগন্ধি কুসুমের পরিমল বহন কোচ্চে।—রজনী প্রভাত।

প্রাতঃকালে সামন্তকে বোল্লেম, "রাজকুমার ভূপতি রাও আমার জন্মবৃত্তান্ত, বংশবৃত্তান্ত, আর অম্বিকার পরিচয় সমস্তই জেনে এসেছেন; সেই সব বৃত্তান্ত আজ আমার কাছে ব্যক্ত করবার কথা আছে, আমি রাজবাড়ীতে চোল্লেম; যথা সময়ে ফিরে এসে আপনাদের সকলকেই সে আনন্দবার্ত্তা জ্ঞাত কোর্‌বো।"

শ্যামসুন্দর বাবুকে সঙ্গে কোরে আমি রাজবাড়ীতে গেলেম, কৃষ্ণকিশোর বাবু আর অম্বিকা, উভয়ে সামন্তের বাড়ীতে রইলেন।

হৃষ্টমনে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হোয়ে, কুমার বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। অন্য অন্য কথোপকথনের পর রাজপুত্র স্বয়ং রাজা

মাণিকচাঁদের অন্তিম-স্বীকার পত্র পাঠ কোল্লেন ;—শুনে আমার সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চ হোলো ! স্বীকারপত্রে যা যা লেখা ছিল, তার সঙ্গে আমার অতীত অদৃষ্ট ঘটনা একে একে মিলিয়ে, শ্রেণীবদ্ধ কোরে গল্পচ্ছলে ব্যক্ত কোচ্চি ;—পৃথক পৃথক বোল্লে, শ্রুতিকটু হবার আশঙ্কায় উভয় ঘটনা একত্রে শ্রেণীবদ্ধ কোরে স্থূল স্থূল গল্পই আজ আমার অবলম্বন।

ত্র্যধিক শততম কাণ্ড

বংশ-পরিচয় ;—আমার গুপ্তকথা !

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকৃতে পারে, দুর্জ্জন দিগম্বর বরদারাজ্যে চালান হবার পর, কুমার ভূপতি বাহাদুরের পত্র পেয়ে যখন আমি দ্বিতীয়বার বরদায় যাত্রা করি, রাজ-পুত্রের সঙ্গে কারাগারে গিয়ে দিগম্বরের মুখে সেই সময় আমার জন্মবৃত্তান্ত যা কিছু শুনি, তখন পাঠক মহাশয়কে সে সব কথা বলি নি, সময়ে বোল্‌বো বোলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেম, আজ শুভ অবসরে সেইটী পালন কোরে প্রতিজ্ঞা-ঋণ থেকে মুক্ত হই।

মানকরের সুপ্রসিদ্ধ ধনীশ্রেষ্ঠ প্রেমচাঁদ ঘোষের তিন পুত্র।—জ্যেষ্ঠ দয়ালচাঁদ, মধ্যম মাণিকচাঁদ, কনিষ্ঠ উদয়চাঁদ।—মাণিক বাবু যৌবনাবস্থায় অতিশয় অমিতব্যয়ী ছিলেন, মনও সর্ব্বদা অপথগামী ছিল।—এমন কি, শতসহস্র লোককে বঞ্চনা কোরেও যদি আপ-নার যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থলাভের উপায় হোতো, তাতেও তিনি কোনোক্রমে বিমুখ হোতেন না। কিন্তু তাঁর অপর দুই সহোদরের স্বভাব সেই স্বভাবের অবিকল বিপরীত।

পিতা-বর্ত্তমানে যথাসময়ে তাঁদের তিন সহোদরের বিবাহ হয়। তৎকালে এদেশে কৌলীন্য-প্রথার বিশেষ আদর ছিল, সকলেই কুলীনের বিশেষ মান গৌরব কোত্তেন। প্রেম-চাঁদ ঘোষ বহু অনুসন্ধান কোরে মর্য্যাদাপন্ন প্রধান কুলীন, রামকুমার বসুর দুটী কন্যার সহিত আপনার জ্যেষ্ঠ মধ্যম দুটী পুত্রেরই বিবাহ দেন। কনিষ্ঠ উদয়চাঁদের পরিণয়কার্য্য স্থানান্তরে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের কিছুদিন পরে উদয়চাঁদের সহধর্ম্মিণী অন্তঃসত্ত্বা হন। বৃদ্ধের আনন্দের আর সীমা নাই,—প্রথম পৌত্র হবে, বৃদ্ধবয়সে পৌত্রের মুখ দেখ্‌বেন, আনন্দের আর সীমা নাই। মনে মনে কোত্তেন, লোকের সাক্ষাতেও স্পষ্টবাক্যে বোল্‌তেন, "এ গর্ভে যদি পুত্রসন্তান হয়,—ভগবান যদি এমন শুভদিন দেন, তা হোলে নবকুমারের অন্নপ্রাশনে আমি শতসহস্র রৌপ্য-মুদ্রা যৌতুক স্বরূপ প্রদান কোর্‌বো।" পিতার এই ইচ্ছা শুনে মাণিক বাবু মনে মনে অতিশয় বিমর্ষ হোলেন। স্পষ্ট কোরে কাকেও কিছু বোল্‌তেন না বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হোতেন।—লক্ষটাকা! হাজার দু-হাজার নয়,—বিশ পঞ্চাশ নয়, পূর্ণমাত্রায় লক্ষটাকা!—এতটাকা যদি একেবারে এক-

দিনে এক সরিকের অংশে পড়ে; আরো, যদি সেই পৌত্রকে ভালবেসে কর্ত্তা মহাশয় মৃত্যুকালে তাকেই বিষয়ের সমানাংশ দান কোরে যান, তবেই ত বিষম বিভ্রাট! এই সকল তোলাপাড়া কোরে সর্ব্বদাই তিনি মন্‌মরা হোয়ে থাক্‌তেন। কিন্তু বিধাতার খেলা, মাণিক বাবুর হর্ষ বর্দ্ধন, আর বৃদ্ধের মনো-আশা নিরাশ কোরে নব-প্রসূতি একটী কন্যাসন্তান প্রসব কোল্লেন।—কন্যার নাম প্রভাবতী।

কালের গতিতে বৃদ্ধ প্রেমচাঁদ ঘোষ সংসারলীলা সম্বরণ কোরে লোকান্তর গমন কোল্লেন। অশৌচান্তে উদয়চাঁদের স্ত্রী, এক-জন কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে যান। সেই বাড়ী মানকর থেকে প্রায় একক্রোশ দূর। মেয়েটী কেমন হোয়েছে, দেখ্‌বার জন্যে সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অভিলাষিণী হওয়াতে একজন চাকর আর একজন দাসী, বৈকালবেলা প্রভা-বতীকে নিতে আসে। পথে সন্ধ্যা হয়।—জন চার্‌ পাঁচ লোক হুড়োমুড়ী কোত্তে কোত্তে সেই পথে এসে উপস্থিত।—উপস্থিত হোয়েই চাকরাণীর কোল থেকে প্রভাবতীকে ছিনিয়ে নিবার জন্যে সজোরে টানাটানি কোত্তে লাগ্‌লো। "চোর—চোর!—গয়না নিলে,—মেরে ফেল্‌লে!" বোলে চাকর চাকরাণী দুজ-নেই উভরায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লো।—ধাক্কা মেরে তাদের ফেলে দিয়ে, মেয়েটীকে উধাউ কোরে নিয়ে পার্শ্ববর্ত্তী একটা মাঠের দিকে দস্যুরা দৌড়ে পালালো,—এককালে অদৃশ্য; কোথায় গেল, চিহ্নও পাওয়া গেল না! দাসী চাকর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ীতে ফিরে এলো।—মাণিক বাবু সংবাদ পেলেন, বিস্তর অনুসন্ধান করা হোলো, কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না!—না পাবারি কথা!—কারণ, যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক! যিনি সন্ধান কোচ্চেন, তিনিই ঐ অপহরণের মূল নায়ক। যথার্থ সন্ধান হোলে, অবশ্যই ঠিকানা হোতে পাত্তো। সে সন্ধান, সে ঠিকানার ফল কি হোতো? বর্দ্ধমানে রক্তদন্তের অভিনব ইচ্ছাপুত্রী অম্বিকা নামে যে মেয়েটী আছে, প্রভাবতী বোলে সেইটীকে মানকরে এনে, দুহিতা-বিয়োগী জনকজননীর শূন্যক্রোড় পূর্ণ করা হোতো!—চিরদুঃখভাগিনী,—পাঠক মহাশয়! আপনার পূর্ব্ব-পরিচিতা আশুসন্তাপ-দায়িনী অম্বিকাই সেই প্রভাবতী।

এই ঘটনার প্রায় দুইবৎসর পরে প্রেম-চাঁদ ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ গর্ভবতী হন। সেই গর্ভে একটী পুত্রসন্তান জন্মে। পুত্রের নাম প্রবোধচন্দ্র।

পর বৎসর মহা মহা বারুণীর যোগে গঙ্গা-স্নানের এক মেলা হয়। মাণিক বাবুর বাড়ীর পরিবারেরা সেইদিন ত্রিবেণীতীর্থে গঙ্গাস্নান কোত্তে আসেন। জ্যেষ্ঠ বধূর নবপ্রসূত পুত্র-টীকেও তাঁরা সঙ্গে কোরে নিয়ে যান। মাণিক বাবু স্বয়ং তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সঙ্গে থাকেন। রক্ষণাবেক্ষণ কোত্তে গেলেন বটে, কিন্তু তাতে যে অবশেষে কি দশা ঘোট্‌বে, স্বপ্নেও কেউ তা জান্‌তো না! যোগের মেলা, অসম্ভব ভিড়। সেই গোল-যোগে জনকতক বাজীকর গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাটে মল্লক্রীড়া আরম্ভ করে। একজন দাসী সেই সময় প্রবোধচন্দ্রকে স্নান করাবার জন্যে গঙ্গাজলে গাত্র মার্জ্জনা কোচ্ছিল, সকল চক্ষুই মল্লক্রীড়ার দিকে অচঞ্চল। এমন সময় একদল যাত্রী জনতা কোরে ঘাটে নাম্‌লো। এই অবসরে "আহা-হা! জলে ডুবে গেল!

—ধর্ ধর্! ঐ গেল,—ঐ গেল!" বোলে রাজা মাণিকচাঁদ চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর দুই একজন অনুচর জলে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌লো; কিন্তু কিছুই কিনারা কোত্তে পাল্লে না।—রাষ্ট্র হোলো, প্রবোধচন্দ্র জলে ডুবে গেল!—পরিবারেরা শোকে অধীরা হোলেন, রাজা মাণিকচাঁদ দুই একজন ডুবুরী নামিয়ে দিলেন, কেউ কিছু সন্ধান কোত্তে পাল্লে না!—স্থির হোলো, প্রবোধচন্দ্র নাই! যে দাসী স্নান করাতে নামিয়েছিল, সে দুই একবার বোল্লে, "কে যেন ছেলেটীকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে!" মাণিক বাবু মৌখিক শোক-সন্তপ্তবাক্যে তারে ধমক্ দিয়ে বোল্লেন, "এ কি কথা? আমি দেখ্‌লেম ডুবে গেল, তুই বোলিস্ ছিনিয়ে নিলে?" দাসীটা ভয় পেয়ে কাজে কাজেই নিস্তব্ধ হোলো,—সকলেই স্তম্ভিত! ছিনিয়েই নিক্, কি জলেই ডুবুক্, যা-ই হোক্, স্থির হোলো, প্রবোধচন্দ্র নাই! ফল কথা, ডুবুরীরা যদি মুক্তবেণীর ত্রিধারায় অন্বেষণ না কোরে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত পাপিষ্ঠ রক্তদন্তের গুপ্তবাসে, অথবা তিন চার্‌মাস পরে সুবর্ণগ্রামের মাধবাচার্য্যের গৃহে অন্বেষণ কোত্তো, তা হোলে নিশ্চয় জান্‌তে পাত্তো, হরিদাস নামে আচার্য্যের যে একটী নবীন শিষ্য আছে, সেই শিষ্যই ঐ প্রকারে কথিত জলমগ্ন, বহু দুঃখভোগী, এই আখ্যায়িকার হতভাগ্য কথক, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ!

শিশুমতি প্রভাবতী অভিনব অম্বিকা নামে বর্দ্ধমানে দুরাত্মা রক্তদন্তের গৃহে;—বালক প্রবোধচন্দ্র, কথিত হরিদাস নামে সুবর্ণগ্রামে মাধবাচার্য্যের চতুষ্পাঠীর শিষ্য! এ ঘটনা, এ সংযোগ কেন?—মাণিক বাবুর চক্র,—তাঁরি কুচক্র ষড়যন্ত্রের এই প্রথম সূত্রপাত। অলঙ্কার-লোভে তস্করেরা বালিকা প্রভাবতীকে হরণ করে নি, মাণিকচাঁদের বিত্তভোগী দুর্ব্বৃত্তলোকে গোলযোগ কোরে কন্যাটীকে রক্তদন্তের হস্তে সমর্পণ করে! প্রবোধচন্দ্রকেও অপর কেউ চুরি করে নি, অবোধ বালক ত্রিবেণীর গঙ্গাগর্ভেও নিমগ্ন হয় নি, মাণিক বাবুর স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই মাতা পিতার ক্রোড়-শূন্য কোরে শৈশবাবস্থায় তাঁরি কৌশলচক্রে স্থানান্তরিত হোলো!

এ ঘটনা, এ চক্র, এ সংযোগের কারণ কি?—কারণ মাণিক বাবু!—পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর, মাণিক বাবু স্বভাবসিদ্ধ অমিতাচার দোষে স্বকীয় অংশের সমস্ত সম্পত্তিই অপব্যয়ে নষ্ট করেন। নিত্য নিত্যই অর্থের অনাটন। সে অনাটন, সে অপব্যয় অভাবের পূরণ করে, এমন অর্থ কোথায়? সুতরাং পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারীদের ধনে লোভ পড়ে। সেই সূত্র থেকেই নানা প্রকার দুরভিসন্ধি, নানাবিধ কুটিল কুচক্রের সৃষ্টি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দয়ালচাঁদ নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিষয়বুদ্ধি অতিশয় প্রখরা ছিল। কোনো কৌশলে সে চতুরতা ভেদ কোত্তে মাণিক বাবুর সামর্থ ছিল না।

মাণিক বাবু জান্‌তেন, দয়াল বাবুর বিষয়-নিপুণ স্থির-বুদ্ধির নিকট তাঁর কোনো প্রকার দুরভিসন্ধি বা ছলনাচক্র খাট্‌বে না। যদি সিদ্ধ কোত্তে চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা বিফল হবে, হিতে বিপরীত হোয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেরূপ চেষ্টা করাও তাঁর আবশ্যক হয় নি।—দয়ালচাঁদের এক শক্ত পীড়া ছিল; মাণিক বাবু জেনেছিলেন, সে ব্যাধিতে তিনি আর

অধিকদিন জীবিত থাক্‌বেন না। কিন্তু এক অন্তরায়।—উত্তরাধিকারী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কোরেছে। অজ্ঞাতে সেই পুত্রকে স্থানান্তর কোত্তে না পাল্লে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাকে স্থানান্তর কোল্লে, দুদিকেই ইষ্টসিদ্ধি হয়। হয় ত পুত্রশোকে দয়ালচাঁদের স্থায়ী-ব্যাধি আরো প্রবল হোয়ে, আশু-মৃত্যু অদূর-বর্ত্তী হবে; বিষয়ও অবিবাদে অধিকারে আস্‌বে।

এই কুআশ্বাসে, কুচিন্তায়, প্রবোধচন্দ্রকে রক্তদন্তের দ্বারা লুকিয়ে ফেলেন।—কনিষ্ঠ উদয়চাঁদ নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন, কার্‌কোপ্ বড় একটা বুঝ্‌তে পাত্তেন না; বিষয়-বুদ্ধিও অল্প ছিল, তাঁরে ফাঁকি দেওয়া অতি সহজ। তবে প্রভাবতীর জন্ম হওয়াতে একটী ভাব্‌না হোয়েছিল, কন্যা উত্তরাধিকারিণী!—উদয়চাঁদ তাকে যদি সম্পত্তির অংশ দানপত্রে লিখে দেন, তা হোলেও বিষয় হস্তান্তর হোয়ে যায়, ভাবীকালে দৌহিত্রও উত্তরাধিকারী হোতে পারে। এই সন্দেহে, এই শঙ্কায়, কন্যাটীকে বালিকা অবস্থায় সোরিয়ে দেন। প্রাণে মাল্লে একেবারেই সকল উৎপাত চুকে যেতো বটে, কিন্তু ততদূর উচ্চ সাহস আদৌ ছিল না। কি জানি, যদি কখনো সে ভয়ানক গুপ্তহত্যা প্রকাশ পায়, তা হোলে প্রাণের জন্যে প্রাণ যাবে;—গোপন করা অপরাধে অভিযোগ উপস্থিত হোলে, সামান্য কারাবাস-মাত্র দণ্ড,—ঊর্দ্ধ সীমা দ্বীপান্তর। কিন্তু প্রাণ নাশ কোল্লে, প্রাণের জন্যে প্রাণ যাবে। গোপন করা অপরাধ বিচারালয় পর্য্যন্ত না উঠ্‌লেও না উঠ্‌তে পারে! কারণ, অপ্রাপ্ত পুত্রকন্যা প্রাপ্ত হোলে, সহোদরেরা অনুগ্রহ কোরে ক্ষমা কোল্লেও কোত্তে পারেন;—প্রাণে মাল্লে, কোনো আশা, কোনো ভরসা, মোটেই থাক্‌বে না; জনক-জননীর মনে পুত্রশোকে দারুণ আক্রোশ থাক্‌বে, যদিচ না থাকে, বিচারপথে তাঁদের কোনো হাত থাক্‌বে না; রাজা ফরিয়াদী হোয়ে খুনী আসামীর বিচার কোরবেন। সে বিচারে, গুপ্ত তত্ত্বের নিগূঢ় অনুসন্ধানে, প্রাণের জন্যে প্রাণ যাবেই যাবে। এই ভেবে, এই আশ-ঙ্কায়, দুগ্ধপোষ্য বালক-বালিকাকে শৈশব অবস্থায়, দুষ্টলোকের হাতে দিয়ে লুকিয়ে ফেলেন, প্রাণে মাত্তে সাহস করেন নি। কুচক্রী মাণিকবাবু প্রভাবতী আর প্রবোধ-চন্দ্রকে হরণ কোরিয়ে প্রথমে রক্তদন্তের বাড়ী-তেই রাখেন, পরে তাঁর মনে এই ভাব্‌নার উদয় হোলো যে, যদি কখনো অনুসন্ধান হয়, কোনো সূত্রে কেউ যদি এর কোনো সন্ধান পায়, তা হোলে তাঁর বিষয়লোভ, বুদ্ধিকৌশল, আশা ভরসা সমস্তই এককালে নির্ম্মূল হবে। আরো এক গুরুতর শঙ্কা!—দুজনকে এক বাড়ীতে একত্রে দেখ্‌তে পেলে, অতর্কে সমস্ত অপরাধই তাঁর শিরে পোড়্‌তে পারে,—পৃথক পৃথক রাখ্‌লে সে শঙ্কা বড় একটী বলবৎ থাকে না। কারণ, বালক-বালিকা উভয়ের মধ্যে একজনের উদ্দেশ পেলে, মাণিকবাবুই যে উভয় অনুদ্দেশের নায়ক, ধর্ম্মাধিকরণে সেটী সপ্রমাণ হওয়া অতি দুষ্কর হোয়ে উঠ্‌বে; সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-আশারও অর্দ্ধেক ফললাভ! একত্রে রাখ্‌লে সকল দিকেই বিপদ, সকল দিকেই নিরাশ! সুতরাং উভয়কে পৃথক্ করাই সুপরামর্শ! মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প কোরে রক্তদন্তের দ্বারা প্রবোধচন্দ্রকে স্থানা-ন্তর কোল্লেন। সুবর্ণগ্রামের মাধবাচার্য্যের গৃহে, রক্তদন্তের ভাগিনেয় পরিচয়ে হরিদাস

নামে পরিচিত হোয়ে বালক প্রবোধচন্দ্র দিন দিন বর্দ্ধিত হোতে লাগ্‌লো। রক্তদন্তের বাড়ী বর্দ্ধমানের সন্নিকট; সে সত্য পরিচয় যে, বৃদ্ধ আচার্য্য প্রাপ্ত হন নি, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। মাসে মাসে ডাকের চিঠিতে দশটী কোরে টাকা আস্‌তো, কে দিতো, কে পাঠাতো, সে কথাও বলা বাহুল্য। কেন দিতো?—শিশুর ভরণপোষণের জন্যে প্রতি-মাসে দশটী কোরে টাকা কেন দিতো?—কারণ, আচার্য্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভিক্ষামাত্র উপজীবিকা, শিশুর ভরণপোষণের টাকা যদি না পান, নিজেরও সঙ্গতি নাই, কিরূপেই বা প্রতিপালন করেন, সুতরাং পরিবার-ত্যক্ত নাবালক বোলে কোম্পানির কাছারীতে সংবাদ দিতে পারেন। তা হোলেই সমস্ত প্রকাশ হবার সম্ভাবনা; অনুসন্ধানকারীরা সন্ধান পাবে, এই কুচক্রকারীরও মঙ্গল হবে না; এই ভেবে চক্রকর্ত্তা মাণিক বাবু, গুপ্ত শিশুর ভরণপোষণের জন্যে প্রতি মাসে দশটী কোরে টাকা অপব্যয় কোত্তেন!

আশা-বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অপোগণ্ড বালক-বালিকাকে এইরূপে স্থানান্তরিত কোরে, ঘটনার মূল-নায়ক মাণিকচাঁদ, সাগ্রহে, সাধ্যবসায়ে—ষড়্‌জাল-কৌশল-কুঠারে সেই আশা-বৃক্ষের মূলচ্ছেদ কোত্তে বিশেষ উদ্যোগী হোলেন। প্রথম উদ্যমের শিকার প্রভাবতীর পিতা নিরীহ উদয়চাঁদ।—জমীদারীর একজন মণ্ডল প্রজা, তাঁর নামে একটা 'জালিয়াতি মকদ্দমা সাজায়। আদালতে অকস্মাৎ সেই মকদ্দমা দায়ের হয়। ভীরু উদয়চাঁদ জ্যেষ্ঠ মধ্যম উভয় সহোদরকে এই ভয়ঙ্কর বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। কনিষ্ঠ সহোদরের প্রতি দয়াল বাবুর প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। আকস্মিক বিপদ শুনে তিনি অতিশয় কাতর হোলেন; কিন্তু শরীর নিতান্ত অসুস্থ, বিষয় কর্ম্মেও পূর্ব্বকৃত হস্তক্ষেপ কোত্তেন না; তথাপি সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়ে বোল্লেন, "চিন্তা কি?—তুমি নির্দ্দোষ, বেশ বোধ হোচ্চে, তোমারে বিপদে ফেল্‌বার জন্যে দুষ্টলোকে ষড়যন্ত্র কোরেছে।—যা যা আমি জানি, সমস্তই বিচারালয়ে ব্যক্ত কোর্‌বো,—তোমার পক্ষে অবশ্যই আমি সাক্ষী হবো;—চিন্তা কি?" এই কথা বোলে যে কেবল অঙ্গীকার কোল্লেন, এমন নয়, তদবস্থায় যত দূর সাধ্য, কনিষ্ঠের অব্যাহতির নিমিত্ত নানা মতে যোগাড় কোত্তে লাগ্‌লেন;—ভাবী বিপদে সন্দিহান হোয়ে মাণিক বাবুও সেই সঙ্গে যোগ দিতে লোকদেখানো প্রস্তুত হোলেন।

অকৃত অপরাধে বিপদগ্রস্ত উদয়চাঁদ উভয় ভ্রাতাকে সাফাই সাক্ষী মান্য কোরেছিলেন। সস্নেহে ইচ্ছাপূর্ব্বক দয়ালচাঁদ, আর অগত্যা বিপদ আশঙ্কায় কুটিল কুচক্রী মাণিকচাঁদ তাঁর অনুকূলে জোবানবন্দী দিতে সম্মত হন। আসামীর প্রার্থনায় কিছুদিনের জন্যে মকদ্দমা মুলতুবী থাক্‌লো। দৈবের ঘটনা,—দুষ্টের দুরভিসন্ধি এককালে সাধুর সৎচেষ্টাকে পরাভব করে! সেইটী সফল কর্‌বার এক দৈব হেতু উপস্থিত;—দৈব দুর্ঘটনা!—বাবু দয়ালচাঁদের সঞ্চিতব্যাধি প্রবল হোলো,—একদিকে পুত্র-বিয়োগ, অন্যদিকে স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ সহোদরের অনিষ্ট আশঙ্কা চিন্তা, এই দুটী একত্র হোয়ে, পূর্ব্বসঞ্চিত-ব্যাধি প্রবল হোলো। কালের স্বধর্ম্মে নিষ্ঠুর কাল অকালে তাঁরে গ্রাস কোল্লে! তাঁর পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী স্বামী-পুত্র-বিয়োগে সংসার-মায়ায় বিরাগিণী হোয়ে, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ কোরে বিবাগিনী

হোলেন! সকলেই শোকাকুল, কেবল মাণিক বাবুই মনে মনে প্রফুল্ল তাঁর অৰ্দ্ধেক আশা সফলতা প্রাপ্ত!

অশৌচান্তে শ্রাদ্ধশান্তির পর, যখন যৎকিঞ্চিৎ শোক দুঃখের উপশম হোলো, উদয়চাঁদ বাবু তখন মহাদায়সঙ্কুল মকদ্দমার যোগাড়ের জন্যে একমাত্র অবশিষ্ট জীবিত ভ্রাতা মাণিক বাবুর কাছে মন্ত্রণা কোত্তে গেলেন। সে মন্ত্রণার এই ফল হোলো, বিপদের উপর মহা বিপদজালে জড়ীভূত হোয়ে পোড়্লেন! বিপদের আর দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই! মাণিক বাবুর মন্ত্রণাক্রমে অকপট উদারচিত্ত উদয়চাঁদ আদালতে সরাসর জবাব দেন। মাণিক বাবু যদি সরলভাবে জোবানবন্দী দিয়ে, সেই জবাবের পোষকতা কোত্তেন, তা হোলে সেইদিনই মকদ্দমায় জয়লাভ হোতো। কিন্তু তা না কোরে তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন! তাঁর জোবানবন্দীতে সকলি বিপরীত হোয়ে দাঁড়ালো! যদিও জালিয়াতি মকদ্দমা এতদিন সহজসূত্রে দেওয়ানী আদালতে ছিল, মাণিকচাঁদের জোবানবন্দীতে পরিপক্ব হোয়ে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হবার উপক্রম হোলো! সেদিন চূড়ান্ত আজ্ঞা হোলো না বটে, কিন্তু পরদিন রবিবার,—সোমবার নিশ্চয়ই ফৌজদারীতে চালান হবার সূত্রপাত হোয়ে থাক্লো।

আদ্যোপান্ত আলোচনা কোরে, পাঠক মহাশয় বুঝ্তেই পাচ্চেন, এই সকল দুর্ঘটনার মূল, মাণিক বাবুর ষড়চক্র! তাঁরি যোগাযোগে নিরীহ উদয়চাঁদের নামে এই ভয়ানক জাল মকদ্দমা দায়ের! জ্যেষ্ঠ সহোদরের রুগ্ন অবস্থা দেখে, মাণিকবাবু মনে মনে ভেবেছিলেন, কনিষ্ঠের প্রতি আন্তরিক স্নেহ থাক্লেও তিনি এ মকদ্দমায় হস্তক্ষেপ কোর্বেন না। বিশেষতঃ আপনার ঔরস পুত্রটী হারা হোয়ে অবধি অত্যন্ত ভগ্নমনা আছেন, কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না, এ সময় পরের ঝঞ্ঝটে,—যদিও ভাই, তথাপি পরের ঝঞ্ঝটে আদালতের ফ্যাসাতে কখনোই তিনি কষ্ট স্বীকার কোত্তে রাজী হবেন না। কিন্তু যখন দেখ্লেন, সে কল্পনা, সে আশা বৃথা হোলো;—দয়ালচাঁদ বাবু কনিষ্ঠের সহায়তা কোত্তে প্রাণপণে যত্ন কোত্তে লাগ্লেন; তখন জান্লেন, তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির নিকট অন্য চতুরতা মোটেই খাট্‌বে না,—সমস্ত বিষয়ই প্রকাশ হোয়ে পোড়্বে, আপনিও আপনার চক্রে বাঁধা পোড়্বেন। এই ভেবে, এই শঙ্কায়, মৌখিক প্রবোধবাক্যে উদয়চাঁদকে সান্ত্বনা করেন; সাধ্যমতে তাঁর মকদ্দমায় সাহায্য কোত্তেও সম্মত হন। মনের অভিসন্ধি এই যে, মকদ্দমা পেস্ হবার দিন আপনার "পেটাও মণ্ডল" ফরিয়াদীকে হাজির হোতে দিবেন না,—সোরিয়ে দিবেন। সে সামান্য লোক, গা-ঢাকা হোলে কে তার কোথায় দেখা পাবে? তৎকালোচিত আত্মরক্ষার এ-ইমাত্র নিরাপদ উপায়। এর পর সুবিধামত সময় অনুসারে, অবসর বুঝে, আপনার স্বার্থসিদ্ধি আর ইষ্টসিদ্ধির জন্যে অভিনব উপায় উদ্ভাবন কোর্বেন। কিন্তু অভিনব উপায় আর উদ্ভাবন কোত্তে হোলো না, কল্পনামতই দুরভিসন্ধি সুসিদ্ধ হোলো!

ক্ষোভে, রোষে, নিশ্বাসে, ভয়ার্ত্ত ভগ্নচিত্ত উদয়চাঁদ, সন্ধ্যাকালে আদালত থেকে বাড়ী ফিরে এলেন। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে মাণিক বাবুর আচরণ দেখে তখন জান্লেন, এ সকল তাঁরি কুচক্র। বাড়ীর সকলেই বিমর্ষ, কে কারে সান্ত্বনা করে? কিছুক্ষণ পরে উকীলের

অংশ পরিত্যাগ কোরে যাবো,—আপনার সম্মুখে ব্যক্ত কোর্‌বো না।—কিন্তু যে ব্রতে আমি ব্রতী, তাতে সর্ব্বসাধারণকে আমার জীবনীর সকল কথা জানিয়ে যেতে চাই।—আর সেই ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক প্রকৃত তত্ত্বেই পূর্ণ হয়, এই আমার অভিলাষ। কিন্তু হায়! শরীর কম্পমান হোচ্চে, সমস্ত শোণিত সমস্ত শিরায় প্রবলবেগে সঞ্চালিত হোচ্চে,—নেত্র-ক্রোড় অশ্রুগতি ধারণ কোত্তে পাচ্চে না,—রসনা নীরস হোয়ে বাক্‌শক্তি হরণ কোচ্চে।—আমার আশ্রয়দাতা দয়াধাম মাতামহ রাম-কুমার বাবু অকস্মাৎ রজনীযোগে দস্যুহস্তে হত হোলেন! সে সময় কি প্রকার শোকাবহ অভিনয় হোয়েছিল, আমি যাবজ্জীবন সে কথা বিস্মৃত হবো না, পাঠক মহাশয়ও বিস্মৃত হন নাই। সেই গুপ্তহত্যার নায়ক কে?—তৎ-কালে কিছুই জানা যায় নি,—শান্তিরক্ষকেরাও কিছু কিনারা কোত্তে পারেন নি; এখন জান্‌-লেম, আমার দুরদৃষ্ট—দুরবস্থার প্রধান নায়ক মাণিক বাবুই সেই অজ্ঞাত হত্যার নিয়োগ-কর্ত্তা!—পাপিষ্ঠ দস্যু রক্তদন্ত, আর বর্দ্ধমানের মহারাজের গাড়ীর সম্মুখে যে গাঁটকাটাকে আমি দেখেছিলেম, সেই কদাকার দুর্জ্জন গাঁট-কাটা, এই উভয়েই সেই গুপ্তহত্যার নায়ক!

অকৃত অপরাধে নিরপরাধ শ্বশুরের অপ-মৃত্যুসাধনে মাণিক বাবুর প্রবৃত্তি কেন হোলো?—মাণিক বাবু যেদিন শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করেন, সেইদিন আপনার অপব্যয় অভাবের আবশ্যক সাহায্যমত কিছু টাকা চান, অনবরত অপব্যয় করেন বোলে, রাম-কুমার বাবু তাঁরে বাৎসল্যভাবে তিরস্কার করেন,—আর যে রকম সমান অংশে উইল লেখা হোয়েছে, অকপটে সে কথাও বলেন। অপব্যয়ে অর্থ নষ্ট কোল্লে, আদি উইলের অংশে বাদ পোড়্‌বে, প্রকারান্তরে সে ভয়ও দেখান; অথচ যে সিন্দুকে উইল ছিল, সরল স্বভাবের গুণে সে সিন্দুকটীও দেখিয়ে দেন।

রামকুমার বাবুর শেষ সুজনতায় সুযোগ পেয়ে, মাণিক বাবুর মনে স্বভাবসিদ্ধ দুষ্ট অভিসন্ধি প্রবল হোলো। তিনি জান্‌তে পাল্লেন, মাঝে মাঝে টাকা নিলে, অবশেষে মূল অংশে বাদ পোড়্‌বে। এই আশঙ্কায় নূতন বিপ্লবের সৃজন, কুটিল বুদ্ধিতে সমুদিত হোলো। উইল করা হোয়েছে, সেটী জানা হোলো, সেই উইল যেখানে আছে, সেটীও জান্‌তে পাল্লেন, তবে সেই রকমের আর একখানা উইলের সৃষ্টি না হোতে পারে কেন? অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক সমান সমান আছে, চৌদ্দআনা, আর দুইআনাই বা না হয় কেন? অবশ্যই হোতে পারে। উইলকর্ত্তা বর্ত্তমান থাক্‌তে তাঁর কৃত আদি-উইলে যদি অপর লোক সাক্ষী থাকা সম্ভব হয়, তবে সৃজিত উইলে উকীল গোবিন্দ কর, আর মহাজন দিগম্বর ভট্টাচার্য্য সাক্ষী না হোতে পারে কেন? অবশ্যই পারে। তবে এই একটী প্রতিবন্ধক। উইলকর্ত্তা বর্ত্তমান থাক্‌লে, এইটী আমার, আর এইটী নয়, এই দুই কথা বোল্‌তে পারেন; কিন্তু যে জীবাত্মার যে রসনা ঐ বাক্য উচ্চারণ কোর্‌বে, কার্য্যক্ষেত্রে সেই জীবাত্মার সেই রসনাকে যদি নিশ্চেষ্ট, নিস্পন্দ, নিরুত্তর রাখ্‌তে পারা যায়, আর ঐ রকম নিশ্চেষ্ট রাখ্‌তে পার্‌বার যদি কোনো নিরুদ্বেগ সহজ উপায় হয়, তবে আর প্রতিবন্ধকতা কি?—চিন্তাই বা কি?—এই চক্রান্ত-কল্পনা মনে মনে সিদ্ধান্ত কোরে, স্বকীয় চক্রান্তের মুখ্যযন্ত্র রক্তদন্তের সঙ্গে সেই

ভয়ঙ্কর কল্পসিদ্ধির পরামর্শ করেন। সমস্ত অসৎ অভিনয়ের অগ্রনর্ত্তক, অসৎ নট, রক্তদন্ত প্রথম প্রস্তাবেই সহর্ষে সম্মত হোলো।—কুমন্ত্রণার ষড়যন্ত্র পরিপক্ক! অকালবিলম্বেই দ্বিতীয় উইল প্রস্তুত হোলো, যথাপাত্রেই সেই উইল সাব্যস্ত করা হোলো, সমস্ত ষড়চক্র পরিপক্ক!—নরহন্তা রক্তদন্ত, সমধর্ম্মা সহকারীকে সহচর কোরে, যোগ্য অবসরে তামসী নিশারে সহচরী—প্রতিহারী রেখে, শোকাবহ অভিনয়ের উপসংহার কোল্লে!—ক্রূর সুচতুর অধিনায়ক মাণিকচাঁদ, আপনারে অপরের সন্দেহমুক্ত, নিষ্কলঙ্ক কর্‌বার জন্যে সবান্ধব মানকরের সদর মহকুমার অদূরস্থ এক উদ্যানে তৌর্য্যত্রিক সভায় বিবিধ আমোদপ্রমোদে সেই চিরস্মরণীয় কালযামিনী অভিযাপিত করেন। ফল কথা, সেই শোকাবহ সাংঘাতিক ঘটনার ছন্দাংশে কোনো ব্যক্তিই তাঁরে কোনো প্রকারে অনুলিপ্ত সন্দেহ কোত্তে না পারে, এ-ই তাঁর ছল, এ-ই তাঁর উদ্দেশ্য, এ-ই তাঁর অভিপ্রায়।

এই ভয়ানক ঘটনার সংবাদ যখন মানকরে মাণিক বাবুর কাছে প্রেরিত হয়, তখনো তিনি সে রাত্রের ছলনাচক্রমূল নৃত্যসভায় উপস্থিত ছিলেন, কাজে কাজে বৈঁচি থেকে শ্যাম বাবু আস্‌বার অনেক বিলম্বে তিনি বর্দ্ধমানে দর্শন দেন; এটী তাঁর সুদক্ষ চতুরতার পরিপক্ক ফল। তখনো পর্য্যন্ত তাঁর কুচক্রবিষয়ে কারো মনে কোনো সংশয় উপস্থিত না হয়, সেইটীই তাঁর চতুরতামূলক মনোগত ভাব।—বর্দ্ধমানে উপস্থিত হোয়ে সেই শোকার্ত্ত রঙ্গভূমে দারোগা আর শ্যামসুন্দর বাবুর সঙ্গে ঘটনাসম্বন্ধে দুটী চারটী কথা কইলেন; বিষয়আশয়সম্বন্ধে নিজে কোনো কথাই পাড়্‌লেন না। পরে শ্যাম বাবুর অনুরোধে যে ঘরে উইল ছিল, সকলের সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। সিন্দুকের চাবী পাওয়া গেল না। যারা খুন কোরেছিল, তারাই যে আদি-উইলের স্থানে নূতন উইল রেখে, সিন্দুকের চাবী নিয়ে পলায়ন কোরেছে, এ কথা বল্‌বার অপেক্ষা নাই।

পাঠক মহাশয় মনে করুন, যে রাত্রে রামকুমার বাবু খুন হন, সেই ভয়ঙ্করী রজনীতে আমি যে চারখানি ষ্ট্যাম্পের দরখাস্ত নকল করি, খুনের পর যে দরখাস্ত দেখে মাণিক বাবু কেঁপে উঠেন, সে দরখাস্তের মর্ম্ম এই যে, জনদুই দুষ্টলোক প্রতিরাত্রে কাছারী ঘরের নিকট ওত্ কোরে ফিরচে; ডেপুটী বাবুকে সতর্ক হোয়ে তদন্ত কর্‌বার অনুরোধ প্রার্থনা। দরখাস্তে নাম ছিল না। যারা সেই বেনামী দরখাস্ত দেয়, তারা নিজের ভয়েই বোধ হয় নাম গুপ্ত রেখে ছিল। আমি যে সময়ের গল্প বোল্‌ছি, সে সময় এ প্রদেশের অনেক স্থানে দস্যু তস্করের বিষম দৌরাত্ম্য ছিল। দুষ্টেরা পাছে দরখাস্তকারীদেরই অনিষ্ট করে, এই আশঙ্কায় দরখাস্তে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর কোত্তে সাহস করে নি। সেই শঙ্কাতেই গয়বুল্লা দরখাস্ত দাখিল কোরেছিল। কিন্তু সে দরখাস্তে কোনো ফল হোলো না; তাদেরও ইষ্টসিদ্ধি হোলো না; দুরভিসন্ধি তদন্ত কর্‌বার অবসরকে বঞ্চনা কোরে ওত্‌কারী ঘাতুকেরা সেইরাত্রেই সদাশয় রামকুমার বাবুর অমূল্য জীবনধন অপহরণ করে! দরখাস্ত দেখে, মাণিক বাবু কেঁপেছিলেন কেন? তার গুহ্য হেতু এই, এই সন্দেহ, এই শঙ্কা, পাছে ষড়জালচক্র প্রকাশ হোয়ে পড়ে। পাপীর ভাগ্য আজ্‌কের কালে প্রতিকূল-পথে শীঘ্র আবর্ত্তন

করে না,—সেই অনাবর্ত্তনে মাণিক বাবু সে যাত্রা নিদারুণ খুনদায় থেকে ভাগ্যবলেই নিষ্কৃতি পান!—মূল কথা, অকু-প্রকাশ হোলো না। যা হোক্, সেই শোকাবহ, ভয়াবহ ঘটনা, এতদিন পরে গল্প কোত্তেও শরীর লোমাঞ্চ হোচ্চে। পাঠক মহাশয় ক্ষমা করুন, সে নিদারুণ ঘটনা বিশেষ কোরে বোল্‌তে আমার বাক্‌রোধ হোচ্চে,—সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হোচ্চে,—রসনা নীরস হোয়ে আস্‌চে,—ক্ষমা করুন, আর আমি বোল্‌তে পাচ্চি না।

বিপদ বিপদের অনুগামী হয়।—আশ্রয়-দাতা মাতামহ নিষ্ঠুর দস্যু-অস্ত্রে হত হোলেন, সেই সঙ্গে আমারেও আশ্রয় হারা হোতে হোলো! সুযোগ পেয়ে সাক্ষাৎ যমকিঙ্কর রক্তদন্ত, সেই সময় বর্দ্ধমানে দ্বিতীয়বার উপস্থিত হোয়ে আমারে পূর্ব্বমত ভাগ্নে বোলে দাবী কোল্লে!—রক্ষাকর্ত্তা কে? কেউ-ই নাই!—মাণিক বাবু যেন তাহাকে চিনেও চেনেন না, ঠিক সেইভাবে উপেক্ষা কোরে অসমঔদাস্য প্রদর্শন কোল্লেন! সে সময়, সে অবস্থায়, ফলাফল কি হোলো?—আমারে উচ্চরবে রোদন কোত্তে কোত্তে সেই নরপিশাচ রক্তদন্তের সঙ্গে বনবাসে যেতে হোলো।

হিংস্রক জন্তুসঙ্কুল নিবিড় বিজন বিপিনে একটী আশা-সতী!—আমার অপরিচিতা চিরদুঃখিনী ভগিনী প্রভাবতীই সেই আশা-সতী!—অম্বিকা নামে পরিচিতা হোয়ে সেই করাল ব্যাঘ্রনিবাসে অবস্থান কোচ্ছিল,—সাক্ষাৎ হোলো। শোণিত-সম্পর্ক স্বভাবকে উপদেশ করে;—শিখিয়ে দিতে হয় না, উত্তে-জনা কোত্তে হয় না, প্রকৃতি মধ্যবর্ত্তিনী হোয়ে সেই ভাবের উপদেশ দেন। স্নেহসঞ্চার হোলো,—উভয়ের মনে উভয়ের প্রতি স্বভাবের উপদেশে স্বাভাবিক স্নেহ সঞ্চার হোলো। পরিচয় জানি না, অদৃষ্টের কথা বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লেম। অনিচ্ছু শ্রোতা হোয়ে স্বর্গগত মাতামহের উইলের কথা শুনেছিলেম; সন্দিগ্ধমনে প্রভাবতীকে যখন সেই কথা বলি, পাপাচার ছলান্বেষী রক্তদন্ত দরজার আড়াল থেকে তখন সেই কথা শুনে সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। সে ক্ষেত্রে আমার যে দশা ঘোটেছিল, পাঠক মহাশয় জানেন; দুঃখিনী অম্বিকা তিরস্কারভাগিনী, আর আমি নির্জ্জন-গৃহে অপরাধীর ন্যায় বন্দী।—শেষ কর্ত্তব্য কি, অবধারণ কর্‌বার জন্যে মাণিক বাবুকে সংবাদ দেয়। পরামর্শে স্থির হোলো, গুপ্তকথার ভাবী-প্রকাশক হরিদাসকে পৃথিবী থেকে অন্তর করাই শ্রেয়ঃ। সে জীবিত থাক্‌লে আজ যেমন অম্বিকাকে বোলেছে, তেম্‌নি অপর দশজনের কাছেও সেই কৃত্রিম অকৃত্রিম উইলের কথা গল্প কোত্তে পারে, কোনোদিন শ্যামবাবুর সন্নিকাশেও প্রকাশিত হবার সম্ভা-বনা; তা হোলেই বিষম বিভ্রাট,—ভাবীকালে মহাবিপদ ঘট্‌বারই নিশ্চিত কথা! এই ভেবে আমারে ইহলোক থেকে পরলোকবাসী করাই তাদের স্থিরকল্প হয়। কি কৌশলে প্রকৃতিপ্রেরিতা সুবুদ্ধিমতী অম্বিকার চতুরতায়, আর সর্ব্ববিপদতারণ জগদীশ্বরের কৃপায় সে বিপদ থেকে আমি নিস্তার পাই; সকলেই জানেন, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ফরাস্‌ডাঙ্গায় কৃষ্ণকিশোর বাবুর মুখে আমি শুনেছিলেম, শ্যাম বাবুর সহধর্ম্মিণীর প্রতি সদয় হোয়ে মাণিক বাবু উইলের অতি-রিক্ত সমান অর্দ্ধেক অংশ বিভাগ কোরে দিয়েছেন। মাতামহের বিপুল ধনের উত্তরা-ধিকারী হওয়া সেই বিভাগের এক প্রকৃত

হেতু! দ্বিতীয় বিশেষ হেতু হরিদাস রক্তদন্তের কবল-মুক্ত;—প্রকাশের ভয়।

কলিকাতার চাঁপাতলায় যখন আমি ছিলেম, অম্বিকার পীড়ার ভাণ কোরে সেই সময় রক্তদন্ত যে প্রকার চাতুরীতে আমারে তার কবলগত করে, পাঠক মহাশয়ের তা স্মরণ আছে। সেই দ্বিতীয় অবস্থায় কি করা উচিত, মাণিক বাবুর সঙ্গে পরামর্শ কোত্তে যায়। প্রাণে বিনাশ করা সে পরামর্শের সিদ্ধান্ত হোলো না, কলিকাতা সহর থেকে স্থানান্তর করাই যুক্তিসিদ্ধ বোলে বোধ হোলো। বৈঁচিতে রক্তদন্তের সমধর্ম্মা এক দুর্জ্জন দুরাত্মা সেই সময় অবস্থান কোত্তো, তারি হাতে আমারে সমর্পণ কোরে তারি দ্বারা আমার পরিণাম সমাপ্ত কোর্‌বে, এ-ই তাদের বাসনা ছিল। সেই বাসনা সিদ্ধ কর্‌বার জন্যে যে প্রকারে মাদক ঔষধ সেবন কোরিয়ে অচেতন অবস্থায় আমারে নৌকায় তুলে দেয়, গল্পের আরম্ভেই সে সব কথা বলা হোয়েছে। যে প্রকারে তরঙ্গিণীবক্ষে মহা-ঝটিকা সমুত্থিত হোয়ে, তরণী নিমগ্ন হয়, সে বিপদে যে প্রকারে আমি পরিত্রাণ পাই, সে কথাও সেই ক্ষেত্রে আপনারে জানানো হোয়েছে।—আমি কাল্‌নায়। মাণিক বাবুর বাসা-ঘরে যেদিন আগুন লাগে, আমি অসম সাহসে নির্ভর কোরে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে তাঁর পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে উদ্ধার করি,—সেই উদ্ধারের পুরস্কার, মাণিক বাবুর যৎকিঞ্চিৎ প্রসন্নতা!—প্রসন্নতা, সততা আর দানশীলতা!—সেই উপকারের প্রত্যুপকার, বারাণসীর বাসায় রক্তদন্তের অসাবধানতা-মূল স্থানভ্রষ্ট পত্র। আমার প্রতি আর কোনো অত্যাহিত না করে, সেই দৈব-প্রাপ্ত পত্রের এই পর্য্যন্ত নির্ঘণ্ট।—স্বাক্ষরের স্থান ছিন্ন।—এলাহাবাদে পার্ব্বতীনাথ রায়কে মাণিক বাবু যে পত্র লিখেন, সেই পত্রের অক্ষরের সঙ্গে ঐ ছিন্ন স্বাক্ষর-পত্রের বর্ণ মিল দেখে আমার যে সন্দেহ হয়, সেই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত আমি যখন মাণিক বাবুর কাছে যাই; মাণিক বাবু সেই সময় যে প্রকারে সেই পত্র দগ্ধ করেন,—রক্তদন্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের অন্তিম প্রমাণস্থল যে পত্র আমার কাছে ছিল, সেই পত্র, যে প্রকারে যে কৌশলে তিনি দগ্ধ করেন, পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন, বলা বাহুল্য। রক্ত-দন্তের সঙ্গে মাণিক বাবুর যখন এলাহাবাদে দেখা হয়, সেই সময় উভয়ের যে সকল কথোপকথন হোয়েছিল, সেই সকল উক্তির অন্তরাল-শ্রোতা অম্বিকা।—অম্বিকার মুখেই আমি শুনেছি, অসাবধানে পত্র ভ্রষ্ট কোরেছে বোলে, মাণিক বাবু রক্তদন্তকে নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা করেন। "হরিদাস আর অম্বিকা যেমন অন্ধকারে কাণা হোয়ে আছে, তেম্‌নিই থাক।" এই কথা বোলে ধূর্ত্ত রক্তদন্তকে যে উপদেশ দেন, সে কথাও পূর্ব্বে বলা হোয়েছে। কি যে সেই অন্ধকার, পাঠক মহাশয় এখন সেটী সুন্দররূপে অনুভব কোত্তে পাচ্চেন। আমি কে, আমি যেন না জান্‌তে পারি, আর অম্বিকা কে, অম্বিকাও যেন না জান্‌তে পারে!—ফলকথা, উভয়ের পরিচয়,—উভয়ের বংশ-বৃত্তান্ত, উভয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত, উভয়ে কিছুই যেন না জান্‌তে পারি, এ-ই মাত্র অভিপ্রায়।

পাঠক মহাশয় জানেন, রক্তদন্ত আর অম্বিকা যখন চণ্ডালগড়ে, রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, ছিন্নবস্ত্র-পরিবৃত দিগম্বর, সেই সময়

তাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়। সে দুরাত্মা এতদূর অনুসন্ধান কোরে সেখানে এলো কেন?—রক্তদন্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?—এই সম্পর্ক, মাণিক বাবুর কৃত (রামকুমার বাবুর নামীয়), জাল উইলের দিগম্বর একজন সাক্ষী।—সেই উপলক্ষেই এই ঘনিষ্ঠতা, সেই নিমিত্তই এই চেনা পরিচয়! মাণিক বাবুর ষড়যন্ত্র, আর আমাদের ভাগ্যচক্র দিগম্বর সমস্তই জান্‌তো।—আমরা কে, কোন্ বংশে জন্ম, কোন্ ভাবে, কি অবস্থায়, কোথায় আছি, সমস্তই তার জানা ছিল।—চক্রশাখা রক্তদন্তের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ সেই জানা শুনার মূল নিদান।

অকস্মাৎ দস্যুহস্তে রক্তদন্ত যখন মশালের আগুনে দগ্ধকলেবর হোয়ে মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করে, সেই সময় আমার আর অম্বিকার জন্ম-পরিচয়,—সেই সঙ্গে অজ্ঞাতবাসের সমস্ত পরিচয়, অম্বিকারে বল্‌বার জন্যে আকিঞ্চন পেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। দাহ-যন্ত্রণায় প্রায় স্বরবদ্ধ, সে আকিঞ্চন সুসিদ্ধ কোত্তে সমর্থ হয় নি।—দিগম্বরের মুখে সকল কথা শুন্‌তে পাবে,—আসন্নকালে আড়্-জিহ্বায় কেবল এই রকম দুটী চার্‌টী কথা বোলে যায়; অম্বিকার মুখে তাও আমি শুনেছি। কিন্তু বিটল ভট্টাচার্য্য ধূর্ত্ততা কোরে একটী কথাও অম্বিকার কাছে প্রকাশ করে নি,—আমার কাছেও না।—জাল উইলে সাক্ষী হোয়েছিল বোলে, সেই পাপিষ্ঠ পামর দুরাত্মা পাষণ্ড ভট্টাচার্য্য মাণিক বাবুর অতি প্রিয়পাত্র ছিল।—অম্বিকার জন্ম-বৃত্তান্ত অম্বিকার কাছে ব্যক্ত করা দূরে থাক্, কাশীধামে লুপ্ত লোকালয়ে সেই অনূঢ়া অসহায়া কুলকামিনী কুমারীর একমাত্র সতীত্বরত্ন অপহরণ কোত্তেও মধ্যস্থ নায়কত্ব কোরেছিল, অবশেষে আত্মকৃত দারুণ দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল পরিপাটিরূপে উপভোগ কোল্লে। ছটুলালের মকদ্দমায় ধর্ম্মত বিচারে অবশ্য তার দায়মাল হোতো, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মাণিক বাবুকে কৌশলে সংবাদ দিয়ে, তাঁরি সহায়তায় সে যাত্রা নিষ্কৃতি পায়। সে যখন বারাণসীর হাজতে, তখন আমারে জ্ঞাতব্য কথা বোল্‌বে বোলে অঙ্গীকার কোরেছিল, বিলম্ব হোলো, মাণিক বাবু এলেন না, সহকারী প্রতিনিধিও এলো না, তখন নিরুপায় ভেবে আমাহোতে যদি কিছু সাহায্য হয়, এই আশ্বাসে অগত্যা আমারে গুপ্তকথা বল্‌বার জন্যে আমার কাছে অঙ্গীকার কোরেছিল, কিন্তু যথাসময়ে পূর্ব্ব অভীষ্ট যখন সফল হোলো, মাণিক বাবু যখন কারাগারে এসে দেখা কোল্লেন, তখন আর সে ভাব কিছুই থাক্‌লো না, আশ্বস্ত মনোভাবের সহসা অন্তর হোলো। একেই আমার উপর অকারণে জাতক্রোধ, বিরক্তি, বিদ্বেষ; তাতে আবার অনল-উদ্দীপক-পবন মাণিক বাবু সম্মুখে সহায়; কাজেই মন ফিরে গেল, অঙ্গীকার বিস্মৃত হোলো, কোনো কথাই প্রকাশ কোল্লে না। কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় ছটুলালের মকদ্দমার দায় থেকে অক্লেশে অব্যাহতি পেলে, সে অবসরে আমার আর ইষ্টসিদ্ধি হোলো না। পরিশেষে সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মরাজের পাকচক্রে প্রথম গুরু অপরাধে পরিত্রাণ পেয়েও তদপেক্ষা মহাগুরু অপরাধে জড়ীভূত হোয়ে পোড়্‌লো। আমার মানস-সিদ্ধির শুভ-সূচনা,—বিশ্বদস্যু দিগম্বর দস্যুতা অপরাধে বারাণসীর মাজিষ্ট্রেটী থেকে গুজ্‌রাটের রাজ-দরবারে চালান হোলো।—সেই সময়, সেই স্থলে,

বরদারাজ্যের নিভৃত কারাগৃহে নিরুপায় ভেবে, রাজকুমারের আশ্বাসে আর প্রাণের ভয়ে তাঁরি সাক্ষাতে আমার কাছে সব কথা ব্যক্ত কোরেছিল। তাই শুনেই আমি মানকরে মাণিক বাবুর কাছে দুই তিনবার যাতায়াত কোরে নিগূঢ়-তত্ত্ব জান্‌তে চেয়েছিলেম। তিনি স্বভাবসুলভ কুটিলতার চিরবিশ্বাসপাত্র, পরম ভক্তই ছিলেন; কাজেই আস্‌কথা পাশ্‌কথা পেড়ে, কাজের কথা একটীও প্রকাশ কোল্লেন না।

প্রাক্তনের পরিণাম দশা আমি পাটনার পাগ্‌লা-গারদে।—চিত্ত উত্তেজিত ছিল, এক কথা বার বার উচ্চারণ কোচ্ছিলেম, পূর্ব্বশিক্ষিত চক্রব্যূহ-নিযুক্ত চক্রাদিষ্ট ডাক্তারেরা আমার সেই ভাব দেখে, উন্মাদরোগগ্রস্ত অনুভব করেন। কেবল অনুভব নয়, প্রমাণসিদ্ধ নিদর্শনপত্র পর্য্যন্তও দেন; আমি পাটনার বাতুলালয়ে বন্দী হই। মাণিক বাবুর পূর্ব্বচিন্তনীয় অভিসন্ধি সফল,—আশা ফলবতী,—আমি পাটনার বাতুলালয়ে বন্দী! তার পর যে যে ঘটনা উপস্থিত হয়, কুচক্রীর চক্রে আমার ভাবী-উদ্দেশকারীরা যে যে প্রকারে বিপদগ্রস্ত হন, গুর্জ্জর-নৃপকুমারের প্রসাদে যে প্রকারে আমি কারামুক্ত হই, বন্ধুবান্ধবেরা যে যে প্রকারে মুক্তিলাভ করেন, আদ্যোপান্ত মূলাবধিক্রমসমস্তই পাঠক মহাশয় সুপরিজ্ঞাত আছেন।

এখন আমি প্রতিজ্ঞাঋণে মুক্ত হই। গল্পের প্রারম্ভে যেটী আমার প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্রমে ক্রমে স্তবকে স্তবকে সূত্রে সূত্রে এখন আমি সেই প্রতিশ্রুতি থেকে নির্মুক্ত হোলেম;—আমার বংশ-পরিচয় ব্যক্ত হোলো। মধ্যে মধ্যে যত কিছু রহস্য ছিল, সমস্তই ব্যক্ত হোলো। এতদিন হরিদাস নামে পরিচয় দিয়ে, দেশ বিদেশে ভ্রমণ কোরে, আপনারে যা কিছু ভ্রান্তি-অন্ধকারে আচ্ছন্ন কোরেছিলেম, সে ভ্রান্তি, সে অন্ধকার আজ যথারূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হোলো।—আমি এখন অজ্ঞাত-কুলশীল, অজ্ঞাত-জনক-জননী, নিরাশ্রয় পন্থার পান্থপরিচয়ে বিমুক্ত হোয়ে, সত্য পরিচয়ে সুব্যক্ত হোলেম। আমি মানকরের বৈকুণ্ঠবাসী পূজনীয় দয়ালচাঁদ ঘোষের একমাত্র পুত্র;—হরিদাসের পরিবর্ত্তে প্রবোধচন্দ্র।—আর যে অপরিচিতা অজ্ঞাতকুলশীলা চিরদুঃখিনী কুলবালাকে পরিচিত অম্বিকা নামে পরিচয় দিয়ে গত রজনীতে মহানন্দ সামন্তের বাড়ীতে রেখে এসেছি, সেই অভাগিনী এখন অম্বিকার পরিবর্ত্তে আমার পূজ্য খুল্লতাত উদয়চাঁদ ঘোষের চিত্ততোষিণী দ্বিতীয়-শূন্যা দুহিতা, প্রভাবতী।—এই আমার গুপ্তকথা।—যে গুপ্তকথাকে আপনারা এতদিন ভ্রম-কৌতুকে আবাহন কোরে সকৌতুকে সমাদর কোচ্ছিলেন, সেই কৌতুক, সেই ভ্রম, এতদিনের পর সার্থক হোলো,—এ-ই আমার গুপ্তকথা!!!

চতুরধিক শততম কাণ্ড।

নিগূঢ় গুপ্তকথা!—আরো আশ্চর্য্য!!

সভাশুদ্ধ সকলেই বিস্মিত। বেলা দুই-প্রহর অতীত। রাজবাড়ীতেই আহারাদি হোলো।—অপরাহ্নে শ্যাম বাবুকে পুরোবর্ত্তী কোরে রাজকুমারের কাছে বিদায় চাইলেম। রাজকুমার স্বয়ং আমাদের সহগামী হোতে অভিলাষী হোলেন!—সম্মতি অদূরে।—একত্রে মহানন্দ সামন্তের বাড়ীতে যাওয়া হোলো।—রাজপুত্র বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানায় উপবেশন কোল্লেন, শ্যাম বাবু সহচর,—কৃষ্ণকিশোর বাবু সেই অবসরে মিলিত। আমার চিত্ত আনন্দে, আগ্রহে, উত্তেজিত; প্রফুল্ল,—মহা প্রফুল্ল।—সেই আনন্দে, সেই আগ্রহে, যুবরাজকে অবস্থিত কোরে, দ্রুতগতি অন্দরমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম।—অপরিচিত অন্দরে?—অনুমতি ছিল।—পাঠক মহাশয় স্মরণ কোত্তে পারেন, মতিয়া যখন অপহৃত হয়, সেই শোকের সময় অন্দরে প্রবেশ কোত্তে আমার প্রতি অনুমতি ছিল,—প্রবেশ কোরেছিলেম,—সুতরাং দ্বিতীয়বার আর বাধা নাই।—প্রবেশ কোল্লেম কেন?—শুভ সমাচার অম্বিকারে বিজ্ঞাপন কোর্‌বো। "ভগিনি!—দুঃখিনী ভগিনি!—অম্বিকে!—আর তুমি অম্বিকা নও,—তুমি এখন অবধি আমার প্রাণদায়িনী শুভকারিণী ভগিনী! বর্দ্ধমানের অম্বিকা নও,—স্বভাবদত্ত ভগিনী! কুলশীল আর অজ্ঞাত নয়,—কে আমি, কে তুমি, তাও আর অজ্ঞাত নয়।—আমি মানকরের ৺দয়াল-চাঁদ ঘোষের পুত্র প্রবোধচন্দ্র; আর তুমি আমার পরম পূজ্য খুল্লতাত উদয়চাঁদ ঘোষের প্রিয়তমা কন্যা প্রভাবতী!—হা প্রভাবতী! হা ভগিনি!—তুমি এতদিন কুহকীদের কুহক-মন্ত্রের মোহাচ্ছন্ন আবরণে লুক্কায়িত ছিলে,—আমার প্রাণদান কোরেছ,—মহা বিপদে উদ্ধার কোরেছ,—তখনও আমি জানি নি, তুমি আমার স্বভাবদত্ত ভগিনী!" মহানন্দে মনোগত ভাবের এইরূপ বিস্ফুরণ হোলো।—মহানন্দে পুনরায় বোল্লেম, "পুরচারী, পুর-বাসিনী! তোমরা সকলে এসো!—গুর্জ্জর-পতির প্রেমাস্পদ বংশধর কুমার ভূপতি রাও বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত। সাক্ষাতের অনুরোধ,—তোমরা সকলে এসো! অম্বিকে এসো,—সামন্ত মহাশয় আসুন,—বিশেষ গুহ্য কথা এই ক্ষেত্রে আজ রাজকুমারের সাক্ষাতে ব্যক্ত কোর্‌বো!—তিনি স্বয়ং সুপরিজ্ঞাত,—আমি অপরিজ্ঞাত ছিলেম, আজ তাঁরি প্রসাদে সমস্তই জ্ঞাত হোয়েছি! অম্বিকে!—এসো!—তোমারি কথা,—তোমারি পরিচয়!—রাজ-কুমার তোমারে দেখ্‌বার জন্যে বিশেষ সমুৎসুক!"

হর্ষে, বিস্ময়ে কৌতূহলে মৌনী হোয়ে, অন্তঃপুরচারিণী অম্বিকা আমার অনুবর্ত্তিনী হোলো। কৌতুকে, সংশয়ে, বিস্ময়ে, সামন্ত পশ্চাৎগামী,—সভায় উপস্থিত। পুরচারিণীরা কপাটের অন্তরালে।—সভা নিরুত্তর!—

প্রশ্নে নিরুত্তর নয়, নিরুক্তি—নিরুত্তর! সমুৎসাহিতচিত্তে, সমুৎসাহিতস্বরে অম্বিকারে আমি বোল্লেম, "প্রণাম করো!—দিদি!—অম্বিকে! এই রাজপুত্রকে প্রণাম করো!—এঁরি কৃপায় আমাদের সমস্ত বিপদ দূর হোয়েছে,—এঁরি কৃপায় আমরা আমাদের গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হোয়েছি,—এই রাজকুমারকে প্রণাম কর!—তুমি কে, আমি জান্‌তেম না, আমি কে, তুমি জান্‌তে না, বর্দ্ধমানে রক্তদন্তের আবাসে প্রথম দর্শনে তুমি আমারে ভাই বোলে সম্বোধন কোরেছিলে,—প্রাকৃতিক স্নেহবন্ধনে প্রাণ-সংশয় মহাবিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিতে প্রাণরক্ষা কোরেছিলে, সেই সময় আমি তোমারে (কার উপদেশে জানি না) স্বভাবের শিক্ষায় উপকারিণী প্রাণদায়িনী ভগিনী বোলে, প্রণয়বর্দ্ধন কোরেছিলেম,—আজ সুপ্রভাতে প্রকৃতিসতী সেই সম্বোধন, সেই প্রণয়ের নিত্য-সংযোগ কোরে দিলেন। সম্বন্ধ অনিত্য না হোয়ে নিত্য সত্যের প্রমাণ হোলো! তুমি অম্বিকা নও, আমার খুল্লতাতপুত্রী স্নেহবতী প্রভাবতী। তোমার পিতা উদয়চাঁদ ঘোষ বিধির বিপাকে নিরুদ্দেশ;—মাতা মনোদুঃখে আত্মঘাতিনী!—আর আমি হরিদাস নই, তোমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র স্নেহাস্পদ প্রবোধচন্দ্র! পিতা দয়ালচাঁদ ঘোষ স্বর্গগত;—জননী বিবাগিনী।"

আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে, অতি আহ্লাদে, সচকিতভাবে সবে মাত্র এই কটী কথা উচ্চারণ কোরেছি,—সবে মাত্র এই কটী বাক্য আমার চঞ্চল রসনা থেকে বিনির্গত হোয়েছে, তৎক্ষণাৎ "হা পুত্র! হা প্রবোধচন্দ্র! দুঃখিনীর জীবনসর্ব্বস্ব!—তুমি বেঁচে আছো?—ত্রিবেণীর গঙ্গায় ডুবে যাও নি? মা গঙ্গা তোমাকে রক্ষা কোরেছেন? এ জন্মে যে আর তোমার দেখা পাবো, এমন দিন যে হবে, তা আর মনে ছিল না। হা পুত্র! হা পুত্র! হা প্রবোধচন্দ্র—হা!" চীৎকাররবে এইরূপ রোদন কোত্তে কোত্তে একটী স্ত্রীলোক দ্রুতগতি অন্দরের দিকের দরজা ঠেলে, সভার মাঝখানে এসে, আমার সম্মুখে আছাড় খেয়ে পোড়লেন,—প্রায় সংজ্ঞাশূন্য আমি নিস্তব্ধ,—মুখে আর বাক্য নাই! স্ত্রীলোকটী কে?—বিদেশিনী কেনই বা হা হুতাশ কোরে আমারে সম্বোধন কোল্লেন? আর কেনই বা সেরূপ ক্রন্দন কোত্তে কোত্তে সভার মাঝখানে এসে আছাড় খেয়ে পোড়্‌লেন?—কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। এককালীন স্তম্ভিত,—মুখে আর বাক্য নাই,—রসনা নিরুত্তর।

"ইনি কে?—কেন এমন কোরে শোকাকুল হোয়ে সভায় এলেন?—সামন্ত! ইনি কে?—তোমার এ প্রকার ভাব কেন? তুমি কাঁদ্‌চো কেন? হোয়েছে কি?—স্ত্রীলোকটী কে?—কেন এমন হোয়ে পোড়্‌লেন? তুমি কাঁদ্‌চো কেন?—বল, হোয়েছে কি?—এ স্ত্রীলোকটী কে?" সামন্তকে সম্বোধন কোরে রাজপুত্র স্নেহকাতর সোৎসুকস্বরে বারম্বার এইরূপ প্রশ্ন বিনিয়োগ কোল্লেন,—প্রশ্ন বিফল হোলো;—সামন্ত তাঁর কথায় কাণই দিলেন না।—চকিত অন্যমনস্কভাবে, সরোদনে একবার আমার, একবার প্রভাবতীর মুখপানে চান, আর সনিঃশ্বাসে রোদন করেন।——"হরিদাস!——অম্বিকা! প্রবোধচন্দ্র! মা!——বিবাগিনী——তোমার আহা! নিরুদ্দেশ উদয়চাঁদ!—মা প্রভাবতী! সামন্ত!—অনেকদিন——দেখি——নি——বেঁচে আছো?——প্রভাবতি!—মা!——মা!—আমি

তোমার—" সরোদনে এই রকম ছড়িভঙ্গ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে তিনিও যেন সংজ্ঞাশূন্য, —ধরাশায়ী!

"ও কি?—ও কি? সামন্ত ও কি? হঠাৎ এমন হোলে কেন? জল আনো,—বাতাস করো,—দুজনেই যে মারা পড়ে?—ব্যাপার কি?—মুখে চোকে জল দেও,—বাতাস করো!" বিস্ময়ে চমৎকৃত হোয়ে এইরূপ বিস্ময়বাক্যে, উদ্বিগ্ন-চঞ্চলচিত্তে, যুবরাজ ভূপতি বাহাদুর স্বয়ং মহাজনের নিকটস্থ হোলেন।—গায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন, প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা কোত্তে চেষ্টা কোল্লেন,—উত্তর পেলেন না।—সভাশুদ্ধ সকলেই উদ্বেগ, কৌতূহলে সচঞ্চল নীরব! কৃষ্ণকিশোর বাবু সেই স্ত্রীলোকটীর, আমি আর প্রভাবতী উভয়ে সামন্তের মুখে, চক্ষে, মস্তকে, জলসেক কোরে বায়ুবিজনে নিযুক্ত।—প্রায় একদণ্ড পরে উভয়ের কিঞ্চিৎ চৈতন্যলাভ হোলো।—উভয় মুখেই পূর্ব্ববৎ অস্ফুটধ্বনি, চারিচক্ষেই অনর্গল অশ্রুধারা!

মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত উভয়েই চৈতন্যপ্রাপ্ত হোয়ে উঠে বোস্‌লেন। রাজকুমারের প্রশ্নে সামন্ত মহাশয় সচঞ্চলভাবে উত্তর দিলেন, "মহারাজ! আমার নাম মহানন্দ সামন্ত নয়,—আমি গুজ্‌রাটী বণিক নই; নৃশংস সহোদরের উৎপীড়নে দেশত্যাগী হোয়ে, ছদ্মবেশে ছদ্মনামে, মহারাজের রাজ্যে মহারাজের আশ্রয়ে রয়েছি। আমি মহানন্দ সামন্ত নই, আমি সেই নৃশংস সহোদর-তাড়িত মানকরের উদয়চাঁদ ঘোষ। এই প্রভাবতী আমার সেই অপহৃতা, নিরুদ্দিষ্টা, একমাত্র কন্যা!—মা! আমার কোলে এসো, তাপিত হৃদয় সুশীতল করি!—একমাত্র কন্যা! হরিদাস!—প্রবোধচন্দ্র! জননীকে প্রণাম করো,—ইনিই তোমার জননী!—আমার পরম পূজনীয়, নিত্য-শুভাভিলাষী জ্যেষ্ঠ সহোদর দয়ালচাঁদ ঘোষের পুত্র-বিয়োগিনী সহধর্ম্মিণী!—প্রণাম করো, তোমার চির-পরিতপ্তা জননীকে প্রণাম করো!"

আনন্দ রঙ্গভূমি,—সভাভূমি নিস্তব্ধ! সভাস্থ লোকেরাও সকৌতূহলে নিস্তব্ধ!—কারো মুখে অন্য শব্দ নাই, পুনঃ পুনঃ কেবল স্তম্ভধ্বনি শ্রবণগোচর হোচ্চে। বোধ হোচ্চে যেন, আমোদে আনন্দপূর্ণহৃদয় নিঃশব্দ গগন-পথে পূর্ণানন্দে বিচরণ কোচ্চে!—প্রফুল্ল-মানস, অন্তরীক্ষমঞ্চে আরোহণ কোরে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়পথে পূর্ণানন্দে বিচরণ কোচ্চে। রঙ্গভূমি নিস্তব্ধ!—মহানন্দে যেন গদ্‌গদ্‌ভাবেই নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে এই ভাবের বিগম হোলে, কুমার বাহাদুর, সকৌতূহলে সামন্তকে,—আমার পূজ্যপাদ খুল্লতাত উদয়চাঁদ ঘোষ মহাশয়কে কৌতুকাবহ নিগূঢ় গুহ্য-কথা প্রকাশ কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন। তিনি সানন্দে সাশ্রুপূর্ণনেত্রে একে একে অদৃষ্টবৃত্তান্ত গল্প কোত্তে প্রবৃত্ত হোলেন। আমার বংশ পরিচয়ের যে যে কথা ইতিপূর্ব্বে আমি ব্যক্ত কোরেছি, তার কতক কতক স্থূল স্থূল, আত্ম-পরিচয় দিয়ে, আপনার শেষ অদৃষ্টের গুপ্তকথা বিবৃত কোত্তে প্রবৃত্ত হোলেন।

"যখন আমি জাল মকদ্দমার দায়ে, সহোদরের যত্নসৃজিত মণ্ডল ফরিয়াদীর শরণাপন্ন হই।—যে রাত্রে তারে সঙ্গে কোরে জীবিত মধ্যম সহোদর, অদ্বিতীয় ধূর্ত্ত মাণিক-চাঁদের কাছে নিয়ে আসি; সেই রাত্রে আমার সহধর্ম্মিণী আত্মঘাতিনী হন!—দুহিতা-বিয়োগ-বিধুরা, পতির ভাবী অমঙ্গল-চিন্তা-কাতরা পতিব্রতা সতী, উদ্বন্ধনে আত্মঘাতিনী হোয়ে,

সকল দুঃখের অবসান করেন!—সংসারে আমারে আমার বলে, আমি আমার বলি, এমন আর দ্বিতীয় পাত্র মোটেই থাক্‌লো না।—যে সহৃদয় দয়াবান্ জ্যেষ্ঠ সহোদর দয়ালচাঁদ আমাকে অকৃত্রিম স্নেহানুগ্রহ কোত্তেন, তিনি ইহজগতে বিদ্যমান নাই, পূজ্যবতী ভ্রাতৃপত্নী, তাঁর পত্নীও গৃহত্যাগিনী, —যে একটী স্নেহলতা উৎপন্ন হোয়েছিল; সেই অপত্যস্নেহাধার দুহিতাটীও অপহৃতা হোয়েছে,—অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী সহধর্ম্মিণী মনস্তাপে পরলোকবাসিনী হোলেন, যিনি প্রাকৃতিক সম্বন্ধে একমাত্র আশা ভরসার স্থল, সেই জননী-জরায়ু-সখা মাণিকচাঁদ নিদারুণ নিষ্ঠুর জল্লাদবৎ ব্যবহার কোত্তে লাগ্‌লেন! তা ছাড়া, যে অনিত্য বস্তুকে নিত্য ভেবে সংসারবাসে প্রবৃত্তি, সেই অনিত্য বিভবের দায়েই এই মহা উৎপাত,—জালসাজী মকদ্দমা!—তবে আর কি সুখে কারে নিয়ে সংসারে থাকি?—কার মায়ায় সংসারমায়ায় অবরুদ্ধ থাকি?—চিত্ত উদাস হোলো।—সুতরাং পতিপ্রাণা পত্নীর অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ থানায় এজাহার কর্‌বার ছলে সেইরাত্রেই আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই।—যা কিছু সম্বল ছিল, সঙ্গে কোরে নিয়ে সংসারের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে, বিরাগী হোয়ে ভদ্রাসন ছেড়ে বেরুই। তার পর পৈতৃক-সংসারে কি কি ঘটনা হোয়েছে, কিছুই জানি না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে নানা পথে নানা স্থান পর্য্যটন কোল্লেম। শুনে-ছিলেম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ধর্ম্মশীলা পত্নী, এই প্রবোধচন্দ্রের জননী, গঙ্গাবক্ষে জীবন বিসর্জ্জন কোরেছেন। কিন্তু দৈবের ঘটনা, বিধাতার সংযোগ, যখন আমি সন্ন্যাসী হোয়ে, সন্ন্যাস-ব্রতের আশ্রয় অবলম্বন কোরে তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজকরূপে পর্য্যটন করি, সেই সময় দৈবাৎ এক আশ্রম থেকে দর্শন করি, নিরলঙ্কারা, মুক্তকেশী, ছিন্নবসনা একটী স্ত্রীলোক, আত্মজীবনে নিরাশ্বাসিনী হোয়ে স্রোতস্বতী ভাগীরথীজীবনে জীবন বিসর্জ্জন কোচ্চেন। দ্রুতবেগে তীরস্থ হোয়ে আমি তাঁরে উদ্ধার করি। দেখি, সেই আত্মবিনাশাভিলাষিণী রমণী অপর কেউই নন, আমার চির-ভক্তি-পাত্রী পতি-বিয়োগিনী, শোকসন্তপ্তা, আমার মাতৃসমা জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী,—এই আপাতপ্রাপ্ত নিরুদ্দিষ্ট প্রবোধচন্দ্রের গর্ব্ভধারিণী জননী। উভয়ের নেত্র-দর্শনে উভয়ের নেত্রজল অবিরলধারে বিগলিত হোলো। নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে আমি তাঁরে সান্ত্বনা কোরে জীবন-হনন অধ্যবসায় থেকে নিরস্ত কোল্লেম। তিনি আশ্বস্ত হোলেন। মায়া আর আশার উপদেশে পুনরায় পাপ-সংসারে মতি হোলো। গৃহাশ্রমী হোলেম না, যে সব প্রিয়বস্তু একবার হারা হোয়েছি, তাদের আর পেলেম না, কস্মিন্‌কালে যে পাবো, এমন আশাও থাক্‌লো না, তবু কুহকিনী মায়া আর আশার যে কেমন কুহক, ভ্রাতৃপত্নীকে দেখে আবার আমার পাপ সংসারে মতি হোলো। জন্মভূমির নিকটে থাক্‌লেম না, গুজরাটে এসে, ছদ্মবেশে এই আশ্রম অবলম্বন কোল্লেম। এই আশঙ্কায় নিকটে থাক্‌লেম না, কুল-পিশাচ, কুল-কণ্টক সহোদর মাণিক বাবু, সন্ধান পেয়ে পাছে পুনরায় কারাগারে বন্দী করে; সেই শঙ্কায় অসহায়া ভ্রাতৃপত্নীকে সঙ্গে কোরে গুজরাটে এসে এই আশ্রম অবলম্বন কোল্লেম। যে যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ সঙ্গে ছিল, তারি সহযোগে মহাজনী ব্যবসা আরম্ভ কোল্লেম। বাণিজ্য-লক্ষ্মীর প্রসাদে দিনি দিন যথাসম্ভব

উপজীবিকা অর্জ্জিত হোতে লাগ্‌লো। ভাগ্যক্রমে মহারাজের অনুগ্রহে রাজসরকারে সর্‌বরাহকার হোলেম। এ আশ্রমের এই পর্য্যন্ত সৌভাগ্য। বৎস প্রবোধচন্দ্র! প্রথমবার যখন তুমি বরদারাজ্যে এসো, সেই সময় তোমারে দেখে প্রকৃতির উপদেশে তোমার প্রতি আমার স্বভাবসিদ্ধ অপত্যস্নেহের সঞ্চার হোয়েছিল। যখন তুমি ব্যবসায়কার্য্যে লিপ্ত হোতে অভিলাষী হোলে, যৎসামান্য মূলধনের কথা শুনেও আমি তখন তোমারে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেম। নিশ্চয় জানা ছিল, অল্প অর্থে এরাজ্যে বাণিজ্যের কিছুমাত্র সুবিধা হয় না। তথাপি স্বভাবের শিক্ষা, স্বভাবের উপদেশে অপত্যস্নেহের বাধ্যবাধকসম্বন্ধে, আমার মন সেই উৎসাহদানে স্বভাবতঃই উৎসাহিত হোয়েছিল! আমিও জান্‌তে পারি নি, তুমিও জান্‌তে পারো নি, কিন্তু স্বভাবের মমতা অক্ষুণ্ণ অক্ষয়; অভাবনীয়রূপে এখন সেই সকল জানা শুনা হোলো। বৎস প্রবোধচন্দ্র! স্মরণ কোরে দেখ, দ্বিতীয়বার যখন তুমি বরদায় এসো, গল্পচ্ছলে অম্বিকাকালীর কথা পাড়ো, রাজা মাণিকচাঁদের কাছে মানকরে যেতে মনস্থ করো, সেই স্বভাবের উপদেশে সেই সময়েও আমি ভূয়োভূয়ঃ অম্বিকাকালীর পরিচয়ের কথা তোমারে জিজ্ঞাসা করি। মাণিকচাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন অম্বিকার সঙ্গে সংযোগ, এই দুটী তত্ত্বে আমার সংশয় হয়, উভয়ের সঙ্গেই তোমার কোনো প্রকার সাক্ষাৎ সংস্রব থাক্‌তে পারে। বিশেষ তুমি এই রাজকুমার বাহাদুরকে যে সকল পত্র লিখেছিলে, তার নির্ঘণ্টশুনে সেই সংশয় আরো প্রবল হোয়েছিল। সেই কারণে বিশেষ আগ্রহে অম্বিকার পরিচয় ভূয়োভূয়ঃ তোমারে আমি জিজ্ঞাসা করি। আর সেই কারণেই অতি সাবধানে সতর্ক হোয়ে মানকরে মাণিক বাবুর কাছে যেতে বলি। সে লোক প্রতারক, অনেক লোককে প্রতারণা কোরেছে, সহোদরকেও প্রতারিত কোরেছে, তুমি বালক, তোমারেও নানা ছলনায় প্রবঞ্চনা কোত্তে পারে, এই সন্দেহে বিশেষ সাবধান হোয়েই তার কাছে আমি যেতে বলি। বোধ হয়, সেই সব কথাও তোমার বিশেষরূপ স্মরণ আছে। আজ আমি তোমার মুখে যখন প্রভাবতীর পরিচয়, আর তোমার নিজের পরিচয় শ্রবণ কোল্লেম, হরিদাস কে, অম্বিকা কে, যখন নিশ্চিতরূপে জান্‌তে পাল্লেম, তখন আমার সেই সংশয়ের অনলে ভঞ্জনবারি পরিষিঞ্চিত হোলো; কিন্তু আর এক সংশয় এখনো বিদ্যমান আছে। সেই নৃশংস রাক্ষসের কবল থেকে কিরূপে তুমি উদ্ধার পেলে,—কিরূপে বংশবৃত্তান্তের নিগূঢ় গুপ্ততত্ত্ব অবগত হোলে, সেই কথাগুলি আমারে সবিস্তারে বলো, শোন্‌বার জন্যে অতিশয় আগ্রহ জন্মাচ্চে।”

মহাজনের এই জীবনবৃত্তান্ত শুনে সভাজন সকলেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ। তাঁর শেষ প্রশ্নে, আমার উত্তরদান অবসরের অগ্রে, কুমার বাহাদুর মাধবাচার্য্যের বাড়ী অবধি রাজা মাণিকচাঁদের মৃত্যু পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অপূর্ব্ব আখ্যানকাণ্ড একেএকে ব্যক্ত কোল্লেন। সে আখ্যানেও সভাস্থলের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমার খুল্লতাত মহাশয় আর করুণাময়ী জননীর চক্ষু হোতে অশ্রুবর্ষণ হোলো। রাজা মাণিকচাঁদের অপঘাতমৃত্যু সংবাদে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত কাতর হোলেন। আখ্যানকর্ত্তার প্রবোধ আর সান্ত্বনায়, ঈশ্বর ইচ্ছা সূচন কোরে, সে কাতরতাকে বহুক্ষণ স্থায়ী

হোতে দিলে না। সভা প্রবুদ্ধ,—শান্ত,—নিরুদ্বেগ।—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত।

শোকে, হর্ষে, গল্পে অবসর-চোর সময়-সহচরী যামিনী, নিঃশব্দে শুভ অবসরকে বঞ্চনা কোরে, উষা সখীরে আলিঙ্গন কোল্লেন। তারাপতি সেই লজ্জায় সুখতারারে প্রহরী রেখে, অল্পে অল্পে অস্তাচলের অন্তরালে লুক্কায়িত হোলেন। কুমুদী সতী ঈষৎ লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে, প্রফুল্লমুখী কমলিনীর গরিমাগর্ব্ব দেখ্বার জন্যে ঈষৎ কটাক্ষে এক একবার চাইতে লাগ্লেন। তরুশাখায় বিহগ বিহঙ্গিনীরা কলরব কোরে উঠ্লো। বসন্ত বিগত-আশু-নিদাঘবায়ু, সেই বিহঙ্গরব, আর নব কুসুমের সৌরভ বহন কোরে, আমাদের নাসা কর্ণ অতি সুস্নিগ্ধভাবে সুসিক্ত কোল্লে।—বিশ্রান্তালাপে বাধা পোড়্লো,—সহসা আমরা চকিত হোয়ে চোম্কে উঠ্লেম। শর্ব্বরী অবসন্না, উষা মধ্যবর্ত্তিনী,—রজনী প্রভাত।

পঞ্চাধিক শততম কাণ্ড।

জন্মভূমি যাত্রা।

যথা সময়ে সাক্ষাৎ হবে বোলে, রাজকুমার ত্রস্তভাবে বিদায় হোলেন; আমরা সকলেই সামন্তের বাড়ীতে থাক্লেম। কার্য্যানুরোধে আর একসপ্তাহ বরদারাজ্যে অবস্থান করা হোলো। মহারাজ গুইকুমারের রাজসভায় একদিন প্রকাশ্য দরবার।—সেই দরবারে আমাদের সকলেরি আবাহন হয়। খুড়া মহাশয়, আমি, কৃষ্ণকিশোর বাবু, আর শ্যাম বাবু, সকলেই সভাস্থ হই। মহারাজ বাহাদুর সস্নেহে সকলকে উপবেশনের স্থান নির্দ্দেশ কোল্লেন। কুমার বাহাদুর সাদরে আমার হস্তধারণ কোরে, রাজসিংহাসনের সম্মুখস্থ দক্ষিণপার্শ্বের আসনে আসন হোতে অনুরোধ কোল্লেন। পূজ্য খুল্লতাত মহাশয় দূরে দূরাসনে; আমি সিংহাসনের সম্মুখে, রাজ-সমীপে দক্ষিণভাগে উপবেশন কোত্তে প্রথমে কিছু কুণ্ঠিত হোলেম। কিন্তু মহারাজের সাগ্রহ, সস্নেহ-অনুরোধে, অবশেষে অগত্যা আমারে সম্মত হোতে হোলো। সভাধিবেশনের নিয়মিত কার্য্য অবসানে, মহারাজ বাহাদুর আমারে তাঁর সমীপস্থ হোতে অনুমতি কোল্লেন; আমি সমীপস্থ হোলেম। বরদাধীশ্বর মহারাজ গুইকুমার বাহাদুর প্রশান্ত, গম্ভীর, অথচ সুস্পষ্টস্বরে আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "প্রবোধচন্দ্র! তোমার বংশ-চরিত, জীবন-চরিত, সমস্তই আমার শ্রবণ করা হোয়েছে! তুমি অতি সুশীল, সুবোধ, অসমসাহসী ধীর যুবক! তুমি নানাবিধ সাহসিক কার্য্যের অদ্বিতীয় নায়ক! তোমা হোতে একবার এই রাজ্যের পরম উপকার সিদ্ধ হোয়েছে।, এখন তুমি দুষ্টের ছলনাচক্র অতিক্রম কোরে মোহ-অন্ধকার থেকে নির্ম্মুক্ত হোয়েছ। আত্ম-বৃত্তান্ত, বংশ-বৃত্তান্ত, অবগত হোয়ে, আত্মীয় স্বজন সঙ্গে পরমানন্দে সম্মিলিত হোয়েছ।

আমি তোমার সাহসে, সৎকার্য্যে, ধর্ম্মনিষ্ঠায়, পরম আপ্যায়িত হোয়েছি। তোমার তুল্য সাধু কুমার সৎক্ষেত্রের আদর্শ হয়, এ-ই আমার বাসনা। আজ তুমি গুর্জ্জরের রাজদরবারে সম্ভ্রমসূচক পুরস্কার প্রাপ্ত হবার অধিকারী!" এই পর্য্যন্ত বোলে যুবরাজের দিকে একবার কটাক্ষে ইঙ্গিত কোল্লেন। কুমার ভূপতি রাও বাহাদুর সহর্ষে গাত্রোত্থান কোরে মহামূল্য রাজপরিচ্ছদ আমার অঙ্গে বিন্যস্ত কোরে দিলেন। বিবিধ রত্নভূষা, কোষপূর্ণ অসি যৌতুক দিয়ে, রাজার আদেশে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান কোল্লেন। হয় হস্তী পদাতি আমার নামে অর্পিত হোলো,—আমি মহারাজ বাহাদুরকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন কোরে, যুবরাজ বাহাদুরকে সসম্ভ্রম প্রণতি কোরে নিজাসনে উপবেশন কোল্লেম।—সভাজন সকলেই আমার সমাদরে পুলকিত, আনন্দিত, পরিতুষ্ট! দুই দণ্ড পরে রাজসভা ভঙ্গ হোলো।

প্রায় সন্ধ্যা! যুবরাজের কাছে বিদায় নিয়ে, আমরা সামন্তের বাড়ীতে পুনর্যাত্রা কোল্লেম। পাঠক মহাশয় সহজে বুঝ্‌তে পার্‌বেন বোলেই, আমার নব পরিচিত নিরুদ্দিষ্ট খুল্লতাত মহাশয়কে পূর্ব্বপরিচিত সামন্ত নামেই পরিচয় দিলেম। আমরা খুল্লতাত মহাশয়ের ভবনেই পুনর্যাত্রা কোল্লেম। আনন্দের রজনী, সুখ-শয্যায়, সুনিদ্রায় আনন্দে আনন্দেই সুপ্রভাত হোলো।

পরদিন প্রাতঃকালে আমার খুল্লতাত সংবাদ পাঠিয়ে, সপরিবার সীতারাম পণ্ডিতকে আপনার বাড়ীতে আনালেন। একত্রে আলাপ পরিচয়ে সম্মিলন হোলো। অপরাহ্নে কৃষ্ণকিশোর বাবু আমারে বোল্লেন, "বহুদিন বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ কোচ্চি, অধিকদিন আর এখানে অবস্থান কোত্তে ইচ্ছা হোচ্চে না, কতদিন তুমি আর এদেশে থাক্‌বে? যা কিছু জান্‌বার অপেক্ষা ছিল, সমস্তই ত জানা হোলো, জাতি কুলের মিলন হোলো, তবে আর বিদেশে বেভূমে অবস্থান কেন? জননী জন্মভূমির প্রতি স্নেহ আবির্ভূত হোয়ে মনকে অতিশয় আকর্ষণ কোচ্চে। জাত কুল সমস্তই যখন জানা হোলো, তখন আর বিদেশে বেভূমে অবস্থান কেন?—স্বদেশে গিয়ে, অভিলাষমত সুখসম্ভোগে কালযাপন করা একান্ত আমার অভিপ্রায়।"

অভিলাষ আর অভিপ্রায় ইঙ্গিতেই আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম। উত্তর কোল্লেম, "স্বদেশের জন্য আমারও চিত্ত চঞ্চল। কিন্তু সুখ সম্ভোগের কথা যা আপনি, বোল্‌ছেন, সেটী এখন আর আমার হস্তায়ত্ত—সাধ্যায়ত্ত নয়; খুল্লতাতের মত সাপেক্ষ।"

এই উত্তরে তিনি কিছু লজ্জিত হোলেন। সেই প্রকৃতিসিদ্ধ লজ্জার উপদেশে মুহূর্ত্তকাল নম্রমুখে রইলেন।—মুহূর্ত্তকাল নতশিরে নিরুত্তর থেকে কৃষ্ণকিশোর বাবু সলজ্জভাবেই বোল্লেন, "না না, আমি সে কথা বোল্‌ছি না; কুশলে, স্বদেশে যাবার কথাই বোল্‌ছি!"

"আমিও ত তাই বোল্‌ছি! খুড়ামহাশয়ের মত নিয়ে, স্বদেশে গিয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করা আমারও অভিলাষ। সেই কথাই ত আমি বোল্‌ছি! আপনি এ কথা সে কথা কেন ভাবেন? আপনাদের অভিলাষমত মূল কথাই ত আমি বোল্‌ছি! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, তাঁরে সম্মত কোরে অবিলম্বেই আমি ফিরে আস্‌ছি।" এই কটী কথা বোলে, মুখ ফিরিয়ে একটু মৃদু হেসে, ক্ষণপ্রতীক্ষায় সে ঘর থেকে আমি বেরুলেম।

নির্জ্জনে খুল্লতাত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে দুটী চার্‌টী অন্য কথার পর, কৌশলক্রমে বোল্লেম, "কৃষ্ণকিশোর নামে যিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি আমার পরম উপকারী, প্রাণসম প্রিয়বন্ধু। বংশ-মর্য্যাদায় সম্ভ্রান্ত কুলীন, মিত্রকুলোদ্ভব। চরিত্রও অতি উত্তম, স্বভাবে দোষের লেশমাত্রও নাই। বিষয়ী-সংসারে ধনসম্পত্তিতেও স্বদেশে বিশেষ প্রতিপন্ন। ভগিনী প্রভাবতী যখন অম্বিকা নামে বারাণসী ধামে ছিলেন, সেই সময় উভয়ে উভয়ের প্রকৃতি সৌন্দর্য্যে মনোমিলন কোরে অহরহ সুখী থাক্‌তেন দেখ্‌তেম। আমি বোধ করি, উভয়ের মনে প্রাকৃতিক উপদেশে অনুরাগ সঞ্চার হোয়েছে। পরিণয়-সূত্রে, মিলন-সূত্রে, উভয়ে একত্র আবদ্ধ হন, এ-ই আমার বাসনা।"

কথার আভাস বুঝ্‌তে পেরে, সামন্ত মহাশয় স্মিতমুখে বোল্লেন, "আমারো ইচ্ছা; কিন্তু একটী প্রতিবন্ধক! সে ক্ষেত্রে যে যে সূত্রে, যে যে বিষয়ের সম্মিলন হোয়েছে, সবই আমি শুনেছি। অসহায় অবস্থায় কৃষ্ণকিশোর আমার অনাথা কন্যাকে যে প্রকার যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ কোরেছেন, তাও আমি শুনেছি। চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক, সেটীও আমার জানা হোয়েছে। উপযুক্ত পাত্রে প্রভাবতী সমর্পিত হয়, এটীও আমার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু পূর্ব্বেই ত তোমাকে বোলেছি, একটী প্রতি-বন্ধক! এ আশ্রম, এখন আমাদের বিদেশ; সে শুভ সংযোগ এখানে সুসংমিলিত হওয়া দুর্ঘট। স্বদেশে গিয়ে শুভক্ষণে সেই শুভ অভীষ্ট সুসিদ্ধ করা যাবে। আমার আরো ইচ্ছা, দুটী পরিণয় একত্রে এক সময়ে এক দিক্‌ন সুসম্পন্ন হয়।"

"দুটী পরিণয়?—কার কার?" আমার এই বিস্ময়সূচক প্রশ্নে খুড়া মহাশয় হর্ষ-প্রফুল্লমুখে এই উত্তর কোল্লেন, "অম্বিকার আর মতিয়ার!"

"মতিয়ার?—সে কি মহাশয়? আমি জান্‌তেম, তার বিবাহ হোয়েছে। কারো মুখে সে কথা শুনি নি বটে, কিন্তু বয়োধর্ম্মের দৈহিক অবস্থা দেখে অনুমান কোরেছিলেম, এত বড় কন্যা কখনোই অনূঢ়া থাক্‌তে পারে না। এ পর্য্যন্ত তার বিবাহ হয় নি?—কেন হয় নি?—গুজরাটী সমাজে পাত্রের অপ্রতুল কি? প্রতিবন্ধকতাই বা কি? আরো শুনে-ছিলেম, সীতারামজী সম্পর্কে আপনার ভায়রা ভাই। এখন বুঝ্‌তে পারি, সে সম্পর্ক অমূলক, তিনি একজন নিঃসম্পর্কীয় গুজরাটী বণিক। তবে এতদিন তাঁর কন্যার বিবাহ হয় নি কেন?"

আমার এই প্রশ্ন শুনে খুল্লতাত মহাশয় একটু হেসে উত্তর কোল্লেন, "সম্পর্ক যা তুমি শুনেছিলে, তা অমূলক নয়, যথার্থই সীতারাম আমার ভায়রা-ভাই; গুজরাট দেশের লোক নয়। গুজরাটী হোলে এতদিন মতিয়ার বিবাহ অবশিষ্ট থাক্‌তো না। সীতারাম গুজরাটী নয়, নামও সীতারাম নয়, কন্যার নামও মতিয়া নয়। সীতারামের সত্য নাম, সতীশচন্দ্র মিত্র;—মতিয়ার যথার্থ নাম, অনঙ্গকুমারী;—নিবাস, বনবিষ্ণুপুর। আমি সংসারাশ্রমের আশ্রমী হবার পর অবধি সতীশ-চন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়, বিশেষ সৌহার্দ্দ্যও জন্মে। সহধর্ম্মিণী বিয়োগের পর, যখন আমি ভদ্রাসন ত্যাগ কোরে দেশত্যাগী হই, সে সময় অবসর অভাবে কোনো কথাই তাঁরে জানিয়ে আস্‌তে পারি নি। পূর্ব্ব

বর্ণিত নানা অবস্থায় নানা স্থান পর্য্যটন কোরে, যখন গুজরাটে এসে এই আশ্রমে আশ্রমী হই, সেই সময় যথাযথ ঘটনা বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ কোরে বিষ্ণুপুরে সতীশ-চন্দ্রের নামে এক পত্র পাঠাই। সেই পত্রের উত্তরে তিনি এই আভাস জানান যে, সপরিবারে গুজরাটে এসে, আমার নিরাশ্রয় আশ্রয়ের সহবাসী হবেন। যথা সময়ে সেই আভাসের ইচ্ছা তিনি সফল করেন। কিছু দিন একত্রে থেকে ব্যবসায় কার্য্যের সুবিধার অনুরোধে তিনি স্থানান্তরে আবাস নির্ণয় কোল্লেন। সেই আবাসে তাঁর সহধর্ম্মিণী সন্তানসন্ততির জননী হোলেন, মহাজনী ব্যবসায়ে যথাসম্ভব কিছু সঙ্গতিও হোলো। ভাগ্যদোষে আমি পুত্রকন্যা লাভে বঞ্চিত, সুতরাং সতীশের দুটী পুত্রকে স্নেহবশে আপনার নিকটেই রাখি; কন্যাটী মাতা পিতার কাছে থাকে। সেই কন্যাই ঐ মতিয়া; সত্য নাম অনঙ্গকুমারী। এখন তুমি বুঝ্তে পাল্লে, যে কারণে অনঙ্গকুমারী এতদিন পর্য্যন্ত অনূঢ়া অবস্থায় রয়েছে। এদেশে বাঙ্গালী পাত্র অতিশয় দুর্লভ, সেইজন্যে এযাবৎকাল বিবাহ হয় নি। আমার ইচ্ছা ছিল, কিছু-দিন পরে স্বদেশে গিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে প্রচ্ছন্ন-আবাসে আশ্রমী হোয়ে, অনঙ্গকুমারীর বিবাহ দিব; আর প্রচ্ছন্নভাবেই সেই দেশে অব-স্থিতি কোর্‌বো। কিন্তু পরমেশ্বরের অনন্ত লীলা, ইচ্ছাও ফলবতী হোলো, অথচ প্রচ্ছন্ন-ভাবে থাক্‌তে হোলো না। সেই নিমিত্তই বোল্‌ছিলেম, দুটী পরিণয় একত্রে এক সময়ে একদিনে সুসম্পন্ন হবে। পাত্রও স্থির করা হোয়েছে!"

শুনেই আমার স্বর স্তব্ধ,—গাত্র রোমাঞ্চ! —কোথাকার সংযোগ কোথায় হয়, সংযোজন-কর্ত্তা বিধাতাই একমাত্র সে গুহ্য তত্ত্ব পরি-জ্ঞাত।—সবিস্ময়ে প্রশ্ন কোল্লেম, "এইমাত্র আপনি বোল্‌ছিলেন, এদেশে বাঙ্গালী পাত্র দুর্লভ বোলে এত বয়স পর্য্যন্ত অনঙ্গকুমারী অনূঢ়া অবস্থায় আছে। তবে কি প্রকারে ইতিমধ্যে পরিণয়পাত্র স্থির করা হোলো?—সে পাত্র কে,—কোন্ ভাগ্যবান—"

চকিত-প্রশ্ন সমাপ্ত কর্‌বার উপযুক্ত অব-সর না দিয়েই খুল্লতাত মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর কোল্লেন, "পাত্র স্থির হোয়েছে, নিক-টেই আছে! কে সেই পাত্র, তা আমি মনে মনেই জ্ঞাত আছি! জন্মভূমিতে গিয়ে মনাভীষ্ট সফল কোর্‌বো!"

যখন দেখ্‌লেম মনাভীষ্ট পর্য্যন্তই তাঁর ব্যাখ্যান, তখন আর মনোভাব জান্‌বার জন্যে বিশেষ আগ্রহ জানালেম না। সময়ও ক্রমে অগ্রবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লো,—কথোপকথনে বিরত হোয়ে পিতৃব্যের নিকট বিদায় নিয়ে, কৃষ্ণকিশোর বাবুকে যে ঘরে প্রতীক্ষা-পথে বোসিয়ে রেখে এসেছি, সেই ঘরে চোলে গেলেম। প্রফুল্লমুখে বোল্লেম, "আপনার অভিলাষ, আমার অভিপ্রায়, খুল্লতাত মহা-শয়ের মতের সঙ্গে ঐক্য হোয়েছে; শুভ অবসর উপস্থিত, জন্মভূমি যাত্রার আর অধিক বিলম্ব নাই, অচিরেই আমরা সবান্ধবে স্বদেশে যাত্রা কোর্‌বো।" শুনে তিনি পরম পুলকিত হোলেন। সেই প্রসঙ্গের অঙ্গাধীন অন্যান্য সংক্ষিপ্ত আলাপে সেই ক্ষেত্রের অবসরকে বিদায় দিয়ে আমরা অপরাপর নিত্য কার্য্যে ব্যাপৃত হোলেম। সে দিবস, সে রজনী, এই প্রকারে অতিবাহিত হোলো।

পরদিন জন্মভূমি যাত্রা।—সর্ব্ব প্রথমে

মহারাজ গুইকুমারের নিকট বিদায় হোয়ে, যুবরাজের কাছে বিদায় চাইলেম। তিনি আর কিছু দিন বরদারাজ্যে অবস্থানের জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ কাল্লেন,—স্নেহ মমতা আর মিত্রতা বিজ্ঞাপন কোরে আর কিছু-দিন একত্র মৈত্র-সহবাসের আকাঙ্ক্ষা নানা মতে সূচনা কোল্লেন।—বিশেষ প্রয়োজন, বিবিধ গুরুকার্য্য,—নানা প্রকার গুপ্ত সংযোগের আশু মিলন নিবেদন কোরে, আশু বিদায়ের আগ্রহ, অভিলাষ, আর আবশ্যকতা, জ্ঞাপন কোল্লেম। অগত্যা দুঃখিতচিত্তে স্বদেশ যাত্রায় তিনি সম্মতি দিলেন। খুড়া মহাশয় বহুদিন রাজাশ্রয়ে ছদ্মবেশে পালিত হোয়েছিলেন, আত্ম-প্রকাশের পর, সহৃদয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার কোরে, মহারাজ আর রাজকুমারের নিকট বিদায় হোলেম। শ্যাম বাবু আর কৃষ্ণকিশোর বাবু সমাদর ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হোয়ে, শ্লাঘাজ্ঞানে রাজপুত্রকে অভিবাদন কোল্লেন। আনন্দের সময়, আনন্দ-বিচ্ছেদে সচরাচর যেমন হোয়ে থাকে, সেই প্রকার বিদায়ী আর বিদায়দাতার মুখে হর্ষ বিমর্ষ উভয় চিহ্নই প্রতিভাত হোলো।

বরদারাজ্যে যে যে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অভাবনীয় ঘটনায় পরিমিলন হোয়েছিল, একে একে সকলের কাছে বিদায় নিলেম। সদাব্রতবাড়ী, আমার বরদায় প্রতিপত্তির নিরাপদ প্রথম দুর্গ স্বরূপ; সেই আশ্রমের ধর্ম্মশীল অধিনায়ক পণ্ডিত শিউশরণ আমার অকারণ মিত্র;—সাশ্রুনয়নে তাঁর কাছে বিদায় চাইলেম। পরস্পর অশ্রু বিনিময় হোলো; কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এতদিনের পরিচিত সীমন্ত,-নবপ্রকাশিত আমার খুল্লতাত মহাশয়ের আবাস বাড়ী তাঁরে দান কোল্লেম। বিশেষ অনুসন্ধানে রহস্যাগারে রামরঙ্গণের সাক্ষাৎলাভ হোলো; ঘটনা-কুহকে গুজরাটে এসেছিলেন, অভীষ্ট সিদ্ধি কোরে স্বদেশে চোল্লেম, এই কথা তাঁরে জানিয়ে বিদায় হোলেম। সীতারাম পাণ্ডিত ওরফে সতীশচন্দ্র মিত্রকে অনুনয় অনুরোধ কোরে তাঁর বিদেশাশ্রম বাড়ীখান রামরঙ্গনকে অর্পণ করা হোলো। আমরা সকলে বরদারাজ্য থেকে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা কোল্লেম।

খুড়া মহাশয় আর আমি [illegible] আরোহণে, কৃষ্ণকিশোর, শ্যামসুন্দর আর সতীশচন্দ্র বাবু অশ্বে; অন্তঃপুরচারিণী কুলকামিনীরা চতুর্দোলে; অনুচর, পার্শ্বচর, আর রক্ষিগণ, অশ্বারোহণে, পাদচারে শ্রেণীবদ্ধ হোয়ে অনুগামী হোলো। আমরা পরমানন্দে বরদারাজ্য থেকে বেরুলেম।

পূর্ব্বমত নানা স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক বারাণসী প্রয়াগতীর্থ পরিদর্শন কোরে, যথা সময়ে জন্মভূমি মানকরে উপস্থিত হোলেম। পৈতৃক আসনে অভিষিক্ত, বিষয়াধিকার, পরিবার-মিলন, গ্রাম-মিলন, খুল্লতাতের মকদ্দমা খারিজ, ফরিয়াদীর দণ্ড ইত্যাদি [illegible] বৈষয়িক কর্ত্তব্য,—সংযোজ্য প্রস্তাবের [illegible] পাঠক মহাশয়ের বিরক্তিকর আলোড়ন হবে, এই আশঙ্কায় স্থূল স্থূল চুম্বকে চুম্বকে পরিসমাপ্ত কোল্লেম।—সহকারী বন্ধুবর্গ সকলেই একত্রে এক বাটীতে অবস্থিত।

ষড়ধিক শততম কাণ্ড।

শুভ পরিণয়

১২৫৪ সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুইমাস বিগত,—আষাঢ় আগত। একদিন অপরাহ্নে আমি একাকী নির্জ্জন-গৃহে বোসে আছি, হঠাৎ খুড়া মহাশয় সেই ঘরে এলেন। নিকটে বোসে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "বৎস প্রবোধ-চন্দ্র! এতদিনের পর শুভদিন উপস্থিত! তোমার বিবাহ, প্রভাবতীর বিবাহ, কৃষ্ণ-কিশোরের বিবাহ, আর অনঙ্গকুমারীরও বিবাহ!—একদিনে চারি বিবাহ,—শুভ সংযোগ! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে যে পাত্রের যে যে পাত্রী স্থির হোয়ে আছে, বিধাতা যে যে সংযোগ যোজনা কোরে রেখেছেন, সেই যোজনা-তরুর সুবাস-কুসুম, চারি বিবাহ একত্র!—২১এ আষাঢ় শুভদিন, শুভ-লগ্ন!"

ক্ষণকাল আমি নিরুত্তর;—বিস্ময়ে মৌনী।—হর্ষমিশ্র চিন্তায় অকস্মাৎ বিস্ময়। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার বিবাহ? জননী কি সম্মত হোয়েছেন?—আমি এখন নানা কাজে ব্যস্ত, পরিণয়ে ইচ্ছাও এখন নাই, সময়ে অনুসন্ধান কোরে, আপনারা যা স্থির কোর্‌বেন, তা-ই স্থির হবে। প্রভাবতীর বিবাহ যত শীঘ্র সুসম্পন্ন হয়, ততই উত্তম। যে পাত্রে সেই গুণবতী কন্যা সম্প্রদান কোর্‌বেন, সে পাত্রটীও অতি যোগ্য,—অতি উত্তম কল্প।—কৃষ্ণকিশোর বাবু সর্ব্বাংশেই প্রভাবতীর উপযুক্ত পাত্র। এই আকাঙ্ক্ষিত শুভ-মিলন যত শীঘ্র সুসম্পন্ন হয়, ততই উত্তম। আর অনঙ্গকুমারীর জন্যে যে পাত্র আপনি গুজরাটে স্থির কোরেছেন, যদিও সে পাত্র আমি স্বচক্ষে দেখি নি, তথাচ আপনি যখন নির্ব্বাচন কোরেছেন, তখন অবশ্যই যোগ্য পাত্র হবে সন্দেহ নাই। সেই পাত্রে অনঙ্গ-কুমারী অর্পণ করুন। রূপে যেমন অনঙ্গ-কুমারী সুশোভিনী, গুণালঙ্কারেও তেমনি শোভাময় সুশোভিতা। অতি সুশীলা, প্রিয়-ভাষিণী; প্রকৃতিও তেমনি নম্র। আকারে, গঠনে, যেমন কোনো খুঁত নাই, পবিত্র কুমারীস্বভাবেও তেমনি কোনো কলঙ্ক নাই। অনঙ্গকুমারী উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হয়, এ-ই আমার একান্ত বাসনা! গুণবতী গুণগৌর-বিণী অপাত্রে বিন্যস্ত হোয়ে যেন দুঃখিনী না হয়, আপনার কাছে কেবল এ-ই এক নিবে-দন, এ-ই আমার প্রার্থনা! তাত! বোল্‌তে কি, যেদিন আমি মতিয়া নামে অনঙ্গকুমারীকে গুর্জ্জরের দুর্দ্দান্ত দস্যুহস্ত থেকে পরিত্রাণ করি, সেইদিন আমার মনে যে কি অপূর্ব আনন্দ তরঙ্গিত হোয়েছিল, তা আমি এখন তিলমাত্র বোল্‌তে পাচ্চি না, এখনো পর্য্যন্ত বিস্মরণ হয় নাই; স্মরণ আছে; কিন্তু কি যে সেই বিমল আনন্দ, তা আমি মুখফুটে বোল্‌তে পাচ্চি না! আমি নিজে নানা আপদ বিপদের, নিদারুণ মহাসঙ্কটের অভ্যাগ্যবান পান্থ। মহা বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে;—প্রাণসঙ্কট মহা বিপদ থেকে নিস্তার পেয়ে, যে আনন্দ অনুভব না হোয়েছিল, দুরন্ত দস্যু-কর-কবলিতা অনঙ্গ-কুমারীকে (মতিয়া নামে) উদ্ধার কোরে

তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ বিমল আনন্দ অনুভব কোরেছি! সেইদিন অবধি যখন আমি নির্জ্জনে বোসে মতিয়ার উদ্ধারের কথা স্মরণ করি, তখনি হৃদয়মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় বিপুল আনন্দভাব সমুত্থিত হয়; জীবন জন্ম সার্থক জ্ঞান করি! জান্তেম, অনঙ্গকুমারী পরিণীতা, তারে উদ্ধার কোরে পরিণেতার মনে যে কি অতুল আনন্দ বিতরণ কোল্লেম, সেইটী যখন চিন্তা কোত্তেম, তখনো এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হোতো, জীবন জন্ম সার্থক জ্ঞান কোত্তেম! আপনার মুখে যখন শুনলেম, অনঙ্গকুমারী অনূঢ়া, তখন এক নূতন ভাব,—নূতন চিন্তা! কোন্ ভাগ্যবান পুরুষের ভাগ্যে এই কুমারী কন্যারত্ন নির্দ্ধারিত আছে, সে-ই চিন্তা!—আরো, সেই ভাগ্যবান পুরুষ যদি এই রমণীরত্নের গুণগৌরব, শীলতা, মর্য্যাদা, স্বভাবসিদ্ধ সরল হিতার্থ উপদেশ উপলব্ধি কোত্তে না পারে, কোনো সূত্রে, কোনো প্রকারে যদি কিছু ব্যতিক্রম ঘটে, তা হোলে মহিমাসার গুণসংসারের অমর্য্যাদা হবে, সেটীও এক মহা চিন্তা! অনঙ্গকুমারীর মস্তকের একটীমাত্র কেশ ছিন্ন হোলে, আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হয়। সামান্য সূত্রে যখন এতদূর পরিবেদনা, তখন সেই কুমারীর ভাবী স্বামী কোনো সূত্রে, যদি তারে কিছু অবহেলা করে, তা হোলে গুণসংসারের অমর্য্যাদা হবে, সেটীও এক মহা চিন্তা! গুণগৌরবিণীর অমর্য্যাদা হোলে আমার অন্তর, আমার আত্মা, যার পর নাই ব্যথিত হবে,—মহিমাসার গুণসংসারের অমর্য্যাদা হবে! সেইজন্যে বোল্‌ছি, অপাত্রে যেন অনঙ্গকুমারী অর্পিতা না হয়,—যথাযোগ্য সুপাত্রেই যেন অনঙ্গের পিতা অনঙ্গকে সম্প্রদান করেন! গুজ্‌রাটে যখন ছিলেম, অনঙ্গের একটী কথাও শুনি নি, ডাকাতের কবল থেকে যখন উদ্ধার কোরি, তখন রোদনধ্বনি ভিন্ন অন্য আলাপ অপ্রকাশ ছিল। এবারে যখন দেখা হয়, তখনো লজ্জা অন্তরায় ছিল, একটী কথাও শুনি নি। মানকরে এসে মাঝে মাঝে ভগিনী প্রভাবতীর সঙ্গে যে কদিন অনঙ্গের স্বভাবসিদ্ধ মধুর হিতার্থবাক্য শ্রবণ কোরেছি, তাতে হৃদয় আর কর্ণকুহর সুস্নিগ্ধ, পরিতৃপ্ত হোয়েছে! দস্যুহস্তে পরিত্রাণ কোরে মন যেমন প্রফুল্ল হোয়েছিল, মধুরালাপ শ্রবণ কোরে হৃদিকর্ণও সেইরূপ সুশীতল হোয়েছে! করাল তস্কর-কবল থেকে এরূপ নারীরত্ন আমা হোতে যে উদ্ধার হোয়েছে, এ-ই আমার সৌভাগ্য,—পরম লাভ, জীবন জন্ম সার্থক জ্ঞান কোচ্চি! অনঙ্গের মধুরবাক্য কেবল শ্রবণকুহরে মধুর নয়, হিতার্থ জ্ঞান উপদেশ! অনুমান হোচ্চে, অনঙ্গের সহবাসে, অনঙ্গের উপদেশে, নারী স্বভাবের দ্বিতীয় সংস্কার হয়! নিরবচ্ছিন্ন অসৎ প্রসঙ্গে যে হৃদয় প্রচ্ছন্ন, মলিন; অনঙ্গকুমারীর সৎপ্রসঙ্গে সেই হৃদয় সুমার্জ্জিত, প্রভাসম্পন্ন হোতে পারে! ক্রূর সহবাসে যে হৃদয় স্বভাবতঃ ক্রূর, অনঙ্গের সরল উপদেশে সেই নিষ্ঠুর ক্রূর হৃদয় সহজেই সরল হয়!—যে রমণীহৃদয় অসৎ পথে অসৎ চরিত্রের অনুগামী, অথবা আশু বিপথগামী; অনঙ্গের হিতোপদেশে সেই হৃদয় সৎপথের অনুসারী হয়! আমার বিশ্বাস এতদূর যে, যদি কোনো গৃহাঙ্গনা প্রকৃতির বিকৃত উপদেশে, অন্যায়পন্থায় অভিসারিকা হোয়ে, অনঙ্গের সৎ উপদেশে বধিরা হয়, কিম্বা ছলনা-কৌশলে আত্মমনোভাব গোপন করে, অথবা পাশ্‌কথা পেড়ে ছলনা-কৌশলে মূল-প্রসঙ্গ চাপা দেয়;

তা হোলে, খুড়া মহাশয়, নিশ্চয় জানবেন, সে আত্মার অভ্যুদয় নাই!—ইহ জগতে অনন্ত দুঃখ উপভোগ কোর্‌বে, এইটীই স্থির। ইহ জগতে ত অভ্যুদয় না-ই নাই, পরিণামে পরলোকে অনন্ত নিরয় অনিবার্য্য;—অকপটে আবার এতদূর বিশ্বাস! সেইজন্যে বোল্‌ছি, অনঙ্গকুমারী যাতে অপাত্রে বিন্যস্ত না হয়, সুপাত্রে সমর্পিতা হয়, সৌভাগ্যবতীর চিরজীবন যাতে সৌভাগ্যবতী থাকে, অনুগ্রহ কোরে আপনি এইটীই কোর্‌বেন; এ-ই আমার প্রার্থনা! আমার বিবাহের জন্যে ব্যস্ত হবার আবশ্যক নাই, সময় আছে!"

উত্তেজিত হোয়ে, বায়ু-বহনের ন্যায় এই সুদীর্ঘ অধৈর্য্যপ্রদ বাগ্‌বিন্যাস আমার রসনা থেকে বিনির্গত হোলো। পরক্ষণেই অতিশয় লজ্জিত হোলেম।—কেন যে এত কথা বোল্লেম, কেন যে অনঙ্গকুমারীর গুণ পক্ষপাতী হোলেম, কেন যে পূজনীয় খুল্লতাত সমক্ষে লজ্জাবন্ধন শিথিল হোলো, কিছুই বোল্‌তে পারি না। কিন্তু বোলেই নম্রমুখে লজ্জিত হোয়ে নিরুত্তর হোলেম।

আহ্লাদে গদ্‌গদ্ হোয়ে, স্থিরচিত্তে খুড়া মহাশয় আমার সমস্ত কথাগুলি সোৎসুকে শ্রবণ কোল্লেন। তৎপরে ঈষৎ হাস্য কোরে বোল্লেন, "তুষ্ট হোলেম,—তোমার কথা শুনে আমি অতিশয় তুষ্ট হোলেম! অনঙ্গকুমারীর গুণগরিমা যা তুমি জ্ঞাত হোয়েছ, আর যা তুমি এইমাত্র আমারে বোল্লে, সে সমস্তই সত্য। অনঙ্গ যথার্থ-ই রমণীরত্ন,—আমাদের দেশের বামাকুলের আদর্শ! কিন্তু তার বিবাহ, শুভদিন উপস্থিত! তুমি অসম্মত হোলে, সে শুভ সংযোগে সমূহ ব্যাঘাত! আমার মত, তোমার জননীর মত, কন্যার পিতা সতীশ-চন্দ্রেরও মত, কেবল তোমার অভিমতের অপেক্ষা!—গুজ্‌রাটে যে পাত্র আমি স্থির কোরেছিলেম, সে আমার মনোমত, কন্যা-কর্ত্তারও মনোমত, কেবল তোমার সম্মতির অপেক্ষা! পাত্র সুযোগ্য, যে আশঙ্কা তুমি কোচ্চো, সে আশঙ্কা নাই, নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র পাত্র! যা তোমার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা ফলবতী হবে, অনঙ্গকুমারী কস্মিন্‌কালে, স্বপ্নেও কোনো কষ্ট পাবে না! সকলেরই মত হোয়েছে, লগ্নও স্থির হোয়েছে, কেবল তোমার সম্মতির অপেক্ষা! তুমি আমাদের বংশধর, উপযুক্ত সন্তান, তোমার সম্মতি-ভিন্ন এই শুভকর্ম্ম কোনো মতেই সুসম্পন্ন হয় না!"

সবিনয়ে সলজ্জায় মৃদুস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার সম্মতির আর অপেক্ষা কি?—পাত্রের নিমিত্ত যে এক উদ্বেগ ছিল, আপনার বাক্যে সে উদ্বেগ দূর হোয়েছে। এখন আপনার ইচ্ছামত শুভকর্ম্ম সম্পাদন করুন। আপনি পিতৃব্য, পিতৃতুল্য। শাস্ত্র-মতে ভ্রাতৃষ্পুত্র পুত্রস্বরূপ। পিতার বাক্য সন্তান কি কখনো অবহেলা কোত্তে পারে? আমার মতামতের অপেক্ষা কি? আপনাদের অভিমতেই আমার অভিমতি। তবে অনুগ্রহ কোরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যা কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তা-ই যথেষ্ট!—যখন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেছে, তখন আর কালবিলম্ব না কোরে অনঙ্গকুমারীকে পাত্রস্থ করুন!"

"তবে তোমারও বিবাহ সেইদিনে হবে? কেমন, সম্মত আছ?"

এই প্রশ্ন কোরে খুল্লতাত মহাশয়, আহ্লাদে আগ্রহে আমার মুখপানে একবার চাইলেন। মনে কোনো গূঢ়ভাব বিদ্যমান

আছে, সেটী আমি স্পষ্টরূপেই জানতে পাল্লেম। কিন্তু সেই গুহ্য ভাবটী যে কি, তা আমি অসংশয়ে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পাল্লেম না। সুতরাং করযোড়ে সবিনয়ে বোল্লেম, "পূর্ব্বেই ত নিবেদন কোরেছি, আমার বিবাহের জন্যে ব্যস্ত হবার আবশ্যক নাই। প্রভাবতী আর অনঙ্গকুমারীর শুভ পরিণয় আশু সুসম্পন্ন হোক্, তার পর সময়ে আপনারা যা আমারে অনুমতি কোর্‌বেন, তাতেই আমি প্রস্তুত হবো।"

"তা হোলে আর অনঙ্গকুমারীর বিবাহ হবে কেমন কোরে? যে পাত্র আমি গুজ্‌রাটে স্থির কোরেছি,—অনঙ্গকুমারীর বিবাহের জন্য যে পাত্র আমি মনে মনে নির্ব্বাচন কোরে রেখেছি, নিরূপিত রজনীতে তুমি যদি দার-পরিগ্রহে সম্মত না হও, তা হোলে কুমারী অনঙ্গকুমারী কখনোই আর পাত্রস্থ হবে না,—সেই নির্ব্বাচিত পাত্রও অনঙ্গের পাণিগ্রহণ কোত্তে—"

খুল্লতাতের কথায় বাধা দিয়ে আমি সচকিতে সবিস্ময়ে প্রশ্ন কোল্লেম, "কেন মহাশয়? আমার সম্মতি বিনা, আমার বিবাহ বিনা, আপনার মনোনীত-পাত্র অনঙ্গকুমারীর পাণিগ্রহণে বিরত হবেন কেন?—একরাত্রে আমার বিবাহ না হোলে, অনঙ্গকুমারীর বিবাহ হবে না-ই বা কি জন্য? —মনোনীত-পাত্র পরিণয়ে অস্বীকারই বা কোর্‌বেন কেন?"

"কারণ আছে,—নিগূঢ় বিশিষ্ট কারণ! যে কারণে অনঙ্গকুমারীর শুভ পরিণয়ে বাধা,—যে কারণে মনোনীত-পাত্র অনঙ্গের পাণিগ্রহণে অসম্মত হবে, সে কারণই তুমি!—তুমি সম্মত না হোলে, কোনোক্রমেই এই শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় না! বৎস প্রবোধচন্দ্র! সুশীলা কুমারী অনঙ্গকুমারীর উপযুক্ত পাত্র, আমার মনোনীত নির্ব্বাচিত পাত্রই তুমি!" এই কথা বোলে আমার মুখপানে তীক্ষ্ণ-স্নেহ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত কোরে খুড়া মহাশয় নিস্তব্ধ হোলেন।

আমি লজ্জায় নতমুখ, কোনো উত্তর কোত্তে পাল্লেম না।—আভাসে অভিপ্রায় বুঝে খুল্লতাত মহাশয় স্নেহবাক্যে আশীর্ব্বাদ কোরে সে ঘর থেকে উঠে গেলেন। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় দশম ঘটিকা অতীত হোয়েছিল, আমিও ক্লান্ত হোয়ে বিশ্রাম শয্যায় শয়ন কোল্লেম।

২১এ আষাঢ় সমাগত।—শুভদিনে শুভক্ষণে প্রভাবতীর সহিত কৃষ্ণকিশোর বাবুর, আর অনঙ্গকুমারীর সহিত আমার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হোলো।—আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রণয়, আনন্দ, শুভ-মিলন, পঞ্চরত্ন সমাবেশ—স্বস্তি!

সপ্তাধিক শততম কাণ্ড।

আচার্য্যের গৃহ

শ্রাবণমাসের পাঁচ সাতদিন অতীত।—শিক্ষাগুরু মাধবাচার্য্যের অনাথা পরিবার কি অবস্থায় আছেন, সেই তত্ত্বের অনুসরণে আমার শিশুকালের আশ্রয়দাতা জ্ঞানগুরু

সুবর্ণগ্রামে যাত্রা কোল্লেম। সঙ্গে লোক-জন অধিক নিলেম না, শুদ্ধ একজনমাত্র অনুচরসহ বাড়ী থেকে বেরুলেম।—পূর্ব্ব নিদর্শনমত পন্থায় পাঠাবাসের উদ্দেশ পেলেম; কিন্তু সেখানে সে বাড়ী নাই। চারিদিকে বন, মাঝে মাঝে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ, জনসঞ্চারের একমাত্র চিহ্নস্বরূপ অতি অপ্রশস্ত একটী রাস্তা;—কণ্টকী-লতায় আচ্ছন্ন, অতি অপরিষ্কার। প্রবেশ কোত্তে দুই পার্শ্বের লতাকণ্টক মস্তক আবরণ করে,—গতিতে বাধা দেয়! বোধ হোলো, বহুদিন এ পথে জনমানবের গতিবিধি নাই।—দাঁড়ালেম—একদৃষ্টে সেই বনপথে সাগ্রহে নয়ন সঞ্চালন কোল্লেম। কানন অভ্যন্তরে একখানি সামান্য তৃণকুটীরের শিখরাচ্ছাদন নেত্রগোচর হোলো। গৃহাশ্রমী লোকাশ্রমের সেই মাত্র নিদর্শন—যে নগর এক সময়ে মহা সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, সেই নগরীর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, আমার আচার্য্য মহাশয়ের আবাস-নিকেতনের এ-ই অবস্থা, এ-ই দশা!—জনপদ উচ্ছিন্ন, প্রবাহিনী তরঙ্গিণী একগাছি রূপার তারের ন্যায় মৃদু-গামিনী! দেশ লোকালয় শূন্য,—উচ্ছিন্ন! অট্টালিকা, প্রাসাদ, সৌভাগ্য, সমস্তই ধ্বংসা-বশেষ! সুন্দর সুন্দর নিকেতন শ্বাপদ বন্য-জন্তুর নিবাস! এই ভগ্ন-জনপদে বাল্যাবস্থায় যখন আমি অবস্থান কোরেছি, তখনো এক প্রকার লোকস্থান বোলে বোধ হোতো, এখন তার আর কিছুই নাই! মনে মনে কোচ্চি, হয় ত আচার্য্যের পরিবারেরা এখানে নাই। যে তৃণাবাস নয়নগোচর হোচ্চে, হয় ত কোনো উদাসীন সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে তপস্যা কর্‌বার জন্যে এই কুটীর নির্ম্মাণ কোরে থাক্‌বেন। ভাবছি, সম্মুখে একজন লোক এলো;—ইতর লোক। আকার প্রকারে বোধ হোলো, পূর্ব্বদৃষ্ট,—চেনা। প্রথম দর্শনে ঠিক চিন্‌তে পাল্লেম না, নিরীক্ষণ কোরে দেখে একটু পরেই স্মরণ হোলো, চিন্‌লেম।—অধ্যাপকের গো-রক্ষক সেই রাখাল! সে স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো; বোধ হোলো চিন্‌তে পাল্লে না। সে সময় আমার আকার প্রকারের অনেক পরিবর্ত্তন হোয়েছিল, পরিচ্ছদও বিভিন্ন প্রকার। বিজন বিপিনাবাসে তৎকালে সে প্রকার লোকের সমাগম অসম্ভব ভেবে, রাখাল সবিস্ময়ে নিস্তব্ধ—নিশ্চল। কোমল স্বরে আমি তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "চিনতে পাচ্চো না?—আমারে তুমি চিন্‌তে পাচ্চো না?"

"আজ্ঞা না, কখনো দেখি নি।" সসম্ভ্রমে তার এইমাত্র উত্তর।"

আমার একজন অনুচর অযাচিত হোয়ে সেই রাখালকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "ইনি মানকরের রাজা, স্বর্গীয় রাজা মাণিক-চাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র।"

রাখাল জড়সড় হোলো,—নিতান্ত ভয়ে জড়সড় নয়, হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অভাবনীয় স্থানে সামান্য লোক কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের অধিষ্ঠান দেখ্‌লে যেরূপ কুণ্ঠিত হয়, সেইরূপ কুণ্ঠিত হোয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার কোরে আচার্য্যের পালিত-ভৃত্য সসম্ভ্রমে পাশ্-কাটিয়ে দাঁড়ালো। সম্ভ্রমের নামে পরিচিত হই,—রাজা বোলে পরিচয় দিই, এ ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। অনুচরের আশু তরলচিত্তের আবিষ্কারে বিরক্ত হোয়ে, তার মনোভাব দ্বিতীয়বার অপ্রকাশিত রেখে, রাখালকে আমি বোল্লেম, "তুমি এখন আছো কোথা? যাচ্চোই বা কোথা?"

ভৃত্য উত্তর কোল্লে, "মাধব ঠাকুর নামে এইখানে একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরি কাছে আমি থাক্‌তেম, এখনো সেই বাড়ীতে আছি। পণ্ডিত মশাই নাই, ব্রাহ্মণী ঠাক্‌রুণ, আর তাঁর তিনটী মেয়ে, তিনটী ছেলে আছে। সংসারে কষ্টের সীমা নাই, দিন চলা ভার। দিনান্তে আহার যোড়ে না! মেয়েদের হাতের চার্‌গাছি পিতলের বালা, আর এই বাটীটী বাজারে বেচতে যাচ্চি। বেচে আন্‌লে তাঁদের রান্না খাওয়া হবে। কাল অবধি ঘরে হাঁড়ী চড়ে নি, বড় কষ্ট!"

শুনে আমার দুইচক্ষু দিয়ে অশ্রুপাত হোলো। গদ্‌গদ্‌স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন, এত দুর্দ্দশা কেন?—এত দুরবস্থার কারণ কি?"

সজলনেত্রে রাখাল উত্তর কোল্লে, "কারণ, ব্রাহ্মণ ঠাকুর নাই। হরিদাস বোলে একটী ছেলে তাঁদের বাড়ীতে থাক্‌তো, মাসে মাসে তার দশটী কোরে টাকা আস্‌তো, তাতেই যোগেযাগে সংসার গুজ্‌রাণ হোতো। পণ্ডিত ঠাকুরের কাল হবার পর, সেই হরিদাস যে কোথায় গেল, কি হোলো, কিছুই বলা যায় না। এতদিন ছিল, যাবার সময় একটীবার বোলেও গেল না। তার জন্যে আমরা কেঁদে কেঁদে সারা! হরিদাস চোলে যাবার পর, মাসেক দুমাস তার মাসহারার টাকা এসেছিল বটে, কিন্তু শেষকালে বন্ধ হোয়ে গেল, আর এলো না। সেই অবধি সংসারের এইরূপ দুর্দ্দশা। যে রকমে দিন যাচ্চে, তা আর আপনাকে কি বোলে জানাবো, দিন আর যায় না! তারি হোতে এ সংসার ভরণপোষণ হোচ্ছিলো, তারি সঙ্গে সে সব ভেসে পুড়ে গেছে!" এইরূপ করুণ উক্তি কোরে আচার্য্যের পোষা ভৃত্য অশ্রুনয়নে রোদন কোত্তে লাগ্‌লো।

সান্ত্বনাবাক্যে প্রবুদ্ধ কোরে কোমলস্বরে তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "হরিদাসকে তুমি চিন্‌তে পারো? হরিদাস যদি এখন এখানে আসে, তা হোলে তুমি তারে চিন্‌তে পারো?"

"তা আর পারি নি, দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারি। দুমাস একমাস নয়, দশ বারো বৎসর এখানে ছিল, মায়া বোসেছিল, দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারি। ছেলেটী বড় ভালমানুষ! আহা! যে দিন অবধি সে সংসার ছেড়ে পালিয়ে গেছে, সেইদিন অবধি আমরা যে কত কেঁদেছি, কত খুঁজেছি, কত ভেবেছি, তা মহারাজ, আপনাকে আর কি বোল্‌বো। হরিদাস গেছে বোলেই আমাদের এত দুর্দ্দশা! শুনেছি, [illegible] থাক্‌লে লোকের ভাল হয়। আমার আচার্য্যের সংসার, ধর্ম্মের সংসার। তা কৈ, ভাল হোলো কৈ? [illegible] একটী অবলম্ব ছিল, সেটীও [illegible] দেখন তল হোয়ে গেল! তবে আর [illegible] হোলো কোথায়?" এইরূপ খেদোক্তি কোরে রাখাল উভয়হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন কোরে নীরবে নিস্তব্ধ হোলো।

আশ্বাসবাক্যে আমি তারে বোল্লেম, "ধর্ম্মপথে থাক্‌লে ভাল হয়, অবশ্যই ভাল হবে! তুমি কেঁদো না, অত কাতর হোয়ো না, বালা আর বাটী বাজারে বিক্রী কোত্তে হবে না, আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে চলো, আমি আচার্য্যের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চাই। তুমি চলো।" এই কথা শুনে রাখাল যেন মহা বিস্মিত হোয়ে ছল ছলচক্ষে নিরক্ষরে আমার মুখপানে চেয়ে

রইলো। আশ্বাসে, প্রবোধে, সান্ত্বনাবাক্যে, তারে আমি সান্ত্বনা কোল্লেম। কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হোয়ে অগত্যা সে আমারে পথ প্রদর্শন কোত্তে কোত্তে নিয়ে চোল্‌লো।

কুটীরে উপস্থিত। "মানকরের রাজা দেখা কোত্তে এসেছেন, বেরিয়ে আসুন।" বোলে রাখাল উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। আমার গুরুপত্নী অকস্মাৎ এই রব শুনে সলজ্জায় শশব্যস্তে বেরিয়ে এসে, অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে এক ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। শীর্ণ-কায়া, মলিন-বসনা অবগুণ্ঠনবতী গুরুপত্নীকে আমি পঞ্চাশটী মোহর প্রণামী দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কোল্লেম। "বহুদিনের পর শ্রীচরণ দর্শন কোরে চরিতার্থ হোলেম।" এই অভিবাদনবাক্যে সমীপস্থ হোয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কোল্লেম।

দ্বিজপত্নী সঙ্কুচিতা। "আপনি রাজা, আমি দুঃখিনী!—তিলমাত্র স্থান নাই,—আপনার আতিথ্য করি, এমন একটু উপযুক্ত স্থান নাই।—অনুগ্রহ কোরে যদি এই দুঃখিনীর কুটীরে এসেছেন, এইখানেই বসুন, আর আমার স্থান নাই। আর মহারাজ! যে মোহর আমারে দিলেন, এ নিয়ে আমার কি হবে?—কার কাছে টাকা পাবো?—আমি দুঃখিনী, কাঙালিনী, অনাথিনী, সকলেই জানে! মোহর নিয়ে কে-ই বা আমারে টাকা দিবে?—আমার মোহর আছে, কে-ই বা তা বিশ্বাস কোর্‌বে? রাখালে যদি বাজারে নিয়ে যায়, এখুনি তারে চোর বোলে ধোর্‌বে।—মানকরের রাজা আমারে এই মোহর প্রণামী দিয়েছেন, কে-ই বা সে কথা বিশ্বাস কোর্‌বে?—চোর বোলেই ধোর্‌বে, বিষম বিপদে পোড়্‌বো। লোকে যদি জান্‌তে পারে, ডাকাতী কোরে নিয়ে প্রাণে মেরে যাবে। ছেলে মেয়েগুলি পর্য্যন্ত প্রাণে মারা পোড়্‌বে!—মহারাজ এগুলি ফিরিয়ে নিন, দুদিন আমাদের খাওয়া হয় নি, ছেলে মেয়ে কিছুই খায় নি, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই উপবাস কোরে রয়েছে, দুটী টাকা হোলেই আমাদের যথেষ্ট হবে, অনেকদিন সংসার চোল্‌বে, আপনার মোহর আপনিই রাখুন।"

গুরুপত্নীর কাতর উক্তিতে আমার নেত্র-পুটে অবিরল অশ্রুধারা। আত্ম-পরিচয় দিয়ে আত্ম-প্রকাশ হবার ইচ্ছা কোচ্চি, এমন সময় তাঁর তিনটী ছেলে ছিন্ন মলিন বসনে অর্দ্ধাবৃত হোয়ে সেইখানে এলো; তাদেরও হাতে দশটী দশটী মোহর দিলেম। তারা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এই অবসরে গুরুপত্নীকে সম্বোধন কোরে সবিনয়ে আমি বোল্লেম, "মা! আমি মানকরের রাজা নই, অপর কেউই নই, যার জন্যে আপনি এতদূর শোকাতুরা,—কাতরা;—যারে হারা হোয়ে আপনার এই ধর্ম্মসংসারের এই দুর্দ্দশা,—এত দুরবস্থা;—আমি সেই বাক্যপালিত, আপনার স্নেহপালিত, সেই হতভাগ্য গুরু-বিয়োগী হরিদাস! মা!—আপনি আমার জননী! জ্ঞান-গুরুদত্ত জ্ঞান উদয়ের জননী! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার এখন এই সৌভাগ্য!—নানাবিধ মহাবিপদ অতিক্রম কোরে আপনার আশীর্ব্বাদে এখন আমার এই সৌভাগ্য! মানবতী গুরুকন্যারা কোথায়?"

বিপ্রমহিলা আমার পরিচয় পেয়ে, অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত কোরে, অবিরল নয়নাশ্রুধারে আমার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত কোল্লেন। মুখে বাক্য নাই, স্বর স্তম্ভিত; [illegible] মহানন্দে অচঞ্চল। কন্যাজনেরা লজ্জানির্ম্মুক্ত হোয়ে

শৈশব-পরিচিত হরিদাসের প্রিয় সম্ভাষণ শ্রবণ কোত্তে বহির্গামিনী হোলো পর্ণকুটীর আনন্দ প্রবাহে পরিপূর্ণ। তিনটী গুরুকন্যাকেও দশটী দশটী স্বর্ণপদক উপহার দিলেম। পর্ণ-কুটীর আনন্দ-প্রবাহে পরিপূর্ণ। রাখাল এত-ক্ষণ অবাক হোয়ে সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, পরিচয় শুনে দ্রুতগতি সম্মুখে এসে দণ্ডবৎ প্রণাম কোল্লে। মুখে বাক্য নাই, নেত্রে অশ্রু, মুহূর্ত্ত পরে বাক্য স্ফূর্ত্তি। "আপনি হরিদাস? মহারাজ, আপনি হরিদাস? আঁ্যা—আঁ্যা—আমি—আমি—তখন—তখন—চিন্‌তে—চিন্‌তে—"

ছুটী মোহর তার হাতে দিয়ে ঈষৎ হেসে পূর্ব্ব-আত্মীয়তা সূচন কোরে তারে আমি বোল্লেম, "হাঁ, সেই হরিদাসই আমি। তুমি বোল্‌ছিলে, ধর্ম্মের সংসারে ভাল হয়, তা হোলো না। কিন্তু তা নয়! বিধাতার সংযোগে ভাল হবেই হবে। ধর্ম্মের অঙ্গ মঙ্গল; মঙ্গলের অঙ্গ ধর্ম্ম!" ভৃত্যকে প্রবো-ধিত কোরে ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণীকে বোল্লেম, "দস্যু-ভয় আপনার অন্তরে যা উদয় হোচ্ছিল, সেটী নিষ্কারণ। আমি তখনো যেরূপ আশ্রিত ছিলেম, মনে করুন, এখনো আমি তাই। আমার কৃতজ্ঞ-হৃদয় বাল্য আশ্রয় আশ্রমের প্রতি কখনোই উদাসীন থাক্‌বে না, আপনাদের আশ্রমেই আমি প্রতিপালিত হবো। এখন এইমাত্র নিবেদন, আমার পৈত্রিক আবাসে একটীবার পদার্পণ হয়, তা হোলেই আমি কৃতকৃতার্থ হই।"

গুরুপত্নী একটু চমকিত হোয়ে স্নেহভাবে স্নেহস্বরে বোল্লেন, "সে কি বাপু, তুমি এখন রাজা, কাঙ্গালিনীর আশ্রমে নানা কষ্ট, কিরূপে অবস্থান কোর্‌বে?"

"না মা, তা নয়। আপনি আমার আশ্রমে চলুন,—অনুগ্রহ কোরে আপনি আমার আশ্রমে চলুন; সে বাড়ী, সে ঘর, সকলি আপনার; সে-ই আপনার আশ্রম, সেই আশ্রমে আপনার আশ্রয়ে আমি প্রতিপালিত হবো।"

এইরূপ নানা প্রসঙ্গের অবসরে অনু-চরদের ইঙ্গিত কোল্লেম। [illegible] ব্যস্ত হোয়ে আহারাদির সমস্ত আয়োজন [illegible]; গুরুসংসারের ভোজনান্তে [illegible] বর্গ সকলেই প্রসাদ [illegible] অতিবাহিত হোলো। [illegible] সকলেই একত্রে মানকরে যাত্রা কোল্লেম।

পথে যেতে যেতে একস্থানে সন্ধ্যা হোলো। স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে রাত্রিকালে পথ চলা অপরামর্শ বিবেচনায় একটী পান্থশালায় আশ্রয় নিলেম। রাত্রি যখন চারিদণ্ড কি ছয়দণ্ড, সেই সময় পথভিকারীর গান গেয়ে একজন ভিক্ষুক আমাদের সেই আবাসের নিকট হোলো। আমি বেরিয়ে এলেম। এসে দেখি, এক পদ খঞ্জ, এক চক্ষু অন্ধ, শীর্ণকায় একজন ভিখারী গীত গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা কোচ্চে। দেখেই চিন্‌তে পাল্লেম। "রাজা আস্‌ছেন, রাজা আস্‌ছেন বোলে লোকজনেরা সসম্ভ্রমে সোরে দাঁড়ালো। আমি তারে সঙ্গে কোরে ঘরের ভিতর আন্‌লেম। ভিক্ষুক সভয়ে কুণ্ঠিত। কৌতূহলে [illegible] তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমারে [illegible] না? কখনো কি আমারে কোথাও [illegible]?"

"আজ্ঞা মহারাজ,—আজ্ঞা মহারাজ,— আপনার নাম শুনেই এসেছি। আপনি বড় দাতা, মানকরের রাজা, নাম শুনেই এসেছি! কিঞ্চিৎ ভিক্ষা! সমস্তদিন আহার

হয় নি, কিঞ্চিৎ ভিক্ষা!" সভয় সম্ভ্রমে ভিক্ষুকের এইরূপ উত্তর।

যত্নপূর্ব্বক আমি তারে আহার করালেম। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিসহযোগে বোল্লেম, "তুমি আমারে চিন্‌তে পাল্লে না, কিন্তু আমি তোমারে বিলক্ষণ চিনি! অধর্ম্মে মতি হোলে লোকের এই দশা হয়; এটা তুমি জানতে না, চাক্ষুষ কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষা দিয়ে বিলক্ষণরূপে এখন তুমি জান্‌তে পাচ্চো; অথচ আমারে চিনতে পাচ্চো না। কিন্তু আমি তোমারে চিনেছি!"

ভিক্ষুক সবিস্ময়ে নিরুত্তর;—মুখে দ্বিতীয় বাক্য নাই। আমি পুনরায় বোল্‌তে লাগ্‌লেম, "অধর্ম্মের এ-ই ফল,—এ-ই পরিণাম! —কুলাঙ্গনা ভ্রাতুষ্কন্যাকে কুলান্তর কোরে ভুলু বাবু নামে চাঁপাতলায় বাবু হোয়েছিলে, স্মরণ আছে?—হরিদাস তোমার অনুগ্রহ-পাত্র হোয়েছিল, স্মরণ আছে? —আমি এই বেশে এখন সেই হরিদাস, আর তুমি এই ভিক্ষুক বেশে সেই দেশরাষ্ট্র ভুলু বাবু, সত্য নামে নকুল বাবু!—কুলস্ত্রীর সতীত্ব হরণ কোল্লে কি হয়, তা তুমি জান্‌তে পাল্লে, সেই স্ত্রী কোথায় গেল, তা তুমি জানো না। তোমার সেই অভাগিনী ভাইঝি এমিলি নামে গুজ্‌রাটের ডাকাতের বন্দুকের গুলিতে মারা গেছে; তুমি নকুল, বেঁচে আছো! যা হোক্, এক সময়ে তুমি আমার উপকার কোরেছিলে, সেইজন্যে ভিক্ষুক নামে তোমার এই ভিক্ষা; এক মোহর! বিদায় হও!"

খঞ্জ অন্ধ মহাপাতকী নকুল ভিকারীকে বিদায় কোরে রাত্রিশেষে গুরুপরিবারসহ আমি মানকরে যাত্রা কোল্লেম।

অষ্টাধিক শততম কাণ্ড

গৃহাশ্রম

বর্ষাকাল, বাড়ী আস্‌তে পথে কিছু অধিক বিলম্ব হোলো, বাড়ীতে পৌঁছিলেম। গুরুপত্নী, গুরুপুত্র আর গুরুকন্যারা অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও গেলেম। অন্তঃপুরবাসিনীদের কাছে আমি সংক্ষেপে গুরু-পরিবারের পরিচয় দিয়ে দিলেম, তাঁরা সাদরে সভক্তিতে সকলের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কোল্লেন। সময়ের উচিত, সম্বন্ধের উচিত, শ্রদ্ধাভক্তির সমুচিত কিছুক্ষণ আলাপনের পর, সকলে সন্তুষ্টমনে একত্রে সেইখানে থাক্‌লেন। ক্রমে ক্রমে পরস্পর স্নেহভক্তিসহ সৌহার্দ্দ্যের বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো। চার্ পাঁচদিন বিশ্রামের পর, গুরুপত্নীকে সম্মত কোরে, মানকরেই তাঁদের একখানি উপযুক্ত আবাস-বাড়ী নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেম। অচিরস্থায়ী নয়, স্থায়ী আবাস; সুবর্ণগ্রামে আর যেতে দিলেম না। যাতে কোরে সংসার-ধর্ম্ম অক্লেশে উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হোতে পারে, তার উপযুক্ত ভূসম্পত্তিও ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ দান কোল্লেম।—সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁরা সকলেই মানকরে থাকলেন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, আমার শিক্ষাগুরুর তিনটী কন্যা; জ্যেষ্ঠটী বিধবা ছোট দুটী আইবুড়; দীন-দশায় এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নি। গুরুপত্নীর অনুরোধে সুপাত্র অন্বেষণ কোরে উপযুক্ত ঘরেই সেই দুটী কুমারীর পরিণয় সম্বন্ধ স্থির কোল্লেম। সচরাচর ব্রাহ্মণের বিবাহ যে প্রকারে হয়, পাত্র যেরূপ চরিত্রের লোকই হোক্, সঙ্গতি থাক্, আর না-ই থাক্, সমান ঘর মিলন হোলেই কন্যা পাত্রস্থ হোয়ে থাকে;—আমি মধ্যবর্ত্তী হোয়ে সে প্রকার হোতে দিলেম না। পাত্র দুটী সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, বিষয় আশয়েও যথাসম্ভব সৌভাগ্যবান, এইরূপই স্থির কোল্লেম; এক কথায় ঘর বর উভয়ই উৎকৃষ্ট হোলো। সেই শ্রাবণ মাসের শেষেই সেই দুই শুভবিবাহ এক রজনীতে সুসম্পন্ন হোলো প্রণালীমত নব বধ্বাগমন প্রভৃতি যে কদিন গমনাগমনের রীতি আছে, সেইমত শুভানুষ্ঠান সমাপ্ত হোলো, গুরুমাতা একদিন আমারে বোল্লেন, "বৎস! তোমার কল্যাণে মেয়ে দুটীর যেমন হোতে হয়, ঘর বর দু-ই বেশ হোয়েছে। চিরজীবী হোয়ে থাকো, আরো অধিক রাজত্ব বাড়ুক, শরীর নীরোগ হোক্, তোমার কল্যাণে এখন আমার কিছুরই অভাব নাই। তবে কেবল একটী কথা এই, মেয়ে দুটী যখন শ্বশুরঘর কোত্তে যাবে, তখন কষ্ট না পায়, সঙ্গে দুজন দাসী থাক্‌লে ভাল হয়। আমার সংসারে যারা আছে, তাদের ছেড়ে দিলে বড় ক্লেশ হবে, নানা বিশৃঙ্খলা ঘোট্‌বে, দুজন নূতন দাসী পেলে বড় ভাল হয়। তারা সংসারের কাজ করে, বাড়ীর চাক্‌রাণীরা মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে থাকে।" শুনে আমি একটু চিন্তা কোরে বোল্লেম, "অতি আবশ্যক বটে। কিন্তু আমার সংসারেও আপাতত অধিক পরিচারিকা নাই। যা সন্ধান কোচ্চি, দু একদিনের মধ্যেই এর একটা বিলি ব্যবস্থা কোর্‌বো।" এই কথা বোলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় হোয়ে, রাইমণিকে এসে সেই কথা বোল্লেম। সে যেন কোনো পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে তৎক্ষণাৎ বোল্লে "দু-জনই আছে; এই গ্রামেই তারা থাকে, বড় দুঃখী, ভিক্ষা কোরে খায়। এত দুঃখী সে, দিনান্তে অন্ন জোড়ে না আমারে একদিন ধোরেছিল, আমার সঙ্গে যে কটী পয়সা ছিল, তাদের কান্নাকাটি দেখে সে কটী আমি তাদের দিয়ে আসি দুঃখ দেখলে আমারি দয়া হয়। কদিন মনে কোরেছিলেম, তাদের দুর্দ্দশার কথা আপনাকে জানাবো, রোজ মনে করি, রোজি ভুলে যাই। আহা! তারা বড় দুঃখী! দিনান্তে অন্ন জোড়ে না, খেতে পায় না, দেখ্‌লেই আপনার দয়া হবে। চাক্‌রির কথা তাদের বোল্লে এখুনি তারা রাজী হবে,—বেঁচে যাবে। যদি বলেন, কাল সকালেই আমি তাদের আপনার কাছে নিয়ে আসি; দেখ্‌লেই আপনার দয়া হবে। আহা! তারা বড় দুঃখী, খেতে পায় না!" এই কথা বোলে রাইমণি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে, চক্ষেও যেন জল এলো।—শুনেই আমি রাইমণির কথায় সায় দিলেম। রাইমণিকে পাঠক মহাশয় আপনি জানেন, নতন পরিচয়ে আবশ্যক নাই, স্বৈরিণী আমোদিনীর সহচরী,—কাশীর রাইমণি।

বর্ষা-রজনী মেঘাড়ম্বরে আচ্ছন্ন, মুহূর্ত্ত বিশ্রাম মুহূর্ত্ত অন্তে বারি-বর্ষণ,—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চক্‌মকি,—ঘোর অন্ধকার।—সেই রজনী প্রভাত হোলো। পরদিন প্রত্যূষে আমি

গাত্রোত্থান কোরে বারাণ্ডায় এসেছি, আকাশে অনাবৃত মেঘ, গুঁড়ুনি গুঁড়ুনি বৃষ্টি হোচ্ছে, এলোমেলো হাওয়া বোচ্ছে, ভাদ্রমাসকে যেন পৌষমাস অনুভব কোচ্চি, রাইমণি এলো। সঙ্গে দুটী স্ত্রীলোক।—দেখেই চিন্‌লেম, ঘৃণার দৃষ্টিতে তাদের পানে চাইলেম,—চেয়েই অন্যমনস্ক। তারা যোড়হাত কোরে দাঁড়ালো, প্রথমে কিছু বোল্লে না; বোধ হোলো আমারে চিন্‌লেও না। যদিও আমি চিন্‌লেম, কিন্তু যে বেশে দেখেছি, সে বেশে নয়। আকার জীর্ণ বিশীর্ণ, বস্ত্র শতগ্রন্থি, চুল রুক্ষ, সর্ব্বাঙ্গে খড়ী, দগ্ধ-শরীরের মত ঠাঁই ঠাঁই কালো কালো দাগ!

পূর্ব্ব রাত্রের কথা স্মরণ কোরিয়ে, পুরোবর্ত্তিনী রাইমণি আমারে বোল্লে, "কাল রাত্রে যাদের কথা বোলেছিলেম মহারাজ, এরাই তারা। আপনার নাম কোরে চাক্‌রীর কথা বোল্‌তে বোল্‌তেই এরা রাজী হোয়েছে। আহা! কাল সমস্তদিন সমস্ত রাত্রি এদের খাওয়া হয় নি! এরা—"

রাইমণির কথা সমাপ্ত হোতে না হোতে সেই আগন্তুক দুজনের মধ্যে একজন বোল্লে, "মহারাজ!—দোহাই মহারাজ! আমরা বড় দুঃখী, ঘর নাই, দোর নাই, গাছতলায় শুয়ে থাকি, না খেতে পেয়ে মারা যাচ্চি, মাসের মধ্যে কুড়িদিন উপবাসে যায়, দুঃখের উপর রোগের যাতনা; কাল-রোগ অনাথা দেখে চেপে বোসেছে, ছাড়্‌তে আর চায় না!—প্রাণ যায়!—আমাদের দুঃখে বনের শেয়াল পথের কুকুর, এরা পর্য্যন্ত কাঁদে! রাই মা বোল্লে, মহারাজ আমাদের চাকর রাখ্‌বেন। আর কিছু চাইনে মহারাজ, দোহাই মহারাজ!' এক মুটো খেতে পেলেই আমরা বোত্তে যাই,—পেটের জ্বালায় বেঁচে যাই!" কাকুতি মিনতি কোরে একজনের পর অপর জন, অপরের পর দ্বিতীয় জন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অনেক কথা বোল্লে, অনেক কষ্ট জানালে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি কোনো উত্তর কোল্লেম না। রাইমণিকে বোল্লেম, "আচ্ছা! সে কথা এখন নয়, তুমি এদের সঙ্গে কোরে নিয়ে যাও, কিছু খেতে দাও গে, বৈকালে যা হয় স্থির করা যাবে!"

আশ্বাস পেয়ে রাইমণি তাদের সঙ্গে কোরে নিয়ে গেল; আমি পূর্ব্বস্মৃত নানা ঘটনা চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেম। যারা দাসী হোতে এসেছে, তারা কে?—তাদের দেখেই আমার ঘৃণার উদয় কেন হোলো?—পাঠক মহাশয় পশ্চাৎ জান্‌বেন

দাসীত্ব অভিলাষিণী সেই দুটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে কোরে পরাহ্ন বিশ্রামের পর, রাইমণি আমার কাছে এলো। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন না কোরে, সেই দুজনকেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমরা আমাকে চিন্‌তে পারো? পূর্ব্বে কি কোথাও দেখেছ?"

সভয়ে সচকিতে একজন ত্রস্তভাবে উত্তর কোল্লে, "আজ সকালে দেখেছি, আপনি মানকরের মহারাজ! তা ছাড়া আর কখনো আপনাকে কোথাও দেখি নি।" দ্বিতীয় ভিখারিণী বিস্তর কাকুতি মিনতি কোরে করপুটে সঙ্কুচিত হোয়ে বোল্লে, "মহারাজ! আপনি রাজ্যের রাজা! আপনার কাছে ভিক্ষা কোত্তে এসেছি, রাই মা বোলেছিল, আপনি দুজন দাসী রাখ্‌বেন, সেইজন্যে এসেছি; আপনার শ্রীচরণ দর্শন পেলেম, এর আগে আর কোথায় আপনারে দেখ্‌বো? আপনি হোলেন রাজা, মহারাজ, আপনার

দর্শন আর কোথায় পাবো? আপনি বড় দাতা, কাঙাল গরিবের মা বাপ, অনাথ অনাথার আশ্রয়। লোকের মুখে যা শুনেছিলেম, চক্ষেও তাই দেখ্‌লেম। আজ আমরা মহারাজের দয়ায় যে রকম পরিতোষ হোয়ে আহার কোরেছি, তা আর কি বোলে জানাবো! কতদিন আমরা এ রকম সামগ্রী চক্ষেও দেখি নি। আমরা অতি দুঃখিনী, বড় অনাথা, পথের কাঙালিনী। এক সময় আমাদের ঘর বাড়ী আত্ম-স্বজন সকলি ছিল, বিধাতা বঞ্চনা কোরেছেন; এখন আমরা পথের ভিখারিণী, পথের কাঙালিনী। শীত বর্ষা বারোমাস আমাদের গায়ের উপর দিয়ে যায়, বুকে হাত বেঁধে গাছতলায় শুয়ে থাকি!" এই প্রকার করুণ বিলাপ উচ্চারণ কোত্তে কোত্তে ক্রমে আর বাক্য স্ফুরণ হোলো না, নেত্রপুট থেকে অনর্গল অশ্রুবর্ষণ হোতে লাগ্‌লো!

এইরূপ কাতরোক্তি শুনে গম্ভীরভাবে তাদের সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, "বিধাতার দোষ দাও কেন? বিধাতাকে নিন্দা কোরো না! তোমরা নিজেই পাপী, নিজেই অপরাধী! সেই পাপের, সেই অপরাধের এ-ই ফল উপভোগ হোচ্চে। তোমাদের ভর্ৎসনা কর্‌বার জন্যে,—পাপীয়সী বোলে তিরস্কার কর্‌বার জন্যে এ সব কথা আমি বোল্‌ছি না; ধর্ম্মের আদর কোল্লে কি হয়, অনাদর কোল্লেই বা কি দুর্দ্দশা হয়, সেইটী জানিয়ে দিবার জন্যেই আমি এই কথাগুলি বোল্‌ছি, ভর্ৎসনা নয়! তোমরা ধর্ম্মকে অবহেলা কোরেছিলে, ধর্ম্মপথে থাক্‌তে পারো নি, অধর্ম্মের সেবা কোরেছিলে, সেইজন্যেই উচ্চ সম্ভ্রান্ত মহাবংশ থেকে এতদূর শোচনীয়রূপে পতিত হোয়েছ, আর সেই জন্যেই তোমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা, অবশ্য-সম্ভাব্য দুরবস্থা!—আমি তোমাদের চিনি, বিশেষরূপে উভয়কেই চিনি!" কটাক্ষে একজনের দিকে চেয়ে স্থিরকণ্ঠে বোল্লেম, "তুমি এলাহাবাদের পাপাচার ভোলানাথ রায়ের ব্যভিচারিণী স্ত্রী গিরিবালা, আর তুমি সেই মহা পাপাত্মা ভোলানাথের পাপাচারিণী ভাইঝি সেই তরঙ্গিণী! কেমন, এখন আমায় চিন্‌তে পাচ্চো?"

শুনে তারা কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে আমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌লো, দ্বিরুক্তি কোত্তে সমর্থ হোলো না। ক্ষণপরেই গিরিবালা স্তম্ভিতস্বরে সচকিত হোয়ে আম্‌তা আম্‌তা কোরে বোল্লে, "আপনি—আপনি—রাজা—আপনিই কি সেই?—না—তা কেন,—সে কখনোই হোতে পারে না!—তবে কেমন কোরে সে সব কথা আপনি—না,—তা নয়!"

"হাঁ, আমিই সেই বটে! নয় কেন?—যা ভাব্‌চো, তা-ই আমি! আমিই সেই হরিদাস।"

শেষ কথা উচ্চারণ কর্‌বামাত্রেই গিরিবালা আর তরঙ্গিণী, উভয়েই সাশ্রুনয়নে শশব্যস্ত হোয়ে আমার পায়ে জোড়িয়ে ধোল্লে।—ধোরে, সকাতরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আমরা মহাপাতকী,—আমাদের দয়া করুন,—আমাদের বাঁচান,—রক্ষা করুন, আমরা আপনার দাসী,—আপনি সেই,—তা এতক্ষণ আমরা জান্‌তে পারি নি।"

"তোমাদের আমি বিলক্ষণ চিনি! পাপের ভোগে, দুরবস্থায় পতিত হোয়েছ, আপাততঃ আমি কিছু সাহায্য কোত্তে পারি, কিন্তু তোমাদের এখানে স্থান দেওয়া, তা কখনোই হোতে পারে না; স্থান পাওয়াও তোমাদের

পক্ষে অসম্ভব!” ত্রস্তভাবে এই কটী কথা বোলে উভয়কে এক একশত টাকা, আর এক এক যোড়া বস্ত্র দান কোল্লেন। খানিকক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে থেকে, অন্য আশ্বাস না পেয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। সেই অবধি আর আমি তাদের দেখ্‌তে পেলেম না, কোথায় গেছে, শুন্‌তেও পেলেম না, উদ্দেশ অপ্রকাশ।

সংযোগমতে গুরুপত্নীর সেবায় আর দুজন দাসী নিযুক্ত কোরে দিলেম। আবশ্যকমত কতক আশু-ঝঞ্ঝট থেকে মুক্ত হোলেম। ভাদ্রমাস শেষ। আশ্বিনমাসে পুজার উৎসবে বহুদিনের পর, মহোৎসব উপভোগ কোল্লেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আনন্দের সময়, নদীর স্রোতের মত দ্রুতবেগে অতিবাহিত হোতে লাগ্‌লো। অবসরক্রমে, পর্য্যায় পর্য্যায়ে গুরুপুত্র তিনটীর বিবাহ দেওয়ালেম। নানা কার্য্যে, নানা উৎসবে, আর দুই বৎসর অতিক্রান্ত হোলো। মধ্যে মধ্যে দেশ বিদেশের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি, তাঁরাও সময়ে সময়ে আমার বাড়ীতে অধিষ্ঠান হোয়ে মিত্রতা বিনিময় করেন। সেই সাক্ষাৎ আলাপের ফলাফল বাহুল্য বিবরণে নিষ্প্রয়োজন।—বিশেষ জ্ঞাতব্য, বিশেষ কোনো ঘটনাও সংঘটিত ছিল না। আরো এক বৎসর অতীত।

নবাধিক শততম কাণ্ড

বহুদিনান্তে গুরু প্রায়শ্চিত্ত

১২৫৭ সালের কার্ত্তিকমাস বিগত; হেমন্তের প্রথম মাস অগ্রহায়ণ উপস্থিত। একদিন একজন দালাল এসে আমারে সংবাদ দিলে, “সীতারামপুরের দে চৌধুরীদের একটী বহু বিস্তৃত জমীদারী খাস-নীলামে বিক্রয় হবে, প্রথম পতিত আবাদী বন্দোবস্ত, সদর-মাল্‌গুজারিও অল্প, আমি বোধ করি, অল্প পণেই সেই সম্পত্তি লাভ হোতে পারে।”

যদিও সে সময় আমার হাতে অধিক টাকা ছিল না, তথাপি বহু লাভের বিষয়, অল্প মূল্যে পাওয়া যায়, এই আশ্বাসে তার প্রস্তাবে আমি সম্মত হোলেম। নীলামের নিয়মে শতকরা পঁচিশটাকা জমা দিলেই ডাক মঞ্জুর হয়, সেই প্রবোধেই যথাসম্ভব অর্থ সঙ্গে কোরে তার পরদিনেই সেই দালালের সঙ্গে সীতারামপুরে যাত্রা কোল্লেম। মনে মনে স্থির বিশ্বাস ছিল, অন্য অন্য সম্পত্তিতে আমার যা বার্ষিক আয় আছে, সেই আয় থেকে অনায়াসেই নূতন বিষয়ের পূর্ণ পণ পরিশোধ কোত্তে সমর্থ হবো। সেই সামর্থ্য জেনেই দালালের সঙ্গে সীতারামপুরে যাত্রা কোল্লেম। যদিও তখন সে প্রদেশে গমনাগমনের সুগম পথ ছিল না, তথাপি আমাদের গমনে কোনো বিঘ্ন হয় নি। বিলম্ব অবশ্য কিছু অধিক হোয়েছিল বটে, কিন্তু কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটে নি। নদীয়ার কালেক্টরিতে সেই

জমীদারী সংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হোয়ে, পৌষমাসের লাট্‌বন্দীর পূর্ব্বেই কথিত জমীদারী ক্রয় করা স্থির কোল্লেম।

যেতে যেতে পথে সন্ধ্যা হোলো পার্শ্ব-বর্ত্তী একটী সাধারণ বাণিজ্য-আবাসে আশ্রয় নিলেম। বাড়ীখানি সুবিস্তৃত বটে, ঘরও অনেক, কিন্তু বহুলোক সমাবেশ হওয়াতে একটী ভিন্ন অন্য ঘর খালি ছিল না; অগত্যা সেই ঘরেই আমারে বাসা কোত্তে হোলো। সঙ্গের দ্রব্যসামগ্রী সেই ঘরে রেখে মধ্যস্থলের যে গৃহে সমস্ত আশ্রয়ী বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা বাক্যালাপ কোচ্ছিল, সেই ঘরে এসে বোস্‌লেম। নানা লোকের নানা কথার মধ্যে মধ্যে বাধা দিয়ে একজন হিন্দুস্থানী উচ্চৈঃস্বরে আপনা আপনি আপনার কথাতেই সোর্‌গোল কোচ্চে। নিরীক্ষণ কোরে তার পানে চেয়ে, যেন কতক কতক চেনা বোধ হোলো। আকার বেঁটে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চৌগোঁফ্‌ফা, মাথায় মেড়ুয়াবাদী পাগ্‌ড়ী, চুড়িদার পায়জামা, তার উপর আজানুলম্বিত চাপ্‌কান, চোকে চস্‌মা।—চেনো চেনো কোরেও চিন্‌তে পাচ্চি না। সেই লোক থেকে থেকে কেবল এই কথাই বোল্‌চে, "মালগুলো এখনো এসে পৌঁছিল না; এই তারা বোল্লে সন্ধ্যার আগেই এসে হাজির হবে, কোম্পানির ডাক্‌গাড়ী, পথে দেরি হবারও কথা নয়, তবে এখনো আস্‌ছে না কেন? জংলা-পথ, মারা গেল না কি? অনেক টাকার জিনিষ, অল্প নয়, মারা গেলে অনেক ক্ষতি খেসারত্‌।" হিন্দিতে এই রকম নানা কথা বোল্‌চে, আর সোর্‌গোল কোচ্চে।

একজন লোককে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, ঐ লোক প্রায় চার্‌ পাঁচদিন এই আবাসে এসে রয়েছে, ডাক্‌গাড়ীতে মাল আস্‌ছে, পৌঁছিতে বিলম্ব হোচ্চে বোলে অষ্টপ্রহর কেবল এইরূপ চেঁচাচেঁচি আর হায় হুতাশ কোচ্চে। ওর আর একজন কে আলাপীলোক, এখানে আস্‌বার কথা আছে, সে লোকটীও আস্‌ছে না বোলে মাঝে মাঝে আরো ভাবনা চিন্তা জানায়। শুন্‌ছি, এমন সময় একখানি পুস্তক হাতে কোরে একজন ভদ্রলোক সেইখানে এলেন। এসে করুণ উদ্দীপকবাক্যে বোল্লেন, "আহা! বেচারা বড় কষ্ট পাচ্চে! আমি উদ্যোগী হোয়ে পাঁচজনের কাছ থেকে এই ১০।৭৫ টাকা সই কোরিয়ে নিয়েছি; এখন আপনারা অনুগ্রহ কোরে কিছু কিছু দান কোল্লে, তার পরম উপকার হয়।" এই কথা বোলে সকলের কাছে বইখানি নিয়ে সেই লোকটী ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন! বণিকেরা সকলেই যাঁর যা ইচ্ছা, কিছু কিছু দান কোরে মাথট্‌ বহিতে স্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর কোরে দিলেন।

এই অবসরে আমি পূর্ব্বকথিত লোককে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কার জন্যে চাঁদা? কে সে?" উত্তর পেলেম, "সেই দেশেরই একজন লোক, অত্যন্ত দরিদ্র, কুপোষ্য পরিবার অনেকগুলি, গুজরাণ্‌ কোত্তে পারে না, তারি সাহায্যের জন্যে চাঁদা।" শুনে আমি চাঁদা পুস্তকবাহীকে নিকটে ডেকে, সঙ্গে যে সকল নোট ছিল, তারি মধ্য থেকে একখানি একশত টাকার নোট আপনার নাম সই কোরে তাঁর হাতে দিলেম। তিনি সকৃতজ্ঞ নমস্কার কোরে অন্যের দিকে চোলে গেলেন। যে মেড়ুয়াবাদী অস্থির হোয়ে এদিক ওদিক চীৎকার কোরে বেড়াচ্ছিল, তার সম্মুখে এসে পুস্তকখানি খোল্লেন। সে বিড়্‌ বিড়্‌ কোরে

বোক্‌তে বোক্‌তে আটটী টাকা তার হাতে দিয়ে বোল্লে, "এখন আমি বড় ব্যস্ত, মাল এসে পৌঁছিল না, সঙ্গেও অধিক টাকা নাই, যা যৎকিঞ্চিৎ দিতে পারি, আপাততঃ এই আট টাকা নাও। আমার লোকজন আস্‌ছে, মাল আস্‌ছে, অনেক টাকা আস্‌ছে, এসে পৌঁছিলে তখন অনেক টাকাই দিতে পার্‌বো।" চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রুক্ষস্বরে এই সব কথা বোলে আট টাকা চাঁদা দিয়ে, আবার পূর্ব্বমত বিড়্ বিড়্ কোরে "ডাকের গাড়ী, মাল-গাড়ী, আমার মাল আস্‌ছে না কেন," ইত্যাদি প্রলাপ বোক্‌তে লাগ্‌লো।

রাত্রি প্রায় দশটা। আমি সে ঘর থেকে উঠে নির্দ্দিষ্ট-ঘরে শয়ন কর্‌বার জন্যে বেরুলেম।

"ওদিকে নয়, এদিকে মহারাজ!" এই কথা বোলে আমার একজন অনুচর আমার গমনে বাধা দিলে।

আমি বোল্লেম, "কেন ঘর ত ঐ দিকেই স্থির হোয়েছে?"

ভৃত্য উত্তর কোল্লে, "আজ্ঞা হোয়েছিল বটে, কিন্তু সেই অপরিচ্ছন্ন ছোট ঘরে মহারাজের বড় কষ্ট হবে ভেবে, গৃহস্বামীকে বোলে কোয়ে আপনার পরিচয় দিয়ে, সে ঘর আমি আর একজনের সঙ্গে বদল কোরেছি।—পশ্চিমপাশের ঐ বড় ঘরে আপনার শয্যা প্রস্তুত করা হোয়েছে, ঐ ঘরেই চলুন!"

আমি একটু ক্ষুণ্ণ হোয়ে তারে বোল্লেম, "এমন কাজ তুমি কেন কোল্লে? এক রাত্রের জন্যে আমি এসেছি, তাতে আর বিশেষ কষ্ট কি হোতো?—একজনকে উঠিয়ে দিয়ে তার ঘরে বাসা করা বড় অন্যায় কাজ হোলো; সে লোক মনে মনে ক্ষুণ্ণ হোতে পারে।—কর্ম্মটা তুমি ভাল করো নি।"

"আজ্ঞা, তার জন্যে কোনো চিন্তা নাই; সে একজন খ্যাম্‌টাওয়ালী! বল্‌বামাত্রেই সে আপনা হোতে উঠে গেছে। বিশেষ, ছোট ঘরে ভাড়া লাগ্‌বে না শুনে খুসী হোয়েই সে উঠে গেছে।" আমি আর দ্বিরুক্তি না কোরে সেই ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেম।

রাত্রি যখন দুইপ্রহর, সেই সময় আমার বিশ্রামগৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় মানুষের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলেম। আশ্রমের কোনো লোক উঠে থাক্‌বে, এই ভেবে সে দিকে আর বিশেষ মনোযোগ দিলেম না; কিন্তু নিদ্রার ব্যাঘাত হোলো। ক্ষণকাল পরে দ্বিতীয়বার শব্দ।—স্বভাবতঃ সচরাচর মানুষের গতিসঞ্চারে যেরূপ হয়, সেবারে আর সেরূপ শব্দ নয়, যেন কোনো লোক কোনো প্রকার ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেল।—তখন আমার সন্দেহ হোলো। ধীরে ধীরে উঠে দরজা খুলে দেখ্‌লেম; কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না; আর কোনো শব্দও শুনা গেল না; দরজা বন্ধ কোরে আবার শয়ন কোল্লেম। কোনো চিহ্ন দেখা গেল না বটে, কিন্তু সন্দেহ ঘুচ্‌লো না। অন্তরে যেন আপনা আপনি এই ভাবের উদয় হোলো, কোনো দুষ্টলোক দুরভিসন্ধিতে বেরিয়ে থাক্‌বে, অথবা সেই অভিসন্ধি সাধন কোরে ঘোর নিশীথের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে পলায়িত হোলো।—আর নিদ্রা হোলো না, মনে একটু ভয়সঞ্চারও হোতে লাগ্‌লো;—চিন্তার সঙ্গে, সংশয়ের সঙ্গে ভয়।—নিদ্রা হোলো না;—অবশিষ্ট রজনী সেই অবস্থাতেই অতিবাহিত হোলো।

প্রত্যূষে উঠে নিত্যকর্ম্ম সমাধা কোরে মাঝের বড় দালানে বোসে আছি, পান্থশালার আর আর যাত্রীরাও সেইখানে একত্র হোয়ে

ছেন, নানা রকম বাক্যালাপ হোচ্চে, গৃহস্বামী তাঁর একজন ভৃত্য সঙ্গে ইত্যবসরে শশব্যস্তে সেইখানে উপস্থিত হোয়ে, ভয়বিহ্বলকণ্ঠে হাঁফাতে হাঁফাতে বোল্লেন, "ভয়ঙ্কর ঘটনা!—একটা খুন!—আমারি এই বাড়ীতে খুন!—একটী ভাড়াটে মেয়েমানুষ কাটা পোড়েছে! রাত্রের মধ্যে কে তারে কেটে ফেলেছে! মহা ফ্যাসাতে পোড়লেম!—এখুনি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে!—এখুনি আমার হাতে পায়ে দড়ী পোড়বে! আগে ভাগে আমিই খুনদায়ে ধরা পোড়বো!—সর্ব্বনাশ!—সর্ব্বনাশ!" এই কথা বোলে থর্ থর্ কোরে কাঁপ্তে লাগ্লেন, চক্ষু দিয়ে অনবরত জল পোড়্তে লাগ্লো। অতিশয় ব্যস্ত,—অতিশয় চঞ্চল,—ভয়ে নিতান্তই অভিভূত।

আমি মহা শঙ্কিত মনে দাঁড়িয়ে উঠ্লেম। রাত্রের চঞ্চল পদশব্দ সহসা আমার স্মরণ হোলো;—চোম্কে উঠ্লেম।—ঘোর নিশীথিনী কালে আমার সন্দিগ্ধমন যে আশঙ্কা কোরেছিল, সেই আশঙ্কাই তবে সত্য। অন্তঃকরন অত্যন্ত ব্যাকুল হোলো। যাঁরা যাঁরা সেই ঘরে বোসেছিলেন, সকলেই শিউরে উঠে চমকিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। "কোথায়? কোথায়?—কোন্ ঘরে? কোন্ ঘরে?—কে?—কে?" এই রকম উত্তেজিত স্বরে সকম্প প্রশ্ন কোত্তে কোত্তে সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হোলেন। গৃহস্বামী কম্পিতপদে পথ-প্রদর্শনে অগ্রবর্ত্তী; আমরা সকলেই সভয় সাগ্রহে অনুগামী।—গত রজনীতে আগে আমার জন্যে যে ছোট ঘর নির্দ্দিষ্ট হোয়েছিল, পথদর্শক মহাশয় সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরাও সেই ঘরে প্রবেশ কোরে দেখি, একখানা চারপেয়ের উপর একটী স্ত্রীলোক অস্পন্দ হোয়ে পোড়ে আছে! গাত্রবস্ত্র, শয্যাবস্ত্র, সমস্তই রক্তমাখা,—কণ্ঠদেশ অস্ত্রাঘাতে বিচ্ছিন্ন!—চেহারা দেখেই আমি চোম্কে উঠ্লেম।—দর্শকেরা সকলেই হায় হায় কোত্তে লাগ্লেন, গৃহাধিকারী মাথায় হাত দিয়ে ঠিক যেন পাগলের মত এদিক ওদিক কোরে চীৎকার আরম্ভ কোল্লেন। "হাতে দড়ী পোড়্লো,—বৃদ্ধ বয়সে খুনদায়ে বাঁধা পোড়্লেম!" এই কথা বারবার বোল্তে বোল্তে রোদন কোত্তে লাগ্লেন। আমার শোক, বিস্ময়, সন্দেহ, একত্র সম্মিলন। প্রথমে দেখেই কেন আমি চোম্কে উঠেছি?—যে খুন হোয়েছে, সে স্ত্রীলোকটী কে?—অপর কেউ নয়, ফরাস্ডাঙ্গার বিশ্বদস্যু বীরচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী,—পাটনার বাতুলালয়ের রসদ্দার তপস্বীর মোহিনী নামে সম্বোধিতা নায়িকা সেই অভিসারিকা উদয়মণি! যে আমারে মেরে ফেল্বার চেষ্টা কোরেছিল, সে আপনার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল আপনা হোতেই উপভোগ কোল্লে,—আজন্ম অর্জ্জিত মহাপাতকের বিধিদত্ত প্রায়শ্চিত্ত এতদিনের পর বিলক্ষণ রকমে সমাধান হোলো!—কিন্তু কে তারে খুন কোল্লে, কেন কোল্লে, সেটী তখন জান্তে পাল্লেম না।

পুলিসে সংবাদ গেল। থানার দারোগা, বক্সী জমাদার আর জনকতক চৌকীদারকে সঙ্গে কোরে বাড়ী ঘেরাও কোল্লেন। যারা যারা আশ্রমে আছে, খুনের তদারক শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আস্‌খাস্ চালান হবার অবসর পর্য্যন্ত একজনও এ বাড়ী থেকে বেরুতে পারবে না, এরূপ এক আম হুকুম জারী হোলো। [illegible]

কোরে, ক্ষুরনামক অস্ত্রের দ্বারা খুন হওয়া সপ্রমাণের একখানি নিদর্শনপত্র প্রদান কোল্লেন ; তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হোলো আশ্রমের যাত্রীদের বিশেষ বিশেষ নাম, ধাম, ব্যবসার, কি হেতু অবস্থান, আর এই আকস্মিক অক্রুর কোনো সন্ধান কেউ কিছু জানেন কি না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকলের জোবানবন্দী লিখে নেওয়া হোলো। আমার যে অনুচর রাত্রিকালে আমাদের ঘর বদল কোরেছিল, সন্দেহক্রমে তারি উপরে অগ্রে সন্দেহ জন্মে। নানা রকম জেরা কোরে দারোগা তার জোবানবন্দী লন। কি অভিপ্রায়ে, কি জন্যে সে ঐ খুন হওয়া স্ত্রীলোককে পূর্ব্ব-দখলী ঘর থেকে অন্য ঘরে রাখায়, বারবার সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আমার ভৃত্য একে সুচতুর, তায় নিষ্পাপ, সে সত্য-জ্ঞানে, ধর্ম্ম-বিশ্বাসে, ঠিক ঠিক সমস্তই সত্য কথা বলে। বিশেষতঃ গৃহস্বামী তার পক্ষ হোয়ে, ন্যায়মত, ঘটনামত, আনুকূল্য করাতে, ধর্ম্মের কৃপায় সন্দিগ্ধ খুনের দায় থেকে নিষ্কৃতি পায়।

সে দিনের তদারক এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত কোরে, দারোগা মহাশয় থানায় যান। বক্সী জমাদার, আর চৌকীদারেরা, আইন মতে অকু-স্থানে মোতায়েন থাকে।

পরদিন প্রাতঃকালে দারোগা দ্বিতীয়বার বার্ দিয়ে বক্সীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বাড়ীর লোকেরা ত কেউ বাইরে যেতে পারে নি ?"

বক্সী উত্তর কোল্লে, "না, কেউ-ই নয় ; কেবল একজন হিন্দুস্থানী মহাজন তার বিদেশী মাল পৌঁছিবার বিলম্বে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হোয়েছিল, দুজন চৌকীদার মোতায়েন কোরে কেবল তাকেই কয়েক ঘণ্টার জন্যে ছেড়ে দেওয়া গিয়েছে।"

দারোগা দ্বিতীয়বার তদারক আরম্ভ কোল্লেন। সেইদিন সমস্ত যাত্রীর আস্বাব, সিন্দুক, পেট্রা ইত্যাদির থানা-তল্লাসী করা হোলো ; কোনো নিদর্শন পাওয়া গেল না।

বেলা এগারোটার পর, সেই হিন্দুস্থানী মহাজন, চৌকীদারের সঙ্গে আশ্রমে ফিরে এলো। এসেই যেন আহ্লাদিত হোয়ে সকলকে জানালে, "আঃ! বাঁচা গেল! এতদিনের পর আমার মালামাল এসে পৌঁছেছে, একটা বিষম ভাব্না দূর হোলো!" পুনঃ পুনঃ দম্ভ কোরে কেবল এই কথাই বোল্তে লাগ্লো।

একজন ভদ্রযাত্রী তারে সম্বোধন কোরে ভর্ৎসনাবাক্যে বোল্লেন, "দেখ, এই মহা বিপদ, খুনদায় উপস্থিত, এ সময় সামান্য জিনিষপত্রের জন্যে তোমার এতদূর আড়ম্বর করা ভাল হোচ্চে না।" মহাজন তাঁর কথায় অন্যমনস্ক।

দারোগা ঐ হিন্দুস্থানীকে লক্ষ্য কোরে বোল্লেন, "দেখ, যে ঘটনা উপস্থিত, তাতে কোরে এখানকার কোনো লোকেরি বাইরে যাওয়া উচিত হয় না! আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ কোরে আবার বোল্লেন, "এই রাজা বাহাদুর যখন এখানে থাকতে অসম্মত হোচ্চেন না, তখন আমি বোধ করি, কোনো লোকেরি সে বিষয়ে কোনো বাধা, কি আপত্তি থাকা অসম্ভব।"

"বাধা ?—আপত্তি ?—কোনো লোকেরি উচিত নয়! এ প্রস্তাব আমি নিজেই কোত্তে প্রস্তুত!" যেন অভয় সাহসের স্বরে সদর্পে ঐ হিন্দুস্থানী এই কটী কথা বোল্লে। উদাসীনভাবে দারোগা তার এই উক্তি শ্রবণ কোরে দস্তুরমত জিজ্ঞাসা কোল্লেন :—

"তোমার নাম ?"

"দেওতারণ নারায়ণ।"

"নিবাস ?"

"আগরা খাস্‌বাড়ী,—পণ্ডিত রামশীতলের বাড়ীর ঠিক উত্তরে লাগাও !"

"কি রকমে জীবিকা গুজরাণ্ ?"

গুজরাণ ?—কেন ?—ব্যবসা বাণিজ্যে ?

"কি রকমে এ বাড়ীতে পরশু রাত্রে খুন হোয়েছে, তার তুমি কিছু খবর রাখো ?"

"কিছুই না !"

দারোগা আর তারে অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন না ;—সে ঘর সে ভাড়া কোরেছিল, সেই ঘরের জিনিষপত্র তল্লাস করালেন ; খুনের অকুর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। সে দিনেরও তদন্ত এই প্রকারে শেষ হোলো।

আমি তখন যেরূপ পদস্থ,—পুলিসের কর্ম্মচারীরা আমারে যে পরিচয়ে পরিজ্ঞাত হোয়েছিলেন, ইচ্ছা কোল্লে স্বচ্ছন্দে আমি সে সময় সেখান থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পাত্তেম। কিন্তু শেষ কি হয় দেখ্‌বার জন্যে, ইচ্ছা কোরেই সেখানে চার্ পাঁচদিন অবস্থান কোল্লেম।

পরদিন দেওতারণকে সঙ্গে কোরে দালানঘরে দারোগা মহাশয় দেখা দিলেন। দেওতারণের মুখ সে দিন বিবর্ণ,—পাণ্ডুবর্ণ। ওষ্ঠ কাঁপ্‌ছে, নীচের ঠোঁট গালের ভিতর যাচ্চে, উপরের ঠোঁট নীচের দিকে আস্‌ছে, গাত্র রোমাঞ্চ,—কম্পমান !—আমি মনে কোল্লেম, এই ব্যক্তিই তবে খুনী আসামী হবে। কিন্তু তৎকালে সে বেষ্টিত নয়, পাহারাও নাই, বন্দীও নয়, দারোগাও তারে হাজতে দেন নি।—দেখ্‌ছি শুন্‌ছি, এমন সময় আর একজন পুলিস-আমলা এসে দারোগাকে জনান্তিকে ডেকে তাঁর কাণে কাণে কি বোল্লে। তিনি দেওতারণকে পাহারায় রেখে দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দুইজন চৌকীদারকে বোল্লেন, "তোমরা এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করো, এই লোকের উপরেই হত্যা অপরাধ সপ্রমাণ হোচ্চে!" বরকন্দাজেরা দেওতারণকে বন্ধন কোল্লে। তখন বুঝ্‌লেম, ঐ ব্যক্তিই সত্য সত্য খুনী আসামী।

এই ঘটনার দুই চার্‌দণ্ড পরে একজন ডাকের চাপ্‌রাসী এসে দারোগার হাতে একখানা পত্র দিলে। দিয়ে বোল্লে, "ঐ হিন্দুস্থানী মহাজনের যে সকল মালামাল ডাকে এসেছে, সে মাল আর কিছুই নয়, কেবল একটা সিন্দুক, একটা পেট্‌রা, দুটো বাক্‌সো, আর একটা ব্যাগ। দৈবাৎ একটা আধার ভেঙে গিয়েছিল, তা থেকে যে সকল জিনিষ বেরুলো, তা দেখে সন্দেহ ক্রমে আমাদের ডাকঘরের হাকিমেরা একে একে সকলগুলি খুল্‌লেন।—দেখ্‌লেম, কতকগুলো ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, খানকতক চোতা কাগজ, একরাশ বালী, আর এক বোঝা চেলা-কাঠ তার ভিতর ঠাসা রয়েছে মাত্র! এ ছাড়া আর কিছুই তাতে পোরা ছিল না। সেই সম্বন্ধে এই এক পত্র।"

দারোগা সেই পত্রখানি পাঠ কোল্লেন। কি তাতে লেখা ছিল, তা তখন ভাঙ্‌লেন না। গৃহস্বামীকে ডেকে ঐ লোকের চরিত্র চর্য্যার বিষয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন। গৃহস্বামী স্পষ্ট বাক্যে উত্তর দিলেন, "যে রাত্রে মানকরের রাজা বাহাদুর আমার আশ্রমে আসেন, সেই রাত্রে ঐ মহাজন আমারে একবার জিজ্ঞাসা কোরেছিল, 'কোন্ ঘরে তুমি তাঁরে রাখ্‌বে ?'

আমার অন্য ঘর সে রাত্রে খালি ছিল না, যে ঘরে খুন হোয়েছে, কেবল সেই ঘরটাই খালি ছিল; সুতরাং সেই ঘরের কথাই আমি তারে বলি!—তাতে আর অন্য কথা না বোলে অপরাপর লোকেদের সঙ্গে বাজে গল্প আরম্ভ করে।—ঘর বদল হোয়েছিল, সে তা জান্‌তো না। এই পর্য্যন্তই আমি জানি।”

শুনে আমার আর এক কথা মনে পোড়্‌লো। সেই দরিদ্র বহুপোষী লোকের সাহায্যের জন্য যখন আমি একশত টাকা দান করি, সেই সময় আমার নোটের স্তবক সকলে দেখেছিল; ঐ দেওতারণ বোধ হয়, সেই লোভে ঘর ভ্রমে আমার পরিবর্ত্তে উদয়মণিকে খুন কোরেছে! অর্থ লোভে আমারেই খুন করা তার ইচ্ছা ছিল, ঘর ভ্রমে ব্যক্তি ভ্রমে সে দুরভিসন্ধি সিদ্ধ কোত্তে না পেরে, হতভাগিনী উদয়মণিকেই খুন কোরেছে। সেইটাই তখন আমার নিশ্চয় বোধ হোলো। বস্তুত ঘটনাও তাই।

তৃতীয়বার দারোগা তার ঘর অন্বেষণ কোল্লেন। বিছানার নীচে থেকে রক্ত মাখা একখানা শাণিত ক্ষুর বেরুলো। তাই দেখে তার গাত্রবস্ত্র অন্বেষণ করা হয়। উপরের চাপ্‌কান নিষ্কলঙ্ক শুভ্রবর্ণ, ভিতরের একটা চুড়িদার আস্তিন জামায় ঠাঁই ঠাঁই নরশোণিতের ছিটে। সেই জামা, যে জামা গায়ে দিয়ে নিবিড় অন্ধকার রাত্রে অনাথিনী নারী-জীবন হনন কোরেছিল, সেই জামা খুলে রাখ্‌তে সাহস হয় নি,—তল্লাসিতে যদি বেরিয়ে পড়ে, বিপদ ঘোট্‌বে, ধরা পোড়্‌বে, এই শঙ্কায় সিন্দুকে কি পেট্‌রায় লুকিয়ে রাখ্‌তে সাহস হয় নি; খুনবস্ত্র খুনী-অঙ্গেই আবরণ কোরে রেখে ছিল। ধর্ম্মাধিকরণের অগ্রদূতেরা ধর্ম্মের উপদেশেই সেটা এখন বার্ কোল্লে। নিঃসন্দেহে দেওতারণ তখন নরহত্যা অপরাধে অপরাধী স্থির হোলো।

অশ্ব-ডাকে আগরাতে একজন পুলিস-দূতকে পূর্ব্বেই প্রেরণ করা হোয়েছিল। পণ্ডিত রামশীতলের বাড়ীর লাগাও কোনো বাড়ীতে দেওতারণ নামে কোনো বণিক বাস করে কি না, সেই সন্ধান আনবার জন্যে পূর্ব্বেই একজন লোক আগরায় গিয়েছিল!—সে প্রত্যাগত হবার অগ্রেই বর্দ্ধমান পুলিসে সংবাদ দিয়ে তথাকার পুলিসের একজন ঠগী-পরিদর্শককে ঘটনাস্থলে আনয়ন করা হয়। আসামীকে দেখেই তিনি বল্লেন, “ওঃ! এই লোক বড় বদ্‌মাস্! অনেকবার অনেক দুষ্কর্ম্ম কোরে আইনের হস্ত অতিক্রম কোরেছে,—বহু সন্ধান, বহু চেষ্টা কোরেও আমরা এরে গ্রেপ্তার কোত্তে পারি নি, ছদ্ম-বেশে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়,—বহু সন্ধান, বহু চেষ্টা কোরেও পুলিস এরে গ্রেপ্তার কোত্তে পারেন নি; সুধারনেত্র ঠগী-কমিসনর পর্য্যন্তও পরাস্ত হোয়েছেন, অবশেষে এইবার দৈবচক্রে ধরা পোড়েছে। এর নাম দেওতারণ নারায়ণ নয়,—আগরাতেও এর বাড়ী নয়,—জাতিতেও এ হিন্দুস্থানী নয়,—বাঙ্গালী বদ্‌মাস্! নিবাস বর্দ্ধমানের এলাকা; নাম ত্রিকূটা ঘোষ; পেসা গাঁট্‌কাটা, ঠক্‌বাজী আর জুয়াচুরি!”

শুনেই সকলে চমকিত, আমার পূর্ব্ব-কথা স্মরণ হোলো। অনেককাল পরে এখানে প্রথম-দর্শনে যেজন্যে আমার চেনা চেনা বোধ হোয়েছিল, সেই আকস্মিক জন্যটা তখন আমি জান্‌তে পাল্লেম। পূর্ব্বে দুটীবারমাত্র দেখা হোয়েছিল, আর কখনো সে মূর্ত্তি নয়নগোচর

হয় নি; সেই কারণেই পূর্ব্বদৃষ্ট চেহারাতে আশু সন্দেহ হয়। প্রথমে বর্দ্ধমানের মহারাজের গাড়ীর সম্মুখে বন্ধনদশায় যারে আমি দেখি,—কৃত্রিম মাতুল-বেশী দুরাত্মা রক্তদন্তের আবাসে আমারে খুন্ কর্‌বার জন্যে যে ব্যক্তি অন্ধকারে অন্তঃপুরপথে ওৎ কোরেছিল,—যার নিষ্ঠুর হস্তে নিরপরাধ সদাশয়, আমার ধর্ম্মনিষ্ঠ বৃদ্ধ মাতামহ রামকুমার বাবুর জীবনরত্ন অপহৃত হোয়েছে, সেই দুরাচার নরহন্তা গাঁট্‌কাটা এতদিনের পর ধর্ম্মের কৃপায়, বিধাতার যোগাযোগে হত্যাপরাধে অপরাধী হোয়ে পুলিসের হস্তে বন্দী হোলো। দারোগা মহাশয়, আগরার আনীত সংবাদ, আর ঘটনাস্থলের যথোপযুক্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ কোরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে আস্‌থাস চালান দিলেন। উপযুক্ত তদন্তের পর মাজিষ্ট্রেটী থেকে মকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ হোয়ে, উপযুক্ত পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ফাঁসিকাষ্ঠে সুসিদ্ধ হোলো। খুনী আসামী দুর্জ্জন গাঁট্‌কাটা, নরনারী-হন্তা দাগী বদ্‌মাস্, ফাঁস্‌রজ্জুতে কলুষিত জীবন বিসর্জ্জন কোল্লে।

যে কর্ম্মের অনুরোধে বাড়ী থেকে আমি যাত্রা কোরেছিলেম, আকস্মিক ঘটনায় দিনকতক বিলম্বের পর, সে কার্য্য সুসিদ্ধ কোরে পৌষমাসের শেষে বাড়ী ফিরে এলেম। অকস্মাৎ বিপদে ভগবানের অনুগ্রহে আসন্নমৃত্যুর কবল থেকে আমি যে সে যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কৃতি পেয়েছি, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ কোরে, পরিজনেরা সকলেই পরম পরিতুষ্ট মনে জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ অর্পণ কোল্লেন।

উপসংহার

বৎসরের অবশিষ্ট তিনমাস, আর পর বৎসর ছয়মাস, দেশ বিদেশীয় সমস্ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম; পরিচিত রাজাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ কোরে এলেম। ইতিমধ্যে কুমার ভূপতি বাহাদুরের একখানি পত্র প্রাপ্ত হই। তার নির্ঘণ্ট, বৃদ্ধ মহারাজের শঙ্কট পীড়া, শীঘ্র আমায় তথায় গমনের অনুরোধ।—সেই পত্র পেয়ে অবিলম্বে আমারে বরদায় যাত্রা কোত্তে হোলো।

কাশী ছাড়িয়ে পথে একস্থানে গাড়ী থেকে নাম্‌ছি, এমন সময়, "মুটে চাই, মুটে হবে,—বাবু!—মুটে?" বোল্‌তে বোল্‌তে একজন রোগা, রুক্ষচুল, ছিন্নবস্ত্র, কুষ্ঠরোগী সম্মুখে এগুলো। তৎক্ষণাৎ "তফাত্!—তফাত্! দূর, দূর!—তোঁরে আর মুটেগিরি কোত্তে হবে না, গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, বেটা আবার মুটে হোতে এসেছে! দূর হ!" এই সব কথা বোলে গালাগালি দিয়ে আমার অনুচরেরা তাকে তাড়িয়ে দিবার উপক্রম কোল্লে। আমি নিরীক্ষণ কোরে দেখে পার্শ্বচরেদের নিবারণ কোল্লেম।—আগন্তুক রোগীকে সম্বোধন কোরে বোল্লেম, "হরিহর! পাপের বিলক্ষণ ফলভোগ হোচ্ছে! তুমি এলাহাবাদের পার্ব্বতী রায়ের বাড়ীতে সরকারি কোত্তে, বিশ্বাসঘাতক হোয়ে তার ভ্রাতৃবধূ গিরিবালাকে গৃহত্যাগিনী কোরে, কুলবধূর

কুলধর্ম্ম, সতীত্বধর্ম্ম কলঙ্কিত কোরেছিলে, সেই পাপেই তোমার এই দুর্দ্দশা! আমায় তুমি চিন্‌তে পারো?—আমিও কিছুদিন এলাহাবাদে ছিলেম, তখন আমার নাম হরিদাস ছিল।"

এই কথা শুনে হরিহর ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে আমার মুখপানে চেয়ে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।—ভূমিতলে আছাড় খেয়ে পোড়ে আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দুঃখ জানিয়ে অনেক কথাই বোল্লে। আমি তারে সান্ত্বনা কোরে পঞ্চাশটী টাকা দিয়ে বিদায় কোল্লেম।—যে অনুরোধে সেখানে নেমেছিলেম, সে কার্য্য সমাধা কোরে বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পর পুনরায় গাড়ী ছেড়ে দিলেম। যথা সময়েই বরদা রাজধানীতে উপনীত হোলেম।—মহারাজের তখন আসন্ন-কাল। কাতরভাবে শয্যার একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ কোল্লেম। নিকটে বোস্‌তে বোলে মহারাজ হাত তুলে আমারে বিস্তর আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। একদিন পরেই তাঁর মহামহিম আত্মা বিনা কষ্টে স্বর্গগত হোলো! রাজকুমার অত্যন্ত শোকাভিভূত, আমি অতিশয় শোকাকুল,—রাজ্যবাসী সকলেই মহা শোকে বিহ্বল!—ক্রমাগত দশদিন রাজ্যমধ্যে শোক-স্রোত প্রবাহিত থাক্‌লো! অশৌচান্তে শ্রাদ্ধাবসানে কুমার বাহাদুর "রাজা বাহাদুর" উপাধি ধারণ কোরে রাজমুকুট আর ছত্রদণ্ড প্রাপ্ত হোয়ে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হোলেন। দেশ মধ্যে নূতন রাজ্যাভিসেকে মহা উৎসব সূচিত হোলো; শোকাবসানে সমস্ত প্রজা মহানন্দে আনন্দিত!—সুপালক, সুশোভন, মনোমত নবীন রাজাকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত দেখে সমস্ত প্রজা মহানন্দে আনন্দিত!

কুমার বাহাদুর,—এখন আর কুমার নন,—যুবরাজ নন,—ভাবী উত্তরাধিকারী নন, স্বয়ং রাজা বাহাদুর,—গুজরাটের একচ্ছত্রো অধীশ্বর, বরদারাজ্যের মহারাজ!—তাঁর অনুরোধে সেখানে আমারে চার পাঁচমাস অবস্থান কোত্তে হোলো। তদন্তর মহারাজের আগ্রহে, তাঁরি সহচর হোয়ে সদাশয় শিউ-শরণ, রহস্যপ্রিয় রামরঙ্গণ, আর অন্যান্য বন্ধু-বর্গকে সঙ্গে কোরে আপন জন্মভূমি মানকরে উপনীত হোলেম। রাজা বাহাদুর নবীন বিষয়াধিকারের অনুরোধে অধিকদিন এখানে আর বিলম্ব কোত্তে পাল্লেন না, একমাস থেকেই পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে প্রতিগমন কোল্লেন।

অন্য অন্য বন্ধুবান্ধবেরা মধ্যে মধ্যে আমার বাড়ীতে আসেন, আমি সময়ে সময়ে মৈত্রী বিনিময় করি; অবসরক্রমে বরদারাজ্যে গিয়ে, আমার এই সৌভাগ্যদুর্গের আদি ভিত্তিমূল গুজরাট-রাজকুমারের,—এখন আর রাজকুমার নন, বরদাধীশ্বরের রাজপ্রসাদ উপভোগ করি, দেশে এসে রাজা বাহাদুরকে সর্ব্বদাই পত্রাদি লিখি; এই প্রকারে বহু বিপদের পর, কমলার অনুকম্পা লাভ কোরে সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কোত্তে লাগ্‌লেম। সম্পর্কে, সম্বন্ধে, আলা-পনে, বিষয় কর্ম্মে যাঁরা যাঁরা আমার ঘনিষ্ঠ, আমার সৌভাগ্যে তাঁদের একজনও অসৌ-ভাগ্যশালী, অসুখী নন; সকলেই পরম সুখী। সংসারবাসী হোয়ে সকলে একত্রে পরম সুখে কালযাপন কোত্তে লাগ্‌লেম। কেবল এক অসুখ, আমার ধর্ম্মশীলা খুল্লতাতপত্নী, রাজা মাণিকচাঁদের পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী, যাঁরে আমি কাল্‌নাগঞ্জে প্রজ্বলিত হুতাশন মুখ থেকে উদ্ধার করি, তিনি অকালে পরলোকবাসিনী।

এতদূরে আমার বহু বিস্তৃত আদি দুঃখ-

মূল, শেষ সৌভাগ্যমূল জীবন-আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি হোলো। পাঠক মহাশয়! জীবন-চক্রের নানা চক্রান্তে আমি যে সকল মহা বিপদে দেশ বিদেশে যে যে প্রকারে যে যে ঘটনায় নিপতিত হোয়ে ঈশ্বরানুগ্রহে পরিত্রাণ লাভ কোরেছি, একে একে সে সমস্তই আপনার কাছে বিজ্ঞাপন কোল্লেম। এই ঐতিহাসিক বিবরণে আপনারে আমি পরিশ্রান্ত কোরেছি,—বিরক্ত কোরেছি,—কৃত্রিম শোক দুঃখে অভিনীত কোরেছি,—জান্‌ছি; কিন্তু এরি সহযোগে,—এরি মধ্যে কারো পক্ষে যদি কোনো প্রকার ধর্ম্মনীতি, সাধুনীতির সদুপদেশ বিতরণ কোত্তে সমর্থ হোয়ে থাকি,—চলিত-ভাষার গৌরব রক্ষা কোত্তে যদি কৃতকার্য্য হোয়ে থাকি, তা হোলেই আমার বহু শ্রম, বহু কষ্ট, বহু বিপদ, আর এই বহু বিস্তার সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা সার্থক হোলো জ্ঞান কোর্‌বো। এ-ই আমার গুপ্তকথা, এ-ই আমার শেষ কথা,—আর এ-ই আমার সার কথা!

চতুর্থ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

অন্ত্য স্তবক।

১৮৭৩ খৃঃ।

পাঠক মহাশয়!

নবীন বসন্তকালে আমার এই নবীন আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি হোলো।—চতুর্থ স্তবকে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম, শারদীয় স্বচ্ছ-চন্দ্রের প্রতিমা দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে মনোমত শিখরদেশে আরোহণ কোর্‌বো;—তাৎপর্য্য বিগত শরৎকালেই এই নবীন আখ্যান সমাপ্ত করা আমার অভিলাষ ছিল; কিন্তু ঘটনাক্রমে সেটী ঘোটে উঠ্‌লো না।—হাস্‌তে হাস্‌তে শিখর আরোহণ কোল্লেম বটে, কিন্তু ঠিক প্রতিজ্ঞামত, ঠিক সময়মত সেটী আর ঘোটে উঠ্‌লো না। কেন ঘোট্‌লো না, ঘটনার সাক্ষী হোয়ে বিশেষরূপেই আপনি সেটী বুঝ্‌তে পাচ্চেন।—যে বাষ্পীয় জলদে যতটুকু জল সঞ্চার, ততটুকু বর্ষিত না হোলে নভোমণ্ডলে ঘন-বিগম হয় না।

আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক হরিদাস (শ্রীবিষ্ণু)—প্রবোধচন্দ্র, আত্ম-জীবনীর ঘটনামূল সমস্ত কথা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমাপন না কোল্লেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গিরিচূড়া দর্শনে আমাদের গতিশীল চরণ ধীরে ধীরে গতি কোত্তে লাগ্‌লো।—সুতরাং আমার এই অপরিহার্য্য বিলম্ব,—সুতরাং সেইজন্যেই আমার এই পূর্ব্ব-অঙ্গীকৃত প্রতিজ্ঞা অনিচ্ছাতেই ভঙ্গ।

আমরা ত অতি যৎসামান্য ব্যক্তি, আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া কোনোক্রমেই বিচিত্র কথা নয়, অবশ্যই হোতে পারে, অবশ্যই আমরা ক্ষমা প্রাপ্তির অনুগৃহীত পাত্র।—মনে করুন, অতবড় দেবতুল্য অষ্টম বসু গঙ্গাপুত্র দেবব্রত, যিনি অসম সাহসিক, অলৌকিক ভীষণকার্য্য সম্পাদন কোরে দেবদত্ত ভীষ্মদেব উপাধিতে জগৎমণ্ডলে পরিকীর্ত্তিত হোয়েছিলেন, ঘটনাক্রমে এক সময়ে সেই দেবব্রত ভীষ্মদেবেরও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হোয়েছিল! বিবেচনা করুন, যখন এমন সাধুশীল সত্যব্রত মহাত্মাও অবস্থাবিশেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোত্তে সমর্থ হোয়েন নি, তখন আমরা আর কোথায় আছি? অবশ্যই আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হোতে পারে, অবশ্যই আমরা ক্ষমা প্রাপ্তির অনুগৃহীত পাত্র।

মূল কথা আরম্ভ কর্‌বার অগ্রে একটী গুহ্য রহস্য। পাঠক মহাশয় কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যসহকারে অনুগ্রহ কোরে সেইটী একবার শ্রবণ করুন। একজন ভদ্রলোকের অগ্নিমান্দ্য হোয়েছিল, কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা না কোরিয়ে, তিনি একজন মুসলমান হকিমকে ডাকান।—হকিম উপস্থিত হোয়ে পীড়ার সবিশেষ অবস্থা শ্রবণ কোরে, জাতীয় হিন্দি ভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মের ব্যবস্থা দেন :—

"দেখুন, এক কর্ম্ম করুন! বাকসো থেকে একটী টাকা বার্ করুন!—কোরে, সেই টাকাটী বেণের দোকানে পাঠিয়ে দিন।—তারা সেই টাকাটী নিয়ে ষোলআনার পয়সা দিবে; তারি ভিতর থেকে সাড়েপোনেরো আনা বাক্‌সোয় রেখে, বাকী দুটী পয়সা একজন চাকরকে দিয়ে বাজারে পাঠান। আর একজন চাকরকে আপনার বাড়ীতে যে উনুনে প্রত্যহ রসুই হয়, সেই উনুনে কয়লা জ্বালিয়ে আগুন কোত্তে বলুন। আর যে চাকর বাজারে যাবে, তারে বোলে দিন, বেছে বেছে বাজার থেকে খুব বড় হৃষ্টপুষ্ট বেগ্‌নী রঙের একটী সুডৌল গোল বেগুন কিনে আনে। আনা হোলে, উনুনের গন্‌গোনে আগুনে সেটী ফেলে দিন।—ফেলে দিয়ে, একবার এপিঠ, একবার ওপিঠ, কোরে নেড়ে চেড়ে, বেগুনটী রীতিমত দগ্ধ করুন। তারপর, আস্তে আস্তে আগুন থেকে তারে বার্ কোরে একটী পরিষ্কার পাত্রে রাখুন।—অতি সন্তর্পণে পোড়া ছাল আর ছাই তফাৎ কোর্‌বেন; অতি সাবধানে বোঁটাটীও ফেলে দিবেন। ভিতর থেকে যে শাঁসটুকু বেরুবে, সেইটুকু আর একটী পাত্রে রেখে, একটু শর্ষের তেল, আর একটু সৈন্ধব লবণ তাতে মিশিয়ে নেবেন। কিঞ্চিৎ গোল-মরিচের গুঁড়ো, সেই সঙ্গে একটু আদার রস,—দিলেও হয়, না দিলেও ক্ষতি নাই; বেশ কোরে মেখেচুকে আহার কোর্‌বেন। উত্তম ক্ষুধা হবে, রোগ আরাম হবে, মন ভাল থাক্‌বে, বুদ্ধি খাঁটি হবে, এবং আর আর যে কি কি উপকার না হবে, তা আমি হেন যে হকিম, আমিই তা একমুখে বোল্‌তে পারি নি!"

হকিমের এই ব্যবস্থা যেরূপ, যদি বিবেচনা করেন, আমাদের এই আখ্যায়িকার নির্ঘণ্টও অবিকল সেইরূপ।—হকিম অনায়াসে বোল্‌তে পাত্তেন, "একটী কালো বেগুন পুড়িয়ে খাও!" আমিও তেম্‌নি বোল্‌তে পাত্তেম, "হরিদাসের খুল্লতাত রাক্ষস পিশাচবৎ মহানিষ্ঠুর পাপাচার মাণিকচাঁদ, বিষয়লোভে হরিদাসকে আর অম্বিকাকে প্রকারান্তরে লুকিয়ে রেখেছিল; ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁরা নানা বিপদ অতিক্রম কোরে দস্যুচক্র থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন; চক্রান্তকারীরা একে একে সকলেই স্ব স্ব-কৃত মহাপাপের উচিত শাস্তি পেলে। শেষকালে হরিদাস পৈতৃক-

রাজ্যে রাজা হোয়ে নিষ্কণ্টকে সুখী হোলেন।" এইরূপ শাদা কথায় বোল্লে, দুই চারিছত্রেই এই সার কথা কটী পরিসমাপ্ত হোতো; তা না হোয়ে হকিমের বেগুন-পোড়ার মত আড়ম্বর কোরে বলাতে মুদ্রাযন্ত্রের অষ্টপৃষ্ঠা পরিমিত অষ্টোত্তর শতখণ্ডের ন্যূনে* পর্য্যাপ্ত হোলো না। পাঠক মহাশয়ও উত্যক্ত হোলেন, গল্পও বাহুল্য হোলো।

ধর্ম্মপথে থাক্‌লে সুখ দুঃখ যে অবস্থাতেই হোক্, শেষকালে তার একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে;—অধর্ম্মপথেও সেইরূপ একটী অন্তিম রেখা আছে। পাঠক মহাশয়! হরিদাসের আখ্যায়িকার চারিপর্ব্ব আদ্যোপান্ত আলোচনা কোল্লেন, অবশ্যই বুঝ্‌তে পেরেছেন, ধর্ম্মের আর অধর্ম্মের পুরস্কার, প্রতিফল, কার্ ভাগ্যে কিং প্রকার সংযোজন ঘটনা হোয়েছে। পুনরুক্তি পরিহার কোরে যাঁরা যাঁরা সৎপথের জীবন্ত অভিনয়কর্ত্তা, আর যারা যারা অসৎ পথের স্মরণীয় নায়ক নায়িকা, উদাহরণস্থলে কেবল তাদেরই নাম নির্দ্দেশ কোচ্চি, সহজে সদসৎ ফলাফলের চিরদৃষ্টান্ত থাক্‌বে, সেই নিমিত্তই এই শেষ পরিচয়।

অসৎ পথের মূল নায়ক মাণিকচাঁদ। প্রবোধচন্দ্রকে পৈতৃক চিরস্বত্বে বঞ্চনা কোত্তে, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত হনন কোত্তে সেই ব্যক্তি চক্র বিস্তার কোরেছিল; ধর্ম্মের অবমাননায় কৃতকার্য্য হোলো না, ধর্ম্মের বলে প্রবোধচন্দ্র জয়ী হোলেন, আর ধর্ম্মবলেই সেই প্রবোধচন্দ্রের এতদূর সুখৈশ্বর্য্য; প্রকারান্তরে পাকে চক্রে সেই কুচক্রমূল মাণিকচাঁদের যৎপরোনাস্তি অধোগতি!—অসৎপথে কিছুদিন তার অভ্যুদয় হোয়েছিল বটে, ভাগ্যবলে রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ কোরেছিল বটে, কিন্তু শেষকালে ধর্ম্মই প্রবল হোলো। যারে বঞ্চনা করবার জন্যে তত আকিঞ্চন, ততদূর দুষ্প্রবৃত্তি, পরিশেষে তারি সৌভাগ্য, তারি সুযশ গৌরব, আর সৌভাগ্যলক্ষ্মী তারি অনুগত; ধর্ম্মের প্রসাদেই প্রবোধচন্দ্র বিশ্ব-বিজয়ী; আর মাণিকচাঁদের যাবজ্জীবন আশঙ্কা, ভাব্‌না, চিন্তা, চির-উদ্বেগ; শেষ পরিণাম অপঘাত-মৃত্যু।

রক্তদন্ত আর দিগম্বর মাণিকের উপদেশে প্রবোধচন্দ্রের আশৈশব নানা অনিষ্ট চেষ্টা কোরেছিল, অবশেষে একজন ডাকাতের মশালের আগুনে [illegible]র সমাধিব্রত উদ্‌যাপন কোল্লে; আর একজন যাবজ্জীবন গুজরাটের কারাগৃহে বন্দী হোয়ে থাক্‌লো। প্রবোধচন্দ্র বিশ্ববিজয়ী। আর এক দৃষ্টান্ত, বীরচন্দ্র। সেই

---

* প্রথম সংস্করণের সময় অন্ত্যস্তবক এবং আর আর শীর্ষকব্যতিরেকে (আটপেজি ফর্ম্মার) ৮৬০ পৃষ্ঠায় এই রহোন্যাস পরিসমাপ্ত হয়।

খোসা মাকুন্দ দুর্দ্দান্ত দস্যু, আজীবন পাপাচার কোরে, প্রবোধচন্দ্রেরও জীবন হনন কোত্তে প্রবৃত্ত হোয়েছিল, পরিশেষে কাশীর গুণ্ডারা তপ্ত ঘৃত-কটাহে তারে ভাজা ভাজা কোরে পুড়িয়ে মাল্লে! প্রবোধচন্দ্রের একগাছি কেশমাত্রও ছিন্ন হোলো না।

এলাহাবাদের গিরিবালা আর তরঙ্গিণী নিরন্তর অধর্ম্মপথচারিণী ছিল, উপযুক্ত সময়ে তারা উপযুক্ত প্রতিফল পেলে। রাজেশ্বরী (ছোট খুড়ী), আর ফরাস্‌-ডাঙ্গার উদয়মণি, নিরবধি অধর্ম্ম পথে পরিভ্রমণ কোরে, প্রবোধচন্দ্রের অহিত চেষ্টায় অনুলিপ্ত ছিল, পরিণামে তাদের যতদূর দুর্দ্দশা হোতে হয়, পাঠক মহাশয় তৎসমস্তই ক্রমে ক্রমে অবগত হোয়েছেন। সেইজন্যে বোল্‌ছি, ধর্ম্মের যদি মর্য্যাদা থাকে, ধর্ম্মমর্য্যাদার যদি কিছু অন্ত্য পুরস্কার থাকে, এই আখ্যায়িকায় আমরা যদি বঙ্গ-সংসারে কিছুমাত্র উপকার কোত্তে সমর্থ হোয়ে থাকি, তা হোলেই আমাদের সমস্ত যত্ন সফল, সমস্ত শ্রম সার্থক!

প্রবোধচন্দ্র, প্রভাবতী, কুমার ভূপতি রাও, আর কৃষ্ণকিশোর প্রভৃতি যাঁরা যাঁরা জীবনাবধি ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ কোরে ধর্ম্ম-সেবা কোরেছিলেন; তাঁদের শেষ সৌভাগ্য, ধর্ম্ম-নিদর্শন, ধর্ম্ম সৌভাগ্য, নিত্যধর্ম্ম।

সংসারের দু-ই পথ, ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম।—যে পথের যে গতি ধরা আছে, একদিনে হোক্, দশদিনে হোক্ অথবা জীবনকালের মধ্যে যতদিনে হোক্, সে পথের উপযুক্ত ফল হবেই হবে, হোতেই চায়। সাক্ষী, হরিদাসের গুপ্তকথা অতি আশ্চর্য্য!

পাঠক মহাশয়! আজ আমি বিদায় হোলেম। এতদিন আপনি যেরূপ সানুগ্রহ-উৎসাহে আমারে উৎসাহিত কোরে এলেন, চিরজীবন সেটী আমি বিস্মৃত হোতে পার্‌বো না, কৃতজ্ঞতাসহ চিরকালই তা আমার স্মরণ থাক্‌বে; সেই সাহসেই অপরাপর নবীন নবন্যাসে আপনার মনোরঞ্জন কোত্তে প্রবৃত্ত হবো। এখন এই পর্য্যন্ত আমার বিদায়।—মাঝে মাঝে আমারে মনে কোর্‌বেন, স্মরণ রাখ্‌বেন, এ-ই মাত্র নিবেদন! আপনার

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী,

অনুগৃহীত—অনুগত

শ্রীসবজান্তা

কৌতূহল পরিতৃপ্তি।

পাঠক মহাশয়! হরিদাসের আখ্যায়িকার আখ্যানকর্ত্তা সব্জান্তা, এতদিন পর্য্যন্ত আপনার নিকট লুপ্ত ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বিরাট রাজ্যে কঙ্ক নামে পরিচিত হোয়ে, অজ্ঞাত বৎসর চারিভ্রাতাসহ অজ্ঞাতবাসে যেমন অপ্রকাশ ছিলেন, আমার সব্জান্তা এই দুই দুই বৎসরেরও অধিককাল সেই প্রকার অপ্রকাশ। কি জানি, এই নবন্যাস যদি আপনার সন্তোষদায়ী হৃদয়গ্রাহী না হয়, সেই আশঙ্কায় অপ্রকাশ। যখন দেখা হোলো, হরিদাসের গুপ্তকথা সমস্ত বঙ্গ-প্রদেশে সমাদরে পরিগৃহীত, তখন আর সে অপ্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজকুলকিশোর, স্বজাতীয় কাব্য-সাহিত্যের অকপট অকৃত্রিম মিত্র, শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতৎ উপাখ্যানের একমাত্র প্রণেতা; তিনিই এই রহোন্যাসটী বিরচন করেন—এই নবন্যাস পাঠ কোরে পাঠক মহাশয়, আপনি যদি তুষ্ট হোয়ে থাকেন, ধন্যবাদ;—যদি তাক্ত হোয়ে থাকেন, ক্ষমা প্রার্থনা। বস্তুকর্ত্তৃক সব্জান্তা কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ইনি আপনাদের মনোরঞ্জন কর্বার জন্যে যৎপরোনাস্তি যত্ন ও আয়াস স্বীকার কোরেছেন, এখন এঁর সেই আয়াস—সেই যত্ন, সফল হোলো কি না, সে বিচার আপনাদের হস্তে।

প্রকাশক।

বিদায়।

পাঠক মহাশয় !

অদ্য আমি প্রকাশ্যে পরিচিত হোয়ে অদ্যই আবার বিদায় হোচ্চি। অনুগ্রহ কোরে স্মরণ রাখ্বেন, এ-ই মাত্র প্রার্থনা !

মাধবাচার্য্যের আশ্রম অবধি হরিদাস, ওরফে প্রবোধচন্দ্রের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অভিষেক পর্য্যন্ত যা কিছু আপনি,—পাঠক মহাশয় যা কিছু আপনি শ্রবণ কোল্লেন; আশ্চর্য্য, অনাশ্চর্য্য,—শোক, অশোক,—বিপদ, অবিপদ,--দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, যা কিছু আপনি শ্রবণ কোল্লেন, সেগুলি কেবল উপদেশমাত্র। ধর্ম্মের উন্নতি, অধর্ম্মের অধোগতি, এই সার উপদেশমাত্র।

"পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে" এই সূত্রায়

কলিকাতা।
শোভাবাজার,—রাজবাটী।
২রা চৈত্র, ১২৭৯।

বিদায়াকাঙ্ক্ষী
শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

ষড়চক্র ভেদ !!!

এবারের "কৌতূহল পরিতৃপ্তি" ও "বিদায়" শীর্ষকমধ্যে* ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রকাশিত হোলো না কেন?—এ পুস্তকের সৃষ্টিকর্ত্তাই যদি (আংশিকরূপে) ভুবনচন্দ্র, তবে তার নাম না দিবার কারণ কি? সৃষ্টিকর্ত্তাও নয়,—বিরচণকর্ত্তাও নয়,—কিছুই নয়,—তার সহিত এ গ্রন্থের সংশ্রবমাত্রও নাই!—সম্পর্ক নাই কেন?—বিলক্ষণই আছে! কৌতূহল পরিতৃপ্তির বিজ্ঞাপনে উক্ত মহাত্মার নাম কি সূত্রে বর্ণবদ্ধ হোয়েছিল, তা আমরা নিম্নভাগে লিপিবদ্ধ কোল্লেম।

"ষড়গুণ-জ্ঞান-সম্পন্ন একটী লোকের বিশেষ প্রয়োজন।—কারণ, কল্পনা ও রচনাকৌশলের সৃষ্টি কোরে, তা আবার স্বয়ং স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করা বড়ই কষ্টকর কার্য্য! আপনার সন্ধানে কি এমন একটী লোক আছে?" হরিদাস-প্রণেতা কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁর প্রিয় মিত্র "উজ্জ্বার পুত্রের" অস্তকর্ত্তা শ্রীযুক্ত ডাক্তার ফকিরচাঁদ বসু দেবকে এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ভুবনচন্দ্রের নাম উল্লেখ কোল্লেন। সে ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয় হোতে আর কালবিলম্ব রইলো না।—যথা সময়ে গ্রন্থখানি শেষ হোয়ে গেল। কুমার বাহাদুর ভুবনের প্রতি বড়ই প্রীত,—বড়ই সন্তুষ্ট!—এই সুযোগদর্শনে লিপিকার (নকলনবিশ) মহাশয় হরিদাসের গুপ্তকথার বিজ্ঞাপনে নিজ নাম সন্নিবেশিত করাবার জন্যে নানামতে উপরোধ অনুরোধ কোত্তে লাগ্‌লেন! "আমার অন্নের সংস্থান হয়,—দশের নিকট নাম ও গৌরব বাড়ে,—আত্মমুখে স্বীকার কোরবো না, তবে বিজ্ঞাপন দর্শনে যে যা অনুমান করুক,—লেখাই আমার ব্যবসা!" ইত্যাকার নানাবিধ অনুনয় বিনয় উপস্থিত কোরে, নিজ অভিপ্রায় সুসিদ্ধ কর্‌বার জন্যে সচেষ্টিত হোলেন।—কিন্তু কি আক্ষেপ! কুমার বাহাদুর তৎকালে কিছুতেই সম্মত

* অষ্টম সংস্করণের সময় "ষড়চক্রভেদ" প্রথম প্রকাশিত হয়।